॥ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

॥ গবেষণা-গ্রন্থ ॥

॥ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ॥

শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

এম্-এ (বাঙ্গালা এবং দর্শন), ডি-ফিল্ (সাহিত্য),
অধ্যাপকঃ আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা
প্রাক্তন অধ্যাপকঃ উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়, হাওড়া

প্রণীত

॥ আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত 'প্রস্তাবনা' সম্বলিত ॥

নালন্দা প্রেস
পাবলিকেশন বিভাগ
১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

॥ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ ॥

॥ ডি-ফিল্ উপাধির জন্য প্রদত্ত, ডাঃ সুশীলকুমার দে ডাঃ সুকুমার সেন ও ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিগৃহীত (রেজিস্ট্রারের পত্র নং বিবিধ ১০১০-১০১৩/ ডি-ফিল্ তাঃ ২৭-২৮|৪|১৯৫৫ খৃীঃ) গবেষণাগ্রন্থ ॥

॥ প্রথম সংস্করণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ=১৯৫৫ খৃীষ্টাব্দ ॥

মূল্য বার টাকা

॥ মুদ্রাকর ও প্রকাশক ॥
শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র
নালন্দা প্রেস
১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

॥ যাঁহাদিগের সুমহান্ আদর্শ এবং সুপবিত্র জীবনধারা
গ্রন্থকারকে সারস্বত-সাধনায় একান্ত ব্রতী করিয়াছে

সেই

পূজ্যপাদ অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত অ[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সর্ব্বংসহা মা-মণি

শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী

উভয়ের শ্রীকরকমলে

এই গ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত হইল ॥

॥ সূচীপত্র ॥

॥ ভূমিকা ॥ [পৃঃ ॥৵৹-১।৵৹] ।

প্রস্তাবনা—মুখবন্ধ।

॥ ১ ॥ **বিষয়-প্রবেশ** [পৃঃ ১-৬]

উপক্রমণিকা—অষ্টাদশ শতক সমন্বয়ের যুগ—ভারতচন্দ্রের রচনায় জীবনরস—বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অপখ্যাতি—কবির রচনাবলীর সহজপ্রাপ্যতা ও জনপ্রিয়তা।

॥ ২ ॥ **ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী** [পৃঃ ৭-১১] ।

সত্যপীরের কথা—রসমঞ্জরী—অন্নদামঙ্গল কাব্য (তিন খণ্ড)—বিবিধ-বিষয়িণী কবিতাবলী—পত্র—নাগাষ্টক—চণ্ডীনাটক—গঙ্গাষ্টক—খিল ভারতচন্দ্র।

॥ ৩ ॥ **কবি-জীবনী** [পৃঃ ১২-২৭] ।

কবির জন্মভূমি—ভূরসুট ও পাণ্ডুয়ার পূর্ব্ব ও আধুনিক পরিচয়—ভূরসুট রাজবংশ ও ভারতচন্দ্র—বংশলতা, সাকিম পাণ্ডুয়া—ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ—জীবনবৃত্ত—পরিবার-বর্গের পরিচয়—পাণ্ডুয়া ও গড়ভবানীপুরে রাজবংশের স্মৃতি—কবির স্মৃতিরক্ষা।

॥ ৪ ॥ **মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা** [পৃঃ ২৮-৪৫] ।

অষ্টাদশ শতকের কৃষ্টিকেন্দ্র কৃষ্ণনগর—রাজবংশের ইতিহাস—কৃষ্ণনগরের ভৌগোলিক অবস্থান—রাজবংশলতা—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—রাজপরিবার ও পোষ্যবর্গ—রাজসভা—বিবিধ বিবরণী।

॥ ৫ ॥ **কবি-প্রতিভা** [পৃঃ ৪৬-৭৬] ।

সাহিত্যের লক্ষণ—মুসলমান যুগে বঙ্গসাহিত্যের নবরূপ—বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য—ভারতচন্দ্রের রচনার মৌলিকতা—অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য—কথাশিল্প—লিপিকর প্রমাদ ও পাঠবিকৃতি হেতু মূল পাঠোদ্ধারের দুঃখসাধ্যতা—কাব্যবিচার—কবির লোকোত্তর প্রভাব।

॥ ৬ ॥ **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্র** [পৃঃ ৭৭-৮৬] ।

বঙ্গ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি—আর্য্যগণের সাহিত্য-সাধনা—কবি জয়দেব ও বঙ্গ-সাহিত্য—খৃষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতক হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যধারা ও ভারতচন্দ্র—যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্র—ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার।

॥ ৭ ॥ [illegible] এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য [পৃঃ ৮৭-১৩৬] ।

বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য—সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দরাদি কাব্য ও চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য—বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভারতচন্দ্র—বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত চৌর-পঞ্চাশিকা ও ভারতচন্দ্র।

॥ ৮ ॥ রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র [পৃঃ ১৩৭-৬৩] ।

রচনাকাল নির্ণয়—রচনার আদর্শ—ভারতচন্দ্র ও ভানুদত্ত—তালিকাসহ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ—নায়িকা-প্রকরণ, নায়িকাসহায়, নায়ক-প্রকরণ, নায়কসহায়, শৃঙ্গার-নিরূপণ, ভাবপ্রকরণ, বয়োবিভাগ ও জাতিকথন—ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর বৈশিষ্ট্য।

॥ ৯ ॥ পীরমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতচন্দ্র [পৃঃ ১৬৪-৭২] ।

সূচনা—কাহিনী-বিশ্লেষণ ও স্কন্দপুরাণ—বিবিধ পাঁচালীতে কাহিনীর পার্থক্য—ভারতচন্দ্রের 'সত্যপীরের কথা'—কাব্যবিচার—সত্যদেবতার জনপ্রিয়তা ও পূজায় বঙ্গদেশের প্রভাব।

॥ ১০ ॥ মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র [পৃঃ ১৭৩-৯১] ।

প্রাক্ তুর্কী ও তুর্কী বিজয়োত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা—মঙ্গলকাব্য—মঙ্গল-কবি ভারতচন্দ্র—জয়দেব, সদুক্তিকর্ণামৃত, মুকুন্দরাম, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র—মঙ্গলকাব্য-বিরচনে ভারতচন্দ্রের সার্থকতা।

॥ ১১ ॥ অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত [পৃঃ ১৯২-৯৭] ।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে সঙ্গীত—মার্গসঙ্গীত—ভারতীয় সঙ্গীতে ঈরানী প্রভাব—বঙ্গ-দেশের নিজস্ব সঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের সহিত যোগাযোগ—বিষ্ণুপুর ও মার্গসঙ্গীত—অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত-শিল্প।

॥ ১২ ॥ সূক্তি-মুক্তাবলী [পৃঃ ১৯৮-২২২] ।

প্রবাদ-সুভাষিতের বাস্তব-নিষ্ঠা—লৌকিক সাহিত্য ও প্রবাদ—ভারতচন্দ্রের সুভাষিতা-বলীর বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

॥ ১৩ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভূমিকা [পৃঃ ২২৩-৩৫] ।

ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য—অন্নদামঙ্গলাদি কাব্যে দার্শনিক উপাদান—কাব্যপ্রদর্শনী—অন্নদামঙ্গলের রূপক ব্যাখ্যা—ভারতচন্দ্রের ধর্ম্ম।

॥ ১৪ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঐসলামিক রহস্যবাদ [পৃঃ ২৩৬-৪২] ।

সুফীবাদ ও ভারতীয় ভাবধারা—সাহিত্যে সুফীবাদ—ভারতচন্দ্র ও সুফীবাদ—কাব্য-প্রদর্শনী।

॥ ১৫ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিক পটভূমিকা [পৃঃ ২৪৩-৭৭] ।

হিন্দুসভ্যতার বিবিধ উপাদান—সাহিত্যে শিব ও শক্তিদেবতা—মঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ভারতচন্দ্রের রচনায় বিবিধ পুরাণ, লৌকিক কাব্য ইত্যাদির উপাদান বিশ্লেষণ ও বিচার।

॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা [পৃঃ ২৭৮-৯২] ।

মুসলমান রাজত্বের ঐতিহাসিক বিবরণী—কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনবৃত্ত—ভবানন্দ মজুন্দার ও প্রতাপাদিত্যের কাহিনী—কাহিনীর সত্যতা-বিচার।

॥ ১৭ ॥ ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা [পৃঃ ২৯৩-৩২৪] ।

বিবিধ গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি ও অনুবাদ—রচনার জনপ্রিয়তা ও উত্তর কালের সাহিত্যসাধকবৃন্দের উপর প্রভাব—কবি-প্রশস্তি—নাটগীতি ও ভারতচন্দ্র—সাহিত্যের নবযুগ ও জনগণের রুচি-পরিবর্ত্তন—ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও পরিণতি।

॥ ১৮ ॥ ভারতচন্দ্র রায় এবং আলেকজাণ্ডার পোপ [পৃঃ ৩২৫-৩৮] ।

য়ুরোপীয় সাহিত্য ও পোপ—পোপ ও ভারতচন্দ্রের সাদৃশ্য—কাব্যপ্রদর্শনী—ভারতচন্দ্র ও সাহিত্যের সংস্কার-মুক্তি।

॥ ১৯ ॥ যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র [পৃঃ ৩৩৯-৭৩] ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের রসাত্মকতা ও বাস্তবতা—নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের কৃষ্টিকেন্দ্র—গৌড়বঙ্গের পরিচয়—রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা—ব্যবসা-বাণিজ্য—দেশ-বিদেশ—বাদ্যযন্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র ও যানবাহন—রূপসজ্জা ও স্থাপত্যশিল্প—পূজাপার্ব্বণ—বিবিধ সামাজিক বিধি, প্রথা ও সংস্কার—জাতি, পদবী ও নাম—ভোজ্য ও পানীয়—কৃষ্টিকেন্দ্রের স্থানান্তর।

॥ ২০ ॥ ভারতচন্দ্রের ভাষা [পৃঃ ৩৭৪-৯১] ।

ভূমিকা—ধ্বনিতত্ত্ব—রূপতত্ত্ব—বাক্যরীতি—শব্দভাণ্ডার—ভূরসুটে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র ও ভারতচন্দ্রের উপর তাহার প্রভাব।

॥ ২১ ॥ ছন্দ ও অলংকার [পৃঃ ৩৯২-৪১৩] ।

ছন্দ—প্রাক্ ভারতচন্দ্র যুগের ছন্দ, ভারতচন্দ্রের ছন্দোবৈশিষ্ট্য, রচনায় বিবিধ ছন্দের ব্যবহার ও স্তবক-পদ্ধতি। অলংকার—সাহিত্যে অলংকার-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, ভারতচন্দ্রের রচনায় অলংকারের নিদর্শন ও সার্থকতা।

॥ ২২ ॥ ব্রজবুলি ও পশ্চিমা হিন্দীর উপাদান [পৃঃ ৪১৪-১৮] ।

অপভ্রংশ সাহিত্য—ব্রজবুলি—ভারতচন্দ্রের রচনায় ব্রজবুলি লক্ষণাক্রান্ত পদাবলী—কাব্যে পশ্চিমা হিন্দীর উপাদান ও দৃষ্টান্ত।

॥ ২৩ ॥ আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দভাণ্ডার [পৃঃ ৪১৯-৩৬]।

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাষার শব্দাবলী—অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যের শব্দভাণ্ডার—ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দাবলীর বর্ণানুক্রমিক সার্থক তালিকা।

॥ ২৪ ॥ শব্দার্থচন্দ্রিকা [পৃঃ ৪৩৭-৫৬]।

অপ্রচলিত ও বিশিষ্টার্থক শব্দাবলীর বর্ণানুক্রমিক সার্থক তালিকা, টীকা ও টিপ্পনী।

॥ ২৫ ॥ খিল ভারতচন্দ্র [পৃঃ ৪৫৭-৫১১]।

ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা—বিভিন্ন পুঁথিতে রচনার হ্রস্বাধিক্যের নমুনা—ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত অতিরিক্ত রচনাবলী।

॥ ২৬ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ [পৃঃ ৫১২-২৪]।

লিপিকর-প্রমাদ হেতু মূল পাঠ নির্দ্ধারণে অসুবিধা—সংশোধিত মূল রচনা সমেত ভারতচন্দ্রের কাব্যানুবাদ।

॥ ২৭ ॥ চিত্র পরিচয় [পৃঃ ৫২৫-৩৪]।

বিবিধ পুঁথি ও স্থানসমূহের বিস্তৃত পরিচয়—সংখ্যানুক্রমিক চিত্রমালা।

॥ ভূমিকা ॥

॥ প্রস্তাবনা ॥

প্রস্তুত পুস্তক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র**, নানা দিক হইতে বিচার করিলে বাঙ্গালা ভাষার একখানি অতি লক্ষণীয় এবং প্রামাণিক পুস্তক হইয়াছে, এবং এই ধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হইল। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী সকলেই এই অনুপম গ্রন্থকে সাগ্রহ অভিনন্দনের সহিত গ্রহণ করিবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা তাহার প্রথম আত্মপ্রকটের সময় হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া অবাধ গতিতে প্রবাহিত রহিয়াছে—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে বাঙ্গালা ভাষার দান অন্য কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষার দানের তুলনায় নগণ্য বা দীন নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভবের প্রথম যুগেই বহু কবি ইহার সেবা আরম্ভ করিয়া দেন। ১১২৭ শকাব্দ [=খ্রীষ্টীয় ১২০৫ সাল]-এ পশ্চিম বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভার অমাত্য, 'প্রতিরাজ' শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এক বৃহৎ ও অপূর্ব সংস্কৃত কবিতার সংগ্রহ সংকলন করেন, তাহাতে তিনি কেবল 'বঙ্গাল কবি' এই নামে উল্লিখিত কোনও পূর্ববঙ্গবাসী বঙ্গভাষী কবি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় আর্যা ছন্দে রচিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেন। এই শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এখন হইতে প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্বে বঙ্গভাষী কবি তাঁহার মাতৃভাষার গুণ ও গৌরব এবং তাহাতে নানা কবি কর্তৃক সাহিত্যসর্জনা সম্বন্ধে অবহিত ইয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে প্রশস্তি করিতেছেন। শ্লোকটী এই—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ —সদুক্তিকর্ণামৃত [৫।৩১।২]

অর্থাৎ, 'গঙ্গা ও বাঙ্গালা ভাষা, এই দুইটীতে অবগাহন করিলে মানুষকে পবিত্র করে। গঙ্গা প্রচুর জলযুক্ত, বঙ্গভাষা নবরসের প্রচুর সমাবেশে বিদ্যমান; গঙ্গা জল-গভীর, বঙ্গভাষা ভাব-গভীর; গঙ্গা বঙ্কিম গতি হেতু সুন্দর, বঙ্গভাষাও তদনুরূপ বঙ্কিম বা বাঁকা অর্থাৎ সুন্দর এবং ঐশ্বর্যশালিনী; এবং উভয়ই

নানা কবি কর্তৃক আশ্রিত হইয়াছে।’ বঙ্গভাষার এই অজ্ঞাতপরিচয় প্রশস্তিকারের কিছু পূর্ব হইতেই বঙ্গসাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল। প্রথম যুগের কবিগণ বৌদ্ধ সহজিয়া মতের আধ্যাত্মিক সাধনা লইয়া যে প্রহেলিকাপূর্ণ কবিতা বা গান রচনা করিতেন এবং তখনকার দিনের সামাজিক জীবন লইয়া ও লোক-প্রচলিত দেবদেবীর স্তুতি লইয়া যে-সমস্ত গান বা পদ রচনা করিতেন, তাহার নিদর্শন আমরা নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ‘চর্য্যাপদ’ হইতে ও ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি। এই যুগের কবিদের, বিশেষ করিয়া চর্যাপদের রচয়িতা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের, নাম পাইয়াছি। তাঁহাদের অনেকের জীবন-কথার আভাসও পাইয়াছি; এগুলি অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ের কথাবস্তু হইলেও, ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে অবস্থিত বলিয়াই মনে হয়। এই চর্যাপদকার সিদ্ধাচার্য, যথা—লুহী, কান্‌হ, ভুসুকু, কুক্কুরী, শান্তি, বিরুবা, ভাদে, সরহ, বাজিল, চাটিল প্রভৃতি ২২ জনের রচনা পাইতেছি, তাঁহাদের অলৌকিক জীবন-কথাও কিছু জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার পথ আমাদের নাই।

চৈতন্যদেবের পূর্বের যুগে যে-কয়জন বড় বড় কবি বাঙ্গালা দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের রচনা বলিয়া পরিচিত কবিতা বা কাব্য কতটা সত্য-সত্য তাঁহাদেরই রচনা, কতটা-বা পরবর্তী প্রক্ষেপক কবিদের কীর্তি, তাহার নির্ধারণ করা এক অতি জটিল ব্যাপার। বেহুলা-লক্ষ্মীন্ধর উপাখ্যান লইয়া প্রথম কাব্যকার কাণা হরিদত্ত নাম-মাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছেন; ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বলিয়া পরিচিত; তাঁহার নাম জানা গিয়াছে, লেখা পাওয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া জয়দেবের সংস্কৃত ‘গীতগোবিন্দ’-র পরে যিনি বঙ্গদেশে বিরাট কাব্য এবং পদ দেশভাষায় রচনা করেন, সেই প্রাচীন বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাসকে লইয়া বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এক জটিল এবং অনপনেয় বা দুরপনেয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। চণ্ডীদাসের বাসস্থান কোথায় ছিল—বীরভূমের নানুর বা নাদুড় গ্রামে, বা বাঁকুড়ার ছাতনায়? তাঁহার জীবৎকাল কোন্ সময়ের কথা—চৈতন্যদেবের পূর্বে হইলে কত পূর্বে,

অথবা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক? রামী-ধোবানী-ঘটিত যে চিত্তাকর্ষক রমন্যাস সহজিয়া মতের সঙ্গে 'চণ্ডীদাস'-কবির সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, তাহারই-বা ঐতিহাসিক মূল্য কি? এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, একাধিক চণ্ডীদাসের রচনা—'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' এবং 'দীন চণ্ডীদাস', অন্ততঃ এই তিন জনের রচনা—একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া এই তিন জন (অথবা তিন জনের অধিক) কবির রচনায় তালগোল পাকাইয়া এক মিলিত চণ্ডীদাসের সৃষ্টি করিয়াছে; এই মিশ্রণের বিশ্লেষণ করিয়া, প্রত্যেক চণ্ডীদাসের পৃথক্ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভবতঃ যিনি প্রথম রামায়ণ-কথা রচনা করেন, বাঙ্গালার সেই অন্যতম আদি কবি কৃত্তিবাস ওঝার নিজের লেখা বলিয়া পরিচিত একটু আত্মপরিচয় মাত্র পাই, কিন্তু তাঁহার সন, তারিখ ও জীবনের কথা জানিবার সামগ্রী আর কোথাও নাই। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই, রামানন্দ রায় ও অন্য কবি সম্বন্ধেও সেই কথা। চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া মানিতেন বলিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার জীবন-বৃত্ত ভগবানের লীলাকথা-রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য আমরা প্রাপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু অনেক কথা অলব্ধ রহিয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাঁহার তিরোধানের কথা।

চৈতন্যদেবের পরে শত শত কবি ও অন্য লেখক বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া গেলেন, বৈষ্ণবচরিতকারগণের প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে তাঁহাদের কাহারও কাহারও জীবৎকথা কিছুটা আমরা জানিতে পারিতেছি মাত্র। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে নিজের কথা কিছু উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, রূপরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলেও আত্মপরিচয় দিয়াছেন, কাশীরাম দাস নিজ মহাভারতের মধ্যে নিজের পারিবারিক পরিচয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আলাওল ও চট্টগ্রামের অন্য কবিগণও নিজেদের ও নিজেদের পৃষ্ঠপোষকদের কথা কিছুটা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ টুকিটাকি খবর ছাড়া আর কিছুই সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন নানা পুস্তকের মধ্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার অন্যতম বৈষ্ণব-কবি পদকার গোবিন্দদাসের সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় দিতে সমর্থ

হইয়াছেন—পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথায় এইরূপ তথ্য পাওয়া ও যথা-রীতি প্রকাশ করা দুর্লভ ব্যাপার। মাল-মশলার অভাবে, প্রামাণিক তথ্যের অভাবে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কবিদের কথা, একদিকে যেমন অপূর্ণ ও খণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি প্রামাণিক সংস্করণের অভাবে লেখকদের রচনারও প্রকৃষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে।

ইংরেজদের এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে যত বাঙ্গালী কবি ও লেখক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্যতম সর্বশেষ কবি। কাল-সান্নিধ্যের কারণে, এবং তিনি প্রথম হইতেই বঙ্গভাষীদের মধ্যে বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া পড়েন বলিয়া, তাঁহার রচনা মোটের উপর ততটা বিকৃত হইতে পারে নাই; এবং তাঁহার তিরোধানের শতবর্ষ মধ্যে, ১২৬২ সালে [=১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে] কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার একখানি জীবনী লিখেন। নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে ও পৃষ্ঠপোষক নবদ্বীপ-রাজের তথা অন্য সম্পৃক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে কবি যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা, এবং গুপ্তকবি রচিত এই জীবনচরিত—এই দুইটীই হইতেছে ভারতচন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য উপাদান বা আধার।

ভারতচন্দ্রের জীবনী সংক্ষেপে দুই কথায় সমাপ্ত করা যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্র সাধারণ রচয়িতা বা কবিতাকার মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন যুগন্ধর কবি। একটী সমগ্র যুগের ও রাজ্যের জনগণের ভাবধারা ও সংস্কৃতি তাঁহার বাণীকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ-পূর্ব যুগে এইরূপ যুগন্ধর কবি বড় বেশী হয়েন নাই—ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কেবল উল্লেখ করিতে পারা যায় একমাত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে। ব্যক্তিগত চরিত্রকে অতিক্রম করিয়া ভারত-চন্দ্রের যুগন্ধরত্বের সম্বন্ধে সাবহিত না হইলে, ইঁহার মত দেশ ও কালের প্রতীক-স্বরূপ মহাকবির সম্পূর্ণ বিচার করা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী আলোচ্য পুস্তকে তাহাই করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার পুস্তকের মূল্য; এবং তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যপ্রেমীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতেছি।

নাতিবৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত চিত্রসমেত এই ৫৩৪ পৃষ্ঠার পুস্তকখানিকে ভারতচন্দ্র-সম্পৃক্ত তাবৎ জ্ঞাতব্য তথ্যের একখানি সম্পুট বলা যাইতে পারে।

কেবল ইহাতে ভারতচন্দ্রের রচনাবলী পূর্ণভাবে মুদ্রিত
গ্রন্থান্তরে সম্পাদনা করিবার বাসনা রাখেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ও তাঁহার অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে সম্যগ্‌রূপে বুঝিবার জন্য, ভারতচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত আলোচনা-যোগ্য বিষয়—চারিত্রিক, সাহিত্যিক, ভাষাসম্বন্ধীয়, রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—গ্রন্থকার ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজ-পূর্ব যুগের আর কোনও একজন বঙ্গীয় লেখকের সম্বন্ধে এরূপ সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিচারময় পুস্তক ইহার পূর্বে বাহির হয় নাই।

আলোচক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহনের গ্রন্থের অধ্যায়সমূহের বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা হইতেই প্রস্তুত পুস্তকের সর্বগ্রাহিতা উপলব্ধি করা যাইবে—

॥ ১ ॥ বিষয়-প্রবেশ; ॥ ২ ॥ ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী; ॥ ৩ ॥ কবি-জীবনী; ॥ ৪ ॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা; ॥ ৫ ॥ কবি-প্রতিভা; ॥ ৬ ॥ বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্র; ॥ ৭ ॥ বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য; ॥ ৮ ॥ রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র; ॥ ৯ ॥ পীরমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতচন্দ্র; ॥ ১০ ॥ মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র; ॥ ১১ ॥ অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত; ॥ ১২ ॥ সূক্তি-মুক্তাবলী; ॥ ১৩ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভূমিকা; ॥ ১৪ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঐসলামিক রহস্যবাদ; ॥ ১৫ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিক পটভূমিকা; ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা; ॥ ১৭ ॥ ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা; ॥ ১৮ ॥ ভারতচন্দ্র রায় এবং আলেক-জাণ্ডার পোপ; ॥ ১৯ ॥ যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র; ॥ ২০ ॥ ভারতচন্দ্রের ভাষা ॥ ২১ ॥ ছন্দ ও অলঙ্কার; ॥ ২২ ॥ ব্রজবুলি ও পশ্চিমা হিন্দীর উপাদান; ॥ ২৩ ॥ আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দভাণ্ডার; ॥ ২৪ ॥ শব্দার্থচন্দ্রিকা (অপ্রচলিত ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহের বিচার); ॥ ২৫ ॥ খিল ভারতচন্দ্র (ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণসমূহ এবং পাঠান্তরাদির আলোচনা); ॥ ২৬ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ (বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষায় ভারতচন্দ্রের রচনার বাঙ্গালা কাব্যানুবাদ); এবং ॥ ২৭ ॥ চিত্র-পরিচয় (পুঁথি ও সম্পৃক্ত স্থানাদির চিত্র ও তাহার পরিচয়)।

উপরে প্রদত্ত অধ্যায়-সূচী হইতেই গ্রন্থখানির মহত্ত্ব প্রণিধান করা যাইবে। প্রত্যেক বিষয়েই গ্রন্থকার নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার ফলে ভারতচন্দ্রের লেখক-মাহাত্ম্য যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনি ভারতচন্দ্রকে বুঝিতেও সহায়তা করিয়াছে। এক-একটী অধ্যায় ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার বিশেষ বিশেষ দিকের সম্পূর্ণ টীকা-স্বরূপ।

শ্রীযুক্ত মদনমোহন প্রথম কেবল ভারতচন্দ্রের ভাষা লইয়া গবেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখিতে বসিবেন স্থির করেন। ভারতচন্দ্রের ও আনুষঙ্গিক সাহিত্য এবং অন্য বিষয়ের অধ্যয়নের ফলে, ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-শক্তি ও ব্যক্তিত্ব

লইয়া যেন তাঁহার উপর অধিষ্ঠান করিলেন—কেবল ভাষাতত্ত্বের কচকচি ভারত-চন্দ্র-মহিমার বেগবান্ স্রোতে ভাসিয়া গেল। ভারতচন্দ্রের মূল পাঠ নির্ধারণের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার মনে দেখা দিল। এই বিষয়ে, পারিস নগরীস্থ 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত খৃষ্টীয় ১৭৮৪ সালে অনু-লিখিত ভারতচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল'-এর সুপ্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উক্ত পুঁথির আধারে উপলব্ধ তাবৎ মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে অন্যতর প্রাচীনতম বিধায়] তাঁহার মনে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল [পারিসে এই পুঁথি হইতে আবশ্যক তথ্য সঙ্কলন করিয়া আনিবার পূর্বে ঐ পুঁথির প্রতি প্রিয়বর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন]। একটী বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন নিজ-নিজ হইতেই তিন শতাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া পারিস হইতে ঐ পুঁথিখানির এবং লণ্ডন নগরীস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ গ্রন্থাগারে রক্ষিত ভারতচন্দ্রের প্রাচীনতম কালিকামঙ্গল পুঁথিটির [লিপিকাল পারিসের পুঁথির ৮ বৎসর পূর্বে] মাইক্রোফিল্ম-নকল আনাইলেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি কেবল ঘরে বসিয়া বা পুস্তকালয় মন্থন করিয়া গবেষণা-কার্যে নিবদ্ধ রহিলেন না। কলিকাতার বাহিরে যেখানে-যেখানে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও কিছু তথ্য পাইবার সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন, অশেষ পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে সময় ও অর্থব্যয় করিয়া সেখান হইতে যথালভ্য সামগ্রী সন্ধান করিয়া আনিলেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে আলোকচিত্রাদি গ্রহণ করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে পাণ্ডুয়া (ভুরসুট), কৃষ্ণনগর, মূলাজোড় (শ্যামনগর), দেবানন্দপুর (ব্যাণ্ডেল), চন্দননগর, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং যাইতে হইয়াছিল এবং কটক, ঢাকা, মহালক্ষ্মী-গঞ্জ (রাঁচী), মাদ্রাজ, পুনা প্রভৃতি নানা স্থানে পত্র লিখিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সাহিত্যিক খুঁটিনাটির আলোচনায় এই পুস্তক বিশেষ মূল্যবান্। উদাহরণ স্বরূপ, 'বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য' শীর্ষক অধ্যায়ের উল্লেখ করিতে পারা যায়। পাঠক এই আলোচনায় ভারতীয় তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যের স্থান সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ পাইবেন, এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটীর নিখিল ভারতীয় একটী আধার দেখিতে পারিবেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন সঙ্গীত-বিদ্যায় এবং সংস্কৃত-অলঙ্কারে যেমন,

তেমনি বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বিষয়েও প্রাবীণ্য দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ ও দার্শনিক বিচার, পুরাণ ও কোরান উভয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়, পূর্বগামী সাহিত্যিকগণের নিকট ভারতচন্দ্রের ঋণ এবং পরবর্তী সাহিত্যিকগণের উপর তাঁহার প্রভাব, ভারতচন্দ্রের কলাকৌশল, রচনা-পদ্ধতির মাধ্যমে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে নিহিত প্রকাশ-শক্তির পরিস্ফুরণ—ভারত-চন্দ্রের কবিপ্রতিভার কোনও ক্ষেত্র লেখক বাদ দেন নাই। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ও তাঁহার জগৎ সম্বন্ধে এই বইখানি সত্য-সত্যই যেন একখানি 'এনসাইক্লো-পিডিয়া' বা বিশ্বকোষ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন তাঁহার স্বকীয় সাহিত্যবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; উপরন্তু, তাঁহার বহু অধ্যয়নের এবং অধ্যয়নজাত উপলব্ধির প্রচুর নিদর্শন এই পুস্তকে মিলিবে। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লব্ধব্য প্রায় সমস্ত ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক-প্রবন্ধাদি তিনি পাঠ করিয়াছেন, এবং এগুলি হইতে যাহা আত্মসাৎ করিবার তাহা সার্থকভাবেই করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের পরে প্রদত্ত পুস্তকান্তর হইতে উদ্ধৃতির অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপে লব্ধ তথ্যাদির পূর্ণ পঞ্জী প্রমাণ-স্বরূপে তিনি দিয়াছেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁহার পুস্তকের মূল্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছেন।

আমার বিশ্বাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর **রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র**, কবি সম্বন্ধে, বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু বৎসর ধরিয়া একখানি প্রামাণিক ও আদর্শ এবং অনুকরণীয় পুস্তকরূপে বিরাজ করিবে। বাঙ্গালী জাতির এই দুর্দিনে তিনি এই অভিনব পুস্তক দেশবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিলেন—এই হেতু সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। এই গ্রন্থ দ্বারা সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার যে অভ্যুদয় ঘটিল, অনুরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও মূল্যবান্ নব-নব গ্রন্থ রচনার দ্বারা সেই অভ্যুদয় উত্তরোত্তর ঋদ্ধিযুক্ত হউক, জয়যুক্ত হউক, ইহাই কামনা করি॥

'সুধর্মা',
১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা ২৯॥
১৫ আষাঢ় ১৩৬১। ২০১১,
৩০ জুন ১৯৫৪॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়॥

॥ মুখবন্ধ ॥

পরম পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণোপান্তে বসিয়া ছয় বৎসর কাল পূর্ব্বে যে-গবেষণাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা অদ্য সুসম্পূর্ণ হইল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব্বসূরি-দিগের পদাঙ্কানুসরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য ব্যাপার। আলোচ্য গ্রন্থে প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ কোন লেখকের কোন রচনাই যাহাতে অনালোচিত না থাকে, তদ্বিষয়ে যথাশক্তি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, যে-সকল অভিনব তথ্যাদি মৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে বা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থ-কলেবরে উহাদিগের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সুধীগণের রচনা হইতে সুদীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে যুগপৎ সমালোচনা ও সঙ্কলনের রূপ দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সত্যাবলোপ করিয়া স্বমত-প্রতিষ্ঠার উদগ্র আগ্রহ গবেষণা-কার্য্যে নিন্দনীয়; পরস্পরবিরুদ্ধ মতাবলী যে-স্থলে তুল্যশক্তিসম্পন্ন অথচ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সম্ভাবনা তদনু-পাতে ক্ষুদ্র, সেই স্থলে বিভিন্ন মতনিচয়ের প্রদর্শন ব্যতীত অন্যবিধ প্রয়াস করা হয় নাই। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থের কলেবর বহুগুণিত হইবে এই আশঙ্কায় মৎকর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত লণ্ডন ও প্যারিসের প্রাচীনতম ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল পুঁথি দুইখানির সম্পাদনা ও প্রকাশনা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রহিল। ভারতচন্দ্রের অন্যতম প্রচার-কর্ত্তা গোপাল উঁড়িয়াকেও গ্রন্থান্তরে আশ্রয় দেওয়া গেল [দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থ-পৃষ্ঠা ৩২৩, ছত্র ৩-৪]। এলিসের কবিতাবলীও [গ্রন্থ পৃঃ ৩] ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে ['হোমশিখা' পত্রিকা। (কৃষ্ণনগর)। শ্রাবণ ১৩৬০ সাল—। গ্রন্থোদ্ধৃত 'রমণীর প্রতি' কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছে মাঘ ১৩৬০ সাল সংখ্যায়]।

সমগ্র গ্রন্থখানিতে দুই শতাধিক লেখকের রচনাবলী এবং প্রায় একশত হস্তলিখিত পুঁথি হইতে উপকরণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের অন্তে এতদ্বিষয়ক পূর্ণ পঞ্জী যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে পুরাতন তথ্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ এবং নবলব্ধ তথ্যসম্ভারের পরিবেষণ দৃষ্টি-গোচর হইবে। বিশেষ করিয়া,—কবি ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি-নিরূপণ ও বংশ-

তালিকা, কৃষ্ণনগর-রাজবংশ-পরিচয়, বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর ইতিবৃত্ত, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত-শিল্প, সূক্তি-তালিকা, ঐসলামিক রহস্যবাদ, পীঠমালা-বিচার, কৃষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর যথার্থতা, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার, শব্দভাণ্ডার, খিল-ভারতচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অনুবাদ, এবং চিত্রাবলী—এই অংশগুলি সম্পূর্ণ অভিনবত্বের দাবী রাখে। সকৃৎ দৃষ্টিপাতে যাহাতে আদ্যন্ত গ্রন্থখানির উপজীব্য বিষয়বস্তু অনায়াসে গোচরীভূত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত একটি বিস্তৃত সূচীপত্র গ্রন্থ-সূচনাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সামগ্রী-সংগ্রহ-কার্য্যে যে-সকল সহৃদয় সজ্জনের সাহায্য দেশ ও বিদেশ হইতে মিলিয়াছে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় কিংবা পত্রাদির মধ্যস্থতায় এবং যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থের বহুবিধ মূল্যবান্ তথ্যসম্পদ আহৃত হইয়াছে, প্রসঙ্গতঃ তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদিত হইল—

বিবিধ প্রতিষ্ঠান :—ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন [শ্রীযুক্ত এ. এস্. ফুলটন্-এর সৌজন্যে (পত্র তাঃ ৭-৮-১৯৫২, ১৯-১-১৯৫৩ খ্রীঃ)]; ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডন [শ্রীযুক্ত আলফ্রেড মাস্টার-এর সৌজন্যে (পত্র নং এল্ ১৫।১৯৫৩ তাঃ ২০-১-১৯৫৩ খ্রীঃ)]; বিব্লিওথেক নাসিওনেল, প্যারিস [শ্রীযুক্ত এম. ওহেব্রিএ-র সৌজন্যে (পত্র নং এম্-সি। এম্-ও।১৩১৬৩ তাঃ ২১-৫-১৯৫১ খ্রীঃ)]; ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইন্সটিটিউট, পুনা [শ্রীযুক্ত পি. কে. গোডে-র সৌজন্যে (পত্র নং এম্-এস্-এস্ ২০৮১।১৯৫২-৫৩ তাঃ ১৬-৮-১৯৫২ খ্রীঃ)]; গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস্ক্রীপ্ট লাইব্রেরী, মাদ্রাজ [শ্রীযুক্ত টি. চন্দ্রশেখরন্-এর সৌজন্যে (পত্র নং আর-সি ৭৭১।৫২ তাঃ ২৫-৮-১৯৫২ খ্রীঃ)]; বিশ্বভারতী-বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন [শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডলের সৌজন্যে (শেষ পত্র তাঃ ৮-৩-১৯৫৪ খ্রীঃ)]; বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা [শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী-র সৌজন্যে (পত্র নং এল্ ৮৭-৫১।২৩৭৩ তাঃ ২২-৮-১৯৫১ খ্রীঃ)]; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার [শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষবর্গের সৌজন্যে]; ন্যাশানাল লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, সাহিত্য পরিষৎ (বঙ্গীয়-হিন্দী-সংস্কৃত) কলিকাতা [সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে]; উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার [শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল-এর সৌজন্যে]; উলুবেড়িয়া ইন্সটিটিউট এণ্ড ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী [শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে]; ভারতচন্দ্র পাঠাগার, মুলাজোড়—শ্যামনগর [শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়-এর সৌজন্যে]।

ব্যক্তিগত গ্রন্থ-পুঁথি-পত্রাদি সংগ্রহ :—[শ্রীযুক্ত] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুকুমার সেন, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীলকুমার দে, কালিদাস রায়, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুনসী [দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থ পৃঃ ২৬, টীকা নং ২১], হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্র, তাঃ

১৭-২-১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, কুড়মিঠা], হরিহর শেঠ [পত্র তাঃ ৩০-৭-১৯৫১, ৭-৯-, ৯-৯-১৯৫২ খৃঃ, চন্দননগর], দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [পত্র তাঃ ৩-৯-, ৯-৯-১৯৫২ খৃঃ, চুঁচুড়া] গৌরগোবিন্দ গুপ্ত [পত্র তাঃ ২৬-৪-১৩৬০ বঙ্গাব্দ, মহালক্ষ্মীগঞ্জ (দ্রষ্টব্যঃ গ্রন্থ পৃঃ ৩২৪, টীকা নং ৩৫)], তারকনাথ অগ্রবাল, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী।

অপরাপর সুধীবর্গ ঃ—[শ্রীযুক্ত] বামদেব তর্কতীর্থ-সর্ব্বদর্শনাচার্য্য, তারকনাথ ঘোষাল, অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুহাসচন্দ্র রায়, ত্রিদিবনাথ রায়, অরুণকুমার দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, সুজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বলাইলাল ঘোষাল, গোপালচন্দ্র রায়, বিনয় সরকার।

'প্রতিষ্ঠান'-পর্য্যায়ে প্রথম পাঁচটির সহিত পত্র-গত এবং অবশিষ্টগুলির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়াছে। অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি এবং গ্রন্থকার প্রস্তুত গ্রন্থ-বিরচনে সহায়তা করিয়াছেন, প্রতি অধ্যায়ের শেষে তাহা যথারীতি লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাদিগের ঐকান্তিক আগ্রহে আলোচ্য গ্রন্থ পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইল, তাঁহাদিগের হস্তেই এই সাধনার ধন সমর্পিত হইয়াছে।

গ্রন্থটি পূর্ব্বে পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই পেশ করিবার অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মিলিয়াছিল [কন্ট্রোলার-অফিস পত্র নং জেন্। ১৭৮। ৭৫৯ তাঃ ২৫-৭-১৯৫২ খৃঃ], কিন্তু ঘটনা-চক্রে ইহা মুদ্রিতও হইল। এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হইল যে-মহানুভব ব্যক্তির অকৃপণ ঔদার্য্যে তিনি নালন্দা মুদ্রণালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। মুদ্রণ-ব্যাপারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যা হইতে তিনি গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়া এবং নিজ স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্বাদি গ্রহণ করিয়া, যে-দৃষ্টান্ত প্রকাশক-সমাজে স্থাপিত করিলেন, তাহা প্রশংসনীয় এবং অনুসরণ-যোগ্য। বঙ্গদেশে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের অভাব নাই কিন্তু দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে নবীন গ্রন্থকারকে অগ্রগতির পথে সাগ্রহে সাহায্যকারী সুখ্যাত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক এই দেশে মুষ্টিমেয় যে-কয়জন আছেন, শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে নালন্দা মুদ্রণালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর কর্ম্মিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপিত হইল—ইঁহাদিগের সমবেত অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই বর্ত্তমান গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। সমগ্র গ্রন্থটি মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর [মার্চ ১৯৫৩-জুলাই ১৯৫৪ খৃঃ] সময় লাগিয়াছে।

আদ্যন্ত প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন মদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রী তপতী গোস্বামী এবং কিয়দংশে তদীয়া

অনুজাতা পরম স্নেহাস্পদা শ্রীপ্রকৃতি মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক হেতু ধন্যবাদের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকাতে কেবল নামোল্লেখ করিয়াই ইঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করা গেল।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও যে মুদ্রণাশুদ্ধিগুলি রহিয়া গেল, নিতান্ত সাধারণ ও পরিচিত বিধায় সহৃদয় সজ্জনবর্গের অসূয়া-বিষয়ে সহজাত পরাঙ্মুখতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গ্রন্থটি মুদ্রিত হইবার পর যে-সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর যে-সমস্ত সংশোধন একান্ত করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহারই একটি তালিকা প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত হইল। এই অংশ প্রণয়নে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

পৃঃ ১৩। ছত্র ৩ (এবং অন্যত্র)—লক্ষ্যণীয়, স্থলে, লক্ষণীয়।
পৃঃ ১৫। ছত্র ১৮—নাগষ্টক, স্থলে, নাগাষ্টক ...... কবির অন্ততঃ ......।
পৃঃ ১৯। ছত্র ১৩—মঙ্গলঘাট, স্থলে, মণ্ডলঘাট (মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত)।
পৃঃ ২৪। টীকা ৫ (অনুবৃত্তি)—বর্ত্তমান হাওড়া জেলায় (প্রাচীন দক্ষিণ রাঢ়ে) 'ডিহি ভুরশুট' ও 'পার ভুরশুট' নামে দুইটি গ্রাম আছে। প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠীতে ভূরিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠীদিগের বাস ছিল। 'আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম। ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥'—শ্রীধরাচার্য্য (ন্যায়-কন্দলী)। ভূরিষ্ঠাল, ভূরিশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি কুলগত উপাধি হইতেও উক্ত গ্রামস্থ দ্বিজবংশের প্রাধান্য ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়। গ্রামের প্রতিষ্ঠা পালরাজ-গণের সময় কিংবা তাহারও পূর্ব্বে হওয়া বিচিত্র নয়। মুসলমান যুগে এই গ্রামের নাম হইতেই পরগণার নামকরণ হয়।

'রায়বাঘিনী' সমস্যার কোন সমাধান অদ্যাপি হয় নাই। অসম্ভব নহে, ভুরসুট রাজবংশের কোন বীরাঙ্গনা উত্তরকালে উক্ত নামে সাধারণ্যে পরিচিতা হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, লৌকিক দেবতাদিগের নামের সহিত প্রভাবশালী রাজবংশীয়দিগের নামগত সাদৃশ্য প্রায়শঃ দেখা যায়। যেমন, চব্বিশ পরগণার বিখ্যাত ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের নামে ভুরসুটের কৃষ্ণরায়ের পুত্র দক্ষিণ রায় (জয়ন্তীপুরের পুঁথির মতে), বসন্ত রায় দেবতার নামে কৃষ্ণরায়ের পুত্র বসন্তরায় (ঢাকার পুঁথির মতে), বরদা পরগণার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের ধর্ম্ম-ঠাকুর 'শ্রীশ্রী' রায়বাগিনী' (হুগলী কালেক্টরীর তায়দাদ নং ৬১৪০৯) দেবতার নামেও লোক থাকা বিচিত্র নহে! তবে 'রায়বাঘিনী' শব্দটির সহিত ভারতচন্দ্র যে পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের একটি ছত্রে পাওয়া যায়—'ধায় রায়বাঘিনী সে কোটালের পিসী' (কোটালগণের স্ত্রীবেশ)।—[কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—ডিহি ভুরশুটের স্মৃতিকথা, গড়ভবানীপুর (যুগান্তর। ৫-২-; ১২-২-১৯৫৫ খৃীঃ।)। পঞ্চানন রায়—ভুরশুট রাজবংশঃ রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড় (প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২। পৃঃ ২২০-২২)]।

পৃঃ ২৪। টীকা ১২—মতান্তরে (বসন্তপুরের পুঁথি) ......।
পৃঃ ২৭। ছত্র ৪—...'প্রবাসী' প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)...।
পৃঃ ২৯। ছত্র ১২ (এবং অন্যত্র)—মার্টিয়ারী, স্থলে, মাটিয়ারী।
পৃঃ ৩৩। ছত্র ১৯—ললনা, স্থলে, কন্যা।
পৃঃ ৩৪। ছত্র ১৫—মীরকাসেমের (১৭৬০-৬৪ খৃীঃ)...।

পৃঃ ৩৫। ছত্র ৭—কৌতুকত্রয়ী, স্থলে, কৌতুকীত্রয়।
পৃঃ ৪০। ছত্র ১৫ (-এর পর)—উল্লিখিত বিশ্রাম খাঁ এবং খোষালচন্দ্র, সম্রাট শাহ্‌জাহানের দরবারের গায়ক লাল খাঁ এবং তৎপুত্রদ্বয় বিশ্রাম খাঁ এবং খুশ্‌হাল নহেন।
পৃঃ ৪২। ছত্র ৩—রগজ, স্থলে, রত্নগজ।
পৃঃ ৪৩। ছত্র ১১—বারেন্দ্রভূমে, স্থলে, বরেন্দ্রভূমে।
পৃঃ ৪৪। টীকা ১৪ (অনুবৃত্তি)—মান্দারণ সরকারের অধীনস্থ মেদিনীপুরের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া ও বরদা নামক পরগণার অধিকারী শোভা সিংহের উল্লেখ মির্জা নাথনের বাহার্‌-ই স্তান্‌-ই ঘয়্‌বীতে নাই। উড়িষ্যার আফগান-প্রধান রহিম খাঁর সহযোগিতায় শোভাসিংহের বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া নবাব ইব্রাহীম খাঁর অনুমত্যনুসারে কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদিগের দুর্গ নির্ম্মিত হয়: ওলন্দাজরাই পশ্চিমবঙ্গের পলায়নপর (২২-৭-১৬৯৬ খৃঃ) ফৌজদার নুরুল্লা খাঁর অনুরোধে প্রথম শোভাসিংহকে হুগলী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ (=হীমংত) সিংহের অত্যাচারের কথা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নে লিপিবদ্ধ আছে। বরদা গ্রামে শোভাসিংহের রাজধানীর চিহ্ন নাই, আছে 'রাজার গড়' বা গড়বাটিকার পরিখাবেষ্টিত উচ্চভূখণ্ডের ধ্বংসাবশেষ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী। শোভাসিংহের গুরুবংশ বলিয়া কথিত বাসুদেবপুরের সুপ্রাচীন ভট্টাচার্য্যবংশের ধরনীধরের কন্যা দয়াময়ীর সহিত ভূরসুট রাজবংশের বংশধর রাজচন্দ্রের বিবাহ হয়। বসন্তপুরের পুঁথির মতেঃ গোপী > (পঞ্চম পুত্র) নরোত্তম > রামসন্তোষ > রাধাবল্লভ > রামকৃষ্ণ > রাজচন্দ্র [> রামভক্ত, ঈশ্বান, উদয় (> বর্ত্তমান প্রপৌত্র পঞ্চানন)], বেচারাম।—[কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—চেতুয়া-বরদার কাহিনী, চেতুয়া-বাসুদেবপুর (যুগান্তর। ১-৭-; ৮-৭-১৯৫৫ খৃঃ)]।
পৃঃ ৪৪। টীকা ১৫ (অনুবৃত্তি)—মৎপ্রণীত প্রবন্ধ 'গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পসংগ্রহ' [হোমশিখা পত্রিকা। কৃষ্ণনগর। আশ্বিন ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।]।
পৃঃ ৪৫। টীকা ১৯ (অনুবৃত্তি)—ভারতচন্দ্র-বর্ণিত কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-৮২ খৃঃ) 'প্রিয় জ্ঞাতি চাঁদ রায়' শ্রীপুরের চাঁদ রায় কিংবা রুদ্র রায়ের দেওয়ান্‌ বলিয়া কথিত জনৈক চাঁদ রায় নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। চাঁদডাঙ্গায় (বাগআঁচড়া গ্রাম, শান্তিপুর থানা, নদীয়া জেলা) চাঁদরায়ের যে শিবমন্দির আছে, তাহার নির্ম্মাণকাল ১৫৮৭ শক ('শাকে বারমাতঙ্গবাণ হরিণাঙ্কে') = ১৬৬৫ খৃঃ। ইনিও ভিন্ন ব্যক্তি।—[গৌরীশংকর সরকার—চাঁদরায়ের মন্দির (হোমশিখা। মাঘ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ)]।

বীরনগর-(=উলা)-নিবাসী রামেশ্বর মিত্র মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে (১৭০৪-২৫ খৃঃ) সুবে বাঙ্গালার রাজস্ববিভাগের মুস্তোফী (=নায়েব কানুনগো) পদে উন্নীত হন। রামেশ্বরের দুই পুত্র—রঘুনন্দন ও অনন্তরাম। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—'কুল্লমালে রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান্‌। তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান্‌॥' রঘুনন্দন ১৬৩০ শকে (=১৭০৮ খৃঃ) হুগলী জেলার আটিশেওড়া গ্রামে বাস করেন ও উক্ত গ্রামের নূতন নাম হয় শ্রীপুর। অনন্তরাম সুখড়িয়া গ্রামে বসতি করেন। এই স্থানগুলি তৎকালে বাঁশবেড়িয়ার জমিদারীভুক্ত ছিল। জমিদার রাজা রঘুদেব রঘুনন্দনকে আটিশেওড়া গ্রামে ৭৫ বিঘা মহাত্তরাণ ভূমি দান করেন; তদ্ব্যতীত, রঘুনন্দন বর্ত্তমান হুগলী কালেক্টরীর তৌজী নং ১২, শ্রীপুর ও তেঁতুলিয়া মৌজা এবং পরগণা হাতীকান্দার অধীনস্থ নং ১৩ পাঁচপাড়া মৌজা রঘুদেবের নিকট হইতে ক্রয় করেন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটি দানপত্রে (১৬-৫-১১৩৭ বঙ্গাব্দ) তাঁহাকে বাগিচা করিবার জন্য পলাশী, বেলগাঁ, কলিকাতা ও হাবেলী সহর পরগণায় ৩০ বিঘা নিষ্কর জঙ্গলভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরে মিত্র-মোস্তাফীদিগের

প্রতিষ্ঠিত বহু সূক্ষ্মকারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবালয় বর্ত্তমান, তন্মধ্যে কয়েকটির অবস্থা সুজীর্ণ।

ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়া নিবাসী পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন।—[কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, গুপ্তিপাড়া ও গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত সমাজ, শ্রীপুর ও বলাগড় (যুগান্তর। ১৩-১১-; ২০-১১-; ২৭-১১-; ১১-১২-১৯৫৪ খ্রীঃ)]।

পৃঃ ৫৪। ছত্র ১৪—মম্মথ, স্থলে, মম্মট।
পৃঃ ৫৯। ছত্র ২৫—অনুমাত্র, স্থলে, অণুমাত্র।
পৃঃ ৬০। ছত্র ১৮—তপোতুষ্ট, স্থলে, তপে তুষ্ট।
পৃঃ ৬৩। ছত্র ২—সাক্ষর, স্থলে, স্বাক্ষর।
পৃঃ ৬৭। ছত্র ৫—রাজতরঙ্গিনী, স্থলে, রাজতরঙ্গিণী।
পৃঃ ৭০। ছত্র ২০—অন্তদৃষ্টি, স্থলে, অন্তর্দৃষ্টি।
পৃঃ ৭৩। ছত্র ১২—জীবনান্দ, স্থলে, জীবানন্দ।
পৃঃ ৭৪। ছত্র ৩১—বিশ্ববিদ্যাসংহ, স্থলে, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।
পৃঃ ৮২। ছত্র ১১ (এবং অন্যত্র); ২৫—গড্ডালিকা, স্থলে, গড্ডলিকা; কলিকা, স্থলে, কালিকা।
পৃঃ ৮৩। ছত্র ৫—শ্রীচৈতন্যদেব ...... হইতেই, স্থলে, এই শতাব্দীর অপর একটি বিশিষ্ট অবদান হইল নাম-সংকীর্ত্তন। ...... খ্রীষ্টীয় ...... ।
পৃঃ ৮৩। ছত্র ২২—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী, স্থলে, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।
পৃঃ ৮৬। ছত্র ১৪ (এবং অন্যত্র)—এসিয়াটিক, স্থলে, এশিয়াটিক্।
পৃঃ ৮৯। ছত্র ২৭ (এবং অন্যত্র)—প্রাণারাম, স্থলে, প্রাণরাম।
পৃঃ ৯১। ছত্র ২২—গগনবেত, স্থলে, গগনবেড়।
পৃঃ ৯৫। ছত্র ১৬—পীরবহ্রাম, স্থলে, পীরবহরম্।
পৃঃ ১০৩। ছত্র ২ (এবং অন্যত্র)—বসন্ততিলকা, স্থলে, বসন্ততিলক।
পৃঃ ১০৩। ছত্র ১৯—কল্যাণাধিপ, স্থলে, কল্যাণাধিপ।
পৃঃ ১০৪। ছত্র ২৭—*Sententæ*, স্থলে, *Sententae*.
পৃঃ ১০৫। ছত্র ১১—৩য় ভাগ, স্থলে, ৩য় সং। ১ম ভাগ।
পৃঃ ১১১। ছত্র ৪: ১৮—পব: গুলী, স্থলে, পাব; গুণী।
পৃঃ ১১২। ছত্র ২৪; ২৬—'জগাদেবং' ও 'ভর্বন্তো' শব্দদ্বয় যথাক্রমে পরবর্ত্তী ছত্রদ্বয়ে বসিবে।
পৃঃ ১১৯। ছত্র ১৭—অশ্বঘোষ, স্থলে, বুদ্ধঘোষ।
পৃঃ ১২১। ছত্র ১২—Beauty and, স্থলে, Beauty with.
পৃঃ ১৩০। টীকা ১৮ (অনুবৃত্তি)—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধক কবি রামপ্রসাদ (কলিকাতা। ১৯৫৪ খ্রীঃ)।
পৃঃ ১৩০। টীকা ২০ (অনুবৃত্তি)—কেবল একটি গানে ('মালিনী শুনলো কাতর বাত—') মধুসূদন নামের ভণিতা পাওয়া যায়—'কহে মধুসূদন, রহ ধনি দুইদিন, পহর কি পঞ্চ উপাস॥' ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, গৌরীমঙ্গল ও মধুমল্লিকামঙ্গলের কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর রচিত একখানি খণ্ডিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া গিয়াছে।
পৃঃ ১৩৩। টীকা ৫০ (অনুবৃত্তি)—দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ 'সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর-প্রসঙ্গ কাব্য' ['কায়স্থ সমাজ' পত্রিকা। ৩৫ বর্ষ। ১৩৬২ সাল—। ৮৫, গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা ৫ হইতে প্রকাশিত।]।
পৃঃ ১৫৪। ছত্র ১৬—ভূষণামর্দ্দরচনা, স্থলে, ভূষাণামর্দ্দরচনা।
পৃঃ ১৮৬। ছত্র ১০—অনম্বীকার্য্য, স্থলে, অম্বীকার্য্য।
পৃঃ ১৯৭। ছত্র ২৭—অভিলাষার্থবিন্তামণি, স্থলে, অভিলাষার্থচিন্তামণি।

পৃঃ ২০০। ছত্র ৫—নর্ণানুক্রমিক, স্থলে, বর্ণানুক্রমিক। ...... প্রদত্ত তালিকাটিতে সর্ব্ব-সমেত ৪৪৮টি সূক্তি রহিয়াছে।
পৃঃ ২১৮। ছত্র ২ (-এর পর)—হীরা যেন হেমে।, [র°]
পৃঃ ২২১। টীকা ৫৬ (অনুবৃত্তি)—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।
পৃঃ ২২২। টীকা ৬৯—দশাননো হরেৎ, স্থলে, দশাননোঽহরৎ।
পৃঃ ২৩৩। ছত্র ২৭—শিল, স্থলে, শিব।
পৃঃ ২৩৪। টীকা ৬—কাহিত্য, স্থলে, সাহিত্য।
পৃঃ ২৫২। ছত্র ১৫—দম্মপুরাণোক্ত, স্থলে, পদ্মপুরাণোক্ত।
শব্দব্রহ্মই সরস্বতী। ঋগ্বেদে দেবী নদীরূপে, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বাক্‌শক্তিরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। দেবীর রূপ ও বাহন [পদ্ম, হংস, ময়ূর, মেষ, সিংহ (মহাযান বৌদ্ধমতে মঞ্জুশ্রীর শক্তির বাহন)] পরিকল্পনাতেও প্রভেদ বর্ত্তমান। তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপানেও এই দেবতার পূজা করা হইয়া থাকে।
পৃঃ ২৫৬। ছত্র ১৯—কাহিনীটিরই, স্থলে, কাহিনীটিই।
পৃঃ ২৫৮। ছত্র ২১—ভব, স্থলে, ভবঃ।
পৃঃ ২৭৮। ছত্র ৯; ১১—১৭৪২, স্থলে, ১৭১২। ... তাঁহার (অর্থাৎ বাহাদুর শাহের)...।
পৃঃ ২৮০। ছত্র ১৬—...... মহম্মদ শাহের (১৭১৯-৪২ খ্রীঃ) ......।
পৃঃ ২৮৬। ছত্র ২১—পুনর্বিন্দ্রপ্রস্থং, স্থলে, পুনরিন্দ্রপ্রস্থং।
পৃঃ ২৮৯। ছত্র ২৬—মোগলদিগে, স্থলে, মোগলদিগকে।
পৃঃ ২৯১। ছত্র ১২; ১৪—১০৮১, স্থলে, ১৮০১; ১২'২।, স্থলে, ১৪।২।।
পৃঃ ২৯৩। ছত্র ৯—হেলদাঙ্গেজী, স্থলে, হালেদঙ্গেজী।
পৃঃ ৩০৩। ছত্র ১০ (অনুবৃত্তি)—প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, হেরাসিম লেবেডেফের নাটক আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। লেবেডফের ব্যাকরণের নামপত্রে শ্রী চন্দ্র রায় (ইনি শ্রী ভারতচন্দ্র রায় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকেন) বিরচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এই উদ্ধৃতিটি পাওয়া যাইতেছে—

'Shoono anondit, Raja kohilo tahare; beia-koron adie shastro poraho Beddere. Agge pae beprobor beddere poray; beia-koron adie kabbeo shongito nirnoy. Joitish, tipponie, tica, koteco percar; alpo cale bahoo shastre hoilo odhicar. Chitro korie ak-shloc leke'ec pate; nijo poriechoy deia tooilo tahate.'—*Bedde Shoondar, Vol.* I. *Shrie Chondro Riy.*

['শুন আনন্দিত, রাজা কহিল তাহারে; বেয়াকরণ আদী শাস্ত্র পড়াহ বেদ্দেরে। আজ্ঞা পাএ বিপ্রবর বেদ্দেরে পড়ায়; বেয়াকরণ আদী কাব্য শঙ্গিত নির্ণয়। জৈতিস, টিপ্পনী, টিকা, কতেক পেরকার; অল্প কাল বহু শাস্ত্রে হৈল অধিকার। চিত্র করী এক-শ্লোক লেকেলেক পাতে; নিজ পরীচয় দেইআ তুইল তাহাতে।'—বেদ্দে শুন্দর, প্রথম খণ্ড, শ্রী চন্দ্র রায়।]।

এইস্থলে লক্ষণীয়, রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সুন্দরের বিদ্যাকে বিবিধ শাস্ত্র-শিক্ষাদান এবং পত্রে আত্মপরিচয়-জ্ঞাপন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথিযুগলে (ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও বিব্লিওথেক নাসিওনেলে সংরক্ষিত) এবং কোনও মুদ্রিত সংস্করণে দৃষ্ট হয় না। তদ্ব্যতীত, কবির নাম শ্রীচন্দ্র, ভারতচন্দ্র নহে এবং এই নামে অন্য কোন রচনাও পাওয়া যায় না।

লণ্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ভোরোন্‌সভ্‌কে লিখিত হেরাসিম লেবেডফ-[=গেরাসিম্ ষ্টেপানোভিচ্ লেবেদিয়েভ্]-এর পত্রে (২৬-৭-১৭৯৭ খ্রীঃ) জানা যায় যে, তিনি 'সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক রচিত বর্দ্ধমানের রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধীয় কাব্যখানি' রুশভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পৃঃ ৩০৩। ছত্র ২৩—......বিশ্বনাথ মতিলাল (১৭৭৯-১৮৪৪ খ্ৰীঃ। বৰ্দ্ধমান ১১৬এ দুর্গা পিথুরী লেন। কলিকাতা ১২)......।

পৃঃ ৩১২। ছত্র ৫—যতীন্দ্রমোদন, স্থলে, যতীন্দ্রমোহন।

পৃঃ ৩২০। টীকা ১—*Kings*, স্থলে, *King.*

পৃঃ ৩২০। টীকা ২—গঙ্গাকিশোরের গ্রন্থটি ডবল কলমে ছাপা তিনখণ্ডে মোট ৩১৮ পৃষ্ঠা। চিত্রসূচী—অন্নপূর্ণা (Unnopoonah), সুন্দরের বৰ্দ্ধমান যাত্রা, সুন্দরের বৰ্দ্ধমান প্রবেস (Soonder and Durooan), সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন, বিদ্যাসুন্দরের দর্শন (Biddah and Soonder), চোরধরা (Soonder and Cotal)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রের নিম্নে লেখা আছে—Engraved by Rupchand Roy.

পৃঃ ৩২৩। ছত্র ১০ (অনুবৃত্তি)—পক্ষান্তরে, এই প্রভাব উভয়তঃ থাকাও অসম্ভব নহে। উড়িষ্যা দেশের বিশিষ্ট গায়কী গোপাল উড়িয়া কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হইতে পারে।

পৃঃ ৩৩৭। টীকা ১৫—সভাজ্জনের, স্থলে, সভাজনের।......[রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক সাহিত্য (বঙ্কিমচন্দ্র)]।

পৃঃ ৩৬৯। ছত্র ৩২ (অনুবৃত্তি)—কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—উজানীনগর-কোগ্রাম ২, মঙ্গলকোট [যুগান্তর। ২৬-৬-, ৩-৭-১৯৫৪ খ্ৰীঃ]।

পৃঃ ৩৯১। টীকা ৭ (অনুবৃত্তি)—ভারতচন্দ্র-বিরচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়ক সুন্দর 'কবি রায়' ও 'মহাকবি রায়', এই দুই নামে বহুশঃ আখ্যাত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যাইতে পারে, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ও সুন্দর-শৃঙ্গার কাব্য-প্রণেতা কবি সুন্দর সম্রাট শাহ্‌জাহানের নিকট হইতে 'কবি রায়' এবং 'মহাকবি রায়' উপাধিযুগল পাইয়াছিলেন। অসম্ভব নয়, ভারতচন্দ্র তদীয় কাব্যে উক্ত উপাধিযুগলের প্রতিধ্বনি করিয়া থাকিবেন।—[কালিকারঞ্জন কানুনগো—শাহ্‌জাদা দারাশুকো (প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৫৯, বঙ্গাব্দ। ৫২৯-৩৪)]।

পৃঃ ৩৯৯। ছত্র ২৪—কোতায়াল, স্থলে, কোতোয়াল।

পৃঃ ৪১২। ছত্র ৯—।।।, স্থলে, ।। ।

পৃঃ ৪২১। ছত্র ২৫ (অনুবৃত্তি)—প্রদত্ত তালিকাতে মোট ৩৮০টি শব্দ আছে।

পৃঃ ৪৩০। ছত্র ২৭ (-এর পর)—বরবাদ < ফা° বরবাদ্ = নষ্ট।

পৃঃ ৪৩৩। ছত্র ২; ৭; ৮ (-এর পর)—মেকী < আ° মক্‌র্ = কৃত্রিম।
য়াদ্ < ফা° য়াদ্ = স্মরণ। য়ার < ফা° য়ার্ = বন্ধু।

পৃঃ ৪৩৪। ছত্র ১৯; ২০—সাহ.ব, স্থলে, সাহ্.ব; শিরিনী, স্থলে, শীরীণী।

পৃঃ ৪৩৭। ছত্র ৬ (-এর পর)—অঙ্গসঙ্গ = সহচর।

পৃঃ ৪৩৭। ছত্র ৯ (অনুবৃত্তি)—'অহমিতি বীজম্, সঃ ইতি শক্তিঃ, সোঽহমিতি কীলকম্' —হংসোপনিষৎ।

পৃঃ ৪৪১। ছত্র ১১ (অনুবৃত্তি)—......নামক দেশ। দ্রবিড় দেশে (= তমিল-নাড়ুতে) বিদ্যমান তীর্থ ও নগর। তমিল ভাষায় নাম পরিবর্ত্তনের ইংরেজী বিকৃতি *Conjeeveram*.

পৃঃ ৪৪২। ছত্র ১৪ (অনুবৃত্তি)—......। বজ্রযানী বৌদ্ধসাধনায় সংসারের বীজরূপা পঞ্চ স্কন্ধাত্মক শক্তিই হইতেছে 'কুল'। এই পঞ্চকুল (= বজ্র, পদ্ম, কৰ্ম্ম, তথাগত, রত্ন) ক্রমে ক্রমে পঞ্চবুদ্ধ (= বৈরোচন, অক্ষোভ, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি) শক্তিতে পরিণতি লাভ করে। যিনি সাধন বলে এই কুল লাভ করেন, তিনিই যথার্থ 'কুলীন'। বাঙ্গালা দেশে সুদীর্ঘকাল বৌদ্ধধৰ্ম্মের প্রাধান্য থাকাতে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সমন্বয়কালে, এই দেশের রাঢ়ীয় কুলীনগণ আদৌ এই ধর্ম্মাচরণগত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য সামাজিক ক্ষেত্রে এই শব্দটি মর্য্যাদাজ্ঞাপক হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

—[কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—সোমড়ার ইতিবৃত্ত (যুগান্তর। ৪-১২-১৯৫৪ খ্রীঃ)]।

পৃঃ ৪৪৮। ছত্র ২২; ২৫—আক, স্থলে, আখ; রজদর্শনোৎসব, স্থলে, রজোদর্শনোৎসব।

পৃঃ ৪৫৭। ছত্র ১৮(-এর পর)—(ঘ) এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় (স্কট্‌ল্যাণ্ড) গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিদ্যাসুন্দর পুঁথি নং বাঙ্গালা পুঁথি ১। [পুঁথি খণ্ডিত; পুষ্পিকা, লিপিকর, লিপিকাল, ও সংগ্রাহকের উল্লেখ নাই। পত্র সংখ্যা ১১০। মাপ ১০"×৬½" (লেখা ৭½"×৪½")। প্রতি পত্রে ছত্র সংখ্যা গড়ে ১৬। পুঁথিটির প্রথম অতিরিক্ত পৃষ্ঠাতে লিখিত ডি.এণ্ডারসন্ নাম এবং প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠায় মূল পাঠের উপর লিখিত ইংরেজী প্রতিশব্দাবলী দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ জনৈক অ-বাঙ্গালী ব্যক্তি (ইনি উক্ত নামধারীও হইতে পারেন) পুঁথিটি অধিগত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে আছে—"শ্রীশ্রী নম সিবায়ঃ—ভাট মুখে সুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের শুখ পারাবার॥" ইত্যাদি। গ্রন্থশেষে আছে—"সন্যাশীটা আছেঃ ভুপাতির কাছেঃ নিত্য আইসে তোর পাকে। কি বলি রাজারে"]। —শ্রীযুক্ত ডি. ই. গ্রীফিৎস্-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত বিবরণী [গ্রন্থকারকে লিখিত পত্র তাঃ ১৭-১১-১৯৫৫ খ্রীঃ]।

পৃঃ ৪৬০। ছত্র ১৪ (অনুবৃত্তি)—পত্র সংখ্যা ৪। প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা ব্যতীত উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত। মাপ ৯½" × ৩½"। প্রতি পত্রে গড়ে ৬-৭ ছত্র। সম্পূর্ণ। পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি 'চিত্রপরিচয়' অধ্যায়ে সংযুক্ত হইল।

ব্যক্তিগত পুঁথি সংগ্রহ :

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল ['পল্লীশ্রী'। পোঃ ছোট বৈনান, জেঃ বর্দ্ধমান।] কৃত 'পল্লীশ্রী সংগ্রহ'-এ সংরক্ষিত পুঁথি—নং ৩ [অন্নদামঙ্গল। খণ্ডিত। পত্র ২০]; নং ৬৮ [অন্নদামঙ্গল। খণ্ডিত। পত্র ৩-৬২]।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত [পোঃ ভাদুল। জেঃ বাঁকুড়া।] মহাশয়ের সংগ্রহে রক্ষিত বিদ্যাসুন্দর (=অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, কালিকাপুরাণ) কাব্যের পুঁথি—(ক) পত্র ৪৮। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ১২৩১ বঙ্গাব্দ = ১৮২৪ খ্রীঃ। নিপুণ হস্তের সুপরিচ্ছন্ন লিপিযুক্ত এই পুঁথিটিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। লিপিকরের নাম নাই। পুঁথি আরম্ভ—'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণঃ॥ ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার॥'—ইত্যাদি। পুঁথির শেষ—'ইতি পুঁথি হইল সায় ভারত ব্রাহ্মণে গায় কৃষ্ণচন্দ্র জারে আদেশিলা। অন্নদামঙ্গল কথা সুনিলে খণ্ডয়ে বেথা দুঃখনাশা অম্বিকার লীলা॥ ইতি বিদ্যাসুন্দর ইতি সন ১২৩১ সাল তারিখ ২ আসাড়'। (খ) পত্র ৬৫। সম্পূর্ণ। লিপিকাল ১২৪৪ বঙ্গাব্দ = ১৮৩৭ খ্রীঃ। অনিপুণ প্রমাদপূর্ণ হস্তলিপি। পুষ্পিকা—'লেখক শ্রী হলধর মাজি। সাঃ মদনপুর। সন ১২৪৪ সাল। ২০ অঘ্রাণ। বেলা দুইদণ্ড'। (গ) পত্র ১-২৩। খণ্ডিত। এই পুঁথিটি সম্ভবতঃ (ক) পুঁথি লেখকেরই লিখিত। পালিত মহাশয় মনে করেন, 'বাঁকুড়ায় অন্নদামঙ্গল বলিতে বিদ্যাসুন্দরই বুঝাইত। বাঁকুড়ার অল্প-শিক্ষিত ও শিক্ষিত সমাজে বিদ্যাসুন্দরের প্রচলন ছিল। কোন সময় কিরূপ-ভাবে এই দেশে ইহা প্রচলিত ছিল, চিন্তার বিষয়'—[গ্রন্থকারকে লিখিত পত্র তাঃ ২৬-১০-১৯৫৪ খ্রীঃ।]।

পৃঃ ৪৬০। ছত্র ২২; ২৬—১২৩০ সাল = ১৮২৩ খ্রীঃ, স্থলে, ১২৪০ সাল = ১৮৩৩ খ্রীঃ।...... ১৮২৯ খ্রীঃ)। সচিত্র (১০ খানি ছবি)।......

পৃঃ ৪৭৭। ছত্র ১০—পৃঃ ৫ খ, স্থলে, পৃঃ ৬খ।

পৃঃ ৪৮৭। ছত্র ১৬—কেনা, স্থলে, কোন।

পৃঃ ৪৯২। ছত্র ১৭—ধবলেশ্মনি, স্থলে, ধবলবেশ্মনি।

পৃঃ ৫০১। ছত্র ২৩; ২৫—দারিদ্র, স্থলে, দারিদ্র; প্রভু, স্থলে, প্রভু (এইরূপ অন্যত্র)।

পৃঃ ৫০২। ছত্র ৪; ৯; ২০; ২৪; ২৫; ২৬—ঘরে ঘরে, স্থলে, ঘরে ২। সিন্নি, স্থলে, সিন্নি (এইরূপ অন্যত্র)। জগৎকর্ত্তা, স্থলে, জগ-[-ৎকর্ত্তা]। বাগ্রা, স্থলে, বাগ্র। অধিকারী, স্থলে, অধিকারি। স্নেহ, স্থলে, স্নেহ। অতিশয়, স্থলে, অতিশয়। করিন, স্থলে, করিন।

পৃঃ ৫০৩। ছত্র ২; ৩—সর্মন, স্থলে, সর্মান; পাকুড়, স্থলে, পাকুড়।

পৃঃ ৫০৫। ছত্র ৩৭—রামচরন, স্থলে, রামসরন।

পৃঃ ৫১১। টীকা ৪৯ (অনুবৃত্তি)—মৎপ্রণীত প্রবন্ধ 'গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্প-সংগ্রহ' [হোমশিখা। কৃষ্ণনগর। আশ্বিন ১৩৬১ সাল।] দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ডাঃ সুকুমার সেন তদীয় প্রবন্ধে [গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে (হোমশিখা। আশ্বিন ১৩৬১ সাল।)] অন্নদামঙ্গলের নজীরে ('অতি প্রিয় পারিষদ্ শঙ্কর তরঙ্গ। হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গভঙ্গ॥') শঙ্কর তরঙ্গ (কেরীর ইতিহাসমালা। ১৮১২ খৃীঃ।) এবং বলরাম (=রামবোল) এই দুই ব্যক্তিকে গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়াছেন; পুনশ্চ, গোপাল উঁড়িয়া ও গোপাল ভাঁড় অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াও তিনি অনুমান করেন। কিন্তু এই উভয়বিধ অনুমানের কোনটিই প্রমাণসিদ্ধ নহে। কারণ, অন্নদামঙ্গলের সুপ্রাচীন পুঁথিগুলিতে ও মুদ্রিত সংস্করণসমূহে 'হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ' পদটিই রহিয়াছে; পূর্ব্বোক্ত পদটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে ব্যবহৃত একটি পুঁথির পাঠান্তর মাত্র (অনুলিখিত ১১৯২ বঙ্গাব্দ=১৭৮৫ খৃীঃ)। এতদ্ব্যতীত, গোপাল উঁড়িয়া ও গোপাল ভাঁড়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন অনুমিতির অবাঞ্ছিত সম্প্রসারণ মাত্র। সমাচার দর্পণেও (২৫-১০-১২৩৬ বঙ্গাব্দ=৬-২-১৮৩০ খৃীঃ) কৃষ্ণনগর রাজসভার ভাঁড়ের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহার নাম করা হয় নাই—'তাঁহার সভার ভাঁড় অন্য ২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার অনেক ২ রহস্যকথা অদ্য পর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচরদ্রূপ চলিত আছে'।

পৃঃ ৫১৫। ছত্র ২৪—ললনার, স্থলে, নন্দিনীর।

পৃঃ ৫২৯। ছত্র ২—যত্না, স্থলে, স্বা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যাঁহার (স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ মিত্র) মহানুভবতায় প্রস্তুত গ্রন্থ লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি ইহার মুদ্রিতকলেবর মাত্র দেখিয়া গেলেন, প্রকাশকে চাক্ষুষ করিবার অপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থকারের পূর্ব্বনিবেদিত কৃতজ্ঞতা কি বর্ত্তমান ব্যথাবিধুর শ্রদ্ধার্ঘ্য দ্বারা সম্পূর্ণ হইবে? এই প্রসঙ্গে প্রস্তুত গ্রন্থের মুদ্রাকর ও প্রকাশক স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য আত্মজ শ্রীযুক্ত শ্যামলকুমার মিত্রকে তদীয় পিতৃদেবের আরব্ধ কার্য্যকে সুসমাপ্ত করার নিমিত্ত আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপিত হইল।

প্রস্তুত গ্রন্থ রসবোদ্ধাদিগের নিকট উপস্থাপিত করা গেল। ইহার সর্ব্বগ্রাহিতা ও তথ্যসম্পূর্ণতা বিশেষতঃ ইহার সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং ভাষাসম্পর্কিত আলোচনা যাহাতে কবির রচনাবলীর

বিজ্ঞানানুগ পঠনের পরিপূর্ণ উপকরণ প্রদান করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাশক্তি প্রয়াস সত্ত্বেও ইতস্ততঃ অনিচ্ছাকৃত অনবধানতাহেতুক যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, গ্রন্থনায়ক ভারতচন্দ্রের ভাষাতেই বিনতি রহিল—'রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্ট মত, সারি দিবা এই নিবেদন'। ইতি॥

'ব্রজধাম',
৪নং রাজনারায়ণ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা ৫॥
১৫-৩-১৩৬১ বঙ্গাব্দ, ১৭-৮-১৩৬২ বঙ্গাব্দ
৩০-৬-১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৩-১২-১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ॥

শ্রীমদনমোহন গোস্বামী॥

॥ রসো বৈ সঃ ॥

॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি ॥

॥ যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়্যা ॥

॥ ১ ॥ বিষয়-প্রবেশ

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডল [১]।

চর্য্যাপদগুলি বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের গঙ্গোত্রী। যে নব-জাত শিশু সাহিত্যের চর্য্যাযুগে দেখা পাই, তাহারই ক্রমপরিণতির ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। শতাব্দীতে শতাব্দীতে বিভিন্ন সাহিত্যকারগণ ইহারই পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন। (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন আসিয়াছিল একটি অ-পূর্ব্ব সাহিত্যিক দিক্‌পরিবর্ত্তন। মুসলমান রাজত্ব তখন মসনদ ত্যাগ করিয়া মসজিদের দিকে পদপ্রক্ষেপের জন্য প্রস্তুত—এক নবতন রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় সমগ্র বাঙ্গালা দেশ উচ্চকিত। এই স্তিমিত প্রদীপের আলোকরশ্মিকে নূতন করিয়া তৈলনিষেকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র। তিনি মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে নবীনতার বীজ বপন করিয়াছিলেন) তাঁহার কাব্যে মানুষ স্বজনের, স্বঘরের, সুখ-দুঃখের ইতিহাস শুনিতে পাইয়াছিল। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য শুধু মঙ্গলকাব্য নহে, কাব্যে ইতিহাস। উত্তর কালের বহু কবির প্রেরণা ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। রামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-শিল্পীবৃন্দের মনোরাজ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অতুলনীয়। যে-চিন্তার মন্তধারা ভারতচন্দ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারই খাতে আসিয়াছিল পরবর্ত্তী শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিভার ধারা। শিল্পে, সঙ্গীতে, ভাষায়, সাহিত্যে ও কৃষ্টিতে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক স্মরণীয়। এই শতাব্দীতে ভারতে হিন্দু [ভারতীয়] ও মুসলমান [আরবী, ফারসী ও তুর্কী] কৃষ্টির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য ভাষার শব্দাবলী বাঙ্গালা ভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং বিবিধ সাহিত্যের সম্পদ বাঙ্গালা সাহিত্যের

শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। নানা-ভাষা-বিশারদ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইহার প্রমাণ মিলে। ভারতচন্দ্র কেবল কবিই ছিলেন না, জীবনকে তিনি আস্বাদ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তদীয় ছন্দোময়ী বাণীকে সালঙ্কারা করিয়া সাধারণের অনধিস্পৃশ্য রত্ন-বেদীতে স্থাপন করেন নাই। আমাদিগের ঘর-সংসারের মধ্যেই একান্ত প্রিয়জনের মত তাঁহার আসনখানি পাতিয়া দিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি, নাগরিক ও সমাজ জীবনের প্রতিনিধি। তাঁহার কাব্যে তৎকালীন জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, রুচি, রীতি, নীতি এবং কৃষ্টির একটি সম্পূর্ণ আলেখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই ভারতচন্দ্র যুগচিত্রশিল্পী।

অন্নদামঙ্গলের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশের অপখ্যাতি নৈতিকমহলে একদা সুপ্রচুর ছিল। আজিও-যে একেবারে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, একদা কৈশোরে বিদ্যাসুন্দর নাটক পাঠ করিতেছিলাম বলিয়া স্বর্গত পিতৃদেব বিনা বাক্যব্যয়ে পুস্তিকাখানিকে রাজপথে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে যে, অশ্লীলতার এই নগ্ন-প্রকাশ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ নহে, বরং সুলভতর। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কোন কোন বিশেষ অংশ পাঠে নড়িয়া-চড়িয়া-বসা সম্ভবতঃ আধুনিক যুগের পালিশী-কেতার ব্যাপার। কিন্তু এই যুগেরই তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যে ততোঽধিক উলঙ্গ-প্রকাশ বোধ হয় অস্বাভাবিক(!) নহে। বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অশ্লীল-ছড়া-সম্বল বহু পুস্তক বটতলা হইতে প্রকাশিত হইত। সংবাদ-পত্রের অথবা কোন বিশেষ স্থানীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই জাতীয় কদর্য্য পুস্তিকা পল্লীতে পল্লীতে আজিও সু-উচ্চ কণ্ঠে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি অশ্লীল পুস্তকের প্রকাশনা রোধ করিবার জন্য সরকার জোর অভিযান সুরু করিয়াছেন [২]। শুধু আমাদের দেশেই নহে, বিলাতেও ডি. এচ্. লরেন্স্ প্রণীত 'লেডী চ্যাটারলীজ্ লাভার' জাতীয় পুস্তকের বিশেষ সংস্করণ সাধারণের দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই সম্ভবতঃ সমধিক আদরণীয়। আজ তো অশ্লীলতার বালাই আমাদিগের নাই বলিলেই চলে। বিভিন্ন বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং অন্যদেশীয় সাময়িক পত্র, ছায়াচিত্র, প্রাচীরপত্র, আলোকচিত্র

ইত্যাদির কৃপায় শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের চাদর মুড়ি দিয়া বিবসনা অশ্লীলতা গদ্‌গদ ভক্তবৃন্দের ফুলচন্দন সানন্দে গ্রহণ করিতেছে। এই পূজার মহামন্ত্র শিল্পের জন্যই শিল্প, সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্য। সুনীতির শ্বেতপদ্ম পুষ্পপাত্রে না থাকিলেও চলিবে। বিত্তশালীরা মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ে উৎসাহ দানও করিয়া থাকেন। হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী বিশেষ বিশেষ বাগান-বাড়ীর সম্মিলনে জনগণ-চিত্তরঞ্জনার্থ সুনির্ব্বাচিত অশ্লীল ও জনসমাজে উপস্থাপনের অযোগ্য পালা বাঁধিয়া রাখিতেন। তবে ভারতচন্দ্রের যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের পার্থক্য এই যে, মধ্যে মাত্র একটি উপাধানের ব্যবধান পড়িয়াছে। আর, অশ্লীলতা কোথায় নাই—পুরাণের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়, ধর্ম্মের লিঙ্গপূজায়, হোলক উৎসবে, সংস্কৃত সাহিত্যের মণিকুট্টিমে, জয়দেবের 'উন্মীলৎ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সম্ভোগ বর্ণনা প্রভৃতি সমস্তই তো একই দোষে দুষ্ট। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়িতেছে যে, বৎসর কয়েক পূর্ব্বে হ্যাভলক্ এলিস্ প্রণীত ষোলটি অপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতার [৩] বঙ্গানুবাদ করিতে ভার পড়িয়াছিল। এই সকল পদ্যানুবাদ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আজিও সাহস পাই নাই। কবিতাগুলির মর্ম্মবাণী হইতেছে নর-নারীর বিগ্রহগত সম্পর্ক, নির্ব্বাধ মিলন এবং যৌন-তত্ত্বের জয়গান। কবিতাগুলির কোথাও অপূর্ব্ব, কোথাও আদিরসের উদ্দাম-প্রপাত ভারতচন্দ্রকেও লজ্জা দিয়াছে। কিছু নমুনা দিতেছি—

Ye longing for the man-friend sexed yet sexless.

* * *

Come to me! as far as may be I am here to answer you.

* * *

You may be naked with me as safely as with your
own shadow;
You may sleep all night in my arms if you wish
And depart virgin as ever in the morning.

—*Man to Woman.*

নরবন্ধু অন্বেষিছ তুমি, পৌরুষ-সংযুত তবু রুদ্ধবৃত্তি তার।
আমার নিকটে এসো, পারি যতদূর, আমি তোমা তুষিব উত্তরে।

উন্মুক্তা হইতে পারো আমার সাথেতে
সবিশ্বাসে যথা তব ছায়ার সহিতে;
যদি আসে অভিলাষে, মোর বাহুপাশে, সারারাতি পারো ঘুমাইতে;
নিশিপ্রাতে চলি যাবে চির-ব্রহ্মচারিণীর মত।

—রমণীর প্রতি

The perfume of my hair is yours
The aroma of my body is yours
And you shall learn to know the curl of hair
In my armpits is sweeter than violets.
Between my knees and between my elbows I have made room
I have appointed a circle for you within my arms
and between my palms
And the nipples of my bosom is your home.

—*The Psalm of the Love of a Strong Woman.*

আমার চুলের গন্ধ তোমার
আমার দেহের বাস।
মধুর চেয়েও গোলাপফুলের
জেনো আমার বাহুমূলের
কুঞ্চিত কেশপাশ।

বাহুর ভিতর, জানুর মাঝে
আসন তোমার আছে;
তোমার আসন আমার বাহুর বেষ্টনে,
বেঁধেছি ঘর বৃন্ত 'পরে এ' স্তনে।

—শক্তিময়ী রমণীর অনুরাগ-স্তুতি

অনুরূপ দেহ-সর্ব্বস্ব প্রেমের আদর্শ খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ-বিংশ শতকের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস-[১৮৫৫-১৯১৮ খ্রীঃ]-এর কাব্যেও চিত্রিত

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি কালিদহ।

ও কর্দ্দমে ওই পঙ্কে\ ওই ক্লেদে ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

—আমার ভালবাসা

এমনি অসংখ্য নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতে পারে। ইহার কাছে ভারতচন্দ্র কি এতই অপাঙ্‌ক্তেয়? একদা 'সচিত্র রতিশাস্ত্র' প্রমুখ পুস্তিকা ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'-র অনুকরণে বাহির হইত, আজকাল পাই বাৎস্যায়ন-প্রণীত কাম-সূত্রের সচিত্র ইঙ্গ কিংবা বঙ্গ সংস্করণ। নূতন আধারে প্রাচীন আসব বিতরণ করার ব্যাপার সুপ্রাচীন কাল হইতেই সুবিদিত। তবে রায়গুণাকরের 'নব বয় নাগর, নাগরী নব বয়, চিরদিন ভুক পিয়াসা' ইত্যাদি পাঠে নাসিকাকুঞ্চনের অর্থ কি? অর্থ সম্ভবতঃ 'সুনিভৃতং বিধেহি'। ভারতচন্দ্রে অশ্লীলতা-কলঙ্ক ছাড়াও যে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আছে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাহারই সহিত বঙ্গ সাহিত্যের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন [৪]। চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে পণ্ডিতম্মন্যের ন্যায় অশ্লীলতার শুচি-বায়ু ছিল না, ছিল বিদ্বজ্জনোচিত উদারতা। ভারতচন্দ্রকে তাই তিনি দুষ্কৃতির অভিসম্পাত হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বুঝিতে হইলে মুক্ত অন্তঃকরণেই বুঝিতে হইবে। মালিন্যকে অযথা বৃহদায়তন করিলে কিংবা সুগুণকে অযথা সুসংকীর্ণ করিলে যথার্থ সমালোচনা হয় না। ভারতচন্দ্র যাহা, ভারতচন্দ্রকে তাহাই দেখিতে হইবে। অকাম্য অতিরঞ্জন সাহিত্য-বিচারে হেয়।

ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে অপর কথা হইতেছে যে, এরূপ সুসম্বদ্ধ গ্রন্থ আমরা বড়-একটা পাই না। প্রাচীন কবিগণের কাব্যকাহিনী প্রায়ই বিস্মৃতির অন্তরালে অদৃশ্য, ক্বচিৎ আংশিক ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু রায়-গুণাকরের রচনাবলীর এইরূপ দুর্ভাগ্য ঘটে নাই। তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে, বাঙ্গালাদেশে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, ভারত-চন্দ্রের মৃত্যু-[১৭৬০ খ্রীঃ]-র আঠার বৎসরের মধ্যে। বাঙ্গালীর প্রকাশনা ব্যবসাও আরম্ভ হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের গ্রন্থমুদ্রণ করিয়া।

ভারতচন্দ্র জনপ্রিয় কবি। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এতই জনপ্রিয় ছিল যে, একদা ঐ পুস্তক নিতান্ত স্বল্প [এক আনা, ছয় পয়সা] মূল্যে

বিক্রীত হইত। সংসারের 'রসবতী'-তে, মুখের কথায় ও প্রবাদে, আচারে-ব্যবহারে, যাত্রায়-গানে ভারতচন্দ্রের স্মৃতি চিরনবীন। বাঙ্গালীর জীবনের সহিত ভারতচন্দ্রের সম্পর্ক সুনিবিড়। 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে তিনি যে-বীজ বপন করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাহাই বনস্পতিতে পরিণত হইয়াছে। মঙ্গল কাব্যের যজ্ঞে তিনি মানুষের জন্য যে-যজ্ঞভাগ আহরণ করিয়াছিলেন, শতাব্দী পরম্পরায় সাহিত্য তাহারই আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে।

---

১ শ্রীমধুসূদন—অন্নপূর্ণার ঝাঁপি [চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী]।

২ কিছুদিন পূর্ব্বে 'পথের ধূলো' নামক একটি পুস্তকের প্রকাশনা আদালত মারফত বন্ধ হইয়াছে। [যুগান্তর ২৭।১২।১৯৫০]।

৩ এই ইংরেজী কবিতাগুলি Corpus Christie College, Cambridge-এর Fellow, Mr. N. T. Porter, M. A - এর নিকট হইতে শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র, এম. এ. (ক্যান্টাব), বার-এট্-ল পাইয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় ঐগুলি আমাকে অনুবাদ করিতে দেন।

৪ P. Chaudhuri—The story of Bengali Literature.
প্রমথ চৌধুরী—বীরবলের হালখাতা [সাহিত্যে খেলা]।

॥ ২ ॥ ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী

১। সত্যপীরের কথাঃ

দুইখানি ক্ষুদ্রাকৃতি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা-পাঁচালী ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম রচনা। প্রথমটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত, নায়ক রামচন্দ্র দত্ত (রায়) মুন্সীর পুত্র হীরারাম রায় এবং দ্বিতীয়টি চৌপদী ছন্দে রচিত, নায়ক স্বয়ং রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী। ত্রিপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীটির রচনাকাল দেওয়া নাই। চৌপদী ছন্দে রচিত দ্বিতীয় পাঁচালীটির রচনাকাল 'সনে রুদ্র চৌগুণা' অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ [=১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]। অনুমান করা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচালীটির মধ্যে সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত অধিক নহে কারণ রচনা-শৈলীর তারতম্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ নাই।

২। রসমঞ্জরীঃ

প্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী রচনা। ইহাতে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ ও বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা আছে। অনেকে মনে করেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতকের মৈথিল কবি মহামহোপাধ্যায় ভানু দত্ত মিশ্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'-র কাব্যানুবাদ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী বিবিধ অলঙ্কার-গ্রন্থের ছায়ায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রচিত। কবি ভানুদত্তের গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর অলঙ্কার-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন। কবির 'গুণাকর' উপাধি রসমঞ্জরীর ভনিতায় যুক্ত হয় নাই। এই উপাধি ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এক দলিলে পাওয়া যায় [১]। সুতরাং অনুমান করা যায়, রসমঞ্জরী তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

৩। অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গলঃ

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানা নিগ্রহভোগের পর অন্নদাদেবীর কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া অন্নদা বা অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্ত্তন করেন। 'অন্নদামঙ্গল' ইহারই কাব্য ইতিহাস। কাব্যটি আটটি পালায় বিভক্ত। ইহা রাজসভায় গীত হইত। প্রথম

গায়ন নীলমণি ডীগুসাই (বা ডীউসাঁই) 'কণ্ঠ আভরণ' [গুপ্তকবির মতে নীলমণি সমাদার]। রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ ['বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা'] = ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ। অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ড—

(ক) প্রথম খণ্ড—অন্নদামাহাত্ম্য

গণেশবন্দনা, শিববন্দনা, সূর্য্যবন্দনা, বিষ্ণুবন্দনা, কৌষিকীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, অন্নপূর্ণাবন্দনা, গ্রন্থসূচনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, গীতারম্ভ, সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়ে গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন, পীঠমালা, শিববিবাহের মন্ত্রণা, নারদের গান, শিববিবাহের সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম, রতিবিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিবের বিবাহযাত্রা, শিববিবাহ, কোন্দল ও শিবনিন্দা, শিবের মোহনবেশ, সিদ্ধিঘোটন, সিদ্ধিভক্ষণ, হরগৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীরূপ, কৈলাস বর্ণন, হরগৌরীর বিবাদসূচনা, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, জয়ার উপদেশ, অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবে অন্নদান, অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণার পুরীনির্ম্মাণ, দেবগণকে নিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদির তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা, অন্নদার বরদান, ব্যাসবর্ণন, শিবপূজা নিষেধ, শিবনামাবলী, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরিনামাবলী, হরিসঙ্কীর্ত্তন, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষা বারণ, কাশীতে শাপ, অন্নদার মোহিনীরূপ, শিবব্যাসের কথোপকথন, ব্যাসের কাশীনির্ম্মাণোদ্যোগ, গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি, ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার, গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার, বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী, বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, বসুন্ধরের বিনয়, বসুন্ধরের মর্ত্ত্য-লোকে জন্ম, হরি হোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ে অন্নদার দয়া, হরিহোড়ে বরদান, বসুন্ধরার জন্ম, নলকূবরে শাপ, নলকূবরের প্রাণত্যাগ, ভবানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত এবং অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

(খ) দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর [illegible]

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন, বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ, সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা, সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ, গড়বর্ণন, পুরবর্ণন, সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ, সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ, সুন্দরের মালিনী-বাটী প্রবেশ, মালিনীর বেসাতির হিসাব, মালিনীর সহিত সুন্দরের কথোপকথন, বিদ্যার রূপবর্ণন, মাল্য-রচনা, পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা, মালিনীকে বিনয়, বিদ্যার সুন্দর-দর্শন, সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ, সন্ধি খনন, বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি, সুন্দরের পরিচয়, বিদ্যাসুন্দরের বিচার, বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ, বিহারারম্ভ, বিহার, সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা, বিপরীত-বিহারারম্ভ, বিপরীত-বিহার, সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজ-দর্শন, বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য, দিবাবিহার ও মানভঙ্গ, শুকসারীর বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ, বিদ্যার গর্ভ, গর্ভ-সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার, বিদ্যার অনুনয়, বিদ্যার গর্ভ শ্রবণে রাজার ক্রোধ, কোটালের শাসন, কোটালের চোর অনুসন্ধান, কোটালগণের স্ত্রীবেশ, চোর-ধরা, কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ, সুড়ঙ্গদর্শন, মালিনী-নিগ্রহ, বিদ্যার আক্ষেপ, নারীগণের পতিনিন্দা, রাজসভায় চোর আনয়ন, চোরের পরিচয়-জিজ্ঞাসা, রাজার নিকট চোরের পরিচয়, রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোকপাঠ, শুকমুখে চোরের পরিচয়, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, দেবীর সুন্দরে অভয়-দান, ভাটের প্রতি রাজার উক্তি, ভাটের উত্তর, সুন্দর-প্রসাদন, সুন্দরের স্বদেশ-গমন প্রার্থনা, বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ, বারমাস বর্ণন এবং বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা।

(গ) তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, মানসিংহের যশোহর যাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহের ভবানন্দের বাটী আগমন, ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা, দেশ-বিদেশ বর্ণন, জগন্নাথ-পুরীর বিবরণ, মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি, পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন, পাতশাহের দেবতানিন্দা, পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর, দাসু-বাসুর খেদ, মজুন্দারের অন্নদাস্তব, অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান, অন্ন-

পূর্ণার সৈন্য বর্ণন, দিল্লীতে ভূতের উৎপাত, পাতশাহের নিকট উজীরের নিবেদন, অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ, ভবানন্দে পাতশাহের বিনয়, গঙ্গাবর্ণন, অযোধ্যাবর্ণন, রামায়ণ কথন, ভবানন্দের কাশী গমন, ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি, ভবানন্দের বাটীতে উপস্থিতি, বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য, ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য, ভবানন্দের অন্তঃপুর-প্রবেশ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা, পতি লইয়া দুই সতীনে ব্যঙ্গোক্তি, ভবানন্দের উভয়রাণী সম্ভোগ, মজুন্দারের রাজ্য, অন্নদার এয়োজাত, রন্ধন, অন্নদাপূজা, অষ্টমঙ্গলা, রাজার অন্নদার সহিত কথা এবং মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

৪। **বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী ঃ**

এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলি গুপ্ত কবির 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। রচনা কাল দেওয়া নাই। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি ইহার মধ্যে আছে—'বসন্ত', 'বর্ষা', 'কৃষ্ণের উক্তি', 'রাধিকার উক্তি [উত্তর]', 'হাওয়া', 'বাসনা', 'ধেড়ে ও ভেড়ে', 'কর্দ্-ও-রফ্ত্' 'হিন্দীভাষায় কবিতা', 'বলি রাজার উক্তি', 'বিন্ধ্যাবলীর উক্তি' এবং 'সংস্কৃত-বাঙ্গালা-পারস্য-হিন্দী-ভাষা-মিশ্রিত কবিতা'।

৫। **পত্র ও পত্রের অনুবাদ ঃ**

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিত ভারতচন্দ্রের সংস্কৃতে রচিত পত্রটি রাখাল দাস হালদার মহাশয়ের পিতা বেচারাম হালদার মহাশয় পাইয়াছিলেন [২]। মূল পত্রটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। উক্ত পত্রের অনুবাদও কবিবরের নামে প্রচলিত। রচনাকাল দেওয়া নাই।

৬। **নাগাষ্টক ঃ**

'নাগাষ্টকম্' কবির শেষ বয়সের রচনা। সম্ভবতঃ ইহা ১৭৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ কবির বয়স তখন চল্লিশ ['বয়শ্চত্ত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া'] বৎসর, বর্গীর হাঙ্গামা-[১৭৪২ খ্রীঃ]-র চূড়ান্ত হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানেশ তিলকচন্দ্র [১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ] মূলাজোড়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন [৩]। নাগাষ্টকের বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর দুই একটি প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায়।

৭। **চণ্ডী নাটক:**

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি অনুসারে চণ্ডী নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু ভূমিকা ও যুদ্ধের আরম্ভ মাত্র করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন [৪]।

৮। **গঙ্গাষ্টক:**

ভারতচন্দ্রের অপ্রকাশিত সংস্কৃত কবিতা 'গঙ্গাষ্টকম্' কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গুণাকরের পৌত্র-[সম্ভবতঃ ইনি রামধন রায়]-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন [৫]।

৯। **খিল-ভারতচন্দ্র:**

'চৌরপঞ্চাশৎ' নামে কাব্যটি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর অনেক মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে স্থান পাইলেও ইহা আসলে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বহু কাব্যাংশ ভারতচন্দ্রের নামে চলিয়া আসিতেছে। ঐগুলি প্রকৃত পক্ষে ভারতচন্দ্রের রচিত কিনা এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

---

১ নদীয়া কালেক্টরীর ২০৩৩৭ সংখ্যক তায়দাদ দ্রষ্টব্য।

২ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৬]।

৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ভারতচন্দ্র ও ভূরসুট রাজবংশ [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]।

৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত [১২৬২ বঙ্গাব্দ]।

৫ রহস্য সন্দর্ভ [প্রথম পর্ব্ব। নবম খণ্ড। সংবৎ ১৯২০। পৃঃ ১৩৯]।

॥ ৩ ॥ কবি-জীবনী

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ করেন গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্র [১]। কবি-রচিত 'সত্যপীরের কথা' হইতে তাঁহার সম্বন্ধে জানা যায়—

ভরদ্বাজ-অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদা ভাবে হতকংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারতভারতীযুত, ফুলের মুখটি [২] খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা॥
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়, ব্রত-কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

বর্ত্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার মধ্যে অবস্থিত পেঁড়ো [< পাণ্ডুয়া] গ্রামটিই ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি। কলিকাতা হইতে এই গ্রামের দূরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল। হাওড়া-আমতা লাইট-রেলওয়ের মুন্সীরহাট স্টেশন হইতে চার মাইল পশ্চিম দিকে গেলেই এই গ্রাম পড়ে। ভবানীপুর, গাজীপুর, নওয়াপাড়া, তাজপুর, সারদা নামক অন্য গ্রামগুলিও হাওড়া জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত। ভুরসুট পরগণার অধিকাংশই বর্ত্তমানে হাওড়া জেলার আমতা থানার উত্তরাংশের অন্তর্গত, বাকী অংশ আমতা থানার সংলগ্ন হুগলী জেলার মধ্যে পড়ে [৩]।

পূর্ব্বে ভুরসুট গৌড় রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। শ্রীধরাচার্য্যের 'ন্যায়-কন্দলী'-[৪]-তে ভট্ট ভবদেব-[আবির্ভাবকাল ১০২৫-১১৫০ খ্রীঃ মধ্যে]-এর শিলালিপিতে, ও কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' [৫] নাটকে, ভূরসুটের উল্লেখ আছে। নাম দেখিয়া মনে হয়, উক্ত স্থানে শ্রেষ্ঠী-দিগের বসবাস ছিল। হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে পেঁড়ো গ্রাম বর্দ্ধমান ও হুগলীর অন্তর্ভুক্ত

ছিল [৬]। ভুরসুট পরগণা সোলিমানাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল [৭]। **ভুরসুটের পূর্ব্ব-রূপ ভুরিশ্রেষ্ঠিক, ভুরিশ্রেষ্ঠী, ভুরিসৃষ্টি এবং পেঁড়োর পূর্ব্ব-রূপ পাণ্ডুয়া। এস্থলে লক্ষ্যণীয় যে, এই পাণ্ডুয়া [> পেঁড়োঃ** নামান্তর 'পাররাধানগর'] কলিকাতা হাওড়া স্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে ঈস্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান শাখায় অবস্থিত 'পাণ্ডুয়া' স্টেশন নহে। পেঁড়ো ও বসন্তপুর দুইটি পাশাপাশি পৃথক গ্রাম। আন্দুল-মৌড়ি, ঝাঁপড়দা-মাকড়দা, কাশীপুর-বরাহনগর প্রভৃতির মত কোন এক সময়ে ভাষায় জোড়কলম হইয়া 'পেঁড়ো-বসন্তপুর' হইয়া গিয়া থাকিবে। 'পেঁড়ো-বসন্তপুর' বলিয়া কোথাও কোন একটি বিশেষ গ্রামের অস্তিত্ব নাই।

ভুরসুট রাজবংশের সহিত অনেক কিংবদন্তী বিজড়িত হইয়া আছে। এই রাজবংশের সম্পূর্ণ নির্ভুল একটি বংশতালিকা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' [৪র্থ খণ্ড। পৃঃ ৩৩৬] এবং বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী' গ্রন্থে ভুরসুট রাজবংশের যে-তালিকা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে প্রমাদ প্রচুর। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা ও বিচার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [৮]। সমগ্র ভুরসুট রাজবংশের আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। শোনা যায়, চতুরানন মহানিয়োগী, এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ। 'মহানিয়োগী' পাঠান রাজত্বে রাষ্ট্রীয় পদ-মর্য্যাদাজ্ঞাপক উপাধি বিশেষ। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের (?) প্রথম দিকে তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চতুরাননের একমাত্র কন্যা তারা দেবীর পরিণয় হয় নৃসিংহ মুখোটির বংশাবতংস সদানন্দ-(শতানন্দ)-এর সহিত। এই রাজ-বংশের ভুরসুট পরগণায় তিনটি গড় ছিল—ভবানীপুর, পাণ্ডুয়া ও দোগাছিয়াতে। সদানন্দ-তারার পুত্র রাজা কৃষ্ণ রায়। রাজা কৃষ্ণ রায়ের বংশধরগণের সাকিম বসন্তপুর। এই বংশের অন্যতম বংশধর রাজা প্রতাপনারায়ণ [রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ]। ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ আছে—'যে বংশে প্রতাপনারায়ণ'। রামদাস আদকের 'অনাদ্যমঙ্গল'-[রচনাকাল ১৬৬২ খ্রীঃ]-এ, প্রতাপনারায়ণের সভাসদ পণ্ডিত ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' [রচনাসমাপ্তিকাল ১৫৯৭ শকাব্দ = ১৬৭৫ খ্রীঃ], 'রঘুটীকা', 'মেঘদূতটীকা'

ইত্যাদি গ্রন্থে রাজা প্রতাপনারায়ণের উল্লেখ আছে। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান জেলার নানা স্থানে রাজা প্রতাপনারায়ণের প্রদত্ত দেবোত্তর কিংবা ব্রহ্মোত্তর ভূমি অনেকে আজিও ভোগ করিতেছেন। রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা বাস করিতেন পাণ্ডুয়াতে। এই গড়ের অধিকারী ছিলেন রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র (?) মহেন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্র রাজবংশের এই শাখাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দোগাছিয়ার গড়ের মালিক ছিলেন রাজা কৃষ্ণরায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গড়ের অধিকারী-গণ সমগ্র রাজ্যের দুই আনা করিয়া অংশীদার ছিলেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার বংশ পরিচয় দিতে গিয়া কেবল চারিজন পূর্ব্বপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন—নৃসিংহ ['ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায়'], প্রতাপনারায়ণ ['যে বংশে প্রতাপনারায়ণ'], ভূপতি রায় ['ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ'] এবং নরেন্দ্র রায় ['নরেন্দ্র রায়ের সুত']। 'রায়বাঘিনী' রাণী ভবশঙ্করী কিংবা রাজা রুদ্রনারায়ণের নাম ভারতচন্দ্রের রচনায় কোথাও নাই। ইহা হইতে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, রায়বাঘিনীর কাহিনী প্রবল জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিংবা ইহার পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা। পূর্ব্ব-পুরুষ ঈদৃশ প্রখ্যাত হইলে ভারতচন্দ্র প্রতাপনারায়ণ ও ভূপতি রায়ের সহিত কোন না কোন স্থলে নিশ্চয় ইঁহাদিগের নাম করিতেন। প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন কুলপঞ্জী বিচার করিয়া একটি পুঁথির [৯] পাঠকে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। উক্ত কুলপঞ্জিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ভূরসুট রাজবংশের বংশধর-গণের পরিচয় পাওয়া যাইবে—

> "[মুরারি-সুত] মদন ভট্টাচার্য্যস্য (?ওঝা) অকৃতী, তৎসুত রাঘবকাকুস্থৌ। কাকুস্থস্য কুকর্ম্মণা কুলাভাবঃ, তৎসুতাঃ শ্রীধর- শ্রীহরি-কৌতুককাঃ। শ্রীহরি-রায়স্য [সুতৌ] সদানন্দ-বৈদ্যনাথৌ। সদানন্দ-সুত কৃষ্ণরায় রাজা খ্যাতি।
>
> রাজা কৃষ্ণরায়, তৎসুতাঃ বসন্তরায়-মহেন্দ্ররায়-মুকুটরায়-দক্ষিণরায়-রামরায়-দুর্গাদাসরায়-নারায়ণরায়াঃ। বসন্তরায়-সুত গোপালরায় তৎসুত,

রাজা দর্পনারায়ণ, তৎসুত উদয়নারায়ণ প্রভৃতি। তৎসুতাঃ রাজা প্রতাপনারায়ণ-[১০]-রামবল্লভ-যাদব-রঘুনাথসিংহ-অমরসিংহরায়শ্চ। প্রতাপনারায়ণ-সুত শিবনারায়ণ তৎসুত নরনারায়ণ তৎসুতৌ লছীর (লছমী?) নারায়ণ-হীরারামৌ। লছরীনারায়ণসুতৌ রামনারায়ণ-রূপনারায়ণৌ [১১]। সাং বসন্তপুর।

রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র (?) মহেন্দ্ররায়, তৎসুত গোপীরায়, তৎসুতাঃ ভূপতিরায়-[১২]-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনার্দ্দন-মধুসূদনাঃ। ভূপতিরায়-সুতাঃ সদাশিব-চাকু-রাজবল্লভ-কিশোর-কন্দর্প-বাণেশ্বরাঃ। সদাশিব-সুতাঃ নরেন্দ্র-বংশী-কাশী-রসিক-শুকদেবাঃ। নরেন্দ্র-সুতাঃ চতুর্ভুজ-অর্জ্জুন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাং পাণ্ডুয়া ভূরসুট্ট।

মুকুটরায়, তৎসুত রূপরায়, তৎসুতাঃ জগদ্বল্লভ-চন্দ্রশেখর-নীলকণ্ঠ-চিন্তামণিকাঃ, জগদ্বল্লভ-সুতৌ শিবচরণ-শ্যামচরণৌ। শিবচরণ-সুতৌ বীরেশ্বর-নকুড়ৌ [১৩]। নকুড়-সুত বলভদ্র, তৎসুতৌ ভবানীশঙ্কর-রামরামরায়ৌ। সাং দোগাছ্যা।"

ভারতচন্দ্রের রচনা ['অন্নদামঙ্গল'] হইতে জানা যায় যে, কবির তিন পুত্র ছিল—পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান। কোন কোন গ্রন্থে [১৪] কবির চার পুত্রের কথা বলা হইয়াছে—পরীক্ষিত, ভাগবত, রামতনু ও ভগবান। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। 'নাগষ্টক' রচনা কালে [১৭৪৫-৫০ খৃীঃ মধ্যে] কবির এক পুত্র জন্মিয়াছে ['পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুঃ']। 'অন্নদামঙ্গল' কবির পরিণত বয়সের রচনা [১৭৫২ খৃীঃ] সুতরাং কবিপ্রদত্ত পুত্রসংখ্যা অভ্রান্তই হওয়া উচিত। কবি ১৭৬০ খৃীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন, এই হিসাব ধরিলেও 'ভাগবত' কিরূপে দ্বিতীয় পুত্র হয়, বুঝা যায় না। 'ভাগবত' কি 'ভগবান'-এরই নামান্তর?

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতে একটি বংশলতা প্রদত্ত হইল। কবির বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম এস্থলে সংযুক্ত করিয়া বংশাবলীটিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভুরসুট রাজবংশ । সাকিম—পাণ্ডুয়া [পেঁড়ো]
সদানন্দ রায় + তারা দেবী
[নৃসিংহের বংশধর] [চতুরানন মহানিয়োগীর একমাত্র কন্যা]
রাজা কৃষ্ণ [? শ্রীমন্ত] রায়
মহেন্দ্র
গোপী
ভূপতি শ্যাম জগজ্জীবন প্রাণবল্লভ নরোত্তম জনার্দ্দন মধুসূদন
সদাশিব চাকু রাজবল্লভ কিশোর কন্দর্প বাণেশ্বর
নরেন্দ্র + ভবানী বংশী কাশী রসিক শুকদেব
চতুর্ভুজ অর্জ্জুন দয়ারাম ভারতচন্দ্র + রাধা
[সাং মুলাজোড়]
পরীক্ষিত রামতনু ভগবান
(?)
তারকনাথ রামধন
অমরনাথ
পূর্ণচন্দ্র গোবিন্দ
অমূল্য অখিল
[বর্ত্তমান বংশধর]

নরেন্দ্র রায়ের চার পুত্র—চতুর্ভুজ, অর্জ্জুন, দয়ারাম ও ভারতচন্দ্র। কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্রের নামকরণ লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন একদা কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এই নামকরণ কবির পিতামাতার পুরাণপ্রিয়তার পরিচায়ক। 'ভারত' অর্থে মহাভারত। 'ভারত' অর্থে 'ভারতবর্ষ' বুঝিবার মত রাজনৈতিক চেতনা সে-যুগে সম্ভব ছিল না। 'ভারতপুরাণ', 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে' প্রভৃতি বাক্য 'ভারত' অর্থে 'মহাভারত'-কেই ইঙ্গিত করিয়া থাকে। জনরব যে, রাজা নরেন্দ্র রায়ের রাজস্ব প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল।

ভারতচন্দ্রের জন্মকাল লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। গুপ্ত কবির লিখিত জীবনীতে পাওয়া যায়—

> "ইনি (ভারতচন্দ্র) ১৬৩৪ শকে বাঙ্গালা ১১১৯ সালে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বাঙ্গালা ১১৬৭ সালে ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য-লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক ('সত্যপীরের কথা') প্ররচিত হয়, তৎকালে কবির বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।"

'সত্যপীরের কথা'-র 'সনে রুদ্র চৌগুণা' হইতে দুইটি সম্ভাব্য সন পাওয়া যায়— ১১৪৪ ['চৌগুণা' একত্র লইলে] এবং ১১৪৩ ['চৌ' ও 'গুণা' পৃথক লইলে]। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' সূত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ অনেকে ভুল করিয়া ইহাকে ১১৩৪ সাল বলিয়াছেন। দ্বিতীয় হিসাবে কবির জন্মকাল হয় ১১৪৩—১৫=১১২৮ সাল [=১৭২১ খ্রীঃ] ও মৃত্যুকাল হয় ১১৬৭ সাল [=১৭৬০ খ্রীঃ] এবং জীবৎকাল হয় মাত্র ১৭৬০—১৭২১ খ্রীঃ=৩৯ বৎসর। কিন্তু 'নাগাষ্টক' রচনাকালে কবির বয়স ছিল ৪০ বৎসর ['বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া']। সুতরাং উক্ত 'সত্যপীরের কথা' রচনাকালীন কবির বয়স ১৫ না হইয়া ২৫।৩০ বৎসর হওয়াই সঙ্গত। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানেশ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্ব-[১৭০২-৪০ খ্রীঃ]-কালে ভারত-চন্দ্রের পিতৃরাজ্য নাশ হয় এবং তৎকালে কবির বয়স ছিল ১৪ বৎসর। দ্বিতীয় সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার সময় কবির পারস্য ভাষা শিক্ষা সাঙ্গ হইয়াছিল। সুতরাং ১১৪৩ সালে তাঁহার বয়ঃক্রম হয় ২৫।৩০ বৎসর এবং তদনুযায়ী

জন্মকাল খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের প্রথম দশকের শেষের দিকে [১৭০৫-১০ খ্রীঃ] হওয়াই উচিত [১৫]। উপরন্তু, বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয় ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে। সত্যনারায়ণের দ্বিতীয় পাঁচালীর রচনাকাল ১১৩৪ সাল [=১৭২৭ খ্রীঃ] ধরা হইলে ব্যবধান হয় মাত্র ১৫ বৎসর [১৭৪২—১৭২৭ খ্রীঃ]। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। 'নাগাষ্টক' রচনাকালে বর্গীর হাঙ্গামা চূড়ান্ত হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানেশ তিলকচন্দ্র [আনুমানিক ১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ] মূলাজোড়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং নাগাষ্টকের রচনাকাল ১৭৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হওয়া উচিত এবং তৎকালে কবি এক সন্তানের পিতা ['পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুঃ অহহ নারী বিরহিণী']। আমাদিগের বিবেচনায় 'সনে রুদ্র চৌগুণা'-র অর্থে প্রথম হিসাবমত ১১৪৪ সালই হওয়া উচিত কারণ 'চৌ' ও 'গুণা'-কে পৃথক রাখিবার কোন হেতু দেখি না। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' সূত্রানুসারে কি করিয়া ১১৩৪ সাল হয় বুঝা যায় না। কালজ্ঞাপক পদটির সম্পূর্ণাংশে সূত্র-প্রয়োগ না হইবার কি যুক্তি থাকিতে পারে? গুপ্তকবির 'প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ' প্রাপ্ত ১৫ বৎসর যে যথার্থ নহে, ইহা সহজেই অনুমেয়। রায়গুণাকরের জন্মকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্যনাশ বিষয়ে একাধিক জনশ্রুতি আছে। প্রথম জনশ্রুতি [১৬] অনুসারে জানা যায় যে, অধিকার ভুক্ত ভূমি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায় বর্দ্ধমানেশ মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের [১৭] জননী মহারাণী শ্রীমতী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র তখন শিশু ছিলেন। অপমানিতা রাণী বিষ্ণুকুমারীর আদেশে আলম-চন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া বলপূর্ব্বক 'ভবানীপুরের গড়' ও 'পেঁড়োর গড়' অধিকার করিয়া প্রতিশোধ লইল। অপর জনশ্রুতিতে [১৮] জানা যায় যে, ভূরসুট রাজ্যের মূল শাখার তদানীন্তন রাজা লছমীনারায়ণ- [লছীরনারায়ণ]-এর সহিত কীর্ত্তিচন্দ্রের সদ্ভাব ছিল না। কীর্ত্তিচন্দ্র কয়েকবার লছমীনারায়ণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু লছমীনারায়ণ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা প্রতিহত করেন। তদবধিই কীর্ত্তিচন্দ্র ভূরসুট রাজ্য জয় করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলন। ভারত-চন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'-তে আছে—'রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য'। এই

'রাজবল্লভ' ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। মনে হয়, রাজবল্লভ জ্ঞাতিশত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তিচন্দ্রের সহায়ক হন। তাহারই ফলে আনুমানিক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেশ কীর্ত্তিচন্দ্র ভূরসুট আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় অধিকার করেন। ভূরসুট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডুয়াও কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন বলেন যে, এই 'রাজবল্লভ' মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান, ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি নহে। দেওয়ান রাজবল্লভের চক্রান্তে ভারতের পিতৃরাজ্য নাশ হয়। রাজবল্লভ-কীর্ত্তিচন্দ্র সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ছড়াও পাওয়া গিয়াছে [১৯]। কীর্ত্তিচন্দ্র ১১১৯ সালে ভূরসুট অধিকার করেন। ইহার প্রমাণ গড় ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণীতে আছে। কীর্ত্তিচন্দ্র দোগাছিয়াও গ্রাস করিয়াছিলেন [২০]। এই সময় ভারতচন্দ্র নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা করিতেছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উভয়বিষয়ে পারঙ্গম হইয়া ভারতচন্দ্র মঙ্গলঘাট পরগণার তাজপুরের নিকটবর্ত্তী সারদা নামক গ্রামের কেশরকুনী আচার্য্যদিগের একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর ভ্রাতৃবর্গের সহিত সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষাব্যাপার লইয়া মনোমালিন্যবশতঃ ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিমে [বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল স্টেশনের নিকট] অবস্থিত দেবানন্দপুর গ্রামবাসী কায়স্থকুলতিলক ˚রামচন্দ্র দত্তরায় মুন্সী [২১] মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া অর্থকরী ফারসীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার বাটীতেই সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ্যে ত্রিপদী ও চৌপদীছন্দ যুক্ত 'সত্যপীরের কথা' যুগল রচিত হয়। ত্রিপদী ছন্দে রচিত সত্যপীরের পাঁচালীটি রামচন্দ্র দত্তরায় মুন্সীর পুত্র 'হীরারাম রায়ের বাসনা' অনুযায়ী রচিত হয়। ফারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে নরেন্দ্র রায় বর্দ্ধমানেশের নিকট হইতে কিছু জমি ইজারা লন। পিতা ও অগ্রজগণের মতানুযায়ী ভারতচন্দ্র কিছুদিন বর্দ্ধমানে গিয়া উক্ত জমি সম্বন্ধে মোক্তারি করেন। পরে করপ্রেরণে অপারগতাবশতঃ বর্দ্ধমানেশ উক্ত জমি খাসভুক্ত করিয়া লন এবং নানা চক্রান্তে পড়িয়া ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। সৌভাগ্যবশতঃ কারাধ্যক্ষের অনুকম্পায় একরাত্রে কবি রঘুনাথ নামক ভৃত্যের সহিত বর্দ্ধমান হইতে পলায়ন করিয়া মহারাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত কটকে সুবেদার

শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারই কৃপায় কবি ও তদ্‌ভৃত্য গেরুয়াবাস পরিধান করিয়া 'মুনি গোঁসাই' ও 'বাসুদেব' রূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠে নিরুদ্বেগে বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পর ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবদিগের সহিত বৃন্দাবনদর্শন মানসে পদব্রজে হুগলীজেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কবির শ্যালীপতির বাটী ছিল। ভৃত্য রঘুনাথ গোপনে তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিলে °গোপীনাথ জীউর মন্দিরে 'মনোহরসাহী' সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণরত উদাসী ভারতচন্দ্রকে গৈরিক ত্যাগ করিয়া গৃহীবেশ ধারণ করিতে হয় এবং কিছুদিন পরে শ্যালীপতি [নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই] ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের নিবাসে দ্বিতীয় বার পদার্পণ করিতে হয় [২২]। অনন্তর ভারতচন্দ্র উপার্জ্জন অভিলাষে ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান সুবিখ্যাত °ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর [২৩] শরণাগত হন কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের জাতিগত কোন অপবাদ থাকাতে ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের দেওয়ান °রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গোন্দল পাড়াস্থ গৃহে বাস করিতে থাকেন [২৪]। চৌধুরী মহাশয় কবির সহিত স্বীয় বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আলাপ করাইয়া দেন। মহারাজ কবিকে ৪০্ টাকা বেতনে সভাকবি পদে নিযুক্ত করেন এবং কবির রচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিলে [নদীয়া কালেক্টরীর তায়দাদ্ নং ২০৩৩৭] ভারতচন্দ্রের নামের সহিত এই উপাধির উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদা ভারতচন্দ্রের পার্থিব জীবন রক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রতিদানে ভারতচন্দ্রও স্বীয় রচনায় আশ্রিতপালক কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে বসতবাটীর নিমিত্ত ১০০্ শত টাকা এবং বার্ষিক ৬০০্ শত টাকা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া মুলাজোড় ইজারা দিয়াছিলেন। সভার্য্য ভারতচন্দ্র অতঃপর মুলাজোড়ে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে [১৭৪২ খ্রীঃ] রাঢ়দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হওয়াতে বর্দ্ধমানেশ তিলকচন্দ্রের জননী পলাইয়া আসিয়া মুলাজোড়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত কাউগাছি নামক স্থানে বাস করেন এবং স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে

মূলাজোড় পত্তনি করিয়া লন। কবি ইহাতে আপত্তি তুলিলে কৃষ্ণচন্দ্র আনওরপুরের অন্তর্গত গুস্তে নামক গ্রামে ১০৫ বিঘা এবং মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা জমি নিঃসত্ত্ব ব্রহ্মত্তররূপে কবিকে দান করেন। কবির কিন্তু গ্রামস্থ ব্যক্তি-বর্গের আগ্রহাতিশয্যে মূলাজোড় ত্যাগ করা হইল না। পত্তনিদার রামদেব [বা রামচন্দ্র] নাগের অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত কবি 'নাগাষ্টকম্' কাব্যযোগে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্রশর্ম্মা।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তং তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা॥

মহারাজের হস্তক্ষেপের ফলে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।

ভারতচন্দ্রের তিনপুত্র—পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান।

ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে।

—মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা

কবি-প্রিয়ার নাম ছিল রাধা। এই বিষয়েও মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে 'রাধানাথ' অর্থে কোন এক অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তির উল্লেখ করেন, আবার অনেকে 'রাধানাথ' অর্থে কৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝেন--

"ইঁহার (ভারতচন্দ্রের) সমকালে রাধানাথ নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। সে ব্যক্তি কে, কোথায় বসতি তাহা জানিবার উপায় নাই [২৫]।"

"রাধানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের রাসনাম। কেহ কেহ বলেন, ভারতচন্দ্রের পুত্রের নাম তাহা ভুল [২৬]।"

"রাধানাথ নামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেই বুঝাইতেছে [২৭]।"

আমাদিগের বক্তব্য হইতেছে, নিম্নোক্ত কাব্যাংশযুগল হইতে 'রাধানাথ' অর্থে ভারতচন্দ্রকেই পাইতেছি—

রাধানাথের দুঃখভরা নাশ গো সত্বরা, কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥

—সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

রাধানাথ তব দাস, পূরাও মনের আশ, তবে ঋণিচক্র ঋণে তর গো॥

—শিববিবাহের মন্ত্রণা

'রাধানাথ' শব্দটি যুক্ত হইতেছে এই দুইটি গানের ভণিতায়। অন্নদামঙ্গলের সমস্ত গানের ভণিতায় কবি আপনার নাম যুক্ত করিয়াছেন। এই দুইটি

গানের ভণিতায় কবি 'রাধানাথ' অর্থে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম কেন যুক্ত করিতে যাইবেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক কবি স্ত্রীর নামেও আত্মপরিচয় দিতেন। জয়দেব কবি 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' নামে আত্মপ্রকাশ করিতেন, 'হরগৌরীমঙ্গল'-এর কবি মধুসূদন চক্রবর্ত্তী [১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবৎকাল] স্বীয় কাব্যে দ্বিজ মধু, দ্বিজ মধুসূদন, কবি মধু, মল্লিকানাথ, দ্বিজ মল্লিকানাথ নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কবিপত্নীর নাম ছিল মল্লিকা। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও অনুরূপ আত্মপরিচয় দান দুর্লভ নহে [২৮]। ভারতচন্দ্রও অন্নদামঙ্গলের দুইটি গানে স্ত্রীর নামের সহিত আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকে [=১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে] মাত্র ৪৮(?) বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে জীবলীলা সংবরণ করেন। শোনা যায়, রোগের সূত্রপাত হয় বহুমূত্রে, পরে উহা ভস্মক রোগে পরিণত হইয়াছিল।

পেঁড়ো ও গড়ভবানীপুরে ভূরসুট রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপ আজিও কিছু কিছু বর্ত্তমান। গড়ভবানীপুর ও পেঁড়োর 'গড়ের' বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ভবানীপুরে 'রাজার ঘাট', 'ফুলপুকুর', 'জলহরি' প্রভৃতি পুষ্করিণীর অস্তিত্ব বর্ত্তমানে যৎসামান্য। ভবানীপুর বাজারের কাছে মাঠের মধ্যে রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি সুবিরাট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চূড়াদেশটি আজিও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান [২৯]। উক্ত বাজারের পশ্চাতে অবস্থিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মণিনাথের মন্দিরের কারুশিল্প যথার্থই সুন্দর। মন্দিরের উপরে অনিপুণ হস্তলিপিতে লেখা আছে—"শ্রী ভগবতঃ রামঃ। শুভমস্তু শকাব্দা। দেব-নারায়ণ। ১৩০৬॥ ২১ শ্রাবণ"। এই দেবনারায়ণ রাজা কৃষ্ণরায়ের পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। একমাত্র 'রায়বাঘিনী' গ্রন্থ-ধৃত বংশাবলী ব্যতীত কোথাও দেবনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মন্দিরের বর্ত্তমান সংস্কৃত-রূপ দেখিয়াও ইহাকে ১৩০৬ শকাব্দে স্থান দিতে দ্বিধা বোধ হয়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট এই সকল স্থান অতি পরিচিত [৩০]।

পাণ্ডুয়া [পেঁড়ো] ভারতচন্দ্রের 'শৈশবের শিশুশয্যা', কৃষ্ণনগর

'যৌবনের উপবন' এবং মূলাজোড় [শ্যামনগর] 'বার্দ্ধক্যের বারাণসী'। পেঁড়োতে 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' [৩১] এবং মূলাজোড়ে 'ভারতচন্দ্র পাঠাগার' [স্থাপিত ১৯০৬ খৃীঃ] কবির নামের সহিত জন-সাধারণের পরিচয় করাইয়া দিতেছে। পেঁড়োতে ভারতচন্দ্রের জন্মভিটা ও মূলাজোড়ে বাস্তুভিটা বর্ত্তমানে পরহস্তগত। ভারতচন্দ্রের বর্ত্তমান বংশধরগণ মূলাজোড়ে বাস করেন না।

বর্ত্তমানে পেঁড়োতে ভারতচন্দ্র-স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। এই মন্দির নির্ম্মাণ ইত্যাদির কথা প্রথম উঠিয়াছিল ১৯২৮ খৃীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার অন্তর্গত মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনে [৩২]। দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র দত্ত মুন্সীর বাসস্থানের উপর ভারতচন্দ্রের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি মর্ম্মর ফলক আছে। প্রথমটিতে লেখা আছে—"কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই ভবনে পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন ও ১১৩৪ সালে (?) প্রথম বাংলা কবিতা রচনা করেন। হুগলী জেলা বোর্ড। শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্তের সৌজন্যে দেবানন্দপুর।" দ্বিতীয় ফলকটিতে ভারতচন্দ্র রচিত 'দেবের আনন্দধাম—ইত্যাদি' সত্যপীরের কথান্তর্গত ছত্রযুগল উৎকলিত হইয়াছে। চন্দননগরেও অনুরূপ স্মৃতিফলক স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। চন্দননগরে কবির নামে একটি পথের নামকরণও করা হইয়াছে। পথটির নাম—'কবি ভারতচন্দ্র রাস্তা'। কৃষ্ণনগরে কবির স্মৃতি-সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থার কথা শোনা যায় নাই।

---

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত [১২৬২ বঙ্গাব্দ]।

২ দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে নিবাস-গ্রামানুসারে ছাপ্পান্ন সংখ্যক গাঁঞীতে বিভক্ত করেন। মেলের মধ্যে ফুলিয়া, খড়দহী, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইঁহারা অনেকেই 'ত্রিকুলে পালটী' অর্থাৎ পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুরকুলে সমান ঘরে নির্দ্দোষ আদান-প্রদান যুক্ত। ভুরসুটের নামেও একটি গাঁঞী [ভূরিগাঞী] হইয়াছিল।

৩ গোপালচন্দ্র রায়—'কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মস্থান' [ভারতবর্ষ। ৩৮ বর্ষ। ১ম খন্ড। ৫ সং। কার্ত্তিক ১৩৫৭। পৃঃ ৩৬২-৬৫]। 'ভারতচন্দ্রের স্মৃতি উৎসব'-বিবরণী—[যুগান্তর। ১৭-৩-১৯৫২]।

৪ রচনাকাল ৯১৩ শক = ৯৯১ খৃীঃ ['ত্র্যধিকদশোত্তরনবশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রী পাণ্ডুদাসকায়স্থযাচিত ভট্টশ্রীধরেণেয়ং সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা']। নৈয়ায়িক ভট্টশ্রীধর ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি (?) পাণ্ডুদাসের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

৫ 'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী, ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।'—(২য় অঙ্ক)। কৃষ্ণ মিশ্র চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন।

৬ "After the decennial Settlement in 1795, Hooghly, with a greater part of Howrâh, was detached from Burdwân and created a separate magisterial charge; but no change was made in the collectorate. At that time Thânâs Bâgnân and Âmtâ were placed in the Hooghly jurisdiction but Howrâh city formed a part of Calcutta, its criminal cases being tried by the Magistrate and Judge of the 24 Parga*n*âs, who used to come over once a week. In 1814 thânâ Râjâpur (now Domjur), and in 1819, thânâs Kotrâ (now Shyâmpur) and Uluberiâ were transferred from the 24 Parga*n*âs to Hooghly. On the 1st May 1822 the Hooghly and Howrâh Collectorate were entirely separated from Burdwân. In the meantime the city of Howrâh had been growing steadily and its increasing importance led to another change, the Magisterial jurisdiction of Howrâh being separated from that of Hooghly in 1843, when Mr. William Taylor was appointed Magistrate of Howrâh with jurisdiction over Howrâh, Sâlkiâ, Âmtâ, Râjâpur, Uluberiâ, Kotrâ and Bâgnân." [L. S. S. O'malley & M. M. Chakravarti—Bengal District Gazetteers, Howrah. Chapter II, pp 26-27].

৭ এই ভুরসুট (=Bhowst) মহালের রাজস্ব ছিল ১৯,৬৮,৯৯০ 'দাম'। [Ayeen Akbery (Francis Gladwin, 1783). P 471]

৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [৪৮ ভাগ।৪র্থ সংখ্যা।১৩৪৮ সাল। পৃঃ ১৮৯-২০০]। প্রবাসী [ভাদ্র ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৫৩৫-৩৯]।

৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ঢা এম্ ৩।৩৮/৭ - ৮ পত্রসংখ্যা ৩১৫ খ। এই পুঁথিটির লিপিকাল '১৭।৫' শকাব্দ ১৮ কার্ত্তিক শনিবার অর্থাৎ ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ। পত্রসংখ্যা ৫৩২। লিপিকর দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা।

১০ এই স্থলে পুঁথির পাঠ ভ্রমাত্মক। প্রতাপনারায়ণ রাজা কৃষ্ণরায়-[জন্মকাল খৃীঃ ১৬ শতকের দ্বিতীয়পাদ]-এর প্রপৌত্র। কৃষ্ণ>দর্প (বসন্তপুরের পুঁথি) ঃ দক্ষিণ (জয়ন্তীপুরের পুঁথি, অধিকতর প্রামাণ্য)>উদয়>প্রতাপনারায়ণ।

১১ লছমীনারায়ণের হরনারায়ণ নামে তৃতীয় পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১২ মতান্তরে চতুরাননের দুই দৌহিত্র—শ্রীমন্ত ও কৃষ্ণরায়। ভূপতি রায় শ্রীমন্ত রায়ের প্রপৌত্র [শ্রীমন্ত>মহেন্দ্র>গোপী >ভূপতি]। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ধারাটিকেই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া অনুমান করেন।

১৩ শিবচরণের ঘনশ্যাম বলিয়া অপর এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়।

১৪ লালমোহন বিদ্যানিধি সম্পাদিত 'সম্বন্ধনির্ণয়' [৪র্থ সং।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট। ১ম-৩য় খণ্ড। পৃঃ ২৬]।

১৫ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—'ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ' [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩৪৮ সাল] 'ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ'। দীনেশচন্দ্র

কেন 'সনে রুদ্র চৌগুণা'-র অর্থে ১১৪৪ সালই ধরিয়াছেন [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সং। পৃঃ ৩৩৪]।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভারতচন্দ্র সম্বন্ধীয় তাঁহার পূর্ব্বমত পুনঃপরীক্ষণ ও সংশোধন পূর্ব্বক পরবর্ত্তী প্রবন্ধে [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।৫৯ ভাগ, ১৩৫৯ সাল।৩য়-৪র্থ সং।পৃঃ ৪৭-৫৩।'ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা'।] কবি-জীবনের ঘটনাপঞ্জীর এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন—(ক) জন্মাব্দ ১১১৩ সাল = ১৭০৬ খ্রীঃ। গুপ্ত-কবি প্রোক্ত [জীবন-বৃত্তান্ত।১২৬২ সাল।পৃঃ ৩] ১৬৩৪ শক যথার্থ নহে কারণ প্রাচীন হস্তলিপিতে '২' ও '৮'-এর রূপ '৩' ও '৪'-এর ন্যায় হওয়াতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ '১৬২৮ শক' '১৬৩৪ শক' হইয়া গিয়াছে। (খ) 'তরোয়ার বাহাদুর' কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক ভূরসুট অধিকার ১১১৯ সাল = ১৭১২ খ্রীঃ [সংবাদপ্রভাকর।২৫ আষাঢ়।১২৫৯।সংখ্যা।]। (গ) মাতুলগৃহে গমন ১১২৩-২৪ সাল = ১৭১৬-১৭ খ্রীঃ। (ঘ) দেবানন্দপুরে স্থিতি ও পঠদ্দশা (সংস্কৃত ও ফারসী) ১১২৪-৪৪ সাল = ১৭১৭-৩৭ খ্রীঃ। রামচন্দ্র দত্ত মুন্সী কামদেব দত্ত রায়ের প্রপৌত্র। ইনি চারি বিঘা ভূমি 'লাখরাজী পাইয়া গড়বাটী করেন' [হুগলী কালেক্টরীর তায়দাদ নং ৬০০২৭]। চৌপদী ও ত্রিপদী সত্যনারায়ণ-পাঁচালী-দ্বয়ের রচনাকাল যথাক্রমে ১১৪৩ (?) ও ১১৪৪-৪৫ সাল = ১৭৩৬ ও ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ। (ঙ) বর্দ্ধমানে মোক্তারি ১১৪৫-৪৮ সাল = ১৭৩৮-৪১ খ্রীঃ। (চ) বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত ১১৪৮ সাল = ১৭৪১-৪২ খ্রীঃ। (ছ) ভ্রমণকাল ১১৪৮-৫২ সাল = ১৭৪১-৪৫ খ্রীঃ। (জ) চন্দননগরে অবস্থান ১১৫২-৫৩ সাল = ১৭৪৫-৪৬ খ্রীঃ এবং পরে কৃষ্ণনগরে আগমন ১১৫৩ সাল = ১৭৪৬ খ্রীঃ। (ঝ) মূলাজোড়ে গৃহনির্ম্মাণ ১১৫৬ সাল = ১৭৪৯ খ্রীঃ। কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত [১।৮।১১৫৬ সাল] এই ভূমির পরিচয়ে আছে—'পং হাবেলি শহরের মূলাজোড় শং বাস্তু দী ৩২/০' [নদীয়া কালেক্টরীর তায়দাদ নং ২০০৩৭]। 'গুণাকর' উপাধির উল্লেখও এই সনন্দে আছে। (ঞ) নাগাষ্টক-রচনাকাল ১১৫৭ সাল = ১৭৫০ খ্রীঃ। (ট) অন্নদামঙ্গল-রচনাকাল ১১৫৯ চৈত্র = ১৭৫৩ খ্রীঃ। কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক, অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক'। অসম্ভব নয়, 'অধ্যাপক' কবি স্বয়ং চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্রদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকিতেন। (ঠ) মৃত্যু ১১৬৭ সাল = ১৭৬০ খ্রীঃ। সুতরাং জীবৎকাল হইতেছে ১১১৩-৬৭ সাল [১৭০৬-৬০ খ্রীঃ] = ৫৪ বৎসর। জানি না, 'এহ বাহ্য কি না'!

১৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত [১২৬২ বঙ্গাব্দ]।

১৭ প্রায় সমস্ত বর্দ্ধমান চাকলা এবং হুগলী ও মুর্শিদাবাদের কোন কোন পরগণা লইয়া বর্দ্ধমান জমিদারী ছিল। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে অবু রায় নামক জনৈক কাপুর ক্ষত্রিয় পাঞ্জাবী বর্দ্ধমান কোতোয়াল ও সন্নিকটস্থ কোন কোন স্থানের চৌধুরী বা রাজস্ব গ্রাহক নিযুক্ত হন। ইনিই বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পুত্র বাবু রায় বর্দ্ধমান ও অপর তিনটি পরগণার জমিদার ছিলেন। বাবুরায়ের পুত্র ঘনশ্যাম ও তৎপুত্র

কৃষ্ণরাম। শোভা সিংহের বিদ্রোহ হয় এই কৃষ্ণরামের আমলে। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম। জগৎরামের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র বর্দ্ধমানেশ হন। ইনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত বর্দ্ধমান জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। বর্দ্ধমান জমিদারীতে চাকলা বর্দ্ধমান, আজমসাহী, মজঃফরসাহী, জাহানাবাদ, বর্দ্দা, চাতোয়া, সেরগড়, গোয়ালাভূম, হাবিলী সেলিমাবাদ, পাণ্ডুয়া, বেলিয়া, বেসন্দরী, ভুরসুট, তিনহাটী ও মুর্শিদাবাদ চাকলার মনোহর সাহী প্রভৃতি ৫৭টি পরগণা অন্তর্ভুক্ত হইয়া মোট ২০,৪৭,৫০৬, টাকা সংশোধিত জমা বন্দোবস্ত হয়। [নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ৪৯৩-৯৪]।

১৮ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪১৩-১৪]।

১৯ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৩]।

২০ 'রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

২১ দেবানন্দপুর বকুলতলার মুন্সীদিগের আদিবাস ছিল বর্দ্ধমান নন্দীপুর। কামদেব দত্তরায় এই বংশের আদিপুরুষ। ইনি ১০০১ হিজরী=১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে দেবানন্দপুরে বসতি করেন এবং দিল্লী হইতে 'মুন্সী' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি ছিল ব্যক্তিগত। রামচন্দ্র দত্তরায় মুন্সীর দুই পুত্র—কেশবরাম ও হীরারাম রায়। রামচন্দ্রের সময় হইতে এই 'মুন্সী' উপাধি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এই বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী (বর্ত্তমানে ছোট আদালতের উকিল) মহাশয়ের নিকট রক্ষিত বংশকুলজীতে আছে—"রামচন্দ্র মুন্সী মহম্মদ সা বাদশাহের আমলে ১১৩৩ হিজরী-(-১৭২৬ খৃঃ)-তে 'মুন্সী' আখ্যা প্রাপ্ত হন ও পরে কবি ভারতচন্দ্র রায়কে পারস্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা দেন।"

২২ ভারতচন্দ্রের মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের বংশ পরিচয় অজ্ঞাত।

২৩ চারুচন্দ্র রায়—ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী [প্রবর্ত্তক। ৭ম বর্ষ। ৬ষ্ঠ সং। আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ]। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাঢ়ীয় 'পালধি' শ্রোত্রিয়। ইঁহার মূল বংশের কেহ বিদ্যমান নাই।

২৪ হরিহর শেঠ—চন্দননগর পরিচয় [বসুমতী। ৩য় বর্ষ। আষাঢ় ১৩৩১ সাল। পৃঃ ৩৫১]। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[চন্দননগর ৯-১১-১৩৪৩]-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয়ের অভিভাষণ [পৃঃ ৬] দ্রষ্টব্য। শেঠ মহাশয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, ইন্দ্রনারায়ণের জাত্যপবাদ অসূয়াপরবশ আত্মীয়প্রদত্ত। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইন্দ্রনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরোক্ষ দান অবিসংবাদিত। এস্থলে লক্ষ্যণীয় যে, ভারতচন্দ্রের রচনায় ইন্দ্রনারায়ণ ও রামেশ্বরের নামের কোন উল্লেখ নাই। রামেশ্বরের এবং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর ভগ্নাবশেষের দুইটি চিত্র পাওয়া গিয়াছে [বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয়ের অভিভাষণ (পৃঃ ১২—) এবং *Bengal : Past & Present (1911)* পৃঃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য]। রামেশ্বরের অতিথিশালার কোন ভগ্নাবশেষ নাই।

২৫ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গভাষার ইতিহাস [১৯২৮ সংবৎ। পৃঃ ৪২]।

২৬ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বঙ্গবাসী সংস্করণ [১২৯৩ সাল।পৃঃ ১০৬ টীকা]।

২৭ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ [১৩৫৬ সাল।পৃঃ ২২]।

২৮ প্রখ্যাত টপ্পা গায়ক গোলাম নবী মিঞা স্ত্রীর নামেই সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত—শোরী মিঞা। শোরী ছিলেন গোলাম নবীর স্ত্রী। 'প্রবাসী' প্রকাশিত মহাভারতের 'গ্রন্থকারের উপসংহার'-এ সম্পাদক অনুরূপ ভাবে স-পরিবার ও স-সাকিম আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকাবলীর আদ্যক্ষরগুলি পর পর সাজাইয়া পড়িলেই বিষয়টি বোধগম্য হইবে—

সুধামাখা এই মহাভারতের কথা।
ধারণ করিয়া মনে যে রাখে সর্ব্বথা॥ ১১॥
রক্ষণ করে যে গ্রন্থ আপনার ঘরে।
সযতনে কর্ম্ম অন্তে ভক্তি করি পড়ে॥ ১২॥
জন্ম জন্ম হয় তার বৈকুণ্ঠে নিবাস।
নীরোগ নির্জ্জর অঙ্গ ভুলি যমত্রাস॥ ১৩॥
দান যজ্ঞ তীর্থ-ফল ভারতশ্রবণে।
সমাপ্ত করিনু গ্রন্থ শ্রীহরিচরণে॥ ১৪॥
রাখুন চরণে মোরে দেব দামোদর।
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি মাগি বর॥ ১৫॥
পুণ্যকথা লিখিলাম পাঁচালী প্রবন্ধে।
রসিক জনের পদ কাশীদাস বন্দে॥ ১৬॥
বীণাপাণি মোরে আবির্ভূতা যাঁর বশে।
রক্ষণ করুন সবে সেই শ্রীনিবাসে॥ ১৭॥
ভূতলে অপূর্ব্ব কথা ব্যাস বিরচিল।
মহাভারতের কথা সমাপ্ত হইল॥ ১৮॥

২৯ গড়ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণী-[তায়দাদ্ নং ৪৮০৭৫]-তে জানা যায় যে, এই মন্দির দ্বিতল ছিল এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গোপীনাথ জীউ। উক্ত বিবরণীতে দেবালয়ের নক্সা ও বিভিন্ন তলায় প্রতিষ্ঠিত দেবতাদিগের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম তলে—চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহ-বাহিনী, দশভুজা, দ্বিভুজা ভৈরবী, চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী ও চতুর্ভুজা গজলক্ষ্মী। দ্বিতীয় তলে—গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদব (চক্র), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। এই সমস্ত "৺মহারাজা প্রতাপনারায়ণ ও ৺মহারাজা (নর) নারায়ণ রায় প্রকাশ করিয়া দেন"। এই দেবমূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমানে আছে কি না তাহা অজ্ঞাত। [দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভুরসুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ।প্রবাসী।ভাদ্র ১৩৫৯।পৃঃ ৫৩৭-৩৮]।

৩০ মল্লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ভারততীর্থে একদিন' [উলুবেড়িয়া সংবাদ।২য় বর্ষ। ৬ষ্ঠ সং।১৭ শ্রাবণ ১৩৫৯ সাল।পৃঃ ৪] দ্রষ্টব্য।

৩১ একটি প্রস্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার তারিখ পাওয়া যায়: 'Laid down by Babu S. E. Chakravarty, D. I. of Schools, Howrah, 1911.'

৩২ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন [১৮শ অধিবেশন।মাজু—হাওড়া।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। কার্য্যবিবরণী।পৃঃ ১৯৭-৯৮ এবং পরিশিষ্ট পৃঃ ১৩-১৪]।

॥ ৪ ॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কৃষ্ণনগর রাজসভা

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে বর্দ্ধমান, ঢাকা, বিষ্ণুপুর, নদীয়ার মত কৃষ্ণনগরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। জলঙ্গী [=বর্ত্তমান খড়িয়া (> খড়ে)] ও ভাগীরথী নদীর তীরাবস্থিত কৃষ্ণনগর সুপ্রাচীনকাল হইতেই বিদেশী পর্য্যটকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী অপর কতকগুলি স্থানও বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, ও কৃষ্টির কেন্দ্রভূমি ছিল। এইগুলির মধ্যে নবদ্বীপ, উলা বা বীরনগর এবং শান্তিপুর বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতেই কৃষ্ণনগরের খ্যাতি কেবল দেশজ দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম তীর্থস্থান হিসাবেও কৃষ্ণনগরের প্রচুর খ্যাতি ছিল।

> "For the last few generations—the tradition goes back to the days of Sri Chaitanya himself during the first half of the 16th century—the accent of Krishnagar, Nadiya (Navadwip) and Santipur has been recognised as setting the most elegant standard for the Bengali language, thanks to the number and eminence of the Bengali writers who flourished here during the last few centuries and to the importance and influence of the Kirttan-singers and Yatrawalas—singers of Vaishnava religious lyrics and performers of religious dramas—who moved all over Bengal and one of whose important centres was the district of Nadiya [১]."

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমন ও বসবাস ঘটিয়াছিল, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দ্বিজ ক্ষিতীশ তন্মধ্যে অন্যতম। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের বংশই হইতেছে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ। উক্ত বংশের অন্যতম পুরুষ কাশীনাথ ছিলেন ভট্টনারায়ণের অধস্তন অষ্টাদশতম বংশধর [২]।

কৃষ্ণনগর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানে 'রেউই' নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। কাশীনাথ ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সন্নিহিত প্রদেশে

বসবাস করিয়া পরে বাঙ্গালার নবাবের প্ররোচনায় সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। কাশীনাথের গর্ভবতী শরণাগতা বিধবা পত্নীকে বাগুয়ান পরগণার জমীদার আন্দুলিয়াবাসী নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার প্রতিপালন করেন এবং পরে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে স্বীয় উপাধিযুক্ত করিয়া তাহার নামকরণ করেন—শ্রীরাম সমাদ্দার [৩]। ভবানন্দ শ্রীরামের পুত্র, ভট্টনারায়ণ বংশের অধস্তন বিংশতিতম বংশধর [৪]। বাল্যে ভবানন্দ জনৈক হিতাশী মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীর অনুকম্পায় ফারসী ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া তাঁহারই সহায়তায় ঢাকার নবাবের নিকট হইতে 'মজুন্দার' উপাধি ও 'কানুনগো' পদ পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা-[৫]-[হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধি]-কে ফতেপুর, কুড়বগাছি এবং পাটিকাবাড়ীর অধিকার দিয়া স্বয়ং বাগোয়ান পরগণাস্থ বল্লভপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। নদীয়ার রাজপরিবার যখন বাণপুরের নিকটবর্ত্তী মাটিয়ারী হইতে রেউইতে বসবাস করিতে আসেন, তখন হইতেই রেউইর শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত। শোনা যায়, রেউই গ্রামে পূর্ব্বে গোয়ালাদিগের বাস ছিল। ভবানন্দের পৌত্র [গোপালের পুত্র] রাঘব রায় প্রথমে রেউইতে আসিয়া পরিখা ও প্রাচীর দিয়া ঐ স্থানটি সুরক্ষিত করিয়া বাস করেন। রাঘব রায়ের পুত্র রুদ্র রায় স্থানটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণনগর [৬] রাখেন।

পদ্মার প্রধান প্রবাহ ব্যতীত পদ্মা হইতে উৎসারিত আরও কয়েকটি নদীর প্রবাহপথে ভাগীরথী-পদ্মার জল নিষ্কাশিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে জলঙ্গী ও চন্দনা নামক দুইটি নদী পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে প্রবাহিত [৭]। গাঙ্গিনিকা [=গাঙ্গিনী=বর্ত্তমান জলঙ্গী=খড়িয়া] নদীর উল্লেখ কর্ণসুবর্ণাধিপতি জয়নাগের বপ্যঘোষবাটলিপিতে [৮] এবং কামরূপের ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রলিপিতে [৯] পাওয়া যায়। বপ্যঘোষবাটলিপির সম্পাদক গাঙ্গিনী নদীর প্রসঙ্গে ["সীমা উত্ত(র)স্যাং গাঙ্গিনিকা। পূর্ব্বস্যামিয়মেব া"] বলিয়াছেন—

"The Ganginika seems to be the river Jalangi, a branch of the Ganges or Padma which unites with the Bhagirathi near Nadiya, the classical Navadwip. The Bengali poet Bharata chandra Raya (C. 1740 A.D.) in his Annadamangala speaks

of the ancestors of the Rajas of Nadiya as living in the parganah of Bagwan (Bagoan) at a village called Anduliya: 'Ganga herself, *i.e.*, the Bhagirathi to the west, to the east the Gangini, there is the village of Badagachi, opposite to it, on the other side of the river is Anduliya [১০]. In the survey map of Nadiya district, Bagwan is a village in the Meherpur sub-division and close to it, on the two sides of the Jalangi, are the villages of Badagachi (Burgachee) and Anduliya (Andooleea) as stated by Bharatachandra. It seems likely that this river Jalangi is the Ganginika of the present record. North of Bagwan, at some distance from the Jalangi is an important village named Gangini which may possibly preserve the name of the Ganginika. But it may be noted that Vappaghoshavata ('vappa' is the Bengali 'bap' 'father' and 'ghoshavata' = 'dwelling of herdsmen') would be a likely village name in southern Murshidabad and Nadiya, where there was much cattle breeding."

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি বংশলতা প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম যুক্ত করিয়া তালিকাটিকে যথাসম্ভব সুসম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ রাজবংশপরম্পরার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর। প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার। উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যৎ কই। মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই। যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দে-গাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার। পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন। দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়। বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে। পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥

কৃষ্ণনগর রাজবংশ [প্রধান শাখা]

ভট্টনারায়ণ [< ক্ষিতীশ]

॥

[নীপ > হলায়ুধ > হরিহর > কন্দর্প > বিশ্বম্ভর > নরহরি > নারায়ণ
> প্রিয়ঙ্কর > ধর্ম্মাঙ্গদ > তারাপতি > কামদেব > বিশ্বনাথ > রামচন্দ্র
> সুবুদ্ধি > কংসারি > ত্রিলোচন > ষষ্ঠীদাস]

॥
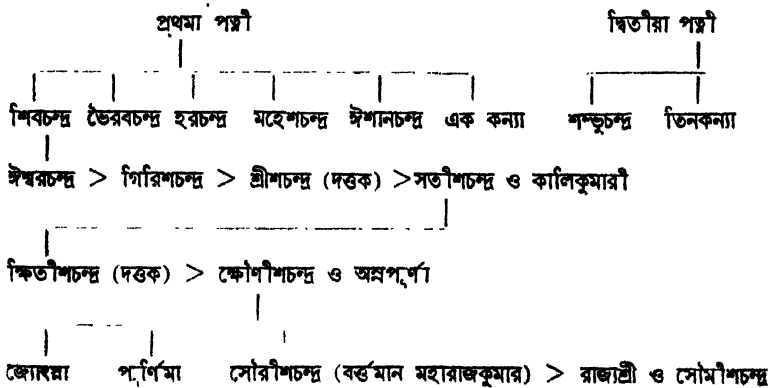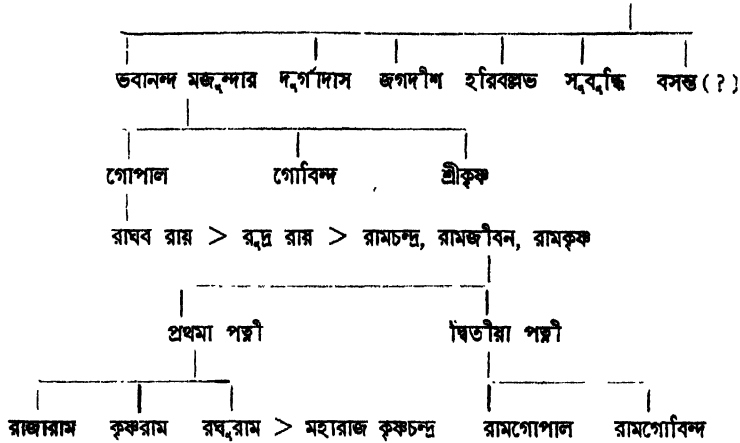
তিনপুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম। রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার। রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী। সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী॥
এই ঝাঁপি হেলন করিবে অহঙ্কারে। সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে। রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব স্বচ্ছন্দে। রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিনপুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়। রাজারাম কৃষ্ণরাম রঘুরাম রায়॥
গোপাল গোবিন্দ হবে আবার ভার্য্যায়। তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়॥
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম বলে। রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান। কাশীতে করিবে জ্ঞান বাপীর সোপান॥
—মজুন্দারের অন্নদার সহিত কথা

ভবানন্দের পর তৎপুত্র গোপাল রাজা হন। গোপালের পুত্র রাঘব রায়। শোনা যায়, দেবগ্রামের রাজা দেবপালের [ইনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন] দেহান্তের পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাঘবের হস্তগত হয়। তবে ইহার পশ্চাতের ঐতিহাসিক কাহিনী সংশয়যুক্ত। রাঘব রায় বাদশাহের নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইয়াছিলেন [১১]। রাঘবের পুত্র রুদ্র রায়। রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র রামচন্দ্র, রামজীবন ও রামকৃষ্ণের মধ্যে সর্ব্বাধিকার লইয়া বিবাদ ঘটে। এই বিবাদের একাধিক বিবৃতি পাওয়া যায়। প্রথম বিবৃতি [১২] অনুসারে রুদ্র রায় কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণকে উত্তরাধিকার দিয়া যান। রুদ্রের মৃত্যুর পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করেন। একবার রামজীবন [রুদ্রের মধ্যম পুত্র] রামচন্দ্রের রাজ্যচ্যুতি ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া স্বয়ং রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের চক্রান্তে ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। রামকৃষ্ণের সহিত নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর কোন কারণে মনান্তর ঘটিলে, রামকৃষ্ণ ঢাকায় অবরুদ্ধ হন ও মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর রামজীবনের মুক্তি ও রাজ্যলাভ। দ্বিতীয় বিবৃতি [১৩]

অনুসারে রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও রামজীবন যথাক্রমে রাজা হন। সুবেদার ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে রামজীবনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও কারাগারে প্রেরণ করিয়া তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ গদি অধিকার করেন। রাজস্ব দিতে না পারাতে রামকৃষ্ণ বন্দী অবস্থাতে ঢাকার কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলে রামজীবন কারামুক্ত হইয়া জমিদারী পান।

খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম সভা [শোভা?] সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম নবদ্বীপে রামকৃষ্ণের আশ্রয়-প্রার্থী হইলে সভাসিংহ নদীয়া আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু পরাজিত হন। নবাব শায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর নবাব ইব্রাহীম খাঁ বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। হিজরী ১১০৭=১৬৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান প্রদেশের চিতুয়া ও বর্দা নামক গ্রামদ্বয়ের জমিদার সভাসিংহ কর্ত্তৃক পশ্চিম বঙ্গে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, সভাসিংহ জাতিতে বাগ্দী ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সভাসিংহের বিরাগভাজন হন। এই বিদ্রোহে সভাসিংহ রহিম খাঁ নামক জনৈক আফগানী পাঠান সর্দ্দারের সাহায্য পান। সভাসিংহের সহিত সংঘর্ষে কৃষ্ণরাম হৃতসর্ব্বস্ব ও মৃতজীব হন। রাজপুত্র জগৎরাম কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরাধিপ রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন। রামকৃষ্ণ তাহাকে মার্টিয়ারীর বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বর্দ্ধমান রাজপরিবারের উচ্ছেদকালে কৃষ্ণরামের ললনা সত্যবতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে সভাসিংহ উক্ত কন্যার ছুরিকাঘাতে নিহত হন। সভাসিংহের মৃত্যু-[১৬৯৬ খ্রীঃ]-র পর তদীয় ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ বিদ্রোহী-দিগের নেতা হইয়াছিলেন। নদীয়া হইতে রাজপুত্র জগৎরাম জাহাঙ্গীরনগরে-[ঢাকা]-তে যাইয়া ইব্রাহীম খাঁর নিকট বিদ্রোহ দমনের জন্য আবেদন করেন। ফলে, শাহ্জাদা আজিমুশ্শান বাঙ্গালায় আসেন ও ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজবিদ্রোহের অবসান হয়। ইহার পর জগৎরাম পৈত্রিক জমিদারী ও বাদশাহ আলম্গীরের নিকট হইতে ফরমান্ প্রাপ্ত হন [১৪]।

রামজীবনের পুত্র রঘুরাম। যথাসময়ে রাজস্ব দিতে না পারাতে রামজীবন মুর্শিদাবাদে বন্দী হন। এই সময়ে রঘুরাম রাজসাহীর উদয়নারায়ণের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট প্রশংসা লাভ করেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর রঘুরাম কৃষ্ণনগর জমিদারী পান কিন্তু রাজস্ব-প্রদানে অক্ষমতাবশতঃ তাঁহাকেও কয়েকবার কারারুদ্ধ হইতে হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত রঘুরাম নদীয়া জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রঘুরামের যুদ্ধ ও ধনুর্বিদ্যায় খ্যাতি ছিল।

রঘুরামের পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র [১৭১০-৮২ খ্রীঃ]। মহারাজের চরিত্রে জ্যোৎস্না ও কলঙ্ক দুই-ই ছিল। পিতৃব্য রামগোপালকে ছলে বঞ্চিত করিয়া তিনি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। কূটনীতিতত্ত্বে কৃষ্ণচন্দ্র পারঙ্গম ছিলেন। একাধিকবার এই নীতির প্রভাবে তিনি সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে 'ধর্ম্মচন্দ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ['ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে']। আলিবর্দ্দির নিকট হইতে দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্যে তিনি অনুগ্রহ লাভ করেন। রাজবল্লভের সহিত মিত্রতা করিয়া তিনি ঢাকার নবাবের নিকট কয়েক লক্ষ টাকা মাফ লইয়া আসেন। অগ্রদ্বীপের অধিকার তাঁহার কূটনৈতিক বুদ্ধির অন্যতম প্রমাণ। মীরকাসেমের হস্তে বন্দী দশায় তিনি এক প্রকাণ্ড পূজার আড়ম্বর করিয়া স-পুত্র শিবচন্দ্র উদ্ধার পান। বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিবার কার্য্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার অবস্থা অনেকটা শাহ্‌জাহানের মত হইয়াছিল। জমিদারীর রাজসনন্দপ্রাপ্তি লইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র শম্ভুচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবচন্দ্রকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেষ্টিংসপত্নীকে মুক্তামালা উপহার দিয়া সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। পুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা ও অগ্রজের মৃত্যু রটনা করিয়া আপনাকে স্থলাভিষিক্ত করিলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে মহারাজ লিখিয়াছিলেন—'পুত্র অবাধ্য দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ॥' সমস্তটাই যেন মোগলাই ব্যাপারের প্রতিচ্ছবি। এত দোষ সত্ত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণশীলতা প্রশংসনীয় ছিল। তিনি রাজ্যবর্দ্ধনের ও দেশজ-শিল্পোন্নতির জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেন। মহারাষ্ট্রীদিগের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি কৃষ্ণনগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী নদীর তীরে প্রখ্যাত 'শিব নিবাস' প্রস্তুত করিয়া জীবনের

অধিকাংশ সময় তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত শিবনিবাসে প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির স্থাপত্যশিল্প আজিও বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। দেবীভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি ছিল—'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজ'। কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার 'পঞ্চরত্ন সভা'য় নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং মহারাজ স্বয়ং এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। শোনা যায়, তিনি সভাকবি বাণেশ্বরের সহিত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কবিতাও রচনা করিতেন। চিরাচরিত প্রথা-অনুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতেও (?) কৌতুক-ত্রয়ী প্রতিপালিত হইত—(ক) নাপিতকুল-তিলক গোপাল ['গোপাল ভাঁড়' নামে প্রখ্যাত] (খ) 'হাস্যার্ণব' উপাধিক বেলপুকুর-নিবাসী জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (গ) বীরনগরবাসী 'বৈবাহিক' নামে খ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়। সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনও রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন [১৫]।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগ—একদিকে মুসলমান রাজত্বের অবসান, অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থান। ইংরেজের সম্পর্কে যাঁহারা আসিয়া ধনী হইলেন, তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত অর্থপ্রাপ্তিতে বিলীয়মান মোগল-বাদশাহীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন সাড়ম্বর শৃঙ্খল-হীনতার সহিত। অবশ্য এই উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে দাঁড়াইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতা অঞ্চলে। তৎকালীন কালধর্ম্মানুযায়ী মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের মধ্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল—প্রথমটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের ন্যায় অন্তর্লীন, অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা এবং দ্বিতীয়টি মুসলমানী-সভ্যতা-সম্পৃক্ত বাহ্যিক আড়ম্বর।

"The ideals set forth were on the one hand those of the village Brahmana scholar, who pinned his faith to the world of the Puranas and of Hindu philosophy and the Hindu sciences—the cultured world of Sanskrit literature, with the Brahman insistence on plain living and high thinking: and on the other, they were those of the young bloods from Delhi, Rajput or Mogul, which was more cosmopolitan or international, more urban, more polished and more foreign with its reliance on the exotic culture of Persia. An aristocrat like Raja Krishnachandra of

Nadiya lived, like many an 'English educated' highly placed Indian of the present day, a double life: on the outside, in certain contexts it was an imitation of the Muslim-cum-Rajput court life of Agra or Delhi; and inside, it was the same old-fashioned way of living and thinking that characterised a secular Brahman of late medieval times [১৬]."

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের বিস্তৃতি, আভিজাত্য ও রাজসম্মান-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে—

অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা। গাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে বর্ণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার। সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ি নিশান নহবৎ। পাতশাহী শিরোপা সুলতানী সুলতানৎ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল। সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে। ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥

—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

[১] উল্লিখিত ভূখণ্ড ছাড়াও ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেরপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। এই পরগণা পরিমাণে ৩,৮৫০ বর্গ ক্রোশ ছিল। ইহার কিছু অংশ নদীয়া জেলার ও অবশিষ্ট অংশ চব্বিশ-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। এই অধিকারে ভাগীরথী, জলঙ্গী, ইচ্ছামতী, ভৈরব, চূর্ণী, যমুনা, রায়মঙ্গল এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার প্রধান জনপদগুলির নাম—শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শ্রীনগর, বাহিরগাছি প্রভৃতি এবং প্রধান গঞ্জগুলির নাম—কলিকাতা, কৃষ্ণগঞ্জ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও হাঁসখালি। সমস্ত ভূমি সমতল ও উর্ব্বর ছিল. খাড়িজুড়ি ও ধূল্যাপুর ব্যতীত কোথাও বৃহৎ বন ছিল না। জলবায়ু বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের স্বাস্থ্যকর ছিল। নানাদেশ হইতে লোকে কৃষ্ণনগরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিত। ১৮৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সংক্রামক-জ্বরবিকারের ফলে এই অধিকারের প্রচুর লোকক্ষয় হয় এবং বহু গ্রামের আবহাওয়া দূষিত

হইয়া যায়। ১৮৬৪-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাধির প্রকোপ কৃষ্ণনগরে দেখা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় তাঁহার জমিদারীর পরিমাণ ছিল ৩,১৫১ বর্গ মাইল এবং ইহা ৪৯টি পরগণা ও ৩৫টি কিস্মৎ বা পরগণার অংশে বিভক্ত ছিল। সমগ্র রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০,৯৭,৪৫৪ টাকা। বিভিন্ন পরগণাগুলির নাম এই—নদীয়া, উখড়া, পাঁচনওর, মানপুর, মুলগড়, বাগুয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতানবেদারপুর, উলা, সাহাপুর, ফতেপুর, লেপা, মারুপদহ, উমরপুর, গুড়ইটবি, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগুণা, মার্টিয়ারী, এঙ্গুরিয়া, কাশীপুর, গয়েশপুর, আলানিয়া, মহিষপুর, ইসলামপুর, খাড়িজুড়ি, মাহমুদপুর, কলারোয়া, ইসমাইলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগড়ি, আমীরনগর, মশুণ্ডা, আলমপুর, কখরালি, চারঘাট, খাজরা, হলদহ, ইন্দুরখালি, খালিশপুর, ভাবসিংহপুর, বেলগাঁও, আষাড়শেনী, বুড়ন এবং খানপুর। বিভিন্ন কিস্মৎ গুলির নাম এই—হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমীরপুর, খোশদহ, আনওরপুর, বালিয়া, পাইকাহাটী, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জাগিরা, মুর্ব্বই, পারধুলিয়াপুর, নমক, মনধুলিয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, ভালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলক, তালা, কাটশালী, শোভনালী, পলাশী, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবসিংহপুর, হাটআলামপুর, সিলেমপুর এবং আকদহ। প্রথমে রাজা রুদ্র এই ভূখণ্ডের চারি আনা একগণ্ডা অংশের মালিক ছিলেন। তখন উক্ত অংশের রাজস্ব ছিল ৬,২৫৪ ৸১৭ গণ্ডা। ১১১৬ বঙ্গাব্দে রামজীবন, রামশরণ ও রহমৎউল্লা নামক দুই ব্যক্তির অংশ পাইলে, রাজস্ব দাঁড়ায় ৩,৮২৬।৵০ আনা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্ব কিছু বাড়াইলে মোট আয় হয় ১৬,৭৪৭ ১১ গণ্ডা [১৭]।

(দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার কৃষ্ণনগর-রাজসভার ইতিহাস ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্র ও ভারতচন্দ্র উভয়েই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের তৎকালীন উপাধি ছিল মুখ বা মুখটি [মুখোটি], চাটুতি, বাঁড়ুরি প্রভৃতি। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বোক্ত উপাধিত্রয়ের পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃতীকৃত রূপ। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন চারিসমাজের পতি। তৎকালে নবদ্বীপ [মধ্যপ্রদেশ], অগ্রদ্বীপ [উত্তর প্রদেশ], চক্রদ্বীপ বা চাকদহ [দক্ষিণ প্রদেশ] এবং কুশদ্বীপ বা কুশদহ

[পূর্ব্ব প্রদেশ]—এই চারি সমাজ ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত সমস্ত বর্ণ এই চারি সমাজের অন্তর্গত ছিল। সেকালের রীতি অনুসারে অভিজাত-ব্যক্তিবর্গ প্রায়শঃ নিজ নিজ আলয়ে বহু বিত্তহীন আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ছিল এবং ইহাতে প্রতিপালক ও প্রতি-পালিতের মধ্যে কাহারও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত না। কন্যাদিগকেও অনেকক্ষেত্রে বিবাহ দিয়া স্বগৃহেই স্বামীপুত্রসহ রাখা হইত।

"Krishnachandra as a good Hindu of position had to maintain a host of poor relations in his establishment, a thing which was quite welcome to these worthies (some of whom have been mentioned by name by Bharatachandra) while enhancing the prestige of a princely patron. But they were not made to feel the humiliation of being hangers-on to a big man only because they were his relatives, near or distant, by birth or by marriage. This would not accord at all with the traditions of good families, where it was felt as a duty to look after impecunious or unemployed relatives, in a spirit of 'noblesse oblige' [১৮]."

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পত্নী, ছয় পুত্র, তিন কন্যা-জামাতা, দুই ভগ্নী-ভগ্নীপতি ও তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য পোষ্য-পরিজনের উল্লেখ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন—

দুইপক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রে দুইপক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন। পঞ্চদেহে পঞ্চমুখ হৈলা পঞ্চানন॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর-অবতার। চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ-আকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই। ফুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়। মধ্যমকুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম। সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটি। আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটি॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম। মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম॥
বলরাম চট্ট সুত ভাগিনা রাজার। সদাশিব রায় নাম শিব-অবতার॥

দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখয্যার সুত। রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণধাম। বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥

—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

আত্মীয়-গোষ্ঠী ব্যতীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রমানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন,, শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি। সুগন্ধার প্রসিদ্ধ রায়-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম রায় [বসু] কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে 'বৈদ্যতিলক রায়' উপাধি-ভূষিত করিয়াছিলেন। কালীঘাটের কালীমন্দিরের পুরোহিতবংশের আদিপুরুষ হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামবাসী হরেকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পুত্র রাধাকৃষ্ণ মহা-রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন [১৯]। রায়গুণাকর মহারাজের দূর সম্পর্কের আত্মীয়গণ ও অন্যান্য কতিপয় পারিষদবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন—

মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার। পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক-অলঙ্কার॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি। তাঁর কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিনজন। কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর। মুখ রাজকিশোর কবিত্ব-কলাধর॥
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথরায় চাঁদরায়। শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ। কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়। মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড়॥
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি। আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়। জগন্নাথ-অনুজ নিবাস সুগন্ধায়॥
অতি প্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ। হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥

চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি। রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনসী প্রধান। তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান॥
—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

রাজসভায় নৃত্যগীতের আয়োজনও ছিল। মুসলমান আমলে উত্তর-ভারতীয় খেয়াল সঙ্গীত অতি আদরণীয় ছিল। আকবরের রাজসভায় বিখ্যাত গোয়ালিয়রের গায়ক মির্জা তান্‌সেনের উল্লেখ পাই। এই সঙ্গীতসম্প্রদায় গোয়ালিয়রের ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী প্রাক্‌-ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে আসিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশেও মার্গ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তানসেন-পরিবারের একব্যক্তি বিষ্ণুপুরে একটি গীতিকেন্দ্র গঠন করেন। এইভাবে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতের সহিত হিন্দুস্থানী খেয়াল-সঙ্গীতের সংমিশ্রণ ঘটে। নৃত্যও উত্তর-ভারত হইতে আমদানী। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাইতেছি—

কালোয়াত গায়ন বিশ্রামখাঁ প্রভৃতি। মৃদঙ্গী সমজখেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তক-প্রধান শেরমামুদ সভায়। মোহান খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন)

সুকুমারশিল্পী ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বহুবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা ঘড়িয়াল [সময় নির্দ্দেশকারী], কেহ বা অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মচারী। রঘুনন্দন মিত্র কৃষ্ণ-চন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাবের নিকট হইতে 'মুস্তৌফী' উপাধি প্রাপ্ত হন। হুগলীর সাতক্রোশ উত্তরে শ্রীপুরে ইঁহার বাস ছিল। শ্রীপুরের মুস্তৌফীগণ ইঁহারই উত্তর-পুরুষ। সুকড়িয়া এবং উলা গ্রামে ইঁহার আত্মীয়েরা বাস করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুদ্ধের জন্য স্থায়ী সৈন্যদল ছিল। এই সৈন্যদলের প্রধানের নাম ছিল মাহ্‌মুদ জাফর। নাম দেখিয়া মনে হয়, এই ব্যক্তি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী উত্তরভারতীয় মুসলমান। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর উড়িষ্যা অভিযানে গিয়া শিরোপা পাইয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতাও একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সৈন্যদলের মধ্যে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বহু বেতন-

ভোগী ভোজপুরী অথবা বক্সারী সৈন্য ছিল। ইহারা পদাতিকসৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত ছিল এবং বুন্দেলখণ্ডবাসী রাজপুতেরা অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। তাহা ছাড়া অগণিত লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা, ঢালী, পাইক, রাজসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সমস্ত সৈন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আহীর, গোয়ালা, কুর্ম্মী প্রভৃতি বিবিধ জাতিভুক্ত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আগ্নেয়াস্ত্র-[= কামান]-ও ছিল, তাহা অদ্যাপি কলিকাতা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এ রক্ষিত আছে [২০]। ভারতচন্দ্র ইঁহাদিগের নাম করিয়াছেন—

ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন। চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর। জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম। মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণসম॥
হাজারী পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেনসুত। ভগবন্তসিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারী প্রভৃতি আর যত। ভোজপুরী সোয়ার বোঁদেলা শত শত॥
কুল্লমালে রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান। তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান্॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়। দুই পুত্র তাঁহার তাঁহার-তুল্য কায়॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম। ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ। আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ॥

—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

রাজবাড়ীতে হস্তী-উষ্ট্র-অশ্ব ইত্যাদি পশুশালা উপযুক্ত পালকের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই পালকগণ সাধারণতঃ হাব্সী। 'হাব্সী' [< আরবী হবেশ্ (= মিশ্র)] অর্থে আবিসিনিয়ার অধিবাসী। ভারতে ইহা আফ্রিকা-বাসী সমস্ত কৃষ্ণসম্প্রদায়ের নামেই ব্যবহৃত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে আফ্রিকার ও আবিসিনিয়ার নিগ্রোরা ক্রীতদাসরূপে ভারতবর্ষে আসিত। পোর্ত্তুগীজরা গোয়াতেও কিছু হাব্সী আমদানী করিয়াছিল। এই সকল ক্রীতদাসেরা মুসলমান সুলতানদিগের প্রহরী নিযুক্ত হইত। ইতিহাসে পাওয়া যায়, অনেক ক্রীতদাস মোগলদিগের হাত হইতে সিংহাসন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছিল। পরে এই দাসসম্প্রদায় মুসলমানগণের সহিত মিশিয়া

গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর-রাজবাড়ীর পশুশালার ভার ছিল হাব্‌সী ইমামবক্সের উপর—

রণগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়। উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান। হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান॥

—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

৲ ভারতচন্দ্র ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মালঞ্চের মালাকর'। 'অন্নদামঙ্গল'-রূপ মাল্যগ্রন্থন তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি--

সভাসদ্‌ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তারে তুমি রায় গুণাকর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

--গ্রন্থসূচনা

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে অনেকের নাম করেন নাই। সাধককবি রামপ্রসাদ সেন ইঁহাদিগের অন্যতম। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু-[১৭৬০ খৃীঃ]-র পর ইঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের 'পঞ্চরত্ন সভা'র উল্লেখ ভারতের কাব্যে নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যসহচর বলিয়া খ্যাত তথা আবাল-বৃদ্ধবনিতাজ্ঞাত গোপাল ভাঁড়ের নামও ভারতচন্দ্র করেন নাই। এই অনুল্লেখের কোন কারণ জানা যায় না। হয়তো-বা কাল্পনিক এই নামটি মহারাজের নামের সহিত কোনও ক্রমে যুক্ত হইয়া থাকিবে! অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্টির ইতিহাসে কৃষ্ণনগরের নাম অবিস্মরণীয়।)

"All this gives a picture of the atmosphere of high state and culture in the Krishnagar Court two centuries ago. And inspite of all the outward appurtenances and paraphernalia remaining Rajput and Mogul, as borrowings, frequently well-assimilated, from North India, the inner spirit of this old culture of Krishnagar was fundamentally of Bengal and of the village culture that characterised the province. Krishnagar, in fact, became urban and pan-Indian, without ceasing to be Bengali, and it remained broadbased on the life and ways of the Bengal village [২১]."

১ Sunitikumar Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar: A centre of culture in 18th century Bengal [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. pp. 146].

২ প্রাচীন অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত-পাল-সেনাদি রাজগণ মধ্য-প্রদেশ হইতে আনীত বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করাইয়াছিলেন। শোনা যায় যে, গৌড়েশ আদিশূর [বর্ত্তমানকাল আনুমানিক খৃঃ ১১শ শতক] কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-[শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ]-গোত্রীয় পঞ্চ-[ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি (ওরফে, ভট্টনারায়ণ (?), শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড়, বেদগর্ভ কিংবা নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম, পরাশর)]-ব্রাহ্মণকে ৯৫৪ শকে = ১০৩২ খৃষ্টাব্দে ('বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ') গৌড়ে আনাইয়া রাঢ় ও বারেন্দ্রভূমে বাস করাইয়াছিলেন। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, তৎপুত্র বরাহ-[= আদি বরাহ বন্দ্য, আদিগাঞি ওঝা]-রাম-নীপ-নান-বৈকুণ্ঠ-গুয়ি-গণ-শান্তেশ্বরি-বুড়-বিকর্ত্তন-নীল-মধুসূদন-কোয়-বাসু-মাধব-মহামতি (= বটু?)। বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ (রাঢ়ী ও বারেন্দ্র) করিয়া কৌলীন্যপ্রথা স্থাপন করেন। পরে দেবীবর ঘটক [বর্ত্তমানকাল ১৪০২ শক = ১৪৮০ খৃঃ] রাঢ়ীয় দ্বিজগণকে ৫৬ সংখ্যক গাঁঞী ও ৩৬ সংখ্যক মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন। আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের বৃত্তান্ত ইতিহাস সিদ্ধ বলিয়া অনেকে মনে করেন না। কারণ, বাচস্পতি-বিরচিত সাবর্ণ-গোত্রীয় বালবলভীভুজঙ্গ ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে লিখিত পূর্বতন সপ্ত-পুরুষের বিবরণীতে বেদগর্ভের নাম নাই। সম্ভবতঃ সাবর্ণ-গোত্রেরা বহুকাল হইতেই এই দেশে বাস করিতেছিলেন। এই সংশয় সম্পর্কে যথোচিত গবেষণা প্রয়োজন। [রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—গৌড়ের ইতিহাস (১ম সং।১ম খণ্ড, ১৩১৭ সাল।পৃঃ ৬৯--; ২য় খণ্ড।১৯০৯ খৃঃ।পৃঃ ১৪৬)। মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সং।কলিকাতা ১৯০০ খৃঃ)। রমাপ্রসাদ চন্দ—গৌড়রাজমালা (১ম ভাগ, ১ম খণ্ড। ১৩১৯ সাল।পৃঃ ৫৭-৫৯)]।

৩ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ [W. Pertsch কর্ত্তৃক সম্পাদিত।বার্লিন।১৮৫২ খৃঃ]। রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (লণ্ডন, ১৮১১ খৃঃ) গ্রন্থের বিবরণটি এইরূপ—ঢাকার সুবার সহিত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদ হওয়াতে বাঙ্গালার হাবিলি পরগণার কাঁকদি গ্রামবাসী কাশীনাথ রায় দেশত্যাগী হইয়া গর্ভিণী স্ত্রীসহ বাগোয়ান পরগণাবাসী বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটী আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিরুদ্দেশ হন।

৪ 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস'-(১৩০৯)-লেখক নিখিলনাথ রায় বলেন যে, ভবানন্দের আসল নাম দুর্গাদাস সমাদ্দার; কানুনগোর কার্য্য করিয়া ইনি 'ভবানন্দ মজুমদার' আখ্যা পাইয়াছিলেন (?)।

৫ কৃষ্ণনগর জমিদারীর একটি দলিল-[১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ফরমান্]-এ ভবানন্দের

বসন্ত ও দুর্গাদাস নামক অপর ভ্রাতৃযুগলের উল্লেখ আছে। [নলিনীকান্ত ভট্টশালী—নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা (প্রবাসী।বৈশাখ ১৩৪৫ সাল।পৃঃ ৫৬)]।

৬ রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (লণ্ডন, ১৮১১ খৃীঃ) গ্রন্থে পাইতেছি যে, রুদ্র রায় মাটিয়ারী পরগণায় এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। রুদ্র রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ 'কৃষ্ণনগর' প্রতিষ্ঠা করেন।

৭ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [পৃঃ ১০৩]।

৮ খৃীঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতক। এল্. ডি. বার্ণেট কর্ত্তৃক সম্পাদিত [এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা।১৮শ খণ্ড।পৃঃ ৬০-৬২]।

৯ খৃীঃ সপ্তম শতক। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত [এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা। ১২শ খণ্ড।পৃঃ ৬৫—।]।

১০ 'ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম। গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥ তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।'—ইত্যাদি [—ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত] এবং 'বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান্। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥ পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।'—ইত্যাদি [—বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম]।

১১ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (লণ্ডন, ১৮১১ খৃীঃ)। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্' (বার্লিন, ১৮৫২ খৃীঃ) গ্রন্থেও দেবপালের কাহিনীর সহিত ভারতচন্দ্রের কাহিনীর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

১২ কুমুদনাথ মল্লিক—নদীয়া কাহিনী [রাণাঘাট, ১৩১৯ সাল।পৃঃ ২৭]।

১৩ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস [১৩০৯ সাল]।

১৪ নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস [১৩০৯ সাল।পৃঃ ২৯০-৩০৫, ৪৯৩, ৪৯৭-৯৮]। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং।১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯ ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮]। দ্বিজ হরিরামের [খৃীঃ ১৭ শতক] 'অদ্রিজামঙ্গল' কাব্যে সভাসিংহের উল্লেখ আছে—'শোভাসিংহে রক্ষিবে অম্বিকা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটক [১২৮৮ সাল = ১৮৮২ খৃীঃ] সভাসিংহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্' [বার্লিন, ১৮৫২ খৃীঃ] গ্রন্থে জগৎরামের নদীয়াতে আশ্রয় গ্রহণ সম্বন্ধে বলা আছে—"তদানীমেব কৃষ্ণরামরায়েন পরবলমায়াতীতি বিজ্ঞাতং সপরিবারস্য পলায়নাবসরকালো নাস্তি, যুদ্ধসামগ্রী চ পূর্ব্বং ন কৃতা, ক উপায়ঃ, সপরিবারস্য নাশ উপস্থিতঃ ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং জগৎরাম-নামানং স্ত্রীবেশধারিণং কৃত্বা স্ত্রীণামারোহণযোগ্য-যানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতং রামকৃষ্ণস্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেষয়ামাস।"

১৫ রাজীবলোচন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ [লণ্ডন, ১৮১১ খৃীঃ]। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ [W. Pertsch কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্লিন, ১৮৫২ খৃীঃ]। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী সং । ১২৯৩ সাল । ভূমিকা।]। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। [৮ম সং।পৃঃ ৩১৫-১৬ ; ৩০১]। দুর্গাদাস লাহিড়ী—

বাঙ্গালীর গান [১৩১২ সাল।পৃঃ ৪৫৪]। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রচিত একটি বাঙ্গালা গান ['অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রুদ্ররূপিনী'] ইহাতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র বিরচিত কয়েকটি গানও ইহাতে পাওয়া যায়।

১৬ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar. [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. pp. 149].

১৭ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী সং। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা]।

১৮ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar. [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. pp. 150].

১৯ কালপেঁচার দু'কলম—কালীঘাটের পট (৩) [যুগান্তর, ২৭-১২-১৯৫২]।

২০ কৃষ্ণচন্দ্র ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি এবং বারোটি কামান উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। [দুর্গাদাস লাহিড়ী—বাঙ্গালীর গান।১৩১২ সাল।পৃঃ ৪৫৪]।

২১ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar. [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. pp. 155].

॥ ৫ ॥ কবি-প্রতিভা

সুরুতেই কবিগুরুর কথা মনে পড়িতেছে—

।"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ-যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়-জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন, তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই [১]।"।

।সাহিত্য তত্ত্ব ও নির্ম্মিতি, এই যুগ্ম লক্ষণ যুক্ত। শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্পৃক্ততাই হইল সাহিত্য-ধর্ম্ম। কবিচিত্তের রসস্পন্দিত ভাবের একটি বিশেষ ভাষা-বাহনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সাহিত্যের ঔৎকর্ষ্য সেইজন্য নির্ভর করে ভাব, শব্দ ও অর্থের ঐক্যসাধনে।।৮ রাজানক কুন্তক সেইহেতু সাহিত্যকে 'পানকরস'-এর সহিত তুলিত করিয়াছেন। ।কবিগুরুর মতে সাহিত্যের মধ্যে যে-সজীব মিলনের ভাব বর্ত্তমান, তাহা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের অন্তরঙ্গতায় প্রকাশ পায়। কাব্য বা সাহিত্য হইল রসাত্মক বাক্য, এই রসের ফল হইল আনন্দ। এবং সমালোচকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই আনন্দ 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'। এই 'রসের ওজন আয়তনে নয়' ঐকান্তিকতায়, যেমন, 'সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে' [২]। ।কাব্য সুন্দরের প্রকাশ। এই সুন্দরের অন্তরধৃত রসময় আয়ত্তাতীত সত্যের সহিত অন্তরের যে-অনির্ব্বচনীয় সম্পর্ক, কবি মানুষের চৈতন্যকে সেই সুরে বাঁধিয়া দেন। সাহিত্য-রসের

সারবস্তু হইল 'চমৎকৃতি'। সাহিত্যের অলৌকিক-বোধ চিত্তকে প্রসারিত করে, সেইজন্য কাব্য বা সাহিত্যের রসবোধ শ্লীলাশ্লীলবোধের বহু উচ্চে। বিবিধ অলঙ্কার, বক্রোক্তি প্রভৃতি সাহিত্যের বহিরঙ্গ—অন্তরস্থ ভাবপ্রকাশের বাহ্যিক উপায় মাত্র। কাব্য বা সাহিত্যের বিষয়বস্তু চিরন্তন হইলেও যুগে যুগে বিভিন্ন-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। সাহিত্য সেইজন্য চিরপুরাতন হইয়াও চির নূতন [৩]।।

।বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি সিংহাবলোকন করিলে পর প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ক্রমশঃ বিকাশের পথে চলিয়াছে।। চসারের সহিত মুকুন্দরামের সমতা আছে বলিয়া অনেকে [যথা, কাউয়েল সাহেব] মনে করেন। তাহা হইলেও উভয়ের আবির্ভাব কালের পার্থক্য দাঁড়ায় দুইশত বৎসর। অন্যদিকে দেখি যে, ইংরেজী প্রথম উপন্যাস রচিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি [অবশ্য ইহার পূর্ব্বেকার গদ্য উপাখ্যানগুলিকে না ধরিয়া] এবং বাঙ্গালা প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস [দুর্গেশনন্দিনী—১৮৬৫ খ্রীঃ] রচিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই হিসাব হইতেও বুঝা যায় যে, ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্য স্থাণু নয়, বিকাশের পথে ইহার অগ্রগতি যথাযথভাবেই হইতেছে, যদিচ, কালের তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের নিকট অর্ব্বাচীন।

।মুসলমানদিগের সহিত সম্পর্কে আসিবার পর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নব জন্ম হইয়াছিল।। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। দেবভাষা সংস্কৃত সাধারণের নিকট অপ্রচলিত হওয়াতে বাঙ্গালায় সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়ে। মুসলমানদিগের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন প্রাণ-স্পন্দন জাগাইয়াছিল। কিন্তু এই নবস্পন্দন বাঙ্গালা সাহিত্যের 'হিন্দুত্ব' তথা 'বাঙ্গালীত্ব' নষ্ট করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য সমস্ত আগন্তুক উপাদানকে পরিশুদ্ধ করিয়া আপনার অঙ্কে স্থান দিয়াছিল।

"Bengali literature was born in Mahomedan India. The reason for this is not far to seek. Along with the Hindu kings —Sanskrit, the universal literary language of ancient India, came to be dethroned and it was under the new political régime that the people of Bengal for the first time in their

history got the chance of speaking out their own mind in their own language. Chronologically it belongs to Mahomedan India but spiritually it belongs to Hindu India. Whatever influence Mahomedan religion and social ideals had on the Hindu mind was of an indirect nature. That Bengali literature is popular in its origin and is largely democratic in its ideas and sentiments is very likely due to the Hindu minds coming into contact with Muslim. The remarkable fact about the Bengali literature of pre-British days is that it does not show any trace of any conscious adoption of foreign ways of thinking and feeling. No thought of Mahomedan origin found its way into Bengali (literature) until it had been completely transformed and Hinduised [৪]."

ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের কথাটি সারিয়া লই। বিশ্বের দুই মহাদেশের সাহিত্যগগনে একই কালে দুইটি জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল—পূর্ব্বখণ্ডে চণ্ডীদাস এবং পশ্চিমখণ্ডের চসার। কিন্তু উভয়ের তুলনা করা চলে না॥ বাঙ্গালাদেশের একটি ছোট গ্রামের আত্মভোলা কবি চণ্ডীদাসই বা কোথায় এবং কোথায় বা সেই উচ্চশিক্ষিত ভূয়োদর্শী চসার। তবুও এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের নবজন্মলাভ হইয়াছিল চণ্ডীদাসের লেখনীনিঃসৃত গীতিকাব্যে॥ কবি চণ্ডীদাসের কাব্য মিল্‌টনের 'লীসিডাস্‌' [Lycidas] নহে, শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন্‌' [Epipsychidion] কিংবা সুইন্‌বার্ণের 'ট্রায়াম্ফ্‌ অব্‌ টাইম্‌' [Triumph of Time] জাতীয় নহে। চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য তৎকালীন প্রেমমুগ্ধ অন্তর-সঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলার নবপ্রকাশ, হৃদয়ের সুখদুঃখের অনুপম আলেখ্য। তাবৎ বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, মানুষ ঈশ্বরকে আপনার সুখদুঃখের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানের বা দর্শনশাস্ত্রের ঈশ্বর নহেন, 'শুধু বৈকুণ্ঠের জন্যই বৈষ্ণবের গান' নহে—মানুষ আপনার প্রিয়তমকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে এবং দেবতাকে প্রিয় করিয়াছে। ঠাকুর বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রেমের ঠাকুর হইয়া উঠিয়াছেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গালা সাহিত্য-বীণার যে-তারটিতে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁহাদিগের আপন আপন হৃদয়াবেগের ভাষা সেই

ঝঙ্কারেই মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পৃথক—ইহাতে অন্তরের আকুতি, মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা গোলোকের তীর্থযাত্রী হইয়াছে।

"Chandidasa's poetry is as much subjective as Chaucer's objective. In Chandidasa, Bengali language became fully articulate and Indian literature had a new birth. The personal note, which is altogether absent from Sanskrit literature, was heard for the first time in Chandidasa's lyrics, in all its clearness and fulness. The Bengalee poet composed real songs and he expressed such sentiments and used such words only as could be made to fit naturally into the folk melodies of Bengal. Neo-Vaishnavism, if I may so call it, being divorced from metaphysics, became wedded to æsthetics and its appeal was to the emotional nature of man. As a romantic spiritual movement, which set a new and supreme value of human emotions, it caused a simultaneous deepening and heightening of the emotional nature of the people. And it is no wonder that the Bengalees of that age experienced an urgent need of giving expression to their insurgent and resurgent feelings. The love they treat of seems to have a divine odour, a spiritual flavour and a mystic tinge about it. The abiding charm of Vaishnava poetry lies in the fact that it expresses the ardent joys and sweet sorrows of life and creates a longing for and holds out a hope of their infinite prolongation in eternal life [৫]."

বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইল মঙ্গলকাব্য রচনা। আর্য্যেতর ধর্ম্ম, রীতি, নীতির সহিত আর্য্য-ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারাদির সংমিশ্রণের ফল হইল, অপৌরাণিক আর্য্যেতর সাহিত্য—মঙ্গলকাব্য। মনসা, ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতা স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও পূজা লাভের জন্য ভবিষ্যৎ সেবকদিগকে প্রভাবিত করিয়াছেন, নানা দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর দিয়া ইহারা দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়াছে,ইহাই হইল মঙ্গলকাব্য সমূহের উপজীব্য বিষয়বস্তু।। এই কাব্যগুলি প্রকৃত লোকসাহিত্য, আপন আপন কালগত বৈশিষ্ট্য পাতায় পাতায় বসাইয়া গিয়াছে। মঙ্গল-কবিগণ সাহিত্য-সৃষ্টিকে গৌণ করিয়া মঙ্গলদেবতার

জয়গান ও পূজা প্রবর্ত্তনকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন। তবুও মঙ্গলকাব্যগুলি শুধু দেবতাবিশেষের নিমন্ত্রণ-পত্র নহে, সাহিত্যিক তথা ঐতিহাসিক মূল্যও ইহাদিগের যথেষ্ট আছে।

"All national epics have their origin in international conflicts. These stories have evidently been dealt up out of popular legends and are reminiscent of an early period of our history when there was a battle of rival creeds in Bengal and the local gods and goddesses fought for supremacy with the Trinity of Brahmanic Faith which the early Aryan immigrants to Bengal had brought with them. There are two distinct cycles of these legends, one connected with the worship of Chandi, another with that of Manasa, both of whom in course of time had succeeded, in insinuating themselves into the ample and hospitable bosom of the Hindu Pantheon. The object of these poets was not to create literature but to impress their audience with the superhuman powers of these deities and the inhuman manner in which they exercised them so naturally that these narratives could not take a high mark as literature. These poems form a real folk-literature of Bengal, and as such are characterised by all its artlessness and naivete! In them we find, a graphic description of the Bengali life and Bengali mind of a bygone age. The village poets paint the picture of contemporary life in that rough and realistic manner which is so dear to the heart of the people; and what redeems this literature from dullness and banalité is its humour, half satirical and half playful, a humour which never degenerates into positive grossness or prurience [৬]."

মঙ্গলকাব্যের যে-গতানুগতিক ধারা চলিয়া আসিতেছিল, ভারতচন্দ্র তাহা হইতে বেশ কিছুটা আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্রের কাব্যও মঙ্গলকাব্য। ইহার মধ্যেও মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উপাদানযুগল—'চৌতিশা' ও 'বারমাস্যা'—রহিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে চৌতিশা বহু পুরাতন। আরবী ও ফারসী ভাষায় 'আলিফ্', 'বে', 'তে' ইত্যাদি বর্ণক্রমে অনুরূপ রীতিতে কবিতা লিখিবার রেওয়াজ আছে। তদনুসারে উর্দুতেও এই রেওয়াজ আসিয়া

গিয়াছে। 'বারমাস্যা' বা 'বারস্যা' শব্দটির অর্থ হইল নায়ক-নায়িকার বিশেষতঃ দুঃখবিধুরা নায়িকার পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থা একত্র অঙ্কনের চেষ্টা। বাঙ্গালা সাহিত্যের বারমাস্যার অনুরূপ পাটনা জেলায় 'ছৌমাসা' নামক এক প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। য়ুরোপেও কোন কোন অঞ্চলে অনুরূপ ঋতু সঙ্গীত-[Seasonal Songs]-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

"পাঁচালী কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের সাক্ষাৎ প্রভাব দেখা যায় শুধু 'বারমাসিয়া' অংশে। কালিদাসের 'ঋতুসংহার'-এ প্রেমিকের নিকট সুখদ ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই 'লৌকিক' ভাষা সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে বিরহিণী নায়িকার বারমাসের দুঃখ বর্ণনায়। শুধু পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে নয় পুরাতন হিন্দী এবং গুজরাটী কাব্যেও 'বারহমাসা' বাদ যায় নাই। (মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মিনীর বারমাসিয়া এবং গণপতি বিরচিত মাধবানল-কামকন্দলা দোগ্ধকে মাধবের বিরহ-বারমাস দ্রষ্টব্য। দুইটি কাব্যই ষোড়শ শতকে লেখা।) আসামী-উড়িয়ার তো কথাই নাই [৭]।"

বিবিধ দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, শিবের বিবাহ, হর-পার্ব্বতীর কোন্দল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ উপাদান। বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সহিত ভারতচন্দ্রের কাব্যের সাদৃশ্য প্রচুর। দুর্ব্বলা ও হীরামালিনীর বেসাতি [৮], অষ্টমঙ্গলা, হর-গৌরীর কথোপকথন, স্বর্গভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনা প্রভৃতি উভয় কাব্যেই সদৃশ। এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল একক। 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম অংশ যুগলের বিষয়বস্তু ভারতচন্দ্রের নিজস্ব নহে কিন্তু কবি তৃতীয় অংশে নিজস্ব রীতি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের গল্প বলিবার ভঙ্গীটিও অনুপম। সাধারণ প্রেমকাহিনীতে তিনি এমন অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন যাহাতে মঙ্গলকাব্যের গড্ডালিকা-প্রবাহ হইতে আপনাকে কিয়দংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কবি সাহিত্যজগতে এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন। এই হিসাবে ভারতচন্দ্রকে বাঙ্গালাসাহিত্যের আধুনিক যুগের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

"The whole of our poetic literature was intimately connected with religion and thereby had assumed not only a semi-

religious but almost a sectarian character. But there is one striking exception to this rule. There is a unique book, the Vidya-Sundara of Bharatachandra, unique both in its merits and its faults, which marks the birth of the secular spirit in our literature. An epic poem partakes of the character of architecture—what Bharatachandra has given us is a piece of literary sculpture. The Vidya-Sundara is a love story, a novel in verse. But the love he treats of has nothing spiritual or ideal about it but is the common mundane passion which lends itself to humorous and even indelicate treatment. To Bharatachandra, Love is an amusing episode in a man's life and he has not failed to draw all the fun he could out of his subjects. Bharatachandra's poem, if I may say so, is a study in nude—not of Psyche, but of Venus Pandemos [৯]."

ভারতচন্দ্রের মৌলিকত্বের প্রধানতঃ নিদর্শন পাই 'অন্নদামঙ্গল'-এ নিবিষ্ট গান ও অন্যান্য গীতিকাব্যগুলির মধ্যে। সুপ্রাচীন কাল হইতেই গীতিকাব্য-প্রবণতা বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে দেখা গিয়াছে। ধোয়ীর 'পবন দূত', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', গোবর্দ্ধনের 'সপ্তশতী' প্রভৃতি ইহারই প্রমাণ দেয়। বোধ হয়, নীরস, রূপকাঢ্য বৃহদায়তন কাব্য বাঙ্গালী-কবির রুচির উদ্রেক করে নাই। মধ্যযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে পাইতেছি বৈষ্ণবগীতিকবিতার বন্যা। গীতিকাব্যের ধারাতেই বাঙ্গালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, প্রাণধর্ম্মী তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন বাঙ্গালী-কবি গীতি-কাব্যে আপন সংবেদনকে সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"বাঙ্গালা ভাষার আর যে দুঃখই থাক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই জাতীয় কাব্য বলিতে হয় [১০]।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী মহাকাব্য রচনার অনুকূল ছিল না। যে-বিরাট জাতীয় বিপ্লবের ভিত্তিভূমির উপর জাতীয় অভিমানের সৌধস্বরূপ মহাকাব্য রচিত হয়, সে-যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী নহে। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও তাই দেখি খণ্ডকাব্য-প্রবণতা। সাধারণতঃ তৎকালে দেবদেবী কিংবা অধ্যাত্মবিষয়ক কাব্য রচিত হইত। কিন্তু ভারতচন্দ্র-বিরচিত কতিপয় কাব্য [যথা—'বসন্ত',

বর্ষা', 'হাওয়া', 'খেড়ে ও ভেড়ে' ইত্যাদি] এই গতানুগতিকতাকে ভঙ্গ করিয়া কাব্যজগতে নূতন দৃষ্টির সঞ্চার করিল। অবশ্য 'বসন্ত', 'বর্ষা' প্রভৃতি নৈসর্গিক গীতিকাব্যগুলিতে সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরণন 'ত ছিলই। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলিতে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

ভাল ছিল শীতকাল, সে তো কামানলজাল, হৃদয় সহিত শাল, এবে হল দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ, উত্তরে বাতাস স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত॥
—বসন্ত [বিবিধবিষয়িণী কবিতা]

[মধুরয়ং মধুরৈরপি কোকিলাকলকলৈর্মলয়স্য চ বায়ুভিঃ।
বিরহিণঃ প্রণিহন্তি শরীরিণো বিপদি হন্ত সুধাপি বিষায়তে॥] [১১]

চন্দনের দণ্ড ধরে, ফণি-ফণা ছত্র করে, মলয়-রাজত্ব হরে, আরো রাজ্য চাওয়া।

বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে, সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে, যোগী-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ গাওয়া॥
—হাওয়া [ঐ]

[অচ্ছার্দ্রচন্দনরসার্দ্রকরা মৃগাক্ষ্যো, ধারাগৃহানি কুসুমানি কৌমুদী চ।
মন্দো মরুৎসুমনসঃ শুচি হর্ম্ম্যপৃষ্ঠং, গ্রীষ্মে মদঞ্চ মদনঞ্চ বিবর্দ্ধয়ন্তি॥] [১২]

বিদ্যুতের চকমকি, ডাহুকের মকমকি, কামানল ধক্‌ধকি, বড় হৈল বর্ষা।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে, আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিষ্কর্ষা॥
—বর্ষা [ঐ]

[ইতো বিদ্যুদ্বল্লীবিলসিতমিতঃ কেতকীতরোঃ স্ফুরদ্গন্ধঃ প্রোদ্যজ্জলদনিনদ-স্ফূর্জিতমিতঃ।
ইতঃ কেকিক্রীড়াকলকলরবঃ পক্ষ্মলদৃশাং, কথং যাস্যন্ত্যেতে বিরহদিবসাঃ সম্ভৃতরসাঃ॥] [১৩]

(২) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তদীয় কাব্যে তদানীন্তন কালের একটি ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে এবং মানসিংহে তিনি

তখনকার ও রাজনৈতিক জীবনের যে-চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ভারতচন্দ্রের কাব্য কাব্যে ইতিহাস হইয়া উঠিয়াছে।

"The son of a Rajah himself and the court-poet of another Rajah, Krishnachandra, one of the principal actors in the drama of Plassey, he [=Bharatachandra] embodies in his works all the outer elegance and all the inner corruption of a decadent aristocratic society. Gay and frivolous, cultured and cynical, witty and perverse, Bharatachandra represents the utterly secular spirit of the eighteenth century poetry. However paradoxical it may sound, there is no gainsaying the fact that he had a typical Latin soul, and there is nothing indefinite or inchoate, shadowy or mystical about his poetry, which is as brilliant as it is transparent [১৪]."

ভারতচন্দ্রের কাব্য মম্মথ ভট্টের 'কান্তাসম্মিত' বাক্যের মতই মনোমুগ্ধকর। ভারতচন্দ্র কথাশিল্পী। কবিগুরুর কথায় 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদা-মঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য।' বহুভাষাবিদ্ ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে নানাভাষা চয়ন ও বয়ন করিয়া প্রত্যেকটি কাব্যকে বিস্ময়করভাবে রসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। নানাপুষ্পে সাজি পূর্ণ করিবার জবাবদিহিও তিনি করিয়াছেন—

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য রস লয়ে [১৫]॥

—মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি

রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্য হয়, তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য অতিক্রান্তদোষ। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি। পুরাতন বাঙ্গালার পুঁথিতে লিপিকর-প্রমাদ ও অশুদ্ধপাঠ সুপ্রচুর। ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' ভাষাও এই প্রমাদে পড়িয়া অনেকক্ষেত্রে দিশাহারা ও দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। এই জন্য অনেকক্ষেত্রে কবির প্রযুক্ত কাব্যের ভাষা উদ্ধার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

'উজ.্বক্-কিজি.ল্বাশ্' যখন লিপিকরের কৃপায় 'উজ্জ্বল-কজ্জ্বলবাস' হইয়া টীকাকারের ব্যাখ্যাতে 'এক প্রকার পাহারাদার জাতি অথবা যবনিকা' অর্থ গ্রহণ করে, তখন পাঠকের পক্ষে 'হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্যঃ' বলা ছাড়া আর কি থাকিতে পারে! অত্রোদ্ধৃত ঘটনা হইতে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে।

"আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, চারিবৎসর পূর্ব্বে [১৩১৯ সাল] একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে যাই। তখন পরিষৎ গৃহে বসিয়া অক্লান্ত সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পুরাতন পুঁথির পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একখানি সুমুদ্রিত গ্রন্থের কবিতাংশ আমায় দেখান এবং বলেন, তিনি তাহার প্রকৃত পাঠ ও অর্থনির্ণয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছেন। গ্রন্থখানি অন্নদামঙ্গল; কোন সংস্করণ মনে নাই। লিখিবার পর বসন্তবাবুর নিকট শুনিয়াছি উহা বঙ্গবাসী প্রেসের সংস্করণ। কবিতাংশটি—'উজ্জ্বল কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারিপাশে রোহেলা জল্লাদ আদি যত।' তাতার জাতির শাখা পরিচায়ক তুর্কী শব্দ 'উজ.্বক্' এবং কজ.ল্বাশ্' মোগলবংশের বীরত্বপরিচায়ক পারি-বারিক উপাধিবিশেষ। তখন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম উহা ছাপার ভুল, উহা উজ.্বক্ কজ.ল্বাশ্ হইবে। পরে যখন বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়-কৃত ভূমিকা এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় লিখিত সমালোচনা সম্বলিত একখণ্ড পুরাতন সটীক সংস্করণ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে দেখিলাম 'উজ্জ্বল কজলবাসে ঘেরিয়াছে চারিপাশে' ইত্যাদি, তখন মনে হইল আরও গোড়ায় গলদ আছে। উহা স্বল্পশিক্ষিত নকল-নবীশের কীর্ত্তি। নকল করিবার কালে আদর্শ পুস্তকে হাতের লেখা পড়িতে না পারিলে বা ভুল পড়িলে নকল-নবীশ অশুদ্ধ পাঠ লিখিয়া যাইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা কবিগণ অপেক্ষাও নিরঙ্কুশ ছিলেন। 'উজ.্বক্' শব্দ বিকারে 'উজ.্বেগ্' হইয়াছে। আদর্শ গ্রন্থে যদি এই পাঠটিই লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হাতের লেখা এ-কারকে আর একটি 'জ' এবং 'গ'-কে 'ল' পড়িয়া ও 'ব' কে পূর্ব্ববর্ণে ব-ফলা স্বরূপ যুক্ত করিয়া 'উজ্জ্বল' লেখা অসম্ভব নহে। তাহাতে উজ্জ্বলের সহিত কজ্জ্বল বা কজল বসিয়া দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দঃ ও

অনুপ্রাস-অলঙ্কার এই দুই বজায় থাকে। 'কজ.ল্.বাশ্' শব্দ 'কজ্জলবাস' রূপে লিখিত হওয়ায় টীকায় ইহার অর্থ হইয়াছে—'একপ্রকার পাহারাদার জাতি; অথবা পরদাও হয়।' উজ্জ্বলের টীকা নাই [১৬]।"

বাঙ্গালীর স্বাধীনতার সায়াহ্নের কবি জয়দেব। মুসলমান আসিল—বাঙ্গালীর দুর্দ্দিনের কবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস। মুসলমান আমলের সায়াহ্নের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র; তাহার পরই সাহিত্যিক দিক্‌পরিবর্ত্তন। 'অন্নদা-মঙ্গল' নবীন ও প্রবীণের সংযোগ-সেতু।

(৫) "শব্দ ও অর্থ প্রতিপত্তি লইয়া কাব্যের উৎকর্ষ। যাঁহার ভাব ও ভাষা সমানরূপে মহান্ এবং সুন্দর তিনি মহাকবি। কিন্তু সচরাচর আমরা দুই রূপ কাব্য দেখিতে পাই, হয় শব্দগত, নয় ভাবগত। প্রথমের উদাহরণ গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল—দ্বিতীয়ের উদাহরণ বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী প্রভৃতি। প্রথমের সৌন্দর্য্য সযত্ন রক্ষিত প্রমোদ উদ্যানের মত—দ্বিতীয়ের সৌন্দর্য্য সন্ধ্যানিল-সন্তাড়িত বনলতার ন্যায়। একটির সৌন্দর্য্য বাবুদের বারুণী পুষ্করিণী, অপরটি নীলাকাশতলে সায়াহ্নে কালছায়ার মাঝে পর্ব্বত অবরোহিণী শুভ্র নির্ঝরিণী [১৭]।"

"ভারতের কাব্য কথার তাজমহল। তুমি একটি কথা বা একটি চরণ তুলিয়া লইতে পার কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তেমন সুন্দর কিছু বসাইতে পারিবে না। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার কবি। ভারতচন্দ্র সাংসারিক কবি—সাময়িক সমাজের বিরাট বাণী। অনেক সময়ে দেশে ভারত শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইত। কৃত্তিবাস যে কুলের প্রতিষ্ঠাতা, মুকুন্দরাম যাহার মধ্যাহ্ন সূর্য্য, ভারতচন্দ্র তাহার শেষ কবি। ভারতচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার অমর ছন্দ রহিয়া গেল। বাঙ্গালায় ইংরাজের জাহাজ আসিতেছিল; আমরা দেখিব এভনের কূল হইতে সওদাগর কী মহারত্ন লইয়া আসিতেছে [১৮]।"

ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনাগুলি এই স্থলে প্রণিধানযোগ্য—

"As regards Bharatachandra's language, there is nothing more limpid, more bright, more graceful, or more elegant in

the whole range of Bengali literature. Our people did not know what a plastic material they had in their own language, till Bharatachandra moulded it into shapes of perfect beauty, so firm in outline, so symmetrical in structure. Bharatachandra as a supreme literary craftsman will remain a master to us, writers of Bengali language [১৯]."

"বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্য নৈতিক-জীবনের ভগ্নপতাকা, বিজাতীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত, কাঁচের মূল্যে বিকাইবার যোগ্য কিন্তু ইহাদের ছাঁচে-ঢালা সুন্দর মার্জ্জিত ভাষার জ্যোতিতে আদর্শের হীনতা পাঠকদের উপলব্ধি হয় নাই, একযুগ ভরিয়া এই কাব্যগুলি পাকা সোনার মূল্যে বিকাইয়াছে।...'ছলচ্ছল, টলটল, কলকল তরঙ্গ'—এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ছলচ্ছল—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, টলটল—জলের নির্ম্মলতাব্যঞ্জক, কলকল—জলের নিক্কণব্যঞ্জক। গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই [২০]।"

(৮) 'ভারতচন্দ্রের শব্দকৌশল শুধু শব্দশাস্ত্রজ্ঞের পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ নহে, তাহা অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতির সহজাত জ্ঞান ও কৌশল। মনে হয়, যেন অর্থদ্যোতক শব্দের সাহায্যে বহিঃপ্রকাশের পূর্ব্বে মানুষের মনে যে ভাষা অজ্ঞাতে সঞ্চারিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় সেই ভাষা-ভ্রূণের হৃদ্স্পন্দন শুনিতে পাইয়াছিলেন ও তাহাই অভ্রান্ত কৌশলে অসীম দক্ষতার সহিত অক্ষরের শাসনে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার ধ্বন্যাত্মক কবিতায় ভূতপ্রেতের উন্মত্ত নৃত্য, তরঙ্গভঙ্গের সলীল বেগ, লোলজিহ্ব অগ্নির সর্ব্বগ্রাসী নিনাদ ও প্রলয়ের অট্টরোলের মধ্যে পিনাকীর বিষাণ সমান কৌশলে পরিপূর্ণ তানে বাজিয়া উঠে। প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের অতল তলে এই শব্দ রাজ্যের রেখাচিত্রের সন্ধান আধুনিক ফরাসী ভাষাবিজ্ঞান-সেবীরা অত্যল্পকাল মাত্র পাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের সুদূর প্রান্তে ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক এই জ্ঞানের এরূপ ব্যবহার আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে [২১]।"

"তিনি [ভারতচন্দ্র] বাঙ্গালা ভাষা-তরুর, শুধুই ফুল নয়, পাতাগুলি পর্য্যন্ত লইয়া সেই তরুরই আশ্রিত গুলঞ্চলতার ডোর দিয়া সাহিত্যে যে-রূপকর্ম্ম করিয়াছেন, সেকালে বাঙালীর পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় বস্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখানি শান্তিপুরী সাড়ী পরাইয়া, পায়ের মল কয়গাছির মাপ ঠিক করিয়া এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া, তাহার শ্রী যেরূপ বাড়াইয়াছেন এবং কেবল তাহারই কারণে সেই সুচতুরা স্বল্পভাষিণী যুবতীর চোখে যে-কটাক্ষ এবং অধরে যে-হাসির ভঙ্গিমা ফুটিয়াছে, সে-যে কতবড় প্রতিভার কাজ, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে [২২]।"

রায়গুণাকরের কাব্যের অপর একটি সুগুণ হইল সংক্ষিপ্ততা। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে-বাক্‌সংযম ও পদবন্ধের গাঢ়তা লক্ষিত হয়, তাহা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা তিনি যে বাহুল্য-বর্জ্জিত রচনাশৈলী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একাতপত্র প্রভুত্বের দাবী করিতে পারেন। মুকুন্দরাম ও ঘনরাম এক কথা সহস্রবার বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের কাব্য সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত। মঙ্গলকাব্যের যুগে তাঁহার কাব্য যেন পরম স্বস্তি, আতিশয্য-প্রপীড়িত পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম। ভারতচন্দ্র ভাবোদ্রেক ব্যাপারেও সংযমী কবি, ভাবের বন্যায় আত্মহারা হইবার সুযোগ তিনি বহুক্ষেত্রে সযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা-পাটনী সংবাদ তাই ভাবাতিশয্য-বিরহিত পাটনীজনোচিত বিবৃতির একখানি অকৃত্রিম প্রোজ্জ্বল আলেখ্য।

"ইংরেজী সাহিত্যে টেনিসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদল সকল বিষয়েই আতিশয্য করিয়া গিয়াছেন। আতিশয্যের উৎপীড়নে পাঠক সমাজ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম অনুসন্ধান করিতেছিলেন। টেনিসন তাঁহাদিগকে সেই শান্তি দিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের রচনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস; সম্পূর্ণ অথচ স্বল্প। ইহা ভারতচন্দ্রের রচনার এক প্রধান গুণ সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই গুণ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনায় বিরল [২৩]।"

ভারতচন্দ্রের ছন্দ তাঁহার ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য ছন্দনিগড়ে বদ্ধ রুদ্ধতেজ-নটী নহে, তাঁহার কাব্যনটী ছন্দের নূপুর-

নিক্বণে বিদগ্ধচিত্তে রসঃসঞ্চার করিয়াছে। শব্দকুশলী কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে নানারূপে ছন্দের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। কবি সংস্কৃত তূণক, তোটক, শিখরিণী, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ললিত প্রভৃতি ছন্দের এমন সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল। ঠিক ছন্দটি কবি ঠিক স্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন। কবি ভুজঙ্গপ্রয়াতে মহাদেবের অন্তরের আকুলতা ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং শিখরিণী ছন্দে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণে প্রয়াস পাইয়াছেন। শিখরিণী অর্থে ময়ূর, সুতরাং নাগের পক্ষে আদৌ সুবিধা জনক নহে। ভারতচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব মসৃণ পয়ার ও ত্রিপদী রচনায়। কোথাও ছন্দপতন নাই, কোথাও উচ্চারণে পরিশ্রম নাই, ভারতচন্দ্রের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ পূত-সলিলা নির্ঝরিণীর ন্যায় গুণীজনকে অনন্তকাল অমৃতদান করিবে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপর গুণ হইল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য। ইহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্নদামঙ্গলের পাতায় পাতায় মিলে। এতদ্ব্যতীত বিবিধ ভাষার শব্দের সার্থক প্রয়োগও রায়গুণাকরের কাব্যের অন্যতম আভরণ।

"জয়দেব দেবভাষাকে যে ললিত-কলায় শোভিত করিয়াছেন, ভারত-চন্দ্রের বাংলায় সেই কোমলতার শ্রী আরও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গভারতীর কণ্ঠে তিনি যে সাতনরী দোলাইয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতে দামী পাথর ও মণিমাণিক্যের প্রভা স্পষ্ট।......চাষীদের গান হইতে তিনি অন্নদামঙ্গলের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন।...গোরক্ষবিজয়ের শিব, রামেশ্বরের চাষী শিব, বহু পল্লী-কবি অঙ্কিত লাম্পট্যদোষদুষ্ট বৃদ্ধ শিব, এইভাবে নব চিত্রপটে, নব বর্ণে, নব ঔজ্জ্বল্যে, ছন্দের অপরূপ পারিপাট্যে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন [২৪]।"

"ভারতচন্দ্র যে সমস্ত ছন্দ বাংলায় আনিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাষায় ভ্রমশূন্যভাবে গৃহীত হইয়াছে দেখিতে পাই—শব্দের মাধুর্য্যে তাহা অতুলনীয়, হিন্দীর ধ্বন্যাত্মক কবিতার ভঙ্গী সেগুলিতে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুসৃত, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম তাহারা অনুমাত্র লঙ্ঘন করে নাই। এ সকল বিষয়ে ভারতচন্দ্র বাহাদুর বটে। বাংলা শব্দে লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ নাই। তাহাতে সংস্কৃত ছন্দ অনুকরণ

করা যে কত দুরূহ, তাহা অলঙ্কার-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র শুধু সংস্কৃত ছন্দগুলি নির্দ্দোষভাবে বাংলায় আমদানী করেন নাই, সংস্কৃতে যাহা নাই, বাংলাতে ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ার নূতন গৌরব তিনি তাঁহার ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটকাদি ছন্দে দিয়াছেন। কতবড় প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে [২৫]।"

(৯) (ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম লক্ষণীয় উপাদান হইল মানবিকতা।) অলৌকিক দেবকাহিনীর সহিত লৌকিক প্রেমগাথার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল সর্ব্বপ্রথম গীতগোবিন্দে। এই সমন্বয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে মধ্য-যুগের দেবচরিত্রগুলির মানবীকরণের মূলে। (দক্ষালয়ে সতী-জননীর আকুতি-['জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়']-তে, মেনকার প্রতি উমার উক্তি-['আল্যা করি কোলে বসি' ইত্যাদি]-তে, হর-গৌরীর দাম্পত্যকলহে, পাটনীর বরপ্রার্থনা প্রভৃতিতে এই মানবিকতা রূপায়িত হইয়াছে।) হরগৌরী-পরিণয়টি লক্ষ্য করা যাউক। বিবিধ পুরাণে হরগৌরী-বিবাহের বিবিধ আখ্যান পাওয়া যায়। এই আখ্যানগুলি একত্রিত করিলে হরগৌরী-পরিণয়ের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারাটি মিলিতে পারে [২৬]। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মার আদেশে বিভাবরী দেবীদুর্গাকে কৃষ্ণমূর্ত্তি করিলে শিব কর্ত্তৃক উপহসিতা দেবী ব্রহ্মাকে তপোতুষ্ট করিয়া স্বীয় শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিমাদ্রি-দুহিতা গিরিজা জন্মলাভ করিলে, ইন্দ্রাদিষ্ট নারদ হিমালয়ের নিকট আসিয়া দ্ব্যর্থে দেবীর ভাগ্যবর্ণনা করিয়া শিবের সহিত বিবাহ দিতে বলেন। নারদের পরামর্শে কামদেব মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে গিয়া ভস্মীভূত হইলে, দেবী মহাদেবকে পতিলাভের আশায় তপস্যা আরম্ভ করেন। ইন্দ্রপ্রেরিত সপ্তর্ষিবৃন্দ দেবীকে পরীক্ষা করিয়া তুষ্ট হইলেন। অনন্তর, হিমালয় হরগৌরী-বিবাহে মত দিলে দেবগণ গন্ধমাদনে গিয়া শিবকে সজ্জিত করিলেন। যথারীতি বিবাহের পর শঙ্কর হিমাদ্রিকে আমন্ত্রিত করিয়া বৃষারোহণে মন্দারপর্ব্বতে গমন করিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, এই বিবাহটা যেন একেবারে বাঙ্গালীর সংসারের। (বিবাহোত্তর কোন্দলপর্ব্বটিও বাঙ্গালীর সংসারের। রবীন্দ্রনাথের কথায়, দীন দরিদ্র বৃদ্ধ

শিবের 'রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী' দেবী অন্নদার 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই'।

"আমাদের সাহিত্যের আদিম অধ্যায়গুলিতে কয়েকটি সৌরসঙ্গীত আছে, তাহাতে সূর্য্যঠাকুর অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে বিবাহ করিয়া কিরূপে বাড়ী লইয়া আসিতেছেন, তাহা বর্ণিত আছে।......সাহিত্যের সৌরমণ্ডল হইতে গৌরীর নাম ধুইয়া মুছিয়া গেল। শৈব সাহিত্যে তিনি হইলেন শিব-সোহাগিনী উমা। ......এই গৌরী সৌরলোকের নহে, কৈলাসেরও নহে—গৌরী বাঙ্গালার পাড়াগাঁয়ের দুগ্ধপোষ্য দুহিতা [২৭]।"

"বাংলাদেশ মানবের দেশ। গঙ্গাগৌরীর কোন্দলে, শিবদুর্গার কলহে আমাদেরই ঘরোয়া ঝগড়া। দেবতাকে প্রেমের জন বলে দেখেছেন বলে বাংলাদেশের সাধকেরা তাঁদের রচনায় যে দরদ দেখিয়েছেন, সে দরদ আমরা শাস্ত্রপন্থীদের কাছে আশাই করতে পারি নে [২৮]।"

"এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্ব্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য ও তস্য ভার্য্যা পার্ব্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী [২৯]।"

'চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হইল চণ্ডী' ইত্যাদি কোন্দলকাব্য পড়িয়া মানসনেত্রে গৃহস্থালীর এক অঙ্কে কোন্দল-পরায়ণা পার্ব্বতীর মুখের প্রতিটি পেশীকুঞ্চন পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা-পাটনী সংবাদেও দেখি, গৃহস্থ কুলবধূকে রাত্রিতে একাকিনী নদীপার হইতে দেখিয়া পাটনীর বিস্ময় জাগিয়াছে, সে পরিচয় চায় এবং বিশেষণে পরিচয় পাইয়াও সে স্থূলবুদ্ধি পাটনীজনোচিত উত্তর দিয়াছে—'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল'। বরপ্রার্থনা কালেও তাহার সামান্য কামনা ঔচিত্যকে অতিক্রম করে নাই। ইহা যেন ভক্ত খ্রীষ্টানের প্রতিদিনের আহার্য্য কামনার অনুরূপ।

"নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই। গরীব অথচ ধর্ম্মভীরু; অতি অল্পে সন্তুষ্ট। পারের মাঝি হিসাবে তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশী সতর্ক। তাহার উপর, যে বিশেষ হিন্দু কালচার সমাজের নিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হইয়া এককালে

বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রকে—যেন একপ্রকার ভক্তির আত্মসমর্পণের ভাবে—শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই একটি চমৎকার নিখুঁত দৃষ্টান্ত [৩০]।"

দেবীর চরণস্পর্শে কাঠের সেঁউতি সোনার হইয়াছিল কিনা জানা নাই কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে ঈশ্বরী পাটনীর কাঠের তরী সোনার তরী হইয়া গিয়াছে।

"দেবীর গাঙ্গিনী পার হাওয়ার অল্প সময় টুকুর মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনীর সরল মুগ্ধ চিত্র পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইতে একটুকুও বিলম্ব করে না। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত মূক দরিদ্র বাঙ্গালী নরনারীর চিরকালের স্নেহব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে [৩১]।"

অন্নদামঙ্গল-কাব্যের অন্যতম স্বাভাবিক ও জীবন্ত চরিত্র হীরামালিনী। হীরামালিনীর নামকরণেও ভারতচন্দ্রের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিগুরুর কথায়, 'মানুষের মাধুর্য্য সর্ব্বাংশে সুগোচর নহে।.........তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃজন কার্য্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি ঊর্ম্মিলা হইত, তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্ব্বিতা ক্ষত্র নারীর দীপ্ততেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' 'কথায় হীরার ধার' হাস্যলাস্যময়ী হীরামালিনীর নামমাহাত্ম্যও এমনি। তেমনি সোহাগী,, কালকেতু, লকলকী প্রভৃতি নামগুলির মধ্যে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য, পাশ্চাত্য তার্কিকেরা নামের সহিত গুণের সাধারণতঃ কোন সম্পর্ক আছে, এ-কথা স্বীকার করেন না কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য তর্কশাস্ত্র নহে, কাব্য। নামটির মধ্য দিয়া পরিচয়ের নিশানা দেওয়াই শিল্পীমনের কৌশল।

মানবিকতার দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। অনেকে [৩২] এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন রক্তমাংসের চরিত্র নাই, সমস্তই বাঁধা-ধরা ছাঁদের। এই বিষয়ে তিনি মুকুন্দ-রামের তুল্য নহেন। কাব্যের পরিস্থিতিও বহু অংশে যান্ত্রিক ও অ-মানবিকতা-যুক্ত। বিকৃত উপমা ও দুর্গত করুণরসের অবতারণা, মশানে সুন্দরের স্থির মস্তিষ্কে কালীর চৌতিশা স্তুতি ইত্যাদি যেন ইহলোকের বস্তু নহে। বাক্যজালে

ভাবী শ্বশুরমহাশয়কে সুন্দরের উত্তরদান ধৃষ্টতারই পরিচায়ক। মোট কথা, (কবির রচনায় প্রথম শ্রেণীর মুন্সীয়ানার সাক্ষর আছে সত্য কিন্তু সমগ্র চরিত্রগুলি অলঙ্কার ও কথার চাপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে কবি এই শব্দ-মাদকতা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি স্বাভাবিক হইয়াছে। বিদ্যা ও সুন্দর সেই হেতুই মলিন, ঈশ্বরী পাটনী ও হীরামালিনী প্রোজ্জ্বল।)

বিদ্যাসুন্দরের হীরা, রামপ্রসাদের কাব্যের বিদু ব্রাহ্মণী, কামিনীকুমারের সোনামুখী প্রকৃত হিন্দুসমাজের চিত্র নহে, বিদেশের আমদানী। অবশ্য বাৎস্যায়নের কামসূত্রে, প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পল্লী-গীতিকায় এই জাতীয় কুট্টনীচরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু মুসলমানী কেতাবের রঙ্গে হীরা উজ্জ্বলতর। 'জেলেখা', 'লয়লা-মজনু' জাতীয় চরিত্র কেচ্ছা সাহিত্যে অতি সুলভ। 'লায়লীর মাতা হইতে বীরসিংহের মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে দিতে শিখিয়াছেন।' কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের পূর্ব্বাভাস কবিকঙ্কণের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকৃত নির্ম্মল প্রেম-মাধুর্য্যের অভাবে কাব্যে হীরা-মালিনীগিরির সূত্রপাত হয়। কবিকঙ্কণের 'অশোক কিংশুক ফুল, হইল যে চক্ষুশূল, কেতকী কুসুম কামকুম্ভ' ও 'পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে' প্রভৃতির মধ্যে দিয়া কাব্য-শ্রীর যে-ভ্রষ্টাচার সুরু হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যে তাহারই বর্ণপরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাবের গুরুত্ব আদৌ শ্রদ্ধেয় নয়, কবি কোন বর্ণনাকেই প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রে সর্ব্বত্রই আতিশয্য।

উল্লিখিত অভিযোগগুলি সম্পর্কে আমাদিগের বক্তব্য হইতেছে, ভারতচন্দ্রে-যে শৈথিল্য ও আতিশয্য নাই, এ-কথা অতি বড় মিত্রতেও স্বীকার করিবেন না। তথাপি প্রচলিত কথায় আছে—'দুগ্ধদা গাভীর পদাঘাতও সহ্য করা যায়'। রায়গুণাকরের কলঙ্ক তদীয় কাব্যচন্দ্রিমার আলোককে কখনও আবৃত করিয়া রাখিতে পারে নাই। আর আতিশয্য ও চটুকারিতা কোথায় নাই? সংস্কৃত সাহিত্যের পাতায় পাতায় তাহার দর্শন সুলভ। 'পঞ্চ-গ্রামেশ্বর' যদি 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' হইতে পারেন, কিংবা 'বিদিশানগরাধিপ' যদি 'চতুরুদধিমালামেখলয়া ভুবোভর্ত্তা' হইতে পারেন, তবে ভারতচন্দ্রকে নিতান্ত

দোষ দেওয়া যায় না। কবির কাব্যে যুগ-গত ছাপ পড়িবে ইহা বিচিত্র কি! বর্ত্তমান শতাব্দীর দৃষ্টিতে দুই শতাব্দী পূর্ব্বের লেখা কাব্যে এমন অনেক ত্রুটিই ধরা পড়ে, যাহা তৎকালে ত্রুটির মধ্যে গণ্যই ছিল না।

"Bharatachandra's reputation is under a cloud now. The English-educated community have no stomach for a literature which is neither clean nor healthy. A subtle and persistent odour of decaying morals and dying faith pervades the whole poem, which makes the modern reader feel uncomfortably squeamish. I have no hesitation in admitting that Bharatachandra's masterpiece is a 'fleur de mal' but it is a flower all the same, many petalled and of perfect form. In the whole field of ancient Bengali literature, there is nothing to be compared to it. With the solitary exception of Rabindranath Tagore, no Bengalee poet has ever shown such mastery over verse-forms. In sheer technical skill, I doubt if he has any superior, even amongst the Neo-Parnassian poets of France [৩৩]."

(ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দর আখ্যানের অশ্লীলতার অখ্যাতি আছে। উপমার বাহুল্য, দেবচরিত্রের দুর্গতি, আদিরসের ছড়াছড়ি—সমস্তই দোষব্যঞ্জক। শিবকে ভারতচন্দ্র বোঁদিয়া বানাইয়াছেন, শিবের বিবাহে মেনকার অপছন্দোক্তি তৃতীয় শ্রেণীর। বিদ্যার রূপবর্ণনায় বিশ্বের কিছুই বাদ পড়ে নাই। হীরা মালিনীর গোপন ঘটকালি [৩৪], বৃন্দাবনলীলার ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ করিয়া বিদ্যা ও সুন্দরের বিবিধ প্রকারের সম্ভোগের সুবিস্তৃত বিবরণ সাহিত্য-বিচারে অপ্রশংসনীয়।) নিম্নে কিছু সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল—

("অন্নদামঙ্গল নির্দ্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। ইংরাজদের মধ্যে জগন্মান্য শেক্স্‌পীয়র প্রভৃতি কবিরা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা নিন্দনীয় ব্যতিরেকে প্রশংস্য হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক [রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়] ইউরোপীয় কবিদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ-খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতেছি।

...ভারতচন্দ্র যে প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত দোষ বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। কবি রায়গুণাকরের রচনায় আর কতিপয় দোষ আছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন, ইহাতে কেবল ভাবের অভাব মাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে।......তিনি হিন্দী ও পারসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন...তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপ রচনায় অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতেছিলেন। ব্যাসের অতি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র।...গুণাকর সহজে ব্যাসদেবকে বিদায় করেন নাই; তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়াছেন [৩৫]।"

"ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শোনে [৩৬]!"

"আমরা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তাঁহার সৃষ্টা মালিনীর সহিত এক বলিয়া বিবেচনা করি। কবি ভারত ও হীরামালিনী এক; বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়নকর্ত্তা ও বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কর্ত্রী এক। এক্ষণে মালিনীর স্বভাবের সহিত এই কাব্যের ভাবের তুলনা করুন। আমাদের কবি ভারতও তাই। প্রথমতঃ কাব্যভাব দেখুন। হীরার সেই গালভরা পান আর কাব্যের সেই আদিরসপূর্ণতা। হীরার সেই মাজাদোলা আর ভারতের নাচনিচ্ছন্দ। হীরার সেই সুচিক্কণ পরিষ্কৃত দন্ত আর কাব্যের সেই মার্জ্জিতস্বভাব। হীরার সেই মুচকে মধুর হাসি, আর ভারতের সেই সহজ প্রসাদগুণ। হীরাও হাসে, ভারতের কবিতাও হাসে। এমন কদর্য্য স্বভাবান্বিত কবিও বঙ্গদেশে সমূহ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কেন? মালিনীর যে সকল গুণ থাকাতে চেঙ্গড়ামহলে তাহার প্রসার ছিল, ভারত সেই সকল গুণেই বঙ্গীয় চেঙ্গড়ামহলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এখনও ভারত-সমাদরের কিঞ্চিৎ থাকুক, তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যে যুবক মালিনীর বাড়ী বাসা লইয়া থাকে, তাহার দিকে একটু সকলের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়, আর যে সকল বঙ্গীয় মহাজন ভারতকে মালিনীস্বভাবাপন্ন কবিযোগ্য আদর অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিতে চান, তাঁহাদের দিকেও সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য [৩৭]।"

*"যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ একসময়ে মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমা-*বেগে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া লালসা রাক্ষসীকে যোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন—সাহিত্যের এই অংশ অতি কদর্য্য। এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল। ইহার কিছু পরে নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে এক তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে কবি ভারতচন্দ্র, স্বীয়প্রভু সদাজ্যোৎস্নাময় দুইপক্ষ-সেবী নৃপনন্দের জন্য কামোদ্দীপক বটিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। জাতীয় চরিত্রের এই হীনতায় ভাবী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পথ সুগম হইয়াছিল। এই বিপ্লব বন্যায়—'ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াৎ মরিল বীণার লাউ ধরি'—দশাটি হইয়াছিল, অযোধ্যার ওয়াজেদ আলি তার সাক্ষী। নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মল প্রেমের রপ্তানী হইত, এখন নবদ্বীপাধিকার হইতে ভারত-চন্দ্রের কবিতা, শান্তিপুরে ধুতি ও কৃষ্ণনগরের পুতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্য দেশে দেশে প্রেরিত হইতে লাগিল। ধূর্ত্ততা ও প্রতারণা চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্বীপের রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল। গম্ভীর ভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্নদামঙ্গলের ধর্ম্ম-মণ্ডপে তিনি বাইনাচ দেখাইয়াছেন। যাঁহারা শুধু ভাষার মিষ্টত্বের খোঁজ করেন, তাঁহারা জয়দেব ও ভারতচন্দ্র পাঠ করুন, চণ্ডীদাস ও কবি-কঙ্কণের কবিতাস্বাদ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই [৩৮]।"

"উচ্চতর ভাবব্যঞ্জনা বা গভীরতর রসপরিণতির জন্য সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়লালসা উপায়, উপকরণ বা অঙ্গস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে। ইন্দ্রিয়লালসাকে প্রাধান্য দিয়া মধ্যপথে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহারই লীলাকেলির লোভাতুর বর্ণনা যতই কৌশলময় হউক, সৎসাহিত্য নয়। অকারণ কামকেলির বর্ণনা বিদ্যাপতিই করুন আর ভারতচন্দ্রই করুন, সাহিত্যের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নয় [৩৯]।"

ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'ব্যক্ত অশ্লীলতা' রূপ যে-দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাও আকস্মিক বা প্রস্তুত নহে। বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই সাহিত্যের ধমনীতে

এই শৃঙ্গার রসের কণিকা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যেতর ধর্ম্মের বিচিত্র আচারানুষ্ঠান ও তন্ত্রধর্ম্মের বিকৃতি পরিণতি লাভ করিয়াছিল যৌনাতিশয্যে, সাহিত্যে ও জীবনে। সেন-বর্ম্মণ যুগের কাব্যগ্রন্থাদি, লিপি-মালা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, দেবদাসী প্রথা [ধোয়ীর 'পবনদূত'-এ উল্লিখিত] 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে [illegible] কাহিনী, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এ গৌড়-বঙ্গের রাজান্তঃপুরের তির্য্যক কামলীলা ও অভিজাতশ্রেণীর অধোগতি, বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ নাগরিকজীবনের শিথিল নীতিজ্ঞান, 'শাবরোৎসব', 'হোলক' [=হোলি], 'কামমহোৎসব' ['কালবিবেক' গ্রন্থোদ্ধৃত] প্রভৃতি যৌনবোধযুত উৎসবানুষ্ঠান দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দকেও ভক্তমাল গ্রন্থকর্ত্তা নাভাজী 'কোকশাস্ত্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির এই একই চিত্র —প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, অষ্টাদশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগরে, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের কলিকাতায়। সে-চিত্র সামাজিক দুর্নীতির, চারিত্রিক অবনতির, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের, কাম-পরায়ণ বিলাসলীলার, শৃঙ্গাররসাবিষ্ট অলঙ্কারবহুল মদির-মধুর শিল্প ও সাহিত্যের তরলরুচি ও দেহগত বিলাসের, অতিমাত্রায় ভেদবৈষম্যের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিশ্বাসঘাতকতার। বখ্‌ত্ইয়ারের নবদ্বীপজয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির দুর্নিবার্য্য পরিণাম [৪০]!"

আশ্চর্য্য নহে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র এই আবিল স্রোতের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এ চিত্রিত শৃঙ্গাররসাসিক্ত অংশগুলি ও বিশেষ করিয়া 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থপ্রণয়ন ইহারই সাক্ষ্য দেয়।

"মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত তুলনা করিয়া অনেকে তাঁহার [ভারত-চন্দ্রের] কবিশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু ভারতচন্দ্র যে বাংলাভাষার কে এবং ভাষা যে কাব্যের পক্ষে কি, এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই,

তাঁহারাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলায় গান ছিল, গানের উপযুক্ত ভাষাও ছিল কিন্তু এমন কাব্য ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না। কবিত্ব, ভাষা ও ছন্দ—এই তিনের সমান মিলনে—পরস্পরের নিখুঁত উপযোগিতায়—বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম একজন বড়দরের কবি-শিল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। কেবল ভাব-কল্পনার মহার্ঘতা বা কাহিনী-কুশলতাই কবিশক্তির নিদর্শন নয়, ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা বা বাণীর প্রকাশ সুষমাই যে কাব্যের প্রধান রসহেতু, বাঙ্গালী ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহা সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে এমন আর একজন কবিরও আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া সে কাব্য এতদিনেও একটু পুরাতন হয় নাই। পুরাতন না হওয়ার আরও কারণ এই যে, এই ভাষা সত্যকার কবিভাষা; কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয় ভাষার গুণে, তেমনি ভাষার গুণেই কাব্য বাঁচিয়া থাকে। তাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যে অমর, ভারত-চন্দ্র তেমন চিরজীবী হইয়া আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের বন্দনা করিয়াছিলেন এবং নব্য আদর্শে উজ্জীবিত বাঙ্গালা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরতিশয় আশান্বিত হইয়া পুরাতন কবিতার প্রতি মমতা সত্ত্বেও, তিনি তাহার সেই আদর্শের প্রসার কামনা করেন নাই। প্রাচীন কবিতার প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেন নাই। তাহার কারণ নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় সেই পুরুষ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির অশ্লীলতা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। এইজন্য নামোচ্চারণ করিতেও বাধিত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভা শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি যে তাঁহার হয় নাই, সে যেমন তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও তেমনি [৪১]।"

"ভারতচন্দ্রের হীরা বাঙ্গালার রসিকদের অনেক ফুল যোগাইয়াছে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত হইতে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও কয়েকস্থানে ভারতচন্দ্রের উপর একটু ঝাল ঝাড়িয়াছেন। তাহার বিষবৃক্ষেও যুগোপযোগী পরিবেশের মধ্যে হীরা আসিয়া দেখা দিয়াছে;

বিমলা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার জননী হইলেও কবি তাহাকে দিয়াও খানিকটা হীরার কাজ করাইয়া লইয়াছেন [৪২]।”

“বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্ত বৈষ্ণব সাজিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ করিয়া—‘কাঁটাবনে তুল্‌তে গেলাম্ কলঙ্কের ফুল, মাথায় পরলেম্ মালা গেঁথে কানে পরলেম্ দুল’—ইতি শীর্ষক গান গাহিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বড় আদরের ‘চোখের বালি’ প্রচ্ছন্না রঙ্গিনী বিনোদিনী দুটো ভদ্র ঘরের ছেলেকে লইয়া দীর্ঘকাল লাট্টুখেলা খেলিতে পারে; তাঁহাদের হইতে প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনায় কি মহাপাতক হইয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী দেখাইয়াছেন আমাদের বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি একেবারে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উলঙ্গভাবে ভারতের উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের উপর প্রায় আগাগোড়াই দীনেশবাবুর শ্লেষ ও বিদ্রূপের উক্তি। অনুগ্রহ করিয়া কেবল তিনি ভারতকে ‘শব্দমন্ত্রের’ একটি জাঁকালো সার্টিফিকেট দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভঙ্গীটাই যেন কেমন এক রকমের। আদিরসের আধিক্য দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চিত করিলে কালিদাসের শকুন্তলাও পড়া উচিত নয়, শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট অথবা ক্লিওপেট্রার পাতাও মুড়িতে হয়। বলিবে, বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল, উহাতে বিপরীত-বিহার অবধি আছে। আমি বলিব ঐটি তোমার বড় ভাল লাগিয়াছে, ‘অশ্লীল’ বলিয়া প্রকারান্তরে তুমি কবিকে ব্যাজস্তুতি করিতেছ! সু-কু বা শ্লীল-অশ্লীল মনে, বাহিরে আমরা বিজ্ঞতার ভান করি মাত্র। নায়কনায়িকার প্রেমপূর্ণ আদিরসের সঞ্চার করিতে গিয়া কবি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনীর সুর আনিবেন কেন? বিবাহের বাসরশয্যায়, শ্যালী-শালাজদের সম্মুখে বরের মুখে শ্মশান-বৈরাগ্য কেমন শোনায়? ইচ্ছা করিলেই কি তিনি বিদ্যাসুন্দরের ঐ খোলাখুলি ভাবটা বদলাইতে পারিতেন না? সে শক্তি ও সৌভাগ্য তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক তাঁহার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া তিনি অন্য পথ ধরিয়াছেন—ব্যক্ত প্রেমের চরম অভিনয় করিয়া তদানীন্তন রুচির উপযোগী সমাজের একটি নিখুঁত ছবি অঙ্কিত

করিয়াছেন। শুধু আদি-রস বলিয়া নয়, লিখিবার ভঙ্গী ও রস উদ্দীপনার অভিনব প্রণালীতে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের এরূপ একাধিপত্য। দীনেশ-বাবু অম্লানবদনে বলিলেন যে, জয়দেবে কবিত্ব নাই। [চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের প্রতি] ভক্তির আধিক্য দেখাইতে গিয়া দীনেশবাবুরও শেষে এই 'মতুয়ার বুদ্ধি' [Dogmatism] হইল? জয়দেব ও ভারতের বাক্যও যদি রসাত্মক না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার প্রাচীন বা আধুনিক কোন কবির বাক্যবর্ণনা যে রসাত্মক, তাহা আমাদের ধারণাতে আসে না। যে মহাকবির প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক বর্ণনা রসে পরিপূর্ণ, রস যাহা হইতে উপচিয়া পড়িতেছে, তাহাতেই যদি দীনেশবাবু রস না পাইলেন, তবে তাঁহার রসের ধারণা কিরূপ তিনিই জানেন [৪৩]!"

("পরের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন কর্‌তে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা কর্‌তেন না কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা Knowledge এবং Art উভয়েই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা, সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরীর কাছে [৪৪]।")

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্যের খেলনা, 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' নয়, প্রয়োজনের পানীয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি তৎকালীন শৃঙ্খলহীনতা দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই অরাজকতা অধিকদিন স্থায়ী নয়, ভবিষ্যতে নূতন সুরে বীণা বাঁধা হইবেই। কাব্যসঙ্গীতের 'আস্থায়ী' সারিয়া তিনি 'অন্তরা'-র দিকে যে-ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কাব্যকারগণ তাহাতেই 'তান' ও 'বাটের' কাজ দিয়া 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' সহযোগে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

"He knew the world and its affairs as no predecessor of his ever did. He paints a harrowing picture of the limitless anarchy of his time, which proclaims loudly that the old order

must change giving place to new, if the Bengali people were to live and grow. In a lyric [৪৫] of rare beauty and sincerity, Bharatachandra addressing his God says that the game you play every day is not good for every day. So play something new after my heart. His prayer was heard and within a year of the poet's death (?), the battle of Plassey was fought and won by the English. [৪৬]."

"ভারতচন্দ্র যে সুরে ঘা দিলেন, সে সুর কাকলীর সৃষ্টি করল। ছন্দের বৈচিত্র্য, গানের ভাণ্ডার যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠল। কবি, পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই, নানাছন্দে নানাবন্ধে গীতিকবিতা, পল্লবে পল্লবে উঠ্ল বিকশিত হয়ে। রামবসুর কবি, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রামপ্রসাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা [৪৭]—এই অনুবন্ধ আমাদের নিয়ে আসে ঈশ্বর গুপ্তের হাসির কবিতার মধ্য দিয়ে একেবারে বঙ্কিম যুগ পর্য্যন্ত। তারপর রবীন্দ্র-যুগেও কি তার রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না? গানের রাজত্ব বাঙালীর সেইদিন থেকে আরম্ভ হয়েছে, যেদিন অন্নদামঙ্গল রচিত হল। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত একটানা ছুটেছে গানের প্রবাহ, যা বঙ্কিমের যুগে রূপায়িত হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালীকে, ভারতকে ও জগৎকে গীতিকবিতায় ধনী করেছে [৪৮]।"

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য-সম্পদ। 'পল্লী হইতে নগর-জীবন প্রবেশে, ঐতিহাসিক বাস্তবতায়, ভাষার পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা ও রঙ্গরসে 'অন্নদামঙ্গল' বর্ত্তমান যুগের অগ্রদূত। বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের বীজ মালিনীর মালঞ্চে নিহিত ছিল।'

ভারতচন্দ্রের কাব্য-যে নির্দ্দোষ এরূপ কথা বলিতেছি না। (বহু স্থলে তিনি অপ্রাকৃত হইয়াছেন, বহু স্থলে অকারণে সংক্ষিপ্ত হইয়াছেন।) ঘৃত-ভর্জ্জিত প্রতাপাদিত্য যখন বাদশাহের সকাশে প্রেরিত হইল, তখন কবির লেখনী নির্ব্বিকার, দুর্ভাগ্যের সমবেদনাসূচক একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। দেশ-বিদেশ বর্ণনাও কবি সুসংক্ষেপে সারিয়াছেন। দিল্লীর রাজসভার বর্ণনা কিছু নাই বলিলেই হয়, অথচ, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা পঞ্চমুখে করিয়াছেন।

প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরকে গুণাকর-কবি প্রাণ ভরিয়া বিব্রত করিয়াছেন ও সম্ভবতঃ তচ্ছ্রবণে সপারিষদ্ কৃষ্ণচন্দ্র তুরীয় আনন্দ ভোগ করিয়াছেন [৪৯]।

অবশ্য কবির পক্ষ হইতে ইহারও জবাবদিহি আছে। সভাকবি ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষক মহারাজের চিত্তবিনোদনের জন্য 'অন্নদামঙ্গল' রচিয়াছিলেন—পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দকে সেই হেতু কবি সুতীব্র আলোক-সম্পাতে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অবশিষ্ট চরিত্রগুলি কাব্যের উপেক্ষিত হইয়াই রহিয়াছে। যুগে যুগে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা জনসাধারণের রুচি-রঞ্জন করিয়া থাকেন, নহিলে জনপ্রিয় হওয়া যায় না [৫০]। ভারতচন্দ্রকেও বেশ কিছু পরিমাণেই তাহা করিতে হইয়াছিল।

১-৩ রবীন্দ্রনাথ—কাব্যের তাৎপর্য্য [পঞ্চভূত], শেষবর্ষণ [রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড], ভারতবর্ষ [রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড]। 'পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়।' [রবীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষ]।

৪-৬ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

৭ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৬৬]। দ্রষ্টব্যঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৩১-৩২]।

W. G. Archer—Seasonal Songs in Patna District; Main in India [Vol. 23, 1942. Pp. 233-37]. W. R. Halliday—Folklore Studies [London 1924, pp. 107-31].

চৌতিশা ও বারমাস্যার নিদর্শন—"কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা। কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষী কত জান কলা॥ কালিকা করহ মোর কলুষ বিনাশ। কপটে সিংহলে মারি রাখ নিজ দাস॥—ইত্যাদি" [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]। "কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি। কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥ কাটে কাল কোটাল মা কর প্রতিকার। কপর্দ্দী-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥—ইত্যাদি" [রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর)]। "ক বলে কহ কহ জীব কৃষ্ণ কহ। কি কর্ম্ম করিলে মন পেয়ে মানব দেহ॥ খ বলে ক্ষীরোদ সাগরে নারায়ণ। খণ্ডিলে যতেক পাপ হইবে মোচন॥—ইত্যাদি" [প্রচলিত স্তবমালা]। "কার্ত্তিকে পরব দেয়ালি ঘরে ঘরে সুখভোগ। নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥—ইত্যাদি" [সৈয়দ আলাওল]। "বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়। প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি সয়। চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি। সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী॥—ইত্যাদি" [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]। "নাকের নথ বেচিয়া মলুয়া আষাঢ় মাসে খাইল।

গলার যে মোতির মালা তাহা বেচ্যা গেল॥ \ শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে। এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥—ইত্যাদি" [ময়মনসিংহ-গীতিকা]। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও 'বারমাসী' শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়াছি 'যুগান্তর' পত্রিকা-(৫।১১।১৯৫০)-তে প্রকাশিত জনৈক কার্ত্তিক দাসগুপ্ত রচিত 'বাস্তুহারার বারমাসী' শীর্ষক একটি কবিতাতে। কবিতাটিতে বারমাস্যার নিয়মকানুন রক্ষিত হয় নাই, বাস্তুহারাদিগের দুঃখ-চিত্রচিত্রণের প্রচেষ্টা আছে।

৮ লৌকিক ছড়াতে হীরামালিনীর বেসাতির অনুরূপ বহু 'গোঁজা-হিসাব'-এর নিদর্শন আছে। [সুকুমার সেন—লোকসাহিত্য (বেতার জগৎ। ২৩ ভাগ। ২৪ সং। পৃঃ ১০১৭)]।

৯ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

১০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ [বিদ্যাপতি ও জয়দেব]।

১১-১৩ ভর্তৃহরি—শৃঙ্গারশতক [জীবনান্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১৮৭২ খৃীঃ)। শ্লোক ২৭,৩১,৩৭ ('বসন্ত', 'গ্রীষ্মঃ', 'বর্ষাসময়ঃ')। পৃঃ ২১৩-১৫]।

১৪ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

১৫ "বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, সবটুকু হইবে—তজ্জন্য ইংরাজী, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" [বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙ্গালা ভাষা]।

"প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে ভাষার অধিকারে যাঁহার তুলনা মিলে না, বাগ্‌দেবতা যাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূতা হইয়া মধুবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্র এই শ্রেণীর (অর্থাৎ ধ্বনিপ্রধান) শব্দগুলির কেমন প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শাব্দিক পণ্ডিতেরা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আলোচনায় অবজ্ঞা করিতে পারেন কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেন না। অন্নদামঙ্গলের 'দলম্মল্‌ দলম্মল্‌ গলে মুণ্ডমালা' এবং 'ফণাফণ্‌ ফণাফণ্‌ ফণীফন্ন গাজে' প্রভৃতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইবে না।" [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ধ্বনিবিচার (রচনাবলী। ৩য় খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৭)]।

১৬ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান [প্রথম সংস্করণ-(১৩২৩ সাল)-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। উজ্‌বক্‌ < তুর্কী উজ্‌.বক্‌; কাজলবাশ < তুর্কী কিজি.ল্‌বাশ্‌। ডাঃ সৈয়দ মুজতবা আলীও এই অপপ্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"ভারতচন্দ্রে কিজিলবাসের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'এক রকম পর্দ্দা'!" [দেশে বিদেশে। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ১৫৪]।

১৭ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ৩য় বর্ষ। ১২ সং। চৈত্র ১২৯৯ সাল। পৃঃ ৭৫৭]। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অবশ্য এই উক্তির পক্ষপাতী নহেন—"কাব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বিরচিত নহে, তাহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য সৌন্দর্য্য-

সঞ্চারে চিত্তরঞ্জন। সে কার্য্য কাননকন্দরাদি-মধ্যবাহিনী বক্রধারায়-প্রবাহিতা স্রোতস্বতীর অপেক্ষা উপবন-প্রহ্লাদিনী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের রচনা অজস্র-বিকচকুসুমশোভাময় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত উপবনের মধ্যভাগে অবস্থিতা সরসীরই মত। সে সৌন্দর্য্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের একখণ্ড সারাংশ।" [ভারতচন্দ্র (সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ সং। মাঘ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৬০৬)]।

১৮ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ৩য় বর্ষ। ১২ সং। চৈত্র ১২৯৯ সাল। পৃঃ ৭৫৯-৬০]।

১৯ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

২০ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৮, ৩৩৭]। ভারতচন্দ্রের নিন্দাও কম হয় নাই—"বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী—এই চতুর্ব্বিধ উপকরণে যে বীভৎস অবয়বের ভাষা (ভারতচন্দ্র) প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জ্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট, যথা, 'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দ্ কে গোয়দ্ রুবর' ইত্যাদি।" [ঐ, পৃঃ ৩৮০, ৩৮৮]।

২১ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[১৮শ অধিবেশন, মাজু—হাওড়া, ১৩৩৫ সাল]-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী। পৃঃ ৪-৫]।

২২ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৩]।

২৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ সং। মাঘ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৫৮৯, ৬০৫]।

২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[১৮শ অধিবেশন, মাজু—হাওড়া, ১৩৩৫ সাল]-এর সাহিত্য শাখার মূল সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী। পৃঃ ৩০-৩২]।

২৫ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩২৬]। দীনেশবাবু আবার ছন্দঃপতনের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন, যথা—তোটক ছন্দের 'শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে' এস্থলে 'রী'-এর দীর্ঘত্ব ছন্দঃপতন ঘটাইয়াছে। [ঐ, পৃঃ ৩৬৭]।

২৬ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—হরগৌরীপরিণয় [দেশ। ১১ আশ্বিন ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ২৫৫]।

২৭ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন-[মাজু, হাওড়া]-এর মূল সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৫-৬৭]।

মদীয় প্রবন্ধ—'বাংলা কাব্যসাহিত্যের বাস্তবতা' (১) [উলুবেড়িয়া সংবাদ। ২য় বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। ৩০-৮-১৯৫২]।

২৮ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫২ সাল। পৃঃ (১২)]।

২৯ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূমিকা [১৯৪০ খৃঃ। পৃঃ ২৬-২৭]।

৩০ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৬]।

৩১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৭৪]।

৩২ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৮]।

৩৩ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

৩৪ "কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ায়ি-ই তো বাংলা সাহিত্যের আদি কুট্টনী। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ করিয়া মালিনীর কাজে দাঁড়াইয়াছে।" [কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (৩য়-৪র্থ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৬৪)]।

৩৫ রাখালদাস হালদার (১৮৫৬ খৃীঃ)। [সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৬-৩৭ হইতে উদ্ধৃত]।

"He (Bharatachandra) has not forgotten to give the conventional mythological frame to his picture. But he handles the Gods and Goddesses with such dexterous irreverence, that in his hands the sacred drama of the Hindu Pantheon degenerates into a secular comedy." [Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature].

৩৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর।

৩৭ অক্ষয়চন্দ্র সরকার—ভারতচন্দ্র রায় [বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১২৮০ সাল। (বঙ্গদর্শন। পুনর্মুদ্রিত সং, ১৩৪৬ সাল। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪২-৫০)]।

৩৮ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬। পৃঃ ৩১৪, ৩১৭]।

৩৯ কালিদাস রায়—বর্ত্তমান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি [শিক্ষক। ২২ বর্ষ। ৫ম সং। ২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৪২২]।

৪০ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [পৃঃ ৫২৭, ৫২৯]।

৪১ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৩, ৯৬ (১) ও (২)]।

৪২ উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী—বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল [বসুমতী। ৩০ বর্ষ। ৪র্থ সং। ১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ৪৭৬]।

৪৩ হারাণচন্দ্র রক্ষিত—ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহিত্য [পৃঃ ১২৩-৪৩]।

৪৪ প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্যে খেলা [বীরবলের হালখাতা]।

৪৫ গীতাংশ হইল এই—"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে। তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও, ভারত যেমন চাহে, সেই মত চাও হে॥" [—পুরবর্ণন (বিদ্যাসুন্দর)]।

৪৬ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature. কথাটি ভ্রান্ত, কারণ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু-[১৭৬০ খৃীঃ]-র পূর্ব্বেই পলাশীর যুদ্ধ [১৭৫৭ খৃীঃ] হইয়াছিল।

৪৭ মল্লিখিত প্রবন্ধ 'সঙ্গীত-সাধক কবি রামনিধি গুপ্ত' [ভারতবর্ষ। ৪০শ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৫ম সং। কার্ত্তিক, ১৩৫৯। পৃঃ ৩৪০-৪৩]।

সঞ্চারে চিত্তরঞ্জন। সে কার্য্য কাননকন্দরাদি-মধ্যবাহিনী বক্রধারায়-প্রবাহিতা স্রোতস্বতীর অপেক্ষা উপবন-প্রহ্লাদিনী সরসীর দ্বারাই সহজে সম্পন্ন হয়। ভারতচন্দ্রের রচনা অজস্র-বিক[illegible]ভায় ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত উপবনের মধ্যভাগে অবস্থিতা সরসীরই মত। সে সৌন্দর্য্য অলকাতেই সম্ভব; সে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির ক্ষমতাবলে আনীত সুরলোকের একখণ্ড সারাংশ।" [ভারতচন্দ্র (সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ সং। মাঘ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৬০৬)]।

১৮ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ৩য় বর্ষ। ১২ সং। চৈত্র ১২৯৯ সাল। পৃঃ ৭৫৯-৬০]।

১৯ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

২০ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৮, ৩৩৭]। ভারতচন্দ্রের নিন্দাও কম হয় নাই—"বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়া সংস্কৃত, ফারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী—এই চতুর্ব্বিধ উপকরণে যে বীভৎস অবয়বের ভাষা (ভারতচন্দ্র) প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা যজ্ঞান্তে পুনর্জ্জীবিত দক্ষমূর্ত্তির ন্যায় উৎকট, যথা, 'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দ্ কে গোয়দ্ রুবর' ইত্যাদি।" [ঐ, পৃঃ ৩৮০, ৩৮৮]।

২১ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[১৮শ অধিবেশন, মাজু—হাওড়া, ১৩৩৫ সাল]-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী। পৃঃ ৪-৫]।

২২ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৩]।

২৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ সং। মাঘ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৫৮৯, ৬০৫]।

২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[১৮শ অধিবেশন, মাজু—হাওড়া, ১৩৩৫ সাল]-এর সাহিত্য শাখার মূল সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী। পৃঃ ৩০-৩২]।

২৫ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩২৬]। দীনেশবাবু আবার ছন্দঃপতনের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন, যথা—তোটক ছন্দের 'শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে' এস্থলে 'রী'-এর দীর্ঘত্ব ছন্দঃপতন ঘটাইয়াছে। [ঐ, পৃঃ ৩৬৭]।

২৬ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—হরগৌরীপরিণয় [দেশ। ১১ আশ্বিন ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ২৫৫]।

২৭ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন-[মাজু, হাওড়া]-এর মূল সভাপতি দীনেশচন্দ্র সেনের অভিভাষণ [কার্য্যবিবরণী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৫-৬৭]।

মদীয় প্রবন্ধ—'বাংলা কাব্যসাহিত্যের বাস্তবতা' (১) [উলুবেড়িয়া সংবাদ। ২য় বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। ৩০-৮-১৯৫২]।

২৮ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫২ সাল। পৃঃ (১২)]।

২৯ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূমিকা [১৯৪০ খৃঃ। পৃঃ ২৬-২৭]।

৩০ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৬]।

৩১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৭৪]।

৩২ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৮]।

৩৩ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.

৩৪ "কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ায়ি-ই তো বাংলা সাহিত্যের আদি কুট্টনী। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ করিয়া মালিনীর কাজে দাঁড়াইয়াছে।" [কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (৩য়-৪র্থ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৬৪)]।

৩৫ রাখালদাস হালদার (১৮৫৬ খ্রীঃ)। [সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৬-৩৭ হইতে উদ্ধৃত]।

"He (Bharatachandra) has not forgotten to give the conventional mythological frame to his picture. But he handles the Gods and Goddesses with such dexterous irreverence, that in his hands the sacred drama of the Hindu Pantheon degenerates into a secular comedy." [Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature].

৩৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কমলাকান্তের দপ্তর।

৩৭ অক্ষয়চন্দ্র সরকার—ভারতচন্দ্র রায় [বঙ্গদর্শন। বৈশাখ ১২৮০ সাল। (বঙ্গদর্শন। পুনর্মুদ্রিত সং, ১৩৪৬ সাল। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৪২-৫০)]।

৩৮ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬। পৃঃ ৩১৪, ৩১৭]।

৩৯ কালিদাস রায়—বর্ত্তমান সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি [শিক্ষক। ২২ বর্ষ। ৫ম সং। ২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৪২২]।

৪০ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [পৃঃ ৫২৭, ৫২৯]।

৪১ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৯৩, ৯৬ (১) ও (২)]।

৪২ উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী—বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল [বসুমতী। ৩০ বর্ষ। ৪র্থ সং। ১ম খণ্ড। শ্রাবণ ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ৪৭৬]।

৪৩ হারাণচন্দ্র রক্ষিত—ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহিত্য [পৃঃ ১২৩-৪৩]।

৪৪ প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্যে খেলা [বীরবলের হালখাতা]।

৪৫ গীতাংশ হইল এই—"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে। তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও, ভারত যেমন চাহে, সেই মত চাও হে॥" [—পুরবর্ণন (বিদ্যাসুন্দর)]।

৪৬ Pramatha Chaudhuri—The Story of Bengali Literature. কথাটি ভ্রান্ত, কারণ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু-[১৭৬০ খ্রীঃ]-র পূর্ব্বেই পলাশীর যুদ্ধ [১৭৫৭ খ্রীঃ] হইয়াছিল।

৪৭ মল্লিখিত প্রবন্ধ 'সঙ্গীত-সাধক কবি রামনিধি গুপ্ত' [ভারতবর্ষ। ৪০শ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৫ম সং। কার্ত্তিক, ১৩৫৯। পৃঃ ৩৪০-৪৩]।

৪৮ প্রিয়রঞ্জন সেন—বাংলা সাহিত্যের খসড়া [১৩৫১ সাল, পৃঃ ৮৭-৯৭]।

৪৯ কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য [৩য়-৪র্থ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৩৯-৪১]।

৫০ তুলনীয়ঃ Arnold Bennett -এর উক্তি—"The truth is that an artist who demands appreciation from the public on his own terms, is either a God or a conceited and impractical fool. And he is somewhat more likely to be the latter than the former. The sagacious artist, while respecting himself will respect the idiosyncracies of the public." [Dr. Schuchking প্রণীত 'The Sociology of Literary Taste' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত]।

॥৬॥ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্র

বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া একদা রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন—

"গঙ্গার গতির সঙ্গে বাঙ্গালা কবিতার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। গঙ্গা যেমন বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যের শিষ্যগণের হরিপদভক্তি হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া হিমালয় প্রদেশে যেখানে প্রকৃতি দেবী বন্য ও অসংস্কৃত, কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন, সেখানে হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর কীর্ত্তিস্থান দিয়া যেমন প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মুকুন্দরামের চণ্ডীমহাকাব্যে বন্য ও অসংস্কৃত অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করতঃ মহামায়ার অদ্ভুত কীর্ত্তি-কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গা যেমন বিঠুর গ্রামের সন্নিহিত হইয়া একদিকে বাল্মীকির তপোবন ও অন্যদিকে রামচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থান অযোধ্যপ্রদেশ, দুইয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা বাল্মীকিকে আদর্শ করিয়া লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণে রামগুণগান করিয়া ভারত-ভূমিকে পুণ্যভূমি করিতেছে। গঙ্গা যেমন প্রয়াগতীর্থে আগমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের কীর্ত্তিস্থল দিয়া প্রবাহিতা যমুনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা মধ্যকালে কৃষ্ণার্জ্জুনের গুণকীর্ত্তনকারী কাশীরামদাসের মহাভারত-রূপ শাখানদী হইতে বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গঙ্গা যেমন কাশীধামের নিকট প্রবাহিত হইয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার স্তুতিরবে পূর্ণ হইতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা রামেশ্বর ও রামপ্রসাদের গ্রন্থে শিবদুর্গার স্তুতিরবে পূর্ণ আছে। আবার ঐ গঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল নবদ্বীপের নিকট দিয়া যেরূপ প্রবাহিত হইতেছেন, সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি-কীর্ত্তন করিতেছে। ভাগীরথী যেমন একদিকে চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা ও

শ্রীরামপুর, অন্যদিকে চাণক, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, কলিকাতা ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইউরোপীয় কীর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা অধুনাতন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থে ইউরোপীয় মতে সুন্দর কিন্তু বঙ্গ প্রকৃতি-বিরোধী অস্বাভাবিক ভাবের প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিতেছে। গঙ্গা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হইয়া মহাকল্লোল-সমন্বিত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালা কবিতা সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে কত বিশাল ও তেজস্বী হইয়া সমীচীনতা লাভ করিবে কে বলিতে পারে [১]?" উত্তর কালের রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রমাণ।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে আর্য্যদিগের বসবাস সুরু হয় এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই সকল আর্য্যেরা সাহিত্য সাধনা করিতেন সংস্কৃতে এবং কচিৎ প্রাকৃতে। উপনিবিষ্ট আর্য্যগণের সাহিত্য চর্চ্চার নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের পূর্ব্বী প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন, শুশুনিয়া গিরিলিপি [খ্রীঃ পূঃ ২।৩ ও খ্রীঃ ৪।৫ শতক। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২১ খণ্ড, পৃঃ ৮১-৯১ ও ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩] প্রভৃতি। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা যাহা বাঙ্গালা দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহা অভিনন্দের 'রামচরিত'। পালরাজগণ [রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ৮ম—১১শ শতাব্দী] বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজগণের রাজত্বের সময় বাঙ্গালাদেশ নিজস্ব রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। বহু অনুশাসনও এই সময় পাওয়া গিয়াছে [২]। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। সেন-রাজত্বেও বিদ্যোৎসাহী নৃপতির ও কবির অভাব ছিল না। ভবদেব ভট্ট, উমাপতি, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। বহু অনুশাসনও এই সময় রচিত হইয়াছিল। আনুমানিক ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ও চলিত প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশে রূপান্তরিত হইয়া 'বাঙ্গালা' ভাষায় রূপলাভ করে। ভারতবর্ষে সমস্ত প্রদেশেই ভাষা এইরূপে অপভ্রংশ হইতে দেশজ রূপ ধারণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা

দেশে প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইবার পরও বহুদিন যাবৎ তাহা সাহিত্যের বাহন হিসাবে গণ্য হয় নাই কারণ, "সংস্কৃতের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ও অপভ্রংশের সুগম সরণি ছাড়িয়া কে এমন সাহসী ছিল যে প্রাদেশিক ভাষার 'দুসহ আরণে' 'বাট কাঢ়াইতে' যাইবে[৩]?" বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল কেন্দুবিল্ব গ্রামবাসী কবি জয়দেবকে লইয়া। গীতগোবিন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

মূল কাব্যটি বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে আদৌ রচিত হইয়াছিল, তাহা বিতর্কের বিষয়, তথাপি গীতগোবিন্দ বাঙ্গালী জাতির কাব্য বলিয়া চিরদিন উত্তরকালের কবিগণের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালী ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অপভ্রংশে রচিত সাধনতত্ত্ববিষয়ক দোহাগুলি ভাষা ও বিষয়ের দিক দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রদূত।

দশম-দ্বাদশ শতাব্দী : চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য-সম্পদ। কিছু কিছু অপভ্রংশের চিহ্ন থাকায় অনেকে এই পদগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না কিন্তু শ্রদ্ধেয় সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই পদগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা।

> "পারিভাষিক শব্দে কন্টকিত বলিয়া এবং ভাষার প্রাচীনত্ব ও পাঠ-বিকৃতির জন্য চর্য্যাপদগুলির সর্ব্বত্র অর্থ সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি, স্থূল অর্থে যতটুকু জানা যায় তাহাতেই এই গীতিকবিতাগুলির বিশিষ্ট মাধুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ......পরিমিত শব্দ যোজনা এবং শ্বাসাঘাতযুক্ত দৃঢ়-বন্ধ ছন্দ চর্য্যাগীতিগুলিকে অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত ও শ্রুতিসুখকর করিয়াছে[৪]।"

জয়দেবের কাব্যে ও বৌদ্ধ গানগুলিতে যে-গীতিকাব্যের ধারা আরম্ভ হইল, তাহা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মরমিয়া কবিদিগের গানে ও দোহায় এবং বাঙ্গালার বাউলগানে পরিণত হইয়াছে। এই ধারাই পরে বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল ধারা রূপে গণ্য হইয়াছে।

ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী : দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই আক্রমণের ফলে বাঙ্গালাদেশে আর্য্য এবং

অনার্য্য সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল এবং এই মিলনের দ্বারা বাঙ্গালী জাতি একটি বিশিষ্ট রূপলাভ করিয়াছিল। জাতি হিসাবে সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল তুর্কী অভিযান ও মুসলমান শাসন এবং আভ্যন্তর শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্য চরিত্রে। বাঙ্গালা সাহিত্য মূলতঃ গীতিকাব্যপ্রবণ হইল।

> "এই গীতিকাব্যপ্রবণতা এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিয়াছে। আরও নূতনত্ব এই যে, বাঙ্গালী সাহিত্য-স্রষ্টা অলৌকিক দেব কাহিনী ছাড়িয়া লৌকিক দেবোত্তর মানব চরিত্র অংকনে আগ্রহশীল হইল। উপরন্তু, পূর্ব্বাপর প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিরও রঙ বদলাইয়া গেল [৫]।"

আর্য্য ও আর্য্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলে ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি পাইয়াছি।

পঞ্চদশ শতাব্দী : গৌড় দরবারের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরভ্যুত্থান ঘটে ১৪শ শতাব্দীর শেষপাদে রাজা কংস-[=গণেশ]-এর গৌড় সিংহাসন আরোহণ করিবার পর হইতে।

> "মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি এবং বিকাশের উৎস গৌড় ও তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে। চিরকাল ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশে ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত বাহিয়া আসিয়াছে, ভাগীরথীর তীরে তীরেই এই সংস্কৃতি বিস্তারের স্বাভাবিক কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কেন্দ্র হয় গৌড় এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল, কেন-না ইহাই ছিল রাজশক্তির পীঠভূমি [৬]।"

মহাকবি কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, যশোরাজ খাঁন প্রভৃতি এই শতাব্দীর কবি। কবি শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হোসেন-পৌত্র ফীরুজ শাহের প্রশস্তি পাওয়া যায়। প্রসঙ্গান্তরে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। খৃীঃ ১৪।১৫ শ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে মনসামঙ্গল পাঁচালী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, যদিচ, এই পাঁচালীর অপৌরাণিক অংশ কোনদিন সভাসাহিত্যে আত্মোন্নয়ন করিতে পারে নাই। এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান সুনির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে প্রথম হইতেই ভাষা-সাহিত্য ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সাহিত্য পৃথক ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে উমাপতি-বিদ্যাপতির বিশেষ মূল্য আছে। খৃীঃ ১৬ শতকের পদাবলী সাহিত্যে এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

"বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় মৈথিল পদাবলীর প্রভাব পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঋণ। আরও এক বিষয়ে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য অপর প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রভাব পুষ্ট। ইহা হইতেছে লৌকিক আখ্যায়িকা কাব্য। মুসলমান সুফী সাধক ও শিক্ষিত কাব্যপ্রিয় রাজ-কর্ম্মচারীদের দ্বারাই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত লৌকিক প্রণয় কাহিনী গৌড় দরবারে আমদানি হয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে এবং ধীরে ধীরে তাহা অন্যত্র মুসলমান দরবারি সমাজেও ছড়াইয়া পড়ে। মনে করি, এইরূপেই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এদেশে আসে। এই কাহিনীর প্রথম কবি কবিরাজ শ্রীধর সুলতান নুস্‌রৎ শাহের পুত্র ফীরুজ শাহের অনুগত ছিলেন। দ্বিতীয় কবি শা-বিরিদ খাঁন নিজেই মুসলমান ছিলেন। পরবর্ত্তী কালের বিদ্যাসুন্দর-কবিরা সকলেই ছিলেন ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী সেই সব অঞ্চলের লোক, যেখানে মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের রীতি ধনী হিন্দু-সমাজে বহু মানিত হইয়াছিল [৭]।"

ষোড়শ শতাব্দী : এই শতাব্দী বাঙ্গালা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। খৃীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষে বাঙ্গালাদেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে উৎকট বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নরপতিগণ বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লস্কর পরাগল ও তাঁহার পুত্র ছুটী খাঁন তাহার নিদর্শন স্বরূপ। এই শতাব্দীর সাহিত্যের ধারায় পাওয়া যায় বিবিধ বৈষ্ণব পদাবলী, পাণ্ডব-বিজয় পাঁচালী, চৈতন্য ও তৎপার্শ্বচরদিগের জীবনীকাব্য, কৃষ্ণায়ন এবং মনসা-চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। 'সেকশুভোদয়া'-তে গদ্য ধারারও কিছু সন্ধান মিলে। বাঙ্গালায় প্রাচীনতম ব্রজবুলিপদের নিদর্শন পাওয়া যায়, যশোরাজ খাঁন রচিত একটি পদে [৮]। এই ব্রজবুলি ভাষার উৎস বিদ্যাপতির

কাব্য। জ্ঞান-গোবিন্দ-বলরামদাস প্রমুখ পদকর্ত্তার পদাবলী, রসমঞ্জরী, রসকল্পবল্লী প্রভৃতি অলঙ্কার নিবন্ধ, কবীন্দ্রের পাণ্ডব-বিজয় পাঁচালী, চৈতন্য-চরিতামৃত-চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি জীবনীকাব্য, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-[মাধবাচার্য্য]-গোপাল-বিজয় [কবিশেখর] প্রভৃতি কৃষ্ণায়ন কাব্য, গঙ্গামঙ্গল [মাধবাচার্য্য], চণ্ডীমঙ্গল [মাণিকদত্ত, মুকুন্দরাম], মনসামঙ্গল [বংশীদাস, নারায়ণ দেব] প্রভৃতি মঙ্গল-কাব্য এই শতাব্দীর সাহিত্য ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

এই শতাব্দীতে হিন্দী ও বাঙ্গালা গীতি-কবিতার সহিত সুফীবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্য মানবচিত্তের সর্ব্বজনীন 'ভাবরসের ঐক্য-সঞ্জাত'। এই প্রসঙ্গে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী' কাব্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দী ও অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সাহিত্য যখন লঘু কবিতা ও গাথা-ছড়ার গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসমান, তখন এই কবি দেশীয় ঐতিহাসিক কাহিনীকে ফারসী রোমান্সের ছাঁচে ঢালিয়া কাব্যে এক নূতন ধারার সন্ধান দিলেন। এই শতাব্দীতে কামরূপ-কামতায় যে-সাহিত্যচর্চ্চা দেখা যায় তাহারাও উৎস বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে। কামরূপ সাহিত্যের গোষ্ঠীপতি শঙ্করদেব স্বয়ং একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দী : পূর্ব্বতন শতাব্দীর সাহিত্যচর্চ্চার ধারা এই শতাব্দীতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। এই শতাব্দীর সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বৈষ্ণবমহান্তচরিত, পদাবলী ও বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ-রচনা, বিবিধ দেবদেবীর মঙ্গলকাব্য, লৌকিক কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারত কাব্য, রসসঙ্কীর্ত্তন-পদ্ধতি এবং পোর্ত্তুগীজ পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যের সম্প্রসারণ। নেপাল রাজদরবারেও খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতক হইতে ১৮শ শতক পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা একটানা চলিয়াছিল। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, যদুনন্দনের কর্ণানন্দ, রসিকানন্দ-অভিরাম ঠাকুর প্রমুখের শাখানির্ণয় বা গণা-খ্যান জাতীয় গ্রন্থ, কাশীরাম দেবের ভারত-পাঁচালী এবং অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ —এই যুগের বিশিষ্ট অবদান। গোবিন্দমঙ্গল [দুঃখী শ্যামদাস], কালিকা-মঙ্গল [কৃষ্ণরাম দাস], ধর্ম্মমঙ্গল [রূপরাম, শ্যামপণ্ডিত] প্রভৃতি পৌরাণিক ও অপৌরাণিক দেবদেবী-বিষয়ক মঙ্গলকাব্য এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। লৌকিক বিষয়বস্তু লইয়া রচিত কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় আরাকান অঞ্চলের

কতকগুলি মুসলমান কবির লেখাতে। এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৌলৎ কাজীর সতী ময়নাবতী অথবা লোরচন্দ্রালী কাব্য। দৌলৎ কাজীর এই অসমাপ্ত কাব্যটি পরে সমাপ্ত করেন সৈয়দ আলাওল। ইনি জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবর্ত্তনে কাব্য রচনাও করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব রসকীর্ত্তনের স্রষ্টা। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতেই

শ্রীচৈতন্যদেব রসকীর্ত্তনের স্রষ্টা। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতেই

বাঙ্গালা দেশের সংকীর্ত্তন সঙ্গীতকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। নরোত্তমদাস ও তদীয় মার্দ্দঙ্গিক দেবীদাস এই পদ্ধতির প্রসারে সহায়তা করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন-পদ্ধতি ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থানীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে যথা, গরাণহাটী [গরাণহাটা পরগণাস্থিত খেতরী গ্রামে শ্রীনরোত্তম দাস প্রবর্ত্তিত], রাণীহাটী [> রেণেটী], মনোহরসাহী [উত্তর রাঢ়ে প্রচলিত], ঝাড়খণ্ডী [মালভূমে প্রচলিত] পদ্ধতি প্রভৃতি। সঙ্গীত শাস্ত্রে বাঙ্গালার সংকীর্ত্তন অনুপম[৯]।

এই শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ পাদ্রীদিগের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা গদ্যের সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে। মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য এই প্রচেষ্টা হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা শাপে বর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মত এই শতাব্দীর সাহিত্যধারা একই খাতে চলিতে থাকে। বিবিধ বৈষ্ণবকাব্য [চন্দ্রশেখর-দীনবন্ধু দাসাদির পদাবলী, ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস], জীবনীকাব্য [প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী] অনুবাদকাব্য [শচীনন্দন বিদ্যানিধির উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদ, দ্বারকাদাসের শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ], মঙ্গলকাব্য [রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শিবায়ণ, দুর্গাদাস মুখটির গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী, বিবিধ মনসা-চণ্ডী-ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য] প্রভৃতি সমস্তই বিগত শতকের রচনাধারার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত। মীননাথ-গোরক্ষনাথ, গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য এই শতাব্দীতে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত গাথাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম রচনা পশ্চিম-বঙ্গের কবি দুর্ল্লভ মল্লিকের। অন্যান্য কাহিনী [যথা, বিক্রমাদিত্য ও বেতাল পঞ্চবিংশতি] অবলম্বনে কাব্যও এই শতকে রচিত হইয়াছিল। নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে খেড়ু [> খেউড়] নামধেয় এক জাতীয় প্রণয়গীতির বিশেষ

চল দেখা গিয়াছিল। ভারতচন্দ্রে ইহার উল্লেখ আছে—'নদে শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব'। হায়াৎ মামুদ, দৌলৎ উজীর প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান কবিকেও এই শতাব্দীতে পাইতেছি।

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কাব্যের উদ্ভব হয় এই শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনসাধনই হইল এই কাব্যগুলির উদ্দেশ্য। ভৈরব ঘটক, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র প্রমুখ সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা।

অষ্টাদশ শতক বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ-সন্ধি। ভারতচন্দ্র এই সন্ধিলগ্নের কবি [১০]। ভারতচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' কেবল কাব্য নহে, ঐতিহাসিক কাব্য। ভারতচন্দ্রের সময় হইতে রাধামোহন সেনের সময় পর্য্যন্ত 'ইতিহাস' শব্দটি 'কাহিনী' অর্থে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—'ইতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা'। সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিকতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

"বর্ত্তমানকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলেই তবে সাহিত্যকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় এবং এইটাই মানব সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট মনোভাব। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু দিনের জন্য আমাদের দৃষ্টি পারের খেয়াতরীর প্রত্যাশা ছেড়ে বর্ত্তমানের ঘাটের উপর পড়েছিল। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্ব অতীতের মোহ খানিকটা কাটিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য। তাঁর তিরোভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার যে কে সেই। দেশ সে সময় আধুনিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় মানুষের কাম্যপুরুষার্থ ছিল দু'টির মধ্যে একটি—অর্থ অথবা পরমার্থ। এ দু'য়ের বাইরে যে কিছু অন্বেষ্টব্য থাক্‌তে পারে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও ব্যক্ত চেতনা জাগ্রত হয় নি। সুতরাং ভক্তিরস ও ভক্তরস ছাড়া তৃতীয় যে মানব-রস [ইতিহাস-চেতনা] ও বিজ্ঞান-রস [বিজ্ঞান বোধ] তখনও বহুদূরে। এদিকে বিদেশে কালের হাওয়া উল্‌টা দিকে বইতে সুরু করেছে। সে হাওয়ায় পাল তুলে বিদেশী বণিক এদেশে ব্যবসা ফেঁদেছে। তাই তার ছোঁওয়াও একটু আধটু লাগল

অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক জনগণের চিত্তে। সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা গেল ঐতিহাসিক ছড়ায়, গানে এবং ক্বচিৎ ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলতায়। ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধনার গতানুগতিকতার মধ্যে ক্বচিৎ সংশয়ের কাঁটা ফুটতে লাগল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের লেখক এক সাধক কবি [অর্থাৎ রামানন্দ যতি] প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের ভক্তিবিশ্বাসের প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ করেছেন—'বুদ্ধি নেই যার ঘটে, তারা বলে সত্য বটে, পথে চণ্ডী দিলা দরশন।' অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিশ্বাস শিথিলতার ছাপ নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। তাঁর অগ্রগামী কবি রামেশ্বর শিবকে চাষী করেছেন, খেলো করেন নি। ভারতচন্দ্র দেবতাকে ভাঁড় সাজিয়ে ছেড়েছেন [১১]।”

এই শতাব্দীতে [১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে] রোমান্ অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ [মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্—কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ (লিস্বোআ, ১৭৪৩ খ্রীঃ)] রচিত হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে মুদ্রাঙ্কন প্রবর্ত্তিত হইলে নাথানিএল্ ব্রাসি হাল্হেড্ তদীয় ইংরেজীতে লেখা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ['এ গ্রামার্ অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ্' (হুগলী, ১৭৭৮ খ্রীঃ)] প্রকাশ করেন।

ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকার সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যমান। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বুঝিতে হইলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের এই ধারাটিকে সযত্নে অনুধাবন করিতে হইবে। সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের অবদান আকস্মিক নহে। যুগে যুগে সাহিত্য সাধকগণ সাহিত্যক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভারতীর বরপুত্র ভারতচন্দ্র সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে 'সোনা ফলাইয়াছিলেন'। ভারতচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করেন নাই। তথাপি তিনি কাব্যসাহিত্যের কবি-মহারথী, অর্দ্ধরথী নহেন। সাহিত্যে রথ ও পথ তিনি যুগপৎ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

---

১ রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮ খ্রীঃ)। ['বঙ্গভাষা সমালোচনা সভা'-র অধিবেশন-(১৮৭৬ খ্রীঃ)-এ প্রদত্ত বক্তৃতা]।

২ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রলিপি, মুঙ্গেরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের তাম্রলিপি প্রভৃতি। [অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—গৌড়লেখমালা (প্রথম স্তবক)। ১৩১৯ সাল। পৃঃ ৯-২৮, ৩৩-৪৪। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং (১৩৫৫ সাল)। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১-৮]।

৩-৭ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং (১৩৪৭ সাল)। ১ম খণ্ড। পৃঃ যথাক্রমে ২৪,৪৮,৬০ ও ৭১-৭২ এবং ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮১]।

৮ পদটি হইতেছে এই—'শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ, সোই ইহ রস জান। পঞ্চ-গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভনে যশোরাজ খান॥'

৯ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কীর্ত্তন [শারদীয়া যুগান্তর। ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ৮৫-৯০]।

১০ অনেকে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্রকে নয়। [আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪৩৪)]।

১১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক উপন্যাস [বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে (১৬-২-১৯৫১) পঠিত এবং বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা-('ইতিহাস'। ১ম বর্ষ। ৪র্থ সং)-তে প্রকাশিত। রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-[এসিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ১৯]-এ ভারতচন্দ্রের কাব্যের উল্লেখ আছে—'বৃহদ্ধর্ম্মমতে ইথে বহু বিবরণ। ভাষাতে ভারতচন্দ্র করেচে রচন॥......মতভেদে পীরের বর্ণনা নানারূপ। বর্ণাইয়াছেন শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ॥' [পৃঃ ১১, ১৯]।

॥৭॥ বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য

[ক] বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ঃ

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় বহু প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দ্বিজ শ্রীধর একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচিত হইয়াছিল হোসেন শাহের পৌত্র ও নুসরৎ শাহ্-[১৫১৯-৩২ খ্রীঃ]-এর পুত্র ফীরুজ শাহের [১৫৩২ খ্রীঃ] নির্দ্দেশক্রমে। সুতরাং কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের দিকেই রচিত হইয়া থাকিবে। ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনতম লৌকিক প্রণয়-কাব্য। কবি ফীরুজ শাহের প্রশস্তি গাহিয়াছেন—

নৃপতি নসির শাহা আর সুন্দর। সর্ব্বকলা-নলিনীভোগী ত মধুকর॥
শ্রী পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ। কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

শ্রীধরের রচনায় সুন্দরের পিতা গুণসার, মাতা কলাবতী, নিবাস বিজয়নগরী রত্নাবতী; বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাতা শীলাদেবী, রাজধানী কাঞ্চীপুর। চট্টগ্রামাঞ্চলে এই কাব্যের দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। সুতরাং কাহিনী কিরূপ ছিল বলা কঠিন [১]।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত তিনখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য পাওয়া যায়। বেলঘরিয়ার নিকট নিম্‌তা নামক গ্রামের অধিবাসী কৃষ্ণরাম দাসের পুঁথি লেখা হইয়াছিল ১১৫৯ সালে [=১৭৫২ খ্রীঃ], যে-বৎসর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা শেষ হয় [২]। কাব্যটির কালজ্ঞাপক শ্লোকযুগল জটিল—

অহং শাহা ক্ষিতিপাল, রিপুর উপরে কাল, রামরাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব শায়িস্তা খাঁ, অধিকারী সাতগাঁ, বহু সরকার করতলে॥
সরসাসনের নেত্র, ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র, তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিষ্ণুর মধুর ধাম, রচনাতে কহিলাম, বুঝ শক বিচারিয়া সভে॥

—আত্মপরিচয় ও দেবিকাদেশ প্রাপ্তি

ইহা হইতে প্রথম দুইটি ছত্র ধরিয়া দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাব্যটির কাল-নিরূপণ করিয়াছেন ১৫৯৮ শকাব্দ [=১৬৭৬-৭৭ খ্রীঃ]। শ্রীযুক্ত আশু-তোষ ভট্টাচার্য্য শেষ ছত্র যুগল ধরিয়া কাব্যটির রচনাকাল বলিয়াছেন ১৫৮৬ শকাব্দ [=১৬৬৪ খ্রীঃ] [৩]। কাব্যটির নাম কালিকামঙ্গল, বিষয়বস্তু বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়লীলা। বীরসিংহের রাণীর নামকরণ কবি করিয়াছেন কাশ্যপী, মালিনীর নাম বিমলা, পরিবেশ 'নৃপতি বীরসিংহের দেশ', বর্দ্ধমান নহে। বিদ্যার সখী সুলোচনা, কোটাল বাঘাই, সুন্দরের পুত্র পদ্মনাভ। গ্রন্থটির বিষয়-সূচি এইরূপ—গ্রন্থসূচনা, বাগ্‌দেবী বন্দনা, কালিকাবন্দনা, কৃষ্ণাদি দেববন্দনা, কবির আত্মপরিচয় ও দেবিকাদেশপ্রাপ্তি, মহাদেবীবন্দনা, দেবীর আদেশে সুন্দরের বীরসিংহের দেশে গমন, সুন্দরের উপস্থিতি, কদম্ব-তলে সুন্দরের অবস্থিতি, সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ, সুন্দরের বিমলা মালিনী সাক্ষাৎ ও আত্মপরিচয় কথন, মালিনীকৃত বিদ্যার রূপবর্ণন, মালিনীর গৃহে সুন্দরের গমন, মালিনীর সুন্দরকে স্তুতি, সুন্দর-কৃত মাল্য মালিনী কর্ত্তৃক বিদ্যাকে অর্পণ ও বিদ্যার প্রশ্ন, মালিনীর হাটে গমন, মালিনীর বেসাতির হিসাব, বিদ্যা কর্ত্তৃক মালিনীকে তিরস্কার, মালিনীকে বিনয়, মালিনীকৃত সুন্দরের রূপ বর্ণন, সুন্দর-সমাগমের পরামর্শ, ঊষা-অনিরুদ্ধের আখ্যান, বিদ্যার বিবাহে সম্মতি, বিদ্যাকৃত কালিকাস্তুতি, বিদ্যার মনোভাব প্রকাশ, সুন্দরের আনন্দ ও কালিকা পূজা, বিদ্যার আলয়ে সুন্দরের উপস্থিতি, বিদ্যাসুন্দরের বিচার ও বিবাহ, বিহারারম্ভ, বিহার, বিপরীত বিহার, বিদ্যার গৃহে মালিনীর গমন, বিদ্যার মানভঙ্গ, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর নিকট সুলোচনার সংবাদজ্ঞাপন, বিদ্যাসাক্ষাৎ, গর্ভদর্শনে তিরস্কার, বিদ্যার উক্তি, রাজার ক্রোধ, কোটাল শাসন, বাঘাই কোটালের স্ত্রীর রাণীর নিকট গমন, চোরানুসন্ধান, মালিনীর উদ্বেগ ও সুন্দরের আশ্বাস, কলাবতী ব্রাহ্মণীর কাহিনী, বিদ্যার আলয়ে ও সমস্ত রাজ-ভবনে সিন্দূর লেপন, রজকের নিকট সিন্দূরাঙ্কিত বসনপ্রাপ্তি ও মালিনীর গৃহে গমন, মালিনী নিগ্রহ, সুন্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ, খন্দক পার হওন, চোর ধরা ও কোটালের উল্লাস, কোটালের প্রতি বিদ্যার মিনতি, সুন্দর দর্শনে রাণীর আক্ষেপ, নারীগণের খেদ, বিদ্যার দেবীস্তুতি ও বরলাভ, কোটালের প্রতি রাজার সুন্দর-বধের আদেশ, সুন্দরের শ্লোক পাঠ, সুন্দর-কৃত চৌতিশা, কোটালের প্রতি

ভাটের উক্তি, প্রত্যুক্তি, রাজার প্রতি ভাটের উক্তি, ভাট-কৃত সুন্দর-পরিচয় ও রাজার বিনয়, সুন্দরের মুক্তিতে রাণী ও বিদ্যার আনন্দ, বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ, সুন্দরের প্রতি দেবীর স্বপ্নাদেশ, বিদ্যার উক্তি, বিদ্যার বারমাসী, বিদ্যার নিকট সুন্দরের বিদায় প্রার্থনা, বিদ্যাসুন্দরের স্বদেশগমন, সুন্দরের রাজ্যাভিষেক ও পুত্রলাভ, সুন্দরের দেবী-আরাধনা, পদ্মনাভের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যাসুন্দরের কৈলাসগমন, অষ্টমঙ্গলা এবং ফলশ্রুতি ও গ্রন্থসমাপ্তি।

কবি ত্রিপদী, পয়ার, তোটক, পিঙ্গল ['কালিকাবন্দনা'], চন্দ্রাবলী ['সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ'], প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষা সহজ ও সাবলীল। কাহিনীর মধ্যে ঊষা-অনিরুদ্ধের ও কলাবতী ব্রাহ্মণীর আখ্যান বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। ব্রজবুলি ও ভট্টভাখাতে রচিত পদের কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল—

ষট্‌পদপাঁতি-ভীতি-ভুরু-রাজিত নয়ন বি খঞ্জন জোর।
সুরসুরনিকর উগারই পুনঃপুনঃ করণগুহাবধি ওর॥
সাজল রসবতী-নারী।
নারদ ভরগ আদি মুনিবর সগর সগর মনোহরী॥

—বিহারারম্ভ

ভট্ট কাহাকর কুট্টন চোরক রাখিলে আর্ত্ত বাগালি।
কুর্ত্তেকি জান ঘোড়ে পর গর্ভ দুর বেআপ কি ছির ছমেলি॥
বিদিয়া আকিনিয়ে জক কি দিন বাত মিবাদক পুত গোয়ারা।
ধরনীক পতি যছু চাদ কি ভাতিয় চোর কি খাতির ছো আধিয়ারা॥

—ভাটের প্রতি কোটালের উক্তি

কবি চৌরপঞ্চাশতের মাত্র নয়টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহাদিগের আদ্যপদগুলি হইতেছে এই—'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীম্', '—তাং শশীমুখীম্', '—পুনঃ কমলায়তাক্ষীম্', '—নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্', '—সুরত-তাণ্ডবসূত্রধারীম্', '—যদি পুনঃ শ্রবণায়তাক্ষীম্', '—তন্মনসি সংপরিবর্ত্ততে', '—কুসুমমাল্যাদিকৃতাঙ্গরাগাম্' এবং '—নোজ্‌ঝতি হরঃ'।

প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী কবিবল্লভের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও কালিকামঙ্গল [৪] গ্রন্থের অন্তর্গত। রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ ['বসুদ্বয়বাণ চন্দ্র'] = ১৬৬৬-৬৭

খ্রীঃ। শোনা যায়, প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী তদীয় কাব্যে কৃষ্ণরামকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবিরূপে বর্ণিত করিয়াছেন—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী-কৃত কালিকামঙ্গলের পুঁথির এই অংশ প্রক্ষিপ্ত: তদ্ব্যতীত নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথিও পাওয়া যায় নাই।

শা-বিরিদ খাঁয়ের [৫] বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচনাকাল দেওয়া নাই তবে ভাষা দেখিয়া খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে ইহা রচিত হইয়াছে বলিলেও অযৌক্তিক হয় না। কাব্যটির খণ্ডিত পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি পড়িয়া মনে হয় কবি কোন একটি সংস্কৃত কাব্যের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট না থাকাতে অনুবাদও দুর্ব্বল হইয়াছে। কাহিনীতে গুণসারের রাজধানী রত্নাবতী, মালিনী সুচরিতা, কোটাল নাগরঙ্গ। কবির বর্ণনা সুন্দর, প্রাচীনত্বদ্যোতক, বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষার স্মারক। রচনার নমুনা—

অত্যন্ত সুন্দর দেশ বিজয় নগরী। অধিক উত্তম রত্নাবতী নাম পুরী॥
সে দেশের নরপতি নাম গুণসার। সকল ভূপতি জিনি যশ সুপ্রচার॥
—পুরবর্ণন

মুখ-বিধু পূর্ণ-ইন্দু কিএ অরবিন্দ। মৃগ-বৎস-নেত্র কিবা নীল মত্তভৃঙ্গ॥
বালেন্দু জিনিয়া ভাল সীমন্ত উজ্জ্বল। বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর যুগল॥
—বিদ্যার রূপ বর্ণন

বিদেশী কুমার হের তোহ্মাকে বুঝাই। নৃপতি দুর্ব্বার বাসা দিবারে ডরাই॥
নাগরঙ্গ নাম সে এ রাজ্যে কোতোআল। নিতি নিতি প্রজা-ঘর করএ বিচার॥
—মালিনী-সুন্দর সমাচার

দৌলৎ কাজীর লোরচন্দ্রালী [খ্রীঃ ১৭ শ শতক] পাঞ্চালী কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ইঙ্গিত আছে—

ধর্ম্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কামকেলি। রাধা বিনু নিকুঞ্জে খেলয়ে বনমালী॥
পুরুষ বিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী। সেহ চোর প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী॥
সৈয়দ আলাওল-[<আ' অল্-অব্ বল=প্রথম]-এর পদ্মাবতী কাব্যেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে—'সুরঙ্গের পন্থে কিবা আইল সুন্দর' [পৃঃ ১২০]।

কবি কঙ্ক [৬] [<কবিকঙ্ক (ণ)?] সত্যনারায়ণ পাঁচালীর মোড়কে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়লীলা বিতরণ করিয়াছেন। অনেকে কবি কঙ্ককে বিদ্যা-সুন্দরের আদি কবির মর্য্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালীর উদ্ভব হইয়াছিল সুতরাং কঙ্কের রচনাকে তৎপূর্ব্বে স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অনেকে অবশ্য স্কন্দপুরাণ-[বঙ্গবাসী সংস্করণ।১৩১৮ সাল।পৃঃ ৩৬৬০-৬২]-এ সত্যপীরের উল্লেখ আছে বলিয়া কঙ্কের রচনার প্রাচীনত্ব দাবী করেন, কিন্তু এই উল্লেখের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ সুপ্রচুর। গৌরাঙ্গ-ভক্ত কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার হইতেছে এই—পূর্ব্বদেশের অধিপতি মাল্যবান্ একদা মৃগয়াকালে সত্যপীরের কৃপায় একটি শিশু কুড়াইয়া পান। এই পালিত শিশুই সুন্দর। যুবক সুন্দর মৃগয়া করিতে গিয়া পীরের মায়ায় স্বর্ণমৃগের অনুসন্ধানে দলভ্রষ্ট হন এবং পীরের নির্দ্দেশে চম্পানগরে গমন করেন। সেখানে অশোক তরুতলে চম্পারাজ ইন্দ্র-সেনের কন্যা বিদ্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও প্রণয় জন্মে। বিদ্যার সখী চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সুন্দর আপনাকে চাকুরীপ্রয়াসী মালী বলিয়া পরিচয় দেন। রাজকন্যার মালীর প্রয়োজন থাকাতে মালিনীর ঘরে সুন্দরের বাসা স্থির হয়। পরের কাহিনী সাধারণ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মত। চোর ধরা ব্যাপারে সিন্দূর লেপন ও 'গগনবেত' নামক জালের কথা আছে। কারারুদ্ধ সুন্দরকে সত্যপীর উদ্ধার করেন। রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন যে, প্রভাতে সর্ব্বপ্রথম যাহার মুখ দর্শন করিবেন, তাহাকেই কন্যাদান করিবেন। পরিশেষে অবশ্য, সুন্দরের বিচারকালে সত্যপীর আসিয়া বিদ্যা-সুন্দরের মিলন ঘটাইলেন। স্বদেশে ফিরিয়া সুন্দর সত্যপীরের পূজা দিলেন এবং সত্যপীর সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করিলেন। কবি কঙ্কের রচনার নমুনা—

কবে বা হেরিব আমি গোস্বার চরণ। সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥
পাপী তাপী মুঞি প্রভু অতি অল্পমতি। হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব। বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥
—গৌরাঙ্গ বন্দনা

পরিচয় কহি মোর শুন মন দিয়া। উদ্যানের ভৃত্য আমি জাতিতে মালিয়া॥
মাল্যবান মালী পিতা পূর্ব্বদেশে ঘর। বাপ মায় নাম মোর রাখিছে সুন্দর॥
চাকুরীর উদ্দেশ্যে আমি আসি এহি দেশে। পরিচয় কথা মোর কহিনু বিশেষে॥
—সুন্দরের পরিচয় দান

অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতকের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী রচয়িতা কবিগণের মধ্যে এই কয়জনকে পাওয়া যায়—বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখর [কালিকামঙ্গল], গোবিন্দদাস [কালিকামঙ্গল], ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর [অন্নদামঙ্গল], রাধাকান্ত মিশ্র [কালিকামঙ্গল], কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন [বিদ্যাসুন্দর কাব্য], কবীন্দ্র (মধুসূদন ?) চক্রবর্ত্তী [কালিকামঙ্গল], এবং নিধিরাম কবিরত্ন [কালিকামঙ্গল]।

বলরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গলের [৭] রচনাকাল জানা যায় না কারণ মূল পুঁথিটি খণ্ডিত। তবে রচনা দেখিয়া মনে হয়, কবি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কাব্যপাঠে জানা যায় যে, কবি পশ্চিম বঙ্গের (দক্ষিণ রাঢ়ের) অধিবাসী ছিলেন [৮]। কাব্য সংযত, সুমিত ও সাবলীল। গ্রন্থে জয়দেব হইতে উদ্ধৃতি, বিবিধ ছন্দ প্রয়োগ ও রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। নূতনত্বের মধ্যে পাইতেছি কালিকার কিঙ্করী বিমলা এবং সুন্দরের বিবাহে সাহায্যার্থ কালিকা কর্ত্তৃক সুন্দরকে শুকপক্ষী দান। এই জাতীয় দৌত্যের উল্লেখ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ করেন নাই। চোর-ধরা ব্যাপারে বররুচি-কৃত বিদ্যাসুন্দর পুঁথির সহিত সাদৃশ্য আছে। গ্রন্থ-শেষে কালিকার একচ্ছত্রাধিপত্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বলরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণসাগর, মাতা গুণবতী, নিবাস 'উৎকল দ্রাবিড় দেশ' মাণিকানগর; বিদ্যার পিতা বীরসিংহ, মাতা কুন্তী, নিবাস বর্দ্ধমান; ভাট মাধব ও সুন্দরের পুত্র সদানন্দ। উৎকল দ্রাবিড় দেশে কাব্যের পরিবেশ স্থাপনে মনে হয় কবি প্রাচীন উড়িয়া-কাব্য 'কাঞ্চী কাবেরী'-[মাগুনী দাস ও পরমানন্দ দাস বিরচিত] সহিত পরিচিত ছিলেন। মাণিকানগর

সম্ভবতঃ কাঞ্চীকাবেরীর মাণিকপট্টন [৯]। ভক্তকবি কাব্যারম্ভের পূর্ব্বে বিবিধ দেবদেবীবন্দনার সহিত চৈতন্য বন্দনাও করিয়াছেন—

নবদ্বীপে বন্দোঁ হরি, দ্বিজরূপে অবতরি, চৈতন্য চৈতন্য দিল নরে।
অনাথ জনেরে ধরি, সঘনে বলায় হরি, পার কৈল এ ভব সাগরে॥
কনক গৌর দেহা, কপট সন্ন্যাসী নেহা, নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী।
অনেক ভকত সঙ্গে, ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে, হরিপ্রেমে তনু অভিলাষী॥
ঘন বলে হরিবোল, বাজান কর্ত্তাল খোল, সঘনে নাচয়ে বাহু তুলি।
কমল লোচনে ঘন, প্রেমজল বরিষণ, হরিরসে হইয়া আকুলি॥
হরি রসে হৈয়া ভোর, পরিয়া কৌপীন ডোর, হরি হরি সঘনে বলাই।
ধন্য শচী ঠাকুরাণী, পুত্রভাবে চক্রপাণী, নিজ ঘরে রাখিবারে চাই॥

—চৈতন্যবন্দনা

চট্টগ্রাম অঞ্চলের দিয়াঙ্গ বা দেবগ্রাম-[আধুনিক আনোয়ারাগ্রাম]-এর অধিবাসী গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল সুবৃহৎ কাব্য। কাব্যের রচনাকাল-জ্ঞাপক শ্লোকটি সুবোধ্য নহে—

মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। এই কালে রচিল কালিকা চণ্ডীর গীত॥
কালিকা চরণ সার ভরসা কেবল। রচিল গোবিন্দ দাস কালিকামঙ্গল॥

—গ্রন্থসমাপ্তি ও ফলশ্রুতি [এসিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং এ ২১]

ইহা হইতে অনেকে ১৫১৭ শকাব্দ = ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ বাহির করিয়াছেন বটে, তবে ভাষা দেখিয়া মনে হয়, কাব্যের রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের পরে নহে [১০]। সমগ্র কাব্যটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—(ক) দেবরাজ্য, বৃত্রাসুরবধ, ও দেবীমাহাত্ম্য প্রচার, (খ) ইন্দ্রের অহল্যাহরণ-জনিত পাপভোগ ও দেবীর অনুকম্পায় নিষ্কৃতিলাভ, (গ) চণ্ডী-সপ্তশতী অনুসারে মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ বধ, (ঘ) বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান এবং (ঙ) বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। কাহিনী কৃষ্ণরামের কাহিনীর সহিত প্রায়-সদৃশ, বিদ্যাসুন্দরের সাক্ষাৎ নগর সংকীর্ত্তন ব্যপদেশে ঘটানো হইয়াছে। সিন্দুর লেপন, রজকের সহায়তা গ্রহণ ও খন্দক খনন, উভয় কাব্যেই আছে। কাব্যে মীননাথের কাহিনীর উল্লেখ

আছে। সুন্দরের পিতা গুণিসার ওরফে গণিশা, মাতা কলাবতী, রাজধানী 'গৌড় নগরে রাজ্য কাঞ্চননগর', বীরসিংহের রাজধানী রত্নপুর, মালিনী রম্ভা, কোটাল নিশাশ্বর, রজক দিবাকর এবং ভাট মাধব। কবির ভাষাজ্ঞান সুন্দর, পয়ার, ত্রিপদী ব্যতীত যমক, খর্ব্ব, পাঁচালী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার আছে, ব্রজবুলিতেও পদ রচিত হইয়াছে। কাব্যে বড়ারি, মন্দার, পাহাড়িয়া, নট, পঠমঞ্জরী, ধানসী, বসন্ত, কামোদ, রামকিরি, গুঞ্জরি, সুই এবং মালসী—এই রাগরাগিণীগুলির উল্লেখ আছে। রচনার নমুনা—

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ, নীলকণ্ঠ নাম রাম, দেবদেব-নন্দনী।
অর্দ্ধ-অঙ্গ গৌরী সঙ্গ, মৌলি কেলি চতুরঙ্গ, অঙ্গভঙ্গ স্নাতিরঙ্গ, শোহে জহ্নু-নন্দিনী॥

—দেবদেবী বন্দনা

কি বিধি সিজিল মহামায়। কে বা কাহার সুত নয়॥
তুমি হইলা কাহার বনিতা। তুমি আছিলা কাহার সুতা॥
যত দেখ বাপ মা সকল সংসার। বল দেখি ইহার মধ্যে কে বা কাহার॥

—মাতার নিকট বিদ্যার বিদায় প্রার্থনা

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরের বিচারকালে চৌরপঞ্চাশতের কোন শ্লোক বা তাহার অনুবাদ কাব্যে গৃহীত হয় নাই। মাধব ভাট বাঙ্গালা ভাষাতেই কথা বলিয়াছে, ভট্টভাখা ব্যবহার করে নাই।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের সমস্ত কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতচন্দ্রকে পূর্ব্বগামী কবি কৃষ্ণরামের নিকট ঋণী বলিয়াছেন—

"বিদ্যাসুন্দর তাঁহার [ভারতচন্দ্রের] নিজের নহে, ধার-করা জিনিস। ধারও আবার মূল সংস্কৃত হইতে নহে। মূল সংস্কৃত হইতে যদি বিদ্যাসুন্দর ধার করা হয়, তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য লোক তাহা ধার করিয়াছিল, তিনি ধার-করা জিনিস আবার ধার করিয়াছেন। যথেষ্ট সুদ সমেত শোধ দিয়াছেন সত্য, তবে জিনিষটা ধারের ধার। ভারতচন্দ্র ও

রামপ্রসাদ, দুইজনেই আর একজনের [কবি কৃষ্ণরামের] নিকট বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছিলেন। তিনি বাংলায় বিদ্যাসুন্দর প্রথম প্রচারিত করেন [১১]।"

কৃষ্ণরাম ভারতচন্দ্রের অগ্রবর্ত্তী, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতচন্দ্র-যে 'ধারের ধার' করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নহে। বিষয়বস্তু সদৃশ হইলেই যে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের সম্পর্ক আসিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।

"হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মৌলিক নহে বলায় যোগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রারম্ভে ছিল—'এবার ককনী কোকিল নয়, কলেজী কাকাতুয়া' [১২]।"

ভারতচন্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বর্দ্ধমানে। এই পরিবেশ স্থাপনের জন্য কবির বর্দ্ধমান-রাজের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ কিয়দংশে দায়ী কিন্তু সাধারণের ধারণা হইতেছে, বিদ্যাসুন্দর কাহিনী কল্পনাপ্রসূত নহে, যথার্থ। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একদা [৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৩ খৃীঃ] পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বর্দ্ধমান পর্যন্ত গিয়া প্রচুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন [১৩]। বহু কাহিনী ও কিংবদন্তী কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। নগরের প্রান্তে পীরবর্হাম নামক স্থানে বাঁকা নদীর উত্তর তীরে ইষ্টকের বাড়ীর স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ; তাহারই একটি ভগ্নপ্রাচীরস্থ কুলুঙ্গীর মত গর্ত্তকে 'বিদ্যা পোঁতা' বলে। ইহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে 'বীর হাটা' নামক স্থানে বীরসিংহের বাসভবন এবং এক ক্রোশ দক্ষিণে 'মালিপোঁতা'-ই হীরামালিনীর আবাস। বর্ত্তমান 'নাকুড়্ডি' ভারতচন্দ্রের 'নাগরীর হাট' ['নাগর হে চলিলাম নাগরীর হাটে']। ইহার উত্তরে 'দুর্লভা' নামে কালী-প্রতিষ্ঠিত মাঠই সুন্দরের উত্তর মশান। কিন্তু এই সকল কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। বর্দ্ধমানে বীরসিংহ নামে কোন রাজা কোন কালেই ছিলেন না। প্রাসাদতোরণের একটি ভাঙ্গা খিলানকে সুড়ঙ্গ বলা হয়। ভারতচন্দ্রের বর্দ্ধমানে পরিবেশ স্থাপনের কারণান্তর থাকিলেও উহার পশ্চাতে কোন ঐতি-হাসিক সত্য নাই। ভণিতায় কখনও কখনও ভারতচন্দ্র 'দ্বিজ ভারত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষণীয়, 'দ্বিজ ভারত' ও 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' একই

ব্যক্তি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে চৌরপঞ্চাশতের মাত্র তিনটি শ্লোক ['কনকচম্পক', 'তন্মনসি সম্প্রতি' এবং 'নোজ্‌ঝতি হরঃ'] গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী রাধাকান্ত মিশ্রের [দ্বিজ রাধাকান্ত] কালিকামঙ্গল [১৪] বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৯ শকাব্দ ['শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে'] = ১৭৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবি তদীয় কাব্যের উপাদান প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নিজ মনোমত করিয়া কাহিনী সাজাইয়াছিলেন। চরিত্রচিত্রণে, কাহিনীবর্ণনে ও নামকরণে নূতনত্ব আছে। মালিনীর নাম বিমলা, বিদ্যার সখী কমলা, বীরসিংহের পুত্র বিজয়সিংহ, সুন্দরের পুত্র সদানন্দ, কোটাল নিশাচর। কাহিনীবর্ণনে নূতনত্বের মধ্যে এইগুলি পাওয়া যায়—কালিকার মায়ায় বর্দ্ধমান যাত্রাপথে সুন্দরের নদী উত্তরণ, দেবী কর্ত্তৃক সুন্দরকে কজ্জ্বল দান, কজ্জ্বল-প্রভাবে অনঙ্গপূজাকালে অদৃশ্যভাবে সুন্দরের বিদ্যাদর্শন, দর্শন-বিচারে বিদ্যাকর্ত্তৃক সুন্দরকে জয়পত্রদান, তপস্বী-তপস্বিনীর ছদ্মবেশে বিদ্যাসুন্দরের বীরসিংহের সভায় গমন ও মিথ্যাপরিচয়দান, বীরসিংহের নিকট সুন্দরের বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ ও বিদ্যার সহিত বিচার প্রার্থনা, চোর-ধরা ব্যাপারে কোটালের সমস্যা-ক্রীড়া ও বিজয়সিংহের সভা ইত্যাদিতে ফাঁদ পাতা, মালিনীর বাড়ীতে বিদ্যার বসন-পরিহিত সুন্দরকে কোটালের বন্দীকরণ, বীরসিংহ কর্ত্তৃক বিদ্যাকে কুলকলঙ্ক-ব্যপদেশে হত্যা করার উদ্যোগ, মশানে কালিকা কর্ত্তৃক সুন্দরকে রক্ষা ও বীরসিংহকে পরিচয় দান, সুন্দরের পুত্র সদানন্দের মৃত্যু ও দেবীর কৃপায় পুনর্জীবন লাভ, দেবী কালিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গগমন। চৌরপঞ্চাশতের মাত্র দশটি শ্লোক গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে তাহাদিগের স্মারক পদগুলি হইতেছে—'কনকচম্পকদামগৌরীম্', 'শশীমুখীম্', 'যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীম্', নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্', 'সুরতজাগরঘূর্ণমানাম্', 'সুরত-তাণ্ডবসূত্রধারীম্', 'মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীম্', 'তন্মনসি সংপরিবর্ত্ততে', 'নব-বধূসুরতাভিযোগম্' এবং 'নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটম্'। কবির রচনা সহজ, অংশবিশেষে নাটকীয়ভাবাপন্ন এবং নিরলঙ্কার। রচনার দুইটি নমুনা—

হেনকালে কহে এক কোটালের চর। সিন্দূরে মণ্ডিত কর কামিনীর ঘর॥
অবশ্য রজক বাটী দিবে তার বাস। নিশানে ধরিব চোর কিসের তরাস॥

কোটাল কহেন কিছু নহে এই মত। ইজার পরিলে রাখে প্রস্রাবের পথ॥
রাজাধিরাজের কন্যা গৃহিণী যাহার। দ্বিতীয় বসনখানি নাই কি তাহার॥
—কোটালের যুক্তি

বিমলা বলেন বাপু নিবেদন করি। কি বোল তোমরা কিছু বুঝিতে না পারি॥
অনাথিনী একাকিনী নাতিটি লইঞা। কোন মতে কাটাকাল কাটুন কাটিঞা॥
ডাকা চুরি ছিনারি না জানি ভালমন্দ। রাজার দোহাই যদি মিছা দোষে বান্ধ॥
কোটালিয়া বলে তোর নাতি কোথা ছিল। রাজার কন্যার বাস সে কোথা পাইল॥
—মালিনীনিগ্রহ

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্য ভারতচন্দ্রের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় যদিচ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [১৫] প্রমুখ সকলেই রামপ্রসাদকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। কারণ প্রথমতঃ হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোরের আদেশে বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। ইহা ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকের কথা ['শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মহা অন্ধের ঔষধি অঞ্জন॥'] [১৬]। দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন'—অংশে রামপ্রসাদের নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং তৃতীয়তঃ কাব্যে ভারতচন্দ্রের অনুকৃতি বহুস্থানে সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ কাব্যটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। যাহাই হউক, লৌকিক প্রণয় কাহিনীমূলক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ। কাহিনীতে ও নামকরণে বহুশঃ কবি কৃষ্ণরামের অনুসরণ লক্ষিত হয়। কোটাল-[বাঘাই]-এর ও সুন্দরের পুত্র-[পদ্মনাভ]-এর নাম উভয় গ্রন্থে সমান। ভাটের নাম মাধব, মালিনী ভারতচন্দ্রের অনুসরণে হীরাবতী। কৃষ্ণরামের 'কলাবতী ব্রাহ্মণী' রামপ্রসাদের গ্রন্থে 'বিদু ব্রাহ্মণী' হইয়াছে। চোর ধরা উভয় কবিরই এক ধরণের। নূতনত্বের মধ্যে গ্রন্থের শেষের দিকে পাইতেছি সুন্দরের দক্ষিণ কালিকা মূর্ত্তি স্থাপনা ও শব সাধনা; পরে যোগ সাধনে 'দেহত্যাগ করতঃ বিদ্যাসুন্দরের আদিরূপ-[মালাধর-হারাবতী]-প্রাপ্তি ও স্বর্গ গমন। চৌরপঞ্চাশতের পাঁচটি মাত্র শ্লোক কাব্যে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদিগের স্মারক পদগুলি এই—'কনকচম্পকদামগৌরীম্',

'শশীমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং', 'মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ—', 'বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে' এবং 'নোজ্ঝতি হরঃ'। কাব্যবিচারে বলা যায় যে, ভারতচন্দ্রের তুলনায় রামপ্রসাদের রচনা ক্ষীণপ্রভ। ছন্দোবৈচিত্র্য ও অনুপ্রাসের চেষ্টা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় বটে, তবে ভাষা আড়ষ্ট ও মধ্যে মধ্যে নিতান্ত অশোভন। ভারতচন্দ্রের ন্যায় রামপ্রসাদের কাব্যেও বহু সুভাষিতের সন্ধান পাওয়া যায়[১৭]। অনেকে বলেন যে, ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ রামপ্রসাদের অপেক্ষা মানবিকতা-উপাদানে হীন[১৮]। কিন্তু এই অনুমানের স্বপক্ষে ভারসহ কোন যুক্তি নাই। প্রসঙ্গান্তরে এই বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর রচনা রামপ্রসাদের উপরোধে ঢেঁকী গলাধঃকরণের মতই খাতিরী রচনা। শক্তিসাধক রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতগুলি বিদ্যাসুন্দরের কবিকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ স্বয়ং তাহা জানিতেন বলিয়াই বলিয়াছিলেন—'গ্রন্থ (বিদ্যাসুন্দর) যাবে গড়াগড়ি গানে হবে মত্ত'। রচনার কিছু নমুনা—

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার। বিদেশী বেপারী বৈসে হাজার হাজার॥
বণিজী দোকানী কত শত শত ঠাঞি। মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখমল পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদই নলাটি চিকণ সরবন্দ। আর আর কত কব আমীর পছন্দ॥

—বর্দ্ধমান বাজার বর্ণনা

অগ্নি মূল্য দ্রব্য যত আর কব কি। দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ। কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে। উচক্ক সময় এত মনে নাহি আসে॥
পাঁচ কড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥

—মালিনীর বেসাতির হিসাব

দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়। যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়। খাওহে বাপের কলা দিয়া ছোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র। হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥

—চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা

ভট্ট কহে কোতোয়ালরে ঐসারে গারি ইত্ দীজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায় গা বুঝ সমুঝকে বাত কীজিয়ে॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ চোর কহো ছোঁ মূঢ় কুলরমণী মনমোহন ফান্দ॥
—কোটালের প্রতি ভাটের উক্তি

নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্নের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৮ ['শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু'] শকাব্দ = ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পাত্রপাত্রীর নামকরণে পাওয়া যায়, বিদ্যার পিতা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্ররেখা, রাজধানী উজ্জয়িনী, সুন্দরের পিতা গুণাসার, মাতা কলাবতী, নিবাস রত্নাবতী। রচনার নমুনা—

সুন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ। কলঙ্ক শরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্টতপ করে চান্দে পাই অপমান। মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয় সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হয়ে তুলনা। আর কারে আসিয়া করিমু বিড়ম্বনা॥
তিন ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম। রূপ গুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর। বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমসর॥
—বিদ্যার রূপবর্ণন

ক্ষেমানন্দ ও বিশ্বেশ্বর দাস বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রণেতা ছিলেন বলিয়া শোনা যায় [১৯]।

কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল আকারে হ্রস্ব। ইহাতে সুন্দরের পিতা রত্নাবতীর রাজা গুণসাগর, বিদ্যার পিতা বীরসিংহ। বসুমতী প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর'-গ্রন্থাবলী-[২০]-তে কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আসল নাম 'মধুসূদন' বলা হইয়াছে কিন্তু উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে মধুসূদনের ভণিতা একটিও নাই যদিচ সম্পাদক মহাশয় 'স্পষ্টাক্ষরে মধুসূদন নাম আছে' বলিয়াছেন। মুদ্রিত গ্রন্থে 'কবিচন্দ্র', 'কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ', 'কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী', 'নিধি-কবিচন্দ্র' এবং 'কবীন্দ্র'— এই কয়টি ভণিতা পাওয়া যায়। কবির আত্মপরিচয় জানা যায় কেবল এই কয়টি ছত্রে—

কৃষ্ণচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব, অরবিন্দ, মকরন্দ, রামচন্দ্র অলি পরানন্দ।
তাহার অনুজ কহে, কালীপদ সরোরুহে, বিরচিয়া পাঁচালী প্রবন্ধ॥
—কোটালের শাসন

ঘটক চক্রবর্ত্তী সুত, কৃষ্ণচন্দ্র পদে রত, শ্রীযুত ঘটক চূড়ামণি।
তাহার অনুজ কহে, কালীপদ সরোরুহে, রক্ষ রক্ষ নগেন্দ্র নন্দিনী॥
—সুন্দরের দেবীপূজা

কালিদাস ঘোষে [২১] দয়া, কর মাতা মহামায়া, নিবেদয়ে কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে॥
—গুণসিন্ধুর দেবীপূজা

শ্রীযুত কবীন্দ্র কহে জোড় করি পাণি। কুশলে রাখ মোর বাছা রামধনী॥
—সদানন্দের রাজ্যাভিষেক

মুদ্রিত গ্রন্থে গোড়ার অংশ নাই, মালিনীকে সুন্দর হাটে যাইতে বলিতেছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে স্বয়ং মাল্যরচনা করিবে, এইস্থান হইতে গ্রন্থের সূত্রপাত করা হইয়াছে। গ্রন্থের কাহিনী ও বর্ণনা সাধারণ—চোর ধরা ব্যাপারে পরিখা লঙ্ঘন ও রজকের গৃহে সিন্দুরাঙ্কিত বস্ত্র প্রাপ্তি। পুত্র সদানন্দের মৃত্যু ও দেবীর কৃপায় পুনর্জীবন লাভ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত সদৃশ। কাব্যের শেষে বিদ্যাসুন্দরকে লইয়া স্বর্গ-যাত্রা কালে দেবীর নিকট যম প্রভৃতি দেবতাদিগের পরাজয় কবির রচনার মৌলিকত্ব জ্ঞাপন করে। সমগ্র কাব্যে বিবিধ রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে—শ্রী, গান্ধার, পটমঞ্জরী, ধানসী, কল্যাণ, মঙ্গল, মল্লার, সুহি, করুণ ইত্যাদি। চৌরপঞ্চাশতের ৪২টি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুবাদগুলি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের একটি পুঁথির অনুবাদের সহিত প্রায় অভিন্ন। এই বিষয়ে 'খিল ভারতচন্দ্র'-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলে কালীভক্ত কংসমল্লের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (আলোচ্য মুদ্রিত গ্রন্থে তাহা নাই) এবং কবিচন্দ্রের ভণিতাযুক্ত বিদ্যাসুন্দরের পুঁথির মাত্র একখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে [২২]। মুদ্রিত গ্রন্থে কালজ্ঞাপক কোন শ্লোক নাই। রচনার নমুনা—

মোর কথা শুন লো মালিনি। এতেক বিলম্ব আজু কেনি॥
সভয়ে মালিনী বলিছে ধীরে। আজি অপরাধ ক্ষম মোরে॥
বিধাতা করিল একাকিনী। কি করিব আমি অভাগিনী॥
আছয়ে মালঞ্চ অতি দূরে। আনিতে বিধাতা বেলা করে॥

—মালিনীকে ভর্ৎসনা

মহিষের পিঠে যম চাপে দণ্ড হাতে। কত শত দূত চলে তার সাথে সাথে॥
অযোগ্য সমর কিবা ভাবিয়া অন্তরে। মহামায়া মায়াবিনী তথি মায়া করে॥
তনুতে করিল সৃষ্টি কোটি কোটি জনে। দেখি ভয়ঙ্কর যম মনে মনে গুণে॥
আপন আকার দেখে কোটি কোটি জনে। ধরিয়া পড়িল তথি দেবীর চরণে॥

—কালিকার নিকট যম ইত্যাদির পরাজয়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নেবারি অক্ষরে লিখিত একখানি নেপালী পুঁথি প্রকাশ করেন। পুস্তকটির নাম বিদ্যাবিলাপ [২৩], রচয়িতা 'দ্বিজ' কাশীনাথ, ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা, তারিখ সং ৮৪০ ভাদ্র সুদি ১৩ [=১৭২০ খ্রীঃ]। গ্রন্থকর্ত্তা পুস্তকটিকে নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন বটে, তবে, আসলে ইহা গাথা কাব্য ও ঈষৎ নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত, পাত্রপাত্রীর প্রবেশ ও আপন আপন ব্যক্তব্য বলাতে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ যুবক শিব শর্ম্মা সুন্দরের পিতা রত্নপুরীর রাজা গুণসাগর, মাতা কলাবতী, উজ্জয়িনীর রাজা বীরসিংহ ও রাণী শীলাবতীর কন্যা বিদ্যা, ভাট মাধব, মালিনী সুগন্ধি। অন্যান্য চরিত্রে আছে চণ্ডিকাদেবী, ঘোরদর্শন রাক্ষসী, বীরধঙ্গাদি রজক, ঠুঠিয়া-মুঠিয়া চণ্ডাল প্রভৃতি। সমগ্র নাটকটি গীতোপযোগী ছোট ছোট কাব্যসমষ্টি—তোড়ি, গৌরী, বরাড়ি, পহড়িয়া, যাজ-য়ন্তি [=জয়জয়ন্তী], মারু, ধনাশ্রী [=ধান্যশ্রী] প্রভৃতি রাগরাগিণীযুক্ত। ইহাতে সাতটি অঙ্ক। প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে—[অথ প্রথম দিবসে], [অথ দ্বিতীয় দিবসে]—এইরূপ বিভাগ আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে চণ্ডিকাদেবী স্বীয় পূজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—'পরকট ভয় হমে পুরাওব কামে। পূজা বলি লেব মোয় জায় ওহি ঠামে॥'। কাহিনীর মধ্যে সুড়ঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। ইহার অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, কোটাল কর্ত্তৃক

ধৃত সুন্দর কালিকাস্তুতির পরিবর্তে বিষ্ণুস্তুতি করিয়াছে। চোর ধরার কৌশল বররুচির কাব্যের অনুরূপ। ভণিতাতে নেপালের [ভাত গাঁওয়ের] শেষ নেবার-রাজ ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম আছে—'বিশ্বলক্ষিমিপ্রিয় ভূপতীন্দ্র নৃপ গাবয় রণজিত রাজ'। ভূপতীন্দ্রের পুত্র রণজিতমল্ল—ইনি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোরখালীদিগের নিকট পরাজিত হন। ইঁহারই উপনয়ন উপলক্ষ্যে বইটি বিরচিত হয়। পিতাপুত্রে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাশীনাথের রচনার নমুনা—

শুন সখি ক হেন মিলত পতি মোহি॥

জে জন বিদ্যাঞে জিত সে পহু মোরা। এহন মনোরথ কহৈচ্ছিঅ তোরা॥
বিচারি কহিনি তোহে সাজনি আজ। জনক জননি লগ কহু গয় কাজ॥
—বিদ্যার উক্তি [রাগিণী বেহাংগরা]

সুগন্ধি মালিনি ধোবিকে সদন ত্বরিত জায়ব রে।
সিন্দুর লা(রা)গল, কুমার বসন, ধোঅহ কহব রে।
গমন গজসম, মন্দ কয় হমে, এহি খনে রে॥

—মালিনীর প্রতি

লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তক-পৃষ্ঠচারিন্, দেবারিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিশ্ববন্দ্য।
মামদ্য পাহি শরণাগত-দীনবন্ধো, দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ॥
—কোটালধৃত সুন্দরের বিষ্ণুস্তুতি

আকাশে পুষ্পবন্তৌ তুহিনগিরিবরো মন্দরাদ্রিঃ সুমেরুঃ
পূর্ণাদ্রিশ্চিত্রকূটঃ সুরপতিনগরী কল্পবৃক্ষশ্চ যাবৎ।
স্ফূর্জ্জৎপ্রৌঢ়প্রতাপো রণজিতমল্লাধিসূনুনা সার্দ্ধমেব
তাবচ্ছ্রীভূপতীন্দ্রোঽবতু সকলবধরাং শত্রুসংহারদক্ষঃ॥
হে লোকা নেপালমহীমণ্ডলাখণ্ডল শ্রীশ্রীজয়ভূপতীন্দ্রমল্লদেব
তথা শ্রীশ্রীরণজিন্মল্লদেবস্য সপ্তাঙ্গরাজ্যবৃদ্ধিরস্তু সমরবিজয়য়োঽস্তু॥
—গ্রন্থশেষে আশীর্ব্বাদশ্লোক

কাব্যে চৌরপঞ্চাশিকার একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। পুস্তকটি প্রাচীন যাত্রাপালার একটি চমৎকার নিদর্শন।

[খ] সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ও চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য ঃ

বসন্ততিলকা ছন্দে রচিত পঞ্চাশ শ্লোকযুক্ত চৌরপঞ্চাশিকা-[< চৌরী-(চৌর)-সুরতপঞ্চাশিকা]-নামক আদিরসাত্মক কাব্যের কথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই শুনিতে পাওয়া যায়। কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সেই হেতু ইহার একাধিক পাঠও পাওয়া যায়। এই কাব্যটির রচয়িতা কে, এই বিষয়ে প্রচুর বিতর্ক বর্ত্তমান। একাদিক্রমে—কাশ্মীরী কবি বিদ্যাপতি বিহ্লন [= বিহ্লণ] চোর কবি [২৪], সুন্দর [২৫], বররুচি, মহাকবি কালিদাস [২৬] (?) এবং ভট্টপঞ্চানন [২৭]—চৌরপঞ্চাশিকার গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন [২৮]।

সাধারণতঃ বিদ্যাপতি উপাধিক বিহ্লনকেই চৌরপঞ্চাশিকার রচয়িতা বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বিহ্লন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী প্রবরপুরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী খোনমুখ নামক স্থানে এক মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিহ্লনের পিতা জ্যেষ্ঠকলশ ও মাতা নাগদেবী, পিতামহ রাজকলশ, প্রপিতামহ মুক্তিকলশ, অগ্রজ ইষ্টরাম এবং অনুজ আনন্দ। কাশ্মীরে শিক্ষালাভান্তে কবি দেশভ্রমণে বাহির হন। মথুরা, প্রয়াগ, কনৌজ, বারাণসী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের পর কবি সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। তাঁহার কাব্যে [২৯] গুর্জ্জরবাসীদিগের নিন্দা হইতে অনুমান হয় কবি অনহিলবাড়ে যথোচিত সম্মানিত হন নাই। কবি 'কল্যাণ' নামক দেশে আসিলে কল্যাণধিপ চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমদেব-[রাজত্বকাল ১০৭৬-১১২৭ খ্রীঃ]-এর সভাকবি হন ও 'বিদ্যাপতি' উপাধিভূষিত হন। সম্ভবতঃ কল্যাণেই কবি বাকী জীবন কাটাইয়াছিলেন। কবির কাশ্মীর ত্যাগ [১০৬২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে], দেশভ্রমণ ও কাব্যজীবন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থপাদের মধ্যে পড়ে। রাজতরঙ্গিণী-[৭।৯৩৬]-তেও পাওয়া যায় যে, কবি কলশের রাজত্বকাল-[১০৮০-৮৮ খ্রীঃ]-এ কাশ্মীর ত্যাগ করেন এবং কলশের পুত্র হর্ষদেব-[১০৮৮ খ্রীঃ]-কেও সিংহাসন আরোহণ করিতে দেখিয়া যান [৩০]। বিহ্লনের রচনাবলী—কর্ণসুন্দরী নাটক, চৌরী-সুরতপঞ্চাশিকা, বিহ্লনচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত [১০৮৫ খ্রীঃ] এবং

বিহ্লনীয় কাব্য। চৌরপঞ্চাশিকার উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়—ভোজের [মৃত্যু ১০৬৩ খ্রীঃ] 'শৃঙ্গারপ্রকাশ', 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' এবং ধনঞ্জয়ের 'দশরূপ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থ [৩১] প্রভৃতিতে। আবার অভিনবগুপ্তের লোচন-[নির্ণয়-সাগর প্রেস। পৃঃ ৬০]-এ রাজানক কুন্তকের বক্রোক্তিজীবিতে এবং ধনিক-কৃত দশরূপকের টীকা-[নির্ণয়সাগর প্রেস—৪।২৩]-তে চৌরপঞ্চাশিকার উদ্ধৃতি [৩২] দেখিয়া মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেও ইহার কোন একটি রূপ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ছিল।

চৌরীসুরতপঞ্চাশিকার পূর্ব্বে যে-বিহ্লন প্রেম-কাহিনী যুক্ত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। বিহ্লনের জীবনবৃত্তে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। বিহ্লন-কাব্যোক্ত মহিলপত্তন অনহিলবাড় বা অনহিলপত্তনের রূপান্তর হইলেও সেখানে রাজা বীরসিংহের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। চাপোৎকট বংশীয় বৈরীসিংহ বা বীরসিংহ [মৃত্যু ৯২০ খ্রীঃ] নামক এক নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। 'রাসমালা' হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কথা হইল যে, স্বীয় পত্নীর নামে ঈদৃশ রস-সম্বন্ধ কাব্য-রচনা কবি-পতির পক্ষেও কি সম্ভব [৩৩]? বিদ্যাপতি উপাধিক বিহ্লনকে বিদ্যার পতিরূপে কল্পনা করাও বিচিত্র নহে। আসলে চৌরীসুরতপঞ্চাশিকার শ্লোক-গুলি-যে কাহার রচনা, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। বিভিন্ন পাঠে এক-একটি প্রেমকাহিনী বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও নামধাম সহ যুক্ত হইয়াছে, যদিচ প্রত্যেকটি পাঠে পাঠান্তর সুপ্রচুর। মুদ্রিত কাশ্মীরীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠে মাত্র তেত্রিশটি শ্লোক সমান পাওয়া যায়, আবার কাহারও মতে সাধারণ শ্লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচটি [৩৪]। চৌরপঞ্চাশিকার বিভিন্ন পাঠগুলি এইস্থলে প্রদত্ত হইল [৩৫]—

(ক) **বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পাঠঃ**—(১) গণপতি কৃত টীকা ['বিলাসী-জনচিত্তকৈরবচন্দ্রিকা'] সমেত ভর্ত্তৃহরির শতকের সহিত Petrus Von Bohlen কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্লিন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ।

[*Bhartriharis Sententæ et Garmen Quod Chauri Nomine Circumfertur Eroticum by Petrus Von Bohlen, Berolini—Impensis*

Ferdinandi Duemmleri, MDCCCXXXIII]. (২) Haeberlin কৃত 'কাব্যসংগ্রহ'-এ সম্পাদিত। [কলিকাতা ১৮৪৭ খৃঃ। পৃঃ ২২৭—]।

(খ) **দক্ষিণ ভারতীয় পাঠঃ**—(১) Monsieur J. Ariel কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। [Journal Asiatique, 1848, S.4, t.xi, p. 469f.]. (২) 'কাব্যমালা'—গুচ্ছক ১৩। [বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস। ১৯০৩ খৃঃ। পৃঃ ১৪৫-৪৯]। (৩) বিহ্লন-কাব্য।

(গ) **কাশ্মীরীয় পাঠঃ**—(১) Dr. W. Solf কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

[*Die Kacmir Recension der Pancasika, Kiel, C. F. Haeseler, 1886*].

(২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ' [কলিকাতা ১৮৮৮ খৃঃ। ৩য় ভাগ। পৃঃ ৫৯৬—] এবং 'কাব্যকলাপ' [নং ১, পৃঃ ১০০-০৫]।

চৌরপঞ্চাশিকার একাধিক পুঁথি [৩৬] ও টীকা পাওয়া যায়। টীকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিরামের পুত্র নন্দরামের অনুরোধে রাধাকৃষ্ণের লিখিত টীকা [এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং জি ১৪২ ; ৩৭০৭], রাম তর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপনী [ইণ্ডিয়া অফিস পুঁথি নং ১১৮৪ এ; ২৮৮১], রাম উপাধ্যায়ের পুত্র গণপতির লেখা টীকা [বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা পুঁথি নং ৮২২৭], ভবেশ্বরের রচিত টীকা [এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং জি ৮২৮০], কাশীনাথ সার্ব্বভৌম কৃত টীকা ইত্যাদি। রাম তর্কবাগীশ ও কাশীনাথ সার্ব্বভৌমের টীকা বাঙ্গালাদেশে সুপরিচিত [৩৭]।

Dr. W. Solf সম্পাদিত পুস্তকের প্রথম দুইটি শ্লোকে কেবল তিনটি চরিত্র পাওয়া যায়—বিহ্লন, কুন্তলপতি এবং একটি রাজপুত্রী। Monsieur J. Ariel সম্পাদিত পুস্তকের কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার হইতেছে এই—কনকাদ্রির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষ্মীমন্দির। তথাকার রাজা মদনাভিরাম, রাণী মন্দারমালা, কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকা। কন্যার শিক্ষাগুরু বিহ্লন। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবারণার্থে রটনা করা হইল যে, শিষ্যা কুষ্ঠরোগিণী ও গুরু অন্ধ কারণ রাজকন্যা অন্ধ ও বিহ্লন কুষ্ঠীকে ঘৃণা করিতেন। গুরু-শিষ্যার মাঝে রহিল যবনিকার ব্যবধান। কিন্তু এই ছল দীর্ঘস্থায়ী হইল না। অচিরেই যবনিকা অন্ত-

হির্ত হইল এবং যথানুমিত সমস্তই ঘটিল [৩৮]। 'কাব্যমালা'—সংস্করণে নায়িকা শশিকলা ওরফে চন্দ্রকলা বা চন্দ্রলেখা, মহিলাপত্তনের রাজা বীরসিংহের কন্যা। রামকৃষ্ণের 'গুরুপরম্পরাচরিত্র'-[উত্তরার্দ্ধ ২।১১, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, প্রকাশিত]-এ, নায়িকা শশিকলা, গুর্জ্জরস্থ অনলপুরের রাজা বীরসিংহের কন্যা ও বিহ্লন তাঁহার শিক্ষক। 'বিহ্লন-কাব্য'-এ নায়িকা শশিকলা বীরসিংহ ও সুতারার কন্যা, বিহ্লন যথারীতি সাহিত্য ও প্রণয়ের শিক্ষাগুরু। বিহ্লন-কাব্যেও যবনিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু 'দৈবাত্তয়োরঘটিতং ঘটিতং বভূব'—যথারীতি পূর্ব্বরাগ, মিলন, গোপনবিহার-উদ্ঘাটন, বিচার ও পঞ্চাশশ্লোকে নায়িকা-সম্ভোগ বর্ণন। এদিকে শশিকলাও সপ্ততল প্রাসাদের চূড়া হইতে লম্ফ দানে তনুত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়াতে বিহ্লন মন্ত্রী ও বন্ধুবর্গের সহায়তায় প্রাণ ও প্রাণাধিকা দুই-ই ফিরিয়া পাইলেন [৩৯]। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের 'কাব্যসংগ্রহ'-এ নায়কনায়িকার পরিচয়, নিবাস ও পরিণতি—কিছুরই উল্লেখ নাই। একটি গুজরাটী পুঁথিতে দেখা যায় যে নায়িকা চাপোৎকট-[> চৌর]-রাজললনা। বাঙ্গালাদেশে সুন্দর ও বিদ্যা যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা। রাম তর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপনী টীকায় [১৭২৮ শক = ১৮০৬ খৃীঃ] কাহিনীটি এইরূপ—রাঢ়ার অন্তর্গত চৌরপল্লীর রাজা গুণসাগরের পুত্র সুন্দর বিদ্যার রূপগুণ শ্রবণান্তর গোপনে তাহার সহিত মিলিত হয়। পরের ঘটনা যথাপূর্ব্বম্। অবশেষে দেবীর প্রভাবে রাজা সুন্দরকে জামাতৃরূপে স্বীকার করেন।

বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রসের এই চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যটি সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। কবি বিহ্লনের আদর্শ ছিলেন মহাকবি কালিদাস, এই কথা বিহ্লন তদীয় কর্ণসুন্দরী নাটকে স্বীকার করিয়াছেন—'সদ্যো যঃ পথি কালিদাস-বচসাম্'। যদি তাহাই হয়, তবে চৌরপঞ্চাশিকা মহাকবির মেঘদূতের ছায়ায় পড়িতে পারে। চৌরপঞ্চাশিকা পরবর্ত্তী কালের বহু কবিকে কাব্যসম্ভার যোগাইয়াছে। বিবিধ ভাষায় অনুরূপ বহু কাব্য রচিত হইয়াছে। বিহ্লন-কাব্য ব্যতীত সংস্কৃত-বিদ্যাসুন্দর কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় [৪০]। গুজরাটীতে 'বিদ্যাবিলাসিনী' কাব্য, 'শশিকলা অনে চৌরপঞ্চাশিকা' নামক কাব্য [নাগরদাস প্যাটেল সম্পাদিত], 'শশিকলা বিরহ প্রতাপ' [১৬শ

শতাব্দী] ইত্যাদি কাব্য পাওয়া যায়। 'কাব্যেতিহাস সংগ্রহ'-এ প্রকাশিত অনুরূপ একশত-পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক একটি মারাঠী কাব্য পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা গৌরীপুরবাসী ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ কবি বিঠল, রচনাকাল ১৫৯৯ শকাব্দ। জৈন কবি জ্ঞানাচার্য্য বিহ্লনকাব্য ও শশিকলাকাব্যকে অপভ্রষ্ট সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেন [৪১]। খৃীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষপাদে জৈন কাব্যকার রাজশেখর সূরীর রচনায় অনুরূপ একটি কাহিনী পাওয়া যায় [৪২]। কাহিনীটি হইতেছে এই—উজ্জয়িনীর দিগম্বর জৈন সাধু বিশালকীর্ত্তির শিষ্য মদনকীর্ত্তি সর্ব্ববিদ্যাপারঙ্গম হইয়া পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কে পরাস্ত করিয়া গুরুর সাবধান করা সত্ত্বেও দক্ষিণদেশে (কর্ণাটে) গিয়াছিলেন। ফলে উপযুক্ত দক্ষিণাও দক্ষিণহস্তে মিলিয়াছিল। দক্ষিণদেশে কুন্তীভোজ রাজার আদেশে তদীয় বংশকীর্ত্তি-কথা রচনাকালীন অনুলেখিকা রাজকন্যা মদনমঞ্জরীর সহিত মদনকীর্ত্তি প্রণয়াবদ্ধ হইলেন—পরে উভয়ের বিবাহ।

স্যার এডুইন্ আর্ণল্ড চৌরপঞ্চাশিকার ইংরেজীতে স্বাধীন কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন [৪৩]। গ্রন্থটির ভূমিকাতে কাহিনীর পাত্রপাত্রীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নায়ক এক ব্রাহ্মণ চোর, নায়িকা কাঞ্চীপুরাধীশ সুন্দরের ললনা। গ্রন্থশেষেও 'চৌরমহাকবি'-কে শ্লোকপঞ্চাশিকার গ্রন্থকর্ত্তা বলা হইয়াছে—'ইতি শ্রীচৌরমহাকবিনা রচিতা শ্লোকপঞ্চাশিকা সমাপ্তা'। সম্ভবতঃ স্যার এডুইন্ আর্ণল্ড্ চৌরমহাকবি অর্থে বিহ্লনকেই বুঝাইয়াছিলেন কারণ তিনি Petrus Von Bohlen-এর সম্পাদিত চৌরপঞ্চাশিকার বিষয় অবগত ছিলেন। তদ্ব্যতীত চোর-কবি ও বিহ্লন পৃথক্ ব্যক্তি। জক্কন্ নামক জনৈক তেলেগু কবি তদীয় 'বিক্রমার্কচরিত' কাব্যের প্রশস্তিতে বিহ্লন ও চোর-কবিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'চৌরীসুরত' শব্দটি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেয় যে, কাহিনীটির বিষয়বস্তু গুপ্ত-প্রেম [=চৌরী সুরত], রাজললনা এবং কোন একটি চোরের প্রেম কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাশিকা কাব্য সৃষ্ট হয় নাই। গ্রন্থের ভূমিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"In 1798, the very learned Lassen, rummaging in the library of the Hon'ble East India Company at White Hall,

found a manuscript in Sanskrit of this old poem—the *Caura-panchasika*, or 'Fifty Distiches of Chauras.' He gave his copy and comments, to the scarcely less erudite Peter a Bohlen of Berlin, who published in that city the text (and the commentaries of one Ganapas [৪৪] upon it) in very excellent and perspicuous Devnagri type, affixing a preface and appending a latin translation. Going lately for a month's holiday to the Canary islands, I took a transcription of the two hundred Sanskrit slokas with me and made this English version of them, sitting before breakfast at each lovely day break, in the garden of Orotava. India still greatly admires the poem, which if it be as has been thought, contemporary with Bhartrihari, would date from the commencement of the Christian era. Its legend runs that a young and accomplished Brahman Chauras, at the court of King Sundara of Kanchinpur, fell in love with the beautiful daughter of the Maharajah, named Vidya. The flame was mutual and when the secret of the pair became revealed, the incensed monarch pronounced sentence of death upon Chauras, who passed his last hours in prison [৪৫] composing these verses in praise and recollection of his lost mistress. Each quatrain of the half-hundred constituting the poem begins with the same sanskrit word of reminiscence, *'Adyapi'*, and their characteristic is a melodious and ingenious monotony of fanciful passion. The story lives that the Maharajah forgave the offence of the lover on account of the skill of the poet. But Peter of Bohlen very justly observes—*'nulla facile lingua talia experimere potest verba sanscrita'*, and if I reproduce my little book just as I wrote (and grotesquely illuminated) [৪৬] it in the Hesperidean palm-grove, this shall only be to amuse scholars, lovers and ladies not from any notion of its literary merit [৪৭]."

বররুচির [৪৮] নামে প্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত । বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ কাব্যের একাধিক মুদ্রিত পুস্তক ও পুঁথি পাওয়া যায়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—(ক) সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্ (খ) বিদ্যাসুন্দরচরিতম্ (গ) বিদ্যাসুন্দর-চৌরপঞ্চাশিকা [হিন্দীভাষাতে লেখা টীকা সহিত] (ঘ) বিদ্যা-

সুন্দরোপাখ্যানম্ (পুঁথি)। প্রথম তিনটি মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকগুলি মোটামুটি একই, সম্ভবতঃ তিনখানিরই আদর্শ এক। গ্রন্থ ও পুঁথিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইল—

(ক) সং-[illegible]ম্‌ঃ—রচয়িতা বররুচি, টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, হরফ বাঙ্গালা। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, সংবৎ ১৯২৯ [=১৮৭২ খ্রীঃ]। প্রকাশক ময়নাগড়ের ঈশানচন্দ্র ঘোষ [৪৯]। সম্পাদকের নাম নাই। কাব্যটির মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৪+৫১ [=১০৫]—প্রথমটি বিদ্যাসুন্দর-আখ্যানভাগের ও দ্বিতীয়টি চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকসংখ্যা। মূল কাহিনী হইল বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সাক্ষাৎ, পূর্ব্বরাগ, প্রেমোৎপত্তি, আলাপ, মিলন, সুন্দরের আত্মপ্রকাশ এবং সর্ব্বশেষে সুন্দর কর্ত্তৃক মহাবিদ্যা-স্তুতি। গ্রন্থটিতে চৌরপঞ্চাশিকার পঞ্চাশটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থশেষের শ্লোকটি সীতাপতি-বন্দনা ["সীতাকৃতে বদ্ধমহাসমুদ্রঃ সীতাকৃতে ভগ্নমহেশ-চাপঃ। সীতামৃতে ত্যক্তসমস্তভোগঃ সীতাপতির্মে শরণং সদা স্যাৎ॥"]। গ্রন্থটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক।

(খ) বিদ্যা[illegible]ম্‌ঃ—রচয়িতা বররুচি, সটীক [বিষমোক্তি-বোধিনী টীকা], হরফ বাঙ্গালা, সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ দেওয়া আছে। মোট শ্লোক সংখ্যা ৫২ [বিদ্যাসুন্দর-কথা] + ৬০ [চৌরপঞ্চাশিকা] =১১২। গ্রন্থশেষে 'পাঠবিবেক' অংশে সম্পাদক [৫০] যে-সকল আদর্শের বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থটি একাধিক আদর্শ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, একটি আদর্শের শেষে প্রথম অংশে কালিদাসের ['ইতি কালিদাসকৃত বিদ্যাসুন্দরঃ সমাপ্তঃ'] এবং দ্বিতীয় অংশে সুন্দরের ['ইতি সুন্দরেণ বিরচিতং বিদ্যাবিলাপকাব্যং সমাপ্তম্'] উপর গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু এই 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'বিদ্যাবিলাপ' কাব্য সম্বন্ধে অন্য কিছু মূল্যবান্ তথ্য জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা পদ্যানুবাদের ভাষা প্রাচীন নহে, ভারতচন্দ্রের পরে রচিত কারণ একটি শ্লোক-['অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি—']-এর বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্র হইতেই 'গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থটি উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক। মূল গ্রন্থের শেষ শ্লোকটি 'পঞ্চতন্ত্র-কথামুখম্' হইতে গৃহীত হইয়াছে ['উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,

প্রচলতি যদি মেরু শীততাং যাতি বহ্নিঃ। বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে, ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং তথাপি॥']। সম্পাদক গ্রন্থটির দুই এক স্থলে সুভাষিতের [৫১] পতাকাও দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের সহিত তুলনায় এই গ্রন্থে শ্লোকপারম্পর্য্যের পার্থক্য দেখা যায়। গ্রন্থটির প্রারম্ভে টীকাকারে এই কাহিনীটি দেওয়া আছে—সৌরাষ্ট্রের রাজা শিবসিংহের কন্যা বিদ্যা বিবাহযোগ্যা হইলে অনুরূপ পাত্র না পাইয়া রাজা চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর রাজসভায় সমাগত এক ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের নিকট মদ্রদেশাধিপ লোমপাদ-পুত্র সুন্দরের বার্ত্তা পাইয়া তথায় রাজকন্যার চিত্র সহিত ভাটচতুষ্টয় প্রেরণ করিলেন। চিত্র দর্শনে মুগ্ধ সুন্দর সৌরাষ্ট্রদেশে আসিয়া কৌষিকী মালিনীর গৃহে বাসা বাঁধিয়া নারীর ছদ্মবেশে বিদ্যার সহিত মিলিত হইলেন। পরের কাহিনী সাধারণ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর অনুরূপ।

(গ) **বিদ্যাসুন্দর-চৌরপঞ্চাশিকাঃ**—রচয়িতা বররুচি, টীকা হিন্দী-ভাষাতে লেখা। এই টীকা টিহরীনিবাসী পণ্ডিত মহীধরজী শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপশাহের আদেশে সংবৎ ১৯৪০ [=১৮৮৩ খৃীঃ]-তে রচনা করিয়াছিলেন। হরফ নাগরী, আকৃতি ক্ষুদ্র, বোম্বাইয়ের 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর' মুদ্রণালয় হইতে সংবৎ ১৯৭৩ [=শকাব্দ ১৮৩৮=খৃীষ্টাব্দ ১৯১৬]-তে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকটি যথারীতি দুই অংশে বিভক্ত ও উক্তি-প্রত্যুক্তি-ছলে ['রাজপুত্রীকি অন্যোক্তি', 'সুন্দরকি ভ্রমরন্যোক্তি', 'রাজকন্যাকে কোকিলা-ন্যোক্তি', 'উত্তর সুন্দরকা' ইত্যাদি] গ্রথিত। টীকাকারের ভাষায় কাহিনীটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"সুন্দর নামা কবি ঔর্ এক সুরূপা বিদ্যা নামা রাজকন্যা এক পাঠশালামেঁ পঢ়তে থে। দোনহুঁ শাস্ত্রজ্ঞ হুবে ইন্‌কে বীচ্ অতীব স্নেহ থা। জব যুবা হুবে দোনহুঁ পরস্পর আসক্ত হুবে যহাঁ তক কি ক্ষণমাত্র-ভী এককে দেখে বিন দুসরেকো কল ন পড়তা থা। ইনকী প্রীতিকা বৃত্তান্ত হাবভাব-প্রেমশৃঙ্গার আদি ইস্ বিদ্যাসুন্দর নামা গ্রন্থমেঁ লিখা জাতা হৈ। নিদান একদিন রাজকীয় কিসী পুরুষনে যহ চরিত্র দেখকর রাজাকো খবর দী কি উসী বক্ত বহ রাজকন্যাকে সাথ বিহার করকে বাহর নিকলতা হুবা পকড়া গয়া, রাজানে খড়্গসে সির কাটনেকী

আজ্ঞা দী। প্রধানুসার মরনেকে \সময় খুনীকী মন ইচ্ছা পুছী গঈ তো, চোরকবিনে[৫২] যহী প্রার্থনা কী—ইস্ মহলসে উতরনেকো জিতনী সীঢ়ী হৈং, উনমেং এক এক শ্লোক ৰনাকর্ শুনানা চাহতা হুঁ ইসকা কহনা রাজানে মানা। তব বহ কবি প্রত্যেক সীঢ়ীমেং পব রখ কর উসী রাজকন্যাকে সাথকা ভোগ-বিলাস এবং উসকে রূপ-যৌবনকা প্রকট বর্ণন শ্লোকোঁমেং ৰনাকর সর্ব্বসাধারণকো শুনানে লগা। উসকী রমণ প্যারী রাজকন্যাভী ঊংচী অটারীবা ছাতপর বৈঠে শুনতী থী ইস ইচ্ছাপর কি জিস সময় মেরে রসিককো মারেঙ্গে উসী ক্ষণমেংভী অটারীসে কূদ অপনা জীব উসী প্রেমীকে লিয়ে ত্যজুঙ্গী জিসসে কি অগলে জন্মমেং তো বাসনা ৰলসে উসে পাঙঙ্গী, নিদান কবিনে ৫০ সীঢ়ীয়োঁ পর ৫০ শ্লোক ৰনায়ে, ইসকা নাম চৌরপঞ্চাশিকা (জো বিদ্যাসুন্দরকা আগে হৈ) রক্‌খা গয়া। ইতনে শ্লোকোঁকে পূরা হোনেমেং বহ কবি চৌকমেং ভী উতর গয়া। জল্লাদ মারনেকো খড়্গ লেকর তৈয়ার থা। রাজকন্যাভী কূদ কর মরনেকো প্রস্তুত হুঈ। ইতনেমেং মন্ত্রীনে রাজকন্যাকা অভিপ্রায় জান কর রাজাসে কহা কি মহারাজ জো হোনা থা সো তো দৈবযোগসে হুবা। কুলকলঙ্ক জো লগনা থা সো তো লগ চুকা। অব ইসকে মারনেসে কলঙ্ক তো নহীং মিটৈগা প্রত্যুত রাজকন্যাভী কূদ কর মরনেকো তৈয়ার হৈ দেখ লীজিয়ে। একতো গুলী, তদুত্তর দোনোঁকে ৰীচ চন্দ-চকোরকী নাঈ অতিপ্রেম বন্ধা হুবা হৈ। ঐসোঁকা মারনাভী অযোগ্য হৈ যহ বিচার উনকে প্রেমাতিশয়কা ঔর উনকে গুণমানীকা গুণজ্ঞ রাজাভী অপনে মনমেং বিচার হী রহা থা মন্ত্রীকে অরজ করনে পর জল্লাদকো মনৈ কর দিয়া ঔর বহ কন্যাভী উসী রসিককো ৰ্যাহ দী। পুরাণোঁসে ভী জ্ঞান হোতা হৈ কি রাজকন্যা ব্রাহ্মণোঁকী কন্যা রাজাওঁকো কিসী জমানেমেং ৰ্যাহী জাতী থী, উপরান্ত বিবাহ উৎসবকে পিয়া প্যারী আনন্দপূর্ব্বক রহনে লগে।”

পুস্তকটি ‘সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরম্’ নামক গ্রন্থের সহিত সদৃশ। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থশেষে অমরুশতকের একটি শ্লোক [‘পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহঃ—’] উদ্ধৃত

হইয়াছে। গ্রন্থটির [illegible] অংশের শ্লোকসংখ্যা ৬৪ এবং চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকসংখ্যা ৫১ (=মোট ১১৫)টি।

(ঘ) [illegible]নম্ (পুঁথি [৫৩]):—নাম 'বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানম্' বা 'বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গকাব্যম্', রচয়িতা 'শ্রীমন্মহাপণ্ডিত বররুচি' [৫৪]। পুঁথিখানি সুবৃহৎ ও সম্পূর্ণ, শ্লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৫৪৬টি। পুঁথিখানি বাঙ্গালা অক্ষরে যত্নের সহিত লিখিত যদিচ অক্ষরের বিশেষত্ব [৫৫] কিছু কিছু লক্ষিত হয়। ভাষা যদিও সংস্কৃত তথাপি এই প্রাকৃত শব্দগুলিও পাওয়া যায়—'চঙ্ক' [শ্লোক ৭৭], 'নিয়ড়' [শ্লোক ৩৭১], 'ঢঙ্গ' [শ্লোক ৩৭৬], 'পল্লঙ্ক' [শ্লোক ৪৪৫], 'ধম্মিল্ল' [শ্লোক ৪৪৬]। একটি শ্লোকে [নং ৪৫৯] শ্রুতিধ্বনি-[Euphonic Glide]-রও সন্ধান পাওয়া যায়—'তৎশৃন্বতঃ সততমেব দুনোতি চিত্তং হা **কান্তমস্তকপুরং** স্মরিতং প্রযামি'। সমগ্র রচনা শান্ত ও সংযত। কবি অনুষ্টুপ, মালিনী, স্রগ্ধরা, শার্দুলবিক্রীড়িত, প্রমাণিকা, আর্য্যা, উপজাতি, মন্দাক্রান্তা, বসন্ততিলকা, রথোদ্ধতা প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যটির বহু শ্লোক পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের সহিত সদৃশ। বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই পুঁথিতে 'অদ্যাপি' দিয়া বিদ্যা ৫০টি [শ্লোক ৪১৮-৬৭] শ্লোকে সুন্দর ধৃত হওয়ার পর বিলাপ করিয়াছে [৫৬] এবং সুন্দরও ৫৩টি [শ্লোক ৪৭৩-৫২৫] শ্লোকে পূর্ব্বস্মৃতি-পর্য্যালোচনা করিয়াছে। শেষোক্ত শ্লোকাবলী চৌরপঞ্চাশিকায় পাওয়া যায়। পুঁথিটিতে মূল কাব্যের লিপিকাল কিছুই দেওয়া নাই। পুঁথির পুষ্পিকাতে বিক্রমাদিত্যের নাম আছে। গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে রাজা সাহসাঙ্কের নাম [শ্লোক ৭-৯] পাওয়া যায়—

> সাহসাঙ্কস্য ভূপস্য সভায়াং কাব্যকোবিদৈঃ।
> আলাপঃ সুমহানাসীন্মনোহর্ষবিবর্দ্ধনঃ॥
> প্রসঙ্গে কাব্যানামভিনবকবীনাং নরপতি জগাদেবং
> তেভ্যঃ কথয় কবি চৌরস্য চরিতম্।
> সু[illegible]য়া বিলসিতকথাং পদ্যনিবহৈর্ভবন্তো
> বিদ্বাংসঃ পরমগুণিনঃ কাব্যরসিকাঃ॥

> বররুচি-নাম্না সুকবিঃ প্রণম্য বাক্যং নৃপেন্দ্রস্য।
> বিদ্যাসুন্দরচরিতং [illegible]॥

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বিক্রমাদিত্যই কি সাহসাঙ্ক [৫৭]? পুনশ্চ পুঁথিতে অপর তিনটি নামও [শ্লোক ২১] পাওয়া যায়—

> মাতুর্ব্বেশবিহাররাসরভসক্রীড়াকথাবর্ণনং
> কঃ [illegible]-সঙ্করশিব-শ্রীকালিদাসৈর্বিনা॥

শ্লোকোক্ত জয়দেব কেন্দুবিল্বগ্রামী কবি জয়দেবের সহিত অভিন্ন হইলে পুঁথির রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পর বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু অপর দুইটি নাম—'শ্রীকালিদাস' ও 'সঙ্করশিব'—ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। শ্রীকালিদাস কি মহাকবি কালিদাস? সঙ্করশিব কি একটি নাম, অথবা, সঙ্কর [=শঙ্কর [৫৮]] ও শিব দুইটি পৃথক্ নাম? এক বা পৃথক্ যাহাই হউক না কেন, সমস্যা সমানই থাকিয়া যায়।

পুঁথিটির আরম্ভে দেবদেবী-বন্দনায় 'কৌলিকী দেবতা' কালিকা ও 'জগদাদিতাণ্ডবকলাধীশঃ পুরাণো নটঃ' মহাদেবের সহিত 'চৌরোহরি'ও বন্দিত হইয়াছেন। কবিকৃত প্রকৃতি-বর্ণনা সুন্দর। বহু সুভাষিতেরও সন্ধান কাব্যে পাওয়া যায় [৫৯]। উপাখ্যানের পাত্রপাত্রীর মধ্যে পাইতেছি সুন্দরের পিতা রত্নাবতীর অধীশ্বর চন্দ্রবংশীয় গুণসার ও মাতা কলাবতী। বিদ্যার পিতা উজ্জয়িনীর অধিপতি সূর্য্যবংশজ বীরকেশরী, রাণী শীলাবতী। ভাট মাধব এবং মালিনী সুচরিতা [৬০]। অপুত্রক রাজা গুণসার কালিকার প্রীত্যর্থে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করিয়া, দেবীর বরে পুত্রলাভ করিলেন। জাতক্রিয়া করিয়া পুত্রের নাম রাখা হইল সুন্দর ['দেবীং ষোড়শমাতৃকাং গণপতিং সম্পূজ্য ষষ্ঠীং [৬১] ততো, দৃষ্টাঙ্গানি মনোহরাণি নৃপতির্নাম্না কৃতঃ সুন্দরঃ।' (শ্লোক ১৭)]। স্বভাব-কবি সুন্দর দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। একদা প্রসুপ্তা জননীর কর্ণাভরণের উপর রৌদ্র পড়াতে সুন্দর উহার বর্ণনা করেন ও তাহা শুনিয়া রাজা বিশেষ বিরক্ত হন। এদিকে মাধব ভাট বিদ্যার বর খুঁজিতে খুঁজিতে বহু বর্ষ পরে ঘটনাচক্রে রত্নাবতীতে আসিয়া রাজসভামধ্যে সুন্দরকে আবিষ্কার করিল এবং গোপনে তাঁহাকে বিদ্যার সংবাদ ও প্রতিজ্ঞার

কথা বলিল। সুন্দর দেবীপূজা করিলেন, দৈববাণী হইল—'তদ্গচ্ছ শীঘ্রং নৃপরাজধানীং পরীক্ষণীয়া ময়ি তেঽত্র ভক্তিঃ' [শ্লোক ৪৯]। হৃষ্ট সুন্দর প্রভাতে অশ্বারোহণে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিলেন, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া। নগর-সমীপে সরোবর-তীরে বিশ্রামরত সুন্দরের সহিত 'মালাকার-কুটুম্বিনী' সুচরিতার আলাপ হইল এবং সুন্দর মালিনীর গৃহে বাসা বাঁধিলেন। ক্রমে ক্রমে মালিনীর নিকট হইতে রাজ-অন্তঃপুরের কথা, রাজ্যের হালচাল, কোটালের দৌরাত্ম্য, বিদ্যার অলৌকিক রূপ এবং প্রতিজ্ঞার কথা জানিলেন। একদিন বিনাসূত্রে মালা গাঁথিয়া সুন্দর মালিনীকে দিয়া বিদ্যার নিকট পাঠাইলেন। বিদ্যা মালাগাঁথনীর প্রশংসা করিলে মালিনী সুন্দরকে স্বীয় ভগ্নীপুত্র বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু এই মিথ্যা পরিচয় সেইদিন ধরা পড়িল যেদিন সুন্দর স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক মালার মধ্যে লুকাইয়া বিদ্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর যথারীতি উভয়েই মিলনেচ্ছু হইলেন। ভক্ত সুন্দর কালিকাপূজা করিয়া বর চাহিলেন—'মালিন্যাভবনাদ্ যাবদ্ বিদ্যামন্দিরমুত্তমম্। তাবদ্ বিবরমাকাঙ্ক্ষে দেহি মাতর্ব্বরং মহৎ॥' [শ্লোক ১৯০]। দেবী কহিলেন—তথাস্তু। অতঃপর বিদ্যাসুন্দরের বিচার [৬২], সুন্দরের হেঁয়ালীতে আত্ম-পরিচয়দান, গান্ধর্ব্ববিবাহ ও বিহার আনুপূর্ব্বিক সংঘটিত হইল। বিদ্যা সুন্দরকে অন্তঃপুরে নারীবেশে আসিতে উপদেশ দিলেন—'শাকং সখ্যা সমাগচ্ছ ত্যজ মার্গং বিরূপধৃক্' [শ্লোক ২৮৩] [৬৩]। অনন্তর বিদ্যার গর্ভ রাণীর মারফৎ রাজার কর্ণগোচর হইলে কোটালের লাঞ্ছনার একশেষ হইল। চোর সন্ধান সুরু হইল। বিদ্যার মন্দির সিন্দূরলিপ্ত হইল, রজকের সহিত পরামর্শ হইল, খন্দক কাটা হইল এবং 'বিরূপধৃক্' সুন্দর দক্ষিণ পদ আগাইয়া খন্দক পার হইতে গিয়া কোটালের হাতে ধরা পড়িল [৬৪]। এদিকে 'সুন্দর পড়িল ধরা শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা'। বিদ্যা পতির বন্ধন মোচনার্থে কালিকাস্তুতি করিয়া পঞ্চাশ শ্লোকে বিলাপ করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা সুন্দরের শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। ঘাতক সুন্দরকে নিদানকালে কহিল—'হে মূঢ়! স্মর দেবেশং স্বীয়মিষ্টজনং তথা' [শ্লোক ৪৬৯]। সুন্দর ইষ্টদেবতা ও ইষ্টজন, উভয়কেই স্মরণ করিলেন এবং রাজাকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন ['ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ']। অতঃপর রাজা চোরের পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর অকপটে আত্মপরিচয় দিলেন। ইত্যবসরে মাধব ভাট আসিয়া সুন্দরকে চিনিতে পারিল এবং সুন্দরের বন্ধনমোচন হইল। অতঃপর [শ্লোক ৫৪৩]—

নক্ষত্রে শশিদৈবতে সিতদিনে বৈশাখমাসে রবৌ
লগ্নে বাক্‌পতিরীক্ষিতে শশধরে শুদ্ধে তথা তারকে।
শুক্রে পুষ্টবলে বিলগ্নসহিতে নন্দে তিথৌ সাদরং
রত্নাদ্যৈঃ সহ সুন্দরায় রুচিরাং বিদ্যামদাৎ ভূপতিঃ॥

রচনার নমুনা—

যমুনাতীরবিহারী কৌতুককারী ব্রজস্ত্রীণাম্।
অভিনবনাগররাজঃ চৌরো হরিঃ পাতু বঃ॥

গোপস্ত্রীগণবাসসাং ব্রজবনে চৌরশ্চিরং সঞ্চিতা-
নেকাদৃষ্টবতাং প্রশান্তমনসাং চৌরঃ পরঃ পুরুষঃ।
নিদ্রাযোগবিমোহিতাখিলজগন্মায়াময়াকারবান্
পায়াৎ কৌস্তুভসন্মনেরপি পুরা চৌরঃ প্রসিদ্ধো হরিঃ॥

গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতজটস্ত্রৈলোক্যজেতাভটঃ
কাষ্ঠাকল্পকটীপটস্তুহিনভূভৃন্নন্দিনীলম্পটঃ।
কারুণ্যাম্বুমহাঘটঃ করলসদ্ভোগীন্দ্র চণ্ডৎফটঃ
পায়াত্ত্বাং জগদাদিতাণ্ডবকলাধীশঃ পুরাণো নটঃ॥

কল্পাদ্যাকল্পশেষস্থিতকলিতকলাকালিকাকালরুপিণ্ডঃ
কাণ্ডসাহস্রপাণিঃ করকমলতলোদগ্রঘূর্ণৎ কৃপাণী।
কুর্ব্বাণা কামরূপে কিল কুলকুত্তকং কামদেবান্তকেন
ক্রুদ্ধা ক্রূরেষু কালী কলয়তু কুশলং কৌলিকী দেবতা নঃ॥

—গ্রন্থসূচনা (শ্লোক ১-৪)

নত্বেষ্টদেবীং গণপং গুরুঞ্চ সন্তোষ্য বিপ্রান্ ত্বরিতং কুমারঃ।
আদায় রত্নং কটিসূত্রমধ্যে জগাম রাজাত্মজ উজ্জয়ন্যাম্॥
দদর্শ গচ্ছন্নথ বামভাগে শিবাঃ শবানম্বুসুপূর্ণকুম্ভান্।
পুরো মুরারেঃ প্রতিমাং স দক্ষে পয়স্বিনীং গাং হরিণাংশ্চ বিপ্রান্॥

—সুন্দরের যাত্রাপথে শুভদর্শন (শ্লোক ৫৪-৫৫) [৬৫]

গম্ভীরনীরপ্রচয়স্য সাক্ষাৎ [illegible]ঃ সাম্যমিবাগতস্য।
মনোজ্ঞপত্রাব্জপতত্রিসঙ্ঘৈর্যাদোগণৈরাকুলিতস্য সর্ব্বৈঃ॥
সূর্য্যেন্দুকান্তাদিমণিপ্রবালৈর্মুক্তাসমূহৈরপিপদ্মরাগৈঃ।
নিবদ্ধতীর্থস্য চতুর্ষু দিক্ষু প্রসন্নতোয়স্য তরঙ্গসঙ্ঘৈঃ॥

—সরোবর-বর্ণন (শ্লোক ৫৭-৫৮) [৬৬]

কজরিপুকুলদীপঃ ষট্পদার্থদ্বিতীয়স্তদনু তরুণি বিদ্যে সারসস্যাদ্যবর্ণৈঃ।
সকলভুবনপাতা তস্য দাতুঃ সুতোঽহং ধনপতি দিশি

চাসীদ্রত্নযুক্তাপুরী স্যাৎ॥

—সুন্দরের আত্মপরিচয়দান (শ্লোক ২৩০) [৬৭]

আশ্যামং কুচমণ্ডলং নয়নয়োরালস্যমাকস্মিকং
পাণ্ডুত্বং বদনে তথাধরপুটে প্রোৎসুনতা সর্ব্বতঃ।
শয্যাভূমিগতাগতিঃ পরবশাৎ স্নিগ্ধাদরা কামিনী
মৃৎস্নাং গন্ধযুতাং সদাম্লমধুরং ভোক্তুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥
হারাবতী বীক্ষ্য বিরুদ্ধলক্ষণং ততঃ কুমার্য্যাঃ খলু গেহরক্ষিণী।
দ্রুতং যযৌ রাজপুরং তদানীং দেব্যৈ সমস্তং কথয়াম্বভূব॥
অদ্যাপি বালা ন হি বেৎসি কিঞ্চিৎ পুরান্তরস্থা শিশুকেলিলালসা।
কথং হি মূঢ়ে বিতথং ব্রবীসি [৬৮] স্তন্যাস্য গন্ধং ন মুখং জহাতি॥
সা বিস্মিতা দুঃখভরেণ ভাবিনী স্বয়ং যযৌ সত্বরমাত্মজাপুরম্।
বিলোক্য সর্ব্বং বিকলা বভূব ন দৃষ্টপূর্ব্বা কথমীদৃশীয়ম্॥
পুংসঃ প্রচারো ন হি বর্ত্ততেঽধুনা কস্মাদকস্মাদুদিতঃ প্রমাদঃ।
কিং দেবপুত্রো নিশি বা সমেত্য সুতাং প্রদুষ্টাং নিভৃতঞ্চকার॥
বিদ্যা [৬৯] কথং তে বদ রূপমীদৃশং রাজ্ঞঃ কুলে তন্নিকৃতঃ কলঙ্কঃ।
সা চাহ কিঞ্চিচ্চরিতং ন জানে মাতর্মৃষা তর্কমমুং ত্যজ ত্বম্॥
প্লীহারোগবশাম্মাতঃ সততং গরিমোদরে।
পাণ্ডুতা পাণ্ডুরোগেণ কালিমা কুচয়োরপি॥
আলস্যং তেন রোগেণ ভোক্তুং কিঞ্চিন্ন শক্যতে।
বাতেন ভূমিশয়নং জৃম্ভাভাবঃ পুনঃ পুনঃ॥

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা চ সততং কক্ষাম্বিল্লা সদৈব হি।
সন্তি দ্বারিমহাশূরা রক্ষিণো রাত্রিসঞ্চরাঃ॥

—বিদ্যার গর্ভ (শ্লোক ৩৪০-৪৮)

অদ্যাপি তং বিবরদুষ্করবর্ত্মনাপি [illegible]গৃহান্তরগতং মদনাভিরামম্।
পল্যঙ্কপুষ্পনিবহেসুবিরাজমানং মন্দস্মিতং কবিবরং ন হি বিস্মরামি॥
অদ্যাপি মচ্চরণরাগবিধানবিজ্ঞং পত্রাবলীবিরচনে সুরশিল্পিকল্পম্।
ধম্মিল্লবন্ধবিহরং রতিকেলিবিজ্ঞমেতাদৃশং প্রিয়তমং ন হি বিস্মরামি॥
অদ্যাপি সৌধভবনে নিশি মাং সুষুপ্তাং দৃষ্টা সখীজনসুবেশবিভূষিতেন।
ক্ষিপ্তং মদীয় বদনে শশিখণ্ডযুক্তং মুক্তাদ্যপূর্ব্বমপি যেন ন তং ত্যজামি॥
অদ্যাপি বন্ধুরহিতং পরিবার্য্যমানং বৈদেশিকং নৃপগণৈঃ করবালহস্তৈঃ।
ছেত্তুং শিরঃ সপদি হন্ত সমীপসংস্থৈর্বিক্ষিপ্তচিত্তমনিশং তমহং স্মরামি॥

—বিদ্যার বিলাপ (শ্লোক ৪৪৫-৪৮)

দীপা নিষ্প্রভতাং প্রযান্তি গলকে হারাবলী শীতলা
জৃম্ভা সৌবত খেদয়া চ বলতে তাম্বূলমন্দং মুখে।
চণ্ডাংশোর্মনয়ঃ করেণ কলিতা দীপ্যন্তি হর্ম্মৈঃ প্রিয়
প্রাতঃ সম্প্রতি বর্ত্ততে যদুচিতং ত্বং কৃত্যমাপাদয়॥
হুঙ্কারৈর্নিজবৎসদুঃখশয়নং গাবঃ সদা কুর্ব্বতে
নিঃশেষাং রজনীং স্বদণ্ডনিনদৈর্জল্পন্তি দণ্ডাশ্রয়াঃ।
বাতাঃ শীতলতাং বহন্তি পরিতো রোরৌতি চক্রায়ুধ-
শ্চন্দ্রোগ্লানিমুপাগতঃ কুমুদিনী গ্লানিং পরামাশ্রিতা॥

—নিসর্গবর্ণনা (প্রভাত। শ্লোক ২৯০-৯১)

অস্তাশায়াং দিনমণিরুচৌ বাগভাজিপ্রয়াতে
চঞ্চবাকৃষ্টং বিসকিশলয়ং স্বামিভুক্তং [৭০] বিহায়।
তত্তৎকান্ত প্রিয়বিলসিতং চেষ্টিতং সংস্মরন্তী
পত্যুর্বক্তুং করুণকরুণং বীক্ষ্যতে চক্রবাকী॥
ত্যক্ত্বা পল্বলমুত্থিতাঃ সহচরা গন্দ্রামুখাঘৃষ্টয়ো
বাসার্থং পরিতো ভ্রমন্তি নগরং পান্থাশ্চ শ্রান্তিং গতাঃ।

সৌধানাং ত্রিমবহন্তি তরবঃ প্রায়ো বলাকাশ্রয়া
গোধূলিপটলৈর্নিতান্ত নিয়ৈঃ শ্যামায়মানা দিশঃ॥

—ঐ (সন্ধ্যা। শ্লোক ৩৭০-৭১)

শ্রবণে চ যথোৎকণ্ঠা ন তথা দর্শনে ভবেৎ।
ন তথা তপ্যতে ভাস্বান্ যথাভ্যর্ণ জলাগমে॥

সর্ব্বরত্নময়ী মালা রাজকণ্ঠে বিরাজতে॥

ভাবিদুঃখং সমালোচ্য লব্ধং সুখমুপেক্ষতে।
কো মূঢ়শ্চণ্ডলাক্ষি চ রোগিণং যোগিনং বিনা॥

বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্ক্তে॥

বিচারঃ ক্রিয়তাং তত্র সংশয়ো যত্র বিদ্যতে॥

সঙ্কটসঙ্কুলেন মহিমা ন ত্যজ্যতে ধীমতা॥

—সুভাষিতাবলী (শ্লোক ৫১, ১৫৩, ২৪৮, ২৬৪, ৩৬১, ৩৮২)

[গ] বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভারতচন্দ্রঃ

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে [৭১]। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে এই উপাখ্যানের কথা বলিয়াছেন, ফারসীতেও একখানি সুপ্রাচীন বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান পাওয়া যায় [৭২]। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অনুরূপ 'রহিম তোলাপাতি'র কাহিনী পাবনা অঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। উড়িষ্যাতেও মুঘলমারীর রাজকন্যা শশিসেনার প্রণয়কাহিনী সুপরিচিত [৭৩]।

ভাষা-কাব্যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীগুলির আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি সাধারণ বিষয় নজরে পড়ে। নিম্নে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইল—

(ক) **নাম নির্ব্বাচনঃ** বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে বিদ্যা ও সুন্দর। চৌরপঞ্চাশিকার একটি শ্লোকে আছে—'বিদ্যাং প্রমাদ-গলিতামিব চিন্তয়ামি'। এই শ্লোকোক্ত 'বিদ্যা' শব্দ হইতেই সম্ভবতঃ বিদ্যাসুন্দর

কাব্যের নায়িকার নামকরণ হইয়া থাকিবে। 'বিদ্যা'-[=গুহ্যবিদ্যা, মন্ত্রবিদ্যা]-র স্মরণে আপন্মুক্তির কথা 'মৃচ্ছকটিক'-এ আছে—'ময়ি মৃত্যুবশং প্রাপ্তে বিদ্যেব সমুপাগতা'।

> "The name Vidya is obviously based upon a misunderstanding deliberate or otherwise, of the simile '*vidyam pramadagalitam iva*', occurring in one of the common opening stanzas of the poem [৭৪]."

অনেকে মনে করেন যে, 'সুন্দর' নামকরণের মধ্যেও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের 'সুন্দরেণ তু সুন্দর্য্যাঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির প্রভাব আছে [৭৫]। আসলে 'সুন্দর' [=আবেস্তা 'হুনইরিয়', প্রাচীন পারসিক 'হুনর', ঋগ্বেদ 'সুনর'] শব্দের অর্থ হইল 'গুণী'।

(খ) **আখ্যায়িকাঃ** বিদ্যাসুন্দর কাহিনীগুলির মূলে কোন একটি সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত প্রেম-কাহিনী আছে যাহার ফলে সমস্ত কাহিনীগুলিই প্রায় একরকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বিহ্লন-কাব্যের বিশেষ চল ছিল [৭৬]। 'অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ—ইত্যাদি' শ্লোকটিতে যে-প্রতিজ্ঞার কথা পাওয়া যায় তাহা, বিহ্লন কাব্যে না থাকিলেও পরবর্ত্তী সমস্ত ভাষা কাব্যগুলির উপজীব্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অশ্বঘোষকৃত 'অর্থকথা', গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ও তদবলম্বনে রচিত সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থে বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী সাহিত্যজগতে সুবিদিত। 'অর্থকথা'-তে বাসবদত্তার পিতা অবন্তিরাজ প্রদ্যোত কৌশলে উদয়নকে বন্দী করিয়া আনিয়া কন্যার গীতবাদ্যের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। উভয়ের মধ্যে যবনিকার ব্যবধান রহিল এবং উভয় উভয়কে কুৎসিত দর্শন বলিয়া জানিলেন। কিন্তু এই ছল দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শেষে উদয়ন স্বীয় মন্ত্রীর সাহায্যে কৌশলে বাসবদত্তাকে লইয়া আপন রাজধানীতে পলাইয়া আসিয়া বিবাহ করেন। 'বৃহৎকথা'-তে বাসবদত্তার পিতা উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেন। তিনি উদয়নকে স্বীয় কন্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উদয়ন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরের কাহিনী পূর্ব্বের অনুরূপ। 'কথাসরিৎসাগর'-এ পারস্পরিক ছদ্মপরিচয় ও যবনিকার ব্যাপার নাই। উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ও বিদূষক

বসন্তকের সাহায্যে বাসবদত্তাকে হরণ করেন। ভাসের 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে এই উপাখ্যানেরই নাট্যরূপ দেখি। কালিদাসের মেঘদূতে উদয়ন কাহিনীর ইঙ্গিত আছে ['প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে']। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতেও অনুরূপ শিক্ষা, যবনিকা, ছদ্মপরিচয় ইত্যাদির কথা আছে। বররুচি, কাশীনাথ প্রমুখ কবির কাব্যের পটভূমিকাও উজ্জয়িনী। ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রেমের গল্পটি মাত্র লওয়া হইয়াছে।

(গ) সুড়ঙ্গঃ বিহ্লন কৃত কাব্যে সুড়ঙ্গের উল্লেখ নাই। 'মহাউম্মগ্গ-জাতক' [< মহা-উন্মার্গ-জাতক] [৭৭] নামক পালিসাহিত্যে [রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০—খ্রীঃ ২০০] পাওয়া যায় যে, পুরাকালে বিদেহরাজের রাজত্বে নগরবর্দ্ধকী মহাসত্ত্ব ঔষধকুমার মহাসুড়ঙ্গ ও সঙ্কীর্ণসুড়ঙ্গযুক্ত এক বিরাট নগরী বিদেহভূপতির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সুড়ঙ্গ আদৌ গোপন মিলনের জন্য রচিত না হইলেও পরবর্ত্তী কাব্যগুলির সম্ভবতঃ উপজীব্য হইয়া থাকিবে। রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'-তে [৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক] সুড়ঙ্গের কথা আছে [৭৮]। সৈয়দ আলাওলের 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' [সৈফুল-মুলুক্ বদিউ-জ্-জমাল] নামক গ্রন্থে সুড়ঙ্গের কথা আছে—'বিদ্যার সুড়ঙ্গ আদি, সিদ্ধ জগন্নাথ নদী, একে একে সবে বিচারিল'। চোর [< চতুর] শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সিঁধেল চোর' হইলে সুড়ঙ্গের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে।

(ঘ) বিদ্যাসুন্দর আখ্যান ও চৌরপঞ্চাশিকাঃ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে-সুরতের কথা পাওয়া যায় তাহা চৌরী-সুরত [=Stolen Love]। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত চৌরপঞ্চাশিকার এইজন্যই এত সহজ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকা হইতে একাধিক শ্লোকের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা ইহারই সমর্থন করে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চোরের কাহিনী লইয়া বহু কাব্য রচিত হইয়াছে [৭৯]। 'দশকুমারচরিত', 'ষন্মুখকল্প', 'চৌরচর্য্যা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও চুরিবিদ্যাবিষয়ক বহু আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। বটতলার সাহিত্যেও এই জাতীয় কাহিনী বিরল নহে [৮০]। সমস্ত কালিকামঙ্গল কাব্যগুলিতে

একটি বিশেষ [illegible]-[চোর-কালী]-র মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর নায়ক সুন্দরও শুদ্ধ কবি নহে, চোর কবি।

(ঙ) রূপক ব্যাখ্যাঃ বিদ্যাসুন্দর কাহিনীকে বিশ্লেষণ করিয়া অনেকে ইহাকে নিছক আদিরসবহুল প্রেমের উপাখ্যান না বলিয়া রূপক কাব্য বলিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও বিদ্যাবত্তার মিলনের দূতী মালিনীরূপিণী প্রকৃতি; এই মিলন অন্তরের সুগভীর স্তরে, মনের সুড়ঙ্গ পথে এবং এই মিলন-জনিত আনন্দ সঙ্গোপনে অনুভব-যোগ্য [৮১]। অথবা, বিদ্যার্থী যুবক জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অনুসন্ধানে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গুরুর উপদেশ ও সাহায্য লইয়া বিদ্যালাভে সমর্থ হয়, ইহাও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মূল বক্তব্য হইতে পারে [৮২]। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃতিগুলি প্রণিধানযোগ্য—

"The union of the hero and the heroine represents the union of Beauty and Wisdom—a union constituting an excellent ideal of human perfection, the Greek ideal embodied in Plato's Charmides of a beautiful mind in a beautiful body [৮৩]".

"পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সৌন্দর্য্য—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ভিত্তি। বর্ত্তমান সহস্রাব্দীর প্রারম্ভের তিন চারি শতাব্দী হইতে এই কাহিনীর দুটি বিভিন্ন রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। একটি কাহিনীর মূলে ছিল বিদ্যাশিক্ষা অথবা পাণ্ডিত্য বিচার উপলক্ষ্যে কবি-পণ্ডিত গুরুর সঙ্গে কলাবিৎ রাজদুহিতা ছাত্রীর প্রণয়সঞ্চার। আর একটি কাহিনী ছিল চতুর [< প্রাকৃত 'চউর' < বাঙ্গালা 'চোর'] কবিপ্রণয়ীর সঙ্গে রাজবালা প্রণয়িনীর গোপনমিলন। বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকায় প্রধানতঃ দ্বিতীয় কাহিনীটিই অবলম্বিত হইয়াছে, তবে প্রথম কাহিনীর ইঙ্গিত পাই সুন্দরের পড়ুয়া রূপে এবং রাজঅন্তঃপুরের গোপন কক্ষে বিদ্যাসুন্দরের প্রহেলিকা বিলাসে [৮৪]।"

পুনশ্চ,

"আরও তলিয়ে দেখে আজ বুঝছি—এহ বাহ্য। ... ... 'বিদ্যা' ও 'সুন্দর' শব্দ দুটির যে-মৌলিক অর্থ মিলে, তার মধ্যেই মূল রূপক

বা রহস্য, যাই বলি, তার জড় রয়েছে। এখানে বিদ্যা আসলে ছিল মন্ত্র-বিদ্যা। এই অর্থে শব্দটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রশাস্ত্রে বহু প্রসিদ্ধ। তার আগেও পাই 'রূপিণী গুহ্যজ্ঞান' অর্থে। যেমন, মনুসংহিতায় 'বিদ্যা ব্রাহ্মণমাগত্য শেবধিষ্টেঽস্মি রক্ষ মাম্'। আবেস্তায়ও এই অর্থই পাই যখন দেখি যে, নিখিল শাস্ত্রসেবধি 'হওম', অর্থাৎ সোম, 'বএদ্যাপইতে' অর্থাৎ 'বিদ্যাপতে' বলে সম্বোধিত হয়েছেন। বিদ্যাপতির প্রথম সন্ধান মিল্‌ল বাংলা ভাষার মাসীর ঘরে, তা আকস্মিক নয়। সুন্দরের তরফ থেকে খোঁজ কর্‌লেও সেইখানেই পোঁছই। বিদ্যা বা গোপনজ্ঞান যার আছে, যে বিদ্যাবলে জনসমাজে স্বতন্ত্র, সে ইন্দো-ইরাণীয় যুগে পরিচিত ছিল 'সুনর' বলে। এই পরিচয় পরে ইরাণে ও ভারতবর্ষেও বলবৎ ছিল। আবেস্তায় "হুনর' ['হুনইরিয়'], প্রাচীন পারসিক 'হুনর', ঋগ্বেদে 'সুনর' মানে গুণী। এই শব্দটিই রূপ ও অর্থ বদল কর্‌তে কর্‌তে সংস্কৃতে ও বাংলায় 'সুন্দর'-এ দাঁড়িয়েছে। একটু ভেবে দেখলে বুঝি যে, বিদ্যা-সুন্দরের 'সুন্দর' রূপে সংস্কৃত কিন্তু অর্থে প্রাক্‌-বৈদিক। বিদ্যার স্মরণেই তো হুনুর [চতুর, সুন্দর-চোর] মর্‌তে গিয়ে বেঁচে ওঠে। এক ধরণের অর্থাৎ ভৈষজ্য গুণীর নাম হল যেমন 'বৈদ্য' আর এক ধরণের অর্থাৎ শল্য-গুণীর নাম হল '[নর] সুন্দর' [৮৫]।"

দেবেন্দ্র বিজয় বসু সমগ্র বিদ্যাসুন্দর পালাখানির একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন [৮৬]। চৌরপঞ্চাশিকার বিদ্যা এবং মহা-বিদ্যাপক্ষে দ্ব্যর্থক ভাষানুবাদও বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব—ইহাও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর রূপকতার সমর্থন করে। বিদ্যা যখন প্রেমকাহিনীর নায়িকা, তখন সুন্দর সাধারণ 'চোর' নায়ক এবং কাহিনীর আধ্যাত্মিকতা রূপ লাভ করিল আরাধ্যা দেবী কালিকার মূর্ত্তিতে। মূল উপাখ্যানের আধ্যাত্মিকতা [৮৭] পরবর্ত্তী কালে প্রণয়কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উল্লিখিত উপাদানগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এককালে যাহা বীজাবস্থায় ছিল, কালে তাহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর ভাষা-কাব্যগুলির পশ্চাতে একটি সাধারণ কাহিনী ছিল, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন কাব্যকারগণ বিভিন্ন সময়ে মনোমত রূপদান করিয়াছেন। ডাঃ সুকুমার

সেন মনে করেন যে, জৌনপুরের হোসেন শাহা শর্কীর অনুচর কবিবৃন্দ কর্ত্তৃক বিদ্যাসুন্দর প্রণয়কাহিনী বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। পরে ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় দ্বিজ শ্রীধর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

পটভূমিকা, পাত্রপাত্রী, নামধাম ইত্যাদির পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছে। আদিতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের লীলাক্ষেত্র উজ্জয়িনী কিংবা যেখানেই হউক্ না কেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সম্পূর্ণ বাঙ্গালা দেশের বিদ্যাসুন্দর হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আখ্যানভাগের এবং চরিত্রের রোমাণ্টিকতা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের আকস্মিক সৃষ্টি নহে। বিদ্যা ও সুন্দরের আদিরসপ্রধান জীবনযাত্রা বাঙ্গালার আদি কবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' হইতে সুরু করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন'-এর মধ্য দিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের পটভূমিকায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। উপরন্তু সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের মধ্যেও অলঙ্কার তথা রসশাস্ত্রের ব্যাপক অনুশীলনে নবরসের চর্চ্চা বিস্তৃতভাবে বরাবর হইতেছিল। উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নয়। শিব দর্শনে নারীগণের আক্ষেপের সহিত বাণভট্টের 'কাদম্বরী'-র চন্দ্রাপীড় দর্শনে রামাগণের আক্ষেপ তুলনীয়। গোরক্ষবিজয়ের যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলের নয়ানী এবং বিদ্যাসুন্দরের হীরামালিনী সমপর্য্যায়ভুক্ত। তদ্ব্যতীত, বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অনুরূপ রোমাণ্টিক কাহিনী বহু পূর্ব্বে হইতেই প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ কয়েকটি হিন্দী-ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যের নাম করিতেছি [৪৮]—কবি দামোর রচিত 'লক্ষ্মণ সেন পদ্মাবতী কথা' [হিন্দী। খ্রীঃ ১৬শঃ], কুতবনের 'মৃগাবতী' [পূর্ব্বী হিন্দী। খ্রীঃ ১৬শঃ], মালিক মুহম্মদ্ জায়সীর 'পদ্মাবতী' [খ্রীঃ ১৬শঃ। আলাওল কর্ত্তৃক সমাপ্ত।] গণপতি-কুশললাভ-আলমের 'মাধবানল-কামকন্দলা', দৌলৎ কাজী ও সৈয়দ আলাওলের 'লোরচন্দ্রালী পাঞ্চালী' প্রভৃতি। মুসলমান কবিদিগের রচনায় ধর্ম্মের সহিত বিশেষ যোগ থাকিত না কিন্তু হিন্দু কবিদিগের রচনায় একটি ধর্ম্মের প্রলেপ পড়িতই। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরে রোমান্স উজ্জ্বলতর ও রসঘন হইয়াছে। এই আলোচনায় একটি বহুশ্রুত গল্প মনে পড়ে। বিদ্যাসুন্দর-কাব্য রচনান্তর কবি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে

গ্রন্থখানি উপহার দিলে রাজকার্যব্যাপৃত মহারাজ উহা হেলাইয়া রাখেন। তাহাতে কবি রসিকতা করিয়াছিলেন যে, উক্ত অবস্থায় রাখিলে গ্রন্থের অন্তরস্থ রস উপচিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে! কাব্য পাঠান্তর কৃষ্ণচন্দ্র ভারত-চন্দ্রের উক্তিকে সমর্থিত করিয়াছিলেন। আমরাও তাহাই করি রবীন্দ্রের ভাষায়—'তোমারি রচিত স্বর্ণ-ছন্দের পিঞ্জরে বাঁধা চিরদিন। শতবর্ষ এক গান গাহে এক স্বরে বিশ্রাম বিহীন।'

[ঘ] বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত চৌরপঞ্চাশিকা ও ভারতচন্দ্রঃ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দরে প্রখ্যাত চৌরপঞ্চাশিকার মাত্র তিনটি শ্লোক ['কনকচম্পকদামগৌরীম্—', 'তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে—', এবং 'নোজ্‌ঝতি হরঃ—'] গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাও একার্থক হইয়াছে যদিও ভাব দ্ব্যর্থযুক্ত। পঞ্চাশিকার বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে দ্ব্যর্থক বঙ্গানুবাদ ভারতচন্দ্রের কৃত নহে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথি-['জি ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩' (১১৯৪ বঙ্গাব্দ)]-তে সর্ব্বসমেত বিয়াল্লিশটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় কিন্তু বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এইগুলি ['তন্মনসি সম্প্রতি' ও 'নোজ্‌ঝতি হরঃ'—ছাড়া] প্রক্ষিপ্ত অনুবাদ, ভারতচন্দ্রের রচনা নহে। বিদ্যা-সুন্দর কাব্যের অন্যতম সুপ্রাচীন পুঁথি-[বিব্লিওথেক্ নাসিওনেল, প্যারিস। নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯'। ১১৯১ বঙ্গাব্দ)]-তেও মাত্র তিনটি শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। 'খিল ভারতচন্দ্র' অংশে এই বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া,
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক, অভয়া ভাবিয়া।
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক,
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক ॥

—রাজার নিকট চোরের পরিচয়

ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণয়। মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর কয় ॥
দুই অর্থ কহি যদি পুথি বেড়ে যায়। বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায় ॥

—রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোকপাঠ

বিস্তৃতিভয়ে ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশতের সমস্ত [illegible] যথার্থক অনুবাদ করেন নাই, তৎকাল-প্রচলিত চৌরপঞ্চাশিকার টীকাগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাম তর্কবাগীশ, কাশীনাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের কৃত চৌরপঞ্চাশিকার টীকা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ চলিত ছিল। তদ্ব্যতীত, ভাষা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া বিচার করিলেও ভারতচন্দ্রের অনুবাদ ও 'চৌরপঞ্চাশৎ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের মৌলিক পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। 'চৌরপঞ্চাশৎ' নামক কাব্যটি ভারতচন্দ্রের নামে চলিয়া যাওয়ার অপর একটি শক্তিশালী কারণ হইতেছে যে, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সুপ্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে সম্পাদকগণ পরিশিষ্টে 'চৌরপঞ্চাশৎ'-কে স্থান দিতেন এবং তাহা-যে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেন। যে-কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক্, এই সংস্করণগুলিতে কবির কোন ভণিতা ছিল না। ফলে পরবর্ত্তী সংস্করণগুলির সম্পাদকগণ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকগণের সাবধানী টীকাটিও তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই হেতুই পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণ্যে 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য ভারতচন্দ্রের রচনা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃতি-যুগল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> "চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য, নন্দকুমার কবিরত্ন বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদ করেন যাহা অধুনা পূর্ণচন্দ্রোদয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিরত্নকৃত চোরপঞ্চাশৎ কাব্য বহুকাল মুদ্রিত প্রযুক্ত এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু যাঁহাদিগের রচনার দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের কবিরত্নের কালীকৈবল্যদায়িনী ও শুকবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচনার সহিত ঐক্য করিলেই ইহার গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যাহা হউক্, চোরপঞ্চাশৎ কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ রায়গুণাকর প্রণীত নহে [৮৯]।"

> "স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিক গ্রন্থ সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ন্যায়সিদ্ধ নহে, যেহেতু তাহা ভারতের রচিত নহে, ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, [illegible] অপরূপ কাণ্ড বর্দ্ধমানে না হইয়া অপর কোন প্রদেশে হইয়াছিল, তাহা

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বররুচি কর্ত্তৃক কাব্যাকারে তৎকালে বিরচিত হয় কিন্তু এ বিষয় কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না এবং সেই কার্য্যও কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক, রাজা বীরসিংহের নিকট সুন্দরের পরিচয়ছলে ভারতচন্দ্র রায় চোরপঞ্চাশিকের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা, সেই পঞ্চাশৎ শ্লোক অত্র গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশ করিলাম [১০]।"

'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য-যে ভারতচন্দ্রের কৃত নহে, এই বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু আসলে 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্য কাহার লেখনী-প্রসূত, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃতি যুগল হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, হরিমোহন সেনগুপ্তের মতে চৌরপঞ্চাশতের গ্রন্থকর্ত্তা নন্দকুমার কবিরত্ন [১১]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে 'চৌরপঞ্চাশৎ' নামে একটি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থের ভনিতায় 'শ্রীনন্দকুমার' ও 'নন্দকুমার' নাম মাত্র সাতটি স্থানে [শ্লোক ৩, ৪, ৫, ৬, ২১, ২৮ ও ৩৭] পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-ধৃত [বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল] 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর সহিত এই গ্রন্থটির ভণিতাগুলি ছাড়া সর্ব্বত্রই সাদৃশ্য দেখা যায় আবার কয়েকটি শ্লোকে [৬, ২১, ২৮, ৩৭] নন্দকুমার নামটি যেন বিকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা,—[৬নং শ্লোকে] 'অদ্যাপি আশয় করি শুন মহামায়া। বিপদে পড়েছি মাগো দেহ পদছায়া॥' স্থলে দ্বিতীয় ছত্রে, 'নন্দকুমার বলে মাগো দেহ পদছায়া॥'। [২১নং শ্লোকে] 'এ ঘোর সংকটে কালী কর গো নিস্তার' স্থলে 'পয়ারে রচিল তথা শ্রীনন্দকুমার'। এই গ্রন্থে ২০ নং শ্লোকের পর এই বিবৃতিটি পাওয়া যায়—

> "ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরসিংহরাজ সন্নিধৌ গুণসিন্ধুসুত নৃপ-সুন্দরকৃত পঞ্চাশত শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্ব্বাচার্য্য টীকামতে শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌম বিস্তারিত তদর্থ প্রতিপন্ন ভাষা প্রকাশিত শ্রীনন্দ-কুমার চৌরপঞ্চাশিক নামা গ্রন্থে প্রথমোল্লাস।"

অনুরূপ বিবৃতি ৪০ নং শ্লোকের শেষেও [দ্বিতীয় উল্লাস] গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থশেষের বিবৃতিটিও শ্রীনন্দকুমার বা নন্দকুমারের গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ দেয়—

সুন্দর যতেক কয়, শুনি নৃপ মহাশয়, চিত্ত বড় হয় পরিতোষ।
তবু লোক লজ্জা ভয়ে, নিশাচরে আজ্ঞা দিয়ে, মশানে লইল করে রোষ॥
মশানেতে প্রবেশয়, হৃদয়ে পাইয়া ভয়, কাতরে কালীর স্তুতি করে।
অকার আদি করি, ক্ষকার পর্য্যন্ত করি, করে স্তব পঞ্চাশ অক্ষরে॥
সুন্দর কাতর অতি, জানি মনে ভগবতী, উপনীত হৈলা মশানেতে।
ভারত ব্যাখ্যানে তার, আছে অতি সুবিস্তার, দেখ যথা বিদ্যাসুন্দরেতে॥
চোরপঞ্চাশিকা নামা, গ্রন্থ অতি নিরুপমা, টীকা মতে অর্থ করি সার।
রচিয়া বিবিধ ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্দ, বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই নন্দকুমার বা শ্রীনন্দকুমার পূর্ব্বোক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন কিনা। আলোচ্য 'চৌরপঞ্চাশৎ' গ্রন্থে কোনও স্থলে 'কবিরত্ন' উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। সমস্ত শ্লোকানুবাদগুলিও ভণিতা যুক্ত নহে। পুনশ্চ ৩৭ নং শ্লোকের 'বিদ্যাপক্ষে' বঙ্গানুবাদ, যাহা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-ধৃত কাব্যে পাওয়া যায়, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে নাই। 'সমাচার দর্পণ'-[১৪ই জানুয়ারী, ইং ১৮২৬ সাল]-এ এই গ্রন্থ সম্পর্কীয় যে-বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কৌতূহলজনক—

> "ইংরেজী ১৮২৫ সালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে যে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।......মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে। বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন [৯২]।"

'নন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন' বলিলে বুঝায়, নন্দকুমার দত্ত কাশীনাথ সার্ব্বভৌম-কৃত অনুবাদটি মুদ্রিত করিয়াছেন—

> "এই টুকুর সাদা মানে বুঝিতে না পারিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় [৯৩] নন্দকুমার দত্তকেই চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদকারী মনে করিয়াছেন [৯৪]।"

এখন সমস্যা হইল, ভণিতার শ্রীনন্দকুমার ও দত্তোপাধিক নন্দকুমার এক ব্যক্তি কিনা। যদি একজন গ্রন্থকার এবং অপরজন মুদ্রাকর হয়, তবে

সমস্যা মিটিয়া যায়। পুনশ্চ, ভণিতার শ্রীনন্দকুমার যদি 'শুকবিলাস'-প্রণেতা ধুলুক পরগণা-নিবাসী শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন হন, তাহা হইলেও তাঁহার উপাধি 'দত্ত' ছিল কিনা জানা যায় না কারণ গ্রন্থে 'কবিরত্ন' উপাধিটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, কৌলিক পদবী নহে [৯৫]। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ সর্ব্বত্র ভণিতাযুক্ত হয় নাই এবং 'কবিরত্ন' উপাধির নামগন্ধও নাই। উপরন্তু নন্দকুমার দত্তের নামে আর কোন রচনাও পাওয়া যায় না।

---

১ মৌলভী আবদুল করিম—মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর [ভারতবর্ষ। কার্ত্তিক। ১৩২৫ সাল। পৃঃ ৬৩৩-৩৬]। 'গৌড়েশ্বরের আদেশে রচিত বিদ্যাসুন্দর' [বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী, চন্দননগর। বিংশ অধিবেশন-(১৩৪৩ সাল)-এর কার্য্যবিবরণী। পৃঃ ৫৭-৫৯]।

২ এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং 'জি ৩৭২৮' [লিপিকর আত্মারাম ঘোষ; ১১৫৯ সাল = ১৭৫২ খ্রীঃ]। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কবিকৃষ্ণরাম [সাহিত্য। ৪র্থ বর্ষ। ২য় সংখ্যা]। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী [বসুমতী প্রকাশিত। পৃঃ ২৫৬-৬০]।

৩ সরসাসন [> শরাসন = ধনু]—নেত্র [= ৯ − ৩] = ৬; মিত্র—ভীমাক্ষি [= ১২ − (১ + ৩)] = ৮; ঋষি—পক্ষ [= ৭ − ২] = ৫; বিন্দু [পাঠান্তরে বিধু] = ১; 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' সূত্রানুসারে ১৫৮৬ শকাব্দ = ১৬৬৪ খ্রীঃ। [আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৬৩২)]।

আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ। শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালায় সুবেদারী করেন দুইবার ১৬৬৪-৭৬ এবং ১৬৭৯-৮৯ খ্রীঃ। কালিকামঙ্গল কৃষ্ণরামের সম্ভবতঃ প্রথম রচনা। কারণ, কবির বয়স তখন বিশ ('বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি')। এই হিসাবে কালিকামঙ্গল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এবং শায়েস্তা খাঁয়ের প্রথম সুবেদারীর সময় রচিত হয় বলিয়া ধরা যায়। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৫০ ভাগ। পৃঃ ৬৪। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ 'প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল' দ্রষ্টব্য]।

৪ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৫০ ভাগ। পৃঃ ৬২-৬৪]।

৫ মৌলভী আবদুল করিম—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপ্রসঙ্গ [সওগাৎ (কলিকাতা)। পৌষ, ১৩২৬ সাল। পৃঃ ৮৫]; মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর [ভারতবর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩২৫ সাল। পৃঃ ৬৩৩-৩৬]।

৬ চন্দ্রকুমার দে—কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী [সৌরভ। কার্ত্তিক ১৩২৪ সাল। পৃঃ ১৫-১৬ এবং ১৩২৫-২৬ সাল]।

৭ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গল' [১৩৩৭, ১৩৫০ (২য় সং) সাল]। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পুঁথি নং ২৫৫৯ [খণ্ডিত। পৃঃ ২-২০] এবং ৬২৬৫ [একখানি পাতা। ১১১৮ সাল = ১৭১১ খৃীঃ]।

৮ মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় তিনি (শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী) 'নাভরা' ও 'পলাকাড়ি' এই শব্দযুগল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় এই শব্দদ্বয় অপরিচিত নহে। তদ্ব্যতীত দিগ্বন্দনায় কবি যে-সকল স্থানীয় দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই দক্ষিণরাঢ়ের। [সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৬২-৬৩ এবং ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮২৯ পাদটীকা।]।

৯ স্টার্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণে এই কাহিনীর কথা খৃীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

১০ ডাঃ সুকুমার সেন উক্ত শ্লোকের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। তিনি বলেন, যে-পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল ১১১৬ মঘী সন = ১৭৫৪-৫৫ খৃীঃ; উপরন্তু কবির রচনাশৈলী ও কাব্যে বিক্রমাদিত্যকাহিনী বর্ণন, প্রাচীনত্ব দ্যোতক নহে। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩০]।

১১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কবি কৃষ্ণরাম [সাহিত্য। ৪র্থ বর্ষ। ২য় সংখ্যা।]।

১২ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—আঠারশো একানব্বই [গল্পভারতী। শারদীয়া সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ১২২]।

১৩ রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব [১৮৭৩ খৃীঃ]। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কবি কৃষ্ণরাম [সাহিত্য। ৪র্থ বর্ষ। ২য় সংখ্যা]।

'গৌড়ের ইতিহাস' [রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১ম সং। ২য় খণ্ড। ১৯০৯ খৃীঃ। পৃঃ ৪২] গ্রন্থোক্ত বৰ্দ্ধমান রাজ (খৃীঃ ১৪ শতক) হেমসিংহ > বীরসিংহ > বিদ্যা, এই বিবৃতিটি ভ্রান্ত।

১৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ৩১৭৬ [লিপিকাল ৩-১২-১২০৯ সাল]; ৩১৮১ [খণ্ডিত]। দ্রষ্টব্যঃ ডাঃ সুকুমার সেনের প্রবন্ধ [দেশ ১৯ আশ্বিন, ১৩৪৭ সাল]।

১৫ 'বাংলায় প্রথম লেখা (বিদ্যাসুন্দর) কৃষ্ণরামের, দ্বিতীয় রামপ্রসাদের, তৃতীয় ভারতচন্দ্রের, চতুর্থ পূর্ব্ব বাংলার কবি প্রাণারামের' [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কবি কৃষ্ণরাম। সাহিত্য। ৪র্থ বর্ষ। ২য় সংখ্যা।]।

১৬ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৭৮-৯]। দেওয়ান রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতৃষ্বসার জামাতা।

১৭ সুশীলকুমার দে—বাংলা প্রবাদ [২য় সং। ১৩৫৯ সাল।]। 'সূক্তি মুক্তাবলী' অংশে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৮ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ [শারদীয়া গণবার্ত্তা। ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ১৩৯-৪১]।

১৯ Dinesh Ch. Sen—History of Bengali Language and Literature [P. 665].

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখর বিরচিত কালিকামঙ্গলের ভূমিকা [পৃঃ ॥৶০]। বিশ্বকোষ [১৮ ভাগ। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৬৫]।

২০ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী [প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত। ১৯৫১ খৃীঃ]।

২১ ইনি কি কবির পৃষ্ঠপোষক?

২২ বলরাম কবিশেখরকৃত কালিকামঙ্গলের ভূমিকা [পৃঃ ।৶০, ৸/০]। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রচিত প্রবন্ধ [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩৫০ সাল]। বিশ্বকোষ-[১৩০৯ সাল। ১৮ ভাগ। পৃঃ ৬৫]-এ বলা হইয়াছে যে, কবীন্দ্র উপাধিক মধুসূদনের কালিকা-মঙ্গলে পুরাণের আদর্শে দেবলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া আছে। আমরা কিন্তু এরূপ কোন গ্রন্থ পাই নাই। কবিচন্দ্রের কালিকামঙ্গলের দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালায় আছে—নং ৫১৮৩ এবং ৬২৬১ [পৃঃ ৭-১১]। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিশালায় কবিচন্দ্রের পুঁথি-[নং ২০৮৩]-র মাত্র একখানি পাতা আছে।

২৩ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' [১৩২৪ বঙ্গাব্দ]।

২৪ জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে চোর-কবির প্রশস্তি আছে—'যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো। ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ॥ হর্ষো হর্ষো হৃদয়-বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ। কৈষাং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায়॥' এই চোরকবি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, বিহ্লন নহেন।

২৫-২৬ বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত খণ্ডিত একটি বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থের [নাম—'বিদ্যা-সুন্দরচরিতম্' 'বিষমোক্তিবোধিনী' টীকা সমন্বিতা।] শেষে 'পাঠবিবেক'-এ আদর্শের বিবরণীতে এইরূপ আছে—'ইতি কালিদাস-কৃত বিদ্যাসুন্দরঃ সমাপ্তঃ', 'ইতি সুন্দরেণ বিরচিতং বিদ্যাবিলাপকাব্যং সমাপ্তম্'।

২৭ পণ্ডিত দুর্গাশঙ্কর শাস্ত্রী একটি চৌরপঞ্চাশিকা-পুঁথির শেষে এই শ্লোক পাইয়াছেন—'শ্রীমদ্বিক্রমধীররাজকুমুদঃ চন্দ্রপ্রকাশকৃতঃ, ভূতং বেদযুগং চ চন্দ্রসহিতম্ অব্দে গতে সংখ্যয়া। এতে অব্দেগতেঽপি চৌর-কবিনা কাব্যং কৃতং সংগ্রহঃ শ্রীমৎ পণ্ডিত ধীরসৎসুধিকবিঃ শ্রীভট্টপঞ্চাননঃ॥' ইহা হইতে যে-তারিখটি পাওয়া যায় তাহা বিক্র সংবৎ ১৪৪৫ = ১৩৮৮ খৃীঃ। [S. N. Tadpatrikar—*Caurapancasika* (Poona 1946. Introduction, pp. vi.)]

২৮ A. A. Macdonell—History of Sanskrit Literature [London 1899. pp. 339].

২৯ 'কক্ষাবন্ধং বিধদতি ন যে সর্ব্বদেবাবিশদ্ধান্তভাষক্তে কিমপি ভজতে যজ্জগদ্গংসা-স্পদত্বম্। তেষাং মার্গে পরিচয়বশাদর্জ্জিতং গূর্জ্জরাণাং যঃ সন্তাপং শিথিলমকরোৎ সোমনাথং বিলোক্য।—[বিক্রমাঙ্কদেবচরিত (১৮।৯৭)]।

৩০ "কাশ্মীরেভ্য বিনির্ষাস্তং রাজ্যে কলশভূপতেঃ। বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটশ্চক্রে পর্মাডিভূপতিঃ॥ প্রসর্পতঃ করটিভিঃ কর্ণাটকটকান্তরে। রাজ্ঞোহগ্রে দদৃশে তুঙ্গং যস্যোবাত-পবারণম্॥ ত্যাগিণং হর্ষদেবং স শ্রদ্ধা সৎকবিবান্ধবম্। বিহ্লণো বঞ্চনাং মেনে বিভূতিং তাবতীমপি॥"—রাজতরঙ্গিণী [(৭।৯৩৫-৩৮)]। শ্লোকোক্ত 'পর্মাডি' বিক্রমদেবেরই উপনাম।

৩১ বিক্রমাঙ্কদেবচরিত [বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজ নং ১৬।১৮৭৫ খৃঃ। Georg Bühler সম্পাদিত]।

৩২ শ্লোকাংশটি এই—'নিদ্রানিমীলিতদৃশো মদম[illegible]াণি হৃদয়ে কিমপি ধ্বনন্তি॥' [Dr. W. Solf সম্পাদিত চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা।৩৬।]।

৩৩ "There is, of course, no truth in the picturesque tradition which alleges that the poet contracted a secret union with a king's daughter, was captured and condemned to die, but won the heart of the sovereign by his touching verses, uttered, as he was led to execution, in which he recalls the joys of the love that had been. It is highly probable that there is no personal experience, at all, in these lines, whose warmth of feelings undoubtedly degenerates into license." [Keith—Classical Sanskrit Literature, pp. 120].

৩৪ S. N. Tadpatrikar—*Caurapancasika* [Poona, 1946. Introduction, pp. iv].

৩৫ S. N. Dasgupta & S. K. De—History of Sanskrit Literature. [C. U. 1947, Vol. I, pp. 367-68].

৩৬ (১) ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট, পুনা-তে রক্ষিত পুঁথিঃ—

(ক) নং ৪৩৬/১৮৮৪-৮৭ [বিহ্লনকৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা'। পত্র সংখ্যা ১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ২৪ অক্ষরযুক্ত ১০ পঙ্‌ক্তি।মাপ ৮¾″×৪″ ।দেবনাগরী হরফ। লিপিকাল ১৭০৩ শক=১৭৮১ খৃঃ।পুঁথির শেষে অতিরিক্ত ৯০টি শ্লোক আছে।]।

(খ) নং ৪৩৭/১৮৮৪-৮৭ [বিহ্লনকৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা'। পত্র সংখ্যা ২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬০ অক্ষরযুক্ত ৮ পঙ্‌ক্তি। মাপ ৯¾″×৪¾″। দেবনাগরী হরফ। লিপিকাল দেওয়া নাই।]।

(গ) নং ১২৭/১৮৭৫-৭৬ [বিহ্লনকৃত 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা'। পত্র সংখ্যা ১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ২১ অক্ষরযুক্ত ১১ পঙ্‌ক্তি। মাপ ৫$\frac{১}{১০}$″×৫$\frac{৪}{৫}$″ শারদা হরফ। লিপিকাল দেওয়া নাই তবে পুঁথি সুপ্রাচীন।]।

(২) **গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী, মাদ্রাজে রক্ষিত পুঁথি:—**

(ক) আর ৯০২ [চোরকবিকৃত 'বিহ্লনচরিতম্'। পত্রসংখ্যা ৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১৭ পঙ্‌ক্তি। মাপ ১১″ × ৪⅜″। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]।

(খ) ডি ১১৯৭৫ [চোরকবিকৃত 'বিহ্লনচরিতম্'। পত্রসংখ্যা ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৮ পঙ্‌ক্তি। মাপ ১২″ × ৮″। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]।

(গ) ডি ১১৯৭৬ [চোরকবিকৃত 'বিহ্লনচরিতম্'। পত্রসংখ্যা (তালপত্র) ৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। মাপ ২০⅜″ × ১½″। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]।

(ঘ) ডি ১১৯৭৯ ['বিহ্লনচরিতম্'। পত্রসংখ্যা (তালপত্র) ১৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। মাপ ১৬⅜″ × ১⅜″। তেলেগু হরফ। সম্পূর্ণ।]।

(ঙ) ডি ১১৯৮০ ['বিহ্লনচরিতম্'। পত্রসংখ্যা (তালপত্র) ১৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। মাপ ১৪⅜″ × ১½″। সম্পূর্ণ।]।

(৩) **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথি:—**

(ক) নং ৪১৭ [বিহ্লনকৃত 'বিহ্লনকাব্য'। পত্রসংখ্যা ১-৫। মাপ ১৫″ × ৩″। খণ্ডিত।]।

(খ) নং ৮২০ [বিহ্লনকৃত 'বিহ্লনকাব্য'। পত্রসংখ্যা ৩-৮। মাপ ১৪″ × ৩½″। খণ্ডিত।]।

৩৭ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ৮২৮]।

৩৮ এই কাহিনীটির উল্লেখ রহস্যসন্দর্ভ-[১ম পর্ব্ব। সংবৎ ১৯২০। ১১ খণ্ড। পৃঃ ১৭৩-৭৭]-এ পাওয়া যায়।

৩৯ বোম্বাইয়ের শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয় হইতে প্রকাশিত [১৮৩৮ শক] হিন্দী-ভাষাতে লেখা টীকা সহিত বিদ্যাসুন্দর পুস্তিকার কাহিনী-অংশে রাজকন্যার অনুরূপ আত্মনিধন-চেষ্টার উল্লেখ আছে। [চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]।

৪০ নন্দলাল দত্ত সম্পাদিত 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ'-[বটতলা হইতে ১৭৮৪ শক = ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত]-এর ভূমিকায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উল্লেখ আছে বলিয়া জানা যায় কিন্তু বিশেষভাবে ইহা জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ সম্পাদক স্বয়ং মূল সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থটি দেখেন নাই। নন্দকুমার কবিরত্নের নিকট হইতে কাহিনীটি শুনিয়াছিলেন মাত্র।

৪১ S. N. Tadpatrikar—*Caurapancasika* [Poona, 1946. Introduction, pp. vii].

৪২ মুনি শ্রী জিন বিজয়জী সম্পাদিত 'প্রবন্ধকোষ' [১৯৩৫ খ্রীঃ। পৃঃ ৬৪-৬৬]।

৪৩ Sir Edwin Arnold—*The Caurapancasika*. An Indian Love-Lament, translated from the Sanskrit. [Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (in litho print) London, 1896].

মদীয় ইংরেজী প্রবন্ধ 'Sir Edwin Arnold's Translation of *Caurapancasika.*' [Uluberia College Magazine. No. III, Part III, 1951, pp. 15].

চৌরপঞ্চাশিকা একদা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকেও দোলা দিয়াছিল—'শুধু দূরে সেকালের বহি এক শোক, জপি এক নাম। কেঁদে কেঁদে বিশ্বে তব পঞ্চাশটি শ্লোক ফিরে অবিশ্রাম।' [ভারতী। ভাদ্র, ১৩০৬ সাল। পৃঃ ৩৮৫-৮৭]।

৪৪ গণপতিকৃত টীকার তারিখ ১৮২২ সংবৎ—'ইতি শ্রীসমস্তবিদ্যারবিন্দমার্ত্তণ্ড-খণ্ডিতবিদ্যাসিসর্ব্ববিপক্ষসমোপকারসংবদ্ধটীকৃতশূদ্রব্রাহ্মণসমূহসূরিরামোপাধ্যায়সূনুনা গণপতিনা রচিতা বিলাসিজনচিত্তকৈরবচন্দ্রিকা চোরপঞ্চাশিকায়াঃ টীকা সম্পূর্ণা। সংবৎ ১৮২২'।

৪৫ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত নায়ক মশানে এই শ্লোকগুলি সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিয়াছে।

৪৬ গ্রন্থখানি বিবিধ বর্ণাঢ্য চিত্র সম্বলিত।

৪৭ ভূমিকাটির তারিখ 'লণ্ডন। ৯ই এপ্রিল ১৮৯৬ খৃঃ'।

৪৮ এই বররুচির গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ বর্ত্তমান। এই বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন বররুচি কিংবা কাত্যায়ন-বররুচি অথবা 'বাররুচং কাব্যম্'-প্রণেতা বররুচি তাহা স্থির করা সুকঠিন। [দ্রষ্টব্যঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের 'মুখবন্ধ'-এ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি। পৃঃ ।৵০-।৶০]। আবার অনেকে মনে করেন যে, "সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্য কোন বাঙালী কবিরই রচনা। গ্রন্থকারের নাম হয়তো বররুচি ছিল, না থাকিলেও তিনি গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্পাদন করিবার জন্য উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন।" [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ১২]। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত' দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত 'সুন্দর কাব্য'-এর নাম করিয়াছেন [বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। পৃঃ ১৫৬]।

৪৯ পিছনে 'বিজ্ঞাপন'-এ এই তারিখটি দেওয়া আছে—২রা জৈষ্ঠ, ১২৭৯ সাল। এই পুস্তকটির উল্লেখ রামদাস সেন তদীয় বররুচি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে করিয়াছেন। [দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গদর্শন। ১২৭৯ সাল। পৃঃ ৪৭৩]।

৫০ ডাঃ সুকুমার সেনের নিকট এই গ্রন্থটি পাইয়াছি কিন্তু প্রথম পাতাটি না থাকাতে সম্পাদনা ও রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি নাই। তবে মুদ্রণ ও গ্রন্থের অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে ইহা ৭০-৮০ বৎসরের পুরাতন হইবে।

৫১ "আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ স্বপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ। সন্তির্মনুষ্যৈঃ সহ সংপ্রবাসো দয়া চ ভূতেষু দিনং নয়ন্তি॥" "ব্যুৎপন্নবুদ্ধি অমুনা বিধিদর্শিতেন মার্গেণ দোষগুণয়োর্বশবর্ত্তিনীভিঃ। বাণ্ভিঃ কৃতাভিসরণো মদিরেক্ষণাভির্ধন্যো যুবেব রমতে লভতে চ কীর্ত্তিম্॥"

৫২ টীকাকার 'চোরকবি' অর্থে সুন্দরকে বুঝিয়াছেন।

৫৩ এই পুঁথিটি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে। তিনি ইহা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জনৈক সুবৃদ্ধ ৯০ বৎসর বয়স্ক আত্মীয়ের নিকট প্রাপ্ত হন। উক্ত আত্মীয়টি আবার বাড়ী মেরামতের সময় প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এক ঠিকাদারের কাছ হইতে পুঁথিটি প্রথম পাইয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় এই পুঁথির উপর এক প্রবন্ধ রচিয়াছিলেন। ['The Long-lost Sanskrit Vidyasundara (The Second Oriental Conference Volume, 1922, pp. 215-20)].

৫৪ পুঁথিটির বিবরণঃ—হরিদ্রাবর্ণের তুলট কাগজের প্রথম পাতা ব্যতীত উভয় পৃষ্ঠে লেখা। মোট পত্রসংখ্যা ২৩ [উভয় পৃষ্ঠা ধরিলে (২৩ × ২) − ১ = ৪৫ পৃষ্ঠা]। মাপ—১৬১/৪″ × ৫১/৪″ [প্রান্ত − ১.৩″ × ১.৬″; লেখা − ১৩১/৪″ × ৩″]। প্রতি পত্রে ১০টি করিয়া পঙ্‌ক্তি, শ্লোকসংখ্যা ৯-১০। পুঁথিটির প্রান্তে 'বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানম্' এবং পুষ্পিকাতে 'বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গকাব্যম্' ['ইতি সমস্তমহীমণ্ডলাধিপ-মহারাজবিক্রমাদিত্যানিদেশলব্ধ শ্রীমন্মহা-পণ্ডিতবররুচিবিরচিতং বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গকাব্যং সমাপ্তম্] লেখা আছে। পুঁথিটি মুদ্রিত হয় নাই, মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি।

৫৫ য = য় [বাঙ্গালা], য় = য [উচ্চারণ জ-এর মত], ড = ড়, ঢ = ঢ়, দ্বিঃ = দ্বি (দুই অর্থে), ইত্যাদি ['চিত্র-পরিচয়'-অংশ দ্রষ্টব্য]।

৫৬ অনুরূপ একটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নাম 'শ্রীবিহ্লণপঞ্চাশপ্রত্যুত্তরং নরেন্দ্রতনয়াসংজল্পিতং কাব্যম্' রচয়িতা 'শ্রীভুবরকবীশ্বর'। [দ্রষ্টব্যঃ S. N. Tadpatrikar —*Caurapancasika* (Poona, 1946), p. 35-38].

৫৭ সাহসাঙ্কের নাম অবশ্য মহেশ্বর-রচিত 'সাহসাঙ্কচরিত' (১১১১ খ্রীঃ) পরিমল ওরফে পদ্মগুপ্ত রচিত 'নব সাহসাঙ্কচরিত'-[১০১০ খ্রীঃ। বোম্বাই সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং ৫৩, পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী ইসলামপুরকর সম্পাদিত (১৮৯৫ খ্রীঃ)]-এ পাওয়া যায় কিন্তু ইনিই বিক্রমাদিত্য কি না, এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

৫৮ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'আনন্দলহরী' গ্রন্থের উল্লেখ পাই বটে কিন্তু বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কোন গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত নাই।

৫৯ এই পুঁথিতেও পঞ্চতন্ত্রকথামুখমের 'উদয়তি যদি ভানু—ইত্যাদি' শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে [শ্লোক ৫২৬]।

৬০ এই নামগুলির সহিত কাশীনাথ রচিত 'বিদ্যাবিলাপ' গ্রন্থের পাত্রপাত্রীর নাম-গুলির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

৬১ এ কি বাঙ্গালাদেশের ষষ্ঠী পূজা?

৬২ বিদ্যাসুন্দরের বিচারে 'গোমধ্যমধ্যে—', 'স্বযোনিভক্ষ্যধ্বজসম্ভবানাং—', শ্লোক দুইটি পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। আলোচ্য পুঁথিতে আরও দুইটি ময়ূর-সম্বন্ধীয় শ্লোক আছে—"দ্বিজাগ্রিয়শ্চক্রধরং ন হন্তি পঞ্চাস্য নামা স্বয়মেকবক্তুঃ। ষড়াস্যধারী ন চ কার্ত্তিকেয়ো

ঘনারবে খেলতি গোত্রমৌলৌ॥ মিন্ধাভুবনবল্লরী পুলকিতস্তম্বাকদম্বাবলী হর্ম্যালী হরিনীলরত্ন বিলসজ্জম্বালজম্বালকাঃ। ভেকঃ বৈকমবাপ্য বর্ষপয়সাং সন্তুয় ভূয়ন্তরাং পশ্য প্রাবৃষি সৌষ্কৃতিধ্বনি স্থালঙ্কারমভ্যস্যতে॥" [শ্লোক ২২৫, ২২৭]।

৬৩ অনুরূপ শ্লোক 'বিদ্যাসুন্দরচরিতম্' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৬৪ চোরধরার এই বিবৃতি একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত কৃষ্ণরাম, কঙ্ক, বলরাম চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ দাস, রামপ্রসাদ, কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং কাশীনাথ—সকলের রচনাতেই পাওয়া যায়।

৬৫ তুলনীয়, ভবানন্দের দিল্লী যাত্রাকালে শুভচিহ্নদর্শন।

৬৬ সুন্দরের সরোবর তীরে বিশ্রামের কথা রামপ্রসাদের কাব্যে পাওয়া যায়।

৬৭ ভারতচন্দ্রের কাব্যে গৃহীত 'বসুদং বসুধালোকে—ইত্যাদি' শ্লোকটি ইহার পরে আছে।

৬৮ তুলনীয় বাঙ্গালা প্রবাদ—'মুখে এখনো দুধের গন্ধ যায় নি'।

৬৯ শব্দটি সম্বোধন পদে 'বিদ্যে' হওয়াই উচিত।

৭০ পুঁথিতে 'সামিভুক্ত' পদটি আছে। মনে হয় ইহা লিপিকর-প্রমাদ।

৭১ দীনেশ চন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩১৪-১৭]। ত্রিদিবনাথ রায়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [৫৩ বর্ষ। ৩-৪ সংখ্যা]। বঙ্গশ্রী [৭ম ও ৮ম বর্ষ]।

৭২ Dinesh Ch. Sen—History of Bengali Language and Literature [p. 654].

দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৬ষ্ঠ সং। পৃঃ ৪৯১]। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। [১ম সং। পৃঃ ৪৮৭]।

৭৩ Archæological Survey of Mayurbhanja [Vol. I, pp. 112-119].

৭৪ S. N. Dasgupta and S. K. De—History of Sanskrit Literature [C. U. 1947, p. 369, foot note].

৭৫ উপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী—বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল। [বসুমতী। ৩০ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩৫৮। পৃঃ ৪৭৬-৭৭]।

৭৬ নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যের 'মুক্তিবাদ' গ্রন্থেও 'ভবৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি—' [Ariel, no. 116] ইত্যাদি শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে।

৭৭ Fousböll. [Vol. VI. No. 546].

৭৮ কর্পূরমঞ্জরী [জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত। কলিকাতা ১৯৩৭ খৃঃ। পৃঃ ১০৩, ১০৯]।

৭৯ Bloomfield—The Art of Stealing in Hindu Fiction. [American Journal of Philosophy, Vol. 44, pp. 93-113, 193-229].

Chintaharan Chakravarty—The Art of Stealing in Bengali Folklore. [Siddha Bharati, Hoshiarpur 1950. Vol. I, pp. 230-32].

৮০ 'চোরচক্রবর্ত্তী পাঁচালী' [পশুপতি কাশীশ্বর দেব বিরচিত, গোলাম মওলা সিদ্দিকী সংশোধিত ও হবিবি প্রেস হইতে প্রকাশিত]। চোরচক্রবর্ত্তী কাহিনীর উল্লেখ

পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল-[৫৬ পরিচ্ছেদ]-এ আছে। [দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৪৫ ভাগ। পৃঃ ২১৫-২১ ; 'অলকা' [আষাঢ়, ১৩৪৬ সাল।পৃঃ ৩৬৪-৬৬]।

৮১ কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য [দ্বিতীয়াংশ। ৩।৪ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৫৪]।

৮২ নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ [১৩০৯ সাল। ১৩শ খণ্ড। পৃঃ ৩৩৬, পাদটীকা]।

৮৩ গৌরদাস বৈরাগী কৃত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা [পৃঃ ৩]।

৮৪-৮৫ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮২৪]। বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব [জনসেবক। শারদীয়া সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১১৭]।

৮৬ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [দেবেন্দ্র বিজয় বসু সম্পাদিত। বঙ্গবাসী সংস্করণ। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।]। 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৮৭ ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার পূর্ব্বমত—'মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। পরবর্ত্তীকালে সুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা বরপুত্র দাঁড় করাইয়া ধর্ম্মের ছাপ দিয়া কাহিনীকে সাধারণ গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে।' [বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা। ৪র্থ সং। ৩২] —সংশোধন করিয়াছেন 'বিদ্যাসুন্দর তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে [শারদীয় জনসেবক। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১১৭]।

৮৮ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যের সূত্রপাত [বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৭ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৃঃ ১২৮-৪৪]।

৮৯ হরিমোহন সেনগুপ্ত—ভারতচন্দ্র রায় [বিবিধার্থসংগ্রহ। জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৬ শকাব্দ (=১৭১৯ খৃীঃ)। পৃঃ ৬৪]।

৯০ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [দে ব্রাদার্স (বটতলা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ = ১৯১৩ খৃীঃ। চৌরপঞ্চাশতের মুখবন্ধ। পৃঃ ৪৯৯]।

৯১ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' [বঙ্গবাসী প্রকাশিত। ১৩১১ বঙ্গাব্দ] গ্রন্থে নন্দকুমার কবিরত্নের উপাধি পাওয়া যায় 'ভট্টাচার্য্য'। উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত কাব্যাংশেও 'দ্বিজ নন্দকুমার' পরিচয় পাওয়া যায় [পৃঃ ২৩৮ দ্রষ্টব্য]।

৯২ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-[৩য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮২]-তে উদ্ধৃত।

৯৩ সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' [২য় সং। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য। "আসলে চৌরপঞ্চাশতের অনুবাদ আদৌ ভারতচন্দ্রের নয়। ইহা নন্দকুমার নামক এক অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কবির রচনা।"]।

৯৪ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৩৯]।

৯৫ 'শুকবিলাস' [হরিদাস শেঠ প্রকাশিত সংস্করণ। ১২৯১ সাল। পৃঃ ১১৪] দ্রষ্টব্য।

॥ ৮ ॥ রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র

রসমঞ্জরী নায়ক-নায়িকার প্রকারভেদ ও তৎসম্পর্কীয় বিবিধ বিষয়াত্মক অলঙ্কার গ্রন্থ। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উক্ত রসমঞ্জরী 'রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী, শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার, কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার', মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রচনা করিয়াছিলেন। আদৌ সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' [১] মহামহোপাধ্যায় ভানুদত্ত মিশ্র বিরচিত। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর মঙ্গলাচরণে ভানুদত্তের আনুগত্য ও প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন—

রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ, আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি, ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্ট মত, সারি দিবা এই নিবেদন॥

কবি মঙ্গলাচরণে স্বীয় বংশ-কথা ও আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ভূরিশিট রাজ্যবাসী' প্রখ্যাত প্রতাপনারায়ণের বংশধর 'নানা কাব্য অভিলাষী' ভারতচন্দ্রের পিতৃরাজ্য রাজবল্লভের সহায়তায় বর্দ্ধমানেশ কীর্ত্তিচন্দ্র অধিকার করিলে [২] উদ্বাস্তু কবিকে আশ্রয় দেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহারই আদেশে কবির গ্রন্থপ্রণয়ন। রসমঞ্জরীতে কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক নিশ্চিত করিয়া যুক্ত করা নাই। তবে লক্ষণীয় যে, কোন ভণিতায় কবির 'গুণাকর' উপাধি যুক্ত হয় নাই। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি সনন্দে [৩] এই উপাধির উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমান করা যায়, রসমঞ্জরী ইহার পূর্ব্বেকার রচনা। মঙ্গলাচরণের একটি শ্লোকে আছে—'সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় সুখে, যার যশে হয়ে অভিমানী'। ইহা হইতে ১১৪৭ সাল = ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহাই কি রসমঞ্জরীর রচনাকাল?

মহামহোপাধ্যায় ভানুদত্ত [৪] বিরচিত 'রসমঞ্জরী' একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এই জাতীয় অপরাপর অলঙ্কারগ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রুদ্র ভট্টের 'শৃঙ্গারতিলক' [৫], বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য-দর্পণ' [৬] [তৃতীয় পরিচ্ছেদ] ও 'ভক্তমাল' গ্রন্থ-[রস পরিচ্ছেদ]-এ সমান বিষয় বর্ণিত আছে। হিন্দী সাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থ 'নায়ককা ভেদ' [৭] নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতচন্দ্র তদীয় রসমঞ্জরীর আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ভানুদত্তের গ্রন্থ হইতে কিন্তু এই রসমঞ্জরী ভানুদত্তের গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নহে। হুবহু বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন সতীশচন্দ্র রায় [৮]। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীর বিষয়বস্তু ভানুদত্তের গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর বহু গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জয়দেবের 'রতিমঞ্জরী' [৯], বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' [১০], শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' [১১], জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্যের 'পঞ্চসায়ক' [১২] এবং কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গ-রঙ্গ' [১৩]। ভারতচন্দ্র অনেক স্থল-[যথা—স্বীয়া নায়িকা ঃ 'নয়ন অমৃত নদী—ইত্যাদি'। স্বকীয়া নবোঢ়াঃ 'হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া—ইত্যাদি' (গ্রন্থাবলী, ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৬৬৭, ৬৬৮)]-এ ভানুদত্তের অনুসরণ এবং বহুস্থলে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র উল্লিখিত গ্রন্থগুলি হইতে বহু বিষয় স্বীয় রচনাতে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। সমস্ত মিলাইয়া ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি অভিনব গ্রন্থ হইয়াছে। তবে ভারতচন্দ্র বহুশঃ 'অলমতি বিস্তারেণ' বলিয়া বর্ণিতব্য বিষয় যথাসম্ভব হ্রস্ব করিয়া পুঁথি সারিয়াছেন—'প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর। অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥' রসমঞ্জরীর গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন [১৪]। ভানুদত্ত ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় নিম্নোদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়—

"উভয় কাব্য বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ভানুদত্তের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা-পূর্ণ রস-বৈচিত্র্যের সহিত ভারতচন্দ্রের সুমধুর ত্রিপদী ও চৌপদীগুলির রস-গাম্ভীর্য্যহীন লালিত্য যে কোনরূপেই তুলনীয় নহে, ইহা সহৃদয় পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভানুদত্ত প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি অষ্ট-নায়িকার প্রত্যেকের মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, পরকীয়া ও গণিকাভেদে স্বতন্ত্র উদাহরণ দিয়াছেন ; সে স্থলে ভারতচন্দ্র প্রোষিতভর্ত্তৃকা ইত্যাদির মুগ্ধা প্রভৃতি নায়িকা নির্ব্বিশেষে কেবল একটি করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিচারাত্মক অধিকাংশ স্থলই বাহুল্যভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলে যদিও রচনামাধুর্য্য প্রভৃতি ভারত-চন্দ্রের কতিপয় স্বাভাবিকগুণে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকুক, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া রসশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা

লাভ করার সম্ভাবনা নাই, এরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না [১৫]।"

যাহাই হউক, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী রসশাস্ত্রজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে অন্ততঃ প্রবেশিকা-গ্রন্থের কাজ করিবে। অতঃপর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র-কৃত রসমঞ্জরীর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া উহার মূল উপাদানগুলি যে-সকল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। ভারতচন্দ্র নায়কনায়িকা-প্রকরণ, শৃঙ্গারনিরূপণ, স্ত্রীপুরুষজাতিনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ের সংজ্ঞাবিধানে ভানুদত্ত এবং পূর্ব্ব-কথিত গ্রন্থগুলির অনুসরণ করিয়াছেন। ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত কবির নিজস্ব। অনেক স্থলে কবি ভানুদত্তকে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন, আবার অনেক স্থলে পরিবর্দ্ধনও করিয়াছেন।

[ক] **নায়িকাপ্রকরণ :**

নায়িকাপ্রকরণের প্রারম্ভে ভারতচন্দ্র নববিধ রসের উল্লেখ করিয়া শৃঙ্গাররসের সারত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতঃপর আদ্যরসাধার নায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন। তালিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রস [১৬]

শৃঙ্গার বা আদ্যরস	হাস্য	করুণ	রৌদ্র	বীর	ভয়ানক	বীভৎস	অদ্ভুত	শান্ত

"তত্র রসেষু শৃঙ্গারস্যাভ্যর্হিতত্বেন তদালম্বনবিভাবত্বেন নায়িকা-তাবন্নিরূপ্যতে। সা চ ত্রিবিধা স্বীয়া, পরকীয়া সামান্যবনিতা চেতি। তত্র স্বামিন্যেবানুরক্তা স্বীয়া। ন চ পরিণীতায়াং পরগামিন্যামতিব্যাপ্তিঃ। অত্র পতিব্রতায়া এব লক্ষ্যত্বাৎ। তস্যাশ্চ পরগামির্ত্তয়া পরকীয়াত্বমপি সমায়াতি। অস্যাশ্চেষ্টা ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষা, শীলসংরক্ষণমার্জ্জবং, ক্ষমা চেতি। যথা—গতাগতকুতূহলং নয়নয়োরপাঙ্গবধিস্মিতং কুলনতভ্রুবামধর এব বিশ্রাম্যতি। বচঃ প্রিয়তমশ্রুতেরতিথিরেব কোপক্রমঃ কদাচিদপি চেত্তদা মনসি কেবলং মজ্জতি॥ স্বীয়া [১৭] তু ত্রিবিধা—মুগ্ধা [১৮], মধ্যমা [১৯], প্রগল্‌ভা চেতি। তত্রাঙ্কুরিতযৌবনা মুগ্ধা। সা চ জ্ঞাতযৌবনাজ্ঞাত-যৌবনা চ। সৈব ক্রমশো লজ্জাভয়পরাধীনরতির্নবোঢ়া। সৈব ক্রমশঃ

নায়িকা

- স্বীয়া বা স্বকীয়া
  - মুগ্ধা
    - অজ্ঞাত-যৌবনা
    - বিজ্ঞাত-যৌবনা
  - মধ্যা বা মধ্যমা
  - প্রগল্‌ভা
    - (মানাবস্থায়)
      - ধীরা
      - অধীরা
      - ধীরাধীরা

  [ইহাদিগের প্রত্যেকটি পুনরায় ‘জ্যেষ্ঠা’ ও ‘কনিষ্ঠা’ ভেদে দ্বিবিধ।]
- পরকীয়া
  - ঊঢ়া
  - অনূঢ়া বা কন্যকা
  - বিদগ্ধা
    - বাগ্‌বিদগ্ধা
    - ক্রিয়াবিদগ্ধা
  - লক্ষিতা
  - গুপ্তা
    - বৃত্তসুরতগোপনা
    - বর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা
    - বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা
  - কুলটা
  - মুদিতা
  - অনুশয়ানা
    - বর্ত্তমানস্থান বিঘটন-হেতু
    - ভাবিস্থানাভাবাশঙ্কা-হেতু
    - সঙ্কেতস্থানে স্বানধিষ্ঠিত-ভর্ত্তৃগমনানুমান-হেতু
- সামান্যবনিতা
  - অন্যসম্ভোগ-দুঃখিতা
  - বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা
    - রূপ বা সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা
    - প্রেম-গর্ব্বিতা
  - মানবতী

নবোঢ়া
[স্বীয়া, পরকীয়া, সামান্যা ও বিশ্রব্ধা]

- বিশ্রব্ধা
- অতিবিশ্রব্ধা

নায়িকা প্রকার ভেদ

- বাসকসজ্জা
- উৎকণ্ঠিতা
- অভিসারিকা
  - কৃষ্ণাভিসারিকা
  - জ্যোৎস্নাভিসারিকা
  - দিবসাভিসারিকা
- বিপ্রলব্ধা
- স্বাধীনভর্ত্তৃকা
- খণ্ডিতা
- কলহান্তরিতা
- প্রোষিতভর্ত্তৃকা
- প্রোষ্যৎপতিকা

[এই নববিধ নায়িকার প্রত্যেকেই পুনরায় ‘মুগ্ধা’, ‘মধ্যা’, ‘প্রৌঢ়া’, ‘পরকীয়া’ ও ‘সামান্যবনিতা’-ভেদে পঞ্চবিধ]

নায়িকা ঔৎকর্ষ্যভেদ

- অধমা
- চণ্ডী

সপ্রশ্রয়া বিশ্রব্ধনবোঢ়া। অস্যাশ্চেষ্টা ক্রিয়াহ্রিয়ামনোহরা কোপে মার্দবং নবভূষণে সমীহা চেতি। নবোঢ়া যথা—হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্। জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা যঃ পারতং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥ সমানলজ্জামদনা মধ্যা। এবৈবাতিপ্রশ্রয়াদতিবিশ্রব্ধনবোঢ়া॥ অস্যাশ্চেষ্টা সাগসি প্রেয়সি ধৈর্য্যে বক্রোক্তিরধৈর্য্যে পরুষবাক্।"—রসমঞ্জরী (পৃঃ ১১-১৭, ২৭, ৩১)

নায়িকাপ্রকরণে ভারতচন্দ্র প্রথমে নায়িকাগণকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন —স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্যবনিতা। এই তিনটি ভাগের পুনরায় প্রত্যেকটিকে তিনটি করিয়া বিভাগ করা হইয়াছে—'তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ'। ভানুদত্ত কেবল 'স্বীয়া' নায়িকাগুলিকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা, এই তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। 'পরকীয়া' ও 'সামান্যবনিতা' নায়িকাগুলিকে এইরূপে ভাগ করেন নাই। ভানুদত্ত 'নবোঢ়া' নায়িকাকে দুইভাগ করিয়াছেন—'বিশ্রব্ধা' ও 'অতিবিশ্রব্ধা'। ভারতচন্দ্র নবোঢ়াকে 'স্বকীয়া', 'পরকীয়া', 'সামান্যা' ও 'বিশ্রব্ধা', এই চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। সমানলজ্জামদনা নায়িকা 'মধ্যমা' নায়িকা। প্রগল্ভাদি নায়িকা বর্ণনায় ভানুদত্তে পাইতেছি—

"পতিমাত্রবিষয়কেলিকলাপকোবিদা প্রগল্ভা [২০]। বেশ্যায়াং কুলটায়াং পতিমাত্রবিষয়ত্বাভাবান্ন তত্রাতিব্যাপ্তিঃ। অস্যাশ্চেষ্টা রতিপ্রীতিরানন্দাৎ সম্মোহঃ। মধ্যাপ্রগল্ভে প্রত্যেকং মানাবস্থায়াং ত্রিবিধে [২১]। ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা চেতি। ব্যঙ্গ্যকোপপ্রকাশা ধীরা। অব্যঙ্গ্যকোপপ্রকাশা অধীরা। ব্যঙ্গ্যাব্যঙ্গ্যকোপপ্রকাশা ধীরাধীরা। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। মধ্যাধীরায়াঃ কোপস্য গীর্ব্যাঞ্জিকা। অধীরায়াঃ পরুষবাক্। ধীরাধীরায়াশ্চ বচনরুদিতে কোপস্য প্রকাশকে। প্রৌঢ়াধীরায়াস্তু রতৌদাস্যম্। অধীরায়াস্তর্জ্জনতাড়নাদি। ধীরাধীরায়া রতৌদাস্যং তর্জ্জনতাড়নাদি চ কোপস্য প্রকাশকম্। ধীরাদিভেদাঃ স্বীয়ায়া এব ন তু পরকীয়ায়া ইতি প্রাচীনলিখনমাজ্ঞামাত্রম্। ধীরত্বমধীরত্বং তদুভয়ং বা মাননিয়তং, পরকীয়ায়াং মানশ্চেত্তদা তাসামপ্যাবশ্যকত্বাৎ। মানশ্চ স্বকীয়ায়া এব ন পরকীয়ায়া ইতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। এতে চ ধীরাদিষড়্ভেদা দ্বিবিধাঃ। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা চ। ধীরা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা চ। অধীরা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা চ। ধীরাধীরা

জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা চ। পরিণীতত্বে সতি ভর্তুরধিকস্নেহা জ্যেষ্ঠা। পরিণীতত্বে সতি ভর্তুর্ন্যূনস্নেহা কনিষ্ঠা। অধিকস্নেহাসু ন্যূনস্নেহাসু পরকীয়াসু সামান্যবনিতাসু নাতিব্যাপ্তিঃ। পরিণীতপদেন ব্যাবর্ত্তনাৎ।"

—রসমঞ্জরী (পৃঃ ৩৪, ৪১-৪৪, ৫৭)

এই অংশে ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে মধ্যমা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার মানাবস্থায় ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদ দেখাইয়াছেন। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা—ইহাদিগের প্রত্যেকটি পুনরায় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দ্বিবিধ। অতঃপর পরকীয়া নায়িকা বর্ণিত হইয়াছে—

"অপ্রকটপরপুরুষানুরাগা পরকীয়া [২২]। সা চ দ্বিধা। পরোঢ়া কন্যকা চ। কন্যকায়াঃ পিত্রাদ্যধীনতয়া পরকীয়তা। অস্যা গুপ্তৈব সকলা চেষ্টা। গুপ্তাবিদগ্ধালক্ষিতাকুলটা-[২৩]-নুশয়ানামুদিতা প্রভৃতীনাং পরকীয়ায়ামেবান্তর্ভাবঃ। গুপ্তা ত্রিধা। বৃত্তসুরতগোপনা বর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণসুরতগোপনা চ। বিদগ্ধা চ দ্বিবিধা। বাগ্‌বিদগ্ধা, ক্রিয়াবিগগ্ধা। অনুশয়ানা যথা। বর্ত্তমানস্থানবিঘটনেন ভাবিস্থানাভাবশঙ্কয়া স্বাহনধিষ্ঠিতসঙ্কেতস্থলং প্রতি ভর্তুর্গমনানুমানেনানুশয়ানা ত্রিধা।"

—রসমঞ্জরী (পৃঃ ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১, ৭৯)

ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের ন্যায় গুপ্তা পরকীয়া নায়িকার ত্রিবিধ বিভাগ করেন নাই। অনুশয়ানা নায়িকা ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে বর্ণিত হয় নাই। অতঃপর সামান্যবনিতা বর্ণনা—

"বিত্তমাত্রোপাধিকসকলপুরুষানুরাগা সামান্যবনিতা। ন চাগ্নিমিত্রে ক্ষিতিপতাবনুরক্তায়ামৈরাবত্যামব্যাপ্তিঃ। তত্র বিত্তমাত্রোপাধেরভাবাদিতি চেন্মৈবম্। সাপি কাশ্মীরহীরাদিদাতরি মহারাজেহনুরক্তা ন তু মহর্ষৌ, তেনাবগম্যতে তত্রাপি বিত্তমাত্রমেবোপাধিরিতি। মহর্ষৌ সৌন্দর্য্যোপাধ্যনুরাগস্য কালিকাব্যাপ্যবৃত্তিত্বেন সার্ব্বত্রিকে বিত্তমেবোপাধিরিতি প্রতিভাতি। এতা অন্যসম্ভোগদুঃখিতা বক্রোক্তিগর্ব্বিতা মানবত্যশ্চেতি তিস্রো ভবন্তি। বক্রোক্তিগর্ব্বিতা দ্বিবিধা, প্রেমগর্ব্বিতা, সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা চ।"

—রসমঞ্জরী (পৃঃ ৮৮-৮৯, ৯৩, ৯৬)

অনন্তর ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের অনুরূপ বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ইত্যাদি

অষ্টবিধ নায়িকা এবং প্রোষ্যৎপতিকা নামে নবমী নায়িকার পরিচয় দিয়াছেন। ভানুদত্ত এই নববিধ নায়িকার প্রত্যেককে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রৌঢ়া, পরকীয়া ও সামান্য-বনিতা—এই পঞ্চবিধ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন, রায়গুণাকর তাহা না করিয়া সুসংক্ষেপে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও একটি করিয়া উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কারণ 'পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা। অনুভবে বুঝ সবে লক্ষণ মিলিতা॥'।

"দেশান্তরগতে প্রেয়সি সন্তাপব্যাকুলা প্রোষিতভর্তৃকা [২৪]। অন্যোপভোগচিহ্নিতঃ প্রাতরাগচ্ছতি পতির্যস্যাঃ সা খণ্ডিতা [২৫]। প্রাতরিত্যুপলক্ষণম্। অস্যাশ্চেষ্টা অস্ফুটালাপচিন্তাসন্তাপনিঃশ্বাসতূষ্ণীংভাবাশ্রুপাতাদয়ঃ। পতিমবমত্য পশ্চাৎপরিতপ্তা কলহান্তরিতা [২৬]। অস্যাশ্চেষ্টা ভ্রান্তিসন্তাপসম্মোহনিঃশ্বাসজ্বরপ্রলাপাদয়ঃ। সঙ্কেতনিকেতনে প্রিয়মনবলোক্য সমাকুলহৃদয়া বিপ্রলব্ধা [২৭]। অস্যাশ্চেষ্টা নির্ব্বেদনিঃশ্বাসসন্তাপালাপভয়সখীজনোপালম্ভচিন্তাশ্রুপাতমূর্চ্ছাদয়ঃ। সঙ্কেতস্থলং প্রতি ভর্ত্তুরনাগমনকারণং যা চিন্তয়তি সা উৎকা [=উৎকণ্ঠিতা] [২৮]। অস্যাশ্চেষ্টা অরতিসন্তাপজৃম্ভাহঙ্গাকৃষ্টিকপটরুদিতস্বাহবস্থাকথনাদয়ঃ। অদ্য মে প্রিয়বাসর ইতি নিশ্চিত্য যা সুরতসামগ্রীং সজ্জীকরোতি সা বাসকসজ্জা [২৯]। বাসকো বারঃ। অস্যাশ্চেষ্টা মনোরথসখীপরিহাসদূতীপ্রশ্নসামগ্রীসম্পাদনমার্গবিলোকনাদয়ঃ। সদা সাহকৃতাজ্ঞাকরপ্রিয়তমা স্বাধীনপতিকা [৩০]। নিরন্তরাজ্ঞাকরপ্রিয়ত্বমিত্যর্থঃ। অস্যাশ্চেষ্টা বনবিহারাদিমদনমহোৎসবমদাহঙ্কারমনোরথাহবাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। মদো হর্ষোৎকর্ষঃ। স্বয়মভিসরতি প্রিয়মভিসারয়তি বা যা সাভিসারিকা [৩১]। অস্যাশ্চেষ্টা সময়ানুরূপবেশভূষণশঙ্কাপ্রজ্ঞানৈপুণ্যকপটসাহসাদয় ইতি পরকীয়ায়াঃ। স্বীয়ায়াস্তু প্রকৃত এব ক্রমঃ। অলক্ষ্যতাসম্পাদকস্য শ্বেতাদ্যাভরণস্য স্বয়াভিসারিকায়ামসম্ভবাৎ। ইত্যাদিপ্রাচীনগ্রন্থলেখনাদগ্রিমক্ষণে দেশান্তরনিশ্চিতগমনে প্রেয়সি প্রোষ্যৎপতিকাপি [৩২] নবমী নায়িকা ভবিতুমর্হতি। অস্যাশ্চেষ্টা কাকুবচনকাতরপ্রেক্ষণগমনবিঘ্নোপদর্শননির্ব্বেদসন্তাপসম্মোহনিঃশ্বাসবাষ্পাদয়ঃ।" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ১০৮, ১১৮, ১২৫, ১৩৩, ১৪৫, ১৫৪, ১৬৩, ১৭১, ১৮৪, ১৮৫)

ভারতচন্দ্র অভিসারিকা বর্ণনে ভানুদত্ত-প্রোক্ত কৃষ্ণাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভি-সারিকা ও দিবসাভিসারিকার উল্লেখ করেন নাই। নবমী নায়িকা 'প্রোষ্যৎপতিকা'-কে পৃথক করিয়া উল্লেখ করিলেও রায়গুণাকর ইহাকে 'প্রোষিত'-এর অন্তর্গতা করিয়া প্রাচীন অষ্টনায়িকাপ্রকরণকেই সমর্থন করিয়াছেন—'কিন্তু অষ্টনায়িকা সকল গ্রন্থে কয়। নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥ অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। প্রোষিতভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎপতিকা॥' [৩৩]।

ব্যবহারভেদে ভানুদত্তের অনুরূপ ভারতচন্দ্র নায়িকাকে উত্তমা, মধ্যমা, অধমা এবং চণ্ডী—এই চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন।

> "অহিতকারিণ্যপি প্রিয়তমে হিতকারিণ্যুত্তমা। অস্যা উত্তমৈব চেষ্টা। হিতাহিতকারিণি প্রিয়তমে হিতাহিতচেষ্টাবতী মধ্যমা। অস্যাস্তু ব্যবহারানুসারিণী চেষ্টা। হিতকারিণ্যপি প্রিয়তমেঽহিতকারিণ্যধমা। এষৈব চ নির্নিমিত্তকোপনা চণ্ডীত্যভিধীয়তে। অস্যা নিষ্কারণকোপত্বাদ-ধমৈব চেষ্টা।" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ১৯২-৯৩, ১৯৫)।

[খ] **নায়িকাসহায়কথন :**

নায়িকাসহায়

- সহচরী
  - সখী
  - নিত্যসখী
  - প্রিয়সখী
  - প্রাণসখী
  - অতিপ্রিয়সখী
- দূতী
  - স্বয়ংদূতী
  - আদ্যদূতী
    - অমিতার্থা
    - নিশ্চয়ার্থা
    - পত্রহারিকা

নায়িকার সহায় দুইটি—সহচরী ও দূতী। সখীর কাজ মণ্ডন, উপালম্ভ, শিক্ষা, পরিহাস প্রভৃতি [৩৪]। ভারতচন্দ্র পঞ্চবিধ সহচরীর উল্লেখ করিয়াছেন —সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী, প্রাণসখী ও অতিপ্রিয়সখী। ভানুদত্তে এই বিভাগ নাই।

"বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী। অস্যা মণ্ডলোপালম্ভ-শিক্ষাপরিহাসপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি। সখ্যাঃ পরিহাসবৎ প্রিয়স্যাপি পরিহাসঃ। প্রিয়স্য পরিহাসবৎ প্রিয়ায়া অপি পরিহাসঃ।"

—রসমঞ্জরী (পৃঃ ১৯৬, ২০১, ২০২)

মদনব্যাপারলীলাবিধিতে এই জাতীয় নারীগণ দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়—দাসী, বারবধূ, নটী, বিধবা-বালা, ধাত্রী, প্রব্রজিতা-কন্যা, ভিক্ষুবনিতা, শিল্পিনী, মালাকারবধূ, রজকী প্রভৃতি [৩৫]। এই জাতীয় রমণীগণের কলা-কৌশলযুক্তা, উৎসাহসম্পন্না, চিত্তাভিজ্ঞা, বাগ্মিনী ও মাধুর্য্যসম্পন্না হওয়া উচিত [৩৬]।

"দূত্যব্যাপারপারঙ্গমা দূতী। তস্যা সংঘট্টনবিরহনিবেদনাদীনি কর্ম্মাণি।" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ২০৩)

দূতী বিবিধ প্রকারের হয়। ভারতচন্দ্র স্বয়ংদূতী এবং আদ্যদূতী—এই দুইভাগ করিয়া পুনরায় আদ্যদূতীর তিনটি ভাগ করিয়াছেন—অমিতার্থা, নিশ্চয়ার্থা এবং পত্রহারিকা। এইরূপ বিভাগ ভানুদত্তে নাই। এই পর্য্যায়ে অত্রোদ্ধৃত অংশগুলি লক্ষণীয়—

"নিসৃষ্টার্থা পরিমিতার্থা পত্রহারী স্বয়ংদূতী মূঢ়দূতী ভার্য্যাদূতী মূকদূতী বাতদূতী চেতি দূতীবিশেষাঃ॥ নায়কস্য নায়িকায়াশ্চ যথা-মনীষিতমর্থমুপলভ্য স্ববুদ্ধ্যা কার্য্যসম্পাদিনী নিসৃষ্টার্থা। কার্য্যৈকদেশ-মভিযোগৈকদেশং চোপলভ্য শেষং সম্পাদয়তীতি পরিমিতার্থা। সন্দেশ-মাত্রং প্রাপয়তীতি পত্রহারী। দৌত্যেন প্রহিতাঽন্যয়া স্বয়মেব নায়কমভি-গচ্ছেৎ, সা স্বয়ংদূতী। নায়কভার্য্যাং মুগ্ধাং বিশ্বাস্যাযন্ত্রণয়ানুপ্রবিশ্য তেন দ্বারেণ নায়কমাকারয়েৎ সা মূঢ়দূতী। স্বভার্য্যাং প্রযোজ্য তয়া সহ বিশ্বাসেন যোজয়িত্বা তয়ৈবাকারয়েৎ, সা ভার্য্যাদূতী। বালাং বা পরিচারিকা-মদোষজ্ঞামদুষ্টেনোপায়েন প্রহিণুয়াৎ। তত্র স্রজি কর্ণপত্রে বা গূঢ়লেখনি-ধানং নখদশনপদং বা সা মূকদূতী। পূর্ব্বপ্রস্তুতার্থলিঙ্গসম্বদ্ধমন্যজনা-গ্রহণীয়ং লৌকিকার্থং হ্যর্থং বা বচনমুদাসীনা যা শ্রাবয়েৎ সা বাতদূতী।"

—কামসূত্র (৫ম অধিকরণ। ৪র্থ অধ্যায়। ১০-২২)

"দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা॥ অত্যোৎসুক্যাদ্রুটদ্-ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা। স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥ ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি। স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥"
—উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ২২, ২৫)

ভারতচন্দ্র কামসূত্রোক্ত বিবিধ দূতীর উল্লেখ করেন নাই। উজ্জ্বল-নীলমণির প্রভাব সুস্পষ্ট।

[গ] **নায়কপ্রকরণঃ**

নায়ক
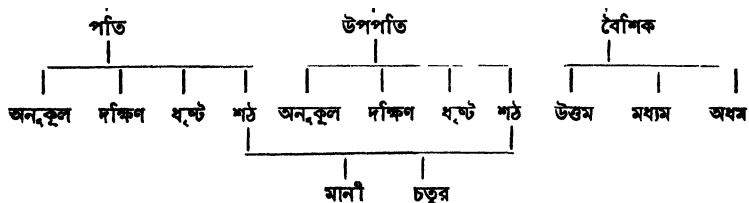
নায়কপ্রকারভেদ

অভিসারক বিপ্রলব্ধ | খণ্ডিত কলহান্তরিত

বাসকসজ্জ উৎকণ্ঠিত স্বাধীনভার্য্য প্রোষিতভার্য্য প্রোষ্যৎভার্য্য

প্রোষিতপতি প্রোষিতোপপতি প্রোষিতবৈশিক

[এই নববিধ নায়কের প্রত্যেকেই উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ]

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে [৩৭] নায়কের লক্ষণবিচারে বলা হইয়াছে যে, নায়ক মহাকুলজাত, বিদ্বান, সর্ব্বসময়জ্ঞ, কবি, বহুদর্শী, ত্যাগশীল, মিত্রবৎসল, নাট্যকুশল ও বৈধাচারী হইবে। নায়িকাপ্রকরণের ন্যায় নায়কপ্রকরণের আদর্শ ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন—

"শৃঙ্গারস্যোভয়নিরূপ্যত্বান্নায়কোঽপি নিরূপ্যতে। স চ ত্রিবিধঃ পতিরুপপতির্বৈশেষিকশ্চেতি। বিধিবৎ পাণিগ্রাহকঃ পতিঃ [৩৮]। অনু-

কূলদক্ষিণধৃষ্টশঠভেদাৎ [৩৯] পতিশ্চতুর্দ্ধা। সার্ব্বকালিকপরাঙ্গনা-পরাঙ্‌মুখত্বে সতি [illegible]মনুর[illegible]ভোহনুকূলঃ। সকলনায়িকাবিষয়কসম-সহজানুরাগো দক্ষিণঃ। ভূয়ো নিঃশঙ্ককৃতদোষোঽপি ভূয়ো নিবারিতো-ঽপি ভূয়ঃ প্রশ্রয়পরায়ণো ধৃষ্টঃ। কামিনীবিষয়ককপটপটুঃ শঠঃ। আচার-হানিহেতুঃ পতিরুপপতিঃ । উপপতিরপি চতুর্দ্ধা। পরং তু শঠত্বং তত্র নিয়তম্, অনিয়তাঃ পরে। বহুলবেশ্যোপভোগরসিকো বৈশিকঃ। বৈশিকস্তূত্তমমধ্যমাধমভেদাৎ ত্রিধা। দয়িতায়া ভূয়ঃ প্রকোপেঽপ্যুপচার-পরায়ণ উত্তমঃ। প্রিয়ায়াঃ প্রকোপমনুরাগং বা ন প্রকটয়তি, চেষ্টয়া মনোভাবং গৃহ্ণাতি স মধ্যমঃ। ভয়কৃপালজ্জাশূন্যঃ কামক্রীড়ায়ামকৃতকৃত্যা-কৃত্যবিচারোঽধমঃ। মানী চতুরশ্চ শঠে এবান্তর্ভবতি। বচনচেষ্টাব্যঙ্গ্য-সমাগমশ্চতুরঃ। প্রোষিতঃ পতিরুপপতিবৈশিকশ্চ ভবতি। প্রোষিতপতিঃ-প্রোষিতোপপতিঃ প্রোষিতবৈশিকশ্চেতি ত্রয়ম্। অনভিজ্ঞো নায়কো নায়কা-ভাসঃ।" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১৩-১৭, ২১৯, ২২১, ২২৩, ২২৫)।

ভারতচন্দ্র নায়কবিভাগেও অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। ভানুদত্তের গ্রন্থোক্ত চতুর্ব্বিধ [অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট, শঠ] উপপতি, ত্রিবিধ [উত্তম, মধ্যম, অধম] বৈশিক, দ্বিবিধ [মানী, চতুর] শঠ এবং ত্রিবিধ প্রোষিত [প্রোষিতপতি, প্রোষিতোপপতি, প্রোষিতবৈশিক] নায়ক ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। নায়কাভাসের উল্লেখ ভারতচন্দ্রে নাই। নববিধ নায়িকার অনুরূপ ভারতচন্দ্র নববিধ নায়কের উল্লেখ করিয়া প্রত্যেককে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিনভাগ করিয়াছেন—'উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে। নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥'। ভানুদত্তে ঈদৃশ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। এই প্রসঙ্গে ভানুদত্তের অত্রোদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"ন চ নায়িকায়া ইব নায়কস্যাপি তে তে ভেদাঃ সন্ত্বিতি বাচ্যম্। তস্যা অবস্থাভেদেন ভেদাৎ। তস্য চ স্বভাবেন ভেদ ইতি বিশেষাৎ। অনুকূলত্বং দক্ষিণত্বং ধৃষ্টত্বং শঠত্বমিতি চত্বার এব নায়কস্য স্বভাবা ইতি। অন্যচ্চাবস্থাভেদেন যদি ভেদো নায়কস্য স্যাত্তদোৎকবিপ্রলব্ধখণ্ডিতাদয়ো নায়কা অপি স্বীকর্ত্তব্যাঃ। তথা চ সঙ্কেতব্যবস্থায়াং স্ত্রীণাং গমনে বা

সম্প্রদায়াদন্যসমাগমশঙ্কা ধ‌ূর্ত্তত্বং বান্যসম্ভোগচিহ্নিতত্বং বা নায়কানাং ন তু নায়িকানাম্। তান্ প্রতি তদ‌ুদ্ভাবনে রসাভাসাপত্তিরিতি।"

—রসমঞ্জরী (প‌ৃঃ ২২৬-২৭)

এস্থলেও ভারতচন্দ্র নায়িকা বিভাগের অন‌ুর‌ূপ অষ্টবিধ নায়কের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রোষিতের পর্য্যায়ে প্রোষিতভার্য্য ও প্রোষ্যৎভার্য্য এই দ্বিবিধ নায়ক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—'ইত্যাদি ব‌ুঝিবা নায়কের অষ্ট মত। উদাহরণেতে অন‌ুভাবে পাব যত॥'।

[ঘ] **নায়কসহায়ঃ**

নায়কসহায়

পীঠমর্দ্দ বিট চেট বিদ‌ূষক

নায়কের সহায় বা উপনায়ক চারিজন—পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদ‌ূষক। ইহারা 'আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ, সখীভাবসমাশ্রিত ও প্রণয়ীর প্রিয়নর্ম্মসখা' [৪০]। ভাব ও ইঙ্গিতজ্ঞ, নানাবিধকলাকৌশলপটু, মন্ত্রজ্ঞ, মিত্র পীঠমর্দ্দ [৪১]। বেশোপচারকুশল, ধ‌ূর্ত্তগোষ্ঠীবিশারদ, কামকলাবিদ ব্যক্তি বিট [৪২]। সন্ধানচতুর ব্যক্তি চেট [৪৩]। ভোজনকলহপ্রিয়, হাস্যকারী, বিশ্বাসী, নায়কসহায় বিদ‌ূষক [৪৪]।

"তেষাং [নায়কানাঞ্চ] নর্ম্মসচিবঃ পীঠমর্দ্দবিটচেটকবিদ‌ূষকভেদাচ্চতুর্দ্ধা। কুপিতস্ত্রীপ্রসাদকঃ পীঠমর্দ্দঃ। কামতন্ত্রকলাকোবিদো বিটঃ। সন্ধানচতুরশ্চেটকঃ। অঙ্গাদিবৈকৃত্যৈর্হাস্যকারী বিদ‌ূষকঃ।"

—রসমঞ্জরী (প‌ৃঃ ২২৭-৩১)

ভারতচন্দ্র এইস্থলে ভান‌ুদত্তের অন‌ুবর্ত্তন করিয়াছেন।

[ঙ] **[illegible]পণঃ**

শ‌ৃঙ্গার দ্বিবিধ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগ চারিপ্রকার—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ। বিপ্রলম্ভও চারি প্রকার—প‌ূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পরবর্ত্তী প‌ৃষ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য।

বিঃ

মান

সংক্ষিপ্ত

কির্ণ

লঘু মধ্য

র্শন কথা

গুন মধ্য

রা দান নতি

দশ দশা

গরণ

ত-গ্ণ ন-
ধি - জড়তা -
দশ দশা ঃ—চিন্তা- রণ-
য্য - দ -
[।]

অথ সম্ভোগ—

"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥ মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ। মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ॥ তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাস-দ্বয়তঃ ক্রমাৎ। জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥ যূবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ। উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥ যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ। উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥ প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ। দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ॥ দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ততে স সমৃদ্ধিমান্॥" —উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ৯৮-৯৯)

"সংখ্যাতুমশক্যতয়া চুম্বনপরিরম্ভনাদিবহুভেদাৎ। অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ॥ তত্র স্যাদৃতুষট্কং চন্দ্রাদিত্যৌ তথোদয়াস্তময়ঃ। জলকেলি-বনবিহার-প্রভাতমধুপান-যামিনীপ্রভৃতিঃ। অনুলেপন-ভূষাদ্যা বাচ্যং শুচি মেধ্যমন্যচ্চ॥" —সাহিত্যদর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ। ২২৬)

অথ বিপ্রলম্ভ—

"স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥ পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি। প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ [৪৫]॥"

—উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ৮৪)

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ। দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ [৪৬] স উচ্যতে॥" —সাহিত্যদর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ। ২১৪)

"দাম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥ অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্। সোঽয়ং সহেতু নির্হেতু ভেদেন দ্বিবিধো মতঃ॥ প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ বিলাস-মনুরাগস্তু কুত্রচিৎ কর্মপি ব্রজন্। পার্শ্বে সন্তমপি প্রেষ্ঠং হারিতং কুরুতে স্ফুটম্॥ সুষ্ঠুদাহরতা পট্টমহিষীগীতবিভ্রমম্। স্পষ্টং মুক্তাফলে চৈতদ্ বোপদেবেন বর্ণিতম্॥ পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।

ব্যবধানস্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥ কিঞ্চিদ্দূরে সুদূরে চ গমনাদ-
প্যয়ং দ্বিধা।" —উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ৮৯-৯৫)

ভানুদত্ত শৃঙ্গারনিরূপণ সংক্ষেপে সারিয়াছেন—

"রতিস্থায়িভাবঃ শৃঙ্গারঃ। স চ দ্বিবিধঃ সম্ভোগো [৪৭] বিপ্রলম্ভশ্চ। বিপ্রলম্ভে চাভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণকীর্ত্তনোদ্বেগপ্রলাপোন্মাদব্যাধিজড়তা-নিধনানি দশাবস্থা ভবন্তি। তত্র সঙ্গমেচ্ছাভিলাষঃ। সন্দর্শনসম্ভোষয়োঃ প্রকারজিজ্ঞাসা চিন্তনম্। প্রিয়াশ্রিতচেষ্টাদ্যুদ্বেগবোধিতসংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। বিরহকালীনকান্তাবিষয়কপ্রশংসাপ্রতিপাদনং গুণকীর্ত্তনম্। কামক্লেশজনিতসকলবিষয়হেয়তাজ্ঞানমুদ্বেগঃ। প্রিয়াশ্রিতকাল্পনিকব্যবহারঃ প্রলাপঃ। কল্পনায়াঃ কারণমন্তঃকরণবিক্ষেপঃ। তস্য চ নিদানমুৎকণ্ঠা। ঔৎসুক্যসন্তাপাদিকারিতমনোবিপর্য্যাসসমুত্থপ্রিয়াশ্রিতবৃথাব্যাপার উন্মাদঃ। বিপর্য্যাসো ব্যাকুলব্যাপারঃ। স চ কায়িক বাচিকশ্চ। মদনবেদনাসমুত্থসন্তাপ-কার্শ্যাদিদোষো ব্যাধিঃ। বিরহব্যথাবিষ্কারমাত্রমেব জীবনাবস্থানং জড়তা। নিধনস্যামঙ্গলত্বান্নোদাহৃতিরুদাহৃতা [৪৮]। স্বপ্নচিত্রসাক্ষাদ্ভেদেন দর্শনং ত্রিধা [৪৯]। মানবতী যথা। প্রিয়াপরাধসূচিকা চেষ্টা মানঃ। স চ লঘুর্মধ্যমো গুরুশ্চ। অল্পাপনেয়ো লঘুঃ। কষ্টতরাপনেয়ো মধ্যমঃ। কষ্টতমাপনেয়ো গুরুঃ। অসাধ্যস্তু রসাভাসঃ। পরস্ত্রীদর্শনাদিজন্মা লঘুঃ। গোত্রস্খলনাদিজন্মা মধ্যমঃ। অপরস্ত্রীসঙ্গজন্মা গুরুঃ। অন্যথাসিদ্ধ-কুতূহলাদ্যপনেয়ো লঘুঃ। অন্যথাবাদশপথাদ্যপনেয়ো মধ্যমঃ। চরণপাত-ভূষণদানাদ্যপনেয়ো গুরুঃ [৫০]।" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ২৩৩, ২৩৬-৪৫, ৯৯)

শৃঙ্গারনিরূপণের বিষয়বস্তু বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভারতচন্দ্র নিজ সুবিধামত সংক্ষেপে গ্রথিত করিয়াছেন। ভানুদত্তে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের বিবিধ প্রকার বর্ণিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র পূর্ব্বরাগ ও প্রবাসের দশদশা পৃথকভাবে বলিয়াছেন, ভানুদত্ত তাহা একবারেই সারিয়াছেন। ভানুদত্ত উন্মাদাবস্থার দুইটি ভাগ করিয়াছেন—কায়িক ও বাচিক; ভারতচন্দ্র তাহা করেন নাই। বিবিধ মানভঙ্গোপায় ভারতচন্দ্র সবিস্তারে বলিয়াছেন, ভানুদত্ত এই স্থলে সংক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সাহিত্যদর্পণ ও উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণ এই অংশ রচনায় বিশেষ লক্ষণীয় [৫১]।

[চ] ভাবপ্রকরণঃ

উদ্দীপন
[গুণ-স্মরণ, নামকীর্ত্তন, রূপদর্শন, সুগন্ধি-
ভূষণধারণ, গীতবাদ্যশ্রবণ, চন্দ্রনক্ষত্রাদি দর্শন
ইত্যাদি রসবর্দ্ধক ভাব]

ঔ

দীপ্তি

হাব

বে

ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের অনুবর্ত্তন করিয়া অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উল্লেখ করিয়াছেন [পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য]—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা গুণাঃ॥" —রসমঞ্জরী (পৃঃ ২৩২)

আশ্রয়ীভাব ত্রিবিধ—আলম্বন বা রসাশ্রয়ীভাব, বিভাবন বা অনুভাব এবং উদ্দীপন বা গুণস্মরণ-নামসঙ্কীর্ত্তন-গীতবাদ্যশ্রবণ-ইত্যাদি রসবর্দ্ধক ভাব। বিভাবন পুনরায় তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হাব-ভাব-হেলা, এই তিনটি অঙ্গজ ; শোভা-কান্তি-দীপ্তি প্রভৃতি সাতটি অযত্নজ এবং লীলা-বিলাস-বিচ্ছিত্তি ইত্যাদি আঠারটি স্বভাবজ। মোট অনুভাবের সংখ্যা আটাশ। উজ্জ্বল-নীলমণিতে অনুভাবের সংখ্যা ধরা হইয়াছে মোট বাইশটি [=৩ (অঙ্গজ)+ ৭ (অযত্নজ)+১২ (স্বভাবজ)। 'বিকৃত', 'তপন', 'বিক্ষেপ, 'কুতূহল', 'হসিত' ও 'কেলি'—ইহাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে।] [৫২]। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় 'কুতূহল' নামক অনুভাবটি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং 'শ্রম' ও 'ক্লান্তি' নামক অপর দুইটি অনুভাব সংযুক্ত হইয়াছে। 'শ্রম' ও 'ক্লান্তি'-র উল্লেখ অন্যত্র নাই। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভারতচন্দ্র 'অঙ্গজ', 'অযত্নজ' ও 'স্বভাবজ' পর্য্যায়ত্রয়ের উল্লেখ করেন নাই। এইস্থলে লক্ষণীয় যে, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ব্যতীত ভানুদত্তে অপর কিছুর উল্লেখ নাই। আশ্রয়ীভাব বর্ণন হইতে সুরু করিয়া রসমঞ্জরী গ্রন্থের অবশিষ্ট উপাদানগুলি ভারতচন্দ্র অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন। অত্রোদ্ধৃতিগুলি ভারতচন্দ্র-বর্ণিত বিষয়বস্তু-ব্যাখ্যানে সহায়তা করিবে—

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতি সংখ্যকাঃ॥ অলঙ্কারাস্তত্র ভাব-হাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ। শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা॥ ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ। লীলাবিলাসৌ বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্। মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিভ্রমো ললিতং মদঃ॥ বিকৃতং তপনং মৌগ্ধ্যং বিক্ষেপশ্চ কুতূহলম্। হসিতং চকিতং কেলিরিত্যষ্টাদশ সংখ্যকাঃ॥ স্বভাবজাশ্চ ভাবাদ্যা দশ পুংসাং ভবন্ত্যপি। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ ভ্রূনেত্রাদিবিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ। ভাব এবাল্পসংলক্ষ্য বিকারো হাব উচ্যতে॥ হেলাত্যন্তং সমালক্ষ্য বিকারঃ স্যাৎ স এব তু। রূপযৌবনলালিত্যভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্॥ শোভা প্রোক্তা সৈব

কান্তির্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ। কান্তিরেবাতিবিস্তীর্ণা দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে। সর্ব্বাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্য্যং রমণীয়তা। নিঃসাধ্বসত্বং প্রাগল্ভ্যমৌদার্য্যং বিনয়ঃ সদা॥ মুক্তাত্মশ্লাঘনা ধৈর্য্যং মনোবৃত্তিরচঞ্চলা। অঙ্গৈর্বেশৈরলঙ্কারৈঃ প্রেমভির্বচনৈরপি॥ প্রীতিপ্রযোজিতৈর্লীলাং প্রিয়স্যানুকৃতি বিদুঃ। যানস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। বিশেষস্তু বিলাসঃ স্যাদিষ্টসন্দর্শনাদিনা॥ স্তোকাঽপ্যাকল্পরচনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ। বিব্বোকস্ত্বতিগর্ব্বেণ বস্তুনীষ্টেঽপ্যনাদরঃ। স্মিতশুষ্করুদিতহসিতত্রাসক্রোধশ্রমাদীনাম্। সাঙ্কার্য্যং কিলকিঞ্চিতমভীষ্টত[illegible]॥ তদ্ভাবভাবিতে চিত্তে বল্লভস্য কথাদিষু॥ মোট্টায়িতমিতি প্রাহুঃ কর্ণকণ্ডূয়নাদিকম্। কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ। প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্। ত্বরয়া হর্ষরাগাদের্দয়িতাগমনাদিষু॥ অস্থানে ভূষণাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমো মতঃ। সুকুমারতয়াঽঙ্গনাং বিন্যাসো ললিতং ভবেৎ। মদো বিকারঃ সৌভাগ্যযৌবনাদ্যবলেপজঃ॥ বক্তব্যকালেঽপ্যবচো ব্রীড়য়া বিকৃতং মতম্। তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে স্মরাবেশোত্যচেষ্টিতম্॥ অজ্ঞানাদিব যা পৃচ্ছা প্রতীতস্যাপি বস্তুনঃ। বল্লভস্য পুরঃ প্রোক্তং মৌগ্ধ্যং তত্ত্ববেদিভিঃ॥ ভূষণামর্দ্ধরচনা বৃথা বিষ্বগবেক্ষণম্। রহস্যাখ্যানমীষচ্চ বিক্ষেপো দয়িতান্তিকে॥ রম্যবস্তুসমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্। হসিতন্তু বৃথাহাসো যৌবনোদ্ভেদসম্ভবঃ। কুতোঽপি দয়িতস্যাগ্রে চকিতং ভয়সম্ভ্রমঃ। বিহারে সহ কান্তেন ক্রীড়িতং কেলিরুচ্যতে॥"
ত্যদর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ। ১২৫-৫৩)

[ছ] **বয়োবিভাগঃ**

যৌবন-ক্রম

বয়ঃসন্ধি	নবযৌবন	ব্যক্তযৌবন	পূর্ণযৌবন
[১০ম বা ১২শ বৎসর]	বা	বা	বা
	'নবীনযৌবন'	'যুবভাব'	'বৃদ্ধভাব'

মধুররসাক্রান্ত নায়কনায়িকার বয়স চতুর্ব্বিধ—বয়ঃসন্ধি, নবযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণযৌবন।

"বয়ঃসন্ধ্যাদিভেদেন বয়স্ত্রিবিধমুচ্যতে" ...তত্র কথিতং মধুরে রসে। বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ॥ বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে॥ দরোদ্ভিন্ন-স্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্থরস্মিতম্। মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥ বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্। উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে॥ নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি। পীনৌ কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে॥"

—উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ৪২-৪৩। শ্লোক ৬-১১)

"ষোড়শবর্ষা বালা ইত্যালাপন্তি ধীমন্তঃ। বিংশত্যব্দা তরুণী ত্রিংশাৎ প্রৌঢ়া ততঃপরং বৃদ্ধাঃ [৫৩]॥'

—পঞ্চসায়ক (পৃঃ ২৩)

ভারতচন্দ্রও যৌবনের 'চারিভেদ' করিয়াছেন—'বয়ঃসন্ধি', 'নবীনযৌবন', 'যুব-ভাব' ও 'বৃদ্ধ-ভাব'। 'যুব-ভাব' ও 'বৃদ্ধ-ভাব' পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণ-যৌবন। 'বৃদ্ধ-ভাব' অর্থে প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্য নহে। যৌবন-কথনে কবি রায়গুণাকর 'যৌবনের জয়গান' গাহিয়াছেন—'ভারতচন্দ্রের ভারতী যোগ। যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ [৫৪]॥'

[জ] **জাতিকথনঃ**

জাতি

স্ত্রী — পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী

পুরুষ — শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব

কামশাস্ত্রজ্ঞগণ স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে দৈহিক গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) পদ্মিনী ও শশ, (খ) চিত্রিণী ও মৃগ, (গ) শঙ্খিনী ও বৃষ, (ঘ) হস্তিনী ও অশ্ব। এই বিভাগ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শেষেরটি সর্ব্বনিকৃষ্ট।

"পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব শঙ্খিনী হস্তিনী তথা। শশো মৃগো-বৃষোঽশ্বশ্চ স্ত্রীপুংসোর্জাতিলক্ষণম্॥ ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্র-

রন্ধ্রা অবিরলকুচযুগ্মা চারুকেশী কৃশাঙ্গী। মৃদুবচনসুশীলা গীতবাদ্যানুরক্তা সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥ ভবতিরতিরসজ্ঞা নাতিখর্ব্বা চ দীর্ঘা তিলকুসুমসুনাসা স্নিগ্ধনীলোৎপলাক্ষী। ঘনকঠিনকুচাঢ্যা সুন্দরী বদ্ধশীলা সকলগুণসমেতা চিত্রিণী চিত্রবক্ত্রা॥ দীর্ঘাতিদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা। রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥ স্থূলাধরা স্থূলনিতম্বভাগা স্থূলাঙ্গুলী স্থূলকুচা দুঃশীলা। কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া যা নিতান্তভোক্ত্রী করিণী মতা সা॥ শশকে পদ্মিনী তুষ্টা চিত্রিণী রমতে মৃগম্। বৃষভে শঙ্খিনী তুষ্টা হস্তিনী রমতে হয়ম্॥ পদ্মিনী পদ্মগন্ধা চ মীনগন্ধা চ চিত্রিণী। শঙ্খিনী ক্ষারগন্ধা চ মদগন্ধা চ হস্তিনী॥ স্ত্রীজিতো গায়কশ্চৈব নারীসত্যপরঃ সুখী। ষড়ঙ্গুলশরীরশ্চ স শ্রীমান্ শশকো মতঃ॥ শ্রেষ্ঠস্তু ধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী প্রিয়ংবদঃ। অষ্টাঙ্গুলশরীরশ্চ রূপযুক্তো মৃগো মতঃ॥ উপকারপরো নিত্যং স্ত্রীজিতো শ্লেষ্মণঃ সুখী। দশাঙ্গুলশরীরশ্চ মনস্বী বৃষভো মতঃ॥ কাষ্ঠতুল্যবপুর্ধৃষ্টো মিথ্যাভাষী চ নির্ভয়ঃ। দ্বাদশাঙ্গুললিঙ্গশ্চ দরিদ্রশ্চ হয়ো মতঃ [৫৫]॥"

—রতিমঞ্জরী (শ্লোক ৩-৯, ৩৫-৩৮)

"দীর্ঘাক্ষাঃ সূক্ষ্মদেহা লঘুসমদশনা লম্বকর্ণাঃ সুবাচো গ্রীবায়াং জানুদেশে করচরণতলে কালিমানং বহন্তঃ। অল্পাহারাঃ সুশৌচাঃ দিনমধিশয়িনঃ কান্তিমন্তো ধনাঢ্যাঃ ক্রীড়াবন্তো বিনীতা লঘুতরসুরতাঃ পুণ্যভাজঃ শশাঃ স্যুঃ॥ সুচারুকেশো মৃদুবাক্ সুবেশঃ সুদীর্ঘকণ্ঠশ্চপলঃ সুনেত্রঃ। সুরক্তপাণিঃ সমদন্তপঙ্ক্তিঃ সৌভাগ্যযুক্তঃ কথিতো মৃগোঽয়ম্॥ স্ফারাকারাঃ সদর্পাঃ সুরতরসকলালম্পটাঃ সুন্দরাঙ্গা ব্যূঢ়োরস্কাঃ সুরূক্ষাঃ সুষমজঠরিণো মাংসলা লোলনেত্রা। অত্যন্তপ্রৌঢ়বাক্যাঃ পরিলঘুধৃতয়ঃ ক্রোধনা মধ্যবেগা উক্ষণো লিঙ্গমীষদ্বিততনবমিতৈরঙ্গুলীকৈর্বহন্তি॥ কার্য্যে হৃষ্টা বলিষ্ঠাঃ সিতসমদশনাঃ পীবরা স্ফারবক্ত্রা গ্রীবাবাহূরুদীর্ঘাঃ পরহিতনিরতাঃ সাত্ত্বিকা স্নিগ্ধবাচঃ। নির্ল্লজ্জাশ্চারুশীলা পৃথুতরগতয়শ্চণ্ডসম্ভোগরক্তা অশ্বা লিঙ্গং বহন্তো যুবতিজনরতা ভানুসংখ্যাঙ্গুলীকম্॥"

—পঞ্চসায়ক (শ্লোক ৮-১১। পৃঃ ২০-২২)

রতিবিধিতে নায়ক ও নায়িকা ত্রিবিধ প্রকার হইয়া থাকে—

"শশো বৃষোঽশ্ব ইতি লিঙ্গতো নায়কবিশেষাঃ। নায়িকা পুনর্মৃগী-বড়বা হস্তিনী চেতি।" —কামসূত্র (৬ষ্ঠ অধিকরণ। ১ম অধ্যায়। ১)

ভারতচন্দ্রের নায়কনায়িকার জাতি-কথনে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় চিত্রিণী নায়িকা ত্রিরেখকণ্ঠী ও ক্ষারগন্ধযুক্তা এবং শঙ্খিনী মীনগন্ধযুক্তা কিন্তু 'রতিমঞ্জরী'-তে ইহার ঠিক বিপরীত লক্ষণ পাইতেছি। অন্যান্য লক্ষণ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের সহিত অপর গ্রন্থগুলির স্থূলতঃ সাদৃশ্য দেখা যায়। পুরুষজাতিলক্ষণবর্ণনা কবি সুসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—'রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত। চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণসম্মত॥'। অবশ্য এই বর্ণনাসংক্ষেপের জন্য কবি আক্ষেপও করিয়াছেন—'নরনারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয়। কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভ এই রয়॥'।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বিবিধ অলঙ্কারগ্রন্থ হইতে নানা সম্পদ আহরণ করিয়া স্বীয় রসমঞ্জরীকে সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তু চয়ন ও ছন্দসূত্রে বয়ন ভারতচন্দ্রের নিজস্ব। রসবৈকুণ্ঠাধিপতি রাধাশ্যামের গুণকীর্ত্তন করিয়া গুণাকর কবি সুসংক্ষেপে রসশাস্ত্রের প্রধান বিষয়গুলি জনসাধারণের সম্মুখে যে-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে 'গৌড়জন যে নিরবধি সুধাপান করিবে' ইহা সহজেই অনুমেয়। রসমঞ্জরী রচনাকালে কবির দৃষ্টি যে-পাঠকসাধারণের উপর নিবদ্ধ ছিল তাহা বুঝা যায় কবির বারংবার রচনাসংক্ষেপের জন্য কৈফিয়ৎ প্রদানের দ্বারা। ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। পাণ্ডিত্যের লৌহপেটিকায় রসভাণ্ড রক্ষিত হইলে কে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবে! সেই জন্য রসজ্ঞ কবি বিনীত করিয়াছেন—'রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখ দুষ্ট মত, সারি দিবা এই নিবেদন।' ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী রসসংকীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা।

---

১ রসমঞ্জরী [অনন্তপণ্ডিত কৃত ব্যঙ্গ্যার্থকৌমুদী ও নাগেশভট্ট কৃত প্রকাশ টীকা সহিত। বারাণসী সংস্কৃত গ্রন্থমালা সংখ্যা ৮৩, ৮৪, ৮৭। ১৯০৪ খৃীঃ]। [জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কৃত 'কাব্যসংগ্রহ'। পৃঃ ৫৮৯-৬১৮। কলিকাতা নূতন ভারত যন্ত্রে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।]।

২ রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকাল-[১০৯২-১১১৮ সাল]-এর পর ১১১৯ সালে কীর্ত্তিচন্দ্র ভুরসুট অধিকার করেন। গড়ভবানীপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিবরণীতে ইহার

প্রমাণ মিলে। ৪৮০৭৫ নং তায়দাদের 'সনন্দর হকীকত'-এ আছে—"বৰ্দ্ধমানের জমিদারের সহিত সাবেক ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত লড়াই হয়, ইহাতে গড়বাটি লুট হয়, সনন্দপত্র খোয়া গেছে সন ১১১৯ সাল।" এবং "...লড়াই হইয়া সাবেক জমিদারের জমিদারি বৰ্দ্ধমান চাকলা সামীল হয় তাহাতে শ্রীশ্রীদেগে বৰ্দ্ধমান লইয়া জাইয়া কথক দীন সেইখানে 'সেবা করিয়া পুনরায় সন (১১২৫) পচিষ শালে ঐ জমি এবং গড় বাড়ি শ্রীশ্রীজিউদীগে দীয়া স্থাপিত করিলেন।" ৪১৩৫০ নং তায়দাদে দেখা যায় যে, কীৰ্ত্তিচন্দ্র মুকুটরায়ের বংশধর শিবচরণের সময় দোগাছিয়াও গ্রাস করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য শিবচরণের পুত্র-[ঘনশ্যাম-বীরেশ্বর]-দ্বয়কে ২৫৪ বিঘা ভূমি দান করেন। [দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য—ভূরসুটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশ (প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৫৩৭-৩৮)]।

৩ এই সনন্দের 'নকল' কবির পুত্রদ্বয় রামতনু ও ভাগবতচরণ (=ভগবান?) ২১ অগ্রহায়ণ ১২০২ সালে নদীয়া কালেক্টরীতে দাখিল করেন (২০৩৩৭ নং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। সনন্দটি এই:—'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং শ্রীতরঙ্গ নকল শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর সদ্দার-চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শৰ্ম্মণো নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ—সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরমজাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একাওন্ন বিঘা একুনে ৭২/০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপান্ন ১ অগ্রহায়ণ।' ভারতচন্দ্রের পুত্র পরীক্ষিত সম্ভবতঃ মুলাজোড় ছাড়িয়া পৈত্রিক ভিটাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন কারণ, ১২০৯ সালে দখলকারদিগের মধ্যে তাঁহার নাম আছে। [দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য—রামপ্রসাদ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৫২ ভাগ। ১ম সং। পৃঃ ৬)]।

৪ ভানুদত্তের কালনিরূপণ লইয়া মতভেদ বৰ্ত্তমান। ভানুদত্তের পিতার নাম গণেশ্বর, নিবাস গঙ্গাতীরবৰ্ত্তী বিদেহভূমিতে—'তাতো যস্য গণেশ্বরঃ কবিকুলালংকারচূড়া-মণির্দেশো যস্য বিদেহভূঃ সুরসরিৎকল্লোলকিৰ্ম্মীরিতা।' সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুশীল চন্দ্র দে মহাশয়ের মতে ভানুদত্ত খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের শেষপাদে ও ১৪শ শতকের প্রথম-পাদের মধ্যে বৰ্ত্তমান ছিলেন—'The *Rasamanjari* deals with the nature of the heroes and heroines and the parts they play. He (Bhanudatta) seems to have drawn much from *Dasarupaka*. He probably flourished towards the end of the 13th or the beginning of the 14th century. His *Gita Gaurisa* seems to have been modelled on Jayadeva's *Gita Govinda* and Jayadeva is generally placed in the 12th century A.D. The commentary *Rasa-manjari Prakasika* (Ananta Pandita) was written in 1428. This also corroborates our conclusion about the date of Bhanudatta that he flourished sometime at the end of the 13th or the beginning of the 14th century.' [History of Sanskrit Literature (C. U. 1947. Vol. I. P. 561)]. পুনশ্চ সতীশচন্দ্র রায় মনে করেন যে, ভানুদত্ত খৃঃ ১৪ শতকের শেষপাদে কিংবা ১৫ শতকের প্রথম পাদে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগন্নাথ শিরোমণি তদীয় 'রসগঙ্গাধর' [খৃঃ ১৬ শতক] নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক-['রূপযৌবনলাবণ্যস্পৃহনীয়তরাকৃতিঃ। পুরতো হরিণা-

ক্ষীণামেব পুষ্পায়ুধীয়তি॥' পৃঃ ২৭১-৭২ মূল শ্লোক (বারাণসী সংস্কৃত গ্রন্থমালা) ও নাগেশ ভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য।]-এ ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর মঙ্গলাচরণের শ্লোকাংশ ['আত্মীয়ং চরণং দধাতি পুরতো—ইত্যাদি'] সমাবেশ করাতে মনে হয়, ভানুদত্ত খৃীঃ ১৬ শতকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অপর একটি সময় বলা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ কবিরাজ-[খৃীঃ ১৪ শতক]-এর সাহিত্যদর্পণে ভানুদত্তের 'প্রোষ্যৎপতিকা' নামে নবমী নায়িকার নির্দ্দেশ না থাকাতে মনে হয় ভানুদত্তের জীবৎকাল কবিরাজের পরে অর্থাৎ খৃীঃ ১৫ শতকের প্রথমপাদের পরে নহে। অমরুশতক-[খৃীঃ ৯। ১০ শতক]-এর 'প্রস্থানং বলয়ৈ কৃতং' শ্লোকটি ভানুদত্তে থাকায় বলা যায়, ভানুদত্ত অমরু কবির পরবর্ত্তী। [রসমঞ্জরী। কলিকাতা। ১৩২০ সাল। ভূমিকা] রসমঞ্জরীর একাধিক টীকা পাওয়া যায়—অনন্ত-পণ্ডিতের 'ব্যঙ্গ্যার্থকৌমুদী', নাগেশভট্টের 'রসমঞ্জরীপ্রকাশ', গোপালভট্টের 'রসিকরঞ্জনী', রঙ্গস্বামীর 'রসমঞ্জর্য্যামোদ', মাধবের 'ভানুভাবপ্রকাশিনী' প্রভৃতি।

৫ 'কাব্যমালা' কাব্যসংগ্রহ [তৃতীয় গুচ্ছ। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস প্রকাশিত]।

৬ কাশী সংস্কৃত গ্রন্থমালা [ক্রমিক সংখ্যা ১৪৫। কৃষ্ণমোহন ঠাকুর সম্পাদিত। ১৯৪৭ খৃীঃ]। সাহিত্যদর্পণ [সংবাদজ্ঞানরত্নাকর প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা ১৮৭৩ খৃীঃ। ২য় সং।]।

৭ 'শিবসিংহসরোজ' [লক্ষ্ণৌ নওলকিশোর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত ও শিবসিংহ সেঙ্গর কর্ত্তৃক সংকলিত ১০০০ হিন্দী কবির কাব্যসংগ্রহ]।

৮ 'রসমঞ্জরী' [সতীশচন্দ্র রায় অনূদিত। বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। কলিকাতা মডেল লাইব্রেরী। সন ১৩২০ সাল। প্রথম সংস্করণ]।

৯ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ' [১৮৭২ খৃীঃ। পৃঃ ৪৮৫-৯০]।

১০ বাৎস্যায়ন কৃত 'কামসূত্র' [কলিকাতা, ১৩১৬ সাল]।

১১ উজ্জ্বলনীলমণি [শ্রীমৎ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী সম্পাদিত ও শচীনাথ রায় চৌধুরী প্রকাশিত। ১৩৫৩ সাল = ১৯৪৬ খৃীঃ। কলিকাতা।]।

১২ পঞ্চসায়ক বা কামের পাঁচবাণ [সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সংকলিত ও অনূদিত। কার্ত্তিকচন্দ্র ও প্রফুল্লকুমার ধর প্রকাশিত। সন ১৩৩৭ সাল। কলিকাতা।]।

১৩ 'অনঙ্গরঙ্গ' [পাঞ্জাব সংস্কৃত বুক ডিপো। লাহোর ১৯২০ খৃীঃ। রামচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত]।

১৪ বঙ্কিমচন্দ্র [বিবিধ প্রবন্ধ। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব']।

১৫ সতীশচন্দ্র রায় অনূদিত বাঙ্গালা 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের ভূমিকা।

১৬ 'শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥' —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ২০৯]।

১৭ 'বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা গৃহকর্ম্মপরা পতিব্রতা স্বীয়া। সাপি কথিতা ত্রিবিধা মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি॥ প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনবিকারা রতৌ বামা। কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিকা লজ্জাবতী মুগ্ধা॥ মধ্যা বিচিত্রসুরতা প্ররূঢ়স্মরযৌবনা। ঈষৎ প্রগল্ভবচনা মধ্যমব্রীড়িতা মতা॥ স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা। ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভা-ক্রান্তনায়িকা॥ —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৯৭-১০১]।

১৮ 'মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা। রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্॥ কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৪]।

১৯ 'সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎপ্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা। মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৫]।

২০ প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্ত-বল্লভা। অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥"—উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৬]।

২১ 'ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যে-দ্বল্লভং রুষা। ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা। সন্তর্জ্জ্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্। ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে।' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৫-১৭]।

'প্রিয়ং সোৎপ্রাসবক্রোক্ত্যা মধ্যাধীরা দহেদ্রুষা। ধীরাধীরা তু রুদিতৈরধীরা পরুষোক্তিভিঃ॥ প্রগল্ভা যদি ধীরা স্যাচ্ছন্নকোপাকৃতিস্তদা। উদাস্তে সুরতে তত্র দর্শয়ন্ত্যাদরান্ বহিঃ॥ ধীরাধীরা তু সোল্লুণ্ঠভাষিতৈঃ খেদয়েদমুম্। তর্জয়েত্তাড়য়েদন্যা প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা। কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠরূপত্বান্নায়কপ্রণয়ং প্রতি।' —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১০৩-০৭]

২২ 'করগ্রহবিধিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরা। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥ রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ। গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদাসম্ভোগলালসা। পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥ উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৫, ৬, ৭]।

২৩ 'যাত্রাদিনিরতান্যোঢ়া কুলটা বিগতত্রপা।'—সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১০৯]।

২৪ 'নানাকার্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ। সা মনোভবদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিত-ভর্তৃকা॥' —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১১৯]।

'দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা। প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানব-জাগরৌ। মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ॥' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৯]।

২৫-৩১ তুলনীয়ঃ সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১১২—]; উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ১৮, ১৯]; অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ২৭, ৫৬, ৫৭]; পঞ্চসায়ক [পৃঃ ১২৮ (শ্লোক ২৯) হইতে পৃঃ ১৩৫ (শ্লোক ৩৬)]। পঞ্চসায়ক-[পৃঃ ১৩২, শ্লোক ৩৩]-এ বিপ্রলব্ধা নায়িকার সংজ্ঞা অন্যরূপ—'সঙ্কেতকং প্রিয়তমঃ স্বয়মেব দত্ত্বা নৈবাগতঃ সমুচিতে সময়ে চ যস্যাঃ। হৃষ্টা বচোঽমৃতরসৈঃ সকলাঙ্গযষ্টিঃ সা বর্ণিতা কবিবরৈরিহ বিপ্রলব্ধা॥'

৩২ তুলনীয়ঃ—'দয়িতে পরদেশসংস্থিতে শশিপঙ্কেরুহচন্দনাদিভিঃ। পরিতপ্যত এব যদ্ বপুঃ কথিতা সা কবিভির্বিয়োগিনী॥' —অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ৫৭]।

'দেশান্তরং প্রতিবিশেৎ রমণশ্চ যস্যা দত্ত্বা বিধিং চিরতরং গুরুকার্য্যযোগাৎ। দুর্ব্বার-দুঃখদহনৈঃ পরিবেদিতাঙ্গী সা প্রোষিতা প্রিয়তমা কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ॥' —পঞ্চসায়ক।

৩৩ উজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকা সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া ভেদে তিনপ্রকার। সাধনপরা দ্বিবিধা—যৌথিকী (=মুনি+উপনিষদ) ও অযৌথিকী (=প্রাচীনা+নবীনা)।

অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্ট-নায়িকা প্রত্যেকে পুনরায় অষ্টবিধ। (ক) অভিসারিকা [জ্যোৎস্না, তামস, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, অসমঞ্জসা]; (খ) বাসসজ্জা [মোহিনী, জাগ্রতিকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, চকিতা, সুরসা, উদ্দেশা]; (গ) উৎকণ্ঠিতা [দুর্ম্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা, নিৰ্ব্বন্ধা]; (ঘ) বিপ্রলব্ধা [বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূতাদয়া, ভীতা]; (ঙ) খণ্ডিতা [নিন্দা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগল্‌ভা, মধ্যা, মুগ্ধা, কম্পিতা, সন্তপ্তা]; (চ) কলহান্তরিতা [আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সমা, মৃদুলা, বিধুরা]; (ছ) প্রোষিতভর্তৃকা [ভাবী, ভবন্, ভূত, দশদশা, দূতসংবাদ, বিলাপা, সখ্যুক্তিকা, ভাবোল্লাসা]; (জ) স্বাধীনভর্তৃকা [কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, সমুক্তিকা, সোল্লাসা, অনুকূলা, অভিষিক্তা]।

৩৪ 'প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্‌বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে॥ শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ। তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা। নায়িকাপ্রাণসংরক্ষাপ্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়া॥' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ২৮, ৩৫]।

৩৫ 'দাসী বারবধূর্নটী চ বিধবা-বালা চ ধাত্রী তথা। কন্যা-প্রব্রজিতা চ ভিক্ষুবনিতা সম্বন্ধিনী শিল্পিনী॥ মালাকরনিতম্বিনী দৌত্যে স্মৃতা যোষিতঃ। আলাপ্যা কবিভিঃ সদৈব মদনব্যাপারলীলাবিধৌ॥' —পঞ্চসায়ক [পৃঃ ১৩]। অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ৪৩], বাৎস্যায়নের কামসূত্র [পৃঃ ২৪৬] দ্রষ্টব্য।

৩৬ 'কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ। মাধুর্য্যং নর্ম্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্ গুণাঃ॥' —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ১৫৮]।

৩৭ কামসূত্র [চতুর্থ অধিকরণ। প্রথম অধ্যায়। ৫]; তুলনীয়ঃ পঞ্চসায়ক [পৃঃ ২-৩। শ্লোক ৪]।

৩৮ 'উক্তঃ পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ।' —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ২]।

৩৯ তুলনীয়ঃ সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৭০,—], উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ২-৩]। উজ্জ্বলনীলমণির বিভাগানুসারে নায়ক চারি প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরশান্ত। ইহারা প্রত্যেকে পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম, পতি-উপপতি, অনুকূল-দক্ষিণ-ধৃষ্ট-শঠ ভেদে সর্ব্বসমেত ৯৬ ভাগে বিভক্ত। ভরতমুনির মতবিরুদ্ধ হওয়াতে রূপগোস্বামী নায়কের ধূর্ত্তাদি ভেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৪০ 'আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্মসখো বরঃ॥'—উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৪]। রূপগোস্বামীর মতে 'প্রিয়নর্ম্মসখা' অন্যতম নায়ক-সহায়।

৪১ 'দূরাদনুবর্ত্তিনি স্যাৎ তস্য প্রাসঙ্গিকেতিবৃত্তে তু। কিঞ্চিত্তদ্গুণহীনঃ সহায় এবাস্য পীঠমর্দ্দাখ্যঃ॥' —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৭৬], উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৪]; পঞ্চসায়ক [পৃঃ ৩। শ্লোক ৫]।

৪২ সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৭৮]; উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৪]।

৪৩ 'ভৃত্য-দাসের-দাসেয়-দাস-গোপ্যক-চেটকাঃ।' —অমরকোষ। সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৭৮]; উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৪]।

৪৪ 'একদেশবিদ্যশ্চ ক্রীড়নকো বিশ্বাস্যশ্চ বিদূষকঃ বৈহাসিকো বা।' —কামসূত্রে [পৃঃ ৫৫]। সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ৭৯]; উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৪]। দ্রষ্টব্যঃ কামসূত্র [প্রথম অধিকরণ। ৪র্থ অধ্যায়। পৃঃ ৫৪-৫৫]।

৪৫ সাহিত্যদর্পণ-[৩।২১৩, ২২৪]-এ বিপ্রলম্ভ বিভাগটি এইরূপ—'স চ পূর্ব্বরাগ-মান-প্রবাস-করুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।' করুণ বিপ্রলম্ভের উল্লেখ অন্যত্র নাই। 'যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে। বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ॥'

৪৬ সাহিত্যদর্পণ-[৩য় পরিচ্ছেদ। ২১৭]-এ পূর্ব্বরাগও ত্রিবিধ—"নীলীকুসুম্ভ-মঞ্জিষ্ঠা পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা॥ ন চাতিশোভতে যন্নাপৈতি প্রেম মনোগতম্। তন্নীলী-রাগমাখ্যাতং যথা শ্রীরামসীতয়োঃ॥ কুসুম্ভরাগং তৎ প্রাহুর্যদপৈতি চ শোভতে। মঞ্জিষ্ঠারাগমাহুস্তং যন্নাপৈত্যতি শোভতে॥"

৪৭ উজ্জ্বলনীলমণিতে সম্ভোগ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ বা স্বপ্ন সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ দুই প্রকার—প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ। সম্পন্ন সম্ভোগ পুনরায় দ্বিবিধ—আগতি [=লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন] ও প্রাদুর্ভাব [=প্রেমসংরম্ভে অকস্মাৎ আগমন]।

৪৮ "লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশ-দশা॥ —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৮৬-৮৮]; সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ২১৪—]।

৪৯ "সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্।" —উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৮৪]।

৫০ 'সামভেদোঽথদানঞ্চ নত্যুপেক্ষে রসান্তরম্। তদ্ভঙ্গায় পতিঃ কুর্য্যাৎ ষড়ুপায়ানিতি ক্রমাৎ॥ তত্র প্রিয়বচঃ সাম ভেদস্তৎসখ্যুপার্জ্জনম্। দানং ব্যাজেন ভূষাদেঃ পাদয়োঃ পতনং নতিঃ॥ সামাদৌ তু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাবধারণম্। রভসত্রাসহর্ষাদেঃ কোপভ্রংশো-রসান্তরম্॥" —সাহিত্যদর্পণ [৩য় পরিচ্ছেদ। ২২০]; তুলনীয়ঃ উজ্জ্বলনীলমণি [পৃঃ ৮৯-৯৪]।

৫১ উজ্জ্বলনীলমণিতে উজ্জ্বল বা আদিরস দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ ও প্রবাস। সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের আটটি ভাগ পুনরায় প্রত্যেকটি আটটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বসমেত ৬৪ প্রকার রস হইয়াছে।

(ক) পূর্ব্বরাগ [দর্শন-জন্য—সাক্ষাৎ, চিত্রপট ও স্বপ্ন; শ্রবণ-জন্য—বন্দী বা ভাট মুখে, দূতী মুখে, সখী মুখে, গুণীগণের মুখে ও বংশীধ্বনি শ্রবণ]।

(খ) মান [সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ, নায়কাঙ্গে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রতি-নায়িকার দেহে ভোগাঙ্ক দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্ন দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন]।

(গ) প্রেমবৈচিত্ত্য [কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, নিজের প্রতি, সখীর প্রতি, দূতীর প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ]।

(ঘ) প্রবাস [নিকট—কালীয়দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধ ও রাসে অন্তর্দ্ধান জনিত সাময়িক বিরহ; দূর—ভাবী (প্রবাসে গমনের বার্ত্তা শ্রবণে), মথুরাগমন ও দ্বারকাগমন]।

(ঙ) সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ [বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠগমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, বর্ত্মরোধন ও রতিভোগ]।

(চ) সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ [মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরী, নৌকা-বিলাস, মধুপান ও সূর্য্যপূজা]।

(ছ) সম্পন্ন-সম্ভোগ [সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলি, প্রহেলিকা, পাশাখেলা, নর্ত্তকরাস, রসালস ও কপটনিদ্রা]।

(জ) সমৃদ্ধ-সম্ভোগ [স্বপ্নে বিলাস, কুরুক্ষেত্র-মিলন, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত সম্ভোগ, একত্রনিদ্রা, ভোজনকৌতুক ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা]।

[দ্রষ্টব্যঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত প্রবন্ধ 'কীর্ত্তন' (শারদীয়া যুগান্তর। ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ৮৯-৯০)]।

৫২ উজ্জ্বলনীলমণি [অনুভাবপ্রকরণম্। শ্লোক ১-৩০, পৃঃ ৫০-৫৪]।

৫৩ তুলনীয়ঃ রতিমঞ্জরী [শ্লোক ১০-১১]।

৫৪ তুলনীয়ঃ "If you would taste love, drink of the pure stream that youth pours out at your feet. Do not wait till it has become a muddy river before you stop to catch its wave." Jerome. K. Jerome.

৫৫ পঞ্চসায়ক [শ্লোক ৬-৯। পৃঃ ৩-৫]; অনঙ্গরঙ্গ [শ্লোক ১০-১৬। পৃঃ ২-৩]।

৫৬ তুলনীয়ঃ পঞ্চসায়ক [পৃঃ ২২-২৩]; অনঙ্গরঙ্গ [পৃঃ ১০-১২। শ্লোক ১৬-২৫]।

॥ ৯ ॥ পীরমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতচন্দ্র

মুসলমান রাজত্বকালে পীর-ফকীরেরা কেবল ধর্ম্মসাধনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, রাজ্যশাসনদণ্ড পরিচালনাতেও অনেক সময় তাঁহাদিগের যথেষ্ট হাত থাকিত[১]। মুসলমান ও হিন্দু, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, পুরাণে এবং কোরানে যাহাতে অনর্থক সংঘাত না বাধে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই একদা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হিন্দু-দেবতা নারায়ণের 'সত্যপীর' রূপ কল্পিত হইয়াছিল। 'পীর' অর্থে গুরু, সুতরাং সত্যপীর অর্থে 'সত্যগুরু' বা নারায়ণ। সত্যপীর প্রয়োজনের দেবতা, বিশেষ প্রয়োজনেই এই দেবতাটি হিন্দু-দেব-গোষ্ঠীর মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। অর্দ্ধমুসলমানী 'সত্যপীর' নামের দোহাই দিয়াও একদা হিন্দুগণ নারায়ণাদি দেবতাকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়াছিলেন।

পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের ভ্রূণাবস্থা সূচীত হয় 'সেকশুভোদয়া'-তে [খ্রীঃ ১৬ শতক] শেখ শাহ্ জলালের মহিমাদ্যোতক দুই একটি বাঙ্গালা ছড়াতে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপুরাণে [খ্রীঃ ১৭ শতক] 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক সুবিখ্যাত কাব্যাংশটিতে[২]। সেকশুভোদয়া-[পৃঃ ১২]-তে পীরমহিমা বর্ণনাটি এইরূপ—

> মকদম সেক শাহ জলাল তবরেজ, তব পাদে করোঁ পরণাম।
> চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম,
> বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ
> দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান॥

'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-[৩]-তে ধর্ম্ম এবং অপরাপর প্রধান দেবতা সকল যবন-রূপ ধারণ করিয়াছেন—

> ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী, মাথায়ে ত কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
> চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥
> নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার, মুখেত বলয়ে দম্বদার।
> যতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন, আনন্দে ত পরিল ইজার॥

ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ, বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর, আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজী, কার্ত্তিক হইল কাজী, ফকির হইল যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা শেখ, পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে, সভে মিলি বাজায় বাজনা॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈলা হায়া বিবি, পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে একমন, প্রবেশ করিল জাজপুর [৪]॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ পীরমাহাত্ম্য কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই শতাব্দীতে দক্ষিণ রায়, কালু রায় এবং পীর বড় খাঁ গাজীর নামে যে-কাব্য-কাহিনীগুলি রচিত হইয়াছে তাহাতে পীরমাহাত্ম্য কাব্যের অঙ্কুরোন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণরামদাসের 'রায় মঙ্গল' কাব্যে পরমেশের অর্দ্ধ-কৃষ্ণ অর্দ্ধ-পয়গম্বর বেশে 'কোরান-পুরাণ দুই হাতে' লইয়া দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে 'দোস্তানি' পাতানোর ব্যাপারে সত্যপীর দেবতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। মঙ্গলকাব্যের যুগে জাত বলিয়াই পীর-মাহাত্ম্য কাব্যগুলি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালা—তবে আকারে ক্ষুদ্র। মঙ্গল-দেবতার ন্যায় সত্যদেব বা সত্যপীরও আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে জনবিশেষের উপর করুণা ও নিগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন এবং পাত্রপাত্রীরাও মহিমা প্রচার করিয়া যথারীতি যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

পীরমাহাত্ম্য কাব্যগুলির কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি সাধারণ বিষয় নজরে পড়ে। কাব্যগুলিতে প্রথমে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি হিন্দুদিগের বিশেষ উপচারযুক্ত [৫] পূজার সহিত সদৃশ। পূজার দেবতা সত্যপীর হইলেও ধ্যান, স্তব ইত্যাদি সমস্তই নারায়ণের মত। পূজাদির পর ব্রতকথাতে সত্যপীরের মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি উপাখ্যান বলা হয়। এই উপাখ্যানগুলির পাত্রপাত্রী সাধারণতঃ এক সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ [কিংবা এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি], কাঠুরিয়া এবং এক বণিক। বণিকের উপাখ্যানটি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি-খুল্লনা, শ্রীমন্ত-সুশীলার আখ্যানের দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়। কোন কোন কাব্যে মুসলমানী ভাবাসক্ত কাহিনীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য-কাব্য পাওয়া যায় স্কন্দ-পুরাণের রেবাখণ্ডে [৬]। স্কন্দপুরাণের এই অংশটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তথাপি এস্থলে লক্ষণীয়, ভাষায় রচিত সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের অনেকগুলিই এই পুরাণের কাহিনীটিকে আদর্শ করিয়াছে। রেবাখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্যপীর নহে, সত্যনারায়ণ। অবশ্য 'অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত ভট্টপল্লী পুস্তকে প্রাপ্ত'—এই নজীর দেখাইয়া পাঁচালীর মধ্যে পীর ও নারায়ণের অভেদত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে—'কেচিৎ কলৌ বিদিষ্যন্তি সত্যপীরং তমেব হি। সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে॥'। সমস্ত অংশটিই যখন সন্দেহযুক্ত, তখন এই বিশেষ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত কিনা [৭], ইহার বিচার বাহুল্য মাত্র। যাহাই হউক্, এই কাব্যটির উপক্রমণিকায় পাইতেছি যে, সত্যনারায়ণের পূজা ছাড়া 'কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। একদিন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনির নিকট ব্যাসশিষ্য সূত মুনি সত্যদেবের মাহাত্ম্যমূলক চারিটি কাহিনী বলিলেন। প্রথমটি কাশীপুর গ্রামবাসী জনৈক সুদরিদ্র ব্রাহ্মণের [নাম দেওয়া নাই] প্রতি সত্যদেবের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া করুণা প্রদর্শন ও পূজা-পদ্ধতি কথন। পূজার ফলে উক্ত দরিদ্র দ্বিজের ধন-ধান্যে লক্ষ্মী-লাভ। দ্বিতীয়টি, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তে জনৈক কাঠুরিয়া-[কাষ্ঠকেতু]-র পূজা ও ফলপ্রাপ্তি। তৃতীয় গল্পটি একটি বণিকের। নৃপতি উল্কামুখ ও রাণী ভদ্রশীলার সিন্ধুতীরে সত্যদেব পূজা দৃষ্টে এক বণিক [নাম দেওয়া নাই] সত্যদেবের প্রতি ভক্তিমান হয়। ফলে নিঃসন্তান বণিকের কন্যালাভ হয় কিন্তু সত্যদেবের প্রতিশ্রুত-পূজা আর করা হয় না। পরে কন্যা কলাবতীর বিবাহের পর সজামাতৃক [জামাতার নাম করা হয় নাই] উক্ত বণিক রত্নসারপুরে চন্দ্র-কেতুর রাজ্যে বাণিজ্য করিতে গেলে রাজধন-চৌর্য্যাপরাধে উভয়ে বন্দী হয়। এদিকে স-সুতা বণিকভার্য্যা সত্যনারায়ণের ব্রত করিলে সত্যদেব সন্তুষ্ট হন এবং রাজাকে সসম্মানে বন্দীদ্বয়কে ছাড়িয়া দিতে নির্দ্দেশ দেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে ছদ্মবেশী সত্যদেবের সহিত বাক্ছলনার জন্য বণিকের ধননাশ হয় ও পরে স্তবে-তুষ্ট দেবতার বরে পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে কন্যা কলাবতী 'প্রসাদ হেলনা' করিয়া স্বামিদর্শনে গেলে ঘাটের নিকট নৌকাডুবি হয় ও পরে সত্যদেবের পূজা করায় সর্ব্বস্বপ্রাপ্তি ঘটে। চতুর্থ গল্পটিতে

বংশধ্বজ রাজা মৃগয়া হইতে ফিরিবার সময় গোপগণকে সত্যদেব পূজা করিতে দেখেন। প্রথমে অবজ্ঞা করাতে রাজার শতপুত্র সহ ধননাশ হয়। পরে অনুতপ্ত রাজা গোপগণের সহিত সত্যদেবের পূজা করিলে যথারীতি সমস্তই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

ভাষা-কাব্যে সত্যপীরের কাহিনীতে মূলতঃ প্রথম তিনটি [কখনও কখনও প্রথম দুইটি] কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ কাহিনীর উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। স্থান, কাল, পাত্রপাত্রীর নামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শঙ্করাচার্য্যের [৮] নামে প্রচলিত সত্য-নারায়ণের কথাতে প্রথম তিনটি গল্প পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ মথুরাবাসী, নাম নাই। পীরপূজা করিতে দ্বিধাযুক্ত ব্রাহ্মণকে ঈশ্বর জ্ঞান দিয়াছেন—'যেই পীর সেই তো জানহ নারায়ণ'। কাঠুরিয়ার কাহিনী একই প্রকার। বণিকের নাম সদানন্দ, বাণিজ্যস্থান দক্ষিণপাটনে কলানিধি রাজার রাজত্বে। 'সাকিম বরদা-বাটি যদুপুর গ্রাম'-বাসী দ্বিজ রামেশ্বরের রচনাতে [রচনাকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে] সত্যপীর 'একাদশ অবতার' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামেশ্বরের কাহিনী দুইটি। প্রথমটি 'দিল্লীর দক্ষিণ দেশে মথুরের পুর'-নিবাসী বিপ্র বিষ্ণুশর্ম্মা ও তদীয় ব্রাহ্মণীর কথা এবং অপরটি, বণিক সদানন্দের কাহিনী। কন্যা চন্দ্রকলা, বাণিজ্যস্থান দক্ষিণপাটনে কলানিধি রাজার রাজত্বে। অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের [৯] কাব্যে বণিক রত্নাকর, কন্যা সুশীলা ও জামাতা সদানন্দ নাগ। দ্বিজ রামভদ্রের [১০] 'সত্যদেব সংহিতা'-তে বণিক ধনেশ্বর, জামাতা চন্দ্রকেতু, বাণিজ্যস্থান দক্ষিণপাটন নয়, সুরত বন্দর। দ্বিজ বিশ্বে-শ্বরের [১১] সত্যের পাঁচালীতে বণিক শঙ্খপতি, কন্যা কলাবতী ও জামাতা লক্ষপতি। দ্বিজ কালিদাসের রচনায় ব্রাহ্মণ সদানন্দ, বণিক লক্ষপতি, কন্যা রত্নমালা, জামাতা শঙ্খপতি, বাণিজ্যস্থান সত্যভানুর রাজ্য সিংহল।

সত্যপীরের পাঁচালী-কাব্য প্রণেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভৈরবচন্দ্র ঘটক। ইঁহার কাব্যের রচনাকাল ১৬২২ শকাব্দ ['ষোল শত বাইশ শকে করিল রচন'] = ১৭০০-০১ খ্রীঃ। প্রাচীন কাব্যকারগণের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য দ্বিজ রামকৃষ্ণ [একটি পুঁথির লিপিকাল ১৬৫৪ শকাব্দ = ১৭৩২ খ্রীঃ], দ্বিজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য [কাব্যের রচনাকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে],

কবিভূষণ উপাধিক ফকীররাম দাস [রচনাকাল ('ইন্দু বিন্দু সিন্ধুকে প্রবর্ত্ত মল্ল সন') ১০০৭ মল্লাব্দ = ১৭০১-০২ খৃীঃ], বিকল চট্ট [রচনারম্ভকাল ১৬৩৪ শকাব্দ = ১৭১২ খৃীঃ] প্রভৃতি [১২]।

ভারতচন্দ্রের কাব্যজীবনের শুভারম্ভ হয় দুইখানি হ্রস্বায়তন 'সত্যপীরের কথা' লিখিয়া। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখিতে পাই যে, এই কথা-যুগল রচনা নিতান্ত আকস্মিক। প্রথমটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত, নায়ক হীরারাম রায়— 'দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হীরারাম রায়ের বাসনা'। এই হীরারাম রায় ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি ['কবি-জীবনী'। পৃঃ ১৫, ছত্র ৪] বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকেন [১৩]। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। হীরারাম রামচন্দ্র মুনসীর পুত্র [১৪]। এই পাঁচালীটির রচনাকাল দেওয়া নাই। দ্বিতীয় কাব্যটি চৌপদী ছন্দে রচিত। কবি তখন রামচন্দ্র দত্ত রায় মুনসীর আশ্রয়ে ফারসী শিক্ষা করিতেছিলেন। মুনসী বাবুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সত্যনারায়ণ পূজার সময় কবি স্বরচিত কাব্যটি পাঠ করিয়াছিলেন। কাব্যটির রচনাকাল ['সনে রুদ্র চৌগুণা'] ১১৪৪ সাল = ১৭৩৭ খৃীষ্টাব্দ। কবি কাব্যশেষে নায়কের প্রশস্তি গাহিয়াছেন—

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন বরদায়, ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥

প্রথম পাঁচালীটির পুঁথি পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়টির একখানি মাত্র পুঁথি মিলিয়াছে [১৫]। মনে হয়, দুইটি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই কারণ দুইটির বিষয়বস্তু-বর্ণনা প্রায় একই ধরণের।

আলোচ্য কাব্যযুগলের কথা-বস্তু একই, তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মার পীরের কৃপাপ্রাপ্তি এবং পীর-নারায়ণের অভেদ-জ্ঞান লাভ হইল প্রথম গল্প ; দ্বিতীয়টি কাঠুরিয়ার গল্প [ত্রিপদী ছন্দের কাব্যে কাঠুরিয়া সাতজন, চৌপদী-কাব্যে একজন] এবং তৃতীয়টি বণিকের উপাখ্যান। বণিক সদানন্দ, কন্যা চন্দ্রকলা, জামাতা নীলাম্বর

[ত্রিপদীতে রচিত কাব্যে জামাতার নাম নাই] এবং বাণিজ্যস্থান [দক্ষিণ] পাটন। কাহিনী বর্ণনা স্কন্দপুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ। ভারতচন্দ্র বিষয়বস্তু, নামকরণ ইত্যাদিতে মৌলিকত্ব দাবী করেন নাই, পূর্ব্বগামীদিগের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—'এ তিন জনার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা, বুদ্ধি রূপে কৈল নানা জনা।'। হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-গত মিলন-প্রচেষ্টা, যাহা এই জাতীয় পাঁচালী কাব্যের প্রাণস্বরূপ, ভারতচন্দ্র তাহার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্যপীর নাম ধরি, প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র, যবনে করিতে বলবান।
ফকির শরীর ধরি, হরি হৈলা অবতরি, এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান [১৬]॥

প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা এবং অনধিক বয়সের রচনা হিসাবে এই দুইটি পাঁচালী কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকিলেও ঐতিহাসিক মূল্য ইহাদিগের যথেষ্ট আছে। ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল নির্ণয়ের কুঞ্চিকা এবং অপরাপর জীবনীবিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান তথ্য চৌপদী ছন্দে রচিত কাব্যখানিতে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের গঙ্গোত্রী এই দুইটি পাঁচালী কাব্য।

সত্যনারায়ণের পাঁচালীর প্রসার নিতান্ত স্বল্প নহে। পীরমাহাত্ম্য কাব্যের কঞ্চুকে আবৃত হইয়া বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আত্মপ্রকাশও দেখা যায়, যেমন কবি কঙ্কের রচনায় [১৭]। ভারতচন্দ্রের পর খৃীষ্টীয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে প্রচুর সত্যপীরের পাঁচালী কাব্য রচিত হইয়াছে। কাহিনীর মধ্যে বৈচিত্র্যও নানাভাবে আসিয়াছে। কখনও আঞ্চলিক গল্পকে আশ্রয় করিয়া, কখনও-বা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই হিন্দু-মুসলিম ভাবযুক্ত কাব্য রূপলাভ করিয়াছে। আজিও সত্যপীরের ভক্তের সংখ্যা সহর ও পল্লী সমাজে নিতান্ত অল্প নহে। এই পূজা ও পাঁচালীর মত চট্টগ্রামাঞ্চলে ত্রৈলোক্যপীরের কথা, শ্রীহট্ট অঞ্চলে হাসিল দেবের পাঁচালী, চব্বিশ পরগণায় বড় খাঁ গাজী এবং মোবারক গাজীর কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মাণিকপীরের গান একদা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু 'সকলপ্রবরপীর-মুকুটমণি-মরীচিচয়-চর্চ্চিত-

চরণযুগল' হইয়া রহিলেন এই সত্যপীর। সার্ব্বভৌমত্ব অন্য কেহই লাভ করিতে পারেন নাই [১৮]।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সত্যদেব-[পীর।নারায়ণ]-এর পূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট 'পূজা বা ব্রতকথা' জাতীয় সাহিত্য শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারত-বর্ষে রহিয়াছে। বিহার-উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য-মহীশূর, কর্ণাটক-মহারাষ্ট্র এবং উত্তরভারতে সত্যনারায়ণের এবং পাঞ্জাব-জালন্ধরে সত্যপীরের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়। শেষোক্ত স্থানে পূজার সহিত ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের ন্যায় মেলাও হইয়া থাকে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি ব্যতীত দূরস্থিত দেশগুলির পূজা ও কথাদির মধ্যে বঙ্গদেশের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নহে [১৯]!

---

১ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস [২য় খণ্ড]। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।১৩৫৪ সাল।পৃঃ ১৬-১৭]।

২-৩ সুকুমার সেন——বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং।১ম খণ্ড।পৃঃ ৬৫৪, ৮৩২]। সেকশুভোদয়া [সুকুমার সেন সম্পাদিত। পৃঃ ৩০-৩১]। শূন্যপুরাণ [নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।১৩১৪ সাল। পৃঃ ১৪০-৪২]। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শূন্যপুরাণেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহ' কাব্যে 'অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ' অংশটি এই পর্য্যায়ে তুলনীয়—'রক্তশতদল তক্তে পাতশা অভয়া। উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥ মহা-বিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার। আমীর উমরা হৈল যত অবতার॥ বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি। গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥ বিষ্ণু বক্সী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ। সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥—ইত্যাদি'।

৫ সত্যনারায়ণের নৈবেদ্য দ্বিবিধ—কাঁচা ও পাকা। কাঁচা নৈবেদ্য-[বা সির্ণি]-র বিবরণ—'রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্। অভাবে শালিচূর্ণং বা শর্করাং বা গুড়স্তথা॥ সপাদসর্ব্বভক্ষ্যাণি একীকৃত্য ন্যবেদয়েৎ।'—[স্কন্দপুরাণ]। পাকা নৈবেদ্য [বা সির্ণি] বাতাসা, মিষ্টান্ন, লুচি-পুরী ইত্যাদির দ্বারা হয়।

৬ স্কন্দপুরাণ—[পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।বঙ্গবাসী সংস্করণ।১৩১৮ বঙ্গাব্দ। আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ড। অধ্যায় ২৩৩-৩৬ ; পৃঃ ৩৬৬০-৩৭৫৯]।

৭ পাদটীকাতেই দেওয়া আছে—'সুধীভির্ব্বিচার্য্যমস্য তত্ত্বম্'। মূল স্কন্দপুরাণে প্রথম পঙ্‌ক্তিটি নাই।

৮ শ্রীশ্রীব্রতমালা পূজাপদ্ধতিঃ [গুরুদাস বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সংশোধিত ও কেদারনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।সন ১৩১১ সাল।২য় সং। পৃঃ ৯৯-১০৭]। এই কাব্যটির শেষ শ্লোক হইল—'আমিন্ আমিন্ বল হয়ে হৃষ্টচিত। এত দূরে সাঙ্গ হইল সত্যনারায়ণ গীত॥' কাব্যটির রচনাকাল দেওয়া নাই। শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত অপর একটি পুঁথির লিপিকাল হইল ১০৬২ মল্লাব্দ=১৭৫৬ খৃঃ। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

পত্রিকা। ৪র্থ বর্ষ। পৃঃ ৩৪১ দ্রষ্টব্য]। ইহাতে সত্যপীর সুলতান্ আলা বাদশাহের অনূঢ়া কন্যার গর্ভজাত মানব-সন্তান। এই জাতীয় কাহিনী কৃষ্ণহরি দাসের সত্যপীরের পাঁচালীতেও পাওয়া যায়। এই দুইটি কাব্যের রচয়িতা 'শঙ্করাচার্য্য'-এর সম্বন্ধেও কিছুই জানা যায় না।

৯-১১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [৮ম খণ্ড। পৃঃ ৩৫-৭২, ১৩১-৩৬, এবং ১৯৩-২০০] দ্রষ্টব্য। এই কাব্য তিনটি আকারে হ্রস্ব। প্রিয়নাথ ঘোষাল—সত্যনারায়ণ [ভারতচন্দ্র-শঙ্করাচার্য্য-রামেশ্বর। কলিকাতা, ১৯১০ খ্রীঃ।] ।

১২ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮০৬-০৭]। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দীভাষাতে কাব্যাকারে রচিত কোন সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া যায় না। মূল স্কন্দপুরাণ হইতে সংস্কৃত পাঠটি লইয়া হিন্দীভাষাতে তাহার ব্যাখ্যা করা থাকে মাত্র। [দ্রষ্টব্যঃ শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রতকথা (বেদাচার্য্য শ্রীবেণীমাধব শর্ম্মা গৌড়ঃ কৃত ভাষাটীকা সহ। বেনারস ১)]।

১৩ সম্ভবতঃ এই হীরারাম রায় ভূরসুট রাজবংশীয়, ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতি। ইনি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া দেবানন্দপুরে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারই আশ্রয়ে কবি প্রথম পাঁচালীটি রচনা করেন। খুব সম্ভবতঃ ইঁহার লোকান্তরের পর কবি রামচন্দ্র মুনসীর আশ্রয়ে আসিয়া দ্বিতীয় পাঁচালীটি রচনা করেন। [দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—ভারতচন্দ্র ও ভূরসুট রাজবংশ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৪৮ ভাগ। ৪র্থ সং। ১৩৪৮ সাল]।

১৪ 'কবি-জীবনী' দ্রষ্টব্য [পৃঃ ১৯ ও ২৬ (টীকা নং ২১)]।

১৫ ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত পুঁথি [বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা পুঁথি নং ৫৮৬। লিপিকাল ১২৩৬ সাল = ১৮২৯ খ্রীঃ।]। 'খিল-ভারতচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

১৬ তুলনীয়ঃ 'নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ। ভবিষ্যতি কলৌ সত্যো ব্রহ্মরূপী সনাতনঃ॥' [স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড]। 'কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুরে করিল নষ্ট, দেখি রহিম শেষে হইল রাম॥' [রামেশ্বরের পাঁচালী]।

১৭ 'বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য' [পৃঃ ৯১] দ্রষ্টব্য।

১৮ ডাঃ সুকুমার সেন বলেন যে, সত্যনারায়ণ পাঁচালীর তিনটি শ্রেণীঃ— (ক) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ভৈরবচন্দ্র ঘটক, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির কাব্য ; (খ) লৌকিক গল্প বা রূপকথাকে আশ্রয় করিয়া কবিবল্লভ ['মদনসুন্দরের পালা'], আরিফ্ ['লালমোনের কথা'] প্রভৃতি পাঁচালী ; (গ) ছদ্ম ঐতিহাসিক-আবরণে সত্যপীরের মানবীকরণ ও লীলাবর্ণন যেমন, শঙ্করাচার্য্যের একটি পুঁথিতে [রচনাকাল ১০৬২ মল্লাব্দ = ১৭৫৬ খ্রীঃ] ও কৃষ্ণহরি দাসের 'মালঞ্চা পালা'-তে। কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় জাতীয় কবির লেখাতেই 'বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়'। [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮০৩-২৩]।

কথনও কথনও হিন্দু-মুসলিম কল্পনার কিম্ভূতকিমাকার রূপও দেখা যায় যেমন, শিয়াদিগের মধ্যে ইস্মাইলী খোজা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিকল্পিত 'কলঙ্কী অবতার' [= কল্কি অবতার]। মুসলমানী কেচ্ছা সাহিত্যের অনেক কাহিনী [যেমন, হনুমানের সহিত আলির লড়াই] এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের ফল।

১৯ পঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি-পরিচয় [১ম খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ১৭-২১ (ভূমিকা), ২১৮ (পরিশিষ্ট)]। [লেখক-প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জী:—উড়িয়া কবি কর্ণের রচিত 'সত্যপীর জন্ম' ইত্যাদি ১৭টি পালা। শ্রীসম্পূর্ণানন্দ—ব্রাহ্মণ, সাবধান! (কাশী। ২০০৪ বিক্রম সংবৎ। পৃঃ ১০-১৩)। Sarat Chandra Mitra—On a Satya Pir Legend in Santali Guise (The Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol. xiii, pt. II, pp. 145-57)].

॥ ১০ ॥ মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র

আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন অনার্য্য-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার পর আর্য্য ও অনার্য্য উভয়শ্রেণী প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িয়াছিল। ফলে, আর্য্যগণের ভাষা, ধর্ম্ম, বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করিয়া লইল। আর্য্যেতর সংস্কৃতি এবং ভাবধারাও আর্য্যস্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অনার্য্যের ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান, অ-পৌরাণিক দেবতাবাদও ক্রমশঃ আর্য্য-বংশধরগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। এই আর্য্যানার্য্য-মিশ্রণের ফলে আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিকে পাইয়াছি।

> "আর্য্যেরা ছিল মনোধর্ম্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মপরায়ণ। আর অনার্য্যেরা ছিল প্রাণধর্ম্মী অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, অজিজ্ঞাসু, ভোগলিপ্সু ও দৈবনিষ্ঠ। আর্য্য ও অনার্য্যের দেবতা যখন এক হইয়া গিয়াছে তখনও সেই দেবচরিত্রে আর্য্য ও অনার্য্যের বিশিষ্ট ভাবধারার ছাপ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। শিব যখন মনোধর্ম্মী আর্য্যের দেবতা তখন তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, উমাপতি, সতী-পতি ; আর যখন তিনি প্রাণধর্ম্মী অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকাধুস্তুর-সেবী, নীচ পরনারীর রূপে আসক্ত হইয়া হীন কর্ম্মে নিযুক্ত। চণ্ডী যখন আর্য্যের দেবতা তখন তিনি শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিতে-ছেন, কালকেতুকে রাজ্য-প্রদান করিতেছেন আর যখন তিনি অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি ছলে বলে কৌশলে ধনপতির নিকটে পূজা আদায় করিতেছেন, শিবকে জমি চষিতে পাঠাইতেছেন, সপত্নী-কন্যা মনসার প্রতি ইতরজনোচিত ঈর্ষা দেখাইতেছেন [১]।"

তুর্কী বিজয়ের পর হইতে যেমন একদিকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার সবেগে চলিতেছিল, তেমনি অপর দিকে বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের যে-চেষ্টা চলিতে লাগিল, তাহা বাঙ্গালীর উত্তরকালের সাহিত্য ও

সংস্কৃতিতে সুপরিস্ফুট। মহাভারত, হরিবংশ, শারদাতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল।

"বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণকথা যেগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন 'মঙ্গলকাব্য' আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না ; এই ভাবে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপী-চাঁদের কথাও পুনঃপ্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোকগাথা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল [২]।"

এইরূপেই শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস আরম্ভ হইল। তদানীন্তন আর্য্যেতর বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অধ্যাত্মচর্চ্চা কি প্রকার ছিল, তাহার আভাস পরবর্ত্তী কালে রচিত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গলাদি কাব্য হইতে এবং গুহ্যতান্ত্রিকপন্থী সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায়ের কড়চা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের পরিপুষ্টির দিকে বিভিন্ন শাখার হিন্দুধর্ম্মের সংঘাতও বেশ কিছুটা সাহায্য করিয়াছে।

"মুসলমান ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যেমন সংঘর্ষ ছিল তেমনি হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও সঙ্ঘর্ষ ছিল—তাহাতে কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইত। ইহার ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির জন্ম। মনে হয় কালাপাহাড়ের দেবমন্দির ধ্বংসও ঐদিকে কিছু সহায়তা করিয়াছিল। কালাপাহাড় যখন অনায়াসে দেববিগ্রহ ও মন্দির চূর্ণ করিতে লাগিলেন, দেবতারা আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না—তখন ভক্তদের মনে দেবতাদের সিংহাসনও টলিল। কালাপাহাড় তাঁহার কুঠারাঘাতে বাঙ্গালীর মনের বিগ্রহও চূর্ণ করিয়া-ছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক। ভক্তদের নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল দেবতার অঙ্গে হাত দিলে কালাপাহাড়ের শিরে বজ্রাঘাত হইবে। যাহাই হউক, দেবতাদের তখন দুর্দ্দশার অবধি থাকিল না। তখন দেবপূজাই যাহাদের উপজীবিকা, দেবতাই যাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন, মানুষের মনে তাহাদিগের দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হইল, অর্থাৎ—দেবতারা তখন ভক্ত-

সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইহার ফলেই কি মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি না হউক, পুষ্টি নয় [৩] ?"

মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্যে স্বপ্নাদেশ, অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী, দেবতাদিগের নরদেহ প্রাপ্তি প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ ব্যাপার আছে। কিন্তু এইগুলি গ্রন্থ-রচনার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তিতেই হউক অথবা ভয়েই হউক, দেবতাদিগের পূজা আদায়ও হইয়া যায়, সাহিত্যসাধকগণও সেদিকে মাথা ঘামানোর বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন না। মঙ্গলকাব্য কথঞ্চিৎ তত্ত্বগ্রথিত সমস্যামূলক প্রচার সাহিত্য।

সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকাগুলি যেমন তিনটি বিভাগ-[Matter of France, Matter of Britain, Matter of Rome the Great]-এ বিভক্ত হইয়াছে, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) পদাবলী, (খ) মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের আবার তিনটি ধারা—(ক) সংস্কৃত ধারা, (খ) বঙ্গীয় ধারা, এবং পরে খৃীঃ ১৬ শতকে (গ) মুসলমান ধারা [৪]। পদাবলী ছাড়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালীকাব্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্য এই পাঁচালী কাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে। পাঁচালী কাব্যকে স্থূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) দেব-দেবী কাহিনীমূলক ও ভক্তিরস প্রধান, (খ) প্রণয় কাহিনীমূলক ও আদিরস প্রধান। প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পৌরাণিক—পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদির ভাষায় অনুবাদ। রামলীলা, কৃষ্ণলীলা পাঁচালী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। (খ) অপৌরাণিক বা লৌকিক—দেশীয় বা স্থানীয় কাহিনীর কাব্য-রূপ। [illegible] পাঁচালী, দৌলৎ কাজীর লোর-চন্দ্রালী ও আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী ইহার দৃষ্টান্ত।

বিশিষ্ট দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। দেখা যায়, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা আত্মপূজা প্রচারার্থ বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কাব্যের পাত্রপাত্রীগণ সরল কিংবা [illegible] এই পূজা প্রচারের সহায়তা করিতেছে। ধনপতি-খুল্লনা, বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন-রঞ্জাবতী প্রভৃতি চরিত্রগুলির আদি উদ্দেশ্য

হইতেছে পূজা প্রচার করা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করি। প্রাচীন বাঙ্গালার বণিকসম্প্রদায় ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ দেখা যায় যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাস পোষণ করিতেন। এই সমস্ত কারণে কোন নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে গেলে এই সকল বিত্ত-প্রতিপত্তিশালী বণিক সম্প্রদায়কেই মুখপাত্র করিতে হইত। অপৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে তাই দেখিতে পাই যে, দেবীর কৃপা বা নিগ্রহের পাত্র হইতেছেন এই বণিকসম্প্রদায় এবং কাব্য সাঙ্গ হইতেছে এই সম্প্রদায়ের নিকট পূজাগ্রহণ ও তৎপ্রতি কৃপাবিতরণ করিয়া। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও আমরা গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বেহুলা-লখিন্দর, শ্রীমন্ত-সুশীলা সম্প্রীতি দেখিতে পাই। বাঙ্গালাদেশে আবহমান কাল ধরিয়া উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যদেবতা চণ্ডীর পূজা চলিত আছে কিন্তু মনসা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি আর্য্যেতর দেবতাগুলির পূজা কৈবর্ত্ত, আগুরী [< অগ্রহারিক], ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যেই প্রচলিত।

মঙ্গলকাব্যের রচনাভঙ্গীটিও একরূপ। মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন—এই দুই কাব্যের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক বর্ত্তমান। উভয়ই লৌকিক সাহিত্য। বাঙ্গালা-দেশে শৈবধর্ম্মের প্রভাব সুপ্রাচীন। শৈব ও শাক্তধর্ম্মের সমন্বয় হেতু মঙ্গল-কাব্যে শিব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। শিবঠাকুরই সম্ভবতঃ বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম দেবতা। সমস্ত মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশ শিবায়নের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহা দ্বারা দেবজগতের সহিত মরজগতের যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং অসংস্কৃত নায়কনায়িকাদিগকে সংস্কৃত আদর্শে সুসংস্কৃত করিয়া উচ্চকুলোদ্ভব করিবার সুবিধা হইয়াছে। তাবৎ মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে রচিত [৫]।

"বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবাল দ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম জীর্ণ হয়ে, বিদীর্ণ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে নানা প্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ষু, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্ব্বসাধারণের। বৈদিক দক্ষের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবি-

কঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও যেনি বুদ্ধের মতো নির্ব্বাণ মুক্তির পক্ষে, প্রলয়েই তাঁর আনন্দ [৬]।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী যখন রচিত হয় তখন মানুষের উত্থান-পতন আকস্মিক ও বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মধ্যে বেশ-কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবী উগ্রচণ্ডী অন্নপূর্ণা হইয়াছেন, গৃহহীনকে গৃহ দিয়াছেন, বিশ্বের জননী ও বিশ্বনাথের গেহিনী হইয়াছেন। মাতা, পত্নী ও কন্যা এই ত্রিবিধ মঙ্গল-সুন্দর রূপে অন্নদা দেবী বাঙ্গালীর মনপ্রাণে রসসিঞ্চন করিয়াছেন [৭]। বলা বাহুল্য, যুগ-প্রভাব মঙ্গলকাব্যের গঠন-প্রক্রিয়াকে কিয়দংশে প্রভাবিত করিয়াছে।

"হয়তো সেইজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের আখ্যানবস্তু, নায়কনায়িকা, দেবীর নাম প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত ভবানন্দ মজুমদার ব্রাহ্মণ, সুন্দর ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও বিদ্যা ক্ষত্রিয় রাজকুমারী। মুকুন্দরাম রচিত অভয়ামঙ্গল বা আম্বিকামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তুর সহিত ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদা-মঙ্গলের বিষয়বস্তুর কোনই মিল নাই (!)। অথচ চণ্ডী ও অন্নদা একই দেবীর রূপ মাত্র। ভারতচন্দ্র মঙ্গলচণ্ডীর কথা না কহিয়া অন্নপূর্ণার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহার কাব্যের নাম অন্নদা-মঙ্গল রাখিয়াছেন [৮]।"

মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ কাব্যের ফলশ্রুতিতে বলিয়া থাকেন যে, মঙ্গলকাব্য শ্রবণ বা গান করিলে গৃহীর মঙ্গল বা কল্যাণ হয়। প্রাচীন যুগে এই বিশ্বাসই বলবান ছিল, এই হেতুই বোধ হয় 'মঙ্গলকাব্য' নামটি সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। পরে শব্দটির অর্থের প্রসারও ঘটিতে দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যেও 'মঙ্গল' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের নামকরণ। দেবতাদিগের ঊষাকালীন আরাত্রিককেও 'মঙ্গল আরতি' বলা হইয়া থাকে। 'মঙ্গল' অর্থে 'গৃহকল্যাণ' [ঋগ্বেদ ১০, ৮৫], 'গার্হস্থ্য উৎসবানুষ্ঠান' [অশোক অনুশাসন—নবম গিরিলিপি], 'দেবলীলাগীতি' [হরিবংশ], 'কল্যাণ

কামনার্থে মঙ্গল গান' [বাণভট্টের হর্ষচরিত] ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত [৯]।

"দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দটির অর্থ বিবাহ এবং ইহা হইতেই বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই প্রাচীন বাঙ্গালায় মঙ্গল রাগ বলা হইত—পরে ইহার অর্থের সঙ্কোচন হইয়া দেবদেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই শব্দটি হিন্দী ভাষায়ও প্রচলিত আছে। অতঃপর বাঙ্গালায় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক রচনামাত্রই মঙ্গল (কাব্য) নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মঙ্গলগানের বিশেষ একটি পালাকে জাগরণ পালা বলা হইয়া থাকে বলিয়াই সমগ্র মঙ্গলগানকে জাগরণ বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অষ্টমঙ্গলা কথাটি যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে ইহার অর্থ খুব স্পষ্ট নহে। তবে মনে হয়, কোন শুভকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর অষ্টম দিবসের অন্যতম শুভদিনকেই মূলতঃ অষ্টমঙ্গলা বলিত। পরে বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে [১০]।"

ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন—'শুন শুন ওরে ভবানন্দ। মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়, শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥'।

সমস্ত মঙ্গলকাব্যে কেবলমাত্র পূজা প্রচারই করা হয় নাই, মঙ্গলকাব্যগুলি তৎকালীন যুগের আলেখ্য। দেবলোকের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়াও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ আমাদিগের গৃহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই জাতীয় কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের, তৎকাল প্রচলিত রীতি, নীতি ও কৃষ্টি এমন কি পারিবারিক জীবনের একখানি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। ঐ হিসাবেই মঙ্গলকাব্যগুলি বাস্তবধর্ম্মী। উদাহরণস্বরূপ মনসামঙ্গল কাব্য ধরা যাউক। মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি হয় পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়দেশে। সেই হেতু পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ চাঁদসদাগরের বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলও বাস্তবধর্ম্মী। 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন' ও 'মানসিংহ' প্রভৃতিতে তিনি যে-বাস্তবানুগতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুদুর্লভ। পরিচিত কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রীতি, নীতি, সামাজিক, পারিবারিক এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছাপও তাঁহার কাব্যে সুস্পষ্ট। নাগাষ্টকে কবি নাগ-গ্রস্ত হইয়া শিখরিণীছন্দে তাহার উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা ব্যক্তিগত জীবনের একটি সম্পূর্ণ চিত্র। একদা বর্দ্ধমানেশ কর্ত্তৃক নিগৃহীত কবি-যে তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর স্বরূপ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয়তো বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী নিছক কবিকল্পনা, তথাপি কবির অন্তরতম কোণে কোনও ক্ষীণ বেদনার অতীত স্মৃতি-যে ছিল না, তাহাই বা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে!

> "নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হটাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বল্‌তে হবে মডারন্‌। বাংলায় বলা যাক্‌ আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জ্জি নিয়ে [১১]।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীও এমনি একটি দিক পরিবর্ত্তনের যুগ। এই যুগে একদিকে পর্ত্তুগীজরা গদ্য প্রচারের চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে বৈষ্ণব সাহিত্য ভূরি ভূরি রচিত হইতেছে। সমাজে ও রাজসভায় ফারসী শিক্ষার পালিশ চলিয়াছে। স্থানীয় ঘটনা অথবা ব্যক্তিগত কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনা পূর্ব্বে হইতেই প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজ-সভার আশ্রয়ে লৌকিক প্রণয়ঘটিত অথবা নীতি উপদেশাত্মক কাব্য রচিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকেও এই ধারা চলিয়া আসে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য শুধু মাত্র নীলমণি ডীঙ্‌সাই কর্ত্তৃক গীত পাঁচালী নহে, ভারতচন্দ্রের কাব্য কাব্য-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল মণি। কবি নানা ভাষার রত্নভাণ্ডার হইতে মণিমাণিক্য আহরণ পূর্ব্বক অন্নদাদেবীকে সাজাইয়াছেন। তাহার কৈফিয়ৎও কবি দিয়াছেন—'যে হোক্‌ সে হোক্‌ ভাষা কাব্য রস লয়ে'। প্রসঙ্গান্তরে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। শুধু এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অন্নদামঙ্গল পালিশ-করা কাব্য, রাজসভার ও তদানীন্তন কালের আভিজাত্যের চিহ্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যমান। বাস্তবধর্ম্ম বজায় রাখিতে গিয়া কবি কোন-কোন স্থলে তৎকালসুলভ ধারায় শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন, কোন-কোন স্থলে রোমাণ্টিক ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তথাপি

ভারতচন্দ্র ভাস্বর, অতীতের প্রতিনিধি ও ভবিষ্যতের পথিকৃৎ। যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য গ্রীক্ স্থাপত্যের ন্যায় সরল, সহজ এবং মর্ম্মস্পর্শী।

'বারমাস্যা' বা 'বারস্যা' ও 'চৌতিশা' মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উপাদান। ভারতচন্দ্রের বারমাস্যা যুগধর্ম্মের আবর্ত্তে সমজাতীয় কাব্যগুলিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বারমাস্যা দুঃখের বর্ণনা—বিরহবিধুরা নারীচিত্তের কাব্য-প্রকাশ। যে-ব্যথা 'এ ভরা বাদর মাহ বাদর শূন মন্দির মোর রে' প্রভৃতি গীতি-কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে, সেই ব্যথাই বারমাসিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারত-চন্দ্রের বারমাস্যার পশ্চাতে দেখি একটি সজীব পরিবেশ। ইহা কল্পনার ঊর্ণনাভতন্তু নহে, বাস্তবজীবনের চমৎকার আলোকচিত্র।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে রন্ধন ও ভোজনের বিস্তৃত বিবৃতি পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য [নিদয়ার সাধভক্ষণ, খুল্লনার রন্ধন], বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ উল্লেখ-যোগ্য। ভারতচন্দ্রেও ইহার অপ্রতুল নাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ মঙ্গলকাব্যোচিত মন্ত্রটুকু পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই—

"সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্-পতির্ভূমিরাকাশঃ খচরামরাঃ॥ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥"
[পড়িয়া 'সূর্য্যঃসোম', পূজান্তে অন্ন হোম, ভোগের অন্ন আনি দিলা।]
—অন্নদাপূজা

প্রসিদ্ধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির উল্লেখ করিতেও ভারতচন্দ্র বিস্মৃত হন নাই—

"ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নির্দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভ-দ্বিজনৃপগণিকাপুষ্পমালাপতাকাঃ। সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধুরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥"
[ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষ ক্ষুরে ক্ষিতি টানে, দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল। পূর্ণঘট বামপাশে, রামাগণ যায় বাসে, গণিকারে মালা বেচে মালী।]
—ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা

প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদের মধ্যে নৃত্যাগার এবং নাট্যশালার কথাও ভারতচন্দ্রের অবিদিত ছিল না—

নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন। ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন॥
—কোটালগণের স্ত্রীবেশ

উৎসবোপলক্ষ্যে রামাগণের সম্মিলন, অবরোধক্লিষ্টা নারীগণের ঈষৎ-স্মৃক্তিতে আনন্দোচ্ছ্বাস, গৃহস্থালীর সুখদুঃখ ও আনুষঙ্গিক দাম্পত্যকলহে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' এবং নিজ নিজ পতিনিন্দা প্রভৃতি সমস্তই অন্নদামঙ্গল কাব্যে সুচিত্রিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অপর লক্ষণীয় বিষয় হইল মানবিকতা। যে-সজীব পরিবেশের মধ্যে ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে এই মানবিকতা অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে যে-সমস্ত জীবনীকাব্য লেখা হইয়াছে তাহার নায়ক নরদেহধারী শ্রীভগবান। এই মানবিকতাটুকু ফুটিয়াছে বলিয়াই চৈতন্যচরিত কাব্যে আমরা প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছি [১২]। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের মূল চরিত্র যাহারা, সেই বেহুলা-লখিন্দর, ধনপতি-খুল্লনা, কালকেতু-ফুল্লরা প্রভৃতিকে আমাদিগের ঘরের মানুষ বলিয়া মনে হয় না! কবিগণও এই সকল চরিত্রের পিছনে জোড়া-জোড়া শাপভ্রষ্ট স্বর্গের দেবতা বসাইয়া দিয়াছেন। ফলে, মানবিক সহানুভূতি হইতে এই সমস্ত চরিত্র স্বভাবতঃই বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ, আমরা প্রথম হইতেই তাহাদিগের নরদেহধারণে ও শাপভ্রষ্ট-দেবত্বে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারি না। তবে কি তাবৎ মঙ্গলকাব্য মানবিকতা বর্জ্জিত, একেবারে 'শোকহীন, হৃদিহীন স্বর্গসুখভূমি'-র অবদান! মঙ্গলকাব্য-সমূহের ছোট ছোট চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, মঙ্গল-কাব্যকারগণ সম্পূর্ণরূপে মানবিকতা-বিরহিত করিয়া কাব্য সৃষ্টি করেন নাই। মনসামঙ্গলের নিকৃষ্ট চরিত্র ধনা, মনা, গোধা, চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্ত, জনাই ওঝা, দুর্ব্বলা, ধর্ম্মমঙ্গলের সুরিক্ষা, লখ্যা—এই মানবিকতার মানদণ্ডকে বজায় রাখিয়াছে। বেহুলার প্রতি ধনা-মনা প্রভৃতির নীচ উক্তিতে মন বিষাইয়া উঠে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যে, ঐরূপ উক্তিই ঐ-জাতীয় মানুষের দ্বারা সম্ভব। চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুর ভণ্ডামি ছাঁচে-ঢালা জাতীয় হইলেও মনুষ্যসমাজ বহির্ভূত নহে। রূপাজীবা সুরিক্ষা লাউসেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। চিরদিন না হউক, তাহাকে দুইদণ্ড ধরিয়া রাখিতে চায়। ডোমরমণী লখ্যার চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব এই মানবধর্ম্মেরই পরিপোষক। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষকে ছন্দে গানে দেবতা করিয়া তুলিবার যে-প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, অষ্টাদশ

শতাব্দীর রায়গুণাকরের কাব্যে তাহার স্বাক্ষর স্পষ্টতর। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, হরিহোড়-ভবানন্দের পশ্চাতে যে-দেবত্বের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের রীতিসম্মত। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই রীতিকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'অন্নদামঙ্গল'-এর ঈশ্বরীপাটনী, হীরা-মালিনী, কোটাল, দাসু-বাসু প্রভৃতি যথার্থই আমাদিগের ঘরের মানুষ। অনেকে হীরামালিনীকে টাইপ-চরিত্র বলিলেও এমন একটি প্রাণবন্ত চরিত্র প্রাক্-ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

> "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-চরিত্রগুলির মধ্যে মালিনীই একমাত্র জীবন্ত। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজপথে আসিতে যাইতে বিশেষতঃ মালিনীর মালঞ্চের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে যেন দেখিতে পাইতেন। মালিনীর সঙ্গে যেন কবির পরিচয়ও ছিল মনে হয় [১৩]!"

বলিদ্বীপে ভ্রমণকালে একটি বিদেশিনী নারীর প্রগল্‌ভতায় কবিগুরু মদীয় আচার্য্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—'কিহে, একটু হীরে মালিনীর মত ভাব লাগ্‌ছে না'!

> "মহিলাটিকে [রাণী পাতিমা] বেশ একটু ফরোয়ার্ড বা গায়ে-পড়া বলে মনে হল। ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একমত হল, যেন কতকটা হীরা মালিনীর ভাব—এমন একজন স্ত্রীলোক who has a past that in not yet wholly past [১৪]"

বলা বাহুল্য, তুলনা ও মন্তব্য দুই রবীন্দ্রনাথের। মানবধর্ম্মের জয়গানে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উত্তরযুগের কবিগণের অগ্রদৌত্য দাবী করিতে পারেন। 'মহা-কবি মহাভক্ত' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মহাকাব্য না হইলেও মহা-কাব্য।

মঙ্গলকাব্যের কথা বলিতে গেলেই 'মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী'-র কবি জয়দেবের কথা আসিয়া পড়ে। কবি ভারতচন্দ্রের মত কবিগুণাকর জয়দেবও ছিলেন যুগসন্ধির কবি। তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী যুগপৎ ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে জয়দেব চিরস্মরণীয়। জয়দেবোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি কোন দেবতা, অবতার বা ঐতিহাসিক কিংবা তদ্বিধ মহাপুরুষের জীবনীকাব্য। এই প্রকার কথাত্মক কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা

হইত। ভারতীয় দেবদেবী বা অবতারকে বিষয়বস্তু করিয়া এই সকল আখ্যান কাব্য রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটি গীতিকাব্য। এই ধারার সন্ধান মিলে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আদিরসের কিংবা পার্থিব প্রেমের গানে। বৌদ্ধচর্য্যাপদ হইতে সুরু করিয়া দেবতত্ত্ব গান, শৈবশাক্তসঙ্গীত, বাউল, সহজিয়া ও মুসলমানী সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মারফতী সঙ্গীত সমস্তই এই পর্য্যায়ে পড়ে। জয়দেবের পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি জননী। গীতগোবিন্দ আদৌ সংস্কৃতে কিংবা অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে ল্যাসেন্, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, তবুও জয়দেবের ভারতবিস্তৃত খ্যাতি দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনা-ভঙ্গীর সহিত নবজাত ভাষার রচনাভঙ্গীর শুভসম্মিলন ঘটিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ একাধাবে আদি গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্য।

"জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কথা-কাব্যও বটে। সেই হিসাবে ইহা একটি মঙ্গলকাব্য ; একাধারে পদ ও মঙ্গল, উভয় ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত শ্লোক নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের পর্য্যায়ে। জয়দেব স্বয়ং ইহাকে 'মঙ্গল' বা মঙ্গলকাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদমং মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি' অর্থাৎ শ্রীজয়দেব রচিত উজ্জ্বল রসের অর্থাৎ প্রেমের গীতিময় এই মঙ্গলকাব্য আনন্দ দান করে। তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহন কর্ত্তা, মধ্যযুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে, বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া মর্য্যাদার আসন দিতে পারি ; যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীনধারার মুসলমান-পূর্ব্বযুগের অন্তিম মহাকবি [১৫]।"

গীতগোবিন্দের প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে কোনদিনও বিলুপ্ত হইবার নহে।

জয়দেবের সমসাময়িক পণ্ডিত, কবি ও সামন্ত ভূমিপতি বটুদাসনন্দন শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন [১১২৭ শক = ১২০৫ খৃঃ] করেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত বিভিন্ন 'প্রবাহ' ও 'বীচিমালা'-তে মঙ্গলকাব্যের আদি কবি জয়দেবের যে-সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায়, সেই সংস্কৃত ভাষার বর্ণচ্ছটার উজ্জ্বল পটভূমিকায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য পাঠ করিলে, তুর্কী যুগের পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা-

সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের ভাবধারা ও ইংরেজ যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবধারার সম্যকদর্শন পাওয়া যাইবে। জয়দেবের কবি-কৃতি কেবল আদিরসের নহে, বীররসেরও বটে। যুগপৎ জয়দেব ও ভারতচন্দ্র হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যস্যাবির্ভূতভীতিপ্রতিভটপৃতনাগর্ভির্ণীভ্রূণভারভ্রংশপ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্। সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ সংরম্ভোজ্জৃম্ভণায় প্রতিরণমভবদ্ ভূরি ভেরীনিনাদঃ॥"

—সদুক্তিকর্ণামৃত [তূর্য্যধ্বনিঃ। ৩। ৩৪। ৩]

ধুধু ধুধু ধু নৌবত বাজে। ঘন ভোরঙ্গ ভমভম, দামামা দমদম, ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥ ধ ধ ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম, দামামা দমদম বাজে।

—মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

—শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

উভয় স্থলেই অনুকার ও অনুপ্রাস লক্ষণীয়। জয়দেবের 'যুদ্ধম্' [৩। ৩৮। ৩], 'যুদ্ধস্থলী' [৩। ৩৯। ৪] প্রভৃতি শ্লোকও সদুক্তিকর্ণামৃতে পাওয়া যায়। সদুক্তিধৃত গিরিজার শঙ্করের সহিত বিবাহে নিম্নোৎকলিত সুন্দর আক্ষেপোক্তিমূলক শ্লোকটি কোন এক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত। কিন্তু শ্লোকটি পড়িয়া রায়গুণাকরের পার্ব্বতীর বিবাহের বর্ণনা মনে পড়ে—

"ব্রহ্মায়ং বিষ্ণুরেষ ত্রিদশপতিরসৌ লোকপালাস্তথৈতে জামাতা কোঽত্র? যোঽসৌ ভুজগপরিবৃতো ভস্মরুক্ষঃ কপালী। হা বৎসে! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবরপ্রার্থনাব্রীড়িতাভিঃ দেবীভিঃ শোচ্যমানাপ্যুপচিত-পুলকা শ্রেয়সে বোঽস্তু গৌরী॥" —সদুক্তিকর্ণামৃত [১। ২৩। ৩]

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ের বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥

উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া
ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো॥

—কোন্দল ও শিবনিন্দা

সদুক্তিকর্ণামৃতকে 'সমগ্রজীবনের বিশ্বকোষ' [Poetic Encyclopaedia of Life] বলা যায়। বাঙ্গালীর গঙ্গাপ্রীতি, নায়কনায়িকার প্রেম-অভিসার, বিরহ-মিলন প্রভৃতি বিষয়ক বহু শ্লোক সদুক্তির বিভিন্ন প্রবাহে মিলে।

"১।৪১ বীচিতে ভৃঙ্গীর বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা করিতেছেন ; এই গৃহী ও ভিখারী শিবের চিত্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি আঁকিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রের সূত্রপাত যে মুসলমান-পূর্ব্ব যুগে, তাহা সদুক্তির শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় [১৬]।"

এই ভিখারী শিবের কথায় একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে যে, শক্তি-দেবতার পূজা প্রচারের পর কি মঙ্গলকাব্যগুলির শিব 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি' রূপে, 'মহাশক্তির অক্ষম স্বামীরূপে' চিত্রিত হইয়াছেন? এই হেতুই কি ভুখারী শিব অন্নপূর্ণার নিকট অঞ্জলি পাতিয়াছেন [১৭]?

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, উভয়ের মধ্যে কবি হিসাবে কে অধিকতর সার্থকতা দাবী করিতে পারেন, এই বিষয়ে পণ্ডিত মহলে বিস্তর মতভেদ আছে। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু মুকুন্দ-রামের কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ভারতচন্দ্রকে হীনপ্রভ করিয়াছেন।

"Its (Chandimangala's) most remarkable featue is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature [১৮]".

'রায়গুণাকর পত্রে-পত্রে কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী ; কবিকঙ্কণের কবিত্ব পত্রে-পত্রে (তিনি) নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কণের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য, গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত কিন্তু অস্বাভাবিক এবং স্থানে স্থানে অপাঠ্য [১৯]।"

"কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। অনেক স্থানে তিনি কবিকঙ্কণের ছায়া মাত্র। উদ্ভাবনী শক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্রের যদি উদ্ভাবনী শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ বিদ্যা ও কুলশীল উভয়গুণে সম্পন্ন জামাতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহাই হইতেন—'গজদন্ত কনকে জড়িত' [২০]।"

অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে, মুকুন্দরাম ও ঘনরামের নিকট ভারতচন্দ্রের কিছুমাত্র ঋণ ছিল না। মুকুন্দরামের কুখ্যাত ভাঁড়ুদত্তকে ভারতচন্দ্র হরি হোড়ের তরুণী অর্দ্ধাঙ্গিনী সোহাগীর পূর্ব্বপুরুষ রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিছু তুল্য-অংশ এই প্রসঙ্গে উৎকলিত হইল [মু০ = মুকুন্দরাম, ঘ০ = ঘনরাম, ভা০ = ভারতচন্দ্র]—

গীতারম্ভ :

বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে। [ঘ০]

তিন জনে পরস্পর, করেন কারণ জলে জপ। [ভা০]

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ :

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর, যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে। [মু০]

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন। যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥ [ভা০]

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ :

শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান, প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে। [মু০]

কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়। [ভা০]

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা :

লয়ে নানা রুদ্র, ক্রুদ্ধ বীরভদ্র, চলে যজ্ঞ নাশিবারে। [মু০]

রুদ্র দূত, ধায় ভুত, নন্দীভৃঙ্গি, সঙ্গিয়া। [ভা০]

পতি-বিলাপঃ

তুমি যাহ যথা যথা, আগে আমি যাই তথা, এবে কেন কৈলে বিপরীত। [মু০]

যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু, এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
[ভা০]

শিব-বিবাহঃ

হেন বরে বিয়া দিল কি দেখি সম্পদ। [মু০]

হেন বর কেমনে আনিল চক্ষু খেয়ে। [ভা০]

শিবের মোহন বেশঃ

আছিল বাঘের ছাল হইল বসন। অঙ্গের ভূষণ হইল ভুজঙ্গমগণ॥ [মু০]

বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী। [ভা০]

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগঃ

ঘরে যত আনি, লেখা নাহি জানি, দেড়ী অন্ন নাহি থাকে। [মু০]

যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই, কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া। [ভা০]

দেবীর আত্মপরিচয়দানঃ

ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা গায়। [ঘ০]

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। [ভা০]

বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি, পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।
[মু০]

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ [ভা০]

কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা, স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।
[মু০]

গঙ্গা নামে মোর সতা তরঙ্গ অমনি। জীবন স্বরূপা সেই স্বামীর শিরোমণি॥
[ভা০]

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর। [ঘ০]

না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। [ভা০]

যে ডাকে আদর ভাবে যাই তারি কাছে। [ঘ০]

যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই। [ভা০]

এইরূপ বহু তুল্য-কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা একের ঔৎকর্ষ্য এবং অপরের অপকর্ষ প্রমাণিত হয় না। বর্ণনীয় বিষয়বস্তু সদৃশ হইলে বিভিন্ন কবির রচনার মধ্যে সুর-সাম্য আসিয়া পড়িবে ইহা একান্ত অনিবার্য্য কিন্তু একের শিল্প-চাতুর্য্য অপরের দ্বারা অবিকল অনুকৃত হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে।

> "ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় সাহিত্য-শিল্পও কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজ নিজ প্রেরণা ও প্রতিভা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পরের রচনা হইতে বস্তু সংগ্রহ করা যায় কিন্তু শিল্প-কলা সংগ্রহ করা যায় না। যথার্থ সাহিত্যিক মাত্রই নিজস্ব শিল্পকলার স্রষ্টা [২১]।"

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিরুদ্ধ সমালোচকগণও এই কথাশিল্পী ভারতচন্দ্রকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, 'রায়গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত'। রাজনারায়ণ বসুও ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

> "রায়গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানব-স্বভাব-পরিজ্ঞানে যে তিনি কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচা-ছোলা, মাজা-ঘষা যে বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে অন্য কোন কবি সেরূপ পারেন না। তৃতীয়তঃ তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনগণ মধ্যে এত প্রচলিত যে তাহা গৃহবাক্য হইয়া উঠিয়াছে [২২]।"

বঙ্গভারতীর উজ্জ্বল রত্ন 'বাক্‌পতি' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনা-মাধুর্য্যের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও গঙ্গাচরণ সরকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখরিত হইয়াছিলেন।

> "ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই যেন মধুবৃষ্টি হইবে। পঙ্‌ক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা [২৩]।"

> "অন্নদামঙ্গলের প্রায় সমস্ত অঙ্গই চণ্ডীর অনুকরণ। কিন্তু এই অনুকরণ সাতিশয় মনোরঞ্জন হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের সৃজনীশক্তি বিশেষ

বলবতী ছিল না ; তিনি স্বীয় কল্পনা হইতে কোন নূতন মূর্ত্তি উদ্ভাবন করিতে বিশেষ সক্ষম ছিলেন না কিন্তু কোন মূর্ত্তি তাঁহার নিকট অর্পিত হইলে তিনি তাহার অনুরূপ অতি সুন্দর ও মনোহর রূপে চিত্রিত করিতে পারিতেন, তাহা নূতন রঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারিতেন, আশপাশ নূতন ছায়ায় সুশোভিত করিতে পারিতেন এবং স্থানে স্থানে নূতন লতাপত্র আঁকিয়া বেশ অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। এমন কি সেই অনুকরণ আদর্শ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইত। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল সুতরাং অনুকরণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। বঙ্গভাষার উপর তাঁহার অসীম শাসন ছিল ; তাঁহার গ্রন্থ যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে ভারতচন্দ্র এই ভাষাকে কখন নাচাইয়াছেন, কখনও দোলাইয়াছেন, অতি যত্নের সহিত তাহার অঙ্গরাগ করিয়াছেন এবং নানা ছন্দের অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন। ইনি যেন বঙ্গভাষাকে বড় মানুষের মেয়ে করিয়া তুলিয়াছেন এবং ইহাকে যেন যৌবনের প্রথম সীমায় লইয়া গিয়াছেন। যদিও ভারতচন্দ্রের ভাষাতে প্রাবৃট কালের নিবিড় নীরদের গভীর নিনাদধ্বনি অতি বিরল কিন্তু ইহাতে বাসন্তিক বিহগকুলের মধুর কলকাকলী সর্ব্বদাই কূজিত হইতেছে [২৪]।"

অনুকরণ মাত্রই দোষণীয় নহে [২৫]। অনুকারী যদি প্রতিভাশালী হন, তবে সেই অনুকরণ অনুপম হয়। ভারতচন্দ্র ছিলেন প্রতিভাশালী কাব্যকার। তিনি কেবল 'আদিরসের পঞ্চম লাগাইয়া'-ই মুকুন্দরামের 'ঋষভ'-কে মাত করেন নাই, তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পী, কাব্য-রচনায় তাঁহার নৈসর্গিক শক্তি ছিল। সেই জন্যই তিনি অনুকারী হইয়াও প্রথম শ্রেণীর ঔৎকর্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র 'উন্নততর' ঘনরাম কিংবা সার্থকতর মুকুন্দরাম মাত্র নহেন। ভারতচন্দ্র, ভারত-চন্দ্র—বঙ্গসাহিত্য গগনের অমৃতস্যন্দী স্নিগ্ধ সুধাকর।

---

১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৫৪]।

২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালীজাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য [বঙ্গশ্রী। ৩য় বর্ষ। ১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা। মাঘ, ১৩৪১ সাল। পৃঃ ১১]

৩ কালিদাস রায়—জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্য ও সাহিত্য [শিক্ষক। ৪র্থ বর্ষ।

১২শ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল, পৃঃ ৫২০]। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য [১ম ও ২য় খণ্ড। ১৩৫৪ সাল। পৃঃ ২৩৪-৩৫]।

৪ Stopford A. Brooke and George Sampson—English Literature (London 1948). সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা [(১৯৫০) পৃঃ ১২৫]।

৫ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৫ খৃীঃ। ২য় ভাগ। পৃঃ ৮৯৭-৯৮]। কালের আবর্ত্তনে গ্রাম-দেবতারাও উচ্চবর্ণের দ্বারা বহুশঃ পূজিত হইয়াছেন। "These *Gramadevatas* are the gods that were originally worshipped in the country while its inhabitants were still rude tribes. In Bengal their worship has even become that which is most prevalent among the Brahmans." [Montgomery Martin—The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India. (London, 1838 A.D. Vol. III. p. 557)].

৬-৭ রবীন্দ্রনাথ—কালান্তর [পৃঃ ১৩৫-৩৬। রচনাবলী, ২৪ খণ্ড]। সাহিত্য [রচনাবলী, ৮ খণ্ড]।

৮ তমোনাশ দাশগুপ্ত—পদ্মপুরাণ [ভূমিকা। পৃঃ ৷৷০-৷৷৴০]।

৯ সুকুমার সেন—মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি কীর্ত্তনের ইতিহাস [বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১০ বর্ষ। ৪র্থ সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ২০৬]।

১০ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪৯, ৫০, ৫৩]।

১১ রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক কাব্য [সাহিত্যের পথে। পৃঃ ১০৪]।

১২-১৩ কালিদাস রায়—চৈতন্য চরিতে শ্রীচৈতন্যের মানবিকতা [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৭ সাল]। গোপাল উড়ে [বঙ্গসাহিত্য পরিচয়। পৃঃ ১৪০]।

১৪-১৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—দ্বীপময় ভারত [বলিদ্বীপ, বলেলঙ, কিন্তামাণি, বাঙ্‌লির পথ। পৃঃ ১৮৮। এবং মদীয় প্রবন্ধ 'রসিক রবীন্দ্রনাথ' [উলুবেড়িয়া সংবাদ। রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। ১৩৫৯। পৃঃ ৩-৪]। শ্রীজয়দেব কবি [ভারতবর্ষ। ৩১ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ২য় সং। শ্রাবণ, ১৩৫০]। সদুক্তিকর্ণামৃত [বিশ্বভারতী পত্রিকা। ২য় বর্ষ। ১ম সং। পৃঃ ৩২-৩৩]। মদীয় প্রবন্ধ 'বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বাস্তবতা' [মন্দিরা। ১৬ বর্ষ। ৩য় সং। আষাঢ় ১৩৬০ সাল। পৃঃ ১৭৫-৭৮]।

১৭ কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য [প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৪ সাল। পৃঃ ২৫৪]।

১৮-১৯ রমেশচন্দ্র দত্ত—'লিটারেচার অব্ বেঙ্গল' [১৮৭৭ খৃীঃ। পৃঃ ১১৬]। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩০১ সাল। পৃঃ ১৫৫]। [দ্রষ্টব্যঃ জীতেন্দ্রলাল বসু—মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র (মজিলপুর, ১৯২৯ খৃীঃ]।

২০ রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা [১৮৭৮ খৃীঃ। পৃঃ ১৯-২০]।

২১ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—নাট্যকার গিরীশচন্দ্র [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ১৬৬]।

২২ রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা [১৮৭৮ খৃীঃ। পৃঃ ১৯-২০]।

২৩ রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব [হুগলী, ১৮৭৩ খৃীঃ, পৃঃ ১৭৮, ১৮৫]।

'Nowhere perhaps in the entire range of Bengali Literature do we find the language of poetry so rich, so graceful, so overpowering in artistic beauty as in Vidyasundara. Bharatachandra is a complete master of the art of versification and his appropriate phrases and rich descriptions have passed into bye words. It would be difficult to over-estimate the polish he has given to the Bengali language.' [R. C. Dutt—History of Bengali Literature].

২৪ গঙ্গাচরণ সরকার—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা [ঢাকা কলেজে ১২৮৬ সালে (=১৮৭৯ খৃীঃ) আষাঢ় মাসে পঠিত বক্তৃতা। পরে ১৮৮০ খৃীষ্টাব্দে চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত]।

২৫ "অষ্টাদশ শতকের দুইটি প্রধান কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়নে ও ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে, মুকুন্দরামের অনুসরণ সহজে বোঝা যায়। মেনকার ও পার্ব্বতীর আচরণে মুকুন্দরাম সেকালের মধ্যবিত্ত চাষী ঘরেরই ছবি আঁকিয়াছেন। এই ছবি রামেশ্বরের ও ভারতচন্দ্রের রচনায় অনেকটা 'ক্যারিকেচারে' বা ব্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে।... ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীর তুলনায় মুকুন্দরামের দুর্ব্বলা ঢের বেশী মানব-প্রকৃতিক ও বাস্তব।......ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বিলাসী রাজসভাসদের কাব্য, রামেশ্বরের শিবায়ন চাষী গৃহস্থের পাঁচালী। রামেশ্বরের রুচিবোধ যদি তাঁহার অনুবর্ত্তী ভারতচন্দ্র পাইতেন, তবে অন্নদামঙ্গলের উৎকর্ষ বাড়িত।"—[সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং (১৩৫৫ সাল)। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৩৭৭, ৩৮৫, ৭৮৭]। সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, অন্নদামঙ্গলের মূল্য কালের নিকষে যাচাই হইয়া গিয়াছে। যেখানে জীবনের সৃষ্টিকার্য্য সাহিত্যে যথোচিত নিপুণতার সহিত স্থান পাইয়াছে, সেখানে সে অক্ষয়। সেইহেতু 'কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হ'তে পারে, কিন্তু রইল তার ভাঁড়ুদত্ত। মিড্‌সামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম্‌ নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে, কিন্তু ফল্‌স্টাফের প্রভাব বরাবর থাক্‌বে অবিচলিত'। [রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের মূল্য (সাহিত্যের স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৫২)]। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী ইত্যাদি চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে না কি?

॥ ১১ ॥ অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত

"সুর ও বাণীতে অপূর্ব্ব শিবশক্তির মিলন চিরদিনই বাংলা গানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্রয়োজনমত নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সঙ্গত করেছেন [১]।"

বাঙ্গালা দেশ গানের দেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য মূলতঃ গানেরই সাহিত্য। চর্য্যাপদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাটির প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিবিধ রাগরাগিণী-তালমানলয়-সমন্বিত সঙ্গীত খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

চর্য্যাপদগুলি সঙ্গীত। এই পদগুলির উপরিভাগে বিবিধ রাগ-রাগিণীর [২] উল্লেখ আছে কিন্তু তালের উল্লেখ কুত্রাপি দেখা যায় না। চর্য্যাপদে ব্যবহৃত 'ধ্রু' (=ধুপদ, ধ্রুবপদ) উত্তর ভারতীয় গীতপদ্ধতির 'স্থায়ী'-পদ। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাগরাগিণী এবং তালের [৩] উল্লেখ আছে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও রাগরাগিণীর [৪] অপ্রতুল নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগরাগিণী এবং তাল-লয়ের [৫] সন্ধান পাওয়া যায়। এই রাগরাগিণী ইত্যাদির লক্ষণাবলী 'সঙ্গীত-রত্নাকর' (নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সংকলিত। খ্রীঃ ১৩শ শতক) 'সঙ্গীত-মুক্তাবলী' (১৮৯S খ্রীঃ। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত।) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পৃথক। অনেকে [৬] অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চৈতন্য-পরবর্ত্তী কোন দেশীয় বা স্থানীয় সঙ্গীতরীতি অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল (?)। চৈতন্যভাগবতে, লোচনদাসের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, কবিবল্লভের রসকদম্বে বিবিধ প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগরাগিণীর [৭] উল্লেখ আছে। মঙ্গলকাব্যগুলি [মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল [৮]]-তে রাগরাগিণীর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল কারণ, উক্ত কাব্যগুলি সাধারণ্যে গীত হইত।

ধ্রুপদ সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ভিত্তিস্বরূপ। সঙ্গীতদর্পণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ, উত্তরভারতের 'ধ্রুপদ' [< ধ্রুবপদ] এবং দক্ষিণভারতের 'পদম্' 'ধ্রুপদ কীর্ত্তনম্' [সঙ্গীতজ্ঞ ত্যাগ রায় (মৃত্যু ১৮৫০ খ্রীঃ) কৃত] প্রভৃতি হইতে সেকালের ভারতীয় সঙ্গীতের বিষয় জানা যাইতে পারে। জয়দেবের পদাবলীর সুরের নাম ও তালের প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, গানগুলি ধ্রুপদের পর্য্যায়ে ছিল। সঙ্গীতে রাগরাগিণীর কল্পনা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে নাম হইতে অনুমান করা যায় যে, অন্ততঃ কতক-গুলি প্রাচীন রাগ ও রাগিণী, বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত অথবা উদ্ভূত জনপ্রিয় সুরের অথবা গতের আকারে রূপায়িত হইয়াছিল যেমন—বঙ্গাল, গৌড়, গন্ধার, গুর্জ্জর, মারহাটিয়া, কানাড়া, মালব, শবরী [সম্ভবতঃ শবরজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত রাগিণীর মার্গীকরণ] প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের পারস্পরিক মিশ্রণ [৯] ব্যতীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সহিত লোকসঙ্গীত অনেক-ক্ষেত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল। কৃষ্টি ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছুঁতমার্গ নাই—ইহা বিশ্বমনের মিলনভূমি। সঙ্গীতসম্রাট রামতনু পাণ্ডে ওরফে মির্জ্জা তানসেন-[১৫৩১-১৫৮৯ খ্রীঃ]-এর [১০] সৃষ্ট বিভিন্ন রাগরাগিণী-[যথা মিঞা-কি-মল্হার, দরবারী কানাড়া]-গুলি ইহার প্রমাণ দেয়। সঙ্গীতের আনন্দ লোকোত্তরাহ্লাদ, ইন্দ্রিয়-বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অনুভবগম্য।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে তুর্কীবিজয়ের পর হইতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ঈরানী-প্রভাব আসিয়া পড়ে। ভারতীয় সঙ্গীত কিন্তু ইহাতে নিজস্ব-বর্জ্জিত হয় নাই। ভারতীয় সঙ্গীত ঈরানের গজল [< আ০ গ.জ.ল্=প্রেম-সঙ্গীত], মর্সিয়া [<আ০ মর্সিয়া=শোকসঙ্গীত], কাওয়ালী [<আ০ কৌৱালী=ধর্ম্মসঙ্গীত] প্রভৃতিকে আপন করিয়া লইয়াছিল। লক্ষণীয় হইতেছে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীত-[খেয়াল < আ০ খেয়াল্]-এ কেবল এই প্রভাব দেখা যায়। প্রাক্-মুসলমানযুগের শুদ্ধ হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীন রূপটি দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়া আছে। ঈরানী প্রভাবের ফলে পাঞ্জাবের প্রচলিত লোকসঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছিল টপ্পা [< হিং টপ্পা]। গোলাম নবী মিঞা ওরফে শোরী মিঞার প্রভাবে এই সঙ্গীত উত্তরভারতে বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডের লোকসঙ্গীত হইতে 'দাদরা'-[দর্দ্দুর-

(ভেক)-তুল্য প্লুত-গতির নিমিত্ত]-র সৃষ্টি। বাঙ্গালার নিজস্ব কীর্ত্তন সঙ্গীতের মূলেও আছে প্রাচীন রাগ ও তাল। 'বড় দশকোশী', 'ছোট দশকোশী' প্রভৃতি বিলম্বিত লয়ের কীর্ত্তনগুলি ধ্রুপদ সঙ্গীতের স্মারক। 'ঝাঁপতাল', 'দোঠুকী' ইত্যাদি লঘু তালও কীর্ত্তনে পাওয়া যায়। বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী প্রভৃতি সুর বাঙ্গালা-সঙ্গীতের বিশিষ্ট অবদান[১১]। ধ্রুপদ-খেয়ালের সহিত টপ্পা-ঠুংরী-[< হিং ঠুম্‌রী]-রও প্রচলন বাঙ্গালাদেশে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের রামনিধি গুপ্ত[১২] ওরফে নিধুবাবুর গানগুলি ইহার প্রমাণ স্বরূপ।

নিখিল ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সহিত বাঙ্গালা দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বরাবরই ছিল। লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'তুম্বুরুনাটক' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ইহাতে মার্গ-সঙ্গীতের নৈকষ্যকৌলীন্য রক্ষণের দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা নাই। দেশজ রাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রাগতরঙ্গিণী'-তে বিদ্যাপতির মৈথিলী গীতি ও আমীর খুস্‌রৌ বা তদনন্তর প্রচলিত 'ইমন্‌' [< আ০ ইয়েমন্‌], 'ফির্‌দোস্ত' প্রভৃতি রাগ ও তালের উল্লেখ আছে, যদিচ শেষোক্ত তাল প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়[১৩]।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বীর হাম্বীর মোগল-পাঠান কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীরের আমন্ত্রণে দিল্লী অঞ্চল হইতে তানসেন-বংশীয় গায়ক বাহাদুর সেন (খাঁ) বিষ্ণুপুরে আসেন। অনন্তর বিষ্ণুপুর মার্গসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বিষ্ণুপুর বাঙ্গালার দিল্লী। রাগসঙ্গীতে 'বিষ্ণুপুরী রীতি' বিদগ্ধ জনের অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষপাদে 'গরাণহাটী', 'মনোহরসাহী' প্রভৃতি বিভিন্ন কীর্ত্তনপদ্ধতিরও প্রসার ঘটিয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ভূম্যধিকারী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় বহু কলাবিদ ও নৃত্যবিদ ছিলেন। মহারাজ স্বয়ং নৃত্যগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি। মৃদঙ্গ সমজখেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তক প্রধান শের মামুদ সভায়। মোহান খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

আশ্চর্য্য নহে যে, সেকালে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত [illegible] তরঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাতেও লাগিয়াছিল। সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও বহু রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়া যায়। সেকালে গার্হস্থ্য উৎসবাদিতে [illegible] মঙ্গল নাটগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। জয়দেবের গীতপ্রধান 'গীত-গোবিন্দ', উমাপতির নাটগীতপ্রধান 'পারিজাতহরণ', বড়ু চণ্ডীদাসের নাটপ্রধান 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত-মৈথিল-বাঙ্গালা-ভাষা-মিশ্র 'চণ্ডীনাটক' প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ [১৪]। অন্নদামঙ্গল সর্ব্বাংশে গীতি নহে। ইহার কিয়দংশ কাব্য এবং কিয়দংশ গীতধর্ম্মী। এই গ্রন্থের তিনটি অংশে সর্ব্ব-সমেত সাধারণতঃ চুয়াষটি গান পাওয়া যায়। প্রতিটি গানের শীর্ষদেশে রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইস্থলে লক্ষণীয় যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত [১৫] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কোন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন পুঁথিগুলিতে [১৬] প্রায়শঃ এই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে, আদৌ সঙ্গীতগুলির রাগরাগিণী ইত্যাদি সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। অন্নদামঙ্গল [১৭] কাব্যে ব্যবহৃত রাগরাগিণী ইত্যাদির একটি তালিকা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল—

শুদ্ধ রাগরাগিণীঃ—কালাংড়া, কেদারা, খট, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, টোড়ী, পরজ, পিলু, পূরবী, বসন্ত, বিভাস, বেলাবলী, বেহাগ, ভীমপলশ্রী, ভূপালী, ভৈরবী, ভোঁরো, মালকোষ, মুলতান, রামকেলী, লুম, শঙ্কর, শ্রী, সোড়ী [=শোরী<শৌরসেনী?] এবং হাম্বীর।

মিশ্র রাগরাগিণীঃ—আশা-ভৈরবী, ইমন-ভূপালী, খট-ভৈরবী, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, গৌড়-সারঙ্গ, টোড়ী-ভৈরবী, দেও-বিভাস, পিলু-ঝিঁঝিট, পিলু-বারোয়াঁ, বসন্ত-বাহার, ভূপ-কল্যাণ, মালকোষ-ভোঁরো, যোগিয়া-ভোঁরো, লুম-ঝিঁঝিট, সাহানা-মল্লার এবং সোহিনী-বসন্ত।

তালঃ—আড়া, একতাল, ঝাঁপতাল, ঠুংরী, ত্রিতাল, দাদরা, পোস্তা এবং মধ্যমান।

লয়ঃ—দ্রুত এবং বিলম্বিত।

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, চর্য্যাপদ হইতে সুরু করিয়া প্রাক্‌ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত তাবৎ গীতপ্রধান কাব্যগুলিতে সূক্ষ্মশিল্পবোধ বিরল।

সম্ভবতঃ ইহা গায়কের অনবধানতা প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। কাব্যকার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কি না ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন শক্তিশালী যুক্তি পাওয়া যায় না। চর্য্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদি কাব্যে রাগরাগিণী তাল-লয়ের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অন্নদামঙ্গলের ন্যায় এইরূপ নিখুঁতভাবে প্রতিটি সঙ্গীতকে সুনির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা বিরল। উপরন্তু স্বয়ং ভারতচন্দ্র ছিলেন—'অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক'। প্রতিটি গানের সুর-তাল-নিরূপণ সম্ভবতঃ স্বয়ং কবি কিংবা কবি-প্রোক্ত 'প্রথম গায়ন' নীলমণি ভীউসাঁই কণ্ঠাভরণ অথবা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোন বিশিষ্ট সভাগায়কের দ্বারা হইয়া থাকিবে। সঙ্গীতের সূক্ষ্মশিল্পবোধও সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এই সঙ্গীতগুলি বর্ত্তমান শতাব্দীতেও যে-কোন সঙ্গীতজ্ঞ সুর ও তাল অনুসরণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন। ইহা সামান্য কৃতিত্বের কথা নহে। তদ্ব্যতীত, সু[illegible]র মধ্যে কোন অধুনা-অপ্রচলিত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। এই সকল সঙ্গীতের সুরসৃষ্টি যেই করুন না কেন, তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রচারের তথাকথিত কূটনীতি ছিল না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদির পদগুলি অধুনা-বিলুপ্ত রাগরাগিণীর দ্বারা কণ্টকিত, অতীতযুগের অচলায়তন—এই দুর্গম দুর্গে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সঙ্গীত সভা-সঙ্গীত [১৮]—জনগণের শ্রুতিতে তাহা সুগোচর। সঙ্গীত প্রাণধর্ম্মী, আনন্দলোকের সন্ধানেই ইহার অগ্রগতি। কোন কাঠিন্য নাই, কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, সঙ্গীতের পুণ্য স্রোতস্বতী কলাবিদের বীণানিক্কণে ভক্তিরসাপ্লুত জনতার 'অন্তরের অন্তঃপুরে' চিরদিন অন্নদার মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

---

১ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল। পৃঃ (৭)]।

২ যথা, পটমঞ্জরী, গবড়া বা গউড়া [> গোরা], অরু [> অরুণ?], গুর্জ্জরী বা গুঞ্জরী, দেবক্রী [> দেবাকিরি, দেবাগিরি], দেশাখ [> দেওশাখ], ভৈরবী, কামোদ, ধনসী [> ধন্যাসি, ধানশ্রী], রামক্রী [> রামকিরি, রামকেলি], বড়ারি, বলাড্ডি, মল্লারী [> মল্লার] মালসী [<মালবশ্রী]. কহ্নগুঞ্জরী [?], শবরী, বঙ্গাল প্রভৃতি।

৩ যথা, মালবরাগ—রূপক তাল, গুর্জ্জরী রাগ—নিঃসার তাল, বসন্ত রাগ—যতি তাল, গোণ্ডাকিরী [> গৌরগিরি] রাগ—রূপক তাল, দেশাখ রাগ—একতাল প্রভৃতি।

৪ যথা, শ্রী, সুহাই বা সুই. রামক্রী, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মল্লার, ধানশ্রী প্রভৃতি।

৫ (ক) রাগরাগিণীঃ—পাহাড়িয়া, ককু বা কহু [> ককুভ], রামগিরি [> রাম-

কেলি], আহের [> আভীর, আভীরী], ধান্‌সী, ধূলনী [লনী বা লাউনী, গন্ধর্ব ও জ্ঞান উভয়ই], কোড়া, গন্ধর্বরী, মালব, বিভাব ইত্যাদি। (খ) বিবিধ গীতপদ্ধতিঃ—কৌতুক, কুড়ুকঃ, অড়ুকঃ, দ্রুপকম্, দণ্ডকম্ (বিবৃতি বর্ণনামূলক) ইত্যাদি। (গ) তালঃ—কাঠের তাল, চুটাখলা তাল, দশকোসি, জম্বতাল, অপূর্ব্বকলিকা প্রভৃতি। (ঘ) লয়ঃ—লঘু, গুরু, সদ্‌গুরু, গুরুর গুরু পরমগুরু প্রভৃতি।

৬ খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস সাহিত্য।

৭ যথা, শ্রী, পঠমঞ্জরী, মঙ্গলনট, ধানশী, কেদার, ভাটিয়ারী, কারুণ্য-শারদা, পাহিড়া [পাহাড়িয়া], বড়ারি, মারহাটিয়া, সিন্ধুড়া, মঙ্গলগুর্জ্জরী, তুড়ী [> টোড়ী ?], কামোদ, কর্ণশ্রী, পূরবী, শ্যামগড়া (?), ললিত, বেলোয়ার, আশাবরী, সারঙ্গ, বিনোয়া, নট, গান্ধার, কানাড়া, গৌরী, কেদার প্রভৃতি।

৮ যথা, (ক) রাগরাগিণীঃ—পটমঞ্জরী, শ্রী, বেহার (?), পিঞ্জরী (?), আলিয়া [> আলাহিয়া], মঙ্গল, ত্রিকূট প্রভৃতি। (খ) তালঃ—ষৎ, মালঝাঁপ, ঝারিখণ্ড প্রভৃতি।

৯ যথা, জয়দেবের গানে—'যে সব ঘরানাতে জয়দেবের গান সংরক্ষিত আছে, সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিখিতে গিয়া বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব সঙ্গীতাধ্যাপক মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাট লইয়া আসেন। সেই বাট দেখিয়া আচার্য্য ভাতখণ্ডে বলেন—একি' এ যে সব মালাবারের জিনিষ।' [নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৭৫৬ হইতে উদ্ধৃত। দ্রষ্টব্যঃ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা। পৃঃ (১৪)]।

১০ S K Chatterji—Tansen as a Poet [Sir P C Roy Commemoration Volume] প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—হিন্দু সঙ্গীত [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ১৩৫২ সাল। পৃঃ ৩০]।

১১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ [গীতবিতান বার্ষিকী। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ১০-১৩]।

১২ মদীয় প্রবন্ধ 'সঙ্গীতসাধক কবি রামনিধি গুপ্ত' [ভারতবর্ষ। ৪০ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৫ম সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৩৪০-৪৩]।

১৩ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [পৃঃ ৭৬৭-৬৮]। সংস্কৃত কোষগ্রন্থ মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি-[১০৫১ শঃ = ১১২৯ খৃীঃ সঙ্কলিত]-র 'গীত-বিনোদ' অংশে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিবিধাবতার বর্ণনাত্মক কয়েকটি বাঙ্গালায় রচিত প্রাচীন গান পাওয়া যায়।

১৪ সুকুমার সেন—মঙ্গল-নাটগীত-পাঁচালি-কীর্ত্তনের ইতিহাস [বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১০ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ২০৬-২৭]।

১৫ প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯ সাল। দ্বিতীয় প্রকাশ ১৩৫৬ সাল।

১৬ বিব্লিওথেক নাসিওনেল-(প্যারিস)-এ সংরক্ষিত পুঁথি [নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯']। ব্রিটিশ মিউজিয়াম-(লণ্ডন)-এ সংরক্ষিত পুঁথি [নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০ এ']। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথি [নং 'জি ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩']।

১৭ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল = ১৯০২ খৃীঃ]।

১৮ 'All real art in the East is Court Art.' [G. E Browne—A Literary History of Persia III. P 396] প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে একখানিও কীর্ত্তন-সঙ্গীত কিংবা কীর্ত্তনোচিত তাল-লয়াদির নির্দ্দেশ নাই।

॥ ১২ ॥ সূক্তি-মুক্তাবলী

"জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, চাষবাস, আচারব্যবহার, শাসনশিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঙিন্ বা ভাবমাধুর্য্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও বাস্তববুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব [১]।"

প্রবাদবাক্যগুলি জাতীয় জীবনের সম্পদ। এগুলি নিছক কথা মাত্র নহে, বাস্তব জীবনের আলোকচিত্র [২]। বিবিধ বিধি-বিধান, আচারবিচার, সামাজিক-রাষ্ট্রিক-পারিবারিক জীবনের খণ্ডপরিচয় এই সূক্তি ও প্রবাদগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র তথ্য পর্য্যন্ত এই সূক্তি-গুলির প্রাণবস্তু হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস, বিবিধ কাব্য এবং স্থানীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী হইতে সুভাষিতগুলি জন্মলাভ করে কবির রসোপ-লব্ধির ভিতর দিয়া। প্রবাদগুলির ইতিবৃত্ত ও মূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় তদীয় 'বাংলা প্রবাদ' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ [২য় সংস্করণ। কলিকাতা। ১৩৫৯ সাল] খানিতে।

সমস্ত ভাষার সাহিত্যেই সুভাষিতগুলির দর্শন মিলে। ইংরেজী সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়রের বহু বাক্য প্রবাদ হইয়া গিয়াছে [৩]। শুধু শেক্‌স্‌পীয়রেরই নহে, পাশ্চাত্যখণ্ডের সমস্ত প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের রচনাবলীর বহু-অংশ সুভাষিতের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বেলাতেও সেই একই কথা খাটে। চর্য্যাপদগুলিতে [৪], বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে [৫], কৃত্তিবাসের রামায়ণে [৬], কাশীরামের ভারত পাঁচালীতে [৭], বিবিধ বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণের রচনাতে [৮], বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে [৯], কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলে [১০], ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে [১১], কবিবল্লভের রসকদম্বে [১২] প্রচুর পরিমাণে সুভাষিতের সন্ধান পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিকুলতিলক রায়গুণাকরের অনেক উক্তি আজিও প্রবচনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে [১৩]। ভারতচন্দ্রের বহু শ্লোক যেমনি ভাবরসে গাঢ়, তেমনি উপভোগ্য। কবির প্রতিভা কেবল কৃষ্ণনগর রাজসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উত্তরকালের জনসঙ্ঘের মুখে ভাষা [illegible]। অবশ্য সু[illegible] প্রসারের জন্য লৌকিক সাহিত্যের প্রসার [illegible] দায়ী।

"ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনাবলীতে প্রবাদের যে অধিকতর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ ও রসিকতা, এই ধরণের রচনায় অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাক্য-রীতিকে সরস, সহজ ও সতেজ করিবার জন্য ইহাতে যে লৌকিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর গাঢ় রচনার রসজ্ঞ। সংস্কৃতের আদর্শে বাক্‌সংহতি ও বাক্‌-চাতুর্য্যের যে চমৎকারিত্ব ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি তাঁহার অনেকগুলি সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না [১৪]।"

"His (Bharatachandra's) popularity is attested in two ways: by the large number of lines from his writings which have passed current among Bengali speakers with the force of proverbs—like Shakespeare in English, Bharatachandra's lines in Bengali are most commonly quoted; and by the large number of imitators who made more or less successful attempts to emulate his language and his manner [১৫]."

ভারতচন্দ্রের জের রামপ্রসাদ [১৬] প্রমুখের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতক অবধি চলিয়াছিল। ভবানীচরণ, হুতোম, টেকচাঁদ, শ্রীমধুসূদন [১৭], দীনবন্ধু, দাশুরায়, অমৃতলাল প্রভৃতি এই ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শতকে মানুষের মনের গতি জটিলতর হইয়াছে, প্রয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে, পরিবেশ সূক্ষ্মতর হইয়াছে। ফলে, বিগত কয়েক শতাব্দীতে ব্যবহৃত সূক্তিগুলির ব্যবহারও কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য্য যে,

বাঙালী জীবনের একটি পূর্ণ আলেখ্য দর্শন করিতে হইলে এই সূক্তিগুলির মধ্যেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্রের বিবিধ রচনা [অন্নদামঙ্গল =অং, বিদ্যাসুন্দর=বিং, মানসিংহ=মাং, রসমঞ্জরী=রং, সত্যপীরের কথা =সং, কবিতাবলী=কং, পত্রম্=পং, চণ্ডীনাটক=চং] হইতে আহৃত সূক্তিগুলির একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

অজ্ঞানে কি ফল। [অং]

অঞ্চলে ঢাকিতে চায় কমলের গন্ধ। মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ॥ [বিং]

অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। [বিং]

অদৃষ্ট হইলে দৃষ্ট কিসে যাবে সারিয়া। [রং]

অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে [১৮]॥ [মাং]

অনুকূল পতি যদি হয় প্রতিকূল। ধৃষ্ট শঠ দক্ষিণ না হয় তার তুল॥ [বিং]

অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে। নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥ [অং]

অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ। [বিং]

অন্ন উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া। [অং]

অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে [১৯]। [অং]

অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি [২০]। [বিং]

অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ। [বিং]

অমৃতে উঠিল হলাহল। [বিং]

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥ [অং]

অরণ্যে রোদনে কিবা ফল [২১]। [বিং]

অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে [২২] [বিং]

অশ্ব মনোরথ। [অং]

অশ্বত্থামা বাক্যে যেন হত্যা দ্রোণাচার্য্য। [বিং]

অস্ত গেল রোষ উদয় রস। [বিং]

অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত, তপোবলে রাত্রি হয় দিবা। [অং]

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর[২৩]। [বিং]

আঁত উঠে গন্ধে। [অং]

আই বলি যদি যাহ মোর মার ঠাঁই। সে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই॥ [অং]

আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন। [বিং]

আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট। [মাং]

আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া। [অং]

আজি মেনে ফিরি মাগ। [অং]

আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি। [অং]

আঠে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে। [মাং]

আদর কাজের বেলা তার পর অবহেলা[২৪]। [বিং]

আপকো লগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগযোগ মোক্ষ এহি লোগমে[২৫]। [চং]

আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর। [রং]

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥ [অং]

আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়। [অং]

আমার পরাণ, হরিণী সমান, তোমার চক্ষু নিষাদ। [রং]

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। [অং]

আমার হইল দুর্য্যোধনের মরণ। [বিং]

আমি জানি নাই, জানেন গোঁসাই, যতো ধর্ম্মস্ততো জয়[২৬]। [বিং]

আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক। [মাং]

আমি নারী তুমি পতি দুই অঙ্গ একই পরাণ।[অং]

আমি যদি কথা কহি একে হবে আর। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরা ধার॥ [বিং]

আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়। তামাক আফিং গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥ [বিং]

আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু। কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু॥ [বি°]

আয়তি কেবল আচাভূয়া। [অং]

আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি। [অং]

আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে। [বি°]

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই। [অং]

ইথে সাক্ষী কেন মান। [অং]

উচ্চ জাতি হইলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে। [বি°]

উচ্চ মাথা হৈল হেঁট। [বি°]

উড়ু উড়ু করে মন। [বি°]

উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে। কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে [২৭]॥ [বি°]

উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়। [অং]

উলটিয়া চোরে গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে [২৮]। [বি°]

এ সব কথায় না থাকি আমি। [অং]

এ হৈল গর্দ্দভ কাশী অন্যথা নাহিবে। [অং]

এইরূপে দুইজনে কথার পাঁচাপাঁচি। [বি°]

এক ছাড়ি গাই যেন ধরে অন্য ষাঁড়। [মা°]

এক বোলে দশ বোলে নাহি আঁটে দেশ। [অং]

এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার। [বি°]

একি কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত, দায়ে কাটে কুমড়া যেমন। [বি°]

একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর। ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর [২৯]॥ [বি°]

একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন। [অং]

এতদিনে শিব বুঝি হৈল অনুকূল। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল॥ [বি°]

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে। [বি°]

এমতি কুহক জানে দিনে হয় নিশি। [বি°]

এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত। [বি॰]

এমন শিখাব কথা সুধা বৃষ্টি করিবে। [রং]

ওঝার ঘাড়ে বোঝা। [মা॰]

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া। [অ॰]

কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া, কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
[বি॰]

কত কষ্টে মিলে এ'টে নাহি মিলে থোড়। [অ॰]

কতেক কহিব আর পুঁথি বেড়ে যায়। [বি॰]

কথায় না সহে ভর। [মা॰]

কথায় রাখিব কত টেলে। [বি॰]

কপালে আগুন মুখে ছাই। [বি॰]

কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ। [অ॰]

কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে। [অ॰]

কপালে দিলেক বিধি ছাই। [অ॰]

করিনু ভাল রে হৈল মন্দ। [বি॰]

করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম। [রং]

করিনু সুখের লাগি, হইনু দুঃখের ভাগী, অমৃতে উঠিল হলাহল। [বি॰]

করিয়া সুখের নিধি, পুরুষে গড়িল বিধি, দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
[বি॰]

করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে। [অ॰]

করেতে হৈল কড়া। [অ॰]

কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব। [বি॰]

কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে। [বি॰]

কাজের মাথায় বাজ। [বি॰]

কাজের সময় যত কথা কয়, এবে কোথা রয় মনে না থাকে। [রং]

কাছে ভাল বল যারে পাছে মন্দ বল তারে। [বি॰]

কাটাইব নাক......মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব। [বি॰]

কার ঘাড়ে দুটো মাথা এ কর্ম্ম করিবে। [বি০]

কালামুখ দেখাইব কারে। [বি০]

কালার কপালে পড়ে সব হইল হত। [বি০]

কি কব তাহার ছাঁদ, কাম ধরিবার ফাঁদ। [স০]

কি বাড়িল গুণ তব! [অ০]

কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে [৩০]॥ [বি০]

কুটিনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালী। [বি০]

কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ। [র০]

কুলে বড় আঁটি। [বি০]

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা [৩১]॥ [বি০]

কে বা দুটো মাথা ধরে, গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে। [বি০]

কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা। [অ০]

কেন হেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়। বিপাক ঘটিল মোর তোর প্রতিজ্ঞায় [৩২]॥ [বি০]

কেবল আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে। [বি০]

কোথায় আদর থাকয়ে চোরে। [র০]

কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে। [অ০]

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। [অ০]

কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন। চিনির বলদ সম একখানি গুণ॥ [বি০]

ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়। [বি০]

খরধার ছুরিতে কাটে মাছি। [বি০]

খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর। [অ০]

খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট। [বি০]

খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে [৩৩]। [বি০]

গাঁথিনু বাড়শে মাছ আর কোথা যায়। [বি০]

গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়। [বি°]

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।\বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
[অ°]

গুণ্ডার বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়ুক্ বাজ। [ক°]

গুমানে মরিয়া গুমানে রবে। [অ°]

গৃহিণীর পাপে পুণ্যে ঘর থাকে মজে [৩৪]। [অ°]

গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ, বাকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না। [ক°]

গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা। [বি°]

গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল। [বি°]

গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল। [বি°]

ঘরে অন্ন নাই যার মরণ মঙ্গল তার [৩৫]। [অ°]

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে। [বি°]

ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর। [বি°]

ঘাট হইল এই কর্ম্ম। [বি°]

ঘামে পাছে গলে দেহ। [র°]

ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম, নিদারুণ পুরুষের মন।
[বি°]

চক্ষু কর্ণ আছে মোরা তবু কানা কালা। [মা°]

চক্ষু খায়্যা তবু লোক কত কথা কয় লো। [র°]

চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥ [অ°]

চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী। [অ°]

চরণ দুখানি নৌকায় তটে। [র°]

চাঁদমুখো টাকা দেই সোনামুখে লয়। [বি°]

চাঁদের কিরণ বরিষে অনল চন্দন আগুন কণা [৩৬]। [বি°]

চাকুরীর মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই। [অ°]

চিরজীবী করিল গোঁসাই। [অ°]

চুণকালি দিলি গালে। [বি০]

চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায়। [বি০]

চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন। [বি০]

চোর হেন রৈল চেয়ে। [মাঁ০]

চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী। [বি০]

চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়। [বি০]

ছল ধরে পাছে খল জন। [র০]

ছলে হাঁচিলাম জীব বাক্য বলাইতে। [বি০]

ছায়ে ভাঁড়াইল মায়। [বি০]

ছার কপালে ছাই কপালে। [অ০]

জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে যায় পুত্র বাপে দিলে তাড়া [৩৭]॥ [অ০]

জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী। [অ০]

জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী [৩৮]। [বি০]

জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়। [বি০]

জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত। জল নাশে নহে তার নিপাত॥ [অ০]

জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়। [বি০]

জান বাচ্ছা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে। [বি০]

টালে-টোলে টালা। [বি০]

ঠেকিবে যখনি সুখ জানিবে তখনি। [বি০]

তব অনুগ্রহ যথা, কৈলাস কৌশল তথা। [অ০]

তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া। [অ০]

তার ঘাড় কে বাঁজায় তল্লাস না করে। [বি০]

তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে। [অ০]

তুমি হও যারে বাম, লক্ষ্মী ছাড়া তার নাম। [অ০]

তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাল তার [৩৯]। [অ০]

তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে। [অ০]

তোমার যে গুণ, কব কোটি গুণ। [অ০]

তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া। হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥ [মা০]

তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া গালি লাভ হৈল মোর। যাহার লাগিয়া চুরি করি গিয়া সেই জন কহে চোর॥ [বি০]

তোর দিব্য আর যদি কিছু মনে থাকে লো। [র০]

ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো। [র০]

দশনে রসনা কাটি। [অ০]

দানী ভাঁড়া যায়, সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে। [বি০]

দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া। [বি০]

দিনে হয় রাস। [বি০]

দুঃখ বিনা নহে সুখ। [র০]

দুজনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে। [মা০]

দুজনে ভুঞ্জিবে সুখ, আমার কপালে দুঃখ। [বি০]

দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্মে মন্দ করে। [অ০]

দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল[৪০]। [মা০]

দুসতীনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর। [মা০]

দুসতীনের ঘর, পতিরে ঘুচে ডর। [মা০]

দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়। [অ০]

দেব উপদেব পড়ে তন্ত্রমন্ত্র ফাঁদে। নিরাকার ব্রহ্ম দেহ ফাঁদে পড়ে কাঁদে॥ [বি০]

দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা[৪১]। [বি০]

দৈব রুষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার। [অ০]

দৈবে করে কি দোষ তোমার। [অ০]

দোহাই চণ্ডীর। [অ০]

ধন নাহি স্থির হয়, দারা আপনার নয়, সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার। [অ০]

ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি। [মা০]

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার। [অ০]

ধর্ম্ম জানে আমি নাই এ সব কথায়। [বি০]

ধর্ম্মে নাহি ভয়। [রং]

ধায় রায় বাঘিনী। [বিং]

ধ্যানে রব যেন বক। [অং]

ধুইলে না যাবে ধোয়া। [বিং]

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। [অং]

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। [বিং]

নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে। [বিং]

নবোঢ়ারে বশকরণ কর্কশ। [রং]

নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাখয়ে চুণ[৪২]। [বিং]

না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে। [অং]

না মিলিল কড়ি, না মিলিল দড়ি, কলসী কিনিতে তোরে। [বিং]

নাই ঘরে সদা খাই খাই। [অং]

নারিকেলে জলের সঞ্চার। [বিং]

নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা[৪৩]। [অং]

নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী। [মাং]

নারীর কপাল নহে পুরুষের মত। [বিং]

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন। পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥ [অং]

নারীর যৌবন বড় দুরন্ত। শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত॥ [রং]

নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু। [অং]

নিদ্রাবেশে সুখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত। [বিং]

নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি। [অং]

নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে। [বিং]

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। [বিং]

পড়া ভাগ্য নিজে নাই অন্যেরে পড়ায়। [বিং]

পণে বুড়ি নিরূপণ, কাহনেতে চারি পণ, টাকাটায় শিকার স্বীকার। [বিং]

পতি লয়ে দুসতীনে হানাহানি গো। [মাং]

পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি। [অং]

পদে পদে পাবে জ্বালা কুপদ এড়াবে। [রু°]

পরদুঃখ পরশ্রম, পর জনে জানে কম। [রু°]

পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে। [অ°]

পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে। [মা°]

পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি। তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি॥ [বি°]

পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়। [বি°]

পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান[৪৪]। [বি°]

পাইতে পতির সঙ্গ নারী সাধ করে। [অ°]

পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে। [অ°]

পারে কার বাপে। [বি°]

পিছু কেন ডাক। [অ°]

পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল। [বি°]

পুরাণে কোরানে দেখ সকলি ঈশ্বর। [মা°]

পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন। [বি°]

পুরুষ পরশ মণি, যারে ছোঁয় সেই ধনী। [বি°, রু°]

পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন। নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥ [বি°]

পুরুষের আট গুণ মেয়ে। [বি°]

পুরুষের ভার যাহা, নারী নাকি পারে তাহা। [বি°]

পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরে যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥ [অ°]

পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। [বি°]

পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে। [বি°]

পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে[৪৫]। [বি°]

পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই। [বি°]

পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড় নাই। [বি°]

পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বাঁধিনু। নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু [৪৬]॥ [অ০]

পোষ মাসে তিন লোকে ভোগে থাকে দড় [৪৭]। [বি০]

প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল, পিরীতের এ নহে বিধান। [অ০]

প্রমদা বন্ধন সংসারেরি, প্রমদা আকর আহ্লাদেরি। [র০]

প্রেম এমনি জঞ্জাল। [বি০]

ফটকে আটক যত বাজে দায় ধরা। [বি০]

ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে। বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥ [মা০]

ফাটক হইল জরাসন্ধ কারাগার। [বি০]

ফেরের ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে। [বি০]

বজ্র পড়ুক মাথায়। [বি০]

বড় মানুষের রীতি এই। [বি০]

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ [বি০]

বয়সে বাপের বড়। [অ০]

বরগীর বিভ্রাট। [মা০]

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহা যায়। সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥ [অ০]

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট। ন পুন গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট [৪৮]॥ [বি০]

বরমেকাহুতি কালে না রবে বণ্ডিত [৪৯]। [বি০]

বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা। [বি০]

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। [বি০]

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ [৫০]। [অ০]

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ। [বি০]

বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে। [বি০]

বাপ ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা। [অ০]

বাপ ধন বাছারে বালাই যাক্ দূর। [বি°]

বামদেব আমার কপালে। [অ°]

বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধ্যায়ো না লো ধ্যায়ো না। [র°]

বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন। [অ°]

বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির। যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥ [বি°]

বালকের নাহি শুদ্ধি, বৃদ্ধ হলে হতবুদ্ধি, যুবা বিনা রস আর, কোন খানে রহে না। [র°]

বালাই লয়ে মরি। (নিছনি লয়ে মরি।) [বি°]

বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন, সদা করি বিতরণ, তুমি যত আশনা [৫১]। [ক°]

বাসার সংসারে হবে আশার সংসার। [বি°]

বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম। [বি°]

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি [৫২]। [অ°]

বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে কাহারে ছাড়ে। [বি°]

বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী [৫৩]। [র°]

বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই। [বি°]

বিনা ভয়ে প্রীতি নাই। [মা°]

বিনা মূলে কিনিলে আমারে। [বি°]

বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই। [বি°]

বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধিশুদ্ধি যায়। [বি°]

বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে। [বি°]

বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার। [অ°]

বিশ্বেশ্বর নাম সর্ব্বশুভ-ধাম। [অ°]

বিস্তর চাকুরী পাব, বিস্তর পরিব খাব, কোনরূপে পরাণ থাকিলে। [মা°]

বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বাঁধিতে। [অ°]

বুঝ নর যে জান সন্ধান। [বি°]

বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে। [অ°]

বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে। [রং]

বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ। [অং]

বুড়া হলি তবু গেল না ঠাট। রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥ [বিং]

বৃক্ষ মূলে হানি শিরে ঢাল পানি। [রং]

বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে। [বিং]

বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা। [বিং]

বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফলগুরাঃ ফাল্গুনঃ। [পং]

বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফল্গুতে রত। [পং]

বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে। [বিং]

ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয় পাছ, ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে। [অং]

ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন। [অং]

ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়। [বিং]

ভবসিন্ধু বিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি, সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে। [মাং]

ভাবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। [অং]

ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে। [বিং]

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে। রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥ [বিং

ভরা পুরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য। [বিং]

ভাটে দেয় পরিচয়, ঘটকেরা কুল কয়, বড় মানুষের রীতি এই। [বিং]

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন [৫৪]। [বিং]

ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল। তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥ [অং]

ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়। [বিং]

ভেড়ে খেড়ে ফিরে সুখে স্থল জল নেড়ে [৫৫]। [কং

ভেড়ের ভাঁড়ামি মুখে খেড়ের বিক্রম বুকে। [কং]

ভেল্কীতে কত ভাত ঘুঁটে সোনা হয়। [অং]

ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে। [বিং]

মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে। [বিং]

মণি ছাড়া যেন ফণী। [বি°]

মণি ধরে যেন ফণী। [বি°]

মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস। [বি°]

মন চুরি কৈল চোর সিঁদ দিয়া ঘরে। [বি°]

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন [৫৬]। [বি°]

ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়। হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় [৫৭]॥ [বি°]

মরণ টাঁকিলি বেটা। [অ°]

মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই। [বি°]

মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন [৫৮]। [বি°]

মা বাপের পুণ্য হেতু, ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু। [বি°]

মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া। [মা°]

মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু। [মা°]

মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে। [অ°]

মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে। [অ°]

মাথা খাতি আলি মোর। [অ°]

মাথার ঠাকুর। [বি°]

মায়াযুক্ত তুমি জীব, মায়ামুক্ত তুমি শিব। [অ°]

মায়ের পোয়ের ভাব নাহি রবে ছাপা। [মা°]

মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়। [বি°]

মিছার সংসার ভাতার জরা। [অ°]

মুখে এক মনে আর। [বি°]

মুখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে। [অ°]

মুনি মন টলে। [বি°]

মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা [৫৯]। [বি°]

মেঘ করে যেমন সকলে জলদান। [অ°]

মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই। [অ°]

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া [৬০]॥ [বি°]

মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর। [বি°]

মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কার কাছে। [বি°]

যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই [৬১]। [অ°]

যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ। [বি°]

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন। [বি°]

যতেক বামণ মিছা পুঁথি বানাইয়া। কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া। [মা°]

যদি দেখে আঁটাআঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি। [বি°]

যাও মেনে মুখ না দেখাও। [অ°]

যাবৎ না বিভা হয়, তাবৎ এমন ভয়। [র°]

যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে [৬২]। [বি°]

যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ। [বি°]

যার লাগি দুঃখভাগী সে অভাগী চায়। [বি°]

যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে। [অ°]

যুবতীর মন শফরী জীবন। [বি°]

যে জন আপনা বুঝে, পর দুঃখ তারে সুঝে॥ [অ°]

যে বা তীর্থে নাইলাম, তারি ফল পাইলাম। [র°]

যে বিধি চাঁদেরে কৈল রাহুর আহার। [বি°]

যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়। [বি°]

যে ভাল ভজিতে পারে, পতি ভাব কর তারে। [অ°]

যে মার খেয়েছি আজি চোরের অধিক। [বি°]

যে মোরে আপন ভাবে তারি কাছে যাই। [অ°]

যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। [বি°]

যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে [৬৪]। [মা°]

যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল। [অ°]

যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি [৬৩]। [বি°]

যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তিনি, সেই মত ভূষণ বাহন [৬৫] [বি°]

যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চুর্। [র°]
যৌবন কামের জ্বালা। [বি°]
যৌবন জীবন গেলে না ফিরে। [বি°]
যৌবন পরম ধন, স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ। [র°]
যৌবন প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল। [স°]
যৌবন প্রভুর কাল, মদন দহন জাল। [স°]
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে। [বি°]
যৌবন মরম না জানে যেবা, পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা। [র°]
যৌবনে রমণ না হলে ঘটন বুড়া হলে পাবে ভালে। নিদাঘ জ্বালায় তনু জ্বলে যায় কি করে বরিষা কালে॥ [বি°]
যৌবনে সকল ধন্য। [র°]
যৌবনে প্রবাসে পতি, কাল নিত্য চাহে রতি। [স°]
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ। [র°]
রমণী রত্ন সহেনা আঁচ, টুটায় অগ্নি পরশে কাঁচ। [র°]
রস না হইবে করিলে রগড়া। অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া [৬৬]॥ [বি°]
রসলাভ হইবে রহিয়া ফুটিলে। বল কি হইবে কলিকা দলিলে [৬৭]॥ [বি°]
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার [৬৮]। [মা°]
রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার, পাত্র মিত্র গোবর গণেশ। [বি°]
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা। [বি°]
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন [৬৯]। [বি°]
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঁজী। [মা°]
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে। [মা°]
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। [বি°]
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি। [মা°]
রূপের নাগর, গুণের সাগর। [বি°]
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন। [বি°]

লাজেতে পলায় লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়। [বি০]
লাজের মাথায় (হানিয়া) বাজ। [বি০]
লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দায়। [বি০]
লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায়। [বি০]
লোভেতে আইসে লোভ। [বি০]
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥ [বি০]
লোহা যেন হেম হয় পরশ পরশে। [অ০]
শয্যা হৈল শাল, লজ্জা হৈল কাল। [বি০]
শাপে কৈল জীয়ন্তেতে মরা। [অ০]
শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই। [অ০]
শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়, দেখিলেও না হয় প্রত্যয় [৭০]। [বি০]
শেষে ফাঁকি আগে দিয়া কথার কোলানী। [বি০]
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী বিষের ভরা। [বি০]
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার। [অ০]
সদা করে তেরিমেরি। [মা০]
সরম ভরম গেল উদরের লেগে। [অ০]
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য। [অ০]
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য সর্ব্বদেবে হরি। [অ০]
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা [৭১]। [বি০]
সাত পাঁচ করিয়া ভাবনা। [অ০]
সাপে যারে কামড়ায়, ওঝা গিয়া ঝাড়ে তায়, তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে [৭২]। [অ০]
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় এমন কুটিনী কেবা। [বি০]
সার বস্তু অসার সংসারে। [অ০]
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা। [র০]

সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ। [বি০]

সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ। [বি০]

সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি [৭৩]॥ [মা০]

সূত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট। [বি০]

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর। [বি০]

সে মেয়ে কেমন মেয়ে বটে। [বি০]

সে যাক্ সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে। [বি০]

সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার। [মা০]

স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য। [অ০]

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র। [অ০]

স্ত্রীলোক করিতে নারে শ্রুতির বিচার। [বি০]

স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে। [বি০]

হরি হর দুই মোরা অভেদ শরীর। [অ০]

হস্তপদ চক্ষু কাণ, দিলি দুই দুই খান, উড়িবারে দুইখানি, পাখা দিতে নারিলি। [র০]

হাটের দুয়ারে কি কপাট। [বি০]

হাত ছোট, আম বড়, এ বড় প্রমাদ। [বি০]

হাত তোলা মত পাবে অন্নপানী গো। [মা০]

হাতে পাইল আকাশ। [বি০]

হাতে লোতে ধরিয়াছে, আর কি উপায় আছে। [বি০]

হাভাতে যদ্যপি যায়, সাগর শুকায়ে যায়, হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া [৭৪]। [অ০]

হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু [৭৫] [বি০]

হায় বিধি চাঁদে কৈলে রাহুর আহার। [বি০]

হায় বিধি ছেলে খেলা একি পরমাদ। [বি০]

হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু। [অ০]

হারাই বা হারি হইল দুই ভার। [বি০]

হারানু দুকূল। [র°]

হিতে বিপরীত। [বি°]

হেঁটে ফন্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়। [বি°]

হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে। [অ°]

হেসে হেরে যার পানে, ধৈরয কি তার প্রাণে, কামিনী কামনা করে কাম।

[স°]

---

১ সুশীলকুমার দে—বাংলা প্রবাদ [১ম সং। ১৩৫২ সাল। ভূমিকা। পৃঃ ৭৭]।

২ "Language is, 'fossil poetry'; ut it may be affirmed of it with exactly the same truth that it is fossil ethics or fossil history." [R. C. Trench—On the Study of Words (Introductory Lecture. P. 5)].

৩ উদাহরণ— 'A man may smile and smile and be a villain.' 'Costly thy habit as thy purse can buy.' 'More matter with less art.' 'The apparel often proclaims the man.' 'Neither a borrower nor a lender be.' 'Borrowing dulls the edge of husbandry.' 'The quality of mercy is not strained.' 'Sleep that knits up the revelled shave of care.' 'Words to the heat of deeds, too cold breath gives.' 'Screw your courage to the sticking lace.' 'To be or not to be that is the question.' 'So sweet was never so fatal.' 'Unnatural deeds do breed unnatural troubles.'

৪ 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী', 'হাথের কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ' [হত্থকংকণং কিং দপ্পণেণ পেক্‌খীঅদি'—কপূর্রমঞ্জরী।], 'দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ', 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী'।

৫ 'যে থানে শুঁচী না জাএ, তথা বাটি আ বহাএ' [যেখানে ছুঁচ ঢোকে না, সেখানে ঢেঁকীর পাড় দেওয়া], 'ভাতের ভোখ কাহ্নাঞি ত ফলেঁ ন পালাএ', 'প্রজল আনল কাহ্নাঞিত না নিবাএ ঘৃতে' ['ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন সাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব পুনরেব প্রবর্দ্ধতে'], 'সাপের মুখেতে কেহে আঙ্গুল দেসী', 'পো এর মুখে পরবত টলে', 'সোনা ভাঙ্গিলে আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে, পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে' ['ভিন্নশ্লিষ্টা তু যা প্রীতিঃ ন সা স্নেহেন বর্দ্ধতে'], 'যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে', 'যদি গাঙ্গ উজান বহে তভোঁ তোমার বোল নহে', 'ললাট লিখন খণ্ডন ন জাএ', 'পাত পাতিয়া কেহে নাহি দেহ ভাত'। ইত্যাদি।

৬ 'আপ্ত ছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা', 'শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা'।

৭ 'চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী', 'কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে', ইত্যাদি।

৮ 'যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর' [চণ্ডীদাস], 'চৌরী-পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ' [বিদ্যাপতি], 'কাকর অঙ্গনে কোন পুন নাচে' [গোবিন্দদাস], 'চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে' [জ্ঞানদাস], ইত্যাদি।

৯ 'যেই মুখে কণ্টক বৈসে সেই মুখে খসে', 'বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে', 'ডোকর হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী', 'পাতিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে সরা', 'কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম্মফল', 'যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল', 'অতি কোপ করিলে ঠেকে অথান্তর, অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চড়' ['সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'], 'নিশ্চিন্তে খাইয়া বেড়াও হাঁড়িতে না দেও ফুক্, পরের বলিতে তোমার চাঁদ হেন মুখ', ইত্যাদি।

১০ 'কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী। ডুম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী॥' 'ধাইঞা যাইঞা নন্দরাণী কোলে নিল পুত্র। ঘটভরা ধন যেন পাইল দরিদ্র॥' 'নিরখএ চাদমুখ বালকের ভানে। কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের স্থানে॥' 'নলিনীর বন যেন উড়াইল ঝড়ে। কাটিল কদলী যেন আছাড়িয়া পড়ে॥' 'কাটিল কদলী যেন ডালেমুলে পড়ে', 'শুকাইল আশানদী গ্রীষ্মের বাএ', 'মন বন পোড়ে যেন উথলিল বায়', ইত্যাদি।

১১ 'রোগ ঋণ রিপুশেষ দুঃখ দেয় রয়ে', 'না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষ ঘটক', 'বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়', 'কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব', 'পরকালে কেহ কার নয়', 'ঠেকিল নুড়ীর হাতে গণ্ডকীর শিলা', ইত্যাদি।

১২ 'মরণ অধিক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন', 'হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র', 'মস্তক ভূষিঞা যেন শরীর প্রহারে', 'সর্ব্বদ্রব্যতুল্য যেন বণিকের ঘরে', 'উত্তমে না লয় দোষ গুণমাত্র ভোগে শম্বুক ছাড়িয়া হংস সুখী পদ্মযোগে', ইত্যাদি।

১৩ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন [প্রবাসী। ২য় খণ্ড। ১৩০৭ সাল। পৃঃ ৫৯-৬০]। হিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী—ভারতচন্দ্র ও বাঙ্গালা প্রবচন [ভারতবর্ষ। আশ্বিন। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ২৯২]।

১৪ সুশীলকুমার দে—বাংলা প্রবাদ [১ম সং। ১৩৫২ সাল। পৃঃ ১৫-১৬]।

১৫ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume P. 147].

১৬ 'এক গালে চুণ দিল আর গালে কালি', 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যা দিস্ লোন', 'অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য', 'খুঁড়িতে কেচুয়া বুঝি ওঠে কালসাপ', 'গলায় আঙ্গুল দিয়া কেন তোল কাশ', 'আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে', 'হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র', 'গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত', ইত্যাদি।

১৭ "কৌঁসুলির (শ্রীমধুসূদন) গলার স্বর মোটা, ভাঙ্গা, বক্তৃতার মধ্যে আছে ইংরেজি কাব্যের কোটেশান, আছে ভারতচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি।" [প্রমথনাথ বিশী—মাইকেল মধুসূদন]।

১৮ 'কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ' [হিতোপদেশ]।

১৯ 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে' [চলিত প্রবাদ]।

২০ 'স চেদ্ ভবেস্ত্বং খলু দীর্ঘসূত্রো দণ্ডং মহান্তং ত্বয়ি পাতয়েয়ম্। মুহুর্মুহুস্ত্বাং শয়িতং কুচাভ্যাং বিবোধয়েয়ঞ্চ ন চালপেয়ম্॥' [সৌন্দরানন্দ কাব্য, ৪। ৩৫]।

২১ 'অরণ্যে মএ র্দিঅং আসি' [অভিজ্ঞান শকুন্তল]।

২২ 'হাথে নিধি পাইলে রাধা কে এড়িতে' পারে।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

২৩ 'অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্। হরো হিমালয়ে শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ॥'

২৪ 'কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলেই পাজী' [চলিত প্রবাদ]।

২৫ 'খাও দাও, কাঁসি বাজাও' [চলিত প্রবাদ]।

২৬ 'জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥'

২৭ 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।'

২৮ 'উল্‌টা চোরে গৃহী বান্ধে' [রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর]।

২৯ 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টো ন চ পূর্ব্বং ন চাপরম্।'

৩০ শ্রীমধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে উদ্ধৃত।

৩১ 'সকল পূর্ণিমা চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে, কর-পদ-পদ্মের গন্ধে'। [লোচনদাস]।

৩২ 'বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ' [রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর]।

৩৩ 'ক ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ। নিম্নাভিমুখং পয়ঃ প্রতীপয়েৎ॥' [কালিদাস]।

৩৪ 'কথার দোষে কাজ নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান। গিন্নীর দোষে ঘর নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান॥' [চলিত প্রবাদ]।

৩৫ 'যার পয়সা নাই, ওরে ভাই সংসারে তার মরণ ভালো'। [প্যারীমোহন কবিরত্ন]।

৩৬ 'তব কুসুমশরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোর্দ্বয়মিদমযথার্থং দৃশ্যতে মদ্বিধেষু। বিসৃজতি হিমগর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈস্ত্বমপি কুসুমবাণান্ বজ্রসারীকরোষি॥' [অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। ৩। ৩]।

৩৭ 'কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ'। [কবিকঙ্কণ]। 'মা হয়ে কখন ত্যজে সুতগণ এমন দেখিনা কারে' [চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য]।

৩৮ 'ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহ্যং রোচতে সখা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

৩৯ 'সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে' [গীতা, ২। ৩৪]।

৪০ 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতী এঁড়ে গরু কিনে।' [চলিত প্রবাদ]।

৪১ 'ন চ বিদ্যা সম বন্ধুর্ন চ ব্যাধি সম রিপুঃ। ন চাপত্য সম স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥'

৪২ 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো' [চলিত প্রবাদ]।

৪৩ 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥' [দায়ভাগ]।

৪৪ 'সজল নয়ন করি, পিয়া পথ হেরি হেরি, তিল এক হয় যুগ চারি।' [পদাবলী]।

৪৫ 'অংকস্য দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিতি যে বভাষে। নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী॥'

৪৬ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা' [চলিত প্রবাদ]; 'হাতক লক্ষ্মী চরণ পরে ডারনু' [গোবিন্দদাস]।

৪৭ 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজনে।' [কবিকঙ্কণচণ্ডী]।

৪৮ 'বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতি শ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ॥' [গঙ্গাস্তোত্র]।

৪৯ 'বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।'

৫০ 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥'

৫১ 'ইচ্ছতি শতী সহস্রং, সহস্রং লক্ষমিচ্ছতি।'

৫২ 'ললাট লিখিত খণ্ডন ন জাএ।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।
'বিপত্তৌ কি বিষাদেন সম্পত্তৌ হর্ষণেন কিম্। ভবিতব্যং ভবত্যেব কর্ম্মণো গহনা গতিঃ॥'

৫৩ 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী। আপনার মাসে' হরিণী জগতের বৈরী॥' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

৫৪ 'কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা। গতস্য শোচনা নাস্তি চেতি বেদবিদাং মতম্॥'

৫৫ 'পীর বরাবর নেড়ে, সোনার শিঙের এ'ড়ে আর ঘরের পাশের গেড়ে, এ তিনকে যে বিশ্বাস করে, সে ভেড়ের ভেড়ে।' [চলিত প্রবাদ]।

৫৬ 'মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ' [প্রবোধচন্দ্রিকা]।

৫৭ 'মাকড়ের হাথে যেহ' ঝুনা নারীকল।' 'দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে॥' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

৫৮ 'সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে। পোড়য়ে যুবতীগণ বসন্ত বাতাসে॥' [কবিকঙ্কণ]।

৫৯ 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া' [চলিত প্রবাদ]; 'মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞি। হাত বাঢ়াইলে কি চান্দেদ লাগ পাই॥' 'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

৬০ শ্রীমধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬১ 'ডাইনে আনতে বাঁয়ে থাকে না' [চলিত প্রবাদ]।

৬২ 'A square peg in a round hole'.

৬৩ 'আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ। তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্ম-কল্পনাতে জগৎ॥'

৬৪ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' [সাহিত্যদর্পণ]।

৬৫ 'যস্য দেবস্য যদ্রূপং, তথা ভূষণবাহনম্।'

৬৬-৬৭ 'তপত দুধ নালে না পীএ জুড়ায়িলে' সোয়াদ তাএ। নহুলী যৌবন কাঁচ শিরিফল তাহাকো কেহ নাহিঁ খাএ॥' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

৬৮ 'ইতরপাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥'

৬৯ 'খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু। দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥' [পঞ্চতন্ত্রম্]।

৭০ 'অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে। শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥'

৭১ 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।'

৭২ 'Necessity knows no law'.

৭৩ 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' [চলিত প্রবাদ]।

৭৪ 'দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ, সে মোর সুখাইল ল, মোঞ নারী বড় আভাগিনী।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]; 'সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগী করম দোষে।' [চণ্ডীদাস]।

৭৫ 'হাতে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।' [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন]।

॥ ১৩ ॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দার্শনিক পটভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত দর্শনের যোগাযোগ বরাবরই রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য। খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দের পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মসাধনার পথে সমস্ত সম্প্রদায় ভক্তি-মার্গ ও যোগমার্গকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইড়া, পিঙ্গলা ইত্যাদির তত্ত্ব, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমগ্র ব্রাহ্মণ্য-[illegible]ী সম্প্রদায়ের সাধারণ কথা। যোগমার্গের কথা মহাযান বৌদ্ধমতাবলম্বী সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, চর্য্যাপদের অধ্যাত্মসঙ্গীতগুলি ইহার উদাহরণ। নাথপন্থী প্রভৃতি শৈবসম্প্রদায়, কবীরদাসজী আদি সন্তসম্প্রদায়, ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মমতেই এই যোগমার্গের কথা বিদ্যমান। জয়দেবোত্তর যুগেও সাহিত্যের সহিত দর্শনের মিতালি প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গীতি-কাব্যে গভীরভাবে লক্ষিত হয়। চর্য্যাপদের 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল', কবীর-দাসজীর 'কায়া মেরা ইক অজব বৃক্ষ হৈ', রামপ্রসাদের 'ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না যে মনোরমা', শিখগুরুগ্রন্থধৃত জয়দেবের 'চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পূরিয়া সূর সত খোড়সা দত্তু কীআ'—সমস্তই সাহিত্যের সহিত দর্শনের রাখীবন্ধন। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতা বেশী করিয়া ধরা পড়ে। বরাবরই দেখা যায়, যে-প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাঙ্গালী জীবননির্ব্বাহ করিতেছে তাহা সর্ব্বদা অনুকূল নহে। ভূকম্পন, ঝটিকা, অগ্ন্যুৎপাত, নানারূপ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা মানবকে দেবতার একটি ভয়াল রূপ পরিকল্পনা করিতে ও পুনরায় তাঁহারই নিকট অভয় প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছে। শাক্ত-উপাসক তাই কালী কপালিনী খর্পরধারিণীকে রক্তজবার অর্ঘ্য দিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছে। এই ভেদ-প্রধান শাক্তধর্ম্মের সহিত চৈতন্যযুগ হইতে মিলন-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে তাই দুইটি ধারা—একটি বৈষ্ণবধর্ম্মী [যথা, পদাবলী, নিবন্ধ ইত্যাদি]

এবং অপরটি শাক্তধর্ম্মী [যথা, মঙ্গলকাব্য]। আরও পরবর্ত্তী যুগে সাহিত্যের মধ্যে বিবিধ ধর্ম্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

"There is a class of lyrics which reflects a sterner and gloomier side of the national soul—I refer to *Sakta* poetry. *Saktism* is also an ancient Indian cult. Quite early in the history of India, the destructive principle in nature had been personified with a Goddess of terrible aspect, adorned with skulls and armed with a sword, eternally dancing a cosmic war-dance. This cult had a stronghold over the minds of a certain class of Bengalees especially those belonging to the higher castes. Vaishnavism arose as a protest against the cruel and superstitious rites of this creed. Chaitanya's humanitarian movement undoubtedly succeeded in purging Bengal of the grosser elements of *Sakti* worship but it could not kill the feeling that lay behind the worship of *Sakti*. Nature in Bengal is not always benign, she has also her angry moods. *Sakta* poetry represents the lyrical cry of the human soul in presence of all that is tremendous and death-dealing in the Universe. So the Goddess *Sakti* became for us the Divine Mother who devours her own children. The Bengali mind, however, has humanised the motherhood of *Sakti*. The *Sukta poetry* represents the very antithesis of Vaishnava. The songs of Bengal show that what we now-a-days call the soul of a nation, is made up of irreconcilable contradictions and which side of it at a particular moment will blossom forth in literature is determined by causes other than literary." [১]."

বৈদিক যুগ হইতেই দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন বহুদেবতাবাদী। প্রাথমিক যুগে শিব ও বিষ্ণু যদিচ অজ্ঞাত ছিলেন, পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মে ও দর্শনে এই দুইটি দেবতা দর্শন দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় যুগ আরম্ভের পূর্ব্বেও [illegible]ীয় ধর্ম্মবাদের মূলে এই দুইটি দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্ত-[illegible] যে-পুনর্জাগরণ হয়, তাহাতেও দেখি বৌদ্ধ ও রাজগণের সময়ে হিন্দুধর্ম্ম [illegible] [২]। শৈব দর্শন [illegible] ব্যাপক-জৈনধর্ম্মের প্রতিপক্ষ শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

ভাবে বর্ত্তমান। দাক্ষিণভারতীয় বহুবাদী শৈবসিদ্ধান্ত দর্শন ও কাশ্মীরের অদ্বৈতবাদী শৈবদর্শন তাহার প্রমাণ [৩]। শৈবদর্শনের শিব সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কুণ্ডলিনী শক্তি-[শুদ্ধমায়া]-র সাহায্যে তিনি বিশ্বসৃষ্টি করেন। অবিদ্যামায়া-কর্ম্মপাশবদ্ধ আত্মা প্রলয়কালে শিবে লীনপ্রাপ্ত হয়। শৈব ও শাক্তদর্শন পরস্পর-সম্পৃক্ত—শিব ও শক্তি প্রকাশ ও বিমর্শরূপ। সাংখ্যদর্শনের দ্বৈতবাদ ও শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতবাদের মধ্যবর্ত্তী পন্থাবলম্বী তন্ত্রদর্শন। তন্ত্রদর্শনের মূল কথা হইল অন্তর্বিশ্বের সহিত বহির্বিশ্বের, অধিমানসের সহিত অতি-মানসের যোগসাধন। মূলাধার-গৃহীত বলয়াকৃতি অধ্যাত্মশক্তি কুণ্ডলিনী-যোগই তন্ত্রসাধনার প্রধান ভিত্তি। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্থলে, এই দর্শনে ষটত্রিংশৎ তত্ত্ব পাইয়া থাকি। শৈব-শাক্ত-তন্ত্র দর্শনের প্রতিপক্ষরূপে পাইতেছি বৈষ্ণবদর্শনকে। এই দর্শনের মতে কৃষ্ণই ব্রহ্ম ও ভগবান, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি [৪]। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে অবশ্য অন্যান্য উপাদানেরও সন্ধান মিলে।

ভারতীয় সাহিত্যের সহিত ভারতীয় দর্শন ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান কাব্যসাহিত্যের তো কথাই নাই। সমস্ত মঙ্গল-কাব্যগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে দার্শনিক ও পৌরাণিক পটভূমিকা। ভারতচন্দ্রের কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'। এই কাব্যে মূলতঃ শৈব ও শাক্ত-দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য, দর্শন-সন্দর্ভ নহে। ভারতীয় সহজ বৃত্তির মত অন্নদামঙ্গল দর্শনের ভিত্তি-প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও তৃতীয় অংশে শৈব ও শাক্ত-দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবদর্শনের নিদর্শনও বিরল নহে। অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় অংশের গানগুলিতে বিশেষতঃ এই সুর ধরা পড়ে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মধ্য দিয়া যে-গীতিকাব্যের ধারা বাঙ্গালাসাহিত্যে চলিয়া আসিয়াছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে রাধাকৃষ্ণের সেই চিরন্তন প্রেমলীলাই ধ্বনিত হইয়াছে। কোন কোন গানে ['কৃষ্ণকেশব রামরাঘব কংসদানব ঘাতন' ইত্যাদি] কৃষ্ণের একমূর্ত্তি পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের পাশাপাশি অবস্থান ভারতের তথা বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও তাই দেখি।

মুখ্যতঃ শাক্তধর্ম্মের জয়গান হইলেও শক্তির ভৈরবী রাগিণীতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোমল গান্ধার সংযোগ সমগ্র কাব্যখানিতে অনির্ব্বচনীয় রূপ দান করিয়াছে। শৈবশাক্তবাদ তথা রাধাকৃষ্ণলীলাবাদের কড়ি-কোমল মিলাইয়া ভারতচন্দ্র যে-অপূর্ব্ব ঐকতান সৃষ্টি করিলেন, তাহা ভারতচন্দ্রোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যের উপক্রমণিকা মাত্র নহে, বর্ত্তমান ও অনাগত শতাব্দীর অমূল্য সম্পদ। তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত [৫]। শৈব ও শাক্তধর্ম্মেও বিভিন্ন লৌকিক প্রলেপ লাগিয়াছে। তুর্কী-বিজয়ের পর হইতেই সাধারণ জীবনযাত্রায় যেমন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ছিল না, দর্শনের বিলাসও তেমনি রহিল না। মানুষ কার্য্যকরী স্বভাবসম্পন্ন হইল—দেবতার আসন দান করিল শক্তিকে [৬]। তুর্কীবিজয়ের পর বাঙ্গালাদেশে মুসলমান ঈরানের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা ভারতের হিন্দু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রভাবান্বিত করে। সুফী দর্শন হইতেছে প্রধানতঃ শেমীয় আরব ইসলামের ধর্ম্মভাব ও অনুভূতির প্রতি আর্য্য ঈরানের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল—ভারতীয় বেদান্ত দর্শনেরও ইহার মধ্যে একটা বড় স্থান ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই সুফীবাদের স্ফুলিঙ্গও বিরল নহে। অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটকে চার্ব্বাক দর্শনের উপাদান দেখা যায় যদিচ সুসম্পূর্ণ হইলে নাটক হিসাবে ইহা সুসার্থক হইত কিনা সন্দেহ! আসল কথা হইল, বাঙ্গালাদেশের ধর্ম্ম হইতেছে মানবিকতার ধর্ম্ম। তাই বিভিন্ন ধর্ম্মের সংমিশ্রণ বাঙ্গালাদেশে এত সহজভাবে সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালার শিবঠাকুর বাঙ্গালীর মত সংসারী, বাঙ্গালার শক্তি আরাধনায় মাতাপুত্রের সম্পর্ক। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রেমে অশ্রুসজল। এই ধর্ম্মে দেখি মানুষের ঠাকুরালি। বাঙ্গালার বাউল তাই শাস্ত্রের বাঁধাপথে না চলিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া ভগবানকে প্রিয় করিয়া লইয়াছে। শৈব ও শাক্তধর্ম্মের প্রচারে বাঙ্গালাদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে তথাপি আপনার দেশে ও গণ্ডিতে সে বড় পেলব, বড় সুন্দর। বাঙ্গালার শাক্ত গান, মালসী গান প্রভৃতি একই সুরে সাধা। এই দেশের সাধনাই প্রেমের সাধনা—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান। বাঙ্গালায় আগন্তুক সুফী-সাধনার সঙ্গে তাই বাউলের মনের মিল হইয়া গিয়াছে [৭]।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং চণ্ডীনাটক হইতে কিছু অংশ প্রদর্শনী হিসাবে এইস্থলে উদ্ধৃত হইল—

মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব, কে বুঝিতে পারে তব মায়া [৮]।

—শিববন্দনা

একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া। সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়াছায়া [৯]॥

—সতীর দক্ষালয়ে গমন

শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই, শিব নিজ পদ দেই সে জনে [১০]॥

তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরিহর। তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর [১১]॥

—প্রসূতি স্তবে দক্ষের জীবন

চেতনাচেতনে, মিলি দুইজনে, দোঁহদেহ-রূপে চরে।

অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া, একি করে চরাচরে [১২]॥

—পীঠমালা

হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান। হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন [১৩]॥

—হরগৌরীর কথোপকথন

প্রকৃতি-পুরুষ-রূপা তুমি সূক্ষ্মস্থূল। কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্ব-মূল [১৪]॥

—অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা

বেণী বিনাইয়া, চূড়া চিকণিয়া, হেলয়ে মলয় বায়।

মৃদু মধু হাসি, বাজাইছে বাঁশী, কোকিল বিকল তায়॥

—গড়বর্ণন

রাধা সে আমার, আমি সে রাধার, আর যত সব ধাঁধা॥

—রাজার নিকট সুন্দরের শ্লোক পাঠ

তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন, মাতালে নাচায়ো না॥

—সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা

আপকো লগাও ভেক্তা, কামকো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগ যোগ,
মোক্ষ য়হী লোগমে'।

—চণ্ডীনাটক

দেবেন্দ্রবিজয় বসু [১৫] সমগ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থটির তত্ত্বরূপ দিয়াছিলেন। নানা দিক দিয়া কৌতূহলজনক বলিয়া তৎকৃত ব্যাখ্যার মূল বিষয়গুলি এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল—

পুরুষ সান্নিধ্যে মূল প্রকৃতির বিকারে যাবতীয় সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতির সাত্ত্বিকাংশে উৎপন্ন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে ভারতচন্দ্র যথাক্রমে সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতঃ' পরব্রহ্ম গণেশ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন—'বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জপ কোন ব্রহ্ম, তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার' [গণেশ বন্দনা]। ব্রহ্মা [পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব শক্তি, নৈমিত্তিক সৃষ্টির অধিকর্ত্তা, গুণত্রয়-(সত্ত্ব, রজ, তম)-বিধাতা], বিষ্ণু [পরব্রহ্মের পালনীশক্তি], মহেশ-[পরব্রহ্মের ইচ্ছা-শক্তির আধার চৈতন্যস্বরূপ]-এর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শক্তি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কৌষিকী রূপে চিত্রিত হইয়াছে। যে-আদি শক্তি হইতে অন্ন প্রভৃতি ভৌতিক সর্গের উৎপত্তি, সেই অন্নপূর্ণার বন্দনা করিয়া কবি গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব চিদাভিমুখী হইয়া প্রকৃতির তমঃশক্তি-জাত কারণ-বারিতে তপোমগ্ন ছিলেন। প্রকৃতি জড় (শিব) রূপে চৈতন্যের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। সংহার বা আবরণ শক্তির আধার শিব জড়প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং জড়ের পরিণতি ঘটিবার উপক্রম হইল। কিন্তু শিব তখন জড়ভূতাদিকে আশ্রয় করিলেও ধ্যাননিরত। তিনি শুদ্ধ বৈরাগ্যরূপা শক্তি দাক্ষায়ণীর সহিত বিবাহিত। সুতরাং জগতের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হইল না।—[প্রথম পালা]। পরাপ্রকৃতি (=সতী) পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ (=দেহত্যাগ) করিয়া মায়াপ্রকৃতি (=উমা) রূপে পুরুষের সহিত মিলিত হইলেন। তখনও তাঁহারা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পরমধামে (কৈলাসে) হরগৌরীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিব তখন যোগসিদ্ধিতে (=সিদ্ধি-ভক্ষণে) নিরত। প্রজাপতি দক্ষ সংসারাসক্ত মানবজাতির বীজমূর্ত্তি, দক্ষপত্নী প্রসূতি প্রসবকারিণী অর্থাৎ ক্ষেত্ররূপিণী শক্তি। স্বাহা (=দেবলোক গমন-

নাশা), স্বধা (=পিতৃলোক সম্ভোগেচ্ছা) প্রভৃতি দক্ষের কন্যাগণ জীবের বাসনা-স্বরূপা। সতী হইতেছেন বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা,\কালভয়বারিণী, হৃদয়স্থ চিন্ময়ী বৃত্তি। অসার যজ্ঞাড়ম্বরশীল মানব সতীর উপদেশ না শুনিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দক্ষযজ্ঞ-নাশের কারণ হইতেছে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ফলশ্রুতির উপর অত্যধিক বিশ্বাস। দক্ষের অজমুণ্ড হইতেছে অবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞানহীনতার প্রতীক। ব্রহ্মপূজায় অবিদ্যাই বলিস্বরূপ। মানবজাতি সাধারণতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও অর্থবাদ লইয়াই ব্যস্ত, জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি একান্ত উদাসীন। বেদের নিগূঢ় অর্থ না বুঝিয়া কর্ম্মকাণ্ডরত মানবজাতির আদিপ্রতিভূ দক্ষের দুর্দ্দশার জন্য বেদের দুর্ব্বোধ্যতাই আংশিকভাবে দায়ী—'দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ' । প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন ।। দক্ষযজ্ঞের পর শিব প্রথমে যোগাসীন ও পরে কামভস্মের পর ক্রিয়াশীল হইলেন অর্থাৎ, ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি যখন প্রসুপ্ত, তখন শিব ধ্যানে মগ্ন এবং কাম বা বাসনার উদ্রেকে শিব ক্রিয়াশীল।—[দ্বিতীয় পালা]। বহুকাল পরে শিব অন্নের প্রয়াসী হইলেন অর্থাৎ জীবসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। পঞ্চভূতের সার বস্তু অন্নই হইতেছে জীবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তখন মায়াপ্রকৃতি (অন্নদা) পুরুষ বা চৈতন্যের সহিত বিরাজিত হইলেন—বিহার-স্থান বারাণসী। শিব স্বীয় সৃষ্টিশক্তির বলে বারাণসীর পর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া জীবদেহের 'অন্নকোষ' সৃষ্টির মানসে নিজ শক্তি অন্নপূর্ণার আরাধনা করিলেন। এইরূপে অন্ন সৃষ্ট হইয়া জীবদেহের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইবার উপক্রম হইল। পরাপ্রকৃতি ও শুদ্ধচৈতন্যের বিরাজস্থল কৈলাস, মায়া-প্রকৃতি ও মায়োপহিত চৈতন্যের বিহারস্থান কাশী। এই বিহারক্ষেত্র শিবের ত্রিশূল-[=ত্রিগুণঃ ইড়া-পিঙ্গলা সুযুম্নাঃ লৌকিক-অলৌকিক-পারলৌকিক বিষয়জ্ঞান]-এর উপর স্থিত। কাশীর নামান্তর বারাণসী ['বরুণা' ও 'অসি' নামক নদীযুগলের মধ্যস্থিত ভূখণ্ড], মহাশ্মশান [যোগীর সুষুপ্ত অবস্থার উপভোগ হেতু], আনন্দবন [প্রজ্ঞাবীজে চিত্ত-সংযোগজনিত আনন্দ হেতু] এবং গৌরীমুখ [জ্ঞানরূপা মহামায়ার বিগতাবরণ মুখদর্শন হেতু]। অর্থান্তরে, দেহরূপ জগতের সহস্রার আমাদিগের কৈলাস, হৃদয় বারাণসী। ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যাবস্থিত অনাহতচক্রই বারাণসী—'ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরুণাসীতি কথ্যতে'। অন্নপূর্ণার পুরীনির্ম্মাণ ব্যপদেশে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত

হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা [= মায়াপ্রকৃতির বিকৃতি অহংতত্ত্ব বা সৃষ্টিশক্তি] প্রথমে জল ও জলচর প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। ইহাই শাস্ত্রের মৎস্যযুগ। পরে জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া তাহাতে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি উদ্ভিদ ['বৃক্ষগুল্ম-লতাবিরুৎসমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ'] জন্মিল। সৃষ্টি হেতু স্ত্রী-পুরুষ (ক্ষেত্র-বীজ) 'জোড়ে জোড়ে গঠিত হইল'। এইভাবে মায়াপ্রকৃতির সত্ত্ব ও রজ অংশ হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইয়া আতিবাহিক দেহধারী প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় কোষযুক্ত দেবগণ সৃষ্ট হইলেন বটে কিন্তু অন্নময় কোষযুক্ত ভৌতিক বা জীব-সৃষ্টি না হওয়াতে দেবতারা অন্তর্মুখী হইয়া পরাপ্রকৃতি ও শুদ্ধচৈতন্যের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। শিব পরব্রহ্মের সৃজনীশক্তি হইতে 'অন্ন' মাগিয়া লইলেন এবং জীব সৃষ্টি সম্ভব হইল [১৬]। এই ভৌতিক জগতই দেবীর বসিবার স্থান ('পঞ্চপ্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ') এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহার আধার। ভৌতিক জগৎ সৃষ্টির পর ইহা ক্রমশঃ উন্নত জীবের বাসোপযোগী হইল। —[তৃতীয় পালা]। আত্মা ক্রমশঃ আনন্দ-বিজ্ঞান-মন-প্রাণ-অন্নময় কোষে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে পরিণত হইল। ইহা ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি। শিবের ভৌতিক সৃষ্টিতে দেখি যে, তমঃশক্তির প্রভাবে পঞ্চভূত ও পরে অন্ন সৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উদ্ভিদ ও পরে ইতরপ্রাণী এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্য সৃষ্টি হইল। ব্যাসের লাঞ্ছনার অর্থ হইতেছে যে, জীব অন্নময় কোষে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা বা ইচ্ছা না করিলে, তাহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জরতী বেশে ব্যাস ছলনাতে দেবী রূপকের সাহায্যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কালরূপে সদাশিবে নিত্যবিহারিণী বলিয়াই দেবীর 'তিন কাল গিয়া এক কাল আছে'। সর্ব্বত্র বিরাজিতা এবং অদ্বিতীয়া বলিয়াই দেবী 'কালা' ও 'অনাথা' এবং চিদভিমুখী বৃত্তিযুক্তা বলিয়া 'ঊর্দ্ধগ-বিকার' সম্পন্না। পাটনী সংবাদে স্বামীর স্বরূপ বর্ণনায় দেবী তাঁহাকে 'অতি বড় বৃদ্ধ' অর্থাৎ অনন্ত, 'বন্দ্যবংশখ্যাত' অর্থাৎ বন্দ্যনীয়, 'কুকথায় পঞ্চমুখ' অথাৎ বেদবিদ্ এবং 'ভূত নাচাইয়া ফেরেন' অর্থাৎ পঞ্চভূতময় দেহীগণকে লইয়া বিরাজমান বলিয়াছেন। ব্যাসের হরিসংকীর্ত্তনেরও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা যায়। শুদ্ধ চৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ) ও পরাপ্রকৃতি-(শ্রীরাধা)-র বিহারস্থান বৈকুণ্ঠ। মায়া-প্রকৃতি (শ্রীরাধা) ও মায়োপহিত চৈতন্য-(শ্রীকৃষ্ণ)-এর লীলাস্থল গোলোক। শ্রীরাধার অষ্ট সখী অর্থে প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি কিংবা শমদমাদি অষ্ট শারীর

ধর্ম্ম। গোপিনীগণ জীবাত্মা। জীবাত্মার মায়াহরণ বস্ত্রহরণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।—[চতুর্থ পালা। দেবসৃষ্টির পর মানবসৃষ্টি—নলকূবর-বসুন্ধরাদি দেবযোনির সংসারে আগমন অর্থাৎ উচ্চতর জীবগণের অন্নময় কোষে অবতরণ। জীবগণ কামনাবাসনাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কিরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, বিদ্যাসুন্দর আখ্যানে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।—[পঞ্চম পালা]। বাসনা-চালিত অধোগত জীবের (অর্থাৎ সুন্দর ইত্যাদির) বন্ধন এবং দুঃখভোগ অভ্যন্তরস্থ পশুবৃত্তির পরিচায়ক। বসুন্ধর, নলকূবর প্রভৃতি এইহেতুই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন।—[ষষ্ঠ পালা]। চক্রের গতির ন্যায় পর উন্নতির পথে জীবের গমন হইয়া থাকে। সৃষ্টির শেষ সীমায় জগত তমোগুণে পরি-পূর্ণ হইলে প্রলয়ের দিকে গতি হয় অর্থাৎ পুনরায় চিদাভিমুখী হয়। সুন্দরের কালীস্তুতি ইহারই দ্যোতক। মায়া ত্যাগ করিয়া চিদাভিমুখী হইলে তবে মুক্তি মিলে। শিব স্বয়ং এই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—'চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ। চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ॥' [—শিবের ভিক্ষাযাত্রা]। —[সপ্তম পালা]। উপাসনা, সাধনা, ষট্‌চক্রভেদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুসন্ধান ইত্যাদির মধ্যে মুক্তির বীজ নিহিত আছে। ভবানন্দের মুক্তি ইত্যাদি ইহার নিদর্শন।

গুহ্যদেশে চতুর্দ্দল মূলাধার, লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে দশদল মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদল অনাহত, কণ্ঠে ষোড়শদল বিশুদ্ধ, ললাটে দ্বিদল আজ্ঞা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল সহস্রার চক্র বা পদ্ম হইল ষট্‌চক্র। ইহাদিগের মধ্যে যথাক্রমে অধিষ্ঠিত আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ, সদাশিব, শিব ও পরব্রহ্ম। ষট্‌চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। ভবানন্দের দেশভ্রমণ কাহিনীতে নীলাচল, সেতুবন্ধ, কাঞ্চী, দ্বারকা, প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং কাশী—এই সপ্ততীর্থ সংকেতের দ্বারা সপ্তচক্র বুঝান হইয়াছে। সপ্ততীর্থ ভ্রমণে সাধকের মুক্তি হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। কমলেকামিনী বর্ণনায় ইড়াদি প্রধান নাড়ীত্রয়, চিত্রিণী-শঙ্খিনী ইত্যাদি সূক্ষ্ম নাড়ী, বারুণী-কাকিনী-হাকিনী প্রভৃতি শক্তি এবং ত্রিকোণ-মণ্ডলাদি বহু ষট্‌চক্রবিষয়ক ব্যাপার ভারতচন্দ্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। শরীরস্থ বায়ুযোগে অগ্নির গতির দ্বারা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া

চিত্রিণী নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মপথ দিয়া ক্রমান্বয়ে স্বাধিষ্ঠানাদি ছয়টি পদ্ম এবং মূলাধার-অনাহত-আজ্ঞা-পদ্মস্থিত শিবত্রয়কে ভেদ করিয়া সহস্রার-স্থিত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হয়। আত্মা প্রথমতঃ সহস্রারে মূলপ্রকৃতির সহিত নিত্যবিরাজিত থাকে। পরে প্রকৃতির সাত্ত্বিকাংশে মন উৎপন্ন হইলে, আত্মা মনোময় কোষে আবদ্ধ হইয়া আজ্ঞাচক্রে হরপার্ব্বতীরূপে বাস করে। পরে বাসনার দ্বারা কলুষিত হইয়া আত্মা প্রাণময় কোষে আবদ্ধ হয়। এইরূপে জীবাত্মা কণ্ঠপদ্মে শিবশিবা রূপে বিরাজ করেন। পরে মায়াপ্রকৃতি সূক্ষ্মভূতাত্মক দেহ সহ হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতচক্রে বিরাজ করে। তৎপর আত্মা কোষসমূহ ভেদ করিবার চেষ্টায় বিফল হয়। ক্রমশঃ জীবাত্মা ভোগবাসনায় বদ্ধ হইয়া অধঃপতনের শেষসীমায় অর্থাৎ মণিপুর-স্বাধিষ্ঠান দিয়া মূলাধারের দিকে আসিতে থাকে। পরিশেষে মূলপ্রকৃতির মায়াপ্রপঞ্চ অবগত হইয়া 'অজপা' (হংসঃ) মন্ত্র জপ করিয়া উল্লিখিত কোষসমূহের মধ্য দিয়া এবং প্রকৃতির স্বরূপ ইড়াদি নাড়ীর ভিতর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সহস্রারে উপনীত হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। সমগ্র অন্নদামঙ্গলে এই তত্ত্বই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। তন্ত্রদর্শনোক্ত ষট্চক্রের ইঙ্গিত 'অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ' অংশে পাওয়া যাইতে পারে। অত্রোদ্ধৃত তালিকাটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—

স্থান	চক্র (পদ্ম)	তত্ত্ব	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	অন্নদামঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশ
ব্রহ্মরন্ধ্র	সহস্রদল সহস্রার	প্রকৃতি ও পুরুষ	পরব্রহ্ম (শিব) ভগবতী (শক্তি)	আর দিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী। অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥ সবে দেখে সর্ব্বসুদ্ধ ধরি যেন খায়।
ললাট ও নেত্র	দ্বিদল আজ্ঞা	মহত্তত্ত্ব	শিব, ভগবতী (প্রাজ্ঞ), ওঁ, 'হাকিনী'	আর দিকে এক পদ্মে এক মধুকরী। নরসঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥
কণ্ঠ	ষোড়শদল বিশুদ্ধ	ব্যোম্	সদাশিব, পঞ্চানন, বৈশ্বানর, 'শাকিনী'	আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর। ছয় পদ ধরিয়াছে ছয় করিবর॥
হৃদয়	দ্বাদশদল অনাহত	মরুৎ	ঈশ (মহাদেব, বাণলিঙ্গ), এবং 'কাকিনী'	তার পাশে আর এক কমলে কামিনী। গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্রগামিনী॥
নাভি	দশদল মণিপুর	তেজ	রুদ্র, অগ্নি (বহ্নিবীজ) এবং 'লাকিনী'	তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে। মোমের পুতলী তাহে সুরতি খেলিছে॥

লিঙ্গ-মূল	ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান	অপ্‌	বিষ্ণু, হরি, নারায়ণ, এবং 'ডাকিনী'	শূন্যেতে হইল এক মায়া জলনিধি। হর নৌকা হরি মাঝি পার হন বিধি॥
গুহ্য	চতুর্দ্দল মূলাধার	ক্ষিতি	কুলকুণ্ডলিনী, ব্রহ্মা	রক্ত শতদল পদ্মে পাতশ[illegible]য়া। এবং [illegible]
	রাধাচক্র		ব্রহ্মা	বিশ্ববাড়ী, মুরুচা বুরুজ বার রাশি।

পরিশেষে একটি আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ছেদ টানিব। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? আপাতদৃষ্টিতে ইহাই বোধ হয় যে, তিনি শাক্ত ছিলেন কারণ অন্নদামঙ্গল শাক্তসঙ্গীত। কিন্তু আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে, তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব ও অপরাপর ধর্ম্মের উপাদানও নিতান্ত অল্প নহে। নাগাষ্টকে কবির একাধিক গৃহদেবতার উল্লেখ আছে—'দশভুজা ধাতুরচিতা শিবাঃ শালগ্রামা হরিহরিবধমূর্ত্তিরতুলা'। প্রথম বয়সে শ্রীক্ষেত্রে 'বলরামী আটকে' [১৭] ভোজন হইতে সুরু করিয়া কবির জীবনে বহু বৈচিত্র্য আসিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যেও এই বৈচিত্র্য আপন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র পণ্ডিত-কবি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম দর্শনের মূলতত্ত্ব, বেদ-বেদান্ত-তন্ত্রাদি হিন্দুদর্শন, গীতা-ভাগবতাদি পুরাণ এমন-কি সূফীধর্ম্মের ছায়াও তাহার অন্নদামঙ্গলে পড়িয়াছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ভারতচন্দ্রের মধ্যে ধর্ম্মধ্বজিত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন মানবধর্ম্মী, এবং তাঁহার রচনাবলীও কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্তুতিগান নহে। যে-যুগে ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে কাব্যজগৎ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগের কাব্য অন্নদামঙ্গলে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের যে-সুচেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। পণ্ডিতোচিত উদার সত্যদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কবি অন্নদামঙ্গল রচিয়াছিলেন। সমগ্র অন্নদামঙ্গল যেন একখানি বহুতন্ত্রী বীণা, প্রতিভাধর কবি 'সঙ্গীতবিদ্যার অধ্যাপক' রায়গুণাকর তাহাতে বিবিধ ধর্ম্মের তন্ত্রী যোজনা করিয়া একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে ধর্ম্মক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার যে-কুরুক্ষেত্র চলিতেছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহার অবসান ঘটিয়াছে [১৮]। শিব ও শক্তিতে, হরি ও হরেতে, নিরাকার ও সাকারে যে-বিভেদ আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যমান, কবি এই ভেদবুদ্ধিকে বারংবার ভ্রান্ত বলিয়াছেন—

হরি হরে করে ভেদ। নয় বুঝে না রে অভেদ করে চারি বেদ॥

—ব্যাসের শিবনিন্দা

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

—ব্যাসের প্রতি দৈববাণী

বলে,

সেই নিরাকার, সেই সে সাকার, তারি রূপ ত্রিভুবনে।

—পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর

ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই সম্প্রদায়গত ধর্ম্মের উগ্রগন্ধ নাই, আছে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের পরম পরিতৃপ্তি। নিতান্ত সামান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগত প্রেরণামূলক কাব্যজগতে সেইহেতু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সম্পূর্ণ একক, আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

---

১ P. Chaudhuri—The Story of Bengali Literature.
তুলনীয়ঃ দীনেশচন্দ্র সেন—সাধক রামপ্রসাদ [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩৪৭]।

২ Hiriyanna—Essentials of Indian Philosophy. [Pp. 11, 175].

৩ 'No cult in the world has produced a richer devotional literature or one more instinct with brilliance of imagination, fervour of feeling and grace of expression.' [Barnett—Heart of India. (P. 82)].

৪ S. Radhakrishnan—Indian Philosophy. [P. 725, 732-33, 737, 762].
মহেন্দ্রলাল সরকার—তন্ত্রের আলো।

৫ কৃষ্ণ, কাহ্ন, কানু, কানাই, রাধা, রাহী, রাই প্রভৃতি নামগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী প্রাচীন বাঙ্গালার সাহিত্যরূপে ছিল। কামরূপরাজ বনমাল-দেবের একটি লিপিতে, ভোজবর্ম্মার বেলাবো লিপিতে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কয়েকটি প্রকীর্ণ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬ 'শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে'। [রবীন্দ্রনাথ—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। সাহিত্য (১৩০৭)। পৃঃ ১৪৪]।

সাহিত্যের মধ্যে মানুষের অন্তরের পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে, চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যে দেবীর যে-মহিমাকীর্ত্তন, তাহা 'ক্ষমাহীন, ন্যায়ধর্ম্মহীন, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রূরতার জয়গান' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে ভক্তের অপমান। [রবীন্দ্রনাথ (রচনাবলী। ১৬শ খণ্ড। পৃঃ ৩৮৫)]।

৭ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল।]।

৮-১১ 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। 'নিরন্তরং শিবোঽহমিতি ভাবনাপ্রবাহেন শিথিলপাশতয়াপগতপশুভাব উপাসকঃ শিব এব ভবতি'। [মৃগেন্দ্র আগম। ৬।৭]। 'শক্তি নারায়ণো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচক। শব্দমাত্র বিভেদো হি ন তু ভেদ কচিদ্ভবেৎ॥'

১২ 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্। ন চেদ্ এবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥' 'শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ। শক্তিযুক্তো যদা দেবী শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ॥'

১৩ শিব-শিবা, পুরুষ-প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত ব্রহ্মের দুই রূপ। সকলেই মায়াশ্রিত চিদাবতার। 'যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভুব সঃ। পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতি স্মৃতঃ॥'—[ব্র. বৈ. পুরাণ। প্রকৃতিখণ্ড ১।৮]। 'যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ। মানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা॥' 'মায়য়া গূহ্যমানস্তং মনুষ্য ইব ভাব্যসে। জ্ঞাত্বা তাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ॥'—[অধ্যাত্মরামায়ণ। ৩'৩০]। 'ভাবয়তোষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ। লীলাবতারানুবতো দেব তির্য্যঙ্ নারদাদিষু॥'—[ভাগবত]।

১৪ 'হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতি পরমা মূলে। অণ্ডানাং তু সহস্রানাং সহস্রান্যযুতানি চ। ঈদৃশানাং তথা যত্র কোটি কোটি শতানি চ॥' [বিষ্ণুপুরাণ ২।৭]। 'প্রত্যহং পরমেশানি ব্রহ্মাণ্ডা বহবোঽভবন্।' [প্রাণতোষিণী]।

১৫ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী সংস্করণ। বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং দেবেন্দ্রবিজয় বসু লিখিত টীকা সম্বলিত। ১২৯৩ বঙ্গাব্দ = ১৮৮৬ খৃীঃ]।

১৬ জীবসৃষ্টিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) বিকল্পসর্গ [(ক) দানবসর্গ—ভূত-পিশাচ-দানব-রাক্ষস-অসুর ইত্যাদি (খ) গন্ধর্ব্বসর্গ—গন্ধর্ব্ব-অপ্সর-বিদ্যাধর-কিন্নর ইত্যাদি (গ) দেবসর্গ—সিদ্ধ-সাধ্য-পিতৃ-দেবতা] (২) মনুষ্যসর্গ (৩) তির্য্যক্‌সর্গ—পশু-মৃগ-পক্ষী-সরীসৃপ-স্থাবর। শিবের বিষভক্ষণের অর্থও অনুরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সৃষ্টিরূপ সমুদ্রমন্থনে স্থূলভূতরূপ বিষ শিব আত্মবশে রাখিয়াছিলেন, নতুবা জীব-সৃষ্টি সম্ভব হইত না।

১৭ এক নাগরী আতপচাউলের অন্ন, এক কাটরা অরহর ডাল এবং এক কাটরা ঝালের তরকারী।

১৮ কালিদাস রায়—সমন্বয়ের কবি ভারতচন্দ্র [আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৫ই বৈশাখ ১৩৫৮ সাল (ইং ২৯ এপ্রিল ১৯৫১)]।

মদীয় প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' [মন্দিরা (১৬শ বর্ষ। ৫ম সং। ভাদ্র ১৩৬০ সাল। পৃঃ ২৫১-৫৩)]।

॥১৪॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঐসলামিক রহস্যবাদ

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে উত্তরভারতে তুর্কীদিগের আগমন ও উপনিবিষ্ট হইবার পর হইতে ঐসলামিক রহস্যবাদ বা সূফীবাদের ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ। ভারতবাসী চিরদিনই দর্শনতত্ত্বপ্রিয়, সেইজন্য সূফীবাদের বীজ ভারতবাসীদিগের তত্ত্বপ্রবণ অন্তঃকরণে সহজেই অংকুরিত হইয়াছিল।

সূফীবাদ মোহম্মদ-প্রচারিত একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম্মের বিবর্ত্তিত রূপ ঃ মোহম্মদের তিরোধানের পর এই বিবর্ত্তন সুরু হয়। নানা নূতন ভাব ইসলাম ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে কোরানেরও নববিধান আরম্ভ হয়। ফলে, ইসলামধর্মীগণ দ্বিধাবিভক্ত হন। প্রাচীনপন্থীগণ কোরানের অনুশাসন ও মোহম্মদের বাণী আরও দৃঢ়ভাবে মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং নব্যপন্থীরা গ্রীক্, ঈরানীয় ও ভারতীয় ভাবধারার সহিত কোরানের অনুশাসনগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সূফীবাদের মূল কথা হইল ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। 'গুল্‌সান-ই-রাজ'-এ আছে—'প্রতি পরমাণুর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আছে প্রিয়তমের হৃদয়বিমোহন বদন সৌন্দর্য্য।' মানব-হৃদয় ঈশ্বরের দর্পণ-স্বরূপ—ঈশ্বরের গুণাবলী ইহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। সূফীবাদকে 'মরমিয়াবাদ' বলা যায়। বাহ্যাড়ম্বরহীনতা, আন্তর-পবিত্রতা, বিশ্বপ্রীতি ও ঈশ্বরের সহিত মধুর-সম্পর্ক—সূফীবাদের মূল কথা [১]।

সূফীবাদে নানাজাতীয় দর্শনের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক সূফীবাদের উপাদান ঈশ্বরের সহিত জীবের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বৈষ্ণবদর্শনের 'দাস্যভাব'-এর স্মারক। অদ্বৈতবেদান্তের 'অহং ব্রহ্মঃ অস্মি'-র সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত সূফীবাদের 'অন্-ল-হক্'। প্রাক্-মোহম্মদীয় জেরিথুস্ত্র [*Zarathustrian*] জীবনদর্শনের মূল কথা 'সৎ'-[অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—'অহুরা মজদহ্']-এর সহিত 'অ-সৎ'-[অধিপতি 'অঙ্গ্র মৈন্যু বা অহ্‌রিমন্']-এর চিরন্তন সংঘাতে 'সৎ'-এর পক্ষাবলম্বন করা। সূফী সাধক মরুফ্-অল্-করখী সূফী আদর্শ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সত্য [২] দ্রব্য প্রত্যক্ষ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান-

লাভ এবং কৃপা ব্যতীত ঈশ্বরলাভ হয় না। শেষের কথাটিতে উপনিষৎ-[যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ। ১-২-২৩]-এর বাণী মনে পড়ে—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।' ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর লাভের উপায় 'তত্ত্বজ্ঞান', প্লেটোত্তর গ্রীক্‌দর্শনে ইহাই *Gnosis* এবং সুফীবাদে ইহাই 'ম'রিফৎ' নামে অভিহিত হইয়াছে। বাঙ্গালাতে 'ম'রিফৎ' [>মারফৎ] শব্দের সহিত আমরা পরিচিত। বিশ্বের দুইটি দেশে দর্শনগত সাদৃশ্য [বেদান্তের একেশ্বরবাদ, তন্ত্রদর্শনের ষট্‌চক্র ও সুফী-একেশ্বরবাদ] বিস্ময়কর।

বৈষ্ণব দর্শনের মত সুফী মরমিয়াবাদের অপর কথা হইল জীব ও ঈশ্বরের 'মধুর ভাব'-গত সম্পর্ক। উভয় দর্শনেব মধ্যে পার্থক্য এই যে, সুফীবাদের ঈশ্বর নারী [*Ma'suqah*] এবং জীবাত্মা পুরুষ। মনে হয়, এই ভাবধারাও ঈরানীয়। আবেস্তাব বহু অংশে [*Yasts, Sirozahs, Vistasp*] এই নারী-রূপায়ণের কথা আছে। আবেস্তার একটি গাথাতে জীব ও ঈশ্বরের সম্পর্ককে 'সখ্যভাব' [*Fryo Diyai*] বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও অনুরূপ 'সখ্যভাব'-এব উল্লেখ পাওয়া যায়। সুফীবাদে প্রোক্ত নরনারী-প্রেমতুল্য জীব ও ঈশ্ববের একাত্মিকতা ভারতীয় দর্শনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তত্ত্ব নহে [৩]। অবশ্য পাঞ্জাবী ও সিন্ধী সুফী সম্প্রদাযে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরূপ ঈশ্বরকে 'পুরুষ' [সাহিব, সাঁই, পীঁ (পিয়) রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ও সুফীবাদেব অপব সাদৃশ্য হইতেছে যে, উভয়েতেই নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবীয় ভাবাবেশ 'দশা' ও সুফীয় ভাবাবেশ 'হাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবু সুলেমান ইরাকী প্রচারিত ম'রিফৎবাদ, ধুন্ নুন্ প্রচারিত পরমাশীর্ব্বাদ [Doctrine of *Waid*] মনসুর প্রচারিত 'অন্-ল-হক্' এবং তাপসী রাবেয়া প্রচারিত 'মধুর ভাব' ঐসলামিক রহস্যবাদের ক্রমবিকাশের ধারার বিভিন্ন স্তর।

মহর্ষি মনসুরেব এশিয়া, পাঞ্জাব, মুলতান, গুজবাট, কাশ্মীর প্রভৃতি পরিভ্রমণের ফলে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশীয় দার্শনিক ভাবধারার সহিত সুফীবাদের সম্মিলন ঘটে। সুফীবাদ কেবল নৈষ্ঠিক ইসলামধর্ম্মে কোমলতার সঞ্চার করে নাই, নানাধর্ম্মমতালঙ্কৃত নব-সংস্কৃত এই ইসলামধর্ম্ম সমগ্র মানব-

জাতির আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবেশী হিসাবে ভারতবর্ষও ইহাকে সানন্দে স্বাগত জানাইয়াছিল।

সাহিত্যে ইহার প্রতিফলন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ সহজ সাধনার খাতে পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব সহজিয়া সঙ্গীত, পদাবলী, আউল-বাউল-মারফতী-মুর্শিদ্যা গানের একটানা প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১০০০-১৫০০ অব্দে বিশেষতঃ ত্রয়োদশ শতকে ইরাক, আরব, মিশর, মধ্যএশিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে সূফীবাদের জয়জয়কার উঠিয়াছিল। এমন-কি, সূফীবাদের সমর্থনার্থে কোরানের বিবিধ ভাষ্যরচনাও [*Zahira Qu'ran* এবং *Ghaybi Qu'ran*] হইয়াছিল। 'সেকশুভোদয়া'তে সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান পীরের কথা আছে, 'চৈতন্যচরিতামৃত-[মধ্যলীলা। ১৮ অধ্যায়]-এও চৈতন্য ও সূফীপীরের উল্লেখ আছে। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদেশীভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এবং বিদেশী পরি-চ্ছদাদি পরিধানের দৃষ্টান্ত আছে। কবীরদাস ও সূরদাসজীর কাব্যে ভারতীয় ভক্তিযোগ, তন্ত্র ও সহজসাধনার সহিত ঈরানের রহস্যবাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। উত্তরভারতের গোরক্ষনাথ, মচ্ছিন্দর নাথ, নানক্ প্রভৃতি সিদ্ধা ও সন্তগণ উপনিষদের অদ্বৈতবাদে ভক্তির যে-রঙ্ লাগাইয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় সূফী প্রভাবের ফল। ভারতবর্ষে সূফীদর্শন, বেদান্ত ও যোগদর্শনের মিলন ঘটাইবার প্রচেষ্টার অন্যতম প্রমাণ দারাশিকো প্রণীত ফারসীভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'মজম'উল্ বহ্‌রঈন্' [=সমুদ্রসঙ্গম]।

ফারসীভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই মিলন সহজতর হইয়া আসে। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে সূফীবাদের প্রভাব সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি লক্ষণীয়—

"It is quite clear that the Vaishnava lyrists from the 16th century (Post-Chaitanya period) onwards, had unconsciously or consciously, i.e., directly or indirectly introduced in their songs some *Sufi* poetic figures and situations, which seem in their 'ensemble' to be quite novel in the erotico-mystic or frankly erotic poetry in India. Mr. Dhirendra Nath Mukherji [vide *Basumati*, Nov. 1928] has found the

following figures which he (in my opinion) rightly thinks have come from *Sufi* poetry into Bengali Vaishnava Mahajana *padas* or poetry (lyrics) with their primary spiritual appeal.

(*i*) The lover is caught in the net of the locks (*Zulf*) or tresses of the beloved (or vice versa).

(*ii*) The lover (beloved) is the collyrium (in Arabic *Kohl,* in N.I.A. Bengali *Kajal*) in the eye of the other party.

(*iii*) The beloved is the flame, the lover, the moth.

(*iv*) The dead body of the lover (beloved) will come back to life or consciousness through a glance or touch of the other party.

(*v*) The lover (or the beloved) would go to the sea and drown himself (or herself), far away from mortal ken, to escape the great shame or sorrow at being ignored or jilted by the beloved (or lover).

(*vi*) The lover (beloved) has been gazing on the beauty of the beloved (lover) ever since his (her) birth and is not yet satiated—he (or she) is maddened by the beauty [৪]."

বৈষ্ণবগীতিকাব্যে সুফীবাদের অনুরণন অবশ্য বিতর্কের বিষয়—

"বাঙ্গালায়, তথা উত্তরভারতের সর্ব্বত্র, বৈষ্ণব ভক্তিবাদে বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রভাব অবিসংবাদিত। চৈতন্যের ধর্ম্মে উপরন্তু ভাগবতের প্রবল প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য্য।

বৈষ্ণবগীতিকবিতায় সুফীভাবের ও সুফীভঙ্গীর প্রতিবিম্বন ও প্রতিফলন প্রমাণসিদ্ধ নয়। অল্প যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা মানব-চিত্তের সার্ব্বভৌম ভাবরসের ঐক্যজনিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহা অপভ্রংশ-প্রাকৃত-সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারে অজ্ঞাত নয়।

বাঙ্গালা গীতিকবিতায় সুফীপ্রভাব যদি কিছু পড়িয়া থাকে তবে তাহা সপ্তদশ শতকের শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে নয় এবং তাও আসিয়াছিল হিন্দীর মাধ্যমে। যেমন, এই সময়ের বৈষ্ণব গীতিকবিতায়—প্রধানতঃ রাগাত্মিক পদে—'আশক' (আরবী ইশ্‌ক্) শব্দের ব্যবহার। কিন্তু এই

শব্দ সমসাময়িক হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায়ও অজ্ঞাত ছিল না। সাধক-কবি আনন্দঘন (মৃত্যু ১৭৩৯) একটি ছোট রূপক কাব্য লিখিয়াছিলেন 'ইস্‌ক-লতা', রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপলক্ষ্য করিয়া [৫]।"

সঙ্গীতে এই রহস্যবাদ সুস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজ-পুতানী বৈষ্ণবী মীরাবাঈ রচিত ভজন-সঙ্গীতগুলিতে, ষোড়শ শতকের মির্জা তানসেনের গানগুলিতে সুফীবাদ সুলভ। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত, বিবিধ ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ রায়গুণাকরের রচনাবলীতে ঐসলামিক রহস্যবাদের ছায়া দেখা যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! বৈষ্ণবকাব্য-রসসিক্ত তথা সুফীভাব মিশ্রিত বিদ্যাসুন্দরের গানগুলি যেন এক একটি সূক্ষ্ম মীড়—মর্ম্মস্পর্শী এবং সুগভীর অনুভূতি-লভ্য। তদ্ব্যতীত এই ছায়াপাতের অপর একটি কারণ হইতেছে যে. রায়গুণাকরের জন্মের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভূরসুটে একটি মুসলমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল যাহা উত্তরকালে নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রকে প্রভাবিত করিয়াছিল [৬]। প্রত্যক্ষতঃ ঐসলামিক রহস্যবাদ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দৃষ্ট না হইলেও, ইহার পরোক্ষ প্রভাব সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

এই একই ধারায় পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সুফীবাদের ছায়া দেখা যায়—

> "ভারতীয় সাধনায় জীবনদেবতাকে, আপন অভীষ্টকে, প্রিয়ারূপে পরিচিন্তনের কোন সাধনা নাই। তন্ত্রে নায়িকাসাধনের পদ্ধতি আছে, কিন্তু এই নায়িকা দেবী নহেন, দেবীর অনুচরী। সুফী ধর্ম্মে ভগবানকে প্রিয়তমা রূপে ভাবনার কথাই প্রধান। হয়তো কবি কৈশোরেই এই সাধন-পথের পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনে বৈষ্ণবসাধনার ও সুফী সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছিল [৭]।"

এই সাধন-সমন্বয় ভারতচন্দ্রের রচনাতেও দেখা যায়। এইস্থলে উদ্ধৃত বিবিধ কবির কাব্যাংশ হইতে ভাবধারার ঐক্য ও সামঞ্জস্য সহজেই বুঝা যাইবে। বিশ্বের যে-প্রান্তেই হউক না কেন, ভাবে-ভাবে, হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলন হইবেই।

মন্ চঙ্গ্-ই-তু অম্, ব্র হর্ রগ্-ই-মন্,
তু জ.খ.মা জ.নী, মন্ তন্তননম্ [৮]। —জলালুদ্দীন রুমী

কালী কোকিলা তু কিত গুণ কালী।
অপনে প্রীতমকে হোঁ বিরহৈ জালী [৯] ॥ —ফরীদুদ্দীন-গঞ্জ-শকর

আজ সুহাগ কী রাত পিয়ারী ঃ ক্যা সোবই মিলনে কী বারী?
আএ প্রানন বজাবত বাজন ঃ বনরী ঢাঁপ রহী মুঁহ লাজন?
খোল ঘুংঘট, মুঁহ দেখৈগা সাজন।
নৈন সোহই অঁসুবা, হাথ জুগন-কী মালা, ক্যা মাঙ্গনে কো আএ অঙ্গনা উজালা।
কহত কবীর-চীত দরসন লীজৈ। অব মন মানে, সোঙ্গ সোঙ্গ কীজৈ [১০]।
—কবীরদাসজী

সাঁঈ, তু ন আবই আজ, আধী রাত, মাঝ মাঝ সিংহনী জগাবই সিংহ কানন পুকার।
চন্দন ঘসত ঘসত ঘস গএ নখ মেরে, বাসনা ন পুরত মাগ-কো নিহার॥
ধিক জনম মেরে, জগমেঁ জীবন মেরে বিমুখ লগাবই নাথ পকরি বেণু, বার বার।
হোঁ জন দীন অতি, নয়নহু বারি বহই, তানসেন অন্তর বাণী ধরু পদ পুকার [১১]॥ —মির্জা তানসেন

পন্থ চিনলি নারে আরে মোনা। ভবের জনম ব্রেথা গেল আর ত আসিব না॥
সাধুর সনে পন্থ লইয়া পন্থের কর দিশা। হারাইলে পুণ্যের পন্থ পাইবার নাহি আশা [১২]॥ —ফকীর ভেলা শাহ

শুন শুন সুনাগর রায়। আপনার মণি মন বেচিনু তোমায়॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি, রহে যেন রীতি নীতি নহে বড় দায়।
—ভারতচন্দ্র ['সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা']

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না। তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥

তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শীর তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল মন মাতালে
নাচায়ো না।
—ভারতচন্দ্র ['সুন্দরের স্বদেশ-গমন-প্রার্থনা']

ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষধারায়, পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম। —রবীন্দ্রনাথ ['চিত্রা']

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে।
চিরকাল চোখে চোখে, নূতন নূতনালোকে পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন
সমস্ত কে বুঝেছে কখন। —রবীন্দ্রনাথ ['সোনার তরী' ('দুর্বোধ')]

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে॥
কোমল তব কমলকরে পরশ করো পরাণ-'পরে
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ মূলে॥ —রবীন্দ্রনাথ ['গীতিমালা']

---

১ রমা চৌধুরী—বেদান্ত ও সুফী দর্শন। ['সুফী' < সফা (পবিত্রতা): সফ (প্রথম শ্রেণী): সুফ্‌ফা (কাষ্ঠাসন): সুফ্‌ (পশমবস্ত্র): তসর্‌রুফ্‌ (ঈশ্বর অভিজ্ঞতা)]।

২ সংস্কৃত 'সত্য' = ঈরানীয় 'অর্‌ত' = সুফীবাদের 'অল্‌ হক্‌'?

৩ তুলনীয়: 'তদ্‌ বা অস্য এতদ্‌ অতিচ্ছন্দা অপহত-পাপ্‌মা অভয়ং রূপম্‌। তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন অন্তরম্‌ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন অন্তরম্‌। তদ্‌ বা অস্য এতদ্‌ আপ্তকামম্‌ আত্মকামম্‌ অকামং রূপং শোকান্তরম্‌' [—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৪-৩-২১]।

৪ Suniti Kumar Chatterjee—Islamic Mysticism: Iran and India. [Indo-Iranica. (Oct. 1946. Vol. I. No. 2)].

৫ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ যথাক্রমে ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭]।

৬ 'ভারতচন্দ্রের ভাষা' দ্রষ্টব্য।

৭ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ১২৭]।

৮-১১ S. K. Chatterji—Islamic Mysticism: Iran and India [Indo-Iranica (Oct. 1946. Vol. I. No. 2)]. Tansen as a Poet [Sir P. C. Roy Commemoration Volume] হইতে গৃহীত।

১২ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৯৯০] হইতে গৃহীত।

॥১৫॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পৌরাণিক পটভূমিকা

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেব-দেবী কল্পনা ও নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। বর্ত্তমান হিন্দু সভ্যতার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য এবং আর্য্যেতর সভ্যতার সমন্বয়ে ইহা গঠিত হইয়াছে। রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আর্য্যদিগের দেব-দেবীর সহিত দ্রাবিড়াদি জাতির দেব-দেবী আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। যেমন, আর্য্যেতরদিগের 'রক্তদেবতা' [Red God] আর্য্যদিগের রুদ্রদেবতা এবং সম্ভবতঃ 'শেম্বু' [Sembu] আর্য্যদিগের শম্ভু কিংবা পৌরাণিক রুদ্রশিব অথবা মহাদেব হইয়াছেন। হিন্দু পুরাণোক্ত অনেক বিষয়ই নিখিল এশিয়া-ব্যাপী। অণ্ড হইতে বিশ্ব সৃষ্টির [ব্রহ্মাণ্ড] কল্পনা সমগ্র উত্তর এশিয়া এবং ভারতের প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির মধ্যেও পাওয়া যায় [১]।

"It seems that there were Chaldæan (Sumerian as well as Semitic) and Western Asiatic, and possibly also Aegean elements in the oldest stratum of Indian Aryo-Dravidian culture. These Western elements might have been pre-Aryan, having been already present in Proto-Dravidian, before the advent of the Aryans into India; or what is equally likely, these elements might have been absorbed by the Aryans into their own culture as a result of their contact with Western peoples in the course of their migration into India from their primitive home in Eastern Europe. Some cults, as that of a great Mother-Goddess and probably of some of the Vedic deities, and some old myths (like that of the deluge), as well as some astronomical knowledge, and a few objects and ideas of material culture, seem thus to have been introduced into India at a very early period [২]."

প্রাচীন সাহিত্যে শিবঠাকুরের উল্লেখ সুপ্রচুর। পৌরাণিক শিবের সহিত লৌকিক শিবঠাকুরের সংমিশ্রণ বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও বাঙ্গালার বিভিন্ন আঞ্চলিক লৌকিক ধর্ম্মের সংমিশ্রণে এই

দেশের কাব্যে এক বর্ণসঙ্কর শঙ্কর মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে। কৃষি-দেবতা রূপে শিবের যে-পূজা উত্তরবঙ্গের কোচ-সমাজে প্রচলিত, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই কাব্যে 'কুচনীর বাড়ী'-র ইঙ্গিত আসিয়া থাকিবে ['নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥']। ভিক্ষুক শিব, কৃষক শিব, মাদকদ্রব্যবিলাসী শিবের কল্পনা একান্ত স্থানবিশেষের বৈশিষ্ট্য। অনেকে অবশ্য মনে করেন, শিবের এই বিভিন্ন মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

"এই সকল স্বতন্ত্র উপকরণের একত্র সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গালা শৈব-সাহিত্য একটি সুসমঞ্জস সাহিত্য বস্তুতে পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডেও এইজন্য চরিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায় না [৩]।"

"ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলোক্ত শিবকাহিনীতে কতকগুলি শৈব ও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণের আখ্যানই অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শোদ্ভূত দেবচরিত্রগুলির মধ্যে ঐক্য সন্ধান করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টার কল্যাণাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায় [৪]।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, প্রথম উদ্ধৃতি দ্বিতীয়টির দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

শৈবধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনটি বড় চমৎকার। আর্য্য এবং আর্য্যেতর সংস্কৃতির মিলনের ফলে [৫] আজ শিবের যে-রূপটি পাইতেছি, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। ঋগ্বেদের রুদ্র শিব 'কপর্দ্দী'—বৃষ্টি, বজ্রাগ্নি, মহামেঘের তিনি প্রতিরূপী। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ শিবকে কৃষক-দেবতা বা কৃষি-দেবতা এবং মঙ্গলকাব্যে শিবকে 'কৃষক' বানানো হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদে শিবের সহচর হিসাবে 'কেশী' এবং 'মুনি'-[=প্রমত্ত]-গণকে আনা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে শিবকে ভূত-প্রেত সঙ্গী করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে 'ত্র্যম্বকহোম' নামক অনুষ্ঠান বিশেষে শিব 'কৃত্তিবাস', মূষিক-বাহন এবং ভগ্নী নামে প্রোক্ত অম্বিকার সহচর। সম্ভবতঃ শিবের হিমালয়ে স্থিতি ও কিরাতদিগের সহিত বসবাস ইহা হইতে আসিয়া থাকিবে। এই জন্যই শিবের নাম গিরিত্র, গিরিশ এবং গিরিচর। আর্য্য এবং আর্য্যেতর কৃষ্টির সংমিশ্রণের ফলে বৈদিক শিব হইয়াছেন নটরাজ, জীবনমৃত্যুর দেবতা, কপালী, শ্মশানচারী। শিবের লিঙ্গ-

মূর্ত্তিপূজা এবং শক্তিদেবতার পতিত্ব এই সংমিশ্রণের অপর ফল। সিন্ধু-উপত্যকার অবৈদিক পুংদেবতা ও স্ত্রীদেবতার সহিত বেদের রুদ্র শিব ও অম্বিকা এক হইয়া গিয়াছেন। শিশ্নদেব বেদবিগর্হিত দেবতা, পরে কালক্রমে ইহার উপর নিরাকারত্বের প্রলেপ পড়িয়াছে। কুশানরাজের মুদ্রাতেও স্ত্রীসহচর শিবমূর্ত্তি অংকিত আছে। এই নারীমূর্ত্তির নাম 'নন'—এই নাম সিন্ধু-উপত্যকার দেবীবিশেষের। এই মিশ্রণই পরবর্ত্তী কালের শৈব-শাক্ত ধর্ম্মের মূল।

"Rudra had early come to be rather dissociated from the regular Vedic pantheon and the sacrificial ritualism and his gradual assimilation of foreign deities and cults probably carried this dissociation further. But it was this very fact which made possible the later development of Saivism as one of the leading creeds of Indian religion. With the development of Vedic sacrificial ritual, as seen in the Brahmána literature, most of the old Vedic Gods degenerated into more or less colourless entities in the beck and call of the priest armed with the all-powerful sacrificial *mantras*. But not so Rudra. He had steadily risen in importance with the increase in the number of his worshippers. In addition, his old association with the *Kesins*, as seen in the Rig Veda, probably suggested that in some way he had come to be associated with the practices of these *Kesins* and *Munis*. When, therefore, some of the advanced thinkers among the Vedic Aryans, realising the futility of the Brahmanic sacrificial system as a means of spiritual advancement, strove to find a better means to the end; and thus started a revolutionary movement in the world of Indian religion, probably impressed by the practices of these very *Munis* and *Kesins* which they imitated and improved upon—Rudra provided a bridge for passing from the old to the new and became the symbol round which the new movement centered. Thus were laid the foundations of the philosophical evolution of Saivism. The divine duality established by the association of Rudra with the Indus Valley Goddess probably canalised this evolution and thus arose the concepts of the philosophical *Purusha* and *Prakriti* as expounded in the

Sankhya system and as first seen in Svetasvatara Upanisad. Rudra's identification with the philosophical *Purusha* here and his specific association with Sankhya and Yoga are both pointers to this. It was from these basic concepts that the philosophical systems of later Saivism, Saktism, the Saiva-Siddhanta of the South and the Kashmirian school of Pratyabhijna were in course of time developed [৬]."

যোনি-দেবতার কল্পনা দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার মাতৃ-উপাসক কোন জাতি-বিশেষের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া পরে অস্ট্রিক জাতির দ্বারা অন্যত্র সঞ্চারিত হয়। জাপানে যোনি [='কামী' দেবী] পূজার বিধি আছে ; উত্তর ইন্দোচীনেও অস্ট্রিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নিদর্শন সুলভ [৭]। হিন্দুধর্ম্মেও লিঙ্গ এবং যোনি দেবতা আপন আপন স্থান অধিকার করিয়াছে। দেবীর যোনিরূপের ইতিহাস বিচিত্র—"মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়। রামানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়॥" কালিকাপুরাণে ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ-মতে দেবীর মহামুদ্রা কামরূপে একটি পর্ব্বতের উপর পতিত হয়। সেই পর্ব্বতরূপী শিবের সহিত যোনিরূপিনী দেবী রতিসুখ-ভোগ করিয়াছিলেন ; তাই দেবীর নাম কামা, কামদা বা কামাক্ষা। দেবীর মন্দিরেও কোন প্রতিমা নাই, আছে যোনি-অংকিত নির্ঝরসিক্ত একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড। যোগিনীতন্ত্রের মতে যোনি সৃষ্টির প্রতীক। পুরাকালে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে অহংকৃত হইলে, দেবী কালিকা 'কেশী' নামক দৈত্যের সৃষ্টি করেন। দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা দেবীর স্তব করিলে তুষ্টা দেবী দৈত্য বধ করেন এবং সৃজনের পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রতীক যোনির ধ্যান ও আরাধনা করিবার আদেশ দেন। দেবী এই যোনি কামাখ্যায় পরে স্থাপন করেন। কালিকাপুরাণে দেবীর ত্রিবিধ রূপ দেখা যায়—কামাবস্থায় তিনি পীতমালিনী শ্বেতশবোপরি রক্তশত-দলে আসীনা, পর অবস্থায় শ্বেতশবের উপর খর্পরহস্তা এবং তৃতীয় অবস্থায় কামদারূপে সিংহবাহিনী। যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ কিছু নাই। যাহাই হউক, এই যোনি-দেবতা পরিকল্পনার মধ্যে দুইটি বস্তু লক্ষণীয়—একটি, কোন মাতৃ-উপাসক জাতির পূর্ব্বপুরুষ-উপাসনা [Ancestor Worship] এবং অপরটি দেবতার প্রীত্যর্থে কামোৎসব, ইহাও বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত [৮]।

শিবদেবতার ন্যায় শক্তিদেবতারও বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পর হইতেই বাঙ্গালীর কালীধ্যান-পরিকল্পনায় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে কালীসম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। পশ্চিমভারতের এলোরা গুহাভাস্কর্য্যে [আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী] যে-শিবকালীর মূর্ত্তি অংকিত আছে, সম্ভবতঃ উহাই কালীর প্রাচীনতম তন্ত্রসারোক্ত ভদ্রকালীর ধ্যান-[৯]-অনুগ রূপায়ণ। পুরাণানুসারী সমস্ত দেবদেবীই শিবের সহিত সংযুক্ত। এই সমস্ত দেবদেবী শিবেরই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ যদিচ তাহাদিগের বিশিষ্ট অস্তিত্ব ও মর্য্যাদা ছিল। চামুণ্ডা, চণ্ডী, নৃমুণ্ডমালিনী [১০] দেবী বাঙ্গালীর প্রিয়। তাঁহার সিদ্ধযোগেশ্বরী, দন্তুরা, রূপবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যান-প্রতিকৃতি বাঙ্গালাদেশের নানাস্থান হইতে মিলিয়াছে। 'শারদাতিলক'-গ্রন্থবর্ণিত ভদ্রকালী, ভদ্রদুর্গা, অম্বিকা প্রভৃতি দেবী শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। দেবী-পুরাণ-[৭। ৮ খৃীঃ]-এ এবং মধ্যভারতে রচিত 'জয়দ্রথ-যামল' গ্রন্থে ঈশানকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি কালীর রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শক্তির মহিষমর্দ্দিনীরূপ 'মৎস্যপুরাণ'-এ আছে [১১]। 'রুদ্রযামল' গ্রন্থের মতে সদাশিব-রূপ শিবের ছয় [=ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-ঈশ্বর-সদাশিব-পরাশিব] রূপের অন্যতম। সদাশিব রূপকল্পনা আদৌ উত্তরভারতীয় আগমান্ত শৈবধর্ম্মের সৃষ্ট হইলেও উহার দক্ষিণভারতীয় রূপ কালক্রমে দক্ষিণদেশাগত রাজকুল ও সৈন্যসামন্তদিগের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতীয় শৈব ও শাক্তধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৌম সমাজের মাতৃকাতন্ত্রের দেবীরা শক্তিরূপিণী বিভিন্ন দেবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছিল। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ, শৈবের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র যেন এক-অদ্বিতীয়-[Absolute]-এর বিভিন্ন প্রকাশ ; তেমনি অপরদিকে বৈষ্ণবের রাধা, শাক্তের শক্তি [১২], সাংখ্যের প্রকৃতি [১৩], বজ্রযানীর নিরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা এবং কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। তুর্কীবিজয়ের অত্যল্পকাল পরেই শক্তিধর্ম্মের দিকে বাঙ্গালীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আকর্ষণ দেখা গিয়াছিল। বাঙ্গালীর কালিকাপুরাণ রচনা ইহারই সমর্থন করে এবং শক্তিময়ী কালী এইরূপে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর হৃদয়বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হন। এই কালীই বাঙ্গালীর চণ্ডী। মধ্য-

যুগের সমগ্র কাব্যসাহিত্যে ইঁহারই দুর্জ্জয় প্রতাপ। ইঁহার সহিত বাঙ্গালী-চিত্তের হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতা মিশিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্তের বিকাশের ফলে শিব ও উমার পারিবারিক কন্যাজামাতারূপ বাঙ্গালীর ঘরে স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যযুগের কাব্যে তাই দেখিতে পাই, শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া সংসার জমাইয়া বসিয়াছেন এবং সেই সংসার একান্তভাবে আমাদেরই সংসারের মত সুখে-দুঃখে, আনন্দে-কলহে সুচিত্রিত [১৪]।

পঞ্চলক্ষণাত্মক [১৫] পৌরাণিক আভিজাত্য প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। মঙ্গলকাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশ ইহারই সমর্থন করে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্যতম গৌরব-স্তম্ভ। ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যকে পৌরাণিক পটভূমিকায় [১৬] সংস্থাপিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা বা অন্নপূর্ণা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপনিষদে 'অন্ন'-এর [১৭] উল্লেখ আছে। এই অন্নই প্রজাপতি, তাহা হইতেই জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—'অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো বৈ তদ্রেতঃ তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে'। সমগ্র অন্নদামঙ্গলে ও চণ্ডীনাটকে বহু পৌরাণিক ইঙ্গিত আছে। বিবিধ স্তোত্র ও পুরাণ হইতে অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু আহৃত হইয়াছে।

চণ্ডীনাটকের বিষয়বস্তু 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' [৮২-৮৩ অধ্যায়] হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে বর্ণিত আছে যে, মহাবীর্য্য মহিষাসুর অতি কোপে ক্ষুরাঘাতে পৃথিবীকে দীর্ণ করিয়া শৃঙ্গযুগল দ্বারা সু-উচ্চ গিরিসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার বেগযুক্ত ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণা হইলেন, লাঙ্গুলসন্তাড়িত সমুদ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিল। ভারতচন্দ্রের চণ্ডীনাটকেও মহিষাসুরের আগমন 'খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপুরাবরোধঃ' হইয়াছে যদিচ বিষয়বস্তুতে কিছু অভিনবত্ব আসিয়াছে।

'সত্যপীরের কথা' যুগলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্যপীর। নারায়ণ দেবতার উল্লেখ বেদে [ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত (পুরুষ—নারায়ণ)], ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে [শতপথ ব্রাহ্মণ (১২।৩৪।১ ; ১৩।৬।১।১ ; ২।১২), কাত্যায়ন-শ্রৌত সূত্র (২৪।৭।৩৬)], বিবিধ সংহিতায় [কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মৈত্রেয়াণী সংহিতা (২।৯।১), তৈত্তিরীয় সংহিতা (১।১।৫।১), মনুসংহিতা (১।১০)] ও পুরাণাদিতে [বিষ্ণুপুরাণ (৪), ভাগবতপুরাণ (২।১০), ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

(১০৯), ভাগবত (১০।১৪।১৪)] পাওয়া যায়। নারায়ণ 'সত্য', 'মায়িক' নহে—এই অর্থে সত্যনারায়ণ নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে। নারায়ণ পূজাও সুপ্রাচীন [ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়ারি। ১৯১৮ খ্রীঃ, পৃঃ ৮৪ (নানাঘাট লিপি, ঘোশুণ্ডি শিলালিপি, খ্রীঃ পূঃ ১, ২ শতক)]। হরিদ্বার-কেদারনাথের পথে বদরীনারায়ণের লক্ষ্মীনারায়ণের অপেক্ষা প্রাচীনতর সহস্রবর্ষের পুরাতন 'সত্যনারায়ণ' মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। জনশ্রুতি, প্রাক্-মুসলমান যুগে নারায়ণ দেব নামক ঘরওয়ালের জনৈক 'রাউল' (=পূজারী) কর্ত্তৃক সত্যনারায়ণ দেবের পূজা প্রচারিত হইয়াছিল। মুসলমান যুগে সত্যনারায়ণের সহিত পীরের অনিবার্য্য কারণে সংমিশ্রণ ঘটাতে দেবপূজাতে সিন্নি-মোকামাদি মুসলমানী উপচার স্থান পাইল এবং এই বর্ণসঙ্কর দেবতার জন্য অর্ব্বাচীন ব্রতকথাজাতীয় সাহিত্যও যথারীতি বিরচিত হইল। কিন্তু আসলে সত্যপীর সত্যনারায়ণ নহেন, পৃথক দেবতা [দ্রষ্টব্যঃ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের ব্রতকথা (কলিকাতা। ১৩৩৫ সাল। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত ভূমিকা। পৃঃ ॥০-॥৶০)]। পীরমাহাত্ম্য কাব্যের কবি ভারতচন্দ্রের বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে [পৃঃ ১৬৪-৭২]।

॥ অন্নদামঙ্গল—প্রথম খণ্ড । অন্নদামাহাত্ম্য কাব্য । ॥

অন্নদামঙ্গলের সূচনাতে বিবিধ দেবদেবীর বন্দনারচনায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রচলিত স্তোত্রাবলীর [১৮] অনুসরণ করিয়াছেন। কিছু নিদর্শন এইস্থলে উদ্ধৃত হইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যোত্তর যুগে মঙ্গলকাব্যের মঙ্গলাচরণে অন্যান্য দেবদেবী বন্দনার সহিত চৈতন্যদেবও কাব্যসাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছেন কিন্তু নদীয়া শাক্ত রাজসভার সভাসঙ্গীত অন্নদামঙ্গলে নদীয়া-বিনোদের কোন উল্লেখ ভারতচন্দ্র করেন নাই [১৯]।

গণেশবন্দনাঃ—গণেশের রূপপ্রশস্তিতে সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে, 'খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্'। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ—'বেদ বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জপ কোন ব্রহ্ম, তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার' [২০]। কিন্তু আদিতে গণেশ ছিলেন কর্ম্মসিদ্ধির দেবতা নহে, কর্ম্মপণ্ডের দেবতা। অনেক প্রাচীন প্রস্তরের মূর্ত্তিতে গণেশের মূর্ত্তি ভীষণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে [২১]।

ভারতচন্দ্র 'বিঘ্নরাজ' ['বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ'] বিশেষণের দ্বারা সম্ভবতঃ ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'শ্রীগণেশ পুরাণ'-এ উপাসনাখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"যতশ্চাবিরাসীজ্জগৎ সর্ব্বমেতৎ তথাব্জাসনো বিশ্বগো বিশ্বগোপ্তা। তথেন্দ্রাদয়ো দেবসঙ্ঘা মনুষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ যতো বহ্নিভানু ভবো ভূর্জ্জলঞ্চ যতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমা ব্যোম বায়ুঃ। যতঃ স্থাবরা জঙ্গমা বৃক্ষসঙ্ঘাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ যতো বেদবাচোঽতি-কুণ্ঠা মনোভিঃ সদা নেতি নেতীতি যত্তা গৃণন্তি। পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দ-ভূতং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥"

—গণেশাষ্টক স্তোত্র [শ্লোক ২, ৩, ৮]

শিববন্দনাঃ—বহুপ্রচলিত শিবস্তোত্রের সমাবেশে রচিত। এইগুলির মধ্যে 'শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র', 'বেদসার শিব স্তোত্র', 'শিব নামাবল্যষ্টক', 'শিবাষ্টক' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ভারতচন্দ্রের 'জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর' স্মরণ করাইয়া দেয়—

"নগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়। নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায়॥"

—শিবপঞ্চাক্ষর স্তোত্র [শ্লোক ১]

"মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্। বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নি-ত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥"

—বেদসার শিবস্তোত্র [শ্লোক ২]

সূর্য্যবন্দনাঃ—সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, এক সনাতন ব্রহ্ম দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার যে-তেজ আবির্ভূত হইল তাহাই সূর্য্য—'যোঽসাবাত্মা জ্ঞান শক্ত্যাবেক এব সনাতনঃ। স দ্বিতীয়ং যদা চৈচ্ছৎ তদা তেজঃ সমুত্থিতম্, তৎ সূর্য্য ইতি'। সূর্য্যমণ্ডলই সূর্য্যের 'একচক্র রথ'। দ্বাদশ-মাসে সূর্য্য দ্বাদশ-আদিত্য-[=বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা বা সোম, বরুণ, মিত্র, শত্রু ও উরুক্রম]-রূপ পরিগ্রহ করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সূর্য্যের বিবাহ ও পুত্রকন্যার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্যের দুই পত্নী ['সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা']। সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনা জন্মে। সূর্য্যতেজ

সহ্য করিতে না পারিয়া সপত্নী ছায়াকে আত্মপ্রতিভূ করিয়া সংজ্ঞা পলাইয়া যান। শনি এই ছায়ার পুত্র। ভারতচন্দ্রের সূর্য্যবন্দনায় সূর্য্যধ্যানের ও সূর্য্যাষ্টকের অনুসরণ সুস্পষ্ট—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতঃ করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥"

—সূর্য্যধ্যান

"আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর। দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে॥ ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাসূরং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরং। মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥ তং সূর্য্যং জগৎকর্ত্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্। মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥"—শিবপ্রোক্ত সূর্য্যাষ্টক [শ্লোক ১, ৪, ৭]

বিষ্ণুবন্দনাঃ—বিষ্ণুবন্দনায় বিষ্ণুর বিবিধ নাম কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শংকরবিরচিত 'অচ্যুতাষ্টক'-এর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-(১-২)-দ্বয় লক্ষণীয়—

"অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্ রামকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো। বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥ বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র। মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে শ্রীপতে শময় দুঃখ-মশেষম্॥"

কৌষিকীবন্দনাঃ—দৈত্যপ্রপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত মহাদেবীর অঙ্গ হইতে যে-মূর্ত্তি আবির্ভূত হন, তিনিই কৌষিকী। তিনিই ভারতচন্দ্রের প্রার্থনায় 'কৌষিকি কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে' বলিয়া সম্বোধিতা। ['যোগনিদ্রা মহামায়া যা মূল-প্রকৃতিঃ মতা। যস্যা প্রাণস্বরূপেয়ং দেবী সা কৌষিকী স্মৃতা॥']।

লক্ষ্মীবন্দনাঃ—পুরাণে লক্ষ্মী [২২] হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হইয়াছে। এই লক্ষ্মী 'বিষ্ণুর ঘরণী, ব্রহ্মার জননী'। লক্ষ্মীর সর্ব্বত্রাবস্থিতির কথাও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা আছে।

"ব্রহ্মাশংকরাপেক্ষয়াপ্যাদৌ বিষ্ণুরূপেণৈব মহানাবির্ভবতি।"

—বিজ্ঞানভিক্ষু

"স্বর্গে চ [illegible] চ [illegible] শ্চ রাজসু। গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ [প্রকৃতিখণ্ড। ১।২৫]

"স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তে মহোদরে। মহাপাপহরে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি। পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥"

—ইন্দ্রকৃত মহালক্ষ্ম্যষ্টক স্তব [শ্লোক ৬]

সরস্বতীবন্দনাঃ—প্রকৃতি হইতে জাত মহত্তত্ত্বের রাজসিক অংশ বা সৃষ্টিশক্তিকেই সরস্বতী বলা হয়। ভারতচন্দ্রের সরস্বতীবন্দনা পদ্মপুরাণানুগ হইয়াছে।

"রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী। যচ্চিৎস্বরূপা ভবতি ব্রাহ্মী তদুপধায়িকা॥"—শিবসংহিতা [১।৮২]

"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥ শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা॥ বরদা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্বন্দিতা সুরদানবৈঃ। অর্চ্চিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা॥"—পদ্মপুরাণোক্ত সরস্বতীস্তোত্র [শ্লোক ১-৩]

অন্নপূর্ণাবন্দনাঃ—ভারতচন্দ্র 'অন্নপূর্ণা বন্দনা', 'অন্নদাস্তব' ও 'অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য' বর্ণনা 'নিজ বুদ্ধি শুদ্ধি মত' করিয়াছেন। বিবিধ স্তোত্র, 'তন্ত্র মন্ত্র' ইত্যাদির সমাবেশে এই সকল অংশ রচিত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা পূজাপদ্ধতির বিষয় 'অন্নদাকল্প' [২৩], 'অন্নদাপূজাপদ্ধতি' [২৪] প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। রঘুনন্দন-গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি এবং বৃহস্পতি রায় মুকুট চৈত্র শুক্লানবমী তিথিতে মহিষমর্দ্দিনী পূজার প্রশংসা করিয়াছেন [২৫]। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীকে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অত্রোৎকলিত অংশগুলি লক্ষণীয়—

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে সর্ব্বং ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥ ত্বং নিত্যা পরমা বিদ্যা জগচ্চৈতন্যরূপিণী। পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা॥"—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ কবচং ধারণাদ্ যতঃ। সৃজন্ত্যবতি হন্ত্যেব কল্পে কল্পে পৃথক পৃথক্॥"—ভৈরব তন্ত্র

"নিরাকারে নিরাকারা সাকারে প্রকৃতিঃ পরা। দ্বয়োর্ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদাত্মনঃ সুখম্॥"—তন্ত্রসার (অন্নপূর্ণার স্বরূপ)

"রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥"—অন্নপূর্ণার ধ্যান

"ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্যদায়কম্। পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্ ভবেৎ॥"—অন্নপূর্ণা-কবচ

"শিবনৃত্যকৃতামোদে [২৬] অন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে।"—তন্ত্রসার (অন্নপূর্ণাস্তোত্র)

"নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী নির্দ্ধূতাখিলঘোর-পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী। প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ দর্ব্বীপাকসুবর্ণরত্ন-ঘটিকা দক্ষে করে সংস্থিতা [২৭]। বামে চারুপয়োধরী রসভরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী॥"—শঙ্করাচার্য্যকৃত অন্নপূর্ণাস্তোত্র

মঙ্গলাচরণ ও বিবিধ দেবদেবী বন্দনা করিয়া গুণাকর ভারতচন্দ্র আসল পুঁথিতে হাত দিয়াছেন। বিবিধ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি হইতে তিনি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা এইগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

[আ]রম্ভ' ও 'সতীর দক্ষালয়ে গমন' অংশে ভারতচন্দ্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'মহাভাগবত পুরাণ'-[১ম খণ্ড]-এ [২৮] বলা হইয়াছে, পরমা সূক্ষ্মা প্রকৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম গুণত্রয় দ্বারা এক পুরুষ সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, সেই পুরুষ চৈতন্যবিহীন ও গুণত্রয়ের সমষ্টিমাত্র। অতঃপর প্রকৃতি নিজ শক্তি সেই পুরুষকে অর্পণ করিলে লব্ধশক্তি সেই পুরুষ ত্রিগুণ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইলেন। তাহাতেও জগৎনির্ম্মাণের কৌশল না দেখিয়া পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মাদি পুরুষত্রয়কে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইপ্রকার

করিলেন এবং স্বয়ং মায়া, প্রকৃতি ও বিদ্যা-রূপা হইলেন। প্রকৃতির আদেশে বিধাতা জল সৃষ্টি করিলেন এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব উহাতে যোগাবলম্বী হইলেন। একদা পরীক্ষার্থ প্রকৃতি এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। শিব কৃতকার্য্য হওয়াতে পরাপ্রকৃতি দুর্গা ও গঙ্গা এই দুইরূপ ধারণ করিয়া শিবের পত্নী হইলেন। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-[৪৬ অধ্যায়]-এ [২৯] কথিত আছে, যৎকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সাধর্ম্ম্যে অবস্থিত থাকেন, তৎকালে সত্ত্ব ও তম এই গুণদ্বয় সমত্বে অধিষ্ঠিত হয়। জগৎপতি পরমেশ্বর পরম-যোগহেতু প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে সংক্ষোভিত করেন। যোগমূর্ত্তিমান ব্রহ্মাও তদ্রূপ উহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করেন এবং তদনন্তর প্রকৃতির পতি হইয়া স্বয়ং বিক্ষোভিত হন। এইপ্রকার সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে বিরাজিত থাকেন। পরব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও রজোগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মা-রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন, এবং তমোগুণে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া সংহার করেন [৩০]। চণ্ডীদেবী মহামায়া, একার্ণবস্থিত জগৎপতির যোগনিদ্রাস্বরূপা। পুরুষ এবং প্রকৃতি সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ [৩১]। ভারতচন্দ্রের বর্ণনাতেও পাইতেছি যে, 'অনির্বাচ্যা নিরুপমা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি' প্রকৃতি যিনি 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি' [৩২], তিনি কারণ বারিতে তপস্যারত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে শবরূপে পরীক্ষা করিতে আসিলেন [৩৩]। বিষ্ণু উঠিয়া গেলেন, ব্রহ্মা 'হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ' [৩৪]। শিব পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন হইল ['প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন, পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে']।

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ও দশমহাবিদ্যারূপধারণ 'মহাভাগবত পুরাণ' অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষের শিবনিন্দা ও ঈশ্বরী পাটনীকে অন্নদার দ্ব্যর্থক পরিচয় প্রদানের পশ্চাতে স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড-[উত্তরার্দ্ধ]-এর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"কিং বংশ্যস্ত্বেষঃ কিং গোত্রঃ কিং দেশীয়ঃ কিমাত্মকঃ। কিং বৃত্তিঃ কিং সমাচারো বিষাদী বৃষবাহনঃ॥ ন প্রায়স্তপস্ব্যেষ ক্ব তপঃ ক্বাস্ত্র-ধারণম্। ন গৃহস্থেষু গণ্যোঽসৌ শ্মশাননিলয়ো যতঃ॥ অসৌ ন ব্রহ্মচারী

স্যাৎ কৃতপাণিগ্রহস্থিতিঃ। বাণপ্রস্থং কুতশ্চাস্মিন্নৈশ্বর্য্যমদমোহিতে॥ ন ব্রাহ্মণো [৩৫] ভবত্যেষ যতো বেদো ন বেত্ত্যমুম্ [৩৬]। শাস্ত্রাস্ত্রধারণাৎ প্রায়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্যান্ন সোঽপ্যয়ম্॥ ক্ষতাৎ সন্ত্রাণনাৎ ক্ষত্রং তৎ কস্মিন্ প্রলয়প্রিয়ে। বৈশ্যোঽপি ন ভবেদেষঃ সদা নির্ধনচেষ্টনঃ॥ শূদ্রোঽপি ন ভবেৎ প্রায়ো নাগযজ্ঞোপবীতবান্। এবং বর্ণাশ্রমাতীতঃ কোঽসৌ সম্যক্ ন কীর্ত্ত্যতে॥ সর্ব্বঃ প্রকৃত্যা জায়েত স্থাণুঃ প্রকৃতিবর্জ্জিতঃ। প্রায়শঃ পুরুষো নাসাবর্দ্ধনারীবপুর্যতঃ॥ যোষাপি ন ভবেদেষ যতোঽসৌ শমশ্রুলাননঃ। নপুংসকোঽপি ন ভবেল্লিঙ্গমস্য যতোঽর্চ্চ্যতে॥ বালোঽপি ন ভবত্যেষ যতোঽয়ং বহুবার্ষিকঃ। অনাদি বৃদ্ধো লোকেষু গীয়তে চোগ্র এষ যৎ॥ অতো যুবত্বং সম্ভাব্যং নাত্র নূনং চিরন্তনে। বৃদ্ধোঽপি ন ভবত্যেষ জরামরণবর্জ্জিতঃ॥ ব্রহ্মাদীন্ সংহরেৎ প্রান্তে তথাপি চ ন পাতকী। পুণ্যলেশোঽপি নাস্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মমৌলিচ্ছিদি ক্রুধা [৩৭]॥ অস্থিনেপথ্যবর্তি চ ক শুচিত্বং বিবাসসি। কিং বহূক্তেন নো কিঞ্চিদ্‌গায়তেঽস্য বিচেষ্টিতম্ [৩৮]॥"

—দক্ষের শিবনিন্দা [কাশীখণ্ড (৮৭। ২৮-৩৯)]

সতীর দেহত্যাগ বর্ণনা 'মহাভাগবত পুরাণ' [১ম খণ্ড], 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' [অনুষঙ্গপাদ। ৩০ অধ্যায়। শ্লোক ৫৪-৫৬] ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। সতীর দেহত্যাগের পর যথারীতি পীঠমালা বর্ণিত হইয়াছে। পীঠমালার সংখ্যা নানা পুরাণে ও তন্ত্রে নানারূপ হইয়াছে। যেমন কালিকাপুরাণ-[৬৪। ৪৩-৪৫]-এ পীঠসংখ্যা মাত্র চারিটি—পূর্ব্বে কামরূপ (কামেশ্বরী—কামেশ্বর), পশ্চিমে ওড্র (কাত্যায়নী—জগন্নাথ), উত্তরে জনশৈল বা জালন্ধর (চণ্ডী—মহাদেব) এবং দক্ষিণে পূর্ণশৈল (পূর্ণেশ্বরী—মহানাথ)। এই পুরাণেরই অন্যত্র [১৮। ৪২-৫১] পীঠসংখ্যা সাত। রুদ্রযামল তন্ত্রে পীঠসংখ্যা দশ, কুলার্ণব তন্ত্রে অষ্টাদশ, জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে একস্থলে আট, অন্যত্র পঞ্চাশ এবং কুব্জিকা তন্ত্রে বিয়াল্লিশ প্রভৃতি। ভারতচন্দ্র এই সকল মতভেদের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছেন—

করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব। বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
একমত না হয় পুরাণ মত যত। আমি কহি মন্ত্র চূড়ামণি তন্ত্র মত॥

—প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন

আদর্শ করিয়া পীঠমালা রচনা করিলেন তাহাই সমস্যা। 'মন্ত্র চূড়ামণি তন্ত্র' অংশটির অর্থ অস্পষ্ট। 'মন্ত্র' অর্থে 'বিচার' ধরিলে আদর্শ হয় 'চূড়ামণি তন্ত্র'। আবার অপর দিক হইতে তন্ত্রের নাম 'মন্ত্র চূড়ামণি'ও করা যায়। এইস্থলে প্রথম ব্যাখ্যাটিকেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'তন্ত্রচূড়ামণি' নামে একটি পুঁথি-[নং ১ এফ ৩।পৃঃ ১৭৮]-তে তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া পীঠন্যাসের সহিত একটি পীঠমালা দেওয়া আছে। 'মন্ত্র-চূড়ামণি'[৩৯] নামে কোন তন্ত্র আছে কিনা জানা যায় না। 'শিবচরিত' গ্রন্থে যে-পীঠমালা দেওয়া আছে, তাহার সহিত ভারতচন্দ্রের মিল আছে।

শাক্ত-পীঠমালা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার[৪০]। পীঠ-কাহিনীর মধ্যে দুইটি উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়—একটি দক্ষযজ্ঞ এবং অপরটি সতীর দেহ খণ্ডন। ঋগ্বেদ [১০।৬১।৫-৮] এবং তদনুসারী বিভিন্ন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে [শতপথ ব্রাহ্মণ—মাধ্যন্দিন শাখা ১।৭।৪।১-৩; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩৩-৩৪; গোপথ ব্রাহ্মণ ২।১] দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর বীজাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহিনীটি হইল এই—যজ্ঞরূপ প্রজাপতি একদা স্বীয় কন্যা ঊষার প্রতি কামাচারী হইলে দেবতাদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া রুদ্র প্রজাপতিকে তীরবিদ্ধ করিতে উদ্যত হন। এই সময় প্রজাপতির বীর্য্যস্খলন হয় ও তদ্দর্শনে ভগের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়[৪১], এবং 'পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি' পড়িয়া যায়। এই কাহিনীটিরই পরে মহাভারত [১২।২৮৩।১৯-৩৩], ভাগবত পুরাণ [৪।৫।১৪-২১], কূর্ম্মপুরাণ [১।১৫।৬০-৬৪] ইত্যাদিতে দক্ষ-কাহিনীতে রূপলাভ করিয়াছে। আদি মধ্যযুগে দক্ষযজ্ঞকাহিনীর সহিত পীঠ-কাহিনীটি সংযুক্ত হইয়াছে। সতীর দেহখণ্ডনের অনুরূপ কাহিনী মিশরেও শোনা যায়[৪২]। কাহিনীটি হইতেছে এই—ওসিরিসের মৃতদেহ কাষ্ঠের শবাধারে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল তাহার ভ্রাতা সেট্। উহা ভাসিতে ভাসিতে সিরিয়ায় আসিল ওসিরিসের ভগ্নী-ও-পত্নী আইসিসের কাছে। আইসিস পুনরায় মৃতদেহটিকে মিশরে লইয়া গেল। সেট্ জানিতে পারিয়া মৃতদেহের অস্থিগুলিকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। ফলে, মিশরের সর্ব্বত্র ওসিরিসের পীঠস্থান হইল।

সর্ব্বসমেত পীঠসংখ্যা ৭৭টি [৫১টি মহাপীঠ এবং ২৬টি উপপীঠ]।
এইস্থলেও মতভেদ প্রচুর। কাহারও মতে দেবীর মুণ্ড পড়িয়াছে কাটোয়ার অন্তর্গত জুরনপুর গ্রামের প্রান্তে, ভৈরবী জয়দুর্গা ও ভৈরব অভীরুক বা ক্রোধীশ, সুতরাং ইহা মহাপীঠের অন্তর্গত। মতান্তরে কর্ণদ্বয় [কর্ণাট—জয়দুর্গা, অভীরুক], জানুদ্বয় [নেপাল—মহামায়া, কাপালী] এবং পদাঙ্গুলি [বিরাট—অম্বিকা, অমৃত] পৃথকভাবে দুইটি করিয়া পীঠ না হইয়া এক একটি হইয়াছে। পীঠমালার কোন আদর্শ গ্রন্থ না থাকাতে বর্ণনা বহুশঃ কল্পনাশ্রয়ী হইয়াছে। বহু পরিচিত দেবদেবীর নামও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় না। কাশ্মীরের অমরনাথ, নেপালের পশুপতিনাথ, শ্রীশৈলের মল্লিকার্জ্জুন ও ভ্রমরাম্বার উল্লেখ পীঠমালায় নাই। পীঠস্থান নিরূপণও একটি দুঃখসাধ্য ব্যাপার। 'পঞ্চসাগর' প্রচলিত সপ্তসাগর কিংবা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী পঞ্চকুণ্ড বুঝা কঠিন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত 'রণখণ্ড' [=কেতুগ্রাম, বর্দ্ধমান জেলা?], 'কোঁক' [=নেপালের বরাহক্ষেত্র বা বরাছত্র?], 'স্রোতা' [উত্তর বঙ্গে?], 'চণ্ডদ্বীপ' [=অন্যতম চক্রতীর্থ?] 'সর্ব্বসৈন্য' [=সর্ব্বশৈল বা সকল পর্ব্বত?], 'উত্তরা' [=অযোধ্যার উত্তরগা বা রামগঙ্গা?], 'নলস্থল' [=বীরভূমের নলহাটি?], 'মণিবেদ' [=আজমীরে?], 'রত্নাবলী' [=মাদ্রাজে বা হুগলী জেলার রত্নাকর-(=কানা নদী)-নদীতীরস্থ খানাকুল কৃষ্ণনগর?], 'সতীচল' [?], 'সংহর' [?], 'কালীপীঠ' [?] ইত্যাদি। কোথায় কোন অঙ্গ পড়িয়াছে এই বিষয়েও মতভেদ প্রচুর [যথা, বীরভূমে 'মনঃ' কিংবা 'দক্ষিণ বাহু' কিংবা উভয়ই। দ্রষ্টব্যঃ মহাপীঠ-তালিকা। কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—বক্রেশ্বর বীরভূম (যুগান্তর, ২১-১১-১৯৫৩)]। এই বিষয়ে সুবিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের 'পীঠমালা' অংশটি খণ্ডিত। প্রথমতঃ ইহাতে মাত্র ৪২টি মহাপীঠের উল্লেখ করা হইয়াছে, বাকী নয়টির কোন সন্ধান নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ সকলেরই মুদ্রিত গ্রন্থে ২৪ সংখ্যক শ্লোকের পর ৩৪ সংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায়। দুষ্প্রাপ্য এই নয়টি শ্লোক কোন পুঁথি বা মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনে হয় আদর্শ পুঁথিটির একটি পাতা হারাইয়া গিয়াছিল, নচেৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থে অন্ততঃ সব কয়টি শ্লোকই

থাকিত। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অবশ্য প্রয়াগে দশটি পীঠস্থান ধরিয়া মোট সংখ্যা ৫১ বলিয়াছেন [৪৩] কিন্তু এই যুক্তি সমর্থন করা যায় না কেন, পরে বলিতেছি। দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় মহাপীঠ ও উপপীঠ পৃথক-ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যদি সমগ্র তালিকাটি মহাপীঠ সংক্রান্ত বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যায় দুইটি উপপীঠও [কিরীট ও কেশ] [৪৪] এই তালিকা-ভুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় এই পীঠগুলির উল্লেখ নাই—কক্ষ, কফোণি (দক্ষিণ), জঠর, জানু (বাম ও দক্ষিণ), পদাঙ্গুলি (বাম), পৃষ্ঠ, (দক্ষিণ) স্তন, মর্ম্ম এবং নেত্রাংশতারা। তৃতীয়তঃ 'পীঠমালা'-র অন্তর্ভুক্ত শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট নহে—

প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলি সরস। তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ॥

প্রয়াগে দেবীর উভয় হস্তাঙ্গুলি পড়িয়াছে, ভৈরবী কমলা [কল্যাণী, ললিতা], এবং ভৈরব ভব [বেণীমাধব]। ভারতচন্দ্রের 'মহাবিদ্যা দশ' অর্থে দশ-সংখ্যক [৪৫]। মহাবিদ্যা অর্থাৎ কমলা হইলে ভৈরবের নাম 'ভব' হওয়া উচিত অর্থাৎ 'ভৈরব দশ'-এর পরিবর্তে 'ভরব ভব' হওয়া সমীচীন। অথবা উভয় হস্তের দশাঙ্গুলি পৃথক্ পৃথক্ ধরিলে এক একটি অঙ্গুলির অধিষ্ঠাত্রী ভৈরবী এক একটি মহাবিদ্যা হইতে পারে কিন্তু 'ভৈরব দশ' কি করিয়া সম্ভব হয় বুঝা যায় না কারণ, ভৈরবের সংখ্যা মাত্র আটটি [৪৬]। ভৈরব-ভৈরবী বিশেষ অর্থে না ধরিয়া সাধারণ দেব-দেবী অর্থে ধরিলেও প্রয়াগে দশটি পীঠস্থানের সন্ধান পাওযা যায় না। কামগিরি-[=কামরূপ]-ই দশমহাবিদ্যার স্থান বলিয়া পরি-গণিত হইয়া থাকে। তন্ত্রচূড়ামণিতেও আছে—'অঙ্গুলীষু চ হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভব'।

পরবর্তী পৃষ্ঠাত্রয়ে মহাপীঠ ও উপপীঠগুলির [অঙ্গের বর্ণ-ক্রমানুসারে] দুইটি পৃথক তালিকা [৪৭] প্রদত্ত হইল। পীঠস্থানগুলিকে যথাসম্ভব নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। মহাপীঠ তালিকার শেষেরটি সর্ব্বানুমোদিত নহে বলিয়া তারকা-[*]-চিহ্নিত করা হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থোদ্ধৃত পীঠ-মালাটিও [৪৮] উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহাপীঠ-তালিকা

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
অধর (মতান্তরে উদর)	প্রভাস (মথুরা)	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
ওষ্ঠ (মতান্তরে ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ)	ভৈরব পর্ব্বত (অবন্তী-দেশে বা উজ্জয়িনীর নিকট)	অবন্তী (মহাদেবী)	লম্বকর্ণ (লম্বকর্ণ)
কক্ষ	কোঁক	কোঁকেশ্বরী	কোঁকেশ্বর
কণ্ঠ	কাশ্মীর (অমরনাথ)	মহামায়া (ভগবতী)	ত্রিসন্ধ্য (ত্রিসন্ধ্যেশ্বর)
কনুই (দক্ষিণ)	রণখণ্ড	বহুলাক্ষী	মহাকাল
ঐ (বাম)	উজানী (কোগ্রাম)	মঙ্গলচণ্ডী (মঙ্গলা)	কপিলাম্বর (কপিলেশ্বর)
কর্ণ (বাম)	করতোয়াতটে (বগুড়া)	অপর্ণা	বামেশ (বামন)
ঐ (দক্ষিণ)	শ্রীপর্ব্বত (কাশ্মীর)	সুন্দরী (সুনন্দা)	সুন্দরানন্দ (নন্দ)
কাঁকাল	কাঞ্চী (কোপাই নদী-তীর)	বেদগর্ভা (দেবগর্ভা)	রুরু
গণ্ড (বাম)	গোদাবরী নদীতীর	বিশ্বমাতৃকা (রাকিণী)	বিশ্বেশ (দণ্ডপাণি)
ঐ (দক্ষিণ)	গণ্ডকী নদীতীর	গণ্ডকীচণ্ডী	চক্রপাণি (চণ্ডপাণি)
গুলফ (বাম)	বিভাস (তমলুক)	ভীমরূপা (কপালিনী)	কপালী (সর্ব্বানন্দ)
ঐ (দক্ষিণ)	কুরুক্ষেত্র (দ্বৈপায়ন হ্রদ-তীর)	বিমলা (সম্বরী, সাবিত্রী)	সম্বর্ত্ত (স্থাণু)
গ্রীবা	শ্রীহট্ট (জৈনপুর)	মহালক্ষ্মী (মহামায়া)	সর্ব্বানন্দ (সম্বরানন্দ)
চিবুক	জনস্থান (মধ্যপ্রদেশ)	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ (বিকৃত)
জঙ্ঘা (বাম)	জয়ন্তী (শ্রীহট্ট—বাউড়-ভোগ গ্রাম)	জয়ন্তী	ক্রমদীশ্বর
ঐ (দক্ষিণ)	নেপাল (মতান্তরে মগধ)	মহামায়া (নবদুর্গা, সর্ব্বানন্দকরী)	কপালী (ব্যোমকেশ)
জঠর	হরিদ্বার	ভৈরবী	বক্র
জানু (বাম)	মালব (মধ্যভারত)	শুভচণ্ডী	তাম্র
ঐ (দক্ষিণ)	স্রোতা	চণ্ডিকা	সদানন্দ
জিহ্বা	জ্বালামুখী (পাঞ্জাব)	অম্বিকা	বটুকেশ্বর (উন্মত্ত)
দন্তপংক্তি (ঊর্দ্ধ)	অনল (মতান্তরে শুচি-দেশ)	নারায়ণী	সংক্রুর (সংহার)
ঐ (অধঃ)	পঞ্চসাগর	বারাহী	মহারুদ্র
নাভি	উৎকল (পুরী)	বিজয়া (বিমলা)	জয় (জগন্নাথ)
নাসিকা	সুগন্ধা (বরিশাল)	সুনন্দা (সুগন্ধা)	ত্র্যম্বক (বটুকেশ্বর)
নিতম্ব (বাম)	কালমাধব (শোণনদ)	কালী (নর্ম্মদা)	অসিতাঙ্গ (ভদ্রসেন)

মহাপীঠ-তালিকা (অনুবৃত্তি)

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
নিতম্ব (দক্ষিণ)	নর্ম্মদা	শোণাক্ষী	ভদ্রসেন
নেত্র (ত্রিসংখ্যক)	শর্করা (করবীরপুর)	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ (ক্রোধেশ)
নেত্রাংশতারা	তারাপীঠ (বীরভূম)	তারিণী	উন্মত্ত
পদ (বাম)	ত্রিস্রোতা (জলপাই-গুড়ি)	অমরী (ভ্রামরী)	অমর (ঈশ্বর, অম্বর)
ঐ (দক্ষিণ)	ত্রিপুরা (পর্ব্বতের উপর)	ত্রিপুরাসুন্দরী	নল (ত্রিপুরেশ)
পদাঙ্গুলি (বাম)	বিন্ধ্যশেখর (বিন্ধ্যাচল)	বিন্ধ্যবাসিনী	পুণ্যভাজন
ঐ চারিটি (দক্ষিণ)	কালীঘাট (কলিকাতা)	কালিকা	নকুলেশ্বর (নকুলেশ)
পদাঙ্গুষ্ঠ (দক্ষিণ)	ক্ষীরগ্রাম (বর্দ্ধমান)	যোগাদ্যা (যুগাদ্যা)	ক্ষীরকণ্ঠ (ক্ষীরখণ্ডক)
পৃষ্ঠ	বৈবস্বত (কালিকাশ্রম)	ত্রিপুটা (সর্ব্বাণী)	শমনকর্ম্মা (নিমিষ)
বাহু (বাম)	বাহুলা (কাটোয়ার কেতুগ্রাম)	বাহুলা (বাহুলী)	ভীরুক (ত্রিবক্র)
ঐ (দক্ষিণ)	বক্রেশ্বর (বীরভূম)	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
ব্রহ্মরন্ধ্র	হিঙ্গুলা (বেলুচিস্থান)	কোট্টরী (কোট্টরীশা)	ভীমলোচন
মণিবন্ধ (বাম)	মণিবন্ধ (আজমীর)	গায়ত্রী	শঙ্কর (সর্ব্বাণ, সর্ব্বানন্দ)
ঐ (দক্ষিণ)	মণিবেদ	সাবিত্রী	ঐ
মনঃ (মতান্তরে ভ্রূমধ্য)	বক্রনাথ (মতান্তরে বক্রেশ্বর)	পাপহরা (মহিষ-মর্দ্দিনী)	বক্রনাথ
মর্ম্ম	প্রভাস (মথুরা)	সিদ্ধেশ্বরী (চন্দ্রভাগা)	সিদ্ধেশ্বর (বক্রতুণ্ড)
মহামুদ্রা	কামরূপ (আসাম)	কামাখ্যা (নীল-পার্ব্বতী)	রাবানন্দ (উমানন্দ)
স্কন্ধ (বাম)	মিথিলা (জনকপুর স্টেশনের নিকট)	মহাদেবী (উমা)	মহোদর
ঐ (দক্ষিণ)	রত্নাবলী (মাদ্রাজ)	শিবা (কুমারী)	শিব (কুমার)
স্তন (বাম)	জালন্ধর (পাঞ্জাব)	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ (ঈশান)
ঐ (দক্ষিণ)	রামগিরি (চিত্রকূট)	শিবানী	চণ্ড
হস্ত (বাম, মতান্তরে দক্ষিণ-অর্দ্ধ)	মানসসরোবর (তিব্বত)	দাক্ষায়ণী	হর (অমর)
ঐ (দক্ষিণার্দ্ধ)	চট্টগ্রাম (চট্টল)	ভবানী	চন্দ্রশেখর
হস্তাঙ্গুলি (উভয়)	প্রয়াগ (এলাহাবাদ)	কমলা (কল্যাণী, ললিতা)	বেণীমাধব (ভব)
হৃদয়	বৈদ্যনাথধাম (সাঁওতাল পরগণা)	জয়দুর্গা (নবদুর্গা)	বৈদ্যনাথ
* মুণ্ড (কোন কোন মতে)	কালীঘাট (কাটোয়া)	জয়দুর্গা	অভীরুক (ক্রোধীশ)

উপপীঠ-তালিকা

অঙ্গ	স্থান	ভৈরবী	ভৈরব
অস্থি	চন্দ্রদ্বীপ (চক্রদ্বীপ)	চক্রধারিণী	শূলপাণি
উচ্ছিষ্ট	নীলাচল (উড়িষ্যা)	বিমলা	জগন্নাথ
ওষ্ঠাংশ (মতান্তরে অধঃ ওষ্ঠ)	অট্টহাস (বীরভূমে লাভপুরের নিকট)	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ (বিশ্বেশ)
কক্ষাংশ	সর্ব্বশৈল	বিশ্বমাতা	দণ্ডপাণি
কণ্ঠহার	অযোধ্যা	অন্নপূর্ণা	হরিহর
করাংশ	সতীচল	সুনন্দা	সুনন্দ
কিরীট	কিরীটকোণা (বটনগর গঙ্গাতীর)	ভুবনেশ্বরী (বিমলা)	কিরীটী (সিদ্ধরূপ, সম্বর্দ্ধ, সংবর্ত্ত)
কুণ্ডল	বারাণসী (মণিকর্ণিকা)	বিশালাক্ষী (অন্নপূর্ণা)	বিশ্বেশ্বর (কালভৈরব)
কেশ	কেশজাল (বৃন্দাবন)	উমা (কাত্যায়ণী)	ভূতেশ (কৃষ্ণনাথ)
গণ্ডাংশ (বাম)		উত্তারিণী	উৎস্যাদন
ঐ (দক্ষিণ)	নলস্থল	ভ্রামরী	বিরূপাক্ষ
গ্রীবাংশ	শ্রীশৈল (কাশ্মীর মধ্যে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিম্নে)	সর্ব্বেশ্বরী	
চর্ম্মাংশ	কটক	কটকেশ্বরী (কাত্যায়নী)	বামদেব
দন্তাংশ	সংহর	সুরেশী (শুরেশী)	সুরেশ (শুরেশ)
নিতম্বাংশ	শোণ	ভদ্রা	ভদ্রেশ্বর
নূপুর	লঙ্কা (সিংহল দ্বীপে সমুদ্রতীর)	ইন্দ্রাক্ষী	রক্ষেশ্বর (রাক্ষসেশ্বর)
পদাংশ	ত্রিস্রোতা (জলপাই-গুড়ির শালবাড়ী গ্রামে তিস্তা-তীরে)	পার্ব্বতী	ভৈরবেশ্বর (ঈশ্বর)
পাণিপদ্ম	যশোহর (টাকির নিকট, ঈশ্বরীপুর)	যশোরেশ্বরী (যশোরী)	প্রচণ্ড (চণ্ড)
বসাচর্ম্ম	গৌরীশেখর	যুগাদ্যা	ভীম
ভগ্নাংশ	সেতুবন্ধ (দক্ষিণ ভারত)	জয়া	মহাভীম
লোম	পুণ্ডর (পুণ্ড্র)	সর্ব্বাক্ষিণী	সর্ব্ব
লোমখণ্ড	তৈলঙ্গ	চণ্ডনায়িকা (চণ্ডদায়িকা)	চণ্ডেশ
শিরানলি (মতান্তরে নলি বা নলা)	নলহাটি (স্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে পীঠ-স্থান)	সাফালিকা (কালিকা)	যোগীশ (যোগেশ)
শিরাংশ	কালিপীঠ	চণ্ডেশ্বরী	চণ্ডেশ্বর
স্কন্ধাংশ	বৃন্দাবন	কুমারী (কাত্যায়নী)	কুমার
হারাংশ	নন্দীপুর (সাঁইথিয়া স্টেশনের নিকট)	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর (নন্দীশ্বর)

পীঠমালা [তন্ত্রচূড়ামণৌ শিবপার্ব্বতীসংবাদে পীঠনির্ণয়ঃ।]—

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ॥ কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী।১। শর্করারে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী॥ ক্রোধীশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।২। সুগন্ধায়াং নাসিকা মে দেবস্ত্র্যম্বকভৈরবঃ॥ সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা।৩। কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বরভৈরবঃ॥ মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা।৪। জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরবঃ। অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী ৫ স্তনং জালন্ধরে মম। ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥৬॥ হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ। দেবতা জয়দুর্গাখ্যা ৭ নেপালে জানুনী মম॥ কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা।৮। মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হরঃ॥ অমরো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।৯। উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে॥ বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।১০। গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ।১১। বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা॥ ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।১২। উজ্জয়িন্যাং কূর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ॥ ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।১৩। চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা। বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥১৪॥ ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মতা। ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥১৫॥ ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবোঽম্বরঃ।১৬। যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা॥ যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিণী। যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽথ ভৈরবঃ॥ সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ। তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্রদেবতা॥ প্রচণ্ডচণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা। বগলা কমলা তত্র ভুবনেশী সুধূমিনী। এতানি বরপীঠানি সংসন্তি বরভৈরব। এবং তা দেবতাঃ সর্ব্বা এবন্তে দশ ভৈরবাঃ॥১৭॥ সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে। গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৮॥ করতোয়াং সমাসাদ্য যাবৎ শিখরবাসিনীম্। শতযোজনবিস্তীর্ণং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥ দেবা মরণ-

মিচ্ছন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ। ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ॥ যুগাদ্যায়াং মহাদেব দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদো মম।১৯। নকুলীশঃ কালিপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ॥ সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।২০। অঙ্গুলীষু চ হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ॥ জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘাঞ্চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ।২১। ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ॥ দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা।২২। বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ॥ মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মম শ্রুতে।২৩। কন্যাশ্রমে চ পৃষ্ঠং মে নিমিষো ভৈরবস্তথা॥ সর্ব্বাণী দেবতা তত্র ২৪ কুরুক্ষেত্রে চ গুল্ফতঃ। স্থাণুর্নাম্না চ সাবিত্রী দেবতা ২৫ মণিবেদকে॥ মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ।২৬। শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা॥ ভৈরবঃ শম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।২৭। কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরুনামকঃ॥ দেবতা দেবগর্ভাখ্যা ২৮ নিতম্বঃ কালমাধবে। ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী চ মুক্তিদা॥ দৃষ্টবা দৃষ্টবা মহাদেব মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। কুজবারে ভূততিথৌ নিশার্দ্ধে যস্তু সাধকঃ॥ নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।২৯। শোণাখ্যা ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যে নিতম্বকঃ॥৩০॥ রামগিরৌ স্তনান্যঞ্চ শিবানী চণ্ডভৈরবঃ।৩১। বৃন্দাবনে কেশজালে উমা নাম্নী চ দেবতা॥ ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ৩২। সংহারাখ্য উর্দ্ধদন্তে দেবী নারায়ণী শুচৌ॥ অধোদন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে। ৩৩। করতোয়াতটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ॥ অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা।৩৪। শ্রীপর্ব্বতে দক্ষতল্পং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা॥ সর্ব্বসিদ্ধিকরী সর্ব্বা সুন্দরানন্দভৈরবঃ।৩৫। কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্ফো বিভাষকে॥৩৬॥ উদরঞ্চ প্রভাষে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী। বক্রতুণ্ডো ভৈরব-৩৭-শ্চোর্দ্ধোষ্ঠো ভৈরবপর্ব্বতে॥ অবন্তী চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ।৩৮। চিবুকে ভ্রামরী দেবী বিকৃতাক্ষো জলে স্থলে।৩৯। গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী বিশ্বমাতৃকা। দণ্ডপাণির্ভৈরবস্তু বামগণ্ডে তু রাকিণী॥ অমারী ভৈরবো বৎস সর্ব্বশৈলাত্মকোপরি।৪০। রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ॥৪১॥ মিথিলায়ামুমা দেবী বামস্কন্ধো মহোদরঃ।৪২। নলাহাট্যাং

নলাপাতো যোগেশো ভৈরবস্তথা॥ তত্র সা কালিকা দেবী সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িকা। ৪৩। কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে অভীরুর্নাম ভৈরবঃ॥ দেবতা জয়-দুর্গাখ্যা নানা ভোগপ্রদায়িনী। ৪৪। বক্রেশ্বরে মনঃপাতং বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ॥ নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী। ৪৫। যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী॥ চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ৪৬। অট্টহাসে-চোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা॥ বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়কঃ। ৪৭। হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ॥ নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। ৪৮। লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসে-শ্বরঃ॥ ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা। ৪৯। বিরাটদেশমধ্যে তু পাদাঙ্গুলিনিপাতনম্॥ ভৈরবঃ অমৃতাক্ষশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা। ৫০। মাগধে দক্ষজঙ্ঘা মে ব্যোমকেশস্তু ভৈরবঃ। সর্ব্বানন্দকরী দেবী সর্ব্বকামফলপ্রদা। ৫১।"

কামদেবের মৃত্যু ও পুনর্জন্ম, রতির বিলাপ প্রভৃতি 'মহাভাগবত পুরাণ'-[১ম খণ্ড]-এ পাইতেছি। শম্বরবধবৃত্তান্ত ভাগবত পুরাণে [১০।৫৫] বিবৃত আছে। রতির প্রতি দৈববাণীর উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকারের। ৪৯]। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় আছে যে, কামদেব ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটিকে শরাহত করিয়াছিলেন ['যে করে কামের শর, শিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ']। কিন্তু 'কুমার সম্ভব'-এ দেখা যায়, শিবকে শরাহত করিবার অবসর কামদেব পান নাই; অস্ত্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ক্ষোভ হইলে তৎকারণানুসন্ধান করিয়া শিব কামভস্ম করেন। ৫০]। রতি-বিলাপ-অংশে কালিদাসের বর্ণনার [৫১] অনুরূপ ভারতচন্দ্রের বর্ণনা। পার্ব্বতীর 'উমা' শব্দটির ব্যাখ্যা শিবপুরাণ উত্তরখণ্ডে ও কালিদাসের কুমারসম্ভব-[১।২৬]-এ [৫২] পাওয়া যায়। শিব-বিবাহ প্রসঙ্গে দাতা-গ্রহীতার আসন গ্রহণ সম্বন্ধে স্মৃতির অনুদেশ—'সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ। এষ এব বিধির্দানে বিবাহে চ ব্যতি-ক্রমঃ॥'—ব্যক্ত হইয়াছে। 'শিবের তপস্যা' পার্ব্বতীর পঞ্চতপের [৫৩] অনুরূপ রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মাদির তপ'-এ নৈঋত কোণের অধিপতি রাক্ষসী রীতি অনুসারে স্বীয় মুণ্ড বলি দিয়া দেবীপূজা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ মার্কণ্ডেয় পুরাণের [১৩।১১] দেবীমাহাত্ম্যে এবং কালিকাপুরাণে [৬৭।

১৭১-৮৫] আছে। 'অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান' চিত্রণে কবি স্বাধীন তুলিকা ক্ষেপ করিয়াছেন [৫৪]।

ব্যাসদেবের হরি-প্রীতি ['আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে'], শিব-বিদ্বেষ, কাশীতে অভিসম্পাত দান ['বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি'] এবং তাহার ফলাফল বর্ণনায় ভারতচন্দ্র স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশী-খণ্ড-[উত্তরার্দ্ধ]-এর অনুসরণ করিয়াছেন। প্রদর্শনী হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল, অন্নদামঙ্গলের পাঠের সহিত এইগুলির ঐক্য করিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে।

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণেষু চ ভারতে। আদিমধ্যাবসানেষু হরি-রেকোঽত্র নাপরঃ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ত্রিসত্যং ন মৃষা পুনঃ। ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবোঽচ্যুততঃ পরঃ॥ লক্ষ্মীশঃ সর্ব্বদো নান্যো লক্ষ্মী-শোপ্যপবর্গদঃ। এক এব হি লক্ষ্মীশস্ততো ধ্যেয়ো ন চাপরঃ॥ ভক্তের্মুক্তি-রিহান্যত্র নান্যো দাতা জনার্দ্দনাৎ। তস্মাচ্চতুর্ভুজো নিত্যং সেবনীয়ঃ সুখেপ্সুভিঃ॥ বিহায় কেশবাদন্যং যে সেবন্তেঽল্পমেধসঃ। সংসারচক্রে গহনে তে বিশন্তি পুনঃ পুনঃ॥ এক এব হি সর্ব্বেশো হৃষীকেশঃ পরাৎপরঃ। তং সেবমানঃ সততং সেব্যাস্ত্রিজগতাং ভবেৎ॥ একো ধর্ম্মপ্রদো বিষ্ণুস্ত্বেকো বহ্বর্থদো হরিঃ। একঃ কামপ্রদশ্চক্রী ত্বেকো মোক্ষপ্রদোঽচ্যুতঃ॥ শার্ঙ্গিণং যে পরিত্যজ্য দেবমন্যমুপাসতে। তে সদ্ভিশ্চ বহিঃ কার্য্যা বেদ-হীনা যথা দ্বিজাঃ॥" ব্যাস কর্ত্তৃক শিবপূজা নিষেধ [কাশীখণ্ড (৯৫। ১২-১৯)]

"ইত্যাদি শ্লোকসংঘাতং স্বপ্রতিজ্ঞাপ্রবোধকম্। যাবৎ পঠতি স ব্যাসঃ সব্যমুৎক্ষিপ্য বৈ ভুজম্॥ তস্তম্ভ তাবত্তদ্বাহুং স শৈলাদিঃ স্বলীলয়া। বাক্‌স্তম্ভশ্চাপি তস্যাসীন্মুনের্ব্যাসস্য সন্মুনে॥ তবৈতদপরাধেন ভীতি-র্মেঽপি মহত্তরা। এক এব হি বিশ্বেশো দ্বিতীয় নাস্তি কশ্চন॥ তৎ-প্রসাদাদহং চক্রী লক্ষ্মীশস্তৎপ্রভাবতঃ। ত্রৈলোক্যরক্ষাসামর্থ্যং দত্তং তেনৈব শম্ভুনা॥ তদ্ভক্ত্যা পরমৈশ্বর্য্যং ময়ালব্ধং বরাত্ততঃ। ইদানীং স্তুহি তং শম্ভুং যদি মে শুভমিচ্ছসি॥ অন্নদাপি ন বৈ কার্য্যা ভবতা শেমুষীদৃশী। পারাশর্য্য ইতি শ্রুত্বা সংজ্ঞয়া ব্যাজহার হ॥ ভুজস্তম্ভঃ কৃতস্তেন নন্দিনা দৃষ্টি-

মাত্রতঃ। বাক্‌স্তম্ভস্তত্রাজ্জাতঃ স্পৃশ মে কণ্ঠকন্দলীম্॥ যথা স্তোতুং ভবানীশং প্রভবামি ভবান্তকম্। সংস্পৃশ্য বিষ্ণুস্তৎকণ্ঠং গুপ্তমেব জগাম হ॥"
—ব্যাসভুজস্তম্ভ ও শাপবিমোচন [ঐ (৯৫। ৪৬-৪৭, ৪৯-৫৪)]।

"একদা তস্য জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুং দেবীং হরোঽবদৎ। অদ্য ভিক্ষাটনং প্রাপ্তে ব্যাসে পরমধার্ম্মিকে॥ অপি সর্ব্বগতে ক্বাপি ভিক্ষাং মা যচ্ছ সুন্দরি। তথেত্যুক্তা ভবানী সা ভবং ভবনিবারণম্॥ নমস্কৃত্য প্রতিগৃহং তস্য ভিক্ষাং ন্যষেধয়ৎ। স মুনিঃ সহিতঃ শিষ্যৈর্ভিক্ষামপ্রাপ্য দূনবৎ॥"
ব্যাসের ভিক্ষাবারণ [ঐ (৯৬। ৮২-৮৪)]

"মাভূৎ ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মাভূৎ ত্রৈপুরুষং ধনম্। মাভূৎ ত্রৈপুরুষী মুক্তিঃ কাশীং ব্যাসো শপন্নিতি॥ গর্ব্বঃ পরোত্র বিদ্যানাং ধনগর্ব্বোত্র বৈ মহান্। মুক্তিগর্ব্বেণ নো ভিক্ষাং প্রযচ্ছন্ত্যত্রবাসিনঃ॥ ইতি কৃত্বা মতিং ব্যাসঃ কাশ্যাং শাপমদাত্তদা। দত্ত্বাপি শাপং স মুনির্ভিক্ষিতুং ক্রোধবান্ যযৌ॥ প্রতিগেহং ত্বরাযুক্তঃ প্রবিশন্ব্যোমদত্তদৃক্। বভ্রাম নগরীং সর্ব্বাং ক্বাপি ভৈক্ষং ন লব্ধবান্। ৫৫।॥" কাশীতে শাপ [ঐ (৯৬। ১২৫-২৮)]।

"বারাণস্যাঃ কিমথ বাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্বমু। কিংবা নির্ব্বাণলক্ষ্মীস্ত্বং যা কাশ্যাং পরিগীয়তে॥" ব্যাসের অন্নদাদর্শন [ঐ (৯৬। ১৪১)]।

"তচ্ছ্রুত্বা বেপমানঃ স পরিশুষ্কোষ্ঠতালুকঃ। জগাম শরণং গৌরীং লুঠংস্তচ্চরণাগ্রতঃ॥ উবাচ চ বচো মাতস্ত্রাহি ত্রাহি ভৃশং রুদন্। অনাথস্তং সনাথোঽহং বালিশস্তব বালকঃ॥ শরণাগতং সন্ত্রাহি রক্ষ মাং শরণাগতম্। বহূনামাগসাঙ্গেহমস্মাকং দুষ্টমানসম্॥"—শিব কর্ত্তৃক ব্যাসকে তাড়না [ঐ (৯৬। ১৯৪-৯৬)]

ব্যাসের 'হরিসঙ্কীর্ত্তন' শ্রীমদ্ভাগবতের ছায়াবলম্বনে ভারতচন্দ্র রচনা করিয়াছেন। ৫৬।। ব্যাসকাশী নির্ম্মাণ ইত্যাদি বৃত্তান্ত কাশীখণ্ডে উল্লিখিত নাই। ব্যাসকৃত গঙ্গাপ্রশস্তি একাধিক পুরাণের অনুসরণে বিরচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ড-[১২-১৩ অধ্যায়]-এ গঙ্গার বিষ্ণুপদ হইতে উৎপত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। শিবের গীত শ্রবণে হরির দ্রবণ, ভগীরথের মর্ত্তো গঙ্গা আনয়ন প্রভৃতি মহাভাগবত পুরাণ-[৬৪-৬৬ অধ্যায়]-এ এবং রামায়ণের আদি-

কান্ড-[৪১ অধ্যায়]-এ বর্ণিত আছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্ব-পাপেভ্যঃ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

"বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ। ন পুনর্দূর-তরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥"—বাল্মিকী রচিত গঙ্গাষ্টক।

"বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ। অথবা গব্যূতি-শ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ॥"—শঙ্কর রচিত গঙ্গাষ্টক।

ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলী মধ্যে মধ্যে কালিদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

'দক্ষে গালি দিয়া চলিল উঠিয়া শ্রবণে কর আচ্ছাদি'। ['ন কেবলং যে মহতোঽপভাষতে. শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্']।

'মন্ত্রণা করিয়া মদনে ডাকিয়া সুরপতি দিলা পান'। ['তদ্ গচ্ছ সিদ্ধৌ দেবকার্য্যমর্থোঽর্থান্তর ভাব্য এব']।

'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই'। ['অসূত সা নাগবধূপ-ভোগ্যং মৈনাকমম্ভোনিধি বদ্ধসখ্যম্। ক্রুদ্ধোঽপি পক্ষচ্ছিদিবৃত্রশত্রাববেদ নাজ্ঞং কুলিশক্ষতানাম্॥']।

অন্নদামঙ্গলের অনেক স্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুরণনও শোনা যায়। কিছু দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত হইল—

'কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো'। (—দক্ষালয়ে গমনো-দ্যোগ)। ['কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥' (—১১।৩২)]।

'চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান'। (—সতীর দেহত্যাগ)। ['শীতোষ্ণসুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥' (—৬।৭, ৮ ; ৯।২৯)]।

'উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে'। (—পীঠমালা)। ['অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥' (—৭।৫; ১৩।১, ১৫)]।

'তুমি সর্ব্বময় তোমা হৈতে হয় সৃজন প্রলয় লয়'। (—অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিধারণ)। ['এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥' (—৭।৬)]।

'চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ'। (—শিবের ভিক্ষাযাত্রা)। ['যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥' (-৬।২০, ১৩।৩১)]।

'সত্ত্ব রজ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি। সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল-ভূমি॥' (—শিবের পঞ্চতপ)। ['সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥' (—১৪।৫)]।

'শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস'। (—অন্নদার বরদান)। ['অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥' (—৮।২৪)]।

'হরিসংকীর্ত্তন'। ['ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥'

(—১১।১৮)]।

'সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি'। (—কাশীতে শাপ)। ['মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥' (—৭।৭)]।

'তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস'। (—শিব ব্যাসে কথোপকথন)। ['যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে। সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥' (—৬।৪)]।

কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে ত্রিভুবনে সার'। (—বসন্তের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম)। ['জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥' (—৪।৯; ১৫।২)]।

॥ অন্নদামঙ্গল—দ্বিতীয় খণ্ড [বিদ্যাসুন্দর কাব্য]॥

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দরেও কবি নানাস্থানে পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা'-য় দুর্গার ধ্যানের ইঙ্গিত রহিয়াছে—'অতসী কুসুম শ্যামা স্মরি সকৌতুক'। ধ্যানেও দুর্গাকে 'অতসীপুষ্পবর্ণাভা' এবং 'শ্যামা' ['তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা'] বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। 'বিদ্যার রূপবর্ণন'-এ ['নাভিকূপ যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কুন্তল তার লোমাবলী ছলে॥'] কালিদাসের কুমারসম্ভবের [১।৩৮-৩৯] ছায়া পড়িয়াছে। কালিদাসও পার্ব্বতীর রোমরাজিকে মেখলার মধ্যমণির দীপ্তিস্বরূপ এবং মধ্যভাগের ত্রিবলীকে কামের সোপান বলিয়াছেন [৫৭]। 'বিদ্যাসুন্দরের বিচার'-এ ভারতচন্দ্র বিবিধ দর্শনগ্রন্থ এবং পারিভাষিক শব্দের নাম করিয়াছেন। 'আত্মতত্ত্বে পূর্ব্বপক্ষ সুন্দর করিল' প্রভৃতিতে 'আত্মতত্ত্ব' শব্দটির দ্বারা 'আত্মতত্ত্ববিবেক' নামক প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 'বেদান্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক' প্রভৃতি পদে কবি সংক্ষেপে ষড়দর্শনের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'তত্ত্বন্তু বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন' ছত্রটি উদয়নাচার্য্যের 'ইদং তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বন্তু বাদরায়ণাৎ' পদের প্রতিধ্বনি। 'বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে' পদাংশটিতে ন্যায়দর্শনের 'বাক্‌ছল', 'সামান্যচ্ছল' এবং 'উপচারচ্ছল'—এই ছলত্রয়ের অন্যতম বাক্‌ছলের প্রতি ইঙ্গিত বর্ত্তমান [৫৮]। 'কোটালের চোরানুসন্ধান'-এ কাশীরাম দাসের মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধনের হর্ষবিষাদযুক্ত মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে—'হরিষে বিষাদে হৈল একত্র মিলন। আমার ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥'। পুনশ্চ বিরাটপর্ব্বেরও উল্লেখ আছে—'ভারত বিরাটপর্ব্বে কহিয়াছে ব্যাস। এইরূপে ভীম কৈল কীচকের নাশ॥'। মহাভারতের আদিপর্ব্বে কৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব কর্ত্তৃক দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষণা হরণ ও তদপুলক্ষে শাম্বের বন্ধন এবং ভাগবত-[৩।৬২-৬৩]-এ ঊষা-অনিরুদ্ধের আখ্যান 'রাজার নিকট চোরের শ্লোক পাঠ'-এ

কথিত হইয়াছে—'লক্ষণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন। তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥ এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল। তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥'। ভাগবতপুরাণের জরাসন্ধ-কাহিনীর উল্লেখ 'কোটালগণের সমাবেশ'-এ আছে ['ফাটক হইল জরাসন্ধ কারাগার']। 'শুকমুখে চোরের পরিচয়' গ্রহণ প্রসঙ্গে নানা ছলনার উল্লেখ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন—'দস্যু কন্যা মহৌষধে, পতি করি সাধু বধে, বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি'। এই পর্য্যায়ে অত্রোদ্ধৃতিটি কৌতূহলপ্রদ—

"রাজগৃহে নানা কৌশলে পত্নীকর্ত্তৃক পতিবধের একাধিক দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১।১৭) প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনু-সংহিতার (৭।১৫৩) কুল্লুক ও মেধাতিথির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য [৫৯]।"

নানারূপ ছলাকলার সাহায্যে প্রতারিত করিয়া বিত্তবানগণকে হত্যাকরণ এবং অর্থাপহরণের অনেক গল্প শোনা যায়। সম্ভবতঃ এইরূপ কাহিনীর ইঙ্গিত ভারতচন্দ্র করিয়াছেন।

'বারমাস বর্ণন'-এ কালিদাসের ঋতুসংহার [২।১১] ও মেঘদূত [১।২২] এবং মাঘের শিশুপালবধ-[৬।৩৮]-এর ছায়া দেখা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে হিমালয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। অন্নদামঙ্গলে কৈলাস বর্ণনায় কবি মহাভারত ও কালিদাসের অনুসরণ করিয়াছেন।

॥ অন্নদামঙ্গল—তৃতীয় খণ্ড [মানসিংহ কাব্য] ॥

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়খণ্ড-[মানসিংহ]-এ দেশবিদেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি-খুল্লনা, সাধু শ্রীমন্ত এবং মনসামঙ্গল কাব্যের জানু-মানু [ওরফে জালু-মালু] হাসান-হোসেনের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন—

এড়ায়ে মঙ্গলকোট উজানী নগর। খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥
রহে চম্পানগর ডাহিনে কতদূর। চাঁদবেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস। হাসান হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস॥
—দেশবিদেশবর্ণন

জগন্নাথ পুরীর বিবরণ ভারতচন্দ্রের কথায় 'উৎকলখণ্ডেতে সুবিদিত'। উৎকল-খণ্ডে বর্ণিত স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্য নির্ম্মিত পুরীর উল্লেখ ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন। জগন্নাথ 'সর্ব্বাদৃত দারুব্রহ্ম' [৬০]। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞকালে গোখুরাগ্রে মাটি উঠিয়া যজ্ঞস্থলে যে-মহাগহ্বর হইয়া দানীয় জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ নামে পরিচিত। প্রলয়পয়োধিজলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভাসিতে ভাসিতে নীলাচলে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু তন্নিমিত্ত চক্রাঘাতে যে-সরোবর রচনা করিয়াছিলেন তাহাই শ্বেতগঙ্গা বা মার্কণ্ডেয় সরোবর। ইহা শ্রীখণ্ডের অন্যতম তীর্থস্থান [৬১]। জগন্নাথের প্রসাদের জাতবিচার নাই [৬২]।

পাতশাহ-ভবানন্দের বাদানুবাদ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত ও দর্শনগত ঐক্যসাধনায় মিলনের ইঙ্গিত করিয়াছেন—

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত। দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত। ঈশ্বর সভার এক নহে দুইমত [৬৩]॥
—পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর

'অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ'-এ কবি দেবী অভয়াকে পাতশার তক্তে বসাইয়া জয়া বিজয়া প্রভৃতিকে লইয়া একটি সুবিরাট পাতশাহী ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মহামায়ার মায়াশক্তি এবং কবির বর্ণভূয়িষ্ট কল্পনা-তুলিকার সার্থক ও সুসংযত প্রয়োগ। বিবিধ পৌরাণিক কাহিনী সম্বৃদ্ধ এই কাব্যাংশটি যথার্থই রমণীয়। 'রামায়ণ-কথন' কবি-কৃত সংক্ষিপ্ত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—'বাল্মীকি পুরাণ মত, রামের চরিত যত, সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া'। রামায়ণের পরিবর্ত্তে ভারতচন্দ্র 'বাল্মীকি পুরাণ' [৬৪] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বিবিধ পৌরাণিক কাহিনী হইতে তদীয় কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া একটি সুসমঞ্জস কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পণ্ডিত-কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যথার্থই অপূর্ব্ব।

---

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ফিন্ মহাকাব্য কালেভালা বা বীরভূমি [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ১৮-১৯]।

২ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language [C. U. 1926. Vol. I p 27].

৩-৪ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৮৯, ১১১]।

৬ মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বর্ণিতব্য বিষয় দক্ষযজ্ঞনাশ দ্বারা সম্ভবতঃ ইহাই সূচিত হয় যে, অনার্য্য-শিবদেবতা ও বৈদিক রুদ্রদেবতা একাত্ম হইলেন। পাঁঠমালার দ্বারা শিব সর্ব্ব-ভারতীয় হইলেন। শিবের প্রভাব সর্ব্বত্র। ধানভানা হইতেই শিবের গীত সুরু হয়। বার-ব্রতে, গাজন বা গম্ভীরা উৎসবে, সমাজ-জীবনে, চাষ-বাসে এমন কি, তাঁত-বোনাতেও শিবের একাধিপত্য ['শিবো হে, তুমি এই ভবেতে তাঁতবুনা কাজ ভালই সে তো জানো'—হরি-মোহন কুণ্ডু]।

৬ Yadu Vanshi—The Historical Basis of Saivism [Siddha Bharati. Vol. II. Hoshiarpur 1950. P. 128].

৭ S. K. Chatterji—Indo-Aryan and Hindi [1942. P. 34].
আসামে শক্তিপূজার ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে আর্য্যানার্য্য মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শৈবধর্ম্ম আসামে বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। পরে 'কামাখ্যা' [= জাপানী 'কামী' দেবতা], 'উগ্রতারা', 'তাম্রেশ্বরী' প্রভৃতি দেবতা আর্যদেবগোষ্ঠীতে আপন-আপন স্থান করিয়া লইয়াছিলেন।

শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি-কল্পনার মূলে আদিম সমাধিক্ষেত্রের শিলাস্তম্ভ-[=মেন্‌হির]-এর পূজার প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। শিব বা রুদ্রদেবতার লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত বহুবিধ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।—[লঙ্‌হার্স্ট—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (দক্ষিণভারত। ১৯১৫-১৬ খৃঃ)। টি. এ. গোপীনাথ রাও—এলিমেণ্টস্‌ অব্‌ হিন্দু আইকনগ্রাফী (২য় খণ্ড। ২য় ভাগ)]।

৮ B. Kakati—The Mother-Goddess Kamakhya of Kamarupa [Siddha Bharati. Vol. II. Hoshiarpur 1950. P. 48]
জ্যোতির্ম্ময় মৌলিক—আসামে শক্তিপূজার ক্রমবিবর্ত্তন [যুগান্তর। ২৮-৬-১৯৫৩]।

৯ 'ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী। নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি॥ হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলসন্নিভং পাশমুগ্রম্। দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী॥'—[তন্ত্রসার]।

১০ নৃমুণ্ড পরিকল্পনায় অনেকে অনুমান করেন, আসামী মাথাশিকারী নাগা-জাতির প্রভাব আছে। [আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৬১৩]। বর্ণিয়োর 'ডায়াক' জাতিও নৃমুণ্ডশিকারী।

১১ "It will be seen that there is one Goddess with a number of different names. But the critical eye will see that they are not merely names but indicate different Goddesses who owed their conceptions to different historical conditions but who were afterwards identified with one Goddess by the usual mental habit of the Hindus." [Bhandarkar—Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems. P. 143-44].

১২ 'ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী। ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা॥' [মহানির্ব্বাণতন্ত্র (জগন্মোহন তর্কালংকার অনূদিত। ১২৮৫ সাল ৪র্থ উল্লাস। ১০, ৩৪)]।

১৩ শাক্ত এবং সাংখ্য উভয়বিধ দর্শনেই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব শক্তি ও প্রকৃতির উপর আরো-

পিত হইয়াছে। শিব শক্তি ব্যতীত সৃষ্টিলীলাপরায়ণ হইতে পারেন না, পুরুষ নিষ্ক্রিয় ভোলানাথ—'প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ'।—[সাংখ্যকারিকা]।

১৪ নীহার রঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [১ম সং। ১৩৫৬ সাল। দ্বাদশ অধ্যায় —'ধর্ম্মকর্ম্ম ও ধ্যানধারণা'। পঞ্চদশ অধ্যায়—'ইতিহাসের ইঙ্গিত']।

১৫ 'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥' [কূর্ম্মপুরাণ]।

১৬ 'এই সকল সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবের ফলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদায় পরিণত হন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে সমস্ত জায়গায় কাহিনীর দিক দিয়া স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা সমস্তই তাঁহার এই সংস্কৃত পৌরাণিক অভিজ্ঞতা জাত।' [আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। ১ম সং। পৃঃ ২৯৮]। অবশ্য, 'স্বকপোল রচনাশক্তি বিষয়ে মোটাধুতি ও দোব্জা পরিধানকারী সামান্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শোভন ধুতি ও উড়ানী পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ ভারতচন্দ্রকে জিতিয়াছেন' [রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮ খৃঃ। পৃঃ ১৩-১৪)] কিনা, তাহা কাব্যকোবিদগণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে [মঙ্গলকাব্যে ভারতচন্দ্র। পৃঃ ১৮৫]।

১৭ 'অন্নং ব্রহ্মেতি'।—[তৈত্তিরীয়োপনিষৎ]। 'তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মণঃ রূপমন্নং চ জায়তে॥' [মুণ্ডুকোপনিষৎ। ১ম খণ্ড; ৮-৯]। 'যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত॥' [কঠোপনিষৎ। ৪র্থ বল্লী-৪]।

১৮ সানুবাদ স্তোত্ররত্নমালা ও কবচরত্নমালা [প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলিকাতা ১৩১৪ সাল। ৪র্থ সং।] দ্রষ্টব্য।

১৯ কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য [৩য়-৪র্থ খণ্ড। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৩০]।

২০ তুলনীয়—'বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম যারে বাখানে আনে বলে পুরুষ প্রধান। বিশ্বের পরমগতি হেতু অন্তরায় পতি তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম॥'—মুকুন্দরাম।

২১ অতুলচন্দ্র গুপ্ত—গণেশ [শিক্ষা ও সভ্যতা]। প্রস্তর, ধাতু ও দগ্ধমৃত্তিকা নির্ম্মিত যে সকল দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট গণেশ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সাধারণতঃ চতুর্ভুজ। কিন্তু নৃত্যরত গণেশের মূর্ত্তিতে হস্তের সংখ্যাধিক্যও দেখা যায়।

২২ লক্ষ্মীর বিবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। [দ্রষ্টব্যঃ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—লক্ষ্মী (প্রবাসী। ৩০ ভাগ। ২য় খণ্ড। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল। পৃঃ ১৬২-৭১)]।

২৩ এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ১ এফ্ ১৭ (অন্নদাকল্প)।

২৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—'Notices of Sanskrit Manuscripts' [১। ৪৫৬]।

২৫ 'বাঙ্গালার শাক্ত উৎসবের প্রাচীনতা' ['উদ্বোধন'। আশ্বিন ১৩৪৮ সাল। পৃঃ ৩৭৩-৭৫]।

২৬ 'ভুলাইয়া কৃত্তিবাস, মুখে মৃদু মৃদু হাস, মহেশের নাচন দেখিয়া'।—[অন্নদাবন্দনা]।

২৭ 'রক্তহাতা ভালি হাতে সমৃত্ত শরাসন তাতে কিবা দুই ভুজ সুললিত।' [অন্নদা বন্দনা]। 'করস্থরত্নদার্ব্বিকাসুপোনপাত্রশর্ম্মদে। পুরন্দ্রভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে। [মজুন্দারের অন্নদাস্তব]।

২৮ মহাভাগবতপুরাণ [শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক অনুদিত। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১৬]

২৯ মার্কণ্ডেয় পুরাণ [৪৬, ৮১, ৮৪ ও ৮৫ অধ্যায়]।

৩০ 'কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে॥ বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ॥' [—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র (২য় উল্লাস। শ্লোক ৪০-৪১)]।

৩১ 'সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ, মায়া নিত্যাসনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তি, যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥ অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মন্যতে। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যন শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥ অংশরূপা কলারূপা কলাংশাংশ সমুদ্ভবা। প্রকৃতেঃ দেবী বিশ্বেষু দেবী চ সর্ব্বযোষিতঃ॥' [—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ]।

৩২ অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্য ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥' [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ (৩।১৯)] খৃীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী'-কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা আছে—'বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে করে কর্ম্ম। জীবহীন কর্ত্তা সেই কে বুঝিবে মর্ম্ম॥ পদ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে। হিয়া বিনে ভূতভবিষ্যৎ সব গুণে॥ চক্ষু বিনে হেরে পন্থ পাখা বিনে গতি। কোন রূপ সম নহে অনন্ত মূরতি॥ স্থান বিবর্জ্জিত সদা আছে সর্ব্ব ধাম। রূপ রেখা বহির্ভূত নিরমল নাম॥'

৩৩ ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যেও আছে—'বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে। কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলো ছলে॥ পচাগন্ধ মৃতদেহ মনে অভিলাষী। তপস্যা করেন ব্রহ্মা গেল কাছে ভাসি। দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে। বাঁ হাতে ফেলায়ে জল ভাসালো মড়াকে॥ তার পর মায়া তনু গেল বিষ্ণুপুরে। চিনিতে না পারি বিষ্ণু ভাসাইল দূরে॥ শঙ্করে ছলিতে তবে হল অনুবন্ধ। দূর হইতে মহাদেব পাইল মড়া গন্ধ॥ আনন্দ বাড়িল বড় বুঝি ব্রহ্ম তনু। জীব জন্তু নাই কিন্তু জলে অঙ্গজনু॥ এত ভাবি সদানন্দ বিহ্বল হইয়ে। মহেশ নাচেন মৃত মায়া তনু লয়ে। তুষ্ট হয়ে বামদেবে ব্রহ্ম দিল বর। তুমি সৃষ্টি সংহার করহ অতঃপর॥' [দ্রষ্টব্যঃ ব্রজসুন্দর সান্যাল—মাণিক গাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১২ ভাগ। ১৩১২ সাল। ১ম সং)]।

৩৪ মৎস্যপুরাণ-[৩য় অধ্যায়]-এ কথিত আছে যে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেখিতে থাকিলে কন্যা ব্রহ্মাকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে। চারিদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া ব্রহ্মার চারিটি মুখ হয়। পরে উক্ত কন্যা আকাশে উড্ডীন হইলে ব্রহ্মার অপর এক মুখ হয় কিন্তু পরে উহা জটার দ্বারা আবৃত হয়। পুষ্পদন্ত প্রণীত শিবমহিম্ন-স্তোত্রে কামুক পিতা ও কন্যার বিরোধ ব্যাধরূপে মহাদেব ভঞ্জন করেন। শিবপুরাণে কথিত আছে যে, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনার্থ শিব ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন [আমার আছিল বাছা পাঁচটি বদন। এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন॥—ভারতচন্দ্র]।

৩৫ 'বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ। সাংখ্যযোগবিচারস্থ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

৩৬ তুলনীয়ঃ 'ত্রৈগু...... বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।'—[গীতা—২। ৪৫]। অনুরূপ-বর্ণনা অনত্রও পাওয়া যাইতে পারে। দক্ষ কর্ত্তৃক 'শিবনিন্দা ও সতীর দেহত্যাগ'-এ, 'শিবের বিবাহ যাত্রা'য় নারদ কর্ত্তৃক শিবের প্রসাধন-বর্ণনায়, 'শিব-বিবাহ'-এ বিধি কর্ত্তৃক শিবের পরিচয় দানে, 'এয়োগণের শিবনিন্দা'-তে, 'অন্নদার আত্মপরিচয়' দান ইত্যাদিতে শিব-পুরাণ [জ্ঞানসংহিতা। ১৪ অধ্যায়। শ্লোক ২৬-৩৯], বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ [মধ্যখণ্ড। ২৩ অধ্যায়। শ্লোক ২৯-৩২], স্কন্দপুরাণ [মহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড। ২২ অধ্যায়। শ্লোক ৫০-৫৪], বামনপুরাণ [৫১ অধ্যায়। শ্লোক ৬৩-৬৪], কালিকাপুরাণ [৪৩ অধ্যায়। শ্লোক ৭২], কুমারসম্ভব [৫ম সর্গ। শ্লোক ৬৬-৭৪] প্রভৃতির অনুবর্ত্তন সুস্পষ্ট।

৩৭ ভারতচন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—'একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে। অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে॥' [কাশীতে শাপ]।

৩৮ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—'নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল, না জানি যে কেবা পিতামাতা। ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশানে বিনোদ খেলা, হেন শিব আমার জামাতা॥ অঙ্গে রাগ চিতাধূলি, কাঁধেতে ভাঙ্গের ঝুলি, বিষধর উত্তরী বসন। শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান, দেব বুদ্ধি কহে কোন জন॥ সতী কন্যা গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিলা বিধি, পতি দরিদ্র দিগম্বর। নাহি মানে পরিতোষ, লোকে গায় ধর্ম্মদোষ, অপযশ গেল দিগন্তর॥'

৩৯ 'মন্ত্রচূড়ামণি নামক এক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, তবে তাহাতে পীঠের পরিচয় ছিল কিনা বলিবার উপায় নাই।' [ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৪৭৭)]।

৪০ D. C. Sircar—*The Sakta Pithas.* [Journal, Asiatic Society of Bengal Vol. xiv, No. 1 1948 P. 1-108]. এই প্রবন্ধে 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠ-নিরূপণ' নামে একটি পীঠমালা (রচনাকাল আনুমানিক ১৭শ শতকের শেষভাগ) সম্পাদিত হইয়াছে।

৪১ তুলনীয়—'ভগের লোচন করিলা মোচন পূষার ভাঙ্গিলান দন্ত।' [কবিকঙ্কণ চণ্ডী]।

৪২ Cambridge Ancient History. [Vol. I. P. 332].

৪৩ 'It is interesting to note in this connection that Bharatchandra, who mentions 42 *pithas* (including Manibandha) by name and locates 10 *pithas* at one of them (viz. Prayag) to make the number 51, closely follows in his Annada-Mangala the readings of the Sivacharita in spite of his avowed indebtedness to the Mantracudamani (for Tantracudamani) Tantra'. [D. C. Sircar—*The Sakta Pithas.* (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1948. P. 39)].

৪৪ তন্ত্রচূড়ামণিতে অবশ্য এই দুইটিকে পীঠমালার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র ইহারা উপপীঠের মধ্যে পড়ে।

৪৫ দশ মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা।

অনেকে মনে করেন যে, 'তারা' আদৌ বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী (উগ্রতারা, মহাচীনতারা), পরে এই দেবী হিন্দুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তা হন। তারা-সাধনার উৎপত্তিস্থল ভোটদেশে, তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে। বীরভূমের 'তারাপীঠ'-এর উল্লেখ ভারতচন্দ্রের পীঠমালাতে নাই। অপেক্ষাকৃত অ-প্রাচীন গ্রন্থ 'শিবচরিত'-এ ইহার উল্লেখ আছে।—[কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—তারাপীঠ (যুগান্তর। ২৭-৩-১৯৫৪)]।

৪৬ অষ্ট ভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার।

৪৭ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী সং। ১২৯০ সাল। দেবেন্দ্রবিজয় বসু সম্পাদিত। পৃঃ ১৪৮]। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত। ২য় সং। ১৯৩৭ খ্রীঃ। ২য় ভাগ। পৃঃ ১০৪৭-৪৯]।

৪৮ শব্দকল্পদ্রুম [কলিকাতা। সংবৎ ১৯৩২। চতুর্থকাণ্ড। পৃঃ ২০২৩-২৫] দ্রষ্টব্য।

৪৯ শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনীকোষ ['রতি' শব্দ দ্রষ্টব্য]। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, প্রাচীন কবিগণ হরগৌরীর বিরহাদি বর্ণনাচ্ছলে ষড়ঋতুর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। [মহম্মদ শহীদুল্লাহ—মদনভস্ম (বসুমতী। ৩১ বর্ষ। ২য় খণ্ড। ৬ষ্ঠ সং। চৈত্র ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ৯২৮)]।

৫০ 'অসম্মতঃ কস্তবমুক্তিমার্গং পুনর্ভবক্লেশভয়াৎ প্রপন্নঃ। বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীনামারেচিত ভ্রূচতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ॥ অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্ বলবন্নিগৃহ্য। হেতুং স্বচেতো বিকৃতের্দিদৃক্ষু দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্॥'—[কুমারসম্ভব। ৩।৫, ৬৯]। তুলনীয় কবিকঙ্কণে—'সম্মোহন অস্ত্র বীর পূরিল সত্বরে। ঈষচ্চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥ ধ্যানভঙ্গ হৈল হর চারিদিকে চান। সম্মুখে দেখিল চাপধারী পঞ্চবান॥ কোপদৃষ্টে মহাদেবের বরিষে দাহন। দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥'

৫১ 'ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ। নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥ হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্। উপচারপদং নচেদিদং ত্বমনঙ্গ কথমক্ষতা রতিঃ॥ মদনেন বিনা কৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে। বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি॥'—[কুমারসম্ভব। ৪।৬, ৯, ২১]।

৫২ 'উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।'—[কুমারসম্ভব। ১।২৬]।

৫৩ 'শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা। বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত॥ শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু। ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃ সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ॥ নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ সহস্যরাত্রীরুদবাসতৎপরা। পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী॥'—[কুমারসম্ভব (৫।২০, ২৫, ২৬)]।

অনুরূপ তপস্যার কথা মনুসংহিতা [৬।২৩], রঘুবংশ [১৩।৪১], শিশুপাল বধ [২।৫১] ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

৫৪ 'অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি। পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥ মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনু-

বর্ত্তমানঃ। শ্রুত্বেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥'—[কুমারসম্ভব। ৩। ২৬, ৩৬]।

৫৫ কাশীর প্রকৃত অর্থ ও তাহার উৎপত্তি বৃত্তান্ত কাশীখণ্ড-[১০০ অধ্যায়]-এ বর্ণিত হইয়াছে—'সা শক্তিঃ প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা পুমানীশ্বরঃ পরঃ। তাভ্যাঞ্চ রমমাণাভ্যাং তস্মিন্ ক্ষেত্রে ঘটোদ্ভবঃ॥ পরমানন্দরূপাভ্যাং পরমানন্দরূপিণী। পঞ্চক্রোশপরিমাণে স্বপাদতলনির্ম্মিতে॥ মূলে প্রলয়কালেঽপি ন তৎক্ষেত্রং কদাচন। তদা বিহর্ত্তুমীশেন ক্ষেত্র-মেতন্নির্ম্মিতম্॥' পুরুষ [= শিব] ও প্রকৃতি-[= পার্ব্বতী]-র বিহার স্থানই বারাণসী।

৫৬ অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডের বহু কাহিনী ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে, যথা—বলিকাহিনী, তুলসী বৃত্তান্ত, মদনের মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম, হরিনামাবলী ও সঙ্কীর্ত্তন, কংসবধ ও মথুরালীলা, দ্বারকাবিহার প্রভৃতি।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, 'কাশী পরিক্রমা' নামক এক অর্ব্বাচীন গ্রন্থে দেবীর ব্যাস-ছলনা এবং ব্যাসকাশীর ইঙ্গিত মাত্র আছে বলিয়া শোনা যায়।

৫৭ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বিদ্যাকরসহস্রক' নামে সূক্তিগ্রন্থের ৪৪৫, ৪৮৮, ৪৯১ সংখ্যক শ্লোকগুলি তুলনীয়।—[ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৬ সাল। ২য় সং। পৃঃ ৪৭৯]।

৫৮ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। পৃঃ ৩২৫]। রাধামোহন গোস্বামীর মতে 'তত্ত্বস্তু বাদরায়ণাৎ' ন্যায়দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ সূত্র। [ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৬ সাল। ২য় সং। পৃঃ ৪৭৯)]।

৫৯ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৪৮১]।

৬০ 'নীলাদ্রেঃ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থম্। নানালঙ্কারযুক্তং নবঘন-রুচিরং সংযুতং সাগ্রজেন॥ ভদ্রায়া বামপার্শ্বে রথচরণযুগং ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্যাম্। বেদানাং সারমীশং নিজজনসহিতং দারুব্রহ্মং স্মরামি॥'

৬১ 'মার্কণ্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থীবিধিঃ স্মৃতঃ॥'—[রঘুনন্দন-কৃত পুরুষোত্তমতত্ত্বে উৎকলিত ব্রহ্মপুরাণ]।

৬২ 'চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ। যথা তথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপা-পনোদনম্॥'

৬৩ 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সম-দর্শিনঃ॥ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ ন মে প্রণশ্যতি॥—[শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৬। ২৯-৩০)]।

৬৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিশালাতে রক্ষিত হরেকৃষ্ণ দাস বিরচিত 'বাল্মীকি পুরাণ'-এর পুঁথিতে বাল্মীকির পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।—[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৪৮। ১৫০)। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৪৮৩) দ্রষ্টব্য]।

॥১৬॥ কৃষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা

আকবর যে-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাহাতে ধ্বংসাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে তাহা ভস্মীভূত হয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মারাঠাগণের সহিত মোগলবাহিনীর দাক্ষিণাত্যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে [১]। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু-[১৭০৭ খ্রীঃ]-র পর তৎপুত্রগণ সিংহাসনের আশায় পরস্পর যুদ্ধ করে। আগ্রার যুদ্ধে আজেম ও হায়দ্রাবাদের নিকট যুদ্ধে কামবক্স নিহত হন। তখন মুয়াজ্জেম বাহাদুর শাহ নাম লইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সিংহাসন তাঁহার অধিক দিন সহিল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে পর তাঁহার পুত্র আজেম উশ্‌শান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সেনাপতি জুলফিকা খাঁর ষড়যন্ত্রে আজেম নিহত হন এবং তাঁহার অপদার্থ জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়েজেদ্দীন সিংহাসন আরোহণ করেন। ময়েজেদ্দীন ইতিহাসে জেহান্দার শাহ্‌ নামে পরিচিত। এই সময়ে উড়িষ্যার দেওয়ান-ও-নাজেম ছিলেন জাফর খাঁ ন্যাসিরী নাসীর জঙ্গ [=মুর্শিদ কুলি খাঁ (১৭০৪-২৫ খ্রীঃ)]। নবাব শুজা উদ্দীন্‌ মুহম্মদ্‌ খাঁ [=শুজা খাঁ (১৭২৫-৩৯ খ্রীঃ)] তাহার জামাতা। মুর্শিদের সহিত জামাতা শুজার মনান্তর হয়—অন্যতম কারণ কুলি খাঁর কন্যা জিনেত উন্নিসার স্বামীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে মর্ম্মবেদনা। যাহা হউক, শুজা খাঁ মুর্শিদের আদেশে উড়িষ্যার প্রতিনিধি হন এবং কন্যা জিনেত উন্নিসা পুত্র আলাউদ্দোলা সরফরাজ খাঁ-[১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ]-কে লইয়া মুর্শিদাবাদে পিতার নিকট রহিলেন। মুর্শিদ দৌহিত্রকে বাঙ্গালার দেওয়ানী দেন ও যাহাতে সে নিজামতী পায়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে শুজা স্বয়ং অনুরূপ চেষ্টা করিতেছিলন। পরিশেষে শুজা বাঙ্গালার দেওয়ানী ও নাজেমী পদ দিল্লীর সনন্দ বলে প্রাপ্ত হইলে পুত্র সরফরাজ পিতার প্রভুত্ব মানিয়া লন। এই সময় বিহারের শাসনকর্ত্তার মৃত্যু হইলে শুজা উক্ত পদ পুত্র সরফরাজকে দিতে চাহেন কিন্তু পত্নীর আপত্তিতে শেষে মির্জ্জা মহম্মদ আলি-[=আলিবর্দ্দি খাঁ

(১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ)]-কে দেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রজারঞ্জন শুজা দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সরফরাজ সর্ব্বাধিকার পাইলেন। কিন্তু চাপল্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান ব্যক্তিবর্গের বিরাগভাজন হইলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ অপমানিত হইয়া দিল্লীর পৃষ্ঠপোষকতায় সরফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজিম হন। ইঁহার যথেষ্ট সদ্‌গুণ ও শাসন ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা উড়িষ্যা বিজয় ও মহারাষ্ট্রগণের সহিত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের সহিত সন্ধি হয় [২]।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ-[=জাফর খাঁ নাসিরী নাসীর জঙ্গ]-এর জামাতা, নবাব শুজা উদ্দীন মুহম্মদ খাঁ-[শুজা খাঁ (রাজত্বকাল ১৭২৫-৩৯ খ্রীঃ)]-এর পুত্র আলাউদ্দৌলা সরফরাজ খাঁর রাজত্বকাল-[১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ]-এ আলমচন্দ্র রায় দেওয়ান ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম 'রায়-রায়ান্' [রাজস্ব সংক্রান্ত উপাধিবিশেষ] এবং শুজা উদ্দীনের মন্ত্রীসভার সভ্য ছিলেন। আলি-বর্দ্দি খাঁ [=আলিবর্দ্দি মহাবৎ জঙ্গ] তখন পাটনার নবাব ছিলেন। ইনি গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে খাঁকে পরাজিত করিয়া নবাবী ও 'মহাবৎ জঙ্গ' উপাধি পাইয়াছিলেন। এই সময় কটকের নবাব ছিলেন শুজা খাঁর জামাতা 'রুস্তম জঙ্গ' উপাধিক মুর্শিদ কুলি খাঁ। মির্জ্জা বাকর আলি-[=মুরাদ বাখর] রুস্তম জঙ্গের জামাতা। আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক মুর্শিদ কুলি খাঁ বিতাড়িত হইলে, আলি-বর্দ্দি কটকের অধিকার দান করিয়াছিলেন তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র-ও-জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ-[=সৌলদ জঙ্গ]-কে। ইঁহার অত্যাচারে উড়িষ্যাবাসীরা বিদ্রোহ করিলে সেই সুযোগে মির্জ্জা বাকর আলি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দি মহাবৎ জঙ্গ মির্জ্জা বাকর আলির সহিত যুদ্ধে আসেন এবং মির্জ্জা বাকর আলি পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুক্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু উড়িষ্যা ছারখার হইল।

সুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ। দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রায়াঁ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়। আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥

তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব। মহাবদ জঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল। তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল। ভাইপো সৌলদ জঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদ জঙ্গে রহিলা কটকে। মুরাদ বাখর তারে ফেলিল ফটিকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক। শুনি মহাবদ জঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর। যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদ বাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া। উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥

—গ্রন্থসূচনা

ভুবনেশ্বরও মোগলদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। এই সময় রঘুজী ভোঁসলা বেরারের অধিপতি এবং তাঁহার সমসাময়িক পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের সমকক্ষ ছিলেন। মহারাষ্ট্র নেতা রঘুজী ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ হাজার মারাঠী সেনার সহিত ভাস্কর পন্থকে বাঙ্গালাদেশে 'চৌথ' প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেন। তখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন আলিবর্দ্দি খাঁ। তিনি ভাস্করকে বাধা দেন ও রঘুজীর আগমন বার্ত্তা পাইয়া সম্রাট মহম্মদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অযোধ্যাপতি সফদর খাঁকে আলিবর্দ্দির সাহায্যে প্রেরণ করেন। এই সময় মহম্মদ শাহের সহিত বালাজীর সন্ধির কথা চলিতেছিল। মহম্মদ শাহ বালাজীকে মালবদেশ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন ও রঘুজীর আক্রমণ হইতে বাঙ্গালাদেশ রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রঘুজীর সহিত তখন বালাজীর বিবাদ চলিতেছিল। বালাজী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। কাটোয়ার যুদ্ধে রঘুজী পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যান কিন্তু স্বদেশে গিয়া তিনি বালাজীর রাজাধনী পুনা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। অগত্যা ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী-রঘুজী সন্ধি হয় এবং স্থির হয় যে, বালাজী রঘুজীকে বাঙ্গালা আক্রমণে আর বাধা দিবেন না। অতঃপর ভাস্কর পন্থ উড়িষ্যায় আলিবর্দ্দি খাঁকে পরাজিত করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি ভাস্করকে বাঙ্গালাদেশ হইতে বিতাড়িত করেন এবং ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পুনরায় বাঙ্গালা-

দেশে আসিলে আলিবর্দ্দি কৌশলে তাঁহাকে নিহত করেন (১৭৪৫ খ্রীঃ)। কিছুদিন পর আলিবর্দ্দির সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহ করিলে রঘুজী তাঁহার সহিত যোগ দেন। পরিশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দির সহিত রঘুজীর সন্ধি হয় এবং নবাব তাঁহাকে বারলক্ষ টাকা ও কটকের অধিকার দান করেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র উড়িষ্যা রঘুজীর করায়ত্ত হয় [৩]।

বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত। পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি। আইল বিস্তর সেনা বিকৃত-আকৃতি॥
পলাইয়া কোটে গিয়া নবাব রহিল। কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥

- গ্রন্থসূচনা

বর্গীর হাঙ্গামায় বাঙ্গালাদেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। এই সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ [=মহাবৎ জঙ্গ] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বারলক্ষ টাকা 'নজরানা' দিতে বলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সম্মত হইয়াছিলেন কিন্তু 'সাজোয়াল' সুজন সিং [৪] রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছিলেন। ফলে, মহারাজ মুর্শিদাবাদে বন্দীরূপে বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র মোট ২২ লক্ষ টাকার [= ১০ লক্ষ বাকী-পড়া রাজস্ব + ১২ লক্ষ নজরানা] জন্য কারারুদ্ধ হন। দেওয়ান রঘুনন্দনের কৌশলে তিনি ইহার কিয়দংশ পরিশোধ করেন, অবশিষ্ট কৌশলপূর্ব্বক নবাবের নিকট মাফ পান।

মহাবদ জঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়। নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ। সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে। কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে [৫]॥

- গ্রন্থসূচনা

নানারূপ নিগ্রহ ভোগের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং 'ফরমানী মনসবদার' হইয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে 'সাহেব-ই-নহবৎ' করিয়াছিলেন অর্থাৎ বাদশাহ উচ্চ রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে বাড়ীতে নহবৎ বাজাইবার অধিকার দিয়াছিলেন।

ফরমানী মহারাজ মনসবদার [৬]। সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ। পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুল-
তানৎ॥—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দারের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। কথিত আছে, তিনি মোগলের সহিত যোগদান করিয়া প্রতাপাদিত্যের পতনে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং পরে পুরস্কার স্বরূপ 'রাজাই' পাইয়াছিলেন।

"The assistance rendered by him to the Moguls under Raja Man Singh who led an expedition against the independent chiefs of East Bengal who were resisting Mogul aggression in 1605 led to his obtaining high favour from the imperial court, with the title of *Raja* and the paraphernalia of a feudatory chief (a robe of honour, a dagger, a gong to indicate the hours, kettledrums and banners) [৭]."

প্রতাপাদিত্য মোগল-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে চাহেন নাই। ফলে প্রতাপাদিত্যকে শাসনের জন্য মানসিংহ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং ভবানন্দ তাঁহার 'কানুনগো' হইয়াছিলেন।

যশোর নগর ধাম [৮], প্রতাপ-আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ [৯]।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
তার খুড়া মহাশয়, আছিল বসন্ত রায়, রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচু রায় [১০], রাণী বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়, রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে, মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥
দেবী-দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে, হইয়াছে কানগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালি লয়ে, বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥
—রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন

মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে প্রস্থান করিলে দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে নানারূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন। ভবানন্দ এই সময় তাঁহাতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে। বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া। অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
—বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান

এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি। মানসিংহ বলে বিধি মজাইল সৃষ্টি॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়। মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায়॥
নায়ে ভরি লয়ে নানা জাতি দ্রব্যজাত। রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়। বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড়॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়। অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায়॥
—মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি

যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মানসিংহ দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে। বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে। বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
—মানসিংহের যশোহর যাত্রা

পাতশাহী ঠাটে, কবে কেবা আঁটে, বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপ-আদিত্য হারে॥
শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া, প্রতাপ-আদিত্যে লৈল॥
—মানসিংহ ও প্রতাপের যুদ্ধ

মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল। পাতশার হুজুরে আমারে লয়ে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাৎ মিলাইব। রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
—মানসিংহের ভবানন্দের বাটী আগমন

বাদশাহের নিকট মানসিংহ ভবানন্দের সাহায্য-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে 'রাজাই' প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ভবানন্দ মজুন্দার, নাম খুব হুশিয়ার, বাঙ্গালি বামণ এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল, ফতে হইল ইহারি কারণ॥

রাজ্য দিব কহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি, গোলাম কবুলে পার পায়।
স্বদেশে রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়, ফরমান ফরমাহ তার॥
—পাতশাহের নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

অতঃপর নানারূপ আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক নিগ্রহের পর ভবানন্দ রাজত্বলাভ করিয়াছিলেন।

মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান। খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়। বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
—ভবানন্দে পাতশাহের বিনয়

নাগরা নিশান ঘড়ি সংযোগ করিয়া। কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥
লিখাইয়া পাঞ্জা ফরমানের নকল। নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥
ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল। ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল॥
—ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি

ফরমান যত সব সনন্দ লিখিয়া। মফঃসলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া॥
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম। ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম॥
—মজুন্দারের রাজ্য

ভবানন্দ-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা লইয়া ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। মানসিংহকে সাহায্য করার প্রসঙ্গে তাঁহার মত -

"এই অভিযোগে ভবানন্দ বেচারীর প্রেতাত্মাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নাট্যকারও [১১] ভবানন্দের লাঞ্ছনাব ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় নদীয়া কাহিনী লিখিতে বসিয়া ঐ প্রচলিত কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র [১২]।"

অন্যত্র ['প্রতাপাদিত্যের কথা' (ভারতবর্ষ। ফাল্গুন, ১৩৩৯ সাল)] তিনি এই কথারই সমর্থন করিয়াছিলেন। এই ভিত্তিহীন অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি একাধিক কারণ দর্শাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা-কামী বীর ছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মোগলের অনুগত ছিলেন। তাঁহার সহিত মোগলগণের অবিশ্রাম যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাস সমর্থন করে না [১৩]।

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপাদিত্যের পতন মানসিংহের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। সিতাব খাঁ উপাধিক মির্জা নাথন-[১৬৬৪ খ্রীঃ]-এর 'বাহার-ই-স্তান-ই ঘয়বী'-র আবিষ্কারে এই কথা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-তেও মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের বন্ধুতার কথা পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল ইসলাম খাঁর আমলে সুবেদার ইসলাম খাঁকে সাহায্য না করার জন্য। এই অভিযানের যাত্রা-পথ ছিল জলপথ, ভবানন্দের জমিদারীর উপর দিয়া দক্ষিণে। যদিচ বাহার-ই-স্তানের বিস্তৃত বিবৃতিতে ভবানন্দ মজুন্দারের নামগন্ধ নাই, তথাপি অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই অভিযানে সম্ভবতঃ ভবানন্দ সাহায্য করিয়া থাকিবেন। চতুর্থতঃ কৃষ্ণনগর রাজবংশের জমিদারীর মূল দলিল দুইখানি। প্রথমখানি ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের [জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ] ফরমান [১৪]। দ্বিতীয়খানির সময় ১০২২ হিজরী = ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র রায় তদ্‌রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ' [সংবৎ ১৯৩২] নামক গ্রন্থে প্রথম দলিলটিকে অস্পষ্ট ও অপাঠযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই মত অভ্রান্ত নহে। উভয় দলিলই অক্ষত ও সুস্পষ্ট। প্রথম দলিল হইতে জানা যায় যে, ভবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই বাগোয়ান, মার্টিয়ারী এবং নদীয়া—এই পরগণা-ত্রয়ের অধিকারী ছিলেন। মানসিংহের অনুরোধে বার্ষিক ১২,০০০৲ টাকা রাজস্বে মহৎপুর নামক পরগণার অধিকারও তিনি পাইয়াছিলেন। ভবানন্দ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বসন্ত ও দুর্গাদাস-[১৫]-কে দিল্লী প্রেরণ করিয়া উক্ত ফরমান আনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ফরমানখানিতে পূর্ব্বোক্ত পরগণাচতুষ্টয়ের উপর আরও সাতটি পরগণার অধিকার তাঁহাকে প্রদান করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত ফরমানদ্বয়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল সম্রাটগণকে সাহায্য করার কোন কাহিনীই পাওয়া যায় না। ডাঃ ভট্টশালী উক্ত ফরমান দুইটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন [১৬]।

রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' নামক গ্রন্থে প্রতাপা-দিত্য-শাসনের বিবৃতি একটু অন্যরূপ। ঢাকার নবাব প্রতাপাদিত্যকে ধরিবার জন্য মানসিংহকে আদেশ দেন। মানসিংহ বঙ্গাধিপের নিকট হইতে ভবানন্দকে

চাহিয়া লইয়া নয় লক্ষ সৈন্য সমেত যাত্রা করেন। মানসিংহ প্রথমে যশোহরে যান ও পরে বর্দ্ধমান আসেন। তখন বীরসিংহের পুত্র ধীরসিংহ বর্দ্ধমানের রাজা। অতঃপর মানসিংহ প্রতাপ দমন করিয়া ঢাকায় প্রস্থান করেন। পরে মানসিংহের সুপারিশে জাহাঙ্গীর শাহ্‌ বাহাদুরের নিকট হইতে ভবানন্দ বাগোয়ান পরগণা জমিদারী লাভ করেন। এই বিবৃতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ ভারতচন্দ্রের কাহিনী অনুসারে প্রতাপাদিত্যকে ধরিবার আদেশ দেন জাহাঙ্গীর এবং ভবানন্দ পরে মানসিংহের 'কানগোই-ভার' প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয়তঃ বর্দ্ধমান রাজপরিবারে বীরসিংহ ও ধীরসিংহের নাম পাওয়া যায় না [দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৫ (টীকা নং ১৭) ও ৯৫]। তৃতীয়তঃ কাহিনীতেও বহুশঃ ঐতিহাসিক সত্য খণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাহিনীতে দেখিতে পাই যে, প্রতাপাদিত্যকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রাকালীন বারাণসীতে বন্দীর মৃত্যু ঘটিলে ঘৃতভর্জ্জিত প্রতাপাদিত্যের দেহ বাদশাহের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এই বিষয়েও সন্দেহ বর্ত্তমান। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌'-[১৭]-এ দেখিতে পাই যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনে আসিয়া বাঙ্গালার চাপড়া-গ্রামে আস্তানা গাড়িলে ভবানন্দের সাহায্য পান ও পরে রাজাকে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়া ভবানন্দের সহিত দিল্লীর দিকে রওয়ানা হন। পথে বারাণসীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়—

> "অথ প্রতাপাদিত্যবলং স্বল্পাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজুন্দারেণ সহ মন্ত্রয়িত্বা মানসিংহো বহুবিধ বহুকরিতুরগগণসংকীর্ণ একদৈব সহস্র সহস্র তুরগাদিভিরুপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধ্বা লৌহময়পিঞ্জরে নিক্ষিপ্য পুনর্বিন্দ্রপ্রস্থং যবনাধিপং নিবেদিতুং চলিতঃ। অথ বদ্ধস্য পথি গচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ।"

এচ্‌. জি. রেনে 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত'-এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন উক্ত গ্রন্থ হইতেই—

> "The Muhammadan Historians do not even mention the the Raja by name. The *Siyar-ul-Mutakkkharin,* however, mentions one as Pratap Rudra, which is evidently a misspelling of Pratapaditya. This prince was defeated in a

battle by Raja Man Sing. The only written history of Pratapaditya is in the *Khitica Charita*, a Sanscrit History of the Kings of Krishnagar. . . . Bharatachandra, author of the *Vidya Sundara*, has evidently taken his history from the Sanscrit work, as the very epithets of Pratapaditya used in the Sanscrit work, are repeated in the poem. Pratapaditya was a powerful prince. This Maharajah Pratapaditya became so powerful as to exercise sway over all the Rajas of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great success induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul. . . . Finally the Maharajah Pratapaditya surrendered himself as a prisoner, and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way [১৮]."

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এ [১৯] একই কাহিনীর উপন্যাস-রূপ দেওয়া হইয়াছে, উপরন্তু একটি অঙ্গহীন লৌহপিঞ্জরের প্রতিকৃতিও সংযুক্ত হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা ইহার অঙ্গহানিত্বের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ফরীদপুর হইতে আনীত একটি লৌহপিঞ্জরের প্রতিরূপও দেওয়া গেল। আদর্শের একটি হাত অভাব ছিল বলিয়া চিত্রেও সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল।"

কিন্তু লক্ষণীয়, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে এইরূপ কোন পিঞ্জর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

মোট কথা দেখা যাইতেছে, মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্য-দমন ও লৌহ-পিঞ্জরের উল্লেখ সকলেই করিয়াছেন। কিন্তু 'বাহারিস্তান-ই-ঘয়বী'-[২০]-তে ইহার কোনটিরই সমর্থন পাই না। এই প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়—

"During the first three years of Jahangir's reign (1605-1608), the imperial authority was so much harrassed by the Afghans and their Zamindar allies that the prestige of the Mughal Government in Bengal was driven to a very precarious existence. Raja Man Singh, who was appointed Governor of Bengal in 1605, had to be replaced in 1606 by Qutbu'd-Din Khan Kuka, who was killed in an encounter with Shir Afghan next year. He was succeeded by Jahangir Quli Khan, an

old man of decripit health, who succumbed to the enervating climate of the country after a short time of the assumption of his office. . . . Jahangir then thought of entrusting the task of bringing these refractory people of Bengal to an energetic and strong officer who would be equal to the situation and fortunately he found in Islam Khan the requisite qualifications for such an arduous and responsible work. Inspite of serious misgivings in the court circle for his being too young for that responsible office, Jahangir appointed Islam Khan to the Governorship of Bengal and specially charged him to cope with the confusing state of things. Later on we find that his appointment was fully justified.

Of the most important facts of the history of Bengal which the *Baharistan* places before us, the careers of Raja Pratapaditya of Jessore and of Musa Khan and Usman, the two leading chiefs of Eastern Bengal, deserve our very careful study in the light of these new materials. Before the discovery of the *Baharistan* the history of Raja Pratapaditya was overshadowed by many myths and legends and fantastic stories were told concerning his struggle against the Mughals and his death at the hands of the victors. Westland, relying on local traditions, says in his 'Report on Jessore,' that Raja Pratapaditya was subdued by Raja Man Singh during the reign of Akbar and 'he conveyed him in an iron cage towards Delhi. The prisoner, however, died on the way at Benares.' The local patriots also ascribe many wonderful achievements to the Raja as the leader of the Bengal chiefs' struggle for independence; and he has been idolised in Bengali literature as the hero of Bengal's fight for freedom from the foreign yoke. But the verdict of history is quite opposed to them. Among the Bengal Zamindars Pratapaditya was first to send his envoy and his younger son Sangramaditya to Islam Khan at Rajmahal with a large *'peshkash'* or gift to win the favour of the Mughals. When Islam Khan marched from Rajmahal and reached a place on the bank of the river Atrayi, opposite the thana of Shahpur, Pratapaditya came to meet the *Subahdar*, paid his respects

and promised that he would personally proceed with his army and fleet to help the Mughals in their expedition against the chiefs of Bhati or Eastern Bengal. When this covenant was made, Islam Khan allowed him to remain in possession of his own territory and promised the *Jagir* of two other parganas after the expedition to Bhati was over. But when the time for the compliance of this covenant arrived, Pratapaditya proved false to his word and did not send any help to the Mughals. Later on, when the Raja saw the Mughals triumphant over the chiefs of Bhati, he made an attempt to pacify the *Subahdar* by sending his son Sangramaditya with a present of eighty boats and prayed for mercy for his past conduct. But the Raja was too late in realising his errors. Islam Khan, who was a man of very stern stuff and extremely shrewd, could see through the duplicity of the Raja and he was determined to punish him for his breach of promise. He ordered the Inspector of Buildings to break the boats of Pratapaditya by loading timbers, bricks and stones in them and sent a strong expeditionary force under Ghiyas Khan to take possession of Jessore. After some resistance the Raja was compelled to surrender to the Mughals and his territory annexed [২১]."

প্রতাপাদিত্য-অভিযানে ঘিয়াস্ খাঁয়ের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন মির্জ্জা নাথন [ওরফে আলাউদ্দীন ইস্ফাহানী 'তখল্লুস' ঘয়বী (অদৃশ্য)]। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই অভিযানের যাত্রাপথ ছিল জলপথ এবং যুদ্ধও বেশীর ভাগ জলের উপর হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য প্রথমে সালকা-[সালিখা-থানা]-তে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগলদিগের বাধা দেন কিন্তু বিফলকাম হইয়া পলায়ন করেন। পরে প্রতাপাদিত্য ছল করিয়া মির্জ্জা নাথনের নিকট শান্তির প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থকাম হন। প্রতাপাদিত্য শত্রুদমনের জন্য ভাগীরথী নদী ও কগরঘাটা খালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগলদিগকে বাধা দেন। বহু আয়াসের পর নাথন ঐ দুর্গ অধিকার করেন। পরে প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন এবং ঘিয়াস খাঁ ও মির্জ্জা নাথনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সম্মান ও উপঢৌকনের সহিত অভ্যর্থিত হন। ঘিয়াস খাঁ-ই তাঁহাকে জাহাঙ্গীর নগরে-[ঢাকা]-তে লইয়া

যান এবং সুবেদার ইসলাম খাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ইসলাম খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া যশোহরের রাজ্যভার ঘিয়াস খাঁকে অর্পণ করেন [২২]।

মোগলদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রতাপাদিত্য করেন নাই, করিয়াছিলেন ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র মুশা খাঁ এবং আফগান নেতা উসমান খাজা। প্রতাপাদিত্যের কাহিনীর উপর দেশভক্তির যে-আলোকসম্পাত করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই পরবর্ত্তী কালের।

---

১ কাফী খাঁর বিবরণী [Elliot. Vol. vii].

২-৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্রের যুগ [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩২১ সাল। পৃঃ ২৭৩-৮৫]। এই প্রসঙ্গে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' দ্রষ্টব্য।

Major J. H. Tull Walsh—A History of Murshidabad District [(1902), P. 131-49].

Purna Ch. Majumdar—Musnud of Murshidabad [Omorganj 1905, P. 21-31].

৪ 'সয়র-উল-মুতাক্ষরীণ-[২য় খণ্ড। পৃঃ ২৭]-এ তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আলিবর্দ্দীর রাজস্ব বিভাগের বড় কর্ম্মচারী'—প্রমথ চৌধুরী।

৫ গ্রন্থের শেষাংশেও ['রাজার অন্নদার সহিত কথা'] আছে—'শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥ আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে। নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥'।

৬ প্রাচীনকালে সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি পদ ভূম্যাধিকারের বিস্তৃতি ও রাজসভায় প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিত। এই সকল সামন্ত আইনতঃ রাজশাসনাধীন থাকিলেও কার্য্যতঃ স্বরাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবশালী ছিলেন। বপ্পঘোষবাটলিপিতে সামন্ততন্ত্রের নিদর্শন মিলে। ইহাতে দেখা যায় যে, নারায়ণ ভদ্র ঔদম্বরিক-['আইন-ই-আকবরী'-র উদুম্বর পরগণা = বর্ত্তমান বীরভূম-মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ]-বিষয়ে জয়নাগের শাসনাধীনে সামন্তরাজ ছিলেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত একাধিক ভূদান-লিপিতে পাওয়া যাইতে পারে।

৭ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. P. 146].

৮-১০ কান্যকুব্জাগত [দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা মতে ৯৯৪ শকে = ১০৭২ খৃীঃ] কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ প্রতাপাদিত্যের বংশের আদিপুরুষ। বিরাটগুহ > নারায়ণ > দশরথ > ভরত > পীতাম্বর > সাঞি > তপন > শঙ্কর > অশ্বপতি (বা আশ) > গজপতি > ছকড়ি > রামচন্দ্র গুহ নিয়োগী > ভবানন্দ গুহ মজুমদার-[> 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিক শ্রীহরি (বা শ্রীহর্ষ) > প্রতাপাদিত্য গুহ রায় > উদয়াদিত্যাদি একাদশ পুত্র]-গুণানন্দ [> 'বসন্তরায়' উপাধিক জানকীবল্লভ > রাঘব (ওরফে রাজা বা কচু রায়) আদি চার পুত্র]। ইঁহারা বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ, আদি বাস পূর্ব্ববঙ্গে বাক্‌লা নগর। রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রথমে সপ্তগ্রামে এবং পরে গৌড়ে বসবাস ও সরকারী কর্ম্ম করেন। দায়ুদ খাঁর পতনের পর (১৫৭৬ খৃীঃ) শ্রীহরির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সুন্দর বন অঞ্চলে ১৫৮৪ খৃীষ্টাব্দে যশোহর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের প্রথম ফরমান শ্রীহরি

ও জানকীবল্লভ রাজা টোডরমল্লের সাহায্যে প্রাপ্ত হন, রাজপদবীর দ্বিতীয় ফরমান প্রতাপাদিত্য কৌশলে শ্রীহরি-জানকীবল্লভের অনুপস্থিতিতে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। প্রতাপাদিত্য কর্তৃক জানকীবল্লভ নিহত হইলে তদীয় পুত্র রাঘব (=কচু) রায়কে জানকীবল্লভের জামাতা রূপরাম (বা রূপনারায়ণ) বসু সঙ্গে লইয়া প্রথমে হিজলী কাঁথীর অধিপতি ইশা খাঁ মছন্দরীর আশ্রয়ে থাকেন এবং পরে জাহাঙ্গীরের সমীপে গিয়া অভিযোগ করেন। সরশুনাতে রাজা বসন্ত রায়ের বাস্তুভিটার ও সুন্দরবনাঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ও বহু নূতন জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।' [রজনীকান্ত চক্রবর্তী—গৌড়ের ইতিহাস (১ম সং। ২য় খণ্ড। ১৯০৯ খ্রীঃ। পৃঃ ২৭৭-৮২)। সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী—বঙ্গীয় সমাজ (১৩০৬ সাল। ২য় খণ্ড। ১-৫ অধ্যায়। পৃঃ ১৩৫-৮৫)। নগেন্দ্রনাথ বসু—কায়স্থ বর্ণনির্ণয় (১৩১১ সাল। পৃঃ ৶০, ১৪৯-৫২)। রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (শ্রীরামপুর। ১০৮১ খ্রীঃ)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—বঙ্গাধিপ পরাজয় (১ম খণ্ড, ১৮৬৯ খ্রীঃ। ২য় খণ্ড, ১৮৮৪ খ্রীঃ)। 'সরশুনার স্মৃতি' ও 'বড়িশার সাবর্ণচৌধুরী পাড়া' (কালপেঁচার বঙ্গদর্শন। যুগান্তর, ১২।২।; ২১।২।১৯৫৩)। নিখিলনাথ রায়—প্রতাপাদিত্য (কলিকাতা। ১৩১৩ সাল=১৯০৬ খ্রীঃ)। H. Beveridge—Were the Sundarbans Inhabited in Ancient Times (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I, No. 2, 1876)].

১১ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—বঙ্গের প্রতাপাদিত্য ['ঐতিহাসিক নাটক'। ৪র্থ সং। কলিকাতা, ১৩১৬ সাল। 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত]।

১২-১৩ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[কৃষ্ণনগর। একবিংশ অধিবেশন]-এর ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ [প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৫ সাল। পৃঃ ৫৫]।

১৪ এই সনন্দে ভবানন্দকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। 'অনন্তরম্ যবনাধিপো মানসিংহেন মন্ত্রয়িত্বা মজুমুন্দারায় অভিলষিতং রাজ্যং দাতুমঙ্গীচকার, তৎপ্রেষিতম্ পত্রার্থম্ রাজেতি প্রসিদ্ধখ্যাতিং চ সাক্ষরেণ অনুমোদয়ামাস'। [ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্। বার্লিন ১৮৫২ খ্রীঃ]।

অনেকে অবশ্য [D. Roychowdhury—Maharaja Pratapaditya, the Last Independent King of Bengal (Amrita Bazar Patrika. Puja Number 1948, pp. 151f.)] ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ (বার্লিন, ১৮৫২) আদি গ্রন্থের বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া 'বাহার-ই-স্তান'-এর প্রামাণিকতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ-ভবানন্দ কাহিনীর পরস্পর সামঞ্জস্যহীন একাধিক বিবৃতি প্রামাণিকতাকে স্বভাবতঃই লঘু করিয়া দেয়। তদ্ব্যতীত পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকগণ প্রচলিত কাহিনীকে বরাবরই অস্বীকার করিয়াছেন।

১৫ ইঁহাদিগের পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অন্যত্র প্রদত্ত [সুধীন্দ্রচন্দ্র মৌলিক—নদীয়ার ইতিহাস ('হোমশিখা'। কৃষ্ণনগর। ১ম বর্ষ। ১ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৩৫৯-৬০ সাল)। কৃষ্ণনগর রাজবংশের তালিকাটিও প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়ঃ—ভট্টনারায়ণ—কাশীনাথ > শ্রীরাম > ভবানন্দ > শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল, গোবিন্দ। গোপাল > নরেন্দ্র, রামেশ্বর, রাঘব > রুদ্র, প্রতাপনারায়ণ। রুদ্র > রামচন্দ্র, রামজীবন (১মা পত্নী); রামকৃষ্ণ (২য়া পত্নী)। রামজীবন > (১মা পত্নী) রাজারাম, কৃষ্ণরাম; (২য়া পত্নী) রঘুরাম [মৃত্যু ১৭২৮

খ্রীঃ] ; (৩য়া পত্নী) রামগোপাল। রঘুরাম > কৃষ্ণচন্দ্র [রাজত্ব ১৭২৮-৮২ খ্রীঃ] > শিবচন্দ্র [১৭৮০-৮৮ খ্রীঃ] > ঈশ্বরচন্দ্র [১৭৮৮-১৮০২ খ্রীঃ] > গিরীশচন্দ্র [১৮০২-৪১ খ্রীঃ। দুই পত্নী] > শ্রীশচন্দ্র [দত্তক। গিরীশচন্দ্রের মাতুলপুত্রের পুত্র। ১৮৪১-৫৬ খ্রীঃ] > সতীশচন্দ্র [১৮৫৭-৭০ খ্রীঃ। দুই পত্নী। > ক্ষিতীশচন্দ্র [দত্তক। নদীয়া আড়পাড়া-বাসী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম ১৮৬৮ খ্রীঃ] > ক্ষৌণীশচন্দ্র > সৌরীশচন্দ্র [বর্ত্তমান কুমার] > সৌমীশচন্দ্র। অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত বংশতালিকা এবং মৎ-প্রদত্ত কৃষ্ণনগর রাজবংশের তালিকা-[পৃঃ ৩১]-র সহিত এই তালিকাটির পার্থক্য আছে। উপরন্তু, উক্ত প্রবন্ধ-[১ম বর্ষ। ৩য় সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১৩০]-এ দেবানন্দপুরে ভারতচন্দ্র [১৭০৭-৫৭ খ্রীঃ] স্বীয় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পুনশ্চ, ভারতচন্দ্রের বংশধর রামধন রায় কবির প্রপৌত্র বলিয়া অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছেন [দ্রষ্টব্যঃ মৎকৃত বংশলতা (পৃঃ ১৬) এবং সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১০৪২)]। কবির পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কুলগত পদবী 'চক্রবর্ত্তী' [দ্রষ্টব্যঃ কবি-জীবনী (পৃঃ ২৬। টীকা নং ২৩) এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃত জীবনবৃত্তান্ত (১২৬২ সাল। পৃঃ ৩২)]।

১৬ নলিনীকান্ত ভট্টশালী—নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা [প্রবাসী। বৈশাখ, ১৩৪৫ সাল। পৃঃ ৫৫-৫৬]। ভবানন্দের জমীদারীর অধিকাংশ ভূখণ্ড [নদীয়া, মহৎপুর, মাবুপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাসিমপুর প্রভৃতি] গঙ্গাতীরে অবস্থিত। 'রাজ্যলোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্য পাই', ভবানন্দের 'এই মনস্কাম' পূর্ণ হইয়াছিল

১৭ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ [বার্লিন। ১৮৫২ খ্রীঃ। ৪র্থ পরিচ্ছেদ]।

১৮ Proceedings of the Asiatic Society [Dec 1868 Vide Mr H J. Rainey's paper on 'Sunderban']

Rev. J Long—History of Rajah Pratapaditya (1852)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত [রেভাঃ জে লং-এর আদেশে গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। শক ১৭৭৯ - ১৮৫৭ খ্রীঃ]।

১৯ 'দ্বিতীয় খণ্ড। কলিকাতা যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শকাব্দা ১৮০৬'। 'চিত্র পরিচয়' অংশে লৌহপিঞ্জরের প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

২০-২২ *Baharistan i Ghaybi* [(Translated by M I Borah and published by Govt of Assam in 1936 in two Vols) Introduction (P xiv xv, xvi-xvii), Vol I—Book I Ch 1, 4, 5 & 10 (P 126-30, 131-35, 137, 143)]

প্রতাপাদিত্য কাহিনী-যে কল্পনারঞ্জিত, রাম রাম বসুর বিবৃতি-[রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র (১৮০১ খ্রীঃ, পৃঃ ১-২)]-তেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—'সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ-পাঙ্গ রূপে সামুদায়িক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃপিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর আর অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।' হরিশ তর্কালঙ্কার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠের জন্য উক্ত গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

॥ ১৭ ॥ ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা

ভারতচন্দ্রের কাব্য খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা-দেশে [হুগলীতে এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে অগস্টস্ হিকি ও গ্ল্যাড্উইন কর্ত্তৃক কলিকাতায়] মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার পর হইতে বাঙ্গালাভাষা সম্পর্কিত যে-সকল ইংরেজী গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের উদ্ধৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নাথানিএল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজীতে লেখা বাঙ্গালা ব্যাকরণ ['A Grammar of the Bengalee Language'—'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদাঙ্গ্রেজী'—হুগলী, ১৭৭৮ খ্রীঃ], হেন্‌রী পিট্স্ ফর্স্টারের অভিধান গ্রন্থ ['A Vocabulary in Two Parts English and Bengalee, and Vice Versa', ১৭৯৯-১৮০২ খ্রীঃ] হেরাসিম লেবেডেফের প্রণীত ব্যাকরণ ['The Grammer of the Pure and Mixed East Indian Dialects,' প্রকাশকাল ১৮০১ খ্রীঃ] প্রভৃতি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসুন্দরের একখানি ইংরেজী গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুবাদটি গৌরদাস বৈরাগী ৫নং রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন [১]। শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রাম-নিবাসী গঙ্গাকিশোর [=গঙ্গাধর?] ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গলের একখানি সচিত্র সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশনী ব্যবসার সূত্রপাত করেন [২]। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশটি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং সেইজন্য কাব্যটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২২৪ সাল-[=১৮১৭-১৮ খ্রীঃ]-এ বিশ্বনাথ দেবের যন্ত্রে 'অন্নদামঙ্গল গ্রন্থান্তঃপাতী বিদ্যাসুন্দর' মুদ্রিত হয়।

"ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছাপা সংস্করণগুলি যে কিরূপ আগ্রহের সহিত লোকে কিনিত, তাহা সেগুলির মূল্য হইতে টের পাওয়া যায়। ১২৬৪ সালের তিনটি সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে ছাপা

বিদ্যাসুন্দর (৬৯ পৃষ্ঠা) মূল্য ছয় পয়সা ; এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেসে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৩২ পৃষ্ঠা) মূল্য আট আনা ; পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৫০ পৃষ্ঠা, দশখানা ছবি) মূল্য এক টাকা। বলা বাহুল্য এই মূল্য যাহাকে বলে 'ফেস্ ভ্যালু' ; আসলে অনেক কমে বিক্রয় হইত। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে রক্ষিত পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন দুইখণ্ডে (১৮৪৭) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার মূল্য ছিল ছয় টাকা [৩]।"

১২৫৮ সাল-[=১৮৫২ খ্রীঃ]-এ মহেন্দ্রনাথ রায় দুইখণ্ডে একটি কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন। পুস্তকটির নাম 'কুসুমাবলী অর্থাৎ বাংলা ভাষার কাব্যসমূহের সার সংগ্রহ'। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। বইটির ইংরেজী পরিচয়পত্রও আছে ['Selections from the Bengalee Poets, Part I & II, compiled for the use of colleges and schools by Mohendro Nauth Roy. Printed at the Sanskrit Press.']। ইহার প্রথমখণ্ডে আছে অন্নদামঙ্গল হইতে অংশবিশেষ [পৃঃ ১-১৭০] এবং গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। দ্বিতীয়খণ্ডে কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, বাসবদত্তা ও অদ্ভুত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃতি আছে। গ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্য হইতেছে—

> "যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধরচনা বিশেষ মাধুর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্র জন কমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগি নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীল বাক্য ও কদর্য্য ভাষা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রসমীপে উচ্চার্য্য নহে। অতএব এই দোষসমূহ নিবারণার্থে প্রচুর যত্ন দ্বারা ঐ সকল অপকৃষ্ট ভাব ও বীভৎস বর্ণনাদি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত কবিদিগের সারভাগ মাত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক প্রস্তুত করা গেল [৪]।"

১২৪০ সাল-[=১৮৩৩ খ্রীঃ]-এ জোড়াসাঁকো কাঁসারীপাড়া নিবাসী রাধা-মোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য নিজ মনোমত টীকাটিপ্পনী সহ প্রকাশ করেন। রাধামোহন সেনের কবিতা-রচনা-বিষয়ে খ্যাতি ছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ একদা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'কলিকাতার জোড়াসাঁকোর শ্রীযুত

রাধামোহন সেন বাঙ্গালাভাষায় কাব্যরচনা বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতি-প্রসিদ্ধ [৫]।' রাধামোহন সেনের গ্রন্থের নাম 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' ['শ্রী হরিঃ॥ শরণং॥ অন্নপূর্ণামঙ্গল গৌড়ীয় ভাষাভাষিত পুস্তক মহাকবি শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কর্ত্তৃক রচিত অনুলিপি হেতুক বহুবিধ অশুদ্ধ সম্প্রতি সংশোধিত হইয়া কলিকাতা নগরে বঙ্গদূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দাঃ ১৭৫৫; সম্বৃত ১৮৯০ বাং ১২৪০ ইং ১৮৩৩']। কিছু নমুনা ['ব্যতিক্রম বিষয়ক'] প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত হইল [৬]।

ক্রম দোষদ্বয় অন্নদার বর্ণনায়। ছন্দোভঙ্গ পদ রাজসভা বর্ণনায়॥
অনুলিপি দ্বারাতে অশুদ্ধ ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে অনেক শোধিত হইয়াছে॥
কোন কোন স্থানে ব্যতিক্রম সম্ভাবনা। পরিবর্ত্তে তথা তথা নূতন রচনা॥
কোতাও বা তুল্য পদ নহিল বিনাশ। তদধঃ শোধিত পদ্য পাইল প্রকাশ॥
নানাস্থানে অগৌরব বচন বিন্যাস। মধ্যে মধ্যে তার বিনিময় উপন্যাস॥
গ্রন্থরূপ উপবনে ভাবরূপ গাছে। ক্বচিত বা দুষ্টনামা ফল ফলিয়াছে॥
আনুপূর্ব্বী যদি স্যাত্ করেন শীলন। বহুপদে দেখিবেন আছে কুমিলন॥
অর্থাতেকাক্ষরি মিল ভাষা পদ্যে হেয়। অন্য অন্য বিষয়ে সামান্য উপমেয়॥
প্রচলিত দ্ব্যক্ষর মিল বুঝি বা সত্তম। স্বরে স্বরে হলে হলে মিলন উত্তম॥
কথিত বিবিধ শব্দ ব্যাপ্ত অগণন। হয় নয় পরীক্ষা করিবা সুধীজন॥
উক্ত তাবতের পত্র পংক্তি অংকগণ। নাহি লিখিলাম অতি বাহুল্য কারণ॥
শ্রীরাধামোহন সেন করয়ে প্রার্থনা। অত্র প্রমাণেতে করিবেন বিবেচনা॥

শ্রীফলের ফল বলা ভাষা মত নয়। এইরূপে বরঞ্চ রচিয়া দিলে হয়॥
মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে আরোপিলা তাতে॥

ইহাই ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম সমালোচনা [৭]। টীকাকার কবি ছিলেন যদিচ কাব্যে কবিত্বের বিশেষ বালাই নাই বলিলেই হয়।

পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল'-এ [১৭২৮ শক=১২১৩ সাল=১৮০৬-০৭ খ্রীঃ]। ভারতচন্দ্রের উল্লেখ আছে—'অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল।' ছন্দে ও ভাবে ভারতচন্দ্রের অনুবর্ত্তন আছে [৮]। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই

'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-র রচয়িতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন [৯]। দুর্গাদাস রচিত 'গঙ্গামঙ্গল'-এ বহুশঃ ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ ছন্দে। যথা,—

নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গোষ্ঠীপতি পতি যাঁরে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আত্মারাম, মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে [১০]॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার [১৮১৬-৫৮ খ্রীঃ] রচিত 'বাসবদত্তা' [১৭৫৮ শক= ১৮৩৬-৩৭ খ্রীঃ] কাব্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি ভারতচন্দ্রের ন্যায় 'রস-তরঙ্গিণী' নামে একটি অলঙ্কার গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। বাসবদত্তা ভারত-চন্দ্রের কাব্যের ন্যায় গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কাব্যটির বিষয় বিভাগের নাম হইল 'পদবিভাগ', পরিচ্ছেদ বিভাগ নহে। প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমে গণেশাদি দেববন্দনার পর গ্রন্থোপক্রমণিকা সুরু হইয়াছে। সংস্কৃত, ব্রজবুলি, পশ্চিমা হিন্দীতে পদরচনা ও বিবিধ ছন্দঃপ্রয়োগ ভারতচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছু নমুনা দেওয়া হইল—

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী, কূজতি ভৃশমনুবারং।
বিকসতি কুসুমং, রৌতি চ বিষমং, কলকলমলিপরিবারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনীজালং।
কুমুদকলাপে, বিহিতবিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিতশোকে, কূজতি কোকে, হৃষ্যতি বিগতবিকারং।
সকলকিশোরী, তৃষিতচকোরী, রোদিতি সকরুণতারং॥
শ্রীকবিমদনো, ধৃতহরিচরণো, রচয়তি রহিতবিষাদং।
বিহিতসুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং, নৃপসুত স্মর হরিপাদং॥

—প্রভাত বর্ণন [রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা]

এতেক চিক্কণ চিকুর জাল। তাঁহাতে গাঁথনি মুকুতা মাল॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা। বেড়িয়া বিলসে বকুল মালা॥
খেদেতে ক্ষুবধ হেরি খোঁপায়। রাগিণী নাগিনী রাগে ফোঁপায়॥

—কামিনীর শয্যা [একাবলী ছন্দ]

সন্ধ্যা সহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা। নৃপগণে করিতে আইল স্বয়ম্বরা॥

প্রীত নৃপতির প্রীত করিয়া সংপ্রীতি। নিশিযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি॥
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপতি। নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রীত হইল বিস্মৃতি॥
কেবল করিয়া সার আশার আসার। নিদ্রার পসার নিশি করিল অসার॥
—আশা [পয়ার ছন্দ]

আইল নৃপবালিকা। বাজিল কর তালিকা॥
দোলত ফুল মালিকা। সা মনসিজনালিকা॥

হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুম্ভকলসে কৃতকসনা॥
স্মর-অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥

পিরীতে নাহি সুখ-ফোট্টা। শেষটা প্রাণের পরে চোট্টা॥
দেখেছ যেবা সুখ, সে সব পেটে ভুখ, শেষ মেনে কেবল দুঃখ মোট্টা।
এরূপে দিন দুটো, যে কিছু মজা লুটো, পরে এক সার ফুটো লোট্টা॥
—[বিবিধ ছন্দঃ-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত]

পরাণ বঁধু, চল চল হে। আবাব আঁখি কেন ছল ছল হে॥
যদি এ মৃতদেহে, মিলন হল দোঁহে, ব্যাজ কি আর সহে, বল বল হে॥
মদন বলে বটে, এ ঘোব বন বাটে, আসি বিপদ ঘটে, পল পল হে॥
—[সঙ্গীত]

ভবাচরণ দাসেব 'মন্মথ কাব্য' [১১] ভারতচন্দ্রের অনুসরণে রচিত। কবি ভারতচন্দ্রের অনুসরণে নানারূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যটি আদিরসবহুল। খ্রীষ্টীয অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতেই বিবিধ লৌকিক কাহিনী রচিত হইতে থাকে। ইহাতে হিন্দী ও ফারসীর প্রভাব অল্প ছিল না। ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই শতাব্দীতে নদীয়া শান্তিপুব অঞ্চলে যে 'খেঁড়ু' বা 'খেউড়' সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্য সেই হেমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিয়াছিল ['নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥']। এই খেউড় সঙ্গীত পরে চুঁচুড়া হইয়া কলিকাতায় আসে। নিধুবাবু [=রামনিধি গুপ্ত] ইহার সংস্কার করিয়া আখড়াই ও হাফ্ আখড়াই গানে রূপান্তরিত

করেন। কবিগানও ভারতচন্দ্রের কাব্যভাগীরথীর শাখা বিশেষ। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের 'গৌরীবিলাস' অংশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বর্ত্তমান—

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিমি, বাজয়ে টিমিটিমি, ঘোর ঘোষণ ঝঙ্কা॥
তা থই থই থই, নাচয়ে ধেই ধেই, মারই ... রঙ্কা॥
সাজয়ে সব দল, কুলুকুল কলকল, ঘনরোল মা কুরু শঙ্কা [১২]॥

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-৫৯ খৃীঃ] কবির আদর্শ ছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। গুপ্তকবি রায়গুণাকরের কাব্যের ব্যঙ্গরসকে বিশেষ করিয়া আস্বাদ করিয়াছিলেন। কবির প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। 'কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' [১২৬২ সাল = ১৮৫৫ খৃীঃ] নামক গ্রন্থপ্রকাশ ইহার প্রমাণস্বরূপ। ভারতচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও গুপ্তকবির আসন বাঙ্গালাসাহিত্যে স্বতন্ত্র। ঈশ্বরচন্দ্রের 'ইয়ারকী' টুকু বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেকখানিই কম পড়িয়া যায়।)

"গুপ্ত কবির রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব দৃষ্ট হয় ছন্দের বৈচিত্র্যে নয়, শব্দালঙ্কার, শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাসাদির ঘটায়। গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন আদর্শরূপে। ভাষার পারিপাট্যসাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য কিন্তু শ্লেষ যমক অনুপ্রাসের ভাষা অনেকস্থলে অপরিচ্ছন্ন। ভারতচন্দ্রও শ্লেষ যমক অনুপ্রাস প্রয়োগ করিতেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত সুবিবেচিত প্রয়োগ, কলাসৃষ্টির অনুকূল। গুপ্ত কবি এবিষয়ে দাশুরায় ইত্যাদি পাঁচালীকারদের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। পাঁচালীকাররা শ্লেষ যমক অনুপ্রাসের প্রয়োগকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন। তাঁহাদের অন্য কোন সম্বল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বল ঢের বেশী ছিল। তিনি কেন যে পাঁচালীকারদের রীতি অনুসরণ করিতেন তাহা বুঝা যায় না। ভারতচন্দ্রের রচনায় অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার অভাব শব্দালঙ্কার দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। স্থূল কথা ঈশ্বরচন্দ্র 'রিয়েলিস্ট' এবং 'স্যাটায়ারিস্ট' [১৩]।"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতচন্দ্রের 'অচক্ষু সর্ব্বত্র চান' ইত্যাদি [গীতারম্ভ—অন্নদা-মঙ্গল] কাব্যাংশটির তুলনায় গুপ্তকবির অত্রোদ্ধৃতিটি লওয়া যাইতে পারে। কবি নিরাকারকে সাকার হইতে আবেদন জানাইয়াছেন—

হায় হায় কব কায় কি ঘটিল জ্বালা। জগতের পিতা হোয়ে তুমি হোলে কালা!
অনুভবে বুঝিলাম তুমি কালা বটে। নতুবা কি আমাদের এত দুঃখ ঘটে॥
চলিবার শক্তি নাকি কিছু নাই আর। বি-পদ হইলে তুমি বিপদ আমার॥
যে শুনিছে সে হাসিছে কারে আর কব। কেমনে বুঝাব আমি কারো নই তব॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম। তুমি হে আমার বাবা,
'হাবা আত্মারাম'॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার। আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর। গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি,
গুপ্ত-ভার হর [১৪]॥

ভারতচন্দ্র রসের যে-ধারাটি বহাইয়াছিলেন, গুপ্ত কবি তাহা হইতে একটি খাল কাটিয়া লইয়াছিলেন। খালের জলের বর্ণ স্বভাবতঃই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, রসও তাই ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকবি শ্রীমধুসূদনের ভারতচন্দ্র কণ্ঠস্থ ছিল। যেখানেই কবি সুবিধা পাইয়াছেন, ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন। কবি 'ঈশ্বরী পাটনী'-কে ভুলেন নাই, 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'-কে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাইয়াছেন, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে রাধিকা-রমণ', 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যে 'দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ' ইত্যাদিতে ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছেন, পুনশ্চ, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে 'শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে' বলিয়া বৃদ্ধ-যুবককে রসস্থ করিয়াছেন। দুর্লভ কাব্যশক্তির অধিকারী শ্রীমধুসূদন বাগ্‌বৈভবে বঙ্গবাণীর বীণাপাণি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য নানা ভাষার শব্দব্যবহারে, শ্রীমধুসূদনের বৈশিষ্ট্য নানা ভাষার সম্পদে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে। নামধাতু প্রয়োগ শ্রীমধুসূদনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতচন্দ্রের 'খেয়াব তনুর তরী', 'কুলুপিল কুলুপ কপাটে'-র পথ ধরিয়াই শ্রীমধুসূদনের 'সান্ত্বনিল', 'বিলম্বিল', 'বিদায়িনু', বিহারীলালের 'ব্যথিয়া নয়ন মন', গিরিশচন্দ্রের 'প্রতি-

'বিশ্বসিতে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'হিল্লোলিছে', 'কল্লোলিয়া', 'অঞ্জলিয়া', 'নূপুরিয়া' চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীমধুসূদনের অমিত্র-ছন্দের অরুণোদয় সূচিত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের পয়ার ছন্দে—

"কার্য্যতঃ তিনি (শ্রীমধুসূদন) তৎকাল প্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশী-দাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র হইতে তিনি ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গীর সমাবেশ সম্বন্ধে বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন [১৫]।"

অমিত্র ছন্দ ইংরেজী ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীতানুপ্রাণিত খাঁটি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দেরই একটি বিশিষ্ট শক্তিমান রূপ: বৈশিষ্ট্য অন্ত্যানুপ্রাসহীনতায় ও ভাবের তারতম্য হিসাবে যতিপতনে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চী কাবেরী' [১৭৯৯ শক=১৮৭৭ খৃঃ] কাব্যগ্রন্থের অত্রোৎকলিত অংশগুলিতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়—[দ্রষ্টব্যঃ 'জগন্নাথ পুরীর বিবরণ', 'ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা', 'সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ', 'বিদ্যাসুন্দরের বিচার']—

ত্যজি জাতি অভিমান, যেখানেতে অন্নপান, একচ্ছত্রে জাতি মাত্রে খায়।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত, শৌচাশৌচ কিছুই না চায়॥

—১ম সর্গ

যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী। বামনেত্র বামজানু স্ফুরিল অমনি॥
মীনমুখে শঙ্খচিল আগে উড়ে যায়। ধবল নকুল এক আগে আগে ধায়॥
ডাহিনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান। চারিদিকে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান॥

....

মনে ভাবে এ পুরুষ অতি সুকুমার। না জানি হইবে কোন রাজার কুমার॥
এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে। কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে॥

....

হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাকছল। স্বজাতির বৃত্তি প্রভু! কেবা ছাড়ে বল॥

—৪র্থ সর্গ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যে ব্যবহৃত পয়ারছন্দে যে-গাঢ়-বন্ধতা দৃষ্ট হয়, তাহা ওজস্বিতা গুণে সমগ্র মঙ্গলকাব্যগুলির তথা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পয়ার ছন্দকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রশস্তিও বহু কবি ।। রাজকৃষ্ণ রায় তদীয় 'বঙ্গভূষণ' কাব্যে [১৮৭৩ খ্রীঃ] 'কবিবর ভারতচ রায়গুণাকর' শীর্ষক এই কবিতাটি রচিয়াছিলেন—

সুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর, সুধামাখা করদানে ধরারে হাসায় ;
তেমতি ভারতচন্দ্র! ভারত ভিতর, বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায়
পূর্ণিমার চন্দ্র সম কাব্য-কর সনে, সুধা বরষিলে যত বঙ্গজনগণে।
বঙ্গ-কবি-চূড়া তুমি বঙ্গের হৃদয়ে ; সর-নীর সুশোভিত পদ্মিনী মতন,
কিম্বা দীপশিখা সম আঁধার আলয়ে, রাখি গেলে, কবি, কাব্য কীর্ত্তি সুরতন!
শুভক্ষণে লেখনীরে ধরেছিলে করে, যে লেখনী সুধাধারে মানব সকলে
ভিজাইল চিরতরে, যথা হিম জলে, প্রকৃতি ভিজায় সদা তরু পরিকরে॥

বিজয়কৃষ্ণ বসুর 'অবকাশগাথা'-[১২৮৩ সাল = ১৮৭৭ খ্রীঃ]-র শেষ কবিতা 'কবিবর ভারতচন্দ্র'। কবিতাটি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় 'কস্যাচিৎ লিখিত' এই উপনামে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'-এর তৃতীয় সংস্করণ-[১৮৭৫ খ্রীঃ]-এর গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকার পরই। পরে উহা কবির নামে 'অবকাশগাথা'-তে সংকলিত হইয়াছিল।

ভারত! ভারতচন্দ্র, চারু নিরমল, অকলংক, পূর্ণকল, সুধা ঢলঢল।
ভাবের কৌমুদী ভাসে, কবিতাকুমুদ হাসে,
চিত-অলি মধু-আশে মধুর ঝঙ্কারে। উছলে পুলকসিন্ধু গভীর হুঙ্কারে।
শুনিয়াছি সত্যযুগে ক্ষীরোদ মন্থনে, নানারত্ন সুধানিধি লভে সুরগণে ;
কিন্তু কহ কবিবর, মথি ভাব রত্নাকর,
কোন মন্ত্রে লভিলা হে সুধার ভারতী ; ধন্য হে কবিতাকুঞ্জ-কুহুকণ্ঠপতি।
শুভক্ষণে কবিরাজ সানন্দিত মনে, ধরিলে মধুর বীণা—সুধার সদনে ;
তব গীতি আলাপনে, বীণা রাখি পদ্মাসনে,
বীণাপাণি বিমোহিতা সম্মোহন তানে, বাণীর না সরে বাণী বিস্মিত বয়ানে।

অভয়া অন্নদা আদ্যা অম্বিকার বরে, গাইলে মঙ্গলগীত শান্তরস ধরে ;
শুদ্ধ শান্তি স্থায়ীভাবে, সরোমাঞ্চ অনুভাবে,
অপূর্ব্ব সরস গাথা করিলে গুম্ফন। যার ভাব পরিমলে মত্ত জগজন।
বড় সাধে গুণাকর কাব্যের কাননে, ফুটালে বিদ্যার নবকুসুম যৌবনে ;
সুন্দর নায়ক ধরি, আদ্যরসে অবতরি,
গাইলে ললিত গাথা সুধার লহরী, কিশোর কিশোরীবৃন্দে মাতোয়ারা করি।
ধন্য কবি! ধন্য ধন্য তোমার লেখনী। বাণী তব কণ্ঠধামে সমুজ্জ্বল মণি।
বান্ধিয়া কবিত্ব সেতু, উড়ায়ে যশের কেতু,
জয়ডঙ্কা দিয়া গেলে ভবনদী পারে ; উর্জলি ভারতীপদ কাব্যরত্নহারে।
তুমি গোপীলতাভৃঙ্গ কাব্য-ব্রজপুরে, তব গুণ্‌গুণ্‌ তানে সদা আঁখি ঝুরে ;
সেই হেতু ভিক্ষা চাই, তব হেন শক্তি পাই,
ধুয়িব কবিতাস্রোতে মুদিয়া নয়ন, হৃদাম্বুজ-প্রতিষ্ঠিত বাণীর চরণ।

কবি-প্রশস্তির অনুরূপ বহু নিদর্শন পাওয়া যায় [১৬]।

ভারতচন্দ্রের প্রভাব কেবল কাব্যের জগতেই পড়ে নাই, নাটগীতির জগতেও বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব সুবিদিত—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রা পদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছিল। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা, দেবলীলার স্থানে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, কমলেকামিনী, নলদময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর মত অপৌরাণিক আদিরসাত্মক আখ্যায়িকা অধিকতর আদরণীয় হইতেছিল। সেই সঙ্গে নাচগানের বাহুল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামির প্রাচুর্য্যও দেখা দিল। গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী এবং রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী প্রভৃতির দলে প্রাচীন যাত্রা-পদ্ধতি অনেকটা অবিকৃত ছিল। মহেশ চক্রবর্ত্তী, বৌ মাষ্টার, ঝোড়ো, উমেশ মিত্র, মদন মাষ্টার, লোকা ধোপা ইত্যাদির দলে নবোদ্ভূত নাটকের প্রভাব আসায় যাত্রার রূপ বিকৃত হইয়া গেল [১৭]।"

হেরাসিম লেবেডেফের উদ্যোগে 'দি ডিসগাইজ্‌' এবং 'লভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নামে যে-নাটক যুগল বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয় [স্থান—২৫নং ডুমতলা (=বর্ত্তমান এজরা স্ট্রীট)। তারিখঃ ২৭-১১-১৭৯৫ খৃঃ ;

২১-৩-১৭৯৬ খ্রীঃ। নাটকযুগল বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।] তাহার প্রথম খানিতে ভারতচন্দ্র-রচিত কয়েকটি সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছিল [১৮]। এই নাটকযুগলের বঙ্গানুবাদ করেন গোলকনাথ দাস, সঙ্গীতগুলিতেও সুর-যোজনা করা হয়। উত্তর কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের নবীনচন্দ্র বসুর স্বগৃহে সর্ব্বপ্রথমে যে-বাঙ্গালা নাটক সখের অভিনেতা-অভিনেত্রী সহযোগে অভিনীত হয় [৬-১০-১৮৩৫ খ্রীঃ] তাহা 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। এই নাটকটি আদৌ মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। এই অভিনয় ব্যাপারে নবীনচন্দ্রের খরচ হয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা, যাহার ফলে তাঁহার ইংরেজটোলার 'খাতাবাড়ী' [বর্ত্তমান মিলিটারী একাউণ্টস্ অফিস বাড়ী] বিক্রীত হয়। নবীনচন্দ্রের বসত বাড়ীর বিভিন্ন অংশ এই নাটকের দৃশ্যপটরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের সার্থক নাটগীতি রূপায়ণ হইয়াছিল গোপাল উড়িয়ার নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাপালাটিতে [১৯]। 'সঙ্গীত সমাজ'-এও এই যাত্রা [পালাটি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য] বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

গোপাল উড়িয়া-[১৮১৯-৫৯ খ্রীঃ]-র আদি নিবাস কটক জেলার জাজপুর গ্রাম, জাতিতে 'করণ', কৃষিজীবী পিতা মুকুন্দের তিন সন্তানের মধ্যে মধ্যম। আঠার-উনিশ বৎসর বয়সে কৃতদার গোপাল কলিকাতায় আসিয়া ফল বিক্রয়ের ব্যবসা সুরু করে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা। রাজধানীতে তখন প্রথম সখের যাত্রা-দল খোলা হইয়াছে, অধিকারী রাধামোহন সরকার। এই দলে মতিলাল গোষ্ঠী, হৃদয়রাম বাড়ুয্যার গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী আদি সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে সখী সাজিতেন। একদা প্রাতঃকালীন মজলিসে চাঁপাকলা-বিক্রেতা গোপালের কণ্ঠস্বরে সুরের আমেজ পাইয়া বিশ্বনাথ মতিলাল হাঁকিলেন—ওরে কে আছিস্ রে, ওর গলাটা 'গান্ধারে' বল্‌ছে, ওকে ডেকে আন! অতঃপর গোপাল পেশা পরিবর্ত্তন করিয়া মাসিক দশ টাকা মাহিনায় রাধামোহনের দলে যোগদান করে; পরে অবশ্য এই মাহিনা পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। যাত্রার দলে যোগদান করিয়া গোপাল ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্রের নিকট তালিম লয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাট-গীতি সংস্করণ ছিল এই যাত্রাদলের পালা এবং এই পালা ব্যাপারে রাধামোহনের

প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই যাত্রার প্রথম আসর হয় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে, পরে হাটখোলার দত্ত বাড়ীতে ও সিমলার আশুতোষ দেব-[ছাতুবাবু]-এর বাড়ীতে। সুশ্রী সুকণ্ঠ গোপাল হীরামালিনী সাজিত। রাধামোহনের লোকান্তরের পর গোপাল দলের অধিকারী হইয়া সখের দলকে পেশাদার দলে রূপান্তরিত করে। শোনা যায়, গোপাল গান বাঁধিতে পারিত। একদা গোপাল ভৈরব হালদার ['বিদ্যাসুন্দর-নাটক' (১৯১৪ খৃীঃ) প্রণেতা ?] নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা কোন কোন পালা ও 'সাট' রচাইয়া লইয়াছিল। সমগ্র বিদ্যাসুন্দর যাত্রাপালাটি উক্ত ব্যক্তির রচিত কিনা এই বিষয়ের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কোন যুক্তি নাই তবে সমস্ত গানগুলি গোপালের নামেই প্রচলিত। দশ বৎসর নিজ দল চালাইয়া নিঃসন্তান গোপাল চল্লিশ বৎসরে মারা যায়। জনশ্রুতি যে, একদা চন্দননগরের গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষের গৃহের আসরে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারার জন্য গৃহস্বামী কর্তৃক ভর্ৎসিত গোপাল দল ছাড়িয়া চলিয়া যায়। গোপালের যাত্রাগান পরে উমেশ মিত্র, ভোলানাথ ও তৎপুত্র গগন দাস, কাশীনাথ, বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যাত্রাওয়ালারা গাহিত [২০]।

এই জাতীয় গীতাভিনয়ের মধ্যে মধু বাড়ুয্যার টপ্পার প্রভাব প্রচুর ছিল। ইহার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল চুঁচুড়া। কলিকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এই গীতাভিনয়ের বিশেষ চলন ছিল। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ঠনঠনিয়ার শিবচন্দ্র লাহার বাড়ীতে গোপালের বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একদা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, গোপাল উড়িয়ার যাত্রাপালার তিনটি 'সাট' ছিল। প্রথমটি ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে, দ্বিতীয়টি ভদ্র-পল্লীতে ও তৃতীয়টি বারোয়ারিতলায় গাহিবার জন্য। তিনখানি সাটের মধ্যে নৈতিক তারতম্য সহজেই অনুমেয়। সেকালে গোপালের যাত্রাগান এত জনপ্রিয় ছিল যে, সাধারণ্যে গোপাল উড়িয়ার যাত্রা 'গোপালস্ ফ্লাইং ভিজিট্' আখ্যা লাভ করিয়াছিল [২১]।

শোনা যায়, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রার তিনটি [বকুলতলা, সন্ন্যাসী, চোর-ধরা] পালা ছিল। পালার প্রারম্ভে কয়েকটি মুদ্রিত গ্রন্থে নকীব, জমাদার, ভিস্তী, মেথর, মেথরাণী প্রভৃতি গীতাভিনয়-সুলভ কয়েকটি চরিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদিগের পাঠগুলি হিন্দী ও কচিৎ পূর্ব্ববঙ্গীয় উপভাষায় বিরচিত।

পালাটির অন্যত্র মুসলমানী, ব্রজবুলি এবং অল্পসংখ্যক ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হস্তলিখিত কোন প্রামাণিক পুঁথি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া পালাটি আদ্যন্ত গীতাত্মক কিংবা গদ্য-পদ্য-গীত সহযোগে বিরচিত এবং পালাটির সঙ্গীতসংখ্যা-নিরূপণ ও রচয়িতানির্দ্ধারণ সহজসাধ্য নহে। তবে পালাটি-যে ভারতচন্দ্রের অনুসরণে এবং কখনও কখনও উদ্ধৃতিযুক্ত কিংবা মূলানুবাদ করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। প্রচলিত গানগুলির মধ্যে কয়েকটি কৈলাস-চন্দ্র বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ও ভৈরবচন্দ্র হালদার [ইনি ফরাসডাঙ্গা-(বোড়াইচণ্ডীতলা)-র বিদ্যাসুন্দর-যাত্রাদলের পালা বাঁধিয়াছিলেন। 'ভাগ্যে এমন হবে জানিলে আগে—' গানটির ভণিতাতে আছে—'দ্বিজ ভৈরব চন্দ্রের এই উক্তি, আর নাই কোন যুক্তি, আদ্যাশক্তি ভাবি মনের বিরাগে।'] কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'-এর কয়েকটি গানও ['আমায় বুঝাও কি সই বল না', 'আহা মরি একি হেরি অপরূপ কাননে', 'কব কি তার রূপের তুলনা', 'কহিব কি প্রাণসখি কহিতে বরিষে আঁখি', 'কায় কব দুঃখের কথা', 'কি শুনালে প্রাণসখি নাগর পড়েছে ধরা', 'কেন বল বিধুমুখি ভাব অকারণ', 'নাগর মনের মত মিলিল ভাল', 'প্রণয় পরম নিধি বিধি যদি না সৃজিত'] এই পালাটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, পালাটির কয়েকটি মুদ্রিত ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য সংস্করণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি—'ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা' [১ম খণ্ড। অঘোরচন্দ্র ঘোষ বিরচিত ও সঙ্কলিত, গোপাল উড়িয়ার সুর ও নানাবিধ চুটকী সুর সম্বলিত এবং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় যন্ত্রে (৩১৯নং চিৎপুর রোড। বটতলা) মাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও যদুনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। ১২৮২ সাল = ১৮৭৫ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ৪৪, গীত ১১৭। মূলতঃ গোপালের গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।], 'নূতন ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা' [৪র্থ খণ্ড। ১ম সং। নন্দলাল রায় প্রণীত ও সঙ্কলিত, গোপাল উড়িয়ার সুর সম্বলিত এবং ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত (১১৭নং চিৎপুর রোড। বটতলা)। ১২৮২ সাল = ১৮৭৫ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ৩৬, গীত ১১৪।], 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা' [১-৫ম খণ্ড। ১ম সং। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও (ভারতচন্দ্র-গোপাল উড়িয়া-কৈলাস বারুই প্রভৃতির গীত) সঙ্কলিত এবং বিদ্যারত্ন যন্ত্রে (২৮৫নং অপার চিৎপুর রোড। গোরা-

বাজার) অরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও পাণ্ডবচরণ দে দ্বারা প্রকাশিত। ১২৮২ সাল = ১৮৭৫ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ১২৬, গীত ৩৪০।], 'গোপাল উড়ের টপ্পা অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান' [হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন প্রেসে (৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট। কলিকাতা) নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৭ সাল = ১৯১০ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ৬০, গীত ৪৩৯। ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সংযুক্ত।], 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়' [নূতন সংস্করণ। গোপাল উড়িয়া কর্ত্তৃক বিরচিত এবং মজুমদার লাইব্রেরী (মজুমদার প্রেস। ১০৬নং আপার চিৎপুর রোড। বটতলা) হইতে নুটবিহারী মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৮ সাল = ১৯১১ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ১২০, গীত ১৭৭। গদ্য-পদ্য-গীত যুক্ত এই পালাটিতে ভারতচন্দ্রের অনুবাদ (যথা, 'ভাটের প্রতি রাজার উক্তি') ও অনুসরণ সুস্পষ্ট।], 'আসল বিদ্যাসুন্দর টপ্পা' [১-৫ম খণ্ড। ৬ষ্ঠ সং। সচিত্র। গোপাল উড়িয়া প্রণীত। ১৩২৩ সাল = ১৯১৬ খ্রীঃ। মোট পৃঃ ৬০, গীত ১৫৫।], 'গোপাল উড়িয়ার যাত্রাপালা' [মহেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৯নং বৃন্দাবন বসাক লেন। কলিকাতা)।]। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় এই গ্রন্থগুলিও নিতান্ত স্বল্পমূল্যে (।০-১৲) বিক্রীত হইত। বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থাদিতেও [সঙ্গীত মুক্তাবলী (১৮৯৪ খ্রীঃ), সঙ্গীত সার সংগ্রহ (১৮৯৯ খ্রীঃ), বাঙ্গালীর গান (১৯০৫ খ্রীঃ), ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বসুমতী প্রকাশিত। ১৪ সং। পরিশিষ্ট), মৎসম্পাদিত 'বিদ্যাসুন্দর-সঙ্গীত সংগ্রহ' (কৃষ্ণনগর। ১৯৫৪ খ্রীঃ)] গোপাল উড়িয়ার গানগুলি পাওয়া যাইতে পারে।

"আজকাল সভ্যসমাজে গোপাল উড়ের গানের কোন আদর নাই। কিন্তু এককালে তাহার গানের আদর কেবল পল্লীসমাজে নয়, নগরের সভ্য-সমাজেও ছিল। এই বাঙালীদের একটা লঘু-তরল রসিকজীবনও ছিল-- 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'। আমরা সে পরিচয় পাই বাংলার পোষ্যপুত্র এই অবাঙালী বাঙালী কবির গানে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানিকে রসের কারিগর গোপাল গানে ঢালাই করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের (বা বর্দ্ধমানের ?) রসের গভীর সরোবর হইতে গোপাল নালী কাটিয়া রসের প্রবাহটিকে বঙ্গদেশময় ছড়াইয়াছে। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরকে ভারতচন্দ্রের গীতানুবাদ বলা যাইতে পারে। গোপাল শুধু পয়ার ত্রিপদী

ছন্দের [illegible] বাংলার নিজস্ব ছন্দেই অনুবাদ করে নাই, ভারত-চন্দ্রের নাগরিক ভাষাকে বাংলার পল্লীর ভাষায় অর্থাৎ বাংলার কৃত্রিম সুখের ভাষাকে বাংলার স্বাভাবিক বুকের ও মুখের ভাষায় অনূদিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস-যমকের কবি ছিলেন, গোপাল তাঁহার অনুপ্রাস যমক দুই-চারিটি গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু নিজস্ব অনুপ্রাস-যমকের নিদর্শন দিয়াছে ভূরি ভূরি। ভারতচন্দ্র বাংলার নিজস্ব চলতি লক্ষ্যাত্মক বাক্য ও বাক্যাঙ্গগুলিকে তাঁহার কাব্যে সন্তর্পণে স্থান দিয়াছিলেন, গোপাল সেগুলিকে বেপরোয়াভাবে দুচোখো চালাইয়াছে। খাঁটি বাংলা ভাষা গোপালের হাতে জোরাল ও রসাল হইয়া উঠিয়াছে। গোপালের ছন্দ প্রধানতঃ ঢামালী, হিল্লোলময়, মাঝে মাঝে চৌপদীও আছে। গোপাল উড়ের গীতিকাব্যের শ্রোতা ও উপভোক্তা বাংলার জাতিধর্ম্মবয়োলিঙ্গ-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণ। গোপাল উড়ে মালিনী চরিত্রের জীবনীশক্তি বহুগুণে বাড়াইয়াছে। গোপাল যেন মালিনীকে লইয়া ঘর করিত বলিয়া মনে হয়। গোপাল নিজে মালিনীর ভাবে যেন আবিষ্ট হইয়াই তাহার কথা লিখিয়াছে। মালিনীর ভূমিকা গোপালকে তাই বেশ সাজিত বা মানাইত। মালিনীর ভাব. ভাষা, রঙ্গভঙ্গী, হাসি, মস্করা সমস্তই গোপাল যেন আয়ত্ত করিয়াছিল। এমন 'রিয়েলিস্টিক' চিত্র প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও বড় দেখা যায় না। গোপাল কালিদাসও পড়ে নাই, ব্রার্ডস্বার্থও পড়ে নাই, গোপালের গানে যথেষ্ট আলঙ্কারিকতা আছে। এই আলঙ্কারিকতার কিছু অংশ 'কন্‌ভেন্‌শনাল', অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোপালের মৌলিকতা আছে। অনেকস্থলে মৌলিকতা সাহিত্যে কিন্তু সমাজ-সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ সম্ভবতঃ সে সময়ে ঐ ধরণের আলঙ্কারিকতা লোকসমাজে ও অলিখিত বাক্যবিন্যাসে প্রচলিত ছিল। সেকালে যমকের জমক পাঁচালী গীতিসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। গোপালের গানে মিলের দৈন্য নাই, মিলের আতিশয্য না হোক্, অনুপ্রাসের আতিশয্য অনেক সময় গোপালের শ্রোতাদের তাক লাগাইয়া দিত [২২]।"

গোপালের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা-গান একদিকে যেমন সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, অপরদিকে অখ্যাতিও কম কুড়ায় নাই।

"বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রাদলে গীত হওয়ার জন্য কতকগুলি ললিত শব্দবহুল কদর্য্যভাবপূর্ণ গান রচিত হইয়াছিল ; এই সকল গানের ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে। ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া এক শিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই গানগুলির রচনাভঙ্গী এতাদৃশ যে, ইহা গাওয়ার সময় নাচাও চলিতে পারে। কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, এই দুই কবি গোপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনেই অতি যোগ্য শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুটকী রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব-বর্ণনা করিবার হাতযশটুকু ছিল। গোপাল উড়ের গানে যে ক্ষিপ্রগতি ও কবিত্ব টের পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যেন ভারতীয় নূপুরশিঞ্জন শোনা যাইতেছে। এককালে এই কবিদের গানে বঙ্গদেশের হাটবাট ছাইয়া পড়িয়াছিল [২৩]।"

গোপাল উড়িয়ার কিছু কাব্যপ্রদর্শনী এইস্থলে প্রদত্ত হইল—

'আহা কি তোর বিবেচনা সোনার দাঁড়ে কাক বসালে'।

'কষটি হলে জানা যায়, সোনার কষ লাগে তায়, ভেড়ার শৃঙ্গে হীরের ধার কতক্ষণ রয়' [২৪]।

'কার বা মাথার উপর মাথা, তোমার কাজে করবে হেলা' [২৫]।

'গা তোল, গা তোল নিশি অবসান। বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপি শাক, গাধার পিঠে বোঝাই দিয়ে রজক যায় বাগান' [২৬]।॥

'জলের লিখন নিশির স্বপন, খলের আপন সে কতক্ষণ, মোল্লার যেমন মুরগী পোষা'।

'তুমি যে পরের সোনা, আগেতে ছিল না জানা, জানতেম যদি পরের সোনা, পরিতেম না কর্ণমূলে'।

'পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে, হাত পোড়ান তপ্ত জলে, হল অরণ্যে রোদন' [২৭]।

'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচানা'।

'লেখাপড়া শিখলি যত, সকল ভস্মে ঢাললি ঘৃত'।

'শালগেরামের শোওয়া বসা বুঝতে পারিনি'।

'শিরে এখন সর্পাঘাত তাগা দিব কোথা'।

গোপাল গান গাহিবার শক্তি লইয়া জন্মিয়াছিল। তাহার নামে প্রচলিত গানগুলি বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আদৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, সাংসারিক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা এমন সুন্দরভাবে সঙ্গীতের রূপ ধরিয়াছে, যাহার আবেদনে সংবেদনশীল চিত্ত সহজেই সাড়া দেয়। অভিনয়ের দিক দিয়া বিদ্যাসুন্দরাদি নাটকে 'সমুদায় বিষয় সঙ্গীত দ্বারা' ব্যক্ত করা হইত এবং 'অপ্রয়োজনার্হ ভন্ডগণ' ভন্ডামি করিত বলিয়া যে-অভিযোগ শোনা যায় [তারাচরণ শীকদার—ভদ্রার্জ্জুন (১৭৭৪ শক=১৮৫২ খৃঃ)। 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।], তাহার জন্য কেবল উপযুক্ত নাটকের অভাবই নহে, দর্শক-সাধারণের রুচি ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শক্তিহীনতাও বহুল পরিমাণে দায়ী।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' [প্রথম সংস্করণ ১৮৫৮ খৃঃ(?)। সচিত্র দ্বিতীয় সং ১৮৬৫ খৃঃ এবং তৃতীয় সং ১৮৭৫ খৃঃ] পাওয়া যায়। নাটকটি আসলে কালিদাস সান্যালের রচিত ; কালিদাস সান্যালের 'বিদ্যাসুন্দর অভিনয়' [বৰ্দ্ধমান, ১৮৮১ খৃঃ] এই নাটকেরই যাত্রা পালা। 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' তিনটি অঙ্কে বিভক্ত, দৃশ্যের নাম প্রস্তাব। ভাষা সহজ, সুরুচিসম্মত এবং ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতিযুক্ত। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালায় উহা একাধিকবার অভিনীত হইয়াছিল।২৮। প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা'-তে ভারতচন্দ্রের ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে -

> "কথিত আছে যে, কোন ধনবানের নিকটে একজন ভাঁড় নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ অভিনব কৌতুক প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হওয়াতে একদিন নূতন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একজন মুটের ঝাঁকাতে বসিয়া প্রফুল্লবদনে প্রভুর নিকট উপনীত হইল। ধনী এই অদ্ভুত ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—একি! ভাঁড় করজোড় করিয়া উত্তর করিল—মহাশয় আজকের এই নূতন! আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে ; অর্থাৎ সকলের আবাল্যপরিজ্ঞাত ভারতচন্দ্ররচিত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, ইতস্ততঃ ঈষৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নাটকের পরিচ্ছেদে 'আজকের এই নূতন' বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতেছি।"

প্রকাশকের [ঈশ্বর চন্দ্র বসু এন্ড কোং। স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। তৃতীয়

সংস্করণ, ১৭৯৭ শক = ১৮৭৫ খ্রীঃ।] 'বিজ্ঞাপন' হইতে জানা যায় যে, নাটকটির প্রথম সংস্করণ জনসাধারণকে বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত হয় নাই—

"প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল এতদ্দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদিগেরই ব্যবহারার্থ ১০০ একশত খণ্ড মাত্র মুদ্রিত করান।"

নাটকটির তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকার পরই 'কস্যচিৎ' [=বিজয়কৃষ্ণ বসু] লিখিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র' নামক কবিতাটি আছে। অসম্ভব নয়, এই নাটকের রচনা কিংবা পরিশোধনেতে বিজয়কৃষ্ণ বসুর কর্তৃত্ব থাকিতে পারে [২৯]। রচনার কিছু নিদর্শন দেওয়া হইল—

'তাদের রাজবংশে জন্মমাত্র, বস্তুতঃ সকলগুলোই পশু।'

—রাজার উক্তি (১।১)

'ইন্দ্রকে সমান ভূপ বীরসিংহ আপহো। সূর্যাকে প্রতাপ হরত আপকে প্রতাপ হো॥ নিরখ সুযশ মহিমা গুণ গঙ্গভাট যো কহে। হোয় সকল সম্পদ ঔর লছমী নিত বঢ় রহে॥' —ভাটের উক্তি (১।১)

'বাসার সুসারে আশারও সুসার হতে পারে।'

—সুন্দরের উক্তি (১।৩)

'বুড়ো হয়ে তোর ঠাট্ বেড়েছে বৈ তো কমেনি! তুই আপন ঠাট-ছলাতেই মত্ত থাকিস্, আমার পূজা হলো বা না হলো তোর তায় বয়ে গেল কি? —বিদ্যার উক্তি (১।৪)

'বাতাসে পাতিয়ে ফাঁদ ধরি গগনের চাঁদ, কি ছার নাগর ধনে ভুলান রমণীমন। কেন বল দেখি বিধুমুখি ভাব অকারণ॥'—হীরার উক্তি (১।৪)

'না ভাই, আর তোমার সোহাগে কাজ নেই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্লে কি হবে বল? তোমাদের ভাব বুঝে ওঠা ভার। এই যে বলে—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

—হীরার উক্তি (১।৪)

'হাঁ, এদেশের এমনই বিচার বটে, উলটে আমিই চোর হলেম। কটাক্ষেতে আমার মনপ্রাণ যে হরণ করলে, সে চোর হলো না, আমিই চোর হলেম: এও মন্দ নয়।' —সুন্দরের উক্তি (২।১)

'এমন সোনার চাঁদ বর এনে দিলেম, কি বুঝে যে রাণীকে জানালে না বোল্‌তে পারি নে; তার সঙ্গে ঘটনা হল না, এখন তোম্‌নি এক দিব্যি সন্ন্যাসী বর মিলে গেছে। দাড়ি তার তোমার বেণী হতেও নাকি বড়, সর্ব্বঙ্গে ছাই মাখা, মাথায় কটা জটা ভার—নাগর মনের মত মিলিল ভাল। কমল মধুকণা, অলি পেলে না, ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকেরি হল॥'

—হীরার উক্তি (২।২)

'বাপু, তোমার মা আমাকে কত ভালবাসতেন, কত যত্ন করতেন, তা বাছা তোমার মাবাপের পুণ্যিতে আমাকে ছেড়ে দাও, আর ও বেটা যেমন কর্ম্ম করেছে ওকে এখুনি অগ্নি শালে দাও গে, তা হল্যে তোমার সুখ্যেতে জগত পুর্ণ হবে।' —হীরার উক্তি (৩।১)

নাটকখানিতে গতিরক্ষার চেষ্টা আছে। বিদ্যার গর্ভ এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি ঘটনা বাদ পড়িয়াছে. বিবাহটা রাজসভাতেই সম্পন্ন হইয়াছে।

উল্লিখিত নাটকের ছায়া অবলম্বনে ভারতভূষণ ভারতেন্দু শ্রীহরিশ্চন্দ্র [১৮৫০-৮৫ খ্রীঃ] [৩০] ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দীভাষাতে একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক রচনা করেন। নাটকটির প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ (হ. সং ৩০) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে [ক্ষত্রিয় পত্রিকা সম্পাদক ম. কু. বাবু রামদীন সিংহ কর্ত্তৃক সংকলিত এবং চ. প্র. সিংহ দ্বারা বাঁকীপুর খড়্গবিলাস যন্ত্রে মুদ্রিত ও বাবু রামরণ সিংহ দ্বারা প্রকাশিত]। নাটকটি তিনটি অঙ্কে বিভক্ত; দৃশ্যের নাম গর্ভাঙ্ক—প্রথমাঙ্কে চারটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি করিয়া মোট দশটি। রাজা, মন্ত্রী, গঙ্গাভাট, হীরামালিনী, ধূমকেতু কোতোয়াল, চৌকিদারগণ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে পাওয়া যায় বিদ্যার সখিদ্বয়, চপলা ও সুলোচনা এবং সুলোচনার আলাপিতা বিমলা। ইহাতে রাগরাগিণীর উল্লেখ সহ নয়খানি গান আছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা-['দ্বিতীয় বারকা উপক্রম' (কাশী। চৈত্র। সং ১৯৩৯=১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ)]-তে নাট্যকার ভারতচন্দ্রের ও পুর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা নাটকটির ঋণ স্বীকার করিয়াছেন—

"বিদ্যাসুন্দর কী কথা বংগ দেশমে' অতি প্রসিদ্ধ হৈ। কহতে হৈ' কি চৌর কবি জো সংস্কৃতমে' চৌরপঞ্চাশিকা কা কবি হৈ বহী সুন্দর হৈ।

কোঈ ইস চৌরপঞ্চাশিকাকো বররুচি কী বনাঈ মানতে হৈঁ। জো কুছ হো, বিদ্যাবতী কী আখ্যায়িকা কা মূল সূত্র বহী চৌরপঞ্চাশিকা হৈ। প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়নে ইস উপাখ্যানকো বংগভাষামেঁ কাব্যস্বরূপমেঁ নির্ম্মাণ কিয়া হৈ ঔর উসকী কবিতা ঐসী উত্তম হৈ কি বংগদেশমেঁ আবালবৃদ্ধবনিতা সব উসকো জানতে হৈঁ। ৩১।। মহারাজ যতীন্দ্রমোদন ঠাকুরনে উসী কাব্যকা অবলম্বন করকে জো বিদ্যাসুন্দর নাটক বনায়া থা উসী কো ছায়া লেকর আজ পন্দরহ বরস হুবে যহ হিন্দী ভাষামেঁ নির্ম্মিত হুবা হৈ। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষাকে নাটকোঁকে ইতিহাসমেঁ যহ চৌথা দুসরা নাটক হৈ। নিবাজকা শকুন্তলা যা ব্রজবাসীদাসকা প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, কাব্য নহীঁ হৈ। ইসসে হিন্দীভাষামেঁ নাটকোঁকী গণনা কী জায় তো মহারাজ রঘুরাজ সিংহ কা আনন্দরঘুনন্দন ঔর মেরে পিতাকা। ৩২। নহুষ নাটক যহী দো প্রাচীন গ্রন্থ ভাষামেঁ বাস্তবিক নাটকাকার মিলতে হৈঁ যোঁ নামকো তো দেবমায়া প্রপঞ্চ, সময়সার ইত্যাদি কোঈ ভাষাগ্রন্থোঁকে পীছে নাটক শব্দ লগা দিয়া হৈ। ইনকে পীছে শকুন্তলা কা অনুবাদ রাজা লক্ষ্মণ সিংহনে কিয়া হৈ। যদি পুর্ব্বোক্ত দোনোঁ গ্রন্থোঁ কো ব্রজভাষা মিশ্র হোনেকে কারণ হিন্দী ন মানে তো বিদ্যাসুন্দর নাটক গুণোঁ মেঁ অদ্বিতীয় ন হোনে পর ভী দ্বিতীয় হৈ। পশ্চিমোত্তর দেশকী মান্য গবর্ম্মেণ্টনে ইসকী একসৌ পুস্তক লে কর ইসকা মান বঢ়ায়া হৈ। পুর্ব্ব আবৃত্তি কা অত্যন্তাভাব হী ইসকী পুনরাবৃত্তিকা কারণ হৈ। যহ দুসরী আবৃত্তি উসীকো সমর্পিত হৈ জিসসে ইস গ্রন্থসে ত্রিপথগা সা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হৈ। প্রথম বিদ্যা মানো উসকী দ্বিতীয়া সন্ততি-সম্পত্তি হৈ, দ্বিতীয় এক দেশী কথা ভাগ ঔর তৃতীয় হমারা সম্বন্ধ।"

ভারতেন্দু তদীয় 'নাটক' নামক গ্রন্থে বেদকবি স্বামী প্রণীত সংস্কৃতে রচিত 'বিদ্যাপরিণয়' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ভারতেন্দুর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে পুর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা নাটকের অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। সম্ভবতঃ নাট্যকার বাঙ্গালাদেশে ছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ এইস্থলেও [illegible] বিবাহ রাজসভাতেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। নাটকটিতে নাটকোচিত গতি নাই,

তবে [illegible] এইরূপ প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রদর্শনী হিসাবে পূর্ব্বোৎকলিত বাঙ্গালা নাটকের তুল্য-অংশগুলি উদ্ধৃত হইল—

'ইন সবোঁ কা কেবল রাজবংশমেঁ জন্ম তো হৈ পর বাস্তবমেঁ যে পশু হৈ।' —রাজার উক্তি (১।১)

'বীরসিংহ মহারাজকো, দিন দিন হী জয় হোয়। তেজ বুদ্ধি বল নিত বঢ়ে, শত্রু রহে নহী কোঁয়॥' —ভাটের উক্তি (১।১)

'জো রহনে কা ঠিকানা হোগা তো কামকা ভী ঠিকানা হো রহেগা।' —সুন্দরের উক্তি (১।২)

'ইতনা দিন আয়া অবতক মৈঁনে পূজা নহী কী, পর তুঝে ক্যা, তূ তো অপনে রংগমেঁ রংগ রহী হৈ, মেরী পূজা হো যা ন হো।' - বিদ্যার উক্তি (১।৪)

'[রাগ কলিংগড়া]। অহো তুম্ সোচ করো মতি প্যারী। তুমহরো প্রীতম তুমহিঁ মিলে হৈঁ করি অনেক উপচারী॥ অতি কুম্-হিলানে কমলবদনকোঁ প্রফুলিত করি হো বারী। চান্দহিঁ জো চাহৈ তো লাউঁ যহ তো বাত কহারী॥' সঙ্গীত (১।৪)

'নহী ভাঈ নহী, মৈঁ কুছ ন কহূংগী। জড় কাটকে পল্লব সীঁচনেসে ক্যা হোগা, বৈঠে বৈঠাযে দুঃখ কোন মোল লে ক্যোঁকি প্রীতি করনী তো সহজ হৈ পর নিবাহনা কঠিন হৈ, ইসী হেতু ইসসে দূর হী রহনা উচিত হৈ।' - হীরার উক্তি (১।৪)

'হাঁ, ইস দেশকে বিচার কী চাল হী যহী হৈ। ঔর উলটে হমী চোর বনায়ে জাতে হৈঁ। মৈঁনে ক্যা অপরাধ কিয়া থা কি উস দিন বৃক্ষকে নীচে ঘংটোঁ খড়া কিয়া গয়া ঔর তুম্হারী রাজকুমারীনে হমারা তন মন ধন সব লূট লিয়া। অব কহো পহিলে চোরীকা আরম্ভ কিসনে কিয়া, বহী বাত হূঈ কি উলটা চোর কোতবাল কো ডাংড়ে।' — সুন্দরের উক্তি (২।১)

'মৈঁনে তো চন্দ্রমা কা টুকড়া বর খোজ দিয়া থা পর তূ কহতী হৈ কি রাণীসে উসকা সমাচার হী মত কহো, তো অব মৈঁ কোন উপায় করূঁ—অচ্ছা হৈ জৈসী তুম্হারী চোটী হৈ কুছ উসসে ভী লম্বী উসকী

জাটী হৈ, সির পর বড়া ভারী জটা হৈ ঔর সব অঙ্গমে' ভভূত লগাবে হৈ', ঐসে যোগী নিত্য নিত্য নহী' আতে—অহাহা কৈসা অদ্ভুত রূপ হৈ! [রাগ দেস]। অরে যহ যোগী সব মন মানৈ। লম্বী জটা রংগীলে নৈনা জন্ত্র মন্ত্র সব জানৈ॥' —হীরার উক্তি (২।২)

'অরে বেটা! তুমহারে মা বাপ মুঝে বড়ে প্যারসে রখতে থে, সো তুম্ অপনে মা বাপকে পুণ্য পর মুঝে ছোড় দো ঔর ইসনে জৈসা কর্ম কিয়া হৈ বৈসা দণ্ড দো।' --হীরার উক্তি (৩।১)

এই পর্য্যায়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসুন্দর নব নাটক' [১২৮২ সাল=১৮৭৬ খ্রীঃ], ব্রজনাথ দের 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়' [১৮৭৭ খ্রীঃ], কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' [গোপাল উড়িয়ার গান যুক্ত। ১৮৭৮ খ্রীঃ], দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' [২য় সং। ১৮৮০ খ্রীঃ], লালা মাণিকচন্দ কপুর-প্রণীত 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়' [বর্দ্ধমান। ১২৮৮ সাল=১৮৮১ খ্রীঃ। ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতিযুক্ত।], হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গল' গীতিনাট্য [১৩০১ সাল=১৮৯৪ খ্রীঃ], ভৈরব হালদারের 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' [১৯১৪ খ্রীঃ], বরদা প্রসন্ন দাসগুপ্তের 'বিদ্যাসুন্দর' [১৯৩৬ খ্রীঃ] প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। অপর একখানি যাত্রাপালার নাম 'বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়', প্রণেতা কুসুমেষু কুমার মিত্র, বটতলাস্থিত অধুনালুপ্ত 'সামাজিক পুস্তকালয়' হইতে ১৩০৬ সাল- [=১৯০০ খ্রীঃ]-এ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ভারতচন্দ্রের অনুসরণ এবং উদ্ধৃতি ব্যতীত সমগ্র পালাটির বহু অংশ রায়গুণাকরেরই ভাষার ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। পাত্রপাত্রীর নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অধিকন্তু একটি ভোজপুরী দ্বাররক্ষী চরিত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। রচনার কিছু নমুনা এইস্থলে প্রদত্ত হইল --

'হায় বিদ্যা, কোথা বিদ্যা, কিসে বিদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব॥ যা আছে ললাটে দেখি বিধি কিবা করে। খোয়াব [=খেয়াব] তনুর তরী প্রবাস সাগরে॥'

'বুড়ো হলি তবু তোর ঠাট নাহি গেল। রাঁড় হয়ে জানিস ষাঁড়ের নাট ভাল॥'

'কি হবে রাজেন্দ্র বল এখন ভাবিলে। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞার কালে॥'

'দেখো যেন ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে না হীরার ধার॥'

'মনের সুখে কমলমধু. বঁধু, দাঁড়কাকে নৈলে কি খায়?'

'শুন বিদ্যার কাছেতে, শুন বিদ্যার কাছেতে, করিল সে পতি মোরে হেরে বিচারেতে। আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই, পণেতে জিনেছি আর ছাড়িবার নই॥'

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অনুকরণ কাব্যে ও নাটকে বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ক্রমশঃ সাহিত্যিক রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, পদ্যপ্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য আপনার আসন ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে। ইহাই বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগ।

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালার নবাব কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়াছে তখন হইতে ভাগীরথীতীরে শহর অঞ্চলে ধনী পরিবারে নবাব দরবারের উজ্জ্বল বিলাসিতার নিরর্থ অনুকরণ সুরু হইল। অনতিবিলম্বে বিলাতী বণিকের সঙ্গে কারবার করিয়া অনেক বাঙ্গালী ধনী হইল এবং ভাগীরথীর ভাটিতে নূতন নাগরিক 'সভ্যতা'-র পত্তন করিতে করিতে অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া স্থিত হইল। এই নব-ধনীদের কবি ভারতচন্দ্র। তাঁহার প্রভাবে মধুসূদনের ভাষার যে 'ভাইল্ স্কুল অব্ পোয়েট্রি' গড়িয়া উঠিল তাহার প্রকোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অনেক দিন ধরিয়া নবীন কবিতার বীজ উপ্ত হইতেই পারিল না। কিন্তু ভূত হইয়াও প্রাচীন কবিতা আর বেশীদিন ভর করিয়া রহিতে পারিল না। উদীয়মান গদ্যের চাপে আদিরসাত্মক পদ্য রোমান্স হটিয়া যাইতে লাগিল। গদ্য রোমান্সে সাধারণ পাঠকের রুচি শোধরাইবার অবকাশ পাইল [৩৩]।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর [১৮৫৮ খৃীঃ] [৩৪] স্থান সুনির্দ্ধারিত। ইহার মধ্যেও ভারতচন্দ্রের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ ও রসিকতা ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রবাদ-সম্পদের যোগান দিয়াছিল যাহার ফলে, তাঁহার বাক্যরীতি সরস ও সহজ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত

সাহিত্য সম্দ্র মন্থন করিয়া ভারতচন্দ্র যে-স্বল্পাক্ষর গাঢ়রসযুক্ত রচনাচাতুর্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই লৌকিক স্ভাষিতাবলীকে অলৌকিক সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনার স্ক্তিম্ক্তাবলীর অনেকগ্লিই প্যারীচাঁদের 'আলাল'-এ অবিকৃতভাবে কিংবা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত র্পে গৃহীত হইয়াছে। অত্রোদ্ধৃত নিদর্শনগ্লি [প্ঃ যথাক্রমে ২১, ২৬, ৩২, ১০২ ১২৯, ৮৪, ৬৯] হইতে ইহার প্রমাণ মিলিবে—

'তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ পাতিয়া নিকাশ করিয়াছেন।'

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

'কড়িতে ব্ড়ার বিয়ে হয়।'

'সময় বিশেষে মাটি ম্টটা ধরিলে সোনা ম্টা হইয়া পড়ে।'

'গঙ্গা দর্শন করিয়া আসি বলিয়া জ্তা ফটাস্ ফটাস্ করিয়া মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, এইর্প স্থির ভাবে হেরম্ব বাব্র বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।'

'কথায় আছে, যাউক প্রাণ থাকুক মান।'

'যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দ্জনেই রাজযোটক।

স্ভাষিতাবলী ব্যতীত কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় ভারতচন্দ্রের ছন্দ এবং প্রভাব অত্যন্ত স্স্পষ্ট। কিছ্ নিদর্শন [প্ঃ ৪৯-৫২, ৭৭] প্রদত্ত হইল—

ডিমিকি ডিমিকি, তাথিয়ে থিয়ে, বোলে নহবত বাজে।
মাধব ভবন। দেবেন্দ্র সদন। জিনি ভুবন বিরাজে।
সামেয়ানা ফরফর। তালি তাতে বহ্তর। জল পড়ে ঝর্ঝর্ হাজে।
লেঠিয়াল মজপ্ত। দরওয়ান রজপ্ত। নিনাদ অদ্ভুত গাজে।
ল্চি চিনি মনোহরা। ভাঁড়ারেতে খ্ব ভরা। আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে
ভাট বন্দি কত কত। শ্লোক পড়ে শত শত। ছন্দ নানামত ভাঁজে।
আগড়্পাড়া কবিবর। বিরচয়ে ওঁহিপর। ঝুপ করে এলো বর সমাজে

হলধর গদাধর উস্ খ্স্ করে। ছট্ ফট্ ছট্ ফট্ করে তারা মরে॥
পড়াপড়্ পড়াপড়্ ফাড়িবার শব্দ। গ্পাগ্প্ গ্পাগ্প্ কিলে করে জব্দ।
বেচারাম সব বাম দেখে যান টেরে। দ্র্ দ্র্ দ্র্ দ্র্ বলে অনিবারে।

বেণী বাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা। হুপ্ হাপ্ গুপ গাপ্ বেড়ে ওঠে দাঙ্গা॥
রেওভাট করে সাট ধরে তাকে পাড়ে। চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ দাড়ি তার ছেঁড়ে॥
মহা ঘোর ঝাপে লাঠিয়াল সাজিছে। কড়্ মড়্ হুড় মড়্ করে তারা আসিছে॥
সপাসপ্ লপালপ্ বেত পিঠে পড়িছে। গেলুম রে মলুম রে বলে সবে ডাকিছে॥
বাবুরাম নির্নাম হইয়ে চলিল। রেসালা দোশালা সব কোথায় রহিল॥
ঠক কহে মহাশয় চুপ কর। দোকানী না জানি তেনাদের চর॥
পেলিয়ে যাইলে সব বাত্ হবে। বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে॥
প্রভাতে দোঁহাতে করিল গমন। রচিয়ে তোটকে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ছি ছি ছি, এই ঢোস্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো। পেট্টা লেও, ফোগ্লারাম, ঠিক আহ্লাদে বুড় গো।
চুলগুলি কি বা কাল, মুখখানি তোবড়া ভাল, নাকেতে চস্মা দিয়া, সাজলো জুজুবুড় গো।
মেয়েটি সোনার লতা, হায় কি হল বিধাতা, কুলীনের কর্ম্মকাণ্ডে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ লো॥

বুড় বর জ্বর জ্বর থর থর কাঁপিছে। চক্ষু কট্ মট্মট্ সটসট্ করিছে॥
নাহি কথা উর্দ্ধ মাথা পেয়ে ব্যথা ডাকিছে। ঠকচাচা একি চাঁচা মোকে বাঁচা বলিছে॥
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প ঠক্ লম্ফ দিতেছে। দরোয়ান হান্ হান্ সান্ সান্ ধরিছে॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি গোঁপ দাড়ি ঢাকিছে। নাথি কীল যেন শিল পিল্পিল্ পড়িছে॥
এই পর্ব্ব দেখে সর্ব্ব হয়ে খর্ব্ব ভাগিছে। নমস্কার এ ব্যাপার বাঁচা ভার হইছে॥

মজুমদার দেখে দ্বার আত্মসার করিছে। মার্ মার ঘের্ ঘার্ ধর্ ধর্
বাড়িছে ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আলাল 'বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল'। এই কুঠারের খরশাণে ভারতচন্দ্রের রচনা-যে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল, তাহা গুণীজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্য-সাহিত্যে সম-সাময়িক সামাজিক প্রথা ইত্যাদি লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক চিত্র রচনা বরাবরই ছিল, প্যারীচাঁদ সাধারণভাবে এই ধারাটির সহিত পরিচিত ছিলেন। যাহার ফলে পাইতেছি মোক্ষদা ও প্রমদার পতিনিন্দা, আগড়পাড়া অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের বাদানুবাদ [১১শ অধ্যায়] শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদিগের গোলযোগ [২০শ অধ্যায়] ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের প্রভাব যে-কতখানি ছিল, তাহা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সংস্কৃতির কেন্দ্র যখন নদীয়া-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া হুগলী-শ্রীরামপুর ঘুরিয়া কলিকাতাতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বটতলার মুদ্রণালয়ই প্রথম সংস্কৃতির বাহন হইয়াছিল এবং ভারতচন্দ্রই ছিলেন এই মুদ্রণ-যুগের আদি-কবি। পরবর্ত্তী কালে, নাগরিক রুচি যতই কুরুচিপূর্ণ হউক না কেন, সাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট রাখিতে যে-সকল বটতলার কবি এবং সাহিত্যিক গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, সকলেরই আদি গুরু ছিলেন ভারতচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে অত্রোদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য—

> "বটতলার সাহিত্যিকদিগের যেন গুরু হয়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং প্রেরণার অফুরন্ত নির্ঝর হল বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী। কলকাতার সুতানুটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামিনীকুমার', 'রহস্য-বিলাস', 'সুকুমারবিলাস', 'জীবনযামিনী', 'মধুমালতী', 'সতীত্বসুধাসিন্ধু', 'প্রেমোপদেশ নাটক', 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ', 'কমলদত্তাহরণ', 'প্রেমোল্লাস', 'রসিকতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলতঃ বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন করে চলল। এই ধারায় ভেসে গিয়ে যদি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মত সিরিয়াস্ লোকও বিশ বছর বয়সে 'বাসবদত্তা' কাব্য লিখতে পারেন, 'শুনহে প্রাণ বঁধু, যে সব মধু মধু, হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে'— ইত্যাদি ছন্দচাতুর্য্য দেখিয়ে (ভারতচন্দ্রের ভঙ্গীতে) এবং অক্ষয়কুমার দত্তের

মত কড়া গদ্য ও পাঠ্যপুস্তক লেখকও যদি 'অনঙ্গমোহন' কাব্য লেখার লোভ না সামলাতে পারেন, তা হলে কড়েয়া-মেছুয়াবাজার-ভবানীপুর ও সুতানুটির 'বটতলার কবিদের' আর অপরাধ কি? বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর স্রোতধারা শুধু যে মদনমোহন ও অক্ষয়কুমারের মতন পণ্ডিত ও গদ্য-ভাবাপন্নদেরই কাৎ করে ফেলেছিল তা নয়, ইংরেজরাও রীতিমত ঘায়েল হয়ে গিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা গেজেট' ও অন্যান্য পত্রিকায় এই সব আদি-রসাত্মক কবিতার ইংরেজী অনুবাদও তাঁরা প্রকাশ করতেন। একটির নমুনা দিচ্ছি—

> My Veedya's beauty fills my head—I study nought beside;
> My Veedya's name I dwell upon from morn till even-tide;
> She only is my every hope, my wish, my aim, my end;
> My orisons to Veedya and to her alone ascend.

বিদ্যাসুন্দর কতদূর পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল এই ইংরেজী অনুবাদ তার প্রমাণ। কৃষ্ণনগর-শান্তিপুর থেকে যদি লণ্ডনকেও তা স্পর্শ করে থাকে, তা হলে বটতলা রেহাই পাবে কেন [৩৫]?"

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁহার উত্তরসাধকদিগের উপর 'অসহ্য উপদ্রবের' মত ছিল। এই প্রভাবকে স্বীকার না করিয়া তাঁহাদিগের উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ কিন্তু অনিবার্য্য হইলেও অসম্ভব ছিল। পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছে, প্রকরণগত অনুকরণ অনেকেই করিয়াছিলেন কিন্তু যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা নিতান্তই 'ফজলিতর আম', কোনক্রমেই 'আতা' নয়। 'শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্ত্তি', 'তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা' এবং 'ছন্দোঘটিত ও সুলভ-বিষয়-ঘটিত ব্যায়ামকে' প্রকৃত কাব্যচর্চ্চা মনে করিয়া ভারতচন্দ্রের অনতিদূর-বর্ত্তী কবিগণ 'সত্য মূল্য না দিয়া'ই সাহিত্যজগতে খ্যাতিমান হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই আশা সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্য-বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া ইঁহারা কিন্তু ভবিষ্যৎ কবিদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছিলেন। বহু দিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্য তাই শ্রীমধুসূদনের তূর্য্যধ্বনি শুনিয়াছিল।

---

১ পর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপ হইতে জার্ম্মাণী-মুদ্রাযন্ত্র আমদানী করিয়া ভারতবর্ষে গোয়া অঞ্চলে স্থাপন করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকের শেষ পাদ কিংবা

১৬ শতকের প্রথম দিকের কথা। [কালপেঁচার দ্নকশা—কাগজের কলকাতা (যুগান্তর। ১৩-১০-১৯৫২ খ্রীঃ]।

গৌরদাস বৈরাগী সম্পাদিত বিদ্যাসুন্দর কাব্য ['এ্যান্ ইংলিশ ট্রানস্লেশন অব্ বিদ্যাসুন্দর অব্ ভারত চন্দ্র রয়'। পি. এম. সুর এণ্ড কোং (২নং গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা) কর্তৃক মুদ্রিত। ১৮৯০ খ্রীঃ। পৃঃ ১৬২। চিত্র, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট যুক্ত।] গ্রন্থের দুইটি নমুনা ['বিদ্যার রূপবর্ণন'। 'ভাটের প্রতি রাজার উক্তি'। (=গ্রন্থাবলী। বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ২৮৯, ৪০৫। শ্লোক ১-২)]—

'At sight of Vidya's knotted braid, aggrieved, the she-serpent in grief seeks the hole. Who can say that the autumnal Moon is comparable to that face of hers? Many moons have fallen on her toe-nails.'—[*Description of Vidya's Beauty.* P. 32].

'O! Ganga, tell me why the son of King Gunasindhu, Sundara has not come? Have you not told him all that I had explicitly desired you to say? I had sent you on an errand; but you forgot it and have deceived me. You are a Bhat; but you have become a cheat and you have brought disgrace upon the poetry and thy profession.'—[*The Kings Asks the Bhat.* P. 148].

২ 'Oonnoodah Mongul, exhibiting the Tales of Biddah and Soonder. To which is added. 'The Memoirs of Rajah Prutapadityu. Embellished in Six Cuts. Calcuttta: From the Press of Ferris and Co. 1816.'

মেঃ ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের ছাপাখানায় সিঘ্র প্রকাষ হইবেক অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাসয়ের দ্বারা বর্ণ সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক এক প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য ৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার ইচ্ছা হয় আপন নাম এই ছাপাখানায় কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি'। [গভর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮-২-১৮১৬ খ্রীঃ]।

'প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহার নাম অন্নদামঙ্গল, শ্রীরামপুরের ছাপাখানার একজন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রচার করেন।' [সমাচার দর্পণ। ৩০-১-১৮৩০ খ্রীঃ]।

৩ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮০৪ (টীকা)]। লক্ষণীয়, কৃষ্ণনগরের মূল পুঁথিটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে 'ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎসব'-এ (৮-৪-১৯৫১) প্রাচীন পুঁথি-পত্রাদির যে-প্রদর্শনী হইয়াছিল, উক্ত পুঁথিটিকে সেস্থলে চাক্ষুষ করি নাই।

৪ মহেন্দ্রনাথ রায়—কুসুমাবলী [ভূমিকা। পৃঃ ৩]।

৫ Kasi Prasad Ghose—On Bengali Works and Writers. [Literary Gazette. Jan. 1830].

৬ সাহিত্য সাধক চরিতমালা [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৩ সাল। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১২০-২১] হইতে গৃহীত। দে ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত [বটতলা ১৩১৮ সাল=১৯১১ খ্রীঃ] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-[পৃঃ ৩৩৫, ৩৪৮, ৩৭০]-তে রামমোহন

সেন-কৃত টীকার উল্লেখ ও খণ্ডন আছে—'রাধামোহন সেন যত্নপূর্ব্বক ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্য সমুদায় টীকা-টিপ্পনী সহ মুদ্রিত করেন। তিনি ... বঙ্গভাষাবাসিদ্ধ ভ্রান্তিবশতঃ স্থানে স্থানে ভারতের অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় লাভে বিড়ম্বিত ও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি স্থানে স্থানে ভারতের রচনা অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ বিবেচনা করিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক তাহা সংশুদ্ধ ও সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি ভ্রান্তিক্রমে বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারই সংশোধন ভাবী কালে অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ রূপে পরিগণিত হইবে'। [মুখবন্ধ। পৃঃ ৵০]।

৭ শেষোক্ত সমালোচনাটি অন্নদামঙ্গলের এই শ্লোকটির—'মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥' [—বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম]।

৮ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—গৌরীমঙ্গল [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৩য় ভাগ। বৈশাখ ১৩০৩ সাল। পৃঃ ৪৯-৫৫]।

৯ রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা [১৮৭৮ খৃীঃ। পৃঃ ২০]।

১০ প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী [বসুমতী প্রকাশিত ও হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ২য় ভাগ। পৃঃ ১৯৬]।

১১ নবীনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং শ্রাবণ ১২৬৯ সালে সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৯৯৩] হইতে গৃহীত। উৎকলিত অংশটি 'পিঙ্গল' ছন্দে রচিত।

১৩ কালিদাস রায়—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ['ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'। পৃঃ ২৬-৩০]।

১৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—'নির্গুণ ঈশ্বর'।

১৫ মোহিতলাল মজুমদার—কবি শ্রীমধুসূদন [১৩৫৪ সাল। পৃঃ ১৯৫]। [দ্রষ্টব্যঃ মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং। ভূমিকা)। দিলীপকুমার রায়—ছান্দসিকী (পৃঃ ৯৪)]।

১৬। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-[১৮শ অধিবেশন। মাজু—হাওড়া। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ]-এর কার্য্যবিবরণীর পরিশিষ্টে [পৃঃ ১০-১৯] কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদিগের রচিত প্রশস্তি এবং 'ভারতবর্ষ' [৩৮ বর্ষ। ১ম খণ্ড। ৫ম সং। কার্ত্তিক ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪৩৫] পত্রিকাতে অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'রায়গুণাকর' কবিতা দ্রষ্টব্য।

১৭ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ২য় ভাগ। পৃঃ ৭৮]।

১৮ 'By permission of the Honorable the Governor General, Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah decorated in the Bengalee style will be opened very shortly with a play called the Disguise, the characters to be supported, by performers of both sexes. To commence with Vocal and Instrumental Music called The Indian Serenade. To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees will be added European. The words of the much admired poet Shree Bharot Chondro Ray, are set to music.'—[Calcutta Gazette, 7-11-1795].

পণ্ডিতপ্রবর জি. এ. গ্রীয়ার্সন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন [ক্যালকাটা রিভিউ। ১৯২৩-

খ্রীঃ। পৃঃ ৮৪-৮৬। দ্রষ্টব্যঃ কালপেঁচার দু'কলম—বটতলার থিয়েটার ১ (যুগান্তর। ১০-১-১৯৫৩ খ্রীঃ)]। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় খণ্ড। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ২০-২১]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অন্নদামঙ্গল পাঁচালী-[< সং পঞ্চালিকা = পুত্তলিকা]-কাব্যের কবি ভারতচন্দ্রকেও প্রথম জীবনে দায়ে পড়িয়া পাঁচালী গানের 'মুনি গোঁসাই' [=নারদ মুনি] সাজিতে হইয়াছিল। কবির ভৃত্য রঘুনাথও 'বাসুদেব'-[= ব্যাসদেব, বাসদেব]-এর 'কাচ কাচিয়াছিল' [দ্রষ্টব্যঃ কবি-জীবনী। পৃঃ ২০]।

১৯ মদীয় প্রবন্ধ 'ফেরিওয়ালা হইতে যাত্রাওয়ালা' [উলুবেড়িয়া সংবাদ। ১-১০-১৯৫১ খ্রীঃ। পৃঃ ৪]। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—সখের যাত্রা [শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১৭৩]।

ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাব সুদূর বিস্তৃত। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' [সংবৎ ১৯১১=১৮৫৪ খ্রীঃ] নাটকের পদ্যাংশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রসন্নকুমার পালের 'বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক'-[আনুমানিক ১৮৫৮ খ্রীঃ। ৫ম অঙ্ক]-এ গোপাল উড়িয়ার নামে প্রচলিত 'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ—' গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

২০ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—সঙ্গীত মুক্তাবলী [১৮৯৪ খ্রীঃ। ২-৩ ভাগ। পৃঃ ২। 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়']। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—সঙ্গীত সমাজ (৩) [বসুমতী। ৩২ বর্ষ। ১ম খণ্ড' ৪র্থ সং। শ্রাবণ ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৫৭৭-৭৮, ৫৮০]। নবীনচন্দ্র বসুর স্বগৃহে নারীপুরুষ মিলিত সখের বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে 'ষোড়শী রাধামণি বিদ্যার অংশ অভিনয় করিয়াছিল এবং জয়দুর্গার সঙ্গীত সমবেত ব্যক্তিবর্গকে প্রীত করিয়াছিল'। দুর্গাদাস লাহিড়ী (সঙ্কলিত)—বাঙ্গালীর গান [১৩১২ সাল। পৃঃ ৩৬০-৬১]। পুনশ্চ লক্ষণীয়, কাহারও কাহারও মতে পাথুরিয়াঘাটার বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয় গোপাল উড়িয়ার যাত্রার দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। [কালপেঁচার দু'কলম—'কলকাতার যাত্রাগান'। যুগান্তর। ৩-১-১৯৫৩ খ্রীঃ]। গোপাল মল্লিক-মহাশয়ের ভৃত্য ছিল। বিবিধ কবি ও সুরকারের সহায়তায় বিরচিত বিদ্যাসুন্দর পালাটি পরে গোপাল উড়িয়াকে মল্লিক মহাশয় দান করিয়াছিলেন। যাহাই হউক লক্ষণীয় হইল, গোপালের নামে প্রচলিত হইলেও যাত্রাগানগুলি তৎকর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই কারণ গোপালের যাত্রাদলে যোগদানের পূর্ব্বে হইতেই পালাটি এক কিংবা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছিল এবং পালাটির মধ্যে যেরূপ মুনশীয়ানা লক্ষিত হয়, অবাঙ্গালী অল্পশিক্ষিত অভিনেতা গোপালের নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি থাকিলেও, তাহার দ্বারা ঐ জাতীয় সঙ্গীত-রচনা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়।

ভারতচন্দ্রের কাহিনীর সহিত গোপাল উড়িয়ার যাত্রাপালায় বর্ণিত কাহিনীর পার্থক্য যৎসামান্যই। পাত্রপাত্রীর মধ্যে পাওয়া যায় বিদ্যার সখিদ্বয় মনোরঞ্জনা ও সুলোচনা, কোটালের (নাম দেওয়া নাই) ভ্রাতা চন্দ্রকেতু, সুন্দরের উপাস্য-দেবতা চণ্ডীদেবী ও তাঁহার সখী পদ্মা। কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব, বিদ্যার সহিত প্রথম দর্শনে প্রহেলিকা-বিলাসের অভাব ও সুন্দর কর্ত্তৃক অকপটে আত্মপরিচয় দান ['কাঞ্চীপুরে আমার আলয়, গুণসিন্ধু রাজার তনয়'], সন্ন্যাসীর সহিত বিচারে অনিচ্ছাবশতঃ বিদ্যার সর্পাঘাতে মৃত্যু রটাইবার অভিলাষ ['এলে ব'ল উদাসীনে, উদয়কাল দংশনে, বিদ্যা মরিয়াছে প্রাণে'] এবং মালিনীকে সুন্দরের

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের প্রতি প্রকারান্তরে ইঙ্গিত ['বিদ্যা লাগি হব সন্ন্যাসী ও হীরে মাসি']। চোরপঞ্চাশতের কোন শ্লোক বা তদর্থ পালাটির মধ্যে গৃহীত হয় নাই।

দ্রষ্টব্যঃ মৎসম্পাদিত 'গোপাল উড়িয়ার নামে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর-সঙ্গীত সংগ্রহ' [কৃষ্ণনগর। ১৯৫৪ খৃঃ। ভূমিকা ('হোমশিখা'। চৈত্র ১৩৬০ সাল—)]।

২১ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উড়িষ্যা সফরকালে (এপ্রিল ১৯৫১ খৃঃ) শ্রীকালীচরণ পট্টনায়কের পরিচালনায় 'উৎকল সঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক গীত 'ললিত রাগ' শুনিয়া আসেন। এই রাগে দাক্ষিণী নৈষ্ঠিক সঙ্গীতের প্রভাব আছে বলিয়া উক্ত সমাজ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের বহুপ্রচলিত যাত্রাসুরের বিলম্বিত গায়কী উক্ত রাগের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, বহুপ্রসিদ্ধ গোপাল উড়িয়ার যাত্রাগানের প্রভাব ঐ দেশের গানের মধ্যে থাকাও অসম্ভব নহে।

২২ কালিদাস রায়—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ['গোপাল উড়ে'। পৃঃ ১৩৪-৪৪]। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে ১৯শ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যাত্রাপালার তিনটি পৃথক ধারা—(ক) ভক্তিরসাত্মক [কৃষ্ণযাত্রা] (খ) কৌতুকরসাত্মক [ভিস্তি-মেথরাণীর সঙ] (গ) আদি-রসাত্মক [বিদ্যাসুন্দর]। আধুনিক রঙ্গালয়ের নাটক এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গম। [সুকুমার সেন—মঙ্গল-নাটগীত-পাঁচালি কীর্ত্তনের ইতিহাস (বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১০ বর্ষ। ৪র্থ সং। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ২২৫)]।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বাণী ও সুর উভয়েরই প্রভাব গোপাল উড়িয়ার যাত্রাপালাটিতে বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের কাব্য রাজসভাতে গীত হইয়াছিল [দ্রষ্টব্যঃ অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত। পৃঃ ১৯৬]। কাহারও কাহারও মতে [সঙ্গীতসার সংগ্রহ। বঙ্গবাসী সং। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৩০৬ সাল। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৯৮২] 'কলিকাতা টাঁকশালের দেওয়ান সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এই সকল সঙ্গীতে সুর ও তাল সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন'। বলা বাহুল্য, এই উক্তি

২৩ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল। পৃঃ ৩৫৪]।

২৪-২৭ 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার': 'কার ঘাড়ে দুটা মাথা এ কর্ম্ম করিবে'; 'হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়'; 'যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়' [—ভারতচন্দ্র]। 'গোপালের কুঞ্জভঙ্গ গান বর্দ্ধমান শহরের, বৃন্দাবন কুঞ্জের নয়' [কালিদাস রায়]।

২৮ এই নাটকটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল—(ক) পাথুরিয়াঘাটা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে [৩০-১২-১৮৬৫ এবং ৩-১-১৮৬৬], (খ) ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার [২২২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ী) ১৫-৩-১৮৭৩], (গ) বেঙ্গল থিয়েটার [১৪-৩-১৮৭৪ এবং ২৮-৩-১৮৭৪], (ঘ) গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার [৫-২-১৮৭৬ এবং ১২-২-১৮৭৬]। [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৫৩ সাল।)]।

২৯ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১১৪-১৫]।

৩০ ভারতেন্দুকলা [বঙ্গীয় হিন্দী সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। পৃঃ ৭৭-১০১]।

৩১ নাট্যকার অন্যত্র ['নাটক'। ৩য় সং। পৃঃ ৫৮-৫৯] হিন্দীভাষাতে নাটকের স্বল্পতা এবং বঙ্গভাষার ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়াছেন—'যদ্যপি হিন্দীভাষামে' দস বীস নাটক বন গয়ে হৈ' কিন্তু হম যহী কহেংগে কী অভী ইস ভাষামে' নাটকোঁকা বহুত হী অভাব হৈ। আশা হৈ কি কালকী ক্রমোন্নতি কে সাথ গ্রন্থ ভী বনতে জায়ংগে। ঔর অপনী সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বংগভাষাকে অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডারকী সহায়তাসে হিন্দী-ভাষা বড়ী উন্নতি করৈ।'

৩২ শ্রীকবিবর গিরিধর দাস [বাস্তবিক নাম বাবু গোপাল চন্দ্র জী]।

৩৩ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং। ২য় খণ্ড। পৃঃ ১৩৮]।

৩৪ আলালের ঘরের দুলাল [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৪ সাল]। [প্রথম প্রকাশনার আখ্যাপত্র—'শ্রীযুত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা। রোজারিও কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সন ১২৬৪']।

৩৫ কালপেঁচার দু'কলম ['বটতলার সাহিত্য (তিন)'। যুগান্তর, ৯-৬-১৯৫২ খৃীঃ]।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রভাব সুদূর-প্রসারিত। ছন্দোরাজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার জনৈক অধ্যাপক বন্ধু-[শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত। অধুনা মহালক্ষ্মীগঞ্জ (McCluskieganj) রাঁচী (বিহার) নিবাসী]-বরের বিবাহোৎসবে [২১শে আষাঢ় ১৩১৬ সাল। কলিকাতা।] যে-কবিতাটি ['গোরার বিয়ে'] বন্ধুত্রয়ের [সু-ন-কা = সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-নগেন্দ্রনাথ দাস-কালিদাস দত্ত] নাম দিয়া রচিয়াছিলেন, তাহাতে বর্দ্ধমান-বাসিনী বধূর প্রসঙ্গে বিদ্যা-সুন্দর-কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কবিতাটি অপ্রকাশিত বলিয়া এইস্থলে উদ্ধৃত হইল—"কি হে ভায়া! বলি চলেছ কোথায়?—কোথায় বর্দ্ধমান? বিদ্যাপ্রয়াসী—এতদিনে পেলে বিদ্যার সন্ধান! চন্দন দিয়ে রচনা করেছ 'গৌর' ললাটে টীকা; লেখাবে কি ফের কবিদের দিয়ে চৌরপঞ্চাশিকা; কি বলিলে—তুমি চোর নও? ভাল বর ত বটে হে ভায়া, চোর চেয়ে বরে বিবাহ বাসরে লোকে কম করে মায়া! হায় গো বন্ধু বিদ্যা মেলে না বিনা ক্লেশে কোনও কালে, এ বিদ্যা পেতে কানমলা খেতে হয় নারী-পাঠশালে! ওগো সুন্দর বন্ধু তোমায় রাখিব না ধরি আর, খুসী আছি মোরা তোমার পুণ্যে পাকিয়াছে ফলাহার! বিদায়ের বেলা দুটো কথা শুধু বলে যাই কাণে কাণে, সুড়ঙ্গ যদি নেহাৎ কাট ত কেটো তা বধূর প্রাণে!"

[দ্রষ্টব্যঃ মদীয় প্রবন্ধ 'বিবাহে সাহিত্যের বিলাস' (হোমশিখা। কৃষ্ণনগর। ১ম বর্ষ। ১১শ সং। আশ্বিন ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৬১৮-২২)]।

॥১৮॥ ভারতচন্দ্র রায় এবং আলেকজাণ্ডার পোপ

"Bharatachandra, who has been sometimes described as the Alexander Pope of Bengal, was unquestionably the most cultivated poet of pre-British Bengal, whose polished diction and power of expression made him the most popular poet of Bengal who wrote before the advent of the modern outlook in Bengali literature through contact with the English [১]."

য়ুরোপে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন যে-কেবল সাহিত্যেই ঘটিয়াছিল তাহা নহে, জীবনের প্রতি বিভাগেই এই অবস্থান্তর দেখা গিয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। দ্বিতীয় চার্লস-[১৬৬০-৮৫ খ্রীঃ]-এর সময়ে রাজনীতি তথা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি নূতন দিকপরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে ইংরেজ জাতির চরিত্রে যে-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন রাজনীতি, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যের প্রতিটি মহলে দেখা গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নব-জাগরণ-[=রেনেসাঁ]-এর যুগে ইংরেজ জাতি স্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। স্পেনের সহিত যুদ্ধের ভীতি, সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ-[১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ]-এর প্রতি আনুগত্য ও দেশের অতীত-স্মৃতি বিষয়ে গৌরববোধ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়া সাহিত্যেও নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। ইহার ছায়া পাই আমরা 'ফেয়ারী কুইনী'-তে এবং মার্লো-শেক্‌স্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে। এই শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন আদর্শের সন্ধান মিলে। প্রথমতঃ, সাহিত্যক্ষেত্রে রোমাণ্টিকতার স্থানে ক্লাসিকতার অভ্যুদয়। এলিজাবেথীয় যুগের প্রারম্ভে যে-রোমাণ্টিকতার জয়জয়ন্তী শোনা গিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সে-ধ্বনি মিলাইয়া আসে, আরম্ভ হয় ক্লাসিকতা। সাহিত্যে ভাবপ্রবণতার স্থান অধিকার করিয়াছিল বুদ্ধির প্রাখর্য্য। যাহা ছিল একদা ভাবের কল্পলোকে, তাহা দেখা দিয়াছিল বহু-অসম্পূর্ণতায় ঘেরা মাটির মর্ত্ত্যে। দ্বিতীয়তঃ, রাজনীতিক্ষেত্রে ফরাসীদিগের সাধারণ আধিপত্য। রোমাণ্টিকতার জোয়ারে ভাঁটা পড়ার ফলে সাহিত্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল রাজনীতির দিকে, মনুষ্যচরিত্রের-দোষ-গুণের

দিকে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী অবশ্য ফরাসী প্রভাব। ত্যের রূপ-সজ্জায় ফরাসী পালিশ লাগিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। সর্ব্বোপরি জাতীয় স্বার্থের প্রতি সর্ব্বজনীন আকর্ষণ—এই দিকপরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাউক [২]।

খৃীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই রোমাণ্টিকতার স্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। শতাব্দীর শেষভাগে মিল্টনের লেখায় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মিলিয়াছিল। এই নূতন সুরের ঝঙ্কার আব্রাহাম কাউলী, এডমণ্ড ওয়ালার, স্যর জন ডেনহাম এবং জন ড্রাইডেন-এর কাব্যেও শোনা গিয়াছিল।

খৃীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাধারা জাতীয় জীবনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে ফরাসীদেশে একদল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল— যাহার ফলে, ইংলণ্ডের সাহিত্যের নূতন ধারা অধিকতর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণও ছিল। তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় চার্লস বেশীর ভাগ সময় ফরাসীদেশে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি ফরাসীদেশের সাহিত্যধারা নিজের দেশে আমদানী করিয়াছিলেন এবং মনস্তত্ত্বের দিক হইতে মানুষের ভাবালুতার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনী প্রবৃত্তির সুপ্রভাত হইয়াছিল। ভাবপ্রবণ সাহিত্যে রাজনৈতিক সমালোচনার অবসর নাই। সাহিত্যের এই নূতন ধারায় ভাবপ্রবণতার দারিদ্র্য থাকিলেও ছিল বুদ্ধির কসরৎ, ছিল সমালোচনার শাণিত তর্কজাল। সাহিত্যের রূপেও অবস্থান্তর দেখা দিয়াছিল। সাহিত্যের পরিধি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট হইয়াছিল। কাব্যে এবং বিশেষতঃ গদ্যে ও কিয়দংশে নাটকে এই রীতিই অনুশীলিত হইয়াছিল।

"One may speak therefore of three features in the literature of the new age. The triumph of the classical ideal was, after all, a natural result of the Renascence. The Romantic spirit had been aroused among other things by a study of Greek and Roman classics, and while it was the *substance* that excited men at first, when the early exhilaration had worn off, the *methods* of the old writers attracted more and more attention. It was seen even in Elizabeth's day that the weak-

nesses of Romanticism lay in its lack of form, its variability, its proneness to extravagance and turgidity..................The new spirit, however, is above all critical and analytic, not creative and sympathetic; it brings the intellect rather than the poetic imagination into play..................The object of the leading writers of the time was to avoid extravagance and emotionalism. This in many cases they did so successfully as to suppress altogether the emotional and basic qualities of great poetry, though their method found congenial expression in the satire [৩]."

যে-কোন যুগের ইতিহাসের সত্যের সহিত সাহিত্যের সত্যের মিলন ঘটিলে তবে সে-যুগের পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। যদি কেহ যুগগত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করিতে যান, তবে তাঁহাকে ইতিহাসের রাজবর্ত্মেই পদ-ক্ষেপ করিলে চলিবে না. সাহিত্যের মণিকুট্টিমে সে-যুগের যে-চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। য়ুরোপের সপ্তদশ শতাব্দীর যুগগত বৈশিষ্ট্য সেই যুগের সাহিত্যের পাতায় পাতায় অঙ্কিত রহিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী য়ুরোপীয় সাহিত্যে বিপ্লবের যুগ। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে যে-আলোড়ন [Glorious Revolution] আসিয়াছিল, তাহা ইংলণ্ডের জীবন এবং সাহিত্যকে এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছিল। ইতিহাস-বিখ্যাত অগ্নিকাণ্ড ও প্লেগের মহামারী সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনেও এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যপ্রচারের কেন্দ্র ছিল ভব্য কফিখানা। সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আইনজীবী প্রভৃতিরা এই সকল কফিখানায় সমবেত হইয়া পরস্পর পরিচিত হইতেন এবং সাধারণ্যে নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতেন। এইভাবে প্রতিভাশালীরা স্বীয় গোষ্ঠী রচনা করিতেন। 'পাড়ায় বসিয়া পেঁড়োর খবর" এই সমস্ত ভব্য কফিখানায় মিলিত। এমনি একটি কফিখানায় পোপ ও ড্রাইডেনের পরিচয় হইয়াছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কফিখানা স্মরণ করাইয়া দেয় ষোড়শ শতকের প্রখ্যাত সরাইখানাগুলিকে। যুগগত পারি-পার্শ্বিকতাও লেখকের রচনাকে কিয়দংশে সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে সহায়তা করিত। প্রত্যেক লেখকই কোন-না-কোন বিত্তশালী ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া

তাঁহারই প্রচেষ্টায় খ্যাতির দুর্গম শিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেন। অবশ্য এই জাতীয় সুখ্যাতি-সংগ্রামে বহু সত্যকারের লেখকেরও পতন ঘটিত। এই যুগের সাহিত্য নগর-জীবনের সাহিত্য। নগরের প্রতিচ্ছবি, তাহার জীবনের প্রতিটি পরিস্পন্দন, সাহিত্যে রূপায়িত

"Literature had now become quite frankly a literature of the Town; we can tell, even more accurately than in Shakespeare's age, the manners of the day, for in Pope's own verse the social life of the town is reflected as in a *camera obscura.* We wander in the pleasure gardens where 'quality' caroused and flirted; we note the frivolous ritual of the boudoir, hear the tapping of the inevitable snuff-box, from gallants resplendent in lace ruffles; we learn the drab story of Grub Street and its denizens; the jealousies and bickerings of authors, and throughout it there sounds the smug, complacent Deism which was as much a fashion of the time as the fluttering fan of the ladies [৪]."

যে-যুগে সাহিত্য ও রাজনীতি বাঁক ফিরিয়া নূতন পথের অনুসরণ করিয়াছিল, যে-যুগে ভাবালুতার তমসাবৃত পথ অতিক্রম করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর রথ বাস্তবের প্রথম প্রভাতালোকিত বর্ত্মে চালিত হইল, আলেকজাণ্ডার পোপ [১৬৮৮—১৭৪৪ খৃঃ] সেই যুগের কবি। ইহার ফলস্বরূপ আমরা পাই তাঁহার ব্যঙ্গকাব্য—মনুষ্যজীবনের স্বল্পালোকিত কোণগুলির উপর তীব্র আলোকসম্পাত [৫]। এই জাতীয় কাব্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন যদিচ, অন্যান্য কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সাধারণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে নাই। পোপের কাব্য বুদ্ধি-দীপ্ত সৌন্দর্য্যের সাবলীল প্রকাশ। পোপের কাব্য ত্রয়ী- ['The Rape of the Lock,' 'The Dunciad', 'Essay on Man']- র ভিতরে আমরা তদানীন্তন যুগের একটি পূর্ণ পরিচয় পাই। 'Essay on Criticism' গ্রন্থে তিনি যুগসাহিত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের বাচনভঙ্গী, শব্দ চয়ন-বয়নের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ফরাসী প্রভাবজাত। তাঁহার কাব্যে পুরোবর্ত্তী কবি জন ড্রাইডেনের সহজ ও সাবলীল গতি না থাকিলেও সূক্ষ্ম তুলিকার নিপুণ টান ও রূপচর্চ্চা ছিল। তাঁহার কাব্যে রোমান্টিকতা, উচ্চ-অনুভূতি, সূক্ষ্মভাব

কিংবা কুহেলিমা ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার কাব্যের প্রতি বিতৃষ্ণার এইগুলি কারণও বটে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য্য, অত্যন্ত সাধারণ বস্তুকে তিনি অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিতে পারিতেন এবং আপনার গণ্ডির মধ্যে তিনি ছিলেন অসপত্ন এবং একাতপত্র সম্রাট। ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর মহলে তাঁহার স্থান সংকীর্ণ হইলেও ব্যঙ্গকাব্যে তাঁহার সব্যসাচিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত [৬]।

"With Jane Austen, we must grant him (Pope) the 'two inches of ivory', and within these limitations there is no more skilful artist. If he is not to be reckoned with the master-spirits of English literature, he was at any rate an incomparable craftsman and a delightful wit. And that is no small matter [৭]."

ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন আলেকজাণ্ডার পোপ, বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে তেমনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র [৮]। বিশ্বের দুই খণ্ডে দুইটি প্রতিভাধর কবি সাহিত্যের দিকপরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উভয়েই ছিলেন যুগচিত্রশিল্পী, উভয়েরই কাব্যে ছিল বহিরাগত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব, উভয়েরই বাণী ছিল রসসমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যের জীবনস্পন্দনের ধারাটি লক্ষ্য করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা মঙ্গলকাব্যের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকা কাব্য এই নবযুগের প্রতীক। এই কাব্যের বিষয়বস্তু নরনারীর শাশ্বত প্রণয়লীলা। অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল খ্রীষ্টীয় ১৬-১৭শ শতাব্দীর মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্য [মালিক মুহম্মদ জায়সী, সৈয়দ আলাওল প্রভৃতির রচনাবলী], সূফীবাদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন ও কৃষ্টির প্রভাব এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানী ভাবধারা ও ভাষার প্রভাব। বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদিগের বিশেষ দান আরব্য-পারস্য জগৎ হইতে আহৃত উপখ্যানাবলী [৯]।

আলেকজাণ্ডার পোপের যুগে যেমন ইংলণ্ডের সাহিত্যে ফরাসী প্রভাব পড়িয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে অনুরূপ বিদেশী প্রভাব লক্ষিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙ্গালাদেশে তুর্কী

অভিযানের ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এই দারুণ সংঘাতের ফলে আর্য্য ও আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতি-আচার-কৃষ্টি-ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভাবধারাগত যে-বিভেদ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে অনার্য্য মনোভাব প্রকট হইয়া উঠাতে মনসা, ধর্ম্মঠাকুর, প্রভৃতি আর্য্যেতর দেবতা সাহিত্যের ঠাকুর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে অপৌরাণিক অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল।

"আর্য্যেতর 'সাবস্ট্রেটাম্'-এর অভিব্যক্তির ফলে আর্য্যেতর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সংস্কারাদি এবং তদাশ্রিত 'সাহিত্য'—অর্থাৎ ছড়া, গান, পাঁচালী ইত্যাদি—জনসমাজে অধিকতর প্রচারিত হইল, এবং জনসমাজের রুচিও তদনুরূপভাবে গঠিত হইল [১০]।"

ভারতচন্দ্র মহাকবি মিল্টনের ন্যায় পণ্ডিত-কবি ছিলেন। তিনি উত্তম-রূপে সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উভয়বিধ ভাষায় পারঙ্গম কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে ভাষা ও ভাবসম্পদে সুসম্বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী আলোচনা করিলে তদানীং প্রচলিত বহু আরবী-ফারসী শব্দ মিলে [১১]। শব্দকুশলী কবি রায়গুণাকরের শব্দচয়নে ও গ্রন্থনে কীদৃশ দক্ষতা ছিল, নিম্নোদ্ধৃত ভাষামিশ্র-কবিতা- [Macaronic Verse]- টি তাহার প্রমাণ—

শ্যাম হি তু প্রাণেশ্বর, বায়দ্ কে গোয়দ্ রুবরু,
কাতর দেখে আদর কর. কাহে মরো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চু লালা চেহ্রেমা,
ক্রোধিতপর দেও ক্ষেমা, নিট্টিমেঁ কাহে শোয়কে॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দর্ জানে মন আয়ৎ খুসী,
আমার হৃদয়ে বসি, প্রেম কর খোস্ হোয়কে।
ভূয় ভূয় রোরুদসি, ইয়াদৎ নমুদা জাঁ কোসি,
আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত ফকীরি খোয়কে॥—মিশ্রভাষায় কবিতা

আলেকজাণ্ডার পোপের যুগে কাব্য হইয়াছিল 'নগরের কাব্য'—নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও পাইতেছি যুগ-চিত্র-শিল্প [১২]। তদানীন্তন রীতিনীতি, আচার

ব্যবহার, সমাজগত, রাষ্ট্রগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য হইতেছে ভারতচন্দ্রের । নামনির্বাচনে মঙ্গলকাব্য শ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহার কিয়দংশ ঐতিহাসিক ভূমিকায় রচিত। মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য ও ভবানন্দের কাহিনী ইহার প্রমাণ। সম্পূর্ণ ঐতি না হইলেও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিরচিত 'অ ন' কাব্য মঙ্গলকাব্যের তিহাসে যথার্থই একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

পোপের সময় দেখা যায় বিত্তশালীদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ভব্য কফিখানাতে সাহিত্যিকদিগের প্রতিভা-দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইত। বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কফিখানা না থাকিলেও গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকের দারিদ্র্য ছিল না। ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সুপারিশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবিপদে বরণ করিয়াছিলেন [১৩]। তাঁহারই আশ্রয়ে, আদেশে ও পরিপোষকতায় কবির কাব্য রচনা।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া। স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ। কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তারে তুমি রায়গুণাকর নাম দিও। রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
সেই আজ্ঞামত কবি রায়গুণাকর। অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥

—গ্রন্থসূচনা

ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমাণ্টিক যুগের ভাববিহ্বল কাব্যচেতনা ক্লাসিকধারাবলম্বী হইয়াছে। ভারতচন্দ্রে এই ধরণের ধারাপরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মূলতঃ ক্লাসিকতার কাঠামোতে রচিত হইলেও ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে রোমাণ্টিকতার ও কিয়দংশে কুহেলিমার অভাব নাই। অন্নদামঙ্গলের প্রথমাংশে ক্লাসিকধারা রক্ষিত হইয়াছে। মশানে সুন্দরের চৌতিশা কালীস্তুতিতেও কবির গভীর দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-কার কবিরাজ গোস্বামী যেরূপ বৈষ্ণব-দর্শনের দুর্ব্বোধ্য অংশগুলিতে কাব্যালোকসম্পাত করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রও আদ্যাশক্তির স্বরূপবর্ণনায় অনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে

ক্লাসিকতার কণ্ঠকে রোমাণ্টিকতার জয়গান কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের রোমাণ্টিকতার প্রকৃত পরিচয় মিলে অন্নদামঙ্গলের কয়েকটি গানে। বৈষ্ণব কবি-জনোচিত ভক্তি এবং কিয়দংশে সুফী-ভাবধারা [১৪], নিজস্ব ভাষা এবং রীতি, সময়োচিত বর্ণনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গীতগুলিকে 'অসামান্যের শ্রেণীতে' উন্নীত করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতযুগল হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নব জলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু, পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূর নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর, মুখ সুধাকর হাসি,
সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি,
সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও, ভারত যেমত চাহে, সেইমত
চাও হে॥—পুরবর্ণন

শুন শুন সুনাগর রায়। আপনার মণি মন বেচিনু তোমায়॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি, রহে যেন রীতিনীতি,
নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেও, আর দিকে নাহি ধেও, সদা একভাবে চেও, এই
রাধিকায়॥
তুমি যে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস, না লইও অপযশ, বঞ্চিয়া আমায়॥
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে, ভারত দেখিবে পাছে,
না ভুলায়ো তায়॥
—সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং আলেকজাণ্ডার পোপ, উভয়ের মধ্যেই সরসতা ছিল। ভারতচন্দ্রের রসবোধ বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে ঈষৎ শ্লীলতা-বর্জ্জিত হইলেও, অতুলনীয়। কবির সরসতা প্রকাশ পাইয়াছে বিশেষ করিয়া ছোট ছোট চরিত্রগুলিতে।

"বলা বাহুল্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নারীর কোন্দল, বৃদ্ধার ভাবভঙ্গী, বৃদ্ধা বেশ্যার শঠতা ইত্যাদি কতকগুলি বাঁধাধরা রসিকতার বিষয় চিরকালই ছিল। ভারতচন্দ্র মোটামুটি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার চাঁছাছোলা ভাষা ও ছন্দোনৈপুণ্য যে অনেকটা নূতনত্ব দিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয় [১৫]।"

কয়েকটি নিদর্শন এই প্রসঙ্গে উৎকলিত হইল—

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি। আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র। দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র॥
আয়রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়েগুলো মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেণাঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া [১৬]॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে। সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এসো চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
—কোন্দল ও শিবনিন্দা

রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে। ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার। বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা। অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে। তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
মহাকবি পতি মোর কত রস জানে। কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥—নারীগণের পতিনিন্দা

ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে। ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাভাষে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোঁসাই। এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥

হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথ কৈল মোরে
ডুবাইয়া [১৭]॥—মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি

খাইয়া প্রসাদ-ভাত, মাথায় বুলায় হাত, আচার বিচার নাহি তায় [১৮]
—জগন্নাথ পুরীর বিবরণ

বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল।
চিৎপাত হয়ে বিবি হাতপা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে।
—দিল্লীতে ভূতের উৎপাত

ভারতচন্দ্র সরসতার জন্য মধ্যে মধ্যে 'যাবনী মিশাল' ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরূপ সংমিশ্রণ পূর্ব্বেও চলিত [১৯]। ইহাতে বরং রচনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য কিন্তু এই সরসতার মধ্যেই শেষ হইয়া যায় নাই। যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নানারত্ন সমন্বিত, উত্তরকালের সাহিত্য সাধকদিগের পথপ্রদর্শক ধ্রুবনক্ষত্র। ইহাতে রসের যে-বীজ অংকুরিত অবস্থায় দেখা গিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহাই নানা শাখা প্রশাখা ইত্যাদিতে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সাহিত্যের সংস্কার-মুক্তি মিলিয়াছিল। অন্নদার আশীর্ব্বাদ—'যে কবে সে হবে গীত আনন্দে লিখিবে'—কবির ভাগ্যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। বিবিধ জ্ঞানচর্চ্চা-লব্ধ সুতীক্ষ্ণ ভাষা-জ্ঞান এবং অননুকরণীয় প্রকাশভঙ্গী, আবেগ সঞ্চারের সহজ কৌশল এবং দীপ্তিময়ী সরসতা কবির কাব্যকে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্য্যময় ['A thing of beauty'] এবং তজ্জন্যই ইহা চিরানন্দদায়ী ['A joy ever'] । কবি দেহের দেউলে দেহাতীতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে সরসতার প্রসঙ্গে অশ্লীলতার কথা উঠে। তাঁহার কাব্যে বহু রসের মধ্যে আদিরস ও হাস্যরস দুই-ই বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু কোনটিই নিন্দার্হ নহে। বাক্‌পতি ভারতচন্দ্রের কাব্য সৌখিন 'বাক্‌ছল' নয়, জীবনের দর্পণ। অন্নদামঙ্গল স্বল্পপ্রাণ হইলেও খাঁটি কাব্য। অত্যুগ্র বাস্তববাদ কিংবা অতি-তীক্ষ্ণ আদর্শবাদ কোনটাই এই কাব্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয় নাই। রসিক-কবি স্বীয় রচনাতে প্রসাদগুণান্বিত রসঃসঞ্চার করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকে 'তন্বী শ্যামা' রূপ দান করিয়াছেন কিন্তু কদাচ কল্পনার বিলাস করেন

নাই। সেইহেতুই তাঁহার রসিকতায় পাই সামাজিক, পারিবারিক জড়তা ও অসত্যের প্রতি প্রাণের সুতীব্র বক্রোক্তি, পৌরাণিক রূপকথার প্রতিও সযৌক্তিক অবিশ্বাস। কিন্তু আত্মজীবনের প্রচণ্ড বেদনা, রিক্ততার পুঞ্জীভূত সংঘাত তাঁহার কাব্যে কোথাও উৎকট হইয়া উঠে নাই। নীলকণ্ঠের মত সমস্ত হলাহল তিনি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্যের জন্য যাহা রাখিয়া গেলেন তাহা অবিমিশ্র রস-সম্পদ। তাঁহার সরসতায় অনাবিল দুঃখ-জয়ের উচ্ছলতা আছে। এই সম্পর্কে সাহিত্যে শুচিতার বিচারও আলোচনা-যোগ্য। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়, যৌনানুভূতির প্রবলতাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা সাহিত্য 'সৎ' বা 'অসৎ' হইতে পারে না। ইহা নীতির নহে, রুচির বস্তু যাহা একান্ত ভাষাগত ব্যাপার। জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনাই গর্হিত নহে যদি-না উহা জঘন্য-উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় লিখিত হয়। যাহা 'Art for Art's sake' না হইয়া 'Dirt for dirt's sake' হয়, তাহাই যথার্থ অশ্লীল ও বর্জ্জনীয়। বিদ্যাসুন্দরের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ নীতিবাগীশদিগের, রুচিসম্পন্নদিগের নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি বিমল-আনন্দ দান হয়, বিদ্যাসুন্দরের তথা-কথিত অশ্লীলতার পঙ্কে কি আনন্দ-পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হয় নাই? বিদ্যাসুন্দর যদি শুধুই 'কামনার অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত অশোক', তবে সচেতন-সমাজ আজিও উহার মৃত্যুদণ্ডপত্রে স্বাক্ষর করে নাই কেন? ভারতচন্দ্র অশ্লীলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়াই স্বীয় কাব্যে নানা বহিরঙ্গের ব্যবহার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের কলঙ্ক অলঙ্কৃত-কলঙ্ক, যাহার একদিকে জীবনের পরিস্পন্দন, অপরদিকে যৌবনের জয়গান। কালের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের যখন গতি-পথ পরি-বর্ত্তিত হইয়াছিল, তখনও ভারতচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার অস্বীকৃতি কোথাও হয় নাই, বাগ্‌দেবতার অর্চ্চনার আরাত্রিকের পঞ্চপ্রদীপে নূতন তৈলসিঞ্চন মাত্র হইয়াছিল। যে-কোন জাতির সাহিত্যে যুগ যুগ ধরিয়া সেই জাতির মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। অন্নদামঙ্গলে যদি ইহা ঘটিয়া থাকে, কঠিনতম বহ্নি-পরীক্ষাতেও ইহার অনুত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা নাই [২০]।

১ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume, 1946, pp. 147].

২ Legouis and Cazamian—A History of English Literature [London, 1947, p. 593-94].

৩-৪ A. C. Rickett—A History of English Literature. [London, 1946. Part III. P. 191-92 & 202].

৫ কাব্যপ্রদর্শনী [The Dunciad, Essay on Man, Essay on Criticism]:

'Out with it, Dunciad: let the secret pass, That secret to each fool—that he's an ass.' 'Eternal smiles his emptiness betray, As shallow streams run dimpling all the way.' 'While pensive poets painful vigils keep, Sleepless themselves to give their readers sleep.'

'Hope springs eternal in the human breast; Man never is, but always to be blest.'

'Avoid extremes; and shun the fault of such, Who still are pleased too little or too much At every trifle scorn to take offence, That always shows great pride, or little sense. Those heads, as stomachs, are not sure the best, Which nauseate all, and nothing can digest. As things seem large which we through mists descry, Dullness is ever apt to magnify.'

৬-৭ Legouis & Cazamian—A History of English Literature [London 1947. P. 727]. A. C. Rickett—A History of English Literature —[London, 1946. Part III, p. 204].

৮ নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রকে অবশ্য 'বাঙ্গালীর ড্রাইডেন' বলিয়াছেন—'ভারতচন্দ্র অপ্রয়োজনে অশ্লীল, হীরামালিনী সুজনের উপযুক্ত কবি। ইঁহার আগাগোড়াই বিপরীত। জ্বলাময়ী প্রতিভা সত্ত্বেও হেনে (Heine) বলিয়াছেন 'বায়রণ অর্দ্ধ কবিতার রাজ্যে কবি', আমরাও বলি ভারতচন্দ্রও সেইরূপ। ভারতের কাব্য ব্যঙ্গকাব্য। কিন্তু হোরেস, ড্রাইডেন প্রভৃতি ব্যঙ্গকাব্যকারগণের মতে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ (Lampoon) সকল সময়ে অনুমোদনীয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষ সমাজের পীড়াদায়ক না হইলে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ অভদ্রতা। ভারতের বিদ্যাসুন্দর রচনা ভীরুর বৈরনির্য্যাতন। ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গ কাব্যের নিয়ম ব্যতিরেকে বাঙ্গালীর ড্রাইডেন।'—[সাহিত্য। ৩য় বর্ষ। ১২ সং। চৈত্র, ১২৯৯ সাল। পৃঃ ৭৫৯]।

অনেকে [ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতচন্দ্র (বেতার জগৎ। ২৪ ভাগ। ১৩ সং। পৃঃ ৫৩৩)] ভারতচন্দ্রের কাব্যের লঘু দিকটির কথাই চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাই কবির সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। কবির কাব্যে 'গতি ও স্ফূর্ত্তি'ও যেমন আছে, গাম্ভীর্য্যও তদ্রূপ বিদ্যমান।

৯ দ্রষ্টব্যঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতচন্দ্র' [পৃঃ ৮১-৮৩]।

১০ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৫৯]।

১১ দ্রষ্টব্যঃ 'ভারতচন্দ্রের ভাষা'। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, ভারতচন্দ্রের অনতিদূরবর্ত্তী কবি রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও বিদেশী শব্দ প্রচুর আছে কিন্তু উভয়ের তুলনা হয় না। একজন ছিলেন 'সভাকবি', অন্যজন, সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রথম চারণ কবি।

১২-১৪ দ্রষ্টব্যঃ 'যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র'; 'কবি-জীবনী'; 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঐসলামিক রহস্যবাদ'।

['The history of literature is in large part the history of the beneficience of individual princes and aristocrats...........In the Middle Ages much of the principal art are kept entirely within the general outlook of the bread-giver..............The world is seen through the spectacles of the feudal lord. There is no feeling for the little man and no respect for physical labour.' (Dr. Schuchking—*The Sociological Medium of Literature in the Past*).] ভারতচন্দ্রের পক্ষে এই উক্তি আংশিক সত্য। বিদ্যাসুন্দর কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নদানের মূল্য কিন্তু ঈশ্বরী পাটনী মহাকালের খাতায় অক্ষয় সঞ্চয়।

১৫ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [১ম সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৮৭২]।

'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পঙক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোন একটি সর্ব্ব-উপদ্রব-সহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্‌ কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।'—[রবীন্দ্রনাথ]।

১৬ তুলনীয় প্রচলিত প্রবাদ—'ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়। বেনা গাছে চুল জড়িয়ে কোঁদল ভেজায়॥'

১৭ তুলনীয়ঃ 'বুড়ী বলে আগো ঝী কেন কান্দ আর। মরিল জামাই তোর পাবি আর বার॥ সবে তোর মাতা আমি আর কেহ নাই। বিশ ফয়তা গেলে নিকা দিব আর ঠাঁই॥ মার বাক্যে জোলা-ঝির জুড়াল হৃদয়। কান্দিয়া মায়ের স্থানে ধীরে ধীরে কয়॥ নিশ্চয় কহিল মাতা শান্ত কর মন। শুনি প্রাণ কাঁপে নিরামিষের কারণ॥ খোদায় বঞ্চিল মোরে এই দিন হতে। এই কয়দিন মুই বঞ্চিব কি মতে॥ সাত দিন নহে মাতা সাতটি বৎসর। কেমনে বঞ্চিব ঘরে আমি একেশ্বর॥ নিরামিষ খাইলে নাহি বাঁচিবার আশ। তাহাতে বাড়ীতে আছে কুকুড়ার বাস॥'—['বিজয় গুপ্ত (মনসামঙ্গল। পৃঃ ৬৬)]।

১৮ জগন্নাথের প্রসাদ-মাহাত্ম্য স্টার্লিং-হাণ্টার প্রণীত উড়িষ্যার বিবরণে পাওয়া যায়।

১৯ তুলনীয় গৃহস্থ-বধূর দুঃখের পাঁচালী স্রগ্ধরা ছন্দে এবং মিশ্রিত ভাষায়—'তৈলাৎ খুস্কোঽপি সম্যক্‌ ভালমতে ভিজেনা কিং পুনর্হস্তপাদৌ, শ্বশ্রূর্যাতা গৃহে মে খাতে কিছু বলে না সর্ব্বদা কয় রাঁদো গো। লজ্জাশীলাঃ পুমাংসো যদি কিছু খাইতে দেয় তত্র বৈরী মার্গীরা, ইত্থং বাসো গুরো মে নুকিচুরি করিয়া প্রাণ বাঁচায় বৌ ছুঁড়ীরা॥'—[সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৩৫৮) হইতে গৃহীত]।

২০ প্রমথ চৌধুরী—নানা কথা [পৃঃ ৫০ (বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙ্গলা), ১০২-০৩, ১০৮, ১১০ (সবুজ পত্রের মুখপত্র), ২১৪-১৫ (বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?), ২৫৯, ২৬৩-৬৪ (বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্য), ২৭৪, ২৮২-৮৩ (অলঙ্কারের সূত্রপাত), ৩৪০, ৩৪২ (ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়)]। বীরবলের হালখাতা [পৃঃ ১৫ (কথার কথা), ৩৭ (মলাট

সমালোচনা), ৫৫ (সাহিত্যে চাবুক), ৮১ (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ), ১১১ (বীরবলের চিঠি), ১১৭ (যৌবনে দাও রাজটীকা), ১২৯ (ইতিমধ্যে)]। সনেট-পঞ্চাশৎ [বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। পৃঃ ১০৭ (চোর-কবি)]। প্রবন্ধসংগ্রহ [১ম ভাগ। বিশ্বভারতী প্রকাশিত। ১৯৫২ খ্রীঃ। পৃঃ ২৪১-৫৭ (ভারতচন্দ্র), ২২৮ (চিত্রাঙ্গদা), ২৫৮-৬৭ (অশ্লীলতা—আলঙ্কারিক মত)]। দি স্টোরি অব বেঙ্গলী লিটারেচার [কবিগুরুর অনুরোধে দার্জিলিঙে রচিত (১৪-৬-১৯১৭ খ্রীঃ) ও সাহিত্য সভায় পঠিত। এই প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিতে কবির নামে প্রচলিত পদগুলিকেই ধরা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদ কিংবা বড়ু চণ্ডীদাসকে নহে, ইহা পরবর্তী প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র'-এ উল্লিখিত হইয়াছিল (প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃঃ ২৫৪)।]।

এই প্রসঙ্গে অত্রোদ্ধৃতিগুলি প্রণিধানযোগ্য—

'আমাদের ভাষার অন্তরে ফরাসী ভাষার গতি ও স্ফূর্ত্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জর্মানের ন্যায় স্থূলকায়, গুরুভার, শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর অরাও পরিস্ফুট হয়ে উঠত এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।' —[ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় (নানাকথা। পৃঃ ৩৪২)]।

'There is no such thing as a moral or immoral book. Books are well-written or badly written. That is all.' [—Oscar Wilde].

'What is essential is to assert that they (these books) must be approved or condemned on artistic grounds.' [—Keith ('A History of Sanskrit Literature')].

'A nation's literature is the progressive revelation, age by age, of such nations.' [Hudson].

'Sexual impurity in literature (pornography, as some of the cases call it) I define as any writing whose dominant purpose and effect is erotic allurement—that is to say, a calculated and effective incitement to sexual desire. It is the effect that counts, more than the purpose and no indictment can stand unless it can be shown.' [১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়া রাষ্ট্র বনাম গর্ডনের সাহিত্যে অশ্লীলতাবিষয়ক মামলার বিচারপতি কার্টিস বক্-(Curtis Bok)-এর মন্তব্য।—যুগান্তর ১৬-৭-১৯৫৩ (গ্রন্থবার্ত্তা) হইতে গৃহীত।]।

॥১৭॥ যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র

'রস কাব্যের আত্মা স্বরূপ হইলেও কবি সামাজিক মানুষ। সমাজ এবং পরিবেশকে বাদ দিয়া কাব্যরচনা সম্ভব হইলেও তাহার মূল্য নিতান্তই সামান্য হইয়া পড়ে [১]। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সামাজিকতা বা পারিপার্শ্বিকতা মূলক রসকে যেন ব্যাহত না করে। শেক্সপীয়রের নাটকের রসাধিক্য সামাজিকতাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে, তলস্তয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি'-তে রস ও সামাজিকতার সমতা রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া সামাজিকতা রসাস্বাদীর পক্ষে 'অতিরিক্ত' ফল-প্রাপ্তি কিন্তু রোমাঁ রোঁলার 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্'-এ সামাজিকতা রসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া উহা রসোত্তীর্ণ হয় নাই। 'রায়গুণাকরের কাব্যে তৎকালীন রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, রীতি, নীতি, কৃষ্টি প্রভৃতির একটি নিখুঁত চিত্র অংকিত হইয়াছে কিন্তু ইহা কবির রসসৃষ্টিকে লঘু করিয়া দিয়া সমগ্র কাব্যকে আনন্দবর্দ্ধনোক্ত 'চিত্রকাব্য' বা কাব্যের কঞ্চুকে অ-কাব্যে পরিণত করে নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক আদি বিবিধ উপাদানের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের অনুপম আলেখ্য [২]।'

'অন্নদামঙ্গলের নাম নির্ব্বাচনের মধ্যেও বাঙ্গালীর চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু'; 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'—পত্রে পত্রে বিধ্বনিত হইয়াছে।' অন্নদামঙ্গল কাব্য কবি রায়গুণাকরের 'স্বর্গ-হতে-আনা' পরম 'বিশ্বাসের ছবি'। 'খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা নিরন্নের বাঙ্গালা। সেইজন্য ভিখারী মহাদেব যেই স্থানেই যান, সেই স্থানেই 'হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান'। ভর্ত্তা পত্নীকে তাই 'পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে', হরি হোড়ের জননীরও একই দশা—'অন্ন বিনা কলেবর অস্থি-চর্ম্মসার'। কবির ঈশ্বরী পাটনী তাই মহামায়ার নিকট আপন সন্ততির জন্য 'দুধভাত' প্রার্থনা করিয়াছে, কবি স্বয়ং 'অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ' বলিয়া মহামাতৃকাকে অন্তরের আকুতি জানাইয়াছেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে যে-নিরন্নতার হাহাকারের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে বিভীষণ-মূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও সেইজন্য অন্নদাদেবীর করুণাকটাক্ষের প্রয়োজন, তবেই ক্ষুধিত পাষাণ পরিতৃপ্ত হইবে। শুধু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর নহে, বিংশ শতাব্দীরও জাতীয় মহাকাব্য—অন্নদামঙ্গল [৩]।

যেমন ইংরেজ আমলের প্রথম পর্ব্বে কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা; 'কলিকাতার কৃষ্টি' [৪] বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর রাজা নবকৃষ্ণ [১৭৩২-৯৭ খ্রীঃ]। আন্দুলবাসী দেওয়ান রামচাঁদ রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুল ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ [লালাবাবু-(কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ)-র পিতামহ] প্রভৃতি ইঁহার সমসাময়িক হইলেও বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নবকৃষ্ণের মত প্রভাব কেহই বিস্তার করিতে পারেন নাই। তেমনি একদা কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন এই কৃষ্টিচক্রের কেন্দ্রবিন্দু। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের বিবিধ চিত্র সভাকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে সঞ্চিত হইয়া আছে।

গৌড়বঙ্গের পরিচয়ঃ

সুরুতেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়িতেছে—

> "গুড়ের সহিত নাকি গৌড়ের যোগ আছে। এই যোগ হ'ল শব্দশাস্ত্রের। কিন্তু মাধুর্য্যের সঙ্গে এ-দেশের চির-যোগ। নীরস শুষ্ক পথ এ দেশের নয় [৫]।"

শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে 'বঙ্গ' + অধিবাসী অর্থে 'আল' [৬] = বঙ্গাল শব্দ মিলে। পরে ভাষার নিয়ম অনুসারে 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল', 'বাঙ্‌গাল' > পশ্চিম বঙ্গের উপভাষার 'বাঙাল' দাঁড়াইয়াছে। গৌড় [পশ্চিম বঙ্গ] ও পূর্ব্ব বঙ্গ তুর্কীদিগের দ্বারা বিজিত হইলে, বিজেতাদিগের নিকট সমগ্র দেশের নাম দাঁড়ায় 'বঙ্গালহ্‌'। তুর্কীরা ফারসীভাষাকে রাজভাষা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং ফারসীতে 'বঙ্গাল' শব্দটি 'বঙ্গালহ্‌' বা 'বঙ্গালা' রূপ গ্রহণ করে এবং সর্ব্বজন-স্বীকৃত হয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালাভাষার রূপ হিসাবে এই 'বাঙ্গালা' শব্দ আধুনিক সাধুভাষা 'বাঙ্গলা' [আদ্যস্বরে ঝোঁকের প্রভাব বশতঃ] এবং 'বাঙ্‌লা' [=বাংলা] এই যুগলরূপ ধারণ করিয়াছে। হনডিয়াস্‌ [১৬১৩ খ্রীঃ],

গেস্‌টালডি [১৬৫০ খৃীঃ], আইজ্যাক্ টাইরিয়ন্ [১৭৩০ খৃীঃ] প্রভৃতির নকশায় ও মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পর্য্যটকবর্গের বিবরণীতে এই দেশের নাম পাওয়া যাইতেছে—'বেঙ্গালা'। প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ যে সকল জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' তাহার দুইটি বিভাগ মাত্র। এই বিভাগদ্বয়ের নাম হইতেই বর্ত্তমান ও মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙ্গালাদেশের নামটির উৎপত্তি। পুণ্ড্র ও রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত গৌড় দেশ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতার বাঙ্গালাদেশের প্রবেশদ্বার স্বরূপ ছিল [৭]। ভারতচন্দ্র এই গৌড় বঙ্গের গুণ-গরিমার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

সপ্তদ্বীপ [৮] মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান। সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান্। তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান॥

—বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান, ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।

—সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

ব্যাপক অর্থে গৌড় পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল [৯] এবং এক একটি বিভাগকে এক এক গৌড় বলিত। অনুরূপ ভাবে পঞ্চদ্রাবিড়ের [দ্রাবিড়, কর্ণাটক, অন্ধ্র, কেরল ও গুর্জ্জর] নামও পাওয়া যায়। গৌড় বা দ্রাবিড় শব্দের এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার কোন সময়ে সুরু হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। রাঢ় প্রদেশ গৌড়েরই অন্তর্গত ছিল [১০]। বঙ্গদেশকেও এইহেতু গৌড়বঙ্গ বলিত [১১]।

রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা ঃ

মুসলমান রাজত্বে নবদ্বীপের রাজকুল নিজ নিজ রাজত্বে আপনারাই সর্ব্ববিধ বিচারকার্য্য করিতেন। রাজা অবিচার করিলে নবাবের নিকট আবেদন করা যাইত। ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তে দেখি যে, বর্দ্ধমান রাজদরবারে [তথা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দরবারে] উকীল থাকিত। রাজগণ স্বীয় রাজধানীগুলি সুরক্ষিত করিয়া রাখিতেন। ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায় আপনার রাজধানী পরিখাবেষ্টিত করিয়া সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপি

বর্ত্তমান [১২]। নবদ্বীপের সদর কাছারীতে ন্যূনপক্ষে দুইশত কর্ম্মচারী ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের তিন সহস্র অশ্বারোহী এবং সাত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। তখন ফিরিঙ্গীরাও দেশীয় জমিদারদিগের সৈন্যদলে কাজ করিত। পালপার্ব্বণাদিতে জমিদারদিগের আধিপত্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং 'চারি সমাজের পতি' ছিলেন। জমিদারেরা সমাজপতি ছিলেন বলিয়া জাতিচ্যুত এবং পতিতোদ্ধার করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগের ছিল। জমিদারেরা যে-অত্যাচারী ছিলেন না এমন নহে, তবে তাঁহারা বহু প্রজাহিতকর কার্য্যও করিতেন। ভূমিদানের ব্যবস্থা ছিল। শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আধুনিক 'ব্ল্যাঙ্ক চেক'-এর অনুরূপ এক প্রকার দলিল স্বাক্ষর করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন প্রার্থী আসিলে মহারাজের কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ (পঞ্চাশ বিঘা) ভূমি স্বাক্ষরিত দলিলে লিখিয়া দিয়া উক্ত প্রার্থীকে দান করিতেন [কৃষ্ণনগর 'সাহিত্য-সঙ্গীতি'-র উদ্যোগে রাজ-বাটীতে ('বিষ্ণুমহল'-এ) অনুষ্ঠিত (৮-৪-১৯৫১) 'ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎ-সব'-এ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রাচীন পুঁথি-পত্র-দলিলাদির প্রদর্শনী-পরিচিতি এবং পরে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বিবরণী]। 'নজর' দানের প্রথা ছিল। সৈন্য পোষণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইত বলিয়া অনেক সময় প্রজাদিগের দুঃখকষ্টের একশেষ হইত [১৩]। পথ-ঘাট অনেক সময় ভাল থাকিত না। দেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল [১৪] এবং কোট্টপালবর্গের শাসনও কম ছিল না। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

চকের মাঝেতে কোতোয়ালী চবুতরা। ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার। বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥
বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম। যমালয় সমান লেগেছে ধূমধাম॥
ঠকঠকি হাড়ের কোড়ার পটপটি। চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥
কেহ বা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়। কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥

—গড়বর্ণন

'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন'-এ ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী ও রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদির সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদিগের রাজ-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-

দিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতেন। জমিদারগণেরও স্বায়ত্ত-শাসন নিরঙ্কুশ ছিল। সমগ্র ভূভাগ তখন 'চাকলা'-য় বিভক্ত ছিল [১৫]। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৯ সংখ্যক সরকার এবং ৬৮২ সংখ্যক পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ শুজা এই বিভাগের সংস্কার করিয়া পরগণা সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ আয়ের অঙ্কও বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে এই আয় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যঃ

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যে একখানি ক্ষুদ্র বাণিজ্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস। ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী। সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন। লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥
—গড়বর্ণন

য়ুরোপীয় বণিককুল ব্যতীত বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়, তুর্কী, তাতার, উজ্‌বক্, কিজিলবাশ্, বোঁদেলা [বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী], ভোজপুরী প্রভৃতি জাতিরও উল্লেখ কবি করিয়াছেন। 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন'-এ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবৃতি পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাণিজ্য ব্যাপারে সুবর্ণমুদ্রা এবং কড়ির ব্যবহার বোধ করি একযোগেই চলিত। কড়ির-যে চল ছিল, এই বিষয় সন্দেহাতীত, টাকা-সিকার তো ছিলই।

শুনি তুষ্ট কবি রায়, দশটাকা দিলা তায়, দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।

ভাঙ্গাইয়া আড়কাট [১৬], এমনি লাগায় ঠাট, বলে শ্যালা আস্তা টাকা মোর।

... .

কান্দি কহে কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে, কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া॥

পণে বুড়ি নিরুপণ, চারিপণ, টাকাটায় শিকার স্বীকার॥
—সুন্দরের মালিনী বাটী প্রবেশ

আসরফী [১৭] বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত। দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত॥ —মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি

বাঙ্গালা দেশে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর। মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব। জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য। ঘাস পাত ফুল ফল যত মত গব্য॥
—দিল্লীতে ভূতের উৎপাত

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার ধান নৌকাযোগে পাটনা, মছলীপট্টম, সিংহল ও মালদ্বীপে যাইত। চিনি কর্ণাটে, বসরার পথে আরবে, মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে যাইত। আম, আনারস, লেবু, হরীতকী, গোধূম বাঙ্গালার চিরকালীন সম্পদ। এই গোধূম হইতে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ জাহাজের নাবিকগণ আহার্য্য ['বিস্‌কিট্‌'] প্রস্তুত করিত। বিবিধ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য,, পশুচর্ম্ম, কার্পাস ও রেশম-বস্ত্র কাবুলে, জাপানে ও য়ুরোপে রপ্তানি হইত। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য ভারতবর্ষে আসিত। যে-কড়ির উল্লেখ ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায়, তাহা আসিত মালদ্বীপ হইতে। চীন হইতে চীনামাটির বাসন ও টিউটিকোরিন হইতে মুক্তাও বঙ্গদেশে আমদানী হইত [১৮]।

দেশ-বিদেশঃ

(রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা ও পুনরাগমন উপলক্ষ্যে একটি ভৌগলিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভবানন্দ প্রথমে উড়িষ্যাতে গিয়াছিলেন। গঙ্গা পার হইয়া তিনি সোজা দক্ষিণের পথে পাড়ি দিয়াছিলেন।) পথে সেকালে সরাইখানা ('চটি') ছিল। উজানীনগর ও মঙ্গলকোট [বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত] পার হইয়া ভবানন্দ বর্দ্ধমানে [১৯] পৌঁছিলেন। দামোদর পার হইয়া ডানদিকে প্রখ্যাত চম্পানগরকে [বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত] রাখিয়া আমিলা [২০], মোগলমারি [২১], উচালন [২২], পার হইয়া মালভূম [মল্ল-বিদ্যার কেন্দ্র], কর্ণগড়কে [বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত] দক্ষিণে রাখিয়া বাঙ্গালা-

দেশের সীমা 'নেড়া দেউল' [২৩], দেখিয়া মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন [কলিকাতা হইতে ১০৪ মাইল], জলেশ্বর [২৪], [ঐ, ১১৫ মাইল], রাজঘাট, অতিক্রম করিয়া বস্তায় [২৫] [ঐ, ১২৭ মাইল] গিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরে মহানদী পার হইয়া কটক, দক্ষিণে ভুবনেশ্বর, বামে বালেশ্বর [২৬], বালিহন্তা, আঠারনালা [২৭] পার হইয়া নীলাচলে [পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে] গিয়া পৌঁছিলেন। উড়িষ্যা হইতে বাহির হইয়া চড়য়া পর্ব্বত [ঈস্টার্ণ ঘাট], সুবর্ণরেখা পার হইয়া ভবানন্দ শ্রীকাকুলম্-[=সীতাকোল]-এ গিয়াছিলেন। অতঃপর সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কৃষ্ণা ইত্যাদি একাধিক নদনদী, কর্ণাট-প্রদেশস্থ কঞ্জীভরম্ [=কাঞ্চী] আদি দেশ, মহারাষ্ট্র ও বর্গীর অধিকৃত ভূখণ্ড এড়াইয়া গুজরাটে উপনীত হইয়াছিলেন। মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ইত্যাদিতে দেবদেবীদর্শনে পুণ্যসঞ্চয়ও ভবানন্দ করিয়াছিলেন। তাহার পর বহুস্থান ঘুরিয়া তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বারাণসী হইয়া 'পঞ্চকূট'-[>পাঁচেট=মানভূম-পঞ্চকোট ?]-এর ভিতর দিয়া ছোটনাগপুর এবং কর্ণগড় পশ্চাতে রাখিয়া বিহারে বৈদ্যনাথ-ধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর বক্রেশ্বর পার হইয়া রাঢ়ে উপনীত হইয়াছিলেন। 'ঘরমুখো বাঙালী' ভবানন্দ অজয় পার হইয়া গঙ্গার পরপারস্থ অগ্রদ্বীপে [২৮] উপস্থিত হইলেন। তাহার পরই স্বগৃহ—

ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম। গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম। যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম॥
—ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত

বাদ্যযন্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র ও যানবাহন :

সুপ্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালাদেশে নৃত্যগীতবাদ্যের প্রচুর প্রচলন ছিল। রামচরিত, পবনদূত, সদুক্তির নানা শ্লোকে, পাহাড়পুর ও ময়নামতীর দগ্ধ-মৃত্তিকা-ফলকগুলিতে কাঁসর, ঢাক, বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। চর্য্যাতেও বীণাজাতীয় যন্ত্রের উল্লেখ আছে। নানাবিধ সামাজিক ও ধর্ম্মগত উৎসবে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হইত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মন্দিরা, বীণা, বাঁশী, তম্বুরা, রবাব, কপিনাশ, মোচঙ্গ, নহবৎ, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি

উৎসবের বাদ্যযন্ত্রের [২৯] এবং নাগারা, মৃদঙ্গ, ভেরী, ভোরঙ্গ, ধামসা প্রভৃতি যুদ্ধের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ছন্দযাদুকর ভারতচন্দ্র বাদ্যযন্ত্রের 'বোল্'-টি পর্য্যন্ত ভাষায় ফুটাইয়াছেন—

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা। বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥
—মানসিংহের যশোহর যাত্রা

ধু ধু ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম, ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড়গড় গড়গড়, দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥
—অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন

অন্নদামঙ্গলে নৃত্য ও হুলুধ্বনির উল্লেখও পাওয়া যায়। হুলুধ্বনি যদিচ বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব, তথাপি দক্ষিণে নায়ার প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'কুড়ুবা' নামক ঐ জাতীয় ধ্বনি শোনা যায় [ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা। পৃঃ (১৪)]।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন। হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥ —ভবানন্দের বাটী-উপস্থিতি

বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট কত, গায়ক নটী রামজনী॥
—অন্নদাপূজা

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যুদ্ধের বিবরণ বিশেষ নাই। তথাপি তীর, ধনুক, কামান, খঞ্জর, লেজা, তরবারি, চর্ম্ম [ঢাল], লাঠি প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে শ্যামাপূজার রাত্রিতে বহূৎসবের ন্যায় সেকালেও বিবিধ উৎসবাদিতে আতসবাজি ব্যবহার করা হইত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিবের বিবাহযাত্রা উপলক্ষ্যে ইহার উল্লেখ আছে—'বায়ু করি বল, আপনি অনল হইলা আতসবাজি'। কেবল উৎসবের ব্যাপারেই নহে, যুদ্ধের ব্যাপারেও নানারূপ আতসবাজি ব্যবহৃত হইত। প্রতিপক্ষের উপর সহসা ঝাঁক ঝাঁক 'হাউই' নিক্ষেপ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা হইত। অনেকক্ষেত্রে গোলাগুলি-বারুদের উপর আতসবাজি পড়িয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিত। মানসিংহের যুদ্ধ-বর্ণনায় আছে—

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে। সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান। গাড়ীতে কামান চলে বাণ, চন্দ্রবাণ॥
—মানসিংহের যশোহর যাত্রা

গাড়ীতে কামানের সহিত 'চন্দ্রবাণ'ও চলিয়াছে। চন্দ্রবাণ অর্থে 'হাউই' [= 'রকেট']।

যানবাহনের মধ্যে নৌকার ব্যবহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে ছিল। কাছি, সেঁউতি, পাল প্রভৃতি শব্দের এমন সহজ ও সাবলীল ব্যবহার আমরা সাহিত্যে পাইতেছি যে, সহজেই বুঝা যায়, এগুলির সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক হৃদয়ের। বিচিত্র নহে, নদীবহুল বাঙ্গালাদেশে নৌকা রূপক হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায় অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি পশুর ব্যবহার। প্রথম দুইটি যুদ্ধে ও রাজগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। বহুপ্রাচীন লিপিতে হস্তীসৈনিকের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণচন্দ্রেরও হস্তী এবং অশ্ব ছিল—

রগজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়। উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
—কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

এই বাহনগুলিই ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও কি যান্ত্রিক-বাহন আভিজাত্যের প্রতীক নয়?

রূপসজ্জা ও স্থাপত্যশিল্প:

(আর্য্যসভ্যতার অন্যতম লক্ষণ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ। পাল এবং সেন রাজগণের আমলে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য, বিবিধ গুহালেখ, শিলালিপি ও দেব-দেউলের অনুপম বিচিত্র কারুকার্য্য ইহার প্রমাণ দেয়।) পাহাড়পুরের মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্য করিলে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, প্রাচীনকালে বাঙ্গালীরা ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিতেন। কাঁচুলি, চর্ম্ম ও কাষ্ঠ-পাদুকা, আতপত্র প্রভৃতির ব্যবহার সেকালে ছিল। পুরুষগণ বাবরি চুল রাখিত, নারীগণ কবরী বাঁধিত, ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিত, অগুরু-চন্দন-চুয়া-অলক্তক প্রভৃতি প্রসাধনী ব্যবহার করিত। ধোয়ী কবিকৃত সেন-রাজধানী বিজয়পুরের বিবরণে বাঙ্গালীর বেশভূষা ও আভরণের উল্লেখ আছে। সোনা, রূপা, বিবিধ পুষ্পবীজের মালা, গন্ধদ্রব্য, সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, ধাতুনির্ম্মিত তৈজসপত্রের ব্যবহার সে-যুগে ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামাবতী'-র বর্ণনায় এই সকল সজ্জা ও আভরণের

উল্লেখে নাগরিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি বিবিধ প্রসাধনের উল্লেখ পাই। সে-যুগে পল্লীবধূ-দিগের সজ্জা ছিল ললাটে কজ্জল-বিন্দু, হস্তে মৃণালের বলয়, কর্ণে সুকোমল অরিষ্টপুষ্প ও কবরীতে তিলপল্লব। সোনা, রূপা, শাঁখের অলঙ্কার প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। (ভারতচন্দ্রেও রহিয়াছে—

গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী। চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা। রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥)

—বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ

টেনেটুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি [৩০] গো। শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥

—বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য

কটি দেখি ক্ষীণ, খস্যা পড়ে চীন, বাড়ে ঘাগরার ডোর॥

—রসমঞ্জরী (অথ অজ্ঞাতযৌবনা)

'শ্রীরাম' শাড়ীর নামবিশেষ। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে ক্ষৌম-বস্ত্রের, তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে রত্নখচিত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের কথা প্রচুর পাওয়া যায়। কঙ্কণ, বেশর [৩১], নূপুর ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার ত ছিলই।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের কবি ত্রিহুতবাসী কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে 'মেঘ-উদুম্বর' [< মেঘডম্বর < মেঘাড়ম্বর], 'গঙ্গাসাগর', 'গাঙ্গোর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বারবাসিনী' প্রভৃতি বঙ্গদেশজ বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে য়ুরোপীয় পরিব্রাজকগণ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও শান্তিপুরের ধুতি ও শাড়ীর খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। তুলনীয় হিসাবে নাম করা যাইতে পারে বর্ত্তমান শতাব্দীর বহুপ্রচলিত শাড়ীর নামগুলি ['ময়নামতী' (কুমিল্লা), 'মেঘদূত' ইত্যাদি]। বিবিধ ছাঁদে কবরী-রচনার কুন্তল-কাব্য তো ছিলই।

নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণের উল্লেখও ভারতচন্দ্রে বর্ত্তমান। এইগুলি কিছুটা কূটনৈতিক ভাবাপন্নও বটে। 'সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ'-ধারণে, কোটাল-গণের 'চোরধরা' ব্যাপারে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়—

সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব। বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব॥
—সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন

পেয়েছে বিদ্যার লোভ আসিবে অবশ্য। নারীবেশে থাক সবে করিয়া রহস্য॥
—কোটালের চোর অনুসন্ধান

সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী। সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হইল তারি॥ —বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ

উৎকলিত অংশগুলি বর্ত্তমান যুগে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত ছদ্মবেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মোগল রাজত্বে হিন্দুদিগের আচারে-ব্যবহারে, শিল্পে-সাহিত্যে, সমাজে-সংস্কারে, রূপসজ্জায়-বেশভূষায় যে-মুসলমানী ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা কালক্রমে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ঢাকাই মসলীন ও মালদহের পট্টবস্ত্র দিল্লীর প্রাসাদে যুগপৎ সাদরে ব্যবহৃত হইত। জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের পরিশিষ্টে পাওয়া যায় যে, নবদ্বীপের পাথরের মূর্ত্তি কাশীতেও আদৃত হইত। স্থাপত্য শিল্পে কৃষ্ণনগরের খ্যাতি ছিল। বহু শিল্পের নিদর্শন আজিও উলা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান।

"European travellers in the eighteenth century have borne eloquent testimony to the beauty and fertility of the country in which Krishnagar is situated. Within easy reach of Krishnagar are other spots which have made notable contribution in the enrichment of the intellectual, the emotional, the material and the spiritual aspects of Bengal's civilisation—Navadwip or the city of Nadiya, Ula or Birnagar and Santipur. With some distinctive arts and crafts, with its traditions of scholarship, with a special and characteristic style of architecture in a number of temples in the locality, Krishnagar and the area round about form a veritable centre of art. At the present day, the clay-modelling of the potters of Krishnagar is famous not only in India but wherever these things are known, for its high artistic quality—the little terra-cotta figures giving exquisite studies in the *genre* of Bengali types in the different strata of society, besides figures of gods and goddesses in the conventional late Bengali style, are quite distinctive. The temples, for example, at Santipur and Ula and other places, form also a very fine expression of the piety and the artistic sense of late mediæval Bengal as revealed in architecture [৩২]."

বিবিধ শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে, চিত্রে ও মৃৎশিল্পে, নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি-গঠনে ও নানাবিধ 'ডাকের সাজের' অলঙ্করণে, মন্দির নির্ম্মাণে ও গৃহ রচনায় বাঙ্গালা দেশের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃৎশিল্প এবং তক্ষণশিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বহুকাল হইতে বিবিধ রীতির [শিখরযুক্ত পীড়, স্তূপযুক্ত পীড় ইত্যাদি] মন্দির নির্ম্মাণ বাঙ্গালাদেশে হইত। শিখরযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ আজিও হইয়া থাকে। স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন ভারতচন্দ্রেও আছে—

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল। চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল॥
সম্মুখে করিলা সরোবর মনোহর। মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ। দিয়া কৈল চারিপাড় অতি সুশোভন॥
গড়িলা স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ। প্রবালে গড়িলা ঠোঁট সুরঙ্গ চরণ॥
সূর্য্যকান্ত মণি দিয়া গড়িল কমল। চন্দ্রকান্ত মণি দিয়া গড়িল উৎপল॥
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি। নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাতি॥

—অন্নপূর্ণার পুরীনির্ম্মাণ

শিল্পের সহিত-যে মণিমাণিক্যের যোগ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র রায় ঢাকা হইতে আলাল দস্ত নামক জনৈক প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীর চক ও নহবৎখানা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি দেশের অধিবাসীদিগকেও স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর পূজার দালান এবং শিবনিবাসের দেবমন্দিরগুলি স্থাপত্যশিল্পের গৌরব [৩৩]। পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত মাজদিয়া স্টেশনের কিছুদূরে অবস্থিত শিব-নিবাস-[জেলা নদীয়া]-এর আটটি মন্দির মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রের প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে, এইগুলি ১৬৭৬ শক=১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মন্দিরগুলির অবস্থা সুজীর্ণ।

পূজাপার্ব্বণঃ

বাঙ্গালাদেশে বারমাসে তের পার্ব্বণ। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি পূজা বাঙ্গালার অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির মধ্যে পরিগণিত। ভারতের

বিশেষ ধর্ম্মই হইতেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগ-সাধনা। নানা সম্প্রদায়ের পূজাপার্ব্বণ সেইহেতু ভারতে তথা বাঙ্গালাদেশে পাশাপাশি চলিয়াছে—কেহ কাহাকেও ক্ষুণ্ন করে নাই। মূর্ত্তির মাধ্যমে পূজা করার বিধি বাঙ্গালাদেশেই প্রথম। বিভিন্ন দেশে বিবিধ পূজাতে ভিন্নতা থাকিলেও সমগ্র হিন্দু-সংস্কৃতির একটি অখণ্ডতা আছে [৩৪]। আজিও বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপের শক্তি-পূজা, শিবনিবাসের মেলা, কৃষ্ণনগরের বারদোল, শান্তিপুরের ভাঙ্গারাস, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা, বগড়ীকৃষ্ণনগরের দোলযাত্রা, তারকেশ্বরে শিব-চতুর্দ্দশীর মেলা, ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার চড়ক, পানিহাটির মহোৎসব, বাঁকুড়া ও বীরভূমে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীর বৌদ্ধপ্রতিমা ও অনার্য্য-সংস্কৃতিসম্ভূতা ভৈরবী কালক্রমে বাঙ্গালীর তন্ত্রসাধনায় মাতৃরূপ পরিগ্রহ করিয়া জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্রের সময় [১৭৭০—৮০ খ্রীঃ] নদীয়াতে চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক নাগোপবীতধারিণী সিংহারূঢ়া জগদ্ধাত্রী দেবীর মূর্ত্তি-পরিকল্পনা ও পূজাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন। সমগ্র বাঙ্গালাদেশ যখন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তখন শাক্তধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রই 'তন্ত্রসার' সঙ্কলয়িতা তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের [৩৫] সাহায্যে বাঙ্গালাদেশে আবার শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। সেইহেতুই বোধ হয়, নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমাতে আজিও সাড়ম্বরে শক্তিপূজা হইয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদীয়া ছিল বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও ধর্ম্মসাধনার কেন্দ্র। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, শাক্ত-সাধনা ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছে। অদ্বৈতবাদ ও যোগদর্শনের বহু তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায় এই তন্ত্রবাদে। সর্পাকারা কুলকুণ্ডলিনী হইয়াছেন জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা। নদীয়ার দৃষ্টান্তে অন্যত্রও শক্তিপূজা সুরু হয় [৩৬]। কিম্বদন্তী আছে, মীরকাশেমের দ্বারা বন্দীকৃত সপুত্রক কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেবীর কৃপা লাভ করিয়া কারামুক্ত হন এবং পরে জগদ্ধাত্রীপূজার প্রথম প্রচলন করেন। ভারতচন্দ্রের

সময় 'প্রতিমা' দিয়া দেবীপূজা হইত। গন্ধাদিবাস, ষোড়শোপচারে পূজা, আঙ্গিক গণেশাদি পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, দশদিকপালাদির পূজা ও পরে পশুবলি চলিত। পূজার পর 'অষ্টাহ গীত' হইত।

দেউল বেদীপর, প্রতিমা মনোহর, তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্র নাম, মণ্ডল চিত্রধাম, লিখিলা আপনি বিধাতা॥
চরণ সরসিজ, পূজিয়া জপি বীজ, নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলিভাগ, বিবিধ উপচার যত॥

—শিবের অন্নদাপূজা

শক্তিপূজার [৩৭] সহিত অন্যান্য লৌকিক পূজাও চলিত। পুঁড়াশুর, ঘাঁটু প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজার উল্লেখ ভারতচন্দ্রে আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তুর্কী বিজয়ের পর হইতে মুসলমান ফকীরগণ ধর্ম্মপ্রচার এবং কখনও কখনও শাসনকার্য্যেও অংশগ্রহণ করিতেন। প্রয়োজনের তাগিদে একদা পীরমাহাত্ম্য-কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্মঠাকুরই মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ১৭ শতকের শেষের দিকে সত্যপীরে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মঠাকুরের পূজাতেও মুসলমানী প্রভাব বিদ্যমান। সত্যপীর-পাঁচালী রচয়িতাগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আছে। পীরের পাঁচালীর জন্ম সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত অনৈক্য দূরীকরণের জন্য হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, ফকীরের ব্রাহ্মণ সংস্করণও ঢুকিয়াছে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে [দ্রষ্টব্যঃ পীরমাহাত্ম্য কাব্য ও ভারতচন্দ্র। পৃঃ ১৬৪-৭২]! লৌকিক গল্প ও রূপকথাকে আশ্রয় করিয়া এবং ক্বচিৎ ঐতিহাসিকতার কঞ্চুকে আবৃত হইয়া এই সত্যপীরের কাহিনী হিন্দুর অনুষ্ঠানে এবং মুসলমানী ভাবরসে সিক্ত হইয়া বহু কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যজীবনও সুরু হয় দুইখানি সত্যপীরের কথা লিখিয়া।

সামাজিক বিধি, প্রথা ও সংস্কারঃ

হিন্দুদিগের বিবাহ আট রকমের—ব্রহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এইগুলির মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই বোধ হয় প্রাচীনতম

কারণ, বরকন্যার মনের আকর্ষণে এই বিবাহ, তাই পাত্রকে বলা হয় 'বর' অর্থাৎ যাহাকে বরণ করা হয় [৩৮]। বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ব্ব-বিবাহে তাই—'কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥'। বিবাহব্যাপারে বিশেষতঃ প্রেমঘটিত বিবাহব্যাপারে দৌত্যের বিশেষ প্রয়োজন। ভারতচন্দ্র ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন বিদ্যাসুন্দর-মিলনে হীরামালিনীর দৌত্যের ভিতর দিয়া। হীরা মালাকারনিতম্বিনী এবং রতিশাস্ত্রকারগণ মদনলীলাব্যাপার-বিধিতে এই জাতীয় নারীগণকে দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত বলিয়াছেন [৩৯]। হীরা পত্রহারিকা দূতী। বিদ্যার সহচরীগণও 'প্রিয়সখী', 'অতিপ্রিয়সখী', প্রেমলীলাবিহারের সম্যগ্‌ বিস্তারিকা। বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা কখনও 'মানিনী', কখনও-বা 'বিপ্রলব্ধা', কখনও 'উৎকণ্ঠিতা', কখনও-বা 'মুদিতা' কখনও 'খণ্ডিতা', কখনও-বা 'কলহান্তরিতা'। নানারূপ 'আশ্রয়ীভাব' অবলম্বন করিয়া কবি নায়কনায়িকার রস-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। নায়ক সামদানভেদাদির দ্বারা মানিনী নায়িকার মান ভাঙ্গাইয়াছে। পূর্ব্বরাগের দশবিধ দশা ও বিবিধ সম্ভোগ বর্ণনা ভারতচন্দ্র চূড়ান্তভাবে করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদিয়া সুন্দর 'অনুকূল' নায়ক, বিদ্যা 'উত্তমা' নায়িকা—'উজ্জ্বল রস' বিস্তারে উভয়েই পারঙ্গম।

একাধিক বিবাহও তৎকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতেও-যে ইহা একেবারে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। একস্ত্রীগ্রহণই অবশ্য প্রাচীন কালে সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল। তবে অভিজাত সমাজে বহুবিবাহ এবং সপত্নীদ্বেষের কথাও একেবারে অজ্ঞাত নহে। দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ও মহীপালের বাণগড়-লিপিতে সপত্নীবিদ্বেষ ও ঘোষরাবা লিপিতে স্বামীসম্প্রীতির ইঙ্গিত আছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপিতে একপত্নীত্বের আদর্শ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে হরি হোড়ের চারিটি কান্তা, ভবানন্দেরও যুগল স্ত্রী—চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। তন্মধ্যে সুয়ো-দুয়ো ভাবও [৪০] অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়ে। (ভারতচন্দ্র একপত্নী, তাই রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—'দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর'।) মোগল রাজত্বের অন্তিম দশায় দেশের সর্ব্বত্র যে-বিলাস ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বাঙ্গালা-দেশে তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান। স্বভাবতঃ একপত্নীক হিন্দুগণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বিবাহ মুদ্রাদোষে তথা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'হরগৌরীর

কথোপকথন'-এ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্র স্বয়ং বহুবিবাহ-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন মনে করিয়াছেন—তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, নিজের অভ্যস্ত ব্যঙ্গ সহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন—এ সুখে বঞ্চিত কবি রায়গুণাকর। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর [৪১]॥' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'লেখক [=দীনেশচন্দ্র সেন] ভারতচন্দ্রের শাণিত বিদ্রূপকে গম্ভীর মতাভিব্যক্তি বলিয়া ভুল করিয়াছেন' [৪২]। কৌলীন্যরীতি ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বহু পুস্তক পরে রচিত হইয়াছিল [দ্রষ্টব্যঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় সং। ২য় খণ্ড)]।

কৌলীন্য বঙ্গসমাজের দুর্ব্বহ অভিশাপ। কৌলীন্য প্রথার চক্র-চাপে নিষ্পিষ্ট বঙ্গললনার দুঃখের কথা ভারতচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
বিয়া-কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি যাটি। জাতিতে যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥
সুতা-বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্ট-মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় [৪৩]॥

—নারীগণের পতিনিন্দা

ভারতচন্দ্রের কটাক্ষপাত সম্ভবতঃ কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রতি ছিল।

"কাঞ্চন-কৌলীন্য আমাদের সমাজে কত দিনের তাহা গবেষণার বিষয়। সেকালে কৌলীন্য ছিল, কাঞ্চন-কৌলীন্য ছিল না। কৌলীন্য ছিল গুণজ ও বর্ণজ—'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥'। যে এই নবগুণবিশিষ্ট, তাহার সন্তানে পিতৃগুণ থাকিতে পারে মনে করিয়াই বার্ণার্ড শ' ভারতে কুলীনের বহুবিবাহও সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাঞ্চন কৌলীন্য অনিষ্টকর এবং

আজ নানা দেশে তাহার এবং তাহার অনিবার্য্য কারণ ধনিকবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হইতেছে। তাহাও অনিবার্য্য। বিদ্যাসাগরের মত লোক কাঞ্চন-কৌলীন্য স্বীকার করিতেন না[৪৪]।"

বৈধব্য হিন্দু নারীজীবনের চরম অভিসম্পাত। নানারূপ বিধি-নিষেধের গণ্ডিতে বৈধব্যজীবন আবদ্ধ। সহমরণ বৈদিকযুগে ছিল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, এই প্রথা প্রাচীনকালে য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্য্যেতর জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিন-চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলা বিভাগে সতীদাহ প্রথা বিশেষ চলিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বেদের যে-সমস্ত মন্ত্র [৪৫] এই প্রথার প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহা কিন্তু এই প্রথাকে সমর্থন করে না; পক্ষ সমর্থনের জন্য মন্ত্রের শব্দ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ইহার সমর্থন করেন। প্রাচীন বিধি অনুসারে দেবর বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি বিধবাকে উঠাইয়া লইয়া আসিত। মহাভারতে কুন্তী সহমৃতা হন নাই। যদিচ মনু প্রভৃতিতে চিতারোহণের প্রশংসা আছে, তথাপি এই প্রথা কোনকালে সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ত স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কুলকামিনীকে পতির সহিত কদাচ দগ্ধ করিবে না[৪৬]। আকবরের সময় সতীদাহের ভীতিতে বহু বিধবা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পরে ইংরেজ আমলে এই নিষ্ঠুর প্রথা লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক আইন করিয়া [রেগুলেশন নং ১৮, ১৮২৯ খৃঃ] বন্ধ করিয়া দেন[৪৭]। সহমরণ প্রথার প্রচলিত শব্দটি হইল 'আগুন খাওয়া'। বহু প্রবাদ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে'—ইহা সহমরণেচ্ছু নারীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক আচরণ। আবার 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে'-ও যে ক্বচিৎ অর্পিত হয় নাই, এমন নহে, যেমন প্রবাদান্তরে—'কার আগুনে কেবা মরে আমি জাতে কলু। মা আমার কি ভাগ্যবতী বল্‌ছে দে উলু॥'। বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই প্রথা কিছু-কিছু চলিত ছিল। আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহী জনৈকা প্রত্যক্ষদর্শিনী সুবৃদ্ধা আত্মীয়ার নিকট একটি সতীদাহের ঘটনা শুনিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গোয়ালিয়রে এক তরুণী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে[৪৮]। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে এই প্রথার উল্লেখ আছে কামদেবের মৃত্যুতে রতির

সহমরণেচ্ছায় ['অগ্নি কুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়'], হরি হোড়ের মৃত্যুতে সোহাগীর সহমরণে ['সোহাগী মরিল পুড়ি হরি হোড় লয়ে'] এবং ভবানন্দের দেহত্যাগে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর অনুগমনে ['চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী, সহমৃতা হইলা হাসিয়া']।

ভারতীয় সমাজে বিবিধ বিধি প্রচলিত। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে 'গৌরীদান' করা কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বিশেষ চলিত ছিল। সারদা-আইন প্রণীত হইবার পর ইহার প্রচলন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চল ব্যতীত এই গৌরীদান একেবারে নাই বলিলেই চলে। ভারতচন্দ্র হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপারে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন—'এরূপে গিরীশে গিরি গৌরী-দান দিলা'। বিবাহে লগ্নপত্র এবং আসন-পরিগ্রহের ব্যতিক্রমও ভারতচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন—

কহিতে না পারে দক্ষযজ্ঞ ভাবি মনে। ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥

—শিববিবাহ

'কুমারী' 'এয়োজাত' [<অবিধবা-যাত্রা] প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের সময়ে বিশেষ চলিত ছিল। নিমন্ত্রণ, আহ্বান ইত্যাদি ব্যাপারে 'পান' দেওয়ার রীতি ছিল।

অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার। চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল। সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥

তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া। করিলা কুমারীপূজা বাসভূষা দিয়া॥
সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরণী। কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥

—অন্নদার এয়োজাত

মানুষ চিরকালই বিবিধ সংস্কারের বশীভূত। এইগুলি আতিশয্যবশতঃ কুত্রাচিৎ কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান শতকেও কলহ হইবার সূত্রপাতে নারদ নামের উল্লেখ বা তন্নামযুক্ত বিবিধ প্রবাদ বাক্য [যথা—'নারদ নারদ খেঙ্‌রা কাঠি। লেগে যা নারদ ঝটাপটি॥' ইত্যাদি] শোনা যায়। 'কোন্দলে পরমানন্দ' ঢেঁকিবাহন শ্রীনারদ মুনি ভারতচন্দ্রের কাব্যে মেনকারাণীকে চক্ষের

জলে নাকের জলে করিয়া 'নখে নখ বাজায়ে' হাসিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের সখ্যবন্ধনার্থ 'মকর' 'মিতিন্' 'সই' 'গঙ্গাজল' 'গোলাপ ফুল' ইত্যাদি পাতানোর কথা বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলিকাতাতে বিশেষ চলিত ছিল। এই সকল সখ্যস্থাপনের অর্ব্বাচীন বাঙ্গালা মন্ত্র-[যথা,—'হাতে দই পাতে খই। তুমি আমার জন্মের সই॥' ইত্যাদি]-ও রচিত হইয়াছিল। আদৌ সংস্কৃত 'সখী' শব্দ হইতে 'সই' শব্দ আসিয়াছে। পরে একটি বিশেষ অর্থে এই 'সই' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'সই' শব্দের ব্যবহার আছে ['কেহ বলে এস সই চল সেঙাতিনী', 'এ উহারে বলে সই এটা বড় ঠেঁটা']। ঈশ্বর গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে পড়িয়া 'সখী' শব্দটি 'সই' হইয়া গিয়াছে।

যাত্রার প্রাক্কালে শুভ-চিহ্ন দর্শন করিয়া গৃহত্যাগ করার নিয়ম সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। ডাকের বচনে, হাঁচি টিকটিকির ফলাফলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্যার টমাস্ রো-র বিবরণে জানা যায়, হিন্দুদিগের ন্যায় মোগল বাদশাহগণও যাত্রাকালে দধি এবং মৎস্য স্পর্শ করিয়া বাহির হইতেন। জ্যোতিষের উপর আস্থা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল। ভারতচন্দ্র ভবানন্দের দিল্লীযাত্রার সময়ে একটি সুদীর্ঘ শুভচিহ্নের তালিকা দিয়াছেন—

ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে, দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।
অশ্ব গজ পতাকা, রাজা মানসিংহ রায়, আগে আগে সকল মঙ্গল॥
পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ যায় বাসে, গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধুমাসে, রজত পাইয়া হাসে, কুজড়ানী দেখাইয়া ডালি॥
শুক্লধানে গাঁথি হার, কাঞ্চন সুমেরু তার, আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান, বামদিকে ফিরে চান, শিবারূপে শিবের বনিতা [৪৯]॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে, অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল, মজুন্দারে কুতূহল, চলিলা দেবীর গুণ গেয়ে॥

—ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা

দৈন্যজ্ঞাপনার্থ দন্তে তৃণ-গ্রহণ ও গলদেশে কুঠার-বন্ধনের রীতি সুপ্রাচীন। ভারতচন্দ্রে পাইতেছি—

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরসিংহ মহাসুখে, ভাটেরে শিরোপা দিলা হাতী।
কুঠার বান্ধিয়া গলে, আপনি মশানে চলে, পাত্রমিত্রগণ সব সাতি॥

—সুন্দরপ্রসাদন

স্বামীকে স্ববশে আনয়নের জন্য রমণীগণ চিরকালই বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবিধ দ্রব্য এবং নানারূপে অভিচার ক্রিয়া দ্বারা এই বশীকরণ [='বশ করা'] ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ দ্রব্যগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিকঙ্কণে স্বামীবশের কথা আছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'-এর নায়ক স্থূলাভিষিক্ত কুড়রামকে বশ করিবার জন্য চিরস্থায়ী যমগৃহিণীর পান-রচনা ও বিবিধ মশলা ইত্যাদি উপকরণ প্রয়োগের বিবৃতিটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। ভারতচন্দ্রেও বশীকরণের ইঙ্গিত বিদ্যমান—

সাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুণি, বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মনে করে ধড়ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়, পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকণ শাড়ী, পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি, নানা মন্ত্রে সিন্দূর পরিলা॥

—ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য

করিনু যত তন্ত্র, পড়িনু যত মন্ত্র, কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব, তোমারে আনি দিব, আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥

—মাধীকৃত সাধীর নিন্দা

বিবিধ স্ত্রীআচারের উল্লেখও ভারতচন্দ্র করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে 'খুদমাগা' ও 'কাদাখেঁড়ু'র [রজোদর্শন বা পুষ্পোৎসব] ইঙ্গিত আছে ['খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিনু রচিতে। পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥']। এই আচারগুলি আজিও গ্রামাঞ্চলে মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সহরাঞ্চলে এইগুলি একেবারে নাই বলিলেই চলে। কলিকাতায় শিশু জন্মাইবার পর কোন কোন্ মহলে নপুংসক-নৃত্য [=চলিত ভাষায় 'হিজড়ার নাচ'] প্রচলিত আছে। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল আচার কোন-না-কোন বিস্মৃত আচারের বিকৃত প্রতিনিধি। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নবদম্পতি প্রথমে তিন দিন, তিন মাস কিংবা এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত ঋষিসন্তান লাভের জন্য। বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় বিবাহের সময় একটা ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয় করা হয় মাত্র। ইহাই 'খুদমাগা' বা 'মাঙ্গন'। 'কাল রাত্রি'ও বোধ হয় এই ব্রহ্মচর্য্যের বিকৃত অবশেষ [৫০]।

সেকালে বাঙ্গালাদেশে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষ্যে পণ্ডিতদের সভা বসার রীতি ছিল। ভারতচন্দ্রও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—'পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে ধীরগণ' [শিববিবাহ], 'বিবাহের কালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে' [নারীগণের পতিনিন্দা], 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া' [বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান] ইত্যাদি। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থস্থানগুলিতে আপন আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যথা, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় কাশীতে—'যত যত যশোধাম প্রকাশি আপন নাম শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর' [শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা]।

জাতি, পদবী ও নাম:

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'-এর মানদণ্ড ধরিয়া ভারতে সুপ্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ জাতি বিবিধ বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও অধ্যাপনাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বৈদ্য, কায়স্থ এবং অপরাপর 'ছত্রিশ জাতি'-র উল্লেখ রহিয়াছে—

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি। বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার। নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক। যুগি চাষাধোবা চাষাকৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী। চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গ পোদ কপালি তিয়র। কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর॥
—পুরবর্ণন

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীতে তিন ঘর কুলীন, আট ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং হোড়-স্বর-ধর-ইত্যাদি উপাধিক বাহাত্তর ঘর সাধ্য মৌলিক ছিলেন। শেষোক্ত-দিগের অবস্থা ভাল না থাকাতে সমাজে সমাদৃত হইতেন না। বিত্ত-গত এই ঘৃণার উল্লেখও ভারতচন্দ্রে আছে—'বাহাত্তুরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে' [—বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম। দ্রষ্টব্যঃ মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সং। ১৯০০ খৃীঃ। পৃঃ ২১৯)]। বাৎস্যায়নের কামসূত্র, ধোয়ীর পবনদূত ও রাম-চরিত গ্রন্থে সভানন্দিনীগণের উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান আছে। সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য-

স্মৃতি গ্রন্থাদির প্রায়শ্চিত্তম[illegible] বাররামাদিগের অস্তিত্বজ্ঞাপক। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই সম্প্রদায়ের কথাও বাদ পড়ে নাই—

বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক। ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥

—পুরবর্ণন

মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী। মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥

—ভবানন্দে পাতশাহের বিনয়

বেশ্যা বাদ্যকরা মুখার্পিতকরা নিষ্ফলগুরোঃ ফাল্গুনো,

নো জানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোঽপি ভণ্ডায়তে॥ —পত্রম্

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বিবিধ কৌলিক পদবীর উল্লেখ আছে। অন্নদা-মঙ্গলে 'মুখোপাধ্যায়' শব্দ মাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়াছে। মুখটী, মুখয্যা, মুখো—এই শব্দত্রয় বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। চট্ট এবং চাটুতি, বাঁড়ুরি ও বাঁড়ুয্যা শব্দ চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃতীকৃত রূপ ভাষায় অনেক পরে আসিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রই 'মুখোপাধ্যায়' শব্দটি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত চাটুর্জ্যা, মুখুর্জ্যা, বাঁড়ুর্জ্যা প্রভৃতি মধ্য-বাঙ্গালা রূপগুলি ইংরেজ আমলে Chatterji, Mukherji, Banerjee তথা Chatterjea, Mukherjea, Bonnerjea প্রভৃতি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই পদবীগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, প্রচলিত বাঙ্গালা পদবীগুলিকে সংস্কৃত রূপ দিবার একটা প্রয়াস চলিতেছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতে 'ভট্টশালী' প্রভৃতি উপাধি পাওয়া যায়। বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণের উপাধি 'লাহিড়ী'-র প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় তেজপুরের পর্ব্বতানুশাসন-[খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম পাদ]-এ [৫১]। বর্ত্তমান শতকেও 'মুখোটি' উপাধির ব্যবহার আছে, মুখুয্যা, চাটুয্যা, বাঁড়ুয্যা শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর এবং অত্যন্ত সাধারণ। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রূপান্তরটি [কুমার মুখোপাধ্যায় > কুমার মুখো > মার মুখো] হাস্যরসযুক্ত হইলেও কিছুটা 'মুখো'-গন্ধী। মজুন্দার, মুনশী, বকসী, সমাদ্দার, দফাদার প্রভৃতি উপাধি বাদশাহ-প্রদত্ত এবং কালক্রমে বর্ত্তমান শতাব্দীতে আসল কৌলিক পদবীর পরিবর্ত্তে নামের সহিত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। আদৌ এই

মুসলমানী পদবীগুলি রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হইত এবং পদমর্য্যাদা জ্ঞাপন করিত। কালক্রমে এইগুলিই সাধারণ পদবী হইয়া গিয়াছে, বিশেষ সামাজিক কার্য্য ব্যতীত মৌলিক পদবীগুলির প্রকাশনার কোন প্রয়োজন হয় না। 'রায়' উপাধি রাজার রূপান্তর। 'ফুলের মুখোটি' অর্থে ফুলিয়া মেলের উল্লেখ করা হইয়াছে। হোড় ও দত্ত কায়স্থদিগের পদবী। গোসাঁই [=গোসাঞি] শব্দ গোস্বামী শব্দ হইতে জাত, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। চাটুয্যা, বাঁড়ুয্যার মত ইহা কোন কৌলিক বিশিষ্ট পদবী নহে। গোস্বামী উপাধিকগণের বিভিন্ন মৌলিক পদবী আছে [৫৩]।

উপাধির আলোচনায় নামের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। বিবিধ প্রাণী, দ্রব্য, ফুল, ফল ইত্যাদির নানাবিধ নাম ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে কথকতা সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। তৎকালীন কবিদিগের লক্ষ্য ছিল সর্ব্ববিষয়ে আপনার গ্রন্থকে বিশ্বন্ধর করিয়া তোলা। এই জন্য একটা বাঁধাধরা নিয়মও ছিল।

> "There are formulae which every *Kathaka* has to get by heart—set passages describing not only Siva, Lakshmi, Vishnu, Krishna and other deities but also describing a town, a battlefield, morning, noon and night and many other subjects, which incidentally occur in the course of the narration of a story. These set passages are composed in Sanskritic Bengali with a remarkable jingle of consonances, the effect of which is quite extraordinary [৫৪]."
>
> "The tradition of having set formulae and prepared descriptive passages to embellish a narrative appears to be fairly old in India and may be said on the evidence of Jaina Canon to go back to the middle of the first millenium before Christ [৫৫]."

দীনেশচন্দ্র সেনকে জনৈক কথক নগর, মধ্যাহ্ন, প্রভাত, রাত্রি, মেঘাবৃত দিবস, নারীসৌন্দর্য্য, নারদমুনি, বিষ্ণু, রাম, লক্ষ্মণ, শিব, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ভগবতী, বন, যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছিল। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর প্রণীত বর্ণরত্নাকরে অনুরূপ 'বাঁধি-গতে' নগর, নায়ক-নায়িকা, আস্থান, ঋতু প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মুনি শ্রীজিনবিজয়জীর মতে

এই জাতীয় বর্ণনা প্রাচীন গুজরাটী ও পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অষ্টাদশ পুরাণ, উনপঞ্চাশ বায়ু, চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যা, দ্বাদশ আদিত্য, সপ্ত ঋষি, বিবিধ বৃক্ষ, পুষ্প প্রভৃতির নাম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রেও ইহার কিছু অপ্রতুল নাই। জ্যোতিরীশ্বরের ন্যায় ভারতচন্দ্র রসিক কবি ছিলেন। উভয়েই জীবনকে আস্বাদ করিয়াছিলেন। তৎকালের নগর, নগরজীবন, নানাবিধ জনতা, নায়ক-নায়িকা, হাব ভাব বিলাস, গোপনমিলন, রাজসভার জাঁকজমক, রাজললনার রূপ ও চেষ্টা বর্ণনা, এমন কি শয়নকক্ষেও কবি একবার চকিতপ্রেক্ষণ করিয়াছেন।

অন্নদা ও বিদ্যার রূপবর্ণনায় কবি সুপ্রসিদ্ধ উপমাবলীর আশ্রয় লইয়াছেন। স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল অনুসন্ধান করিয়া যেস্থানে যাহা ভাল পাইয়াছেন, তাহাই কবি উভয়ের বর্ণনাকালে সুবিধামত ব্যবহার করিয়াছেন। ফুল বর্ণনা কালে অশোক, কিংশুক, চাঁপা, করবী, গন্ধরাজ, বকুল, টগর, কনকচম্পক, জবা, যূথী, জাতি, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্য্যমুখী, শেফালী, বান্ধুলি, মালতী, কৃষ্ণকলি, পারিজাত, মধুমল্লিকা, গোলাপ [বিদেশী আমদানী] প্রভৃতি কুলীন জাতের ফুলের সহিত পাঁকল, দোনা, রঙ্গন, মুচকন্দ, কুরচী, ধুতুরা, অতসী প্রভৃতি ফুল মিলাইয়া কবি 'কবিতা রসের শালিকা' 'ফুল কবিতা' রচিয়াছেন। বৃক্ষ বর্ণনায় আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, শাল, সুপারী, পিয়াল, তমালের সহিত সমমর্য্যাদা পাইয়াছে 'হিজোল, তেঁতুল, তাল, বিল্ব, আমলকী। পাকুড়, অশ্বত্থ, বট, বালা হরিতকী॥'। বিবিধ প্রাণী বর্ণনাও একই ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ময়না, শালিখ, টিয়া [শুক], তোতা, কাকাতুয়া, চাতক, ডাহুক, খঞ্জন, ময়ূর, কোকিল, মরাল, সীকরা [< শীক্‌রে < শীকারী], বহরী, চকোর, তিতির, কাক, কুরল, চক্রবাক্, বেনেবউ, কাদাখোঁচা, দলপিপি, শকুনি, গৃধিনী, হাড়গিলা, মেটেচিল, শঙ্খচিল, নীলকণ্ঠ, বউ-কথা-কও, দেশের-কি-হবে প্রভৃতি নানারূপ পক্ষী; হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি জলচর জন্তু এবং চীতল [> চিতল, চেতল], ভেটকী, রুই [< রোহিত], কাতলা, কালবোস, মৃগেল [> মিরগেল], বাণ, লেঠা, গড়ুই, শাল, শোল, পাঁকাল, ভোলা, কই, মাগুর, বাটা, বাচা, শিঙ্গী, বোয়াল, ইলিশ, গাঙ্গদাড়া, চিংড়ি, টেঙ্গরা, পুঁটি প্রভৃতি মৎস্য; ভীমরুল, ডাঁশ, বোড়লা ইত্যাদি পতঙ্গ; বানর, গণ্ডার, হরিণ, ঘোড়া, উট, ঘোঁড়ারু, বনমানুষ প্রভৃতি

প্রাণী এবং কেউটিয়া, খরিশ, ময়াল, গোখুর, বোড়া চিতি, শঙ্খচূড়, অজগর, লাউডগা, তক্ষক, উদয়কাল, বেতাছাড়া প্রভৃতি সর্প বিশ্বকর্ম্মা অন্নপূর্ণার পুরী-নির্ম্মাণকালে 'সৃষ্টি হেতু জেড়ে জোড়ে গড়িল বিস্তর'। 'বিশেষ-সৃষ্টি-বাদ' এই জাতীয় সৃষ্টি-পদ্ধতির সমর্থন করে, 'বিবর্ত্তন-বাদ' নহে, ইহা অধুনা

এইবার ব্যক্তিবিশেষের নামগুলি লক্ষ্য করা যাউক। একটা সময় ছিল যখন চারি বা পাঁচ অক্ষরের দেবদেবী, নদী, নক্ষত্র ইত্যাদির নাম রামাগণ ব্যবহার করিতেন। তাহার পর অক্ষর হ্রাসের দিকে একটা ঝোঁক আসে। এই ঝোঁক বর্ত্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের পর হইতে বিশেষ দেখা যায়। এক অক্ষরের হইলেই ভাল হয়, অধিকপক্ষে দুই অক্ষরের নাম হইলেই খুব সুন্দর হইল। ভারতচন্দ্রের সময়েও বিভিন্ন আক্ষরিক পরিমাণযুক্ত নাম ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গলে। অপরাজিতা, ভুবনেশ্বরী [পাঁচ অক্ষরযুক্ত]; রম্ভাবতী, অরুন্ধতী, ইন্দুমুখী, মহামায়া, হরিপ্রিয়া, ভাগ্যবতী, বিশালাক্ষী, বিনোদিনী [চার অক্ষরযুক্ত]; অম্বিকা, অমলা, রোহিণী, রেবতী, কমলা, কল্যাণী, কামিনী [তিন অক্ষরযুক্ত]; উমা, রমা, তরু, তারা, ঊষা, জয়া, রম্ভা, কালী, রাণী, লক্ষ্মী, লীলা, শান্তি, মায়া, বিদ্যা, বৃন্দা [দুই অক্ষরযুক্ত] প্রভৃতি নামাবলীর অভাব নাই অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে। ডাক-নামও ছিল সুপ্রচুর। সাধী, মাধী, ভূতি, সুখী, শুভী, কৃষ্ণী, পরাণী, পরমী, লকলকী এবং আরও অনেক—

সোনা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী। মল্লিকা মালতী চাঁপা ফুলী মুলী ধনী॥

নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেণী বারী। বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী॥

—অন্নদার এয়োজাত

পুনশ্চ, শ্রীমতী, নলিনী, নীলার মত আধুনিক রুচিসম্মত নামও ভারতচন্দ্রের কালে দুর্লভ ছিল না। কোটালের পিসীর নামে বেশ জমকালো গার্জেনী সুর পাওয়া যায়—রায়বাঘিনী। পুরুষদিগের নামের মধ্যে একটু প্রাচীন ধরণের নাম এইগুলি—আলমচন্দ্র রায়, কিংকর লাহিড়ী, আনন্দিরাম, হরহিত, রামবোল। কৃষ্ণচন্দ্র, হরচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, অনন্তরাম, চন্দ্রশেখর, গদাধর, কৃষ্ণজীবন, বিশ্বনাথ,

শুকদেব প্রভৃতি নাম বর্তমান শতকে মোটেই অপরিচিত এবং অপ্রচলিত নহে। কোটালদিগের নামগুলির মধ্যে—ধূমকেতু, ভীমকেতু, রুদ্রকেতু, উগ্রকেতু প্রভৃতি —বেশ একটা জাঁদরেলী ভাব বিদ্যমান।

ভোজ্য ও পানীয়ঃ

"শুধু ভাবের রসশালায় নহে, সংসারের রসবতী বা পাকশালাতেও বাংলাদেশ যে নানা শাকসব্জি মিলিয়ে অপূর্ব্ব সব ব্যঞ্জন রচনা করে, ভারতের অন্য প্রদেশে তার চলন নাই।......সন্দেশে বাংলাদেশ বাজিমাৎ করেছে। যে ছিল শুধু খবর বাংলাদেশ তাকেই সাকার বানিয়ে করে দিল খাবার। এখনকার সন্দেশেও খবর-খাবারের অর্থাৎ সাকার নিরাকারের শিবশক্তি-মিলন [৫৬]।"

সুপ্রাচীন কাল হইতেই খাদ্যসম্বন্ধে বাঙ্গালীর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ বিদ্যমান। প্রাকৃতপৈঙ্গলে বাঙ্গালীর প্রিয় ভোজ্য 'ওগ্‌গর ভত্তা' 'রম্ভঅ পত্তা'-তে। তৎসহ 'গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা মোইলি মচ্ছা' ও 'নালিত গচ্ছা' ভোজন পুণ্যবন্তারই পরিচায়ক। মাছ, বিবিধ পশুপক্ষীর মাংস, দুগ্ধজাত নানা ভোজ্য, বিবিধ ফলমূল ও উদ্ভিদ, কাসুন্দি, ছড়াতেঁতুল, আচার, বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, পানিতুয়া, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট খাদ্য। মঙ্গলকাব্য মাত্রেই একটি রন্ধনের ব্যাপার বর্ণিত হইয়া থাকে। এইগুলি হইতে আমরা তৎকালের ভোজ্যবস্তুর কথা জানিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির ভোজনে 'প্রথমে সুকুতা আনি দিলা ঘণ্ট শাক' এবং পরে 'ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন' পড়িয়াছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে 'ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল। কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥'। দ্বিজবংশীর তালিকাতেও 'ব্যঞ্জন ত্রিশ' রান্না হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের [৫৭] ভাগীরথী-কালচারের' নমুনা 'পীত ঘৃতসিক্ত শালী অন্নস্তূপ', বিবিধ তরিতরকারি, শাক, সুকুতা, বড়ি-বড়া, পায়স, ক্ষীরপুলী, নারিকেলের মিষ্টান্ন, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ও ফলমূল, চিড়াদধি [=চলিত ভাষায় 'মালসা ভোগ'], পিঠা, পানা, 'লাফরা ব্যঞ্জন' প্রভৃতি বিবিধ নিরামিষ ভোজ্য-বিলাস।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন। পানীয় এবং ভোজ্যের ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ সোম-পান

করিতেন, অনার্য্য শৈবসম্প্রদায়ের নিকট হইতে আমরা সিদ্ধি-পান করিতে শিখিয়াছি। ধুতুরা ফল, মৌরী, গোলমরিচ, লবঙ্গ ও দুগ্ধ সহযোগে প্রস্তুত 'দুগ্ধকুসুম্ভা' নামক সিদ্ধির কথা ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায়। সিদ্ধিপানের পর 'মৌজ'-এর জন্য 'নকুল'-এর উল্লেখ করিতেও ভারতচন্দ্র ভুলিয়া যান নাই।

পরিপাটী একটি ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে নিরামিষ, আমিষ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি কিছুরই অপ্রতুল নাই। যুগগত বৈশিষ্ট্যের ছাপও সুস্পষ্ট। নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে পাওয়া যায় শাক, ঘণ্ট, ভাজা, সড়সড়ি, মুগ বরবটী প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জন, বড়ি, বড়া, ডালনা, দুধ-থোড়, চিনির রসে কাঁঠালের বীজ, তিল পিটালিতে লাউ, বেগুনে কুমড়া ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন, এবং ছোলা অরহরাদি ডাল। প্রাচীন বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ নাই। ইহা সম্ভবতঃ মধ্যযুগের আর্য্যভারতের দান। আম, আমসত্ত্ব, আমসি, আচার, চালতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া, মাদার [<মন্দার] প্রভৃতি অম্ল এবং আসকে, পুলী, চুসি ইত্যাদি বিবিধ পিঠা, কলাবড়া, পাঁপর-ভাজা এবং লুচিরও উল্লেখ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন। বাঙ্গালার বিশিষ্ট মিষ্টদ্রব্য কদমাও বাদ পড়ে নাই। বাঙ্গালাদেশে মিষ্টান্নের দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত—একটি চালগুড়ি নারকেল ইত্যাদি দিয়া পিঠা প্রভৃতি এবং অপরটি ঘৃতপক্ক। খাজা, গজা, পানিতুয়া ইত্যাদি ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নের প্রচলন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে বর্দ্ধমানে বিশেষ চলিত ছিল। গোলাপজাম পশ্চিমের আমদানী; তাহা হইতে আমাদের পানিতুয়া হইয়াছে। লুচি [=লুচুঈ (উত্তরভারতীয় হিন্দী)] অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট রাজকীয় খাদ্য। আজিও কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, পানিতুয়ার বাঙ্গালা-জোড়া খ্যাতি আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন রসগোল্লার উল্লেখ চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই [৫৮]।

আমিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে পাইতেছি কাতলা, ভেটকী, কই, মাগুর, সোনা-খড়কী, বাচা, খয়রা মাছ ভাজা, ঝাল ও ঝোল, রুই কাতলার তৈল দিয়া তৈল-শাক, আদা-ফুলবড়ি দিয়া আড়মাছ, আম-শোল, মাছের ডিমের বড়া, ঘৃতসহযোগে মাছের মুড়া [='ঘিমুড়'], তিক্ত সহযোগে পচামাছের 'নসি্য' [৫৯] এবং শৌল্য-পক্ক মৎস্য [=মুসলমানী শিককাবাব], মাংসের মধ্যে কচি ছাগ ও মৃগ মাংসের

ঝাল ঝোল রসা, কালিয়া দোলমা, কাছিমের ডিম সিদ্ধ [='গঙ্গাফল'] এবং মোগলাই খানা।—[illegible] [৬০]।

সঘৃতপলান্ন, পরমান্ন, খেচরান্ন প্রভৃতি বাঙ্গালী মাত্রেরই চিরপরিচিত। ভারতচন্দ্র সরু মোটা বহুবিধ চাউলের নাম করিয়াছেন যথা, রাঢ়দেশজ লতামৌউ, আসু, বোরো, আলন, মেঘহাসো, কালিন্দী, কনকচুর, ছায়াচুর, দুধকমল, বিষ্ণু-ভোগ, গন্ধেশ্বরী, শুয়া, শালী, হরিলেবু, গুয়াথুরি, সুঁদি প্রভৃতি।

অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন। অন্ন রাঁধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর। কৈজুড়ি খাজুরেছড়ী চিনা ধলবার॥
দাসুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি। কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে। ধুলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল। কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে। দুধ-পনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥

—রন্ধন

প্রাকৃতপৈঙ্গলের 'দুদ্ধ সজুত্তা ওগ্গর ভত্তা' বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় খাদ্য। ঈশ্বরী পাটনীও তাই অন্নদার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

"পৃথিবীতে তিনটি আছে রন্ধনকলার প্রধান ধারা। প্রথমটি চীনা, দ্বিতীয়টি ফারসী যা ভারতে এসে 'মোগলাই খানা'-য় রূপান্তরিত হয়েছে আর তৃতীয়টি ফরাসী—আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিরা তারই দান নিয়ে রস ও রুচির উন্নতি সাধন করেছে। অন্যান্য যা রন্ধন-বিদ্যা তাকে মৌলিক বলা যায় না। হয় তা অখাদ্য, নয় ঐ তিনেরই কোন এক উপধারা, নূতন খাতে প্রবাহিত পুরনো স্রোত।"

বাঙ্গালীর রন্ধন-কলায় কৌলীন্য না থাকিলেও মৌলিকতা আছে। প্রাকৃত-পৈঙ্গল [৬১] হইতে সুরু করিয়া মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গলের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত উক্তি—'লঙ্কা আনো সর্ষে আনো, সস্তা আনো ঘৃত, গন্ধে তার হয়ো না শঙ্কিত। আঁচল ঘেরি কোমর বাঁধো, ঘণ্ট আর ছেঁচকী রাঁধো, বৈদ্য ডাকো তাহার পরে মৃত॥'—সমস্তই বাঙ্গালীর রন্ধনবিদ্যার মৌলিকতার প্রমাণ দেয়। বাঙ্গালা দেশের রন্ধন শুধু রন্ধন নয়, রন্ধন-শিল্প;

আজ বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—'খাঁটি বাঙ্গালী', 'মোগলাই বাঙ্গালী' এবং 'এ্যাঙ্গলো বাঙ্গালী'। বাঙ্গালীর জীবন এবং সাহিত্যের ভিতরও এই উপাদানত্রয় বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালী কোথাও 'কৃত্রিম পণ্যে' 'জীবনের পসরা' ভর্ত্তি করে নাই, সর্ব্বত্র 'জীবনে জীবন যোগ' করিয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ছিল নদীয়া-শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও পরে কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর কৃষ্টিকেন্দ্রের মধ্যমণি ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। যুগধর্ম্ম অনুসারে এই কৃষ্টি ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে; ফলে কালক্রমে জীবনে, সাহিত্যে ও সাধনভজনে 'উজ্জ্বল রস' গাঁজাইয়া উঠিয়াছিল। নদীয়া-শান্তিপুরের লোকরুচি তখন পদাবলীর পরিবর্ত্তে 'নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু' শুনিতেই ব্যস্ত। এই কৃষ্টিকেন্দ্র ক্রমশঃ স্থানান্তরিত হইল। ভাগীরথীর খাত বাহিয়া হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হইয়া ক্রমে ইংরেজ-রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া ইহা স্থিত হইল। তখন পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিককুল এবং তাঁহাদিগের বাঙ্গালী দেওয়ান, বেণীয়ান, মুনশীরা এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইলেন। নাগরিক রুচি পূর্ব্ব হইতেই বিকৃত হইতে সুরু হইয়াছিল, এখন সেই বিকৃতি সহজতর হইল। 'অবশেষে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ যেন এক যুগসন্ধিক্ষণে হাত মেলালেন কলকাতায়। নদে-শান্তিপুরের সঙ্গে সুতানুটি তালুক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর লন্ডনের কালচারের মহামিলন হল কলকাতা সহরে' [৬২]।

---

১ "The characteristics of an age are more faithfully reflected in its imaginative literature than in its formal histories and chronicles. Pope reflects the hard brilliance, the somewhat facile optimism of his generation in much the same way as Tennyson mirrors in his work the religious perplexities and social ideals of the Victorian England; and Addison is the Thackeray of his age, in his pictures of the tastes, the fashions and the follies of the 'Town'." [A. C. Rickett—A History of English Literature (London, 1946), P. 194].

'জীবন মহাশিল্পী। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে, সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী।' [রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের মূল্য (সাহিত্যের স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৫২-৫৩)]।

২-৩ কালিদাস রায়—সমন্বয়ের কবি ভারতচন্দ্র [আনন্দবাজার। ২৯-৪-১৯৫১]; নিয়মের কবি ভারতচন্দ্র, বাংলার শেষ মঙ্গলকাব্য [যুগান্তর। ১৩-৪; ২৭-৪-১৯৫২]। মদীয় প্রবন্ধ 'বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য অন্নদামঙ্গল' [উলুবেড়িয়া সংবাদ। ১৫-৮-১৯৫২]।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র [ভারতবর্ষ।৪০ বর্ষ।১ম খণ্ড।১ম সং। পৃঃ ১-২]।

৪ 'ক্যালকাটা কালচার' [কালপেঁচার দ্'কলম। যুগান্তর। ৫-৫-১৯৫২]।

৫ ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল। পৃঃ (১১)]।

৬ 'আইন্-ই-আক্‌বরী'-তে এই 'আল' প্রত্যয়টি ক্ষেতের আল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে সম্ভবতঃ 'বঙ্গাল' < বঙ্গপাল শব্দ হইতে আসিয়াছে [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় সং। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৫]।

৭ J. C. Ghose—Bengali Literature. [P. 8]. 'বঙ্গ' অর্থাৎ বঙ্গজাতির উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যক-[২-১-১-৫]-এ আছে—'বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ'।

৮ প্রাচীন আর্য্যগণ পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে ভাগ করিয়াছিলেন ['সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা'] এবং জম্বুদ্বীপ তন্মধ্যে প্রধান। এই সাতটি দ্বীপের নাম—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। 'দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেন তু। সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ॥ তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ॥'

৯ 'সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ। পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥' —[স্কন্দপুরাণ]।

১০ 'গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী। ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা॥' [কৃষ্ণমিশ্র—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।]

১১ তুলনীয়ঃ A. F. Roudolf Hoernle তদীয় *'Comparative Grammar of Gáudian Language'* (London 1880) গ্রন্থে বলিয়াছেন— 'I have adopted the term Gaudian to designate collectively all north Indian vernaculars of Sanskrit affinity for the want of a better word. Not as being the least objectionable but as being the most convenient one.' [Introduction. P. 1].

১২ R. C. Dutt—Literature of Bengal. [2nd Edn. 1877. P. 124-35]. দ্রষ্টব্যঃ কবি-জীবনী। পৃঃ ২২।

১৩ Hunter—Annals of Rural Bengal. ['An enormous ragged army ate up the industry of the province'].

Rev. W. Ward—A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos [1st Edn. 1811. Vol. I. P. 200].

কৃষ্ণনগর রাজবংশের ভূমিদান সুপ্রসিদ্ধ। যথা, রাজা রুদ্র রায়ের ভূমিদান (নদীয়া কালেক্টরীর তায়দাদ নং ২১৩৯২), কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিদান (তায়দাদ নং ৩১১০১। গ্রহীতা—কুমারহট্টবাসী 'কাঞ্জী' বংশীয় বিদ্যাসুন্দর-টীকাকার রাম তর্কবাগীশের পিতা নন্দরাম বিদ্যাবাগীশ। টীকার রচনাকাল ১২৭০ শক=১৬৬৩ খৃীঃ) প্রভৃতি। [দ্রষ্টব্যঃ যুগান্তর-(২৯।৮।১৯৫৩)-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "কুমারহট্ট ও ভাটপাড়া" সম্বন্ধীয় বিবরণী]।

১৪ Keene—*Turks in India.*

১৫ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—(ক) সরকার জেন্নেতাবাদ—বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের নামানুসারে প্রথম সরকারের জেন্নেতাবাদ বা গৌড় নাম করা হয়। পরগণা

সংখ্যা ৬৬, মোট জমা ৪৭১১৭৪, টাকা। (খ) সরকার ঘোড়াঘাট—ত্রিস্রোতা হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত, কুচবিহারের দক্ষিণাংশ ও রঙ্গপুর প্রদেশের অধিকাংশ লইয়া ইহা গঠিত। পরগণা সংখ্যা ৪৫১, জমা ২১৮০৪১৫, টাকা। (গ) যশোহর—সরকার খালিফতাবাদ, সাতগাঁর কিয়দংশ ও ফতেয়াবাদের কিছু অংশ লইয়া এই চাকলা গঠিত। পরগণা সংখ্যা ৭৯, জমা ৩৫৩২৬৬, টাকা। (ঘ) আকবরনগর—সরকার ওড়ম্বর ও জেন্নেতাবাদের কিয়দংশ, পুর্ণিয়া ও তেজপুর লইয়া গঠিত। পরগণা সংখ্যা ১১৮, জমা ৯২৬২৬৬, টাকা। (ঙ) জাহাঙ্গীর-নগর—সোনার গাঁ, বাকলা, উদয়পুর, মোরাদখালি, বাজুয়া, ফতেয়াবাদের কিছু লইয়া এই চাকলা গঠিত। পরগণা সংখ্যা ২৩৬, জমা ১৯২৮২৯৪, টাকা। —[নিখিল নাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪১৭-৩৪]।

১৬-১৭ মুদ্রাবিশেষ— Arcot Rupee. ['শব্দার্থচন্দ্রিকা' দ্রষ্টব্য] ॥ সুবর্ণমুদ্রা বিশেষ [আশরফ খাঁ বাদ্‌শাহ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত। (য়ুল এণ্ড বার্ণেল—হবসন্-জবসন্। লণ্ডন ১৮৮৬, ১৯০২ খৃঃ)]।

১৮ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্রের যুগ [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৪৯১-৫০৭]। সুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল।]।

১৯-২৭ সরকার সরীফাবাদের কতকাংশ, মান্দারণ, পেস্কস ও সেলিমাবাদের অধিকাংশ ও সাতগাঁর কতকাংশ লইয়া বৰ্দ্ধমান চাকলা গঠিত ছিল। পরগণা সংখ্যা ৬৯, মোট জমা ২২,৪৪,৮১২, টাকা।

জাহানাবাদ হইতে মেদিনীপুরের দিকে অর্থাৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ অভিমুখে মেদিনীপুর হইয়া উড়িষ্যা যাইবার পথে আমিলা [এই স্থানে পূর্ব্বে 'আমিলা সায়ের' নামে একটি বড় পুষ্করিণী ছিল], মোগলমারি ও উচালন, যথাক্রমে পার হইতে হয়।

বৰ্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর যাইবার পথে 'নেড়া দেউল' নামক মন্দির আছে। ইহা চন্দ্রকোণার দক্ষিণে অবস্থিত। এই মন্দির পার হইয়া মেদিনীপুরের সীমানায় পড়িতে হয়।

সুবা উড়িষ্যার অন্তর্গত সরকার জলেশ্বরে যে-পরগণা ছিল তাহা এবং সমগ্র বঙ্গরাজ্য ও তৎসহ বীরকুল প্রভৃতি পরগণা যোগ করিয়া সরকার জলেশ্বর নামকরণ হয়। পরগণা সংখ্যা ৭, মোট জমা ৫৩৯০১, টাকা।

বন্দর জলেশ্বর হইতে নীলগিরির দক্ষিণ পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশ কিসমৎ বস্তা নামে অভিহিত ছিল। পরগণা সংখ্যা ৪, মোট জমা ১২,৪২২, টাকা।

রমনা, বস্তা, মসকুরী, বালেশ্বর বন্দর ও নিকটস্থ ভূভাগ লইয়া চাকলা বন্দর বালেশ্বর গঠিত ছিল। পরগণা সংখ্যা ১৭, মোট জমা ১,০৮,৪৭৬, টাকা।

শ্রীক্ষেত্রের নিকটস্থ প্রদেশে পূর্ব্বে ১৮টি জলপ্রণালী ছিল। ইহার কয়েকটি এখনও আছে। —[নিখিল নাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪২৫—৩৪]।

২৮ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথজীর বিগ্রহ আছে। ইহা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বৰ্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত, কাটোয়ার দক্ষিণস্থ প্রসিদ্ধ গ্রাম।

২৯ ফরাসী বাদ্যযন্ত্র 'হারমোনিয়ম্'এর উল্লেখ ভারতচন্দ্রে নাই। এই যন্ত্রটি ১৮৯০ সনের কাছাকাছি হিদারাম বাড়ুয্যের গলিতে 'দেওয়ান জী' মহাশয়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত

জলসায় প্রথম ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত ধ্রুপদী পণ্ডিত কাশীনাথ এবং টপ্পা বিশারদ ওস্তাদ রমজান খাঁ ভারতীয় সঙ্গীতে এই বাদ্যযন্ত্রটিকে সমর্থন করেন। [সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—হারমোনিয়ম। (শারদীয়া যুগান্তর পত্রিকা। ১৩৫৮ সাল, পৃঃ ৪৯)]। ভারতচন্দ্র যে-সকল বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কাঙ্গুরা ঘড়ি, নহবৎ ইত্যাদি যন্ত্র বিশেষ রাজ-অনুমতি ব্যতীত ব্যবহৃত হইতে পারিত না। [দ্রষ্টব্যঃ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সঙ্গীতে টাবু (শারদীয়া যুগান্তর পত্রিকা। ১৩৬০ সাল। পৃঃ ১০৪—)]। প্রখ্যাত ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গ-বিশারদ পীর বক্সের বিষ্ণুপুরে আগমনের পর হইতে রাগ সঙ্গীতে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। জনশ্রুতি যে, বিষ্ণুপুর-রাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে বাহাদুর খাঁকে লইয়া আসেন। কৃষ্ণনগর-রাজসভাতেও গীত-বাদ্যের কথা ভারতচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। [দ্রষ্টব্যঃ 'অন্নদামঙ্গলের সঙ্গীত'॥ 'বাংলার সুরতীর্থ বিষ্ণুপুর' (কালপেঁচার বঙ্গদর্শন। যুগান্তর, ৩১-১০-১৯৫৩)]।

৩০ বর্ণরত্নাকরে [জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর প্রণীত] 'খোম্পা' শব্দ পাওয়া যায়। নদীয়ার মেয়েদের খোঁপার খ্যাতি ছিল—'উলার মেয়ে কুল কুলুটী, নদের মেয়ের খোঁপা। শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা॥'।

৩১ দ্রষ্টব্যঃ 'বেশর-স্মরণে' [কালপেঁচার দু'কলম। যুগান্তর। ১১-৮-১৯৫২]।

৩২ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume, P. 145].

৩৩ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্রের যুগ [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ৮ম সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৪৯১—৫০৭]। শিবনিবাসের প্রাসাদের বিবরণ 'হিবার্স জার্ণাল'-এ পাওয়া যায়।

৩৪ ক্ষিতি মোহন সেন—হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ। ভারতের সংস্কৃতি [বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ। ১৩৫৪, ১৩৫০ সাল]।

৩৫ ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার তদীয় 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে আগমবাগীশকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ বলিয়াছেন।

৩৬ বজ্রমিত্র—লোকসংস্কৃতির রূপদানে (রূপায়ণে) বাংলার পালপার্ব্বণ, শান্তিপুরে ভাঙা রাসের মেলা [যুগান্তর। ২১-১১-; ২-১২-; ৪-১২-১৯৫০]।

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—নদীয়ার শক্তিপূজা, শাক্ত উৎসব [হোমশিখা (কৃষ্ণনগর)। শারদীয়া সং। ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৫৯৭-৯৯]।

নির্ম্মল দত্ত—জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন ও কৃষ্ণনগরের পূজা বৈশিষ্ট্য [যুগান্তর, ৭-১১-১৯৫১]।

৩৭ বিবিধ শক্তি-পূজার মধ্যে বাঙ্গালা দেশে দুর্গা পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই পূজাতে ভোজ্য-নৃত্য-গীত কিছুরই অভাব নাই। দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় উৎসব। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালাদেশেও এই উৎসব যেমন চলিত, ঊনবিংশ শতকের রাজা নবকৃষ্ণের আমলে, এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের 'ভাঙা রাসে'-এও ইহা সমানে চলিতেছে। জে. জে. ড্ হলওয়েল-এর বিবরণে [Interesting Historical Events (1766)] এবং উইলিয়ম্ কেরী সাহেবের লেখায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে

দুর্গোৎসবের উল্লেখ ভারতচন্দ্র করিয়াছেন—'শরতে অম্বিকা-পূজা, রাজঘরে দশভুজা, দেখিলু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা।' [—বর্ষা (বিবিধ-বিষয়িণী কবিতাবলী)]। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত। অবশ্য যুগে যুগে তন্মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। [দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিবৃত্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা। শারদীয়া সংখ্যা। ১৩৫৯ সাল। পৃঃ ১০-১৩)]।

৩৮ 'ব্যূঢ়ানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ। মধ্যমোঽপি হি সদ্‌যোগো গান্ধর্ব্বস্তেন পূজিতঃ॥'—[বাৎস্যায়ন—কামসূত্র। কলিকাতা, ১৩১৬ সাল। পৃঃ ১২১]।

৩৯ 'মালাকারবধূঃ সখী চ বিধবা ধাত্রী নটী শিল্পিনী, সৈরন্ধ্রী প্রতিগেহিকাথ রজকী দাসী চ সম্বন্ধিনী। বালা প্রব্রজিতা চ ভিক্ষুকবনিতা তক্রস্য বিক্রেয়িকা, মালাকারবধূ-র্বিদগ্ধপুরুষৈঃ প্রেষ্যা ইমা দূতিকাঃ॥' —[কল্যাণমল্ল—অনঙ্গরঙ্গ (রামচন্দ্র শাস্ত্রী সম্পাদিত। পাঞ্জাব সংস্কৃত বুক ডিপো। লাহোর ১৯২০ খৃঃ। পৃঃ ৪৩)]।

৪০ সুয়া-দুয়ার উল্লেখ রূপকথায়, ব্রতকথায়, বিবিধ উপাখ্যানে এমন কি দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'জামাইবারিক'-এর অন্যতম চরিত্র পদ্মলোচনের স্নানপর্ব্বের অর্দ্ধ-অঙ্গ তৈলালিপ্ত, অর্দ্ধ-অঙ্গ রুক্ষ অবস্থায় দুই সতীনে ভাগ-করিয়া-লওয়া শরীর বর্ণনায় [২য় অঙ্ক। ১ম গর্ভাঙ্ক] সুপরিস্ফুট।

৪১ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [৮ম সং। ১৩৫৬ সাল]।

৪২ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—ভারতচন্দ্র [সাহিত্য। ১৫ বর্ষ। ১০ম সংখ্যা। মাঘ ১৩১১ সাল। পৃঃ ৫৮৯-৬০৬]।

৪৩ তুলনীয়ঃ 'প্রমদা—ছেলেবেলায় বাপ একজন কুলীনের ছেলেকে ধরে এনে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন—একথা বড় হয়ে শুনেছি। পতি কত শত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।.........তিনি আমার কাছে দাঁড়াইয়াই অমনি বললেন—ষোল বৎসর হইল তোমাকে বিবাহ করে গিয়াছি। তুমি আমার এক স্ত্রী, টাকার দরকারে তোমার কাছে আসিতেছি। শীঘ্র যাব।'—[প্যারীচাঁদ মিত্র—আলালের ঘরের দুলাল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ২য় সং। ১৩৫৪ সাল। পৃঃ ২৩—২৫)]। ভারতচন্দ্র কেবল কৃষ্ণনাগরিক ছিলেন না। অতন্দ্র তীক্ষ্ণধী কুশলী কবি ভারতচন্দ্র যে-অন্ধকার যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বাণীর সুতীব্র কশাঘাতে তাহাকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নচেৎ মহারাজের রাজসভায় বসিয়া তিনি বলিতে পারিতেন না—'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্য্যয় তাঁহার দৃষ্টিকে মোহমুক্ত করিয়াছিল।

৪৪ হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—পুরাতন কথা [যুগান্তর। ২৩-৯-১৯৫১]।

৪৫ 'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাংজনেন সর্পিষা সংবিশন্তি। অনশ্রয়োঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিরগ্রে॥'—[ঋগ্‌বেদ (১০-১৮-৭)] মূলের 'যোনিরগ্রে' শব্দটি সুবিধার জন্য বদল করিয়া 'যোনিমগ্নে' করা হইয়াছে।

৪৬ 'ভর্ত্তা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্'।—[মহানির্ব্বাণতন্ত্র (১০, ৭৯)]।

৪৭ ক্ষিতিমোহন সেন—প্রাচীন ভারতে নারী [বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ২৬-২৭]।

৪৮ যুগান্তর [২০।৪।১৯৫১ খ্রীঃ। ঘটনাটি ঘটে ১৮।৪।১৯৫১ তারিখে]। পুরাবৃত্তের [বেদ-পুরাণ-স্মৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস] নজীরে সহমরণ প্রথা কেবল ভারতবর্ষেই নহে, দেশান্তরেও [য়ুরোপ-জাপান-সিথিয়া-আর্চিপেগো-চীন] দেখা গিয়াছিল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাপণ্ডিত গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের মৃত্যুতে তদীয় অশীতিবর্ষবয়স্কা সহধর্ম্মিণীকেও সহমৃতা হইতে হইয়াছিল। [কুমুদ নাথ মল্লিক—সতীদাহ (১৩২০ সাল। পৃঃ ৭৯)]। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান বিংশ শতকেও এই বর্ব্বর প্রথার পুনরনুষ্ঠান হইতেছে [যুগান্তর। ৩-৬-১৯৫৩ খ্রীঃ]। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাঁকুড়ায় এক্তেশ্বর শিবের গাজনে রাত্রে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া ভক্তেরা উৎসবাদি করিত। এই উৎসবের নাম 'সতীদাহ'। সতীদাহের এই উৎসব ইহার ব্যাপকত্ব নির্দ্দেশ করে। [কাল-পেঁচার বঙ্গদর্শন—এক্তেশ্বর-বাঁকুড়া (যুগান্তর। ২৮-১১-১৯৫৩)]। বর্দ্ধমানে 'সতীর মাঠ' সতীদাহের স্মৃতি বহন করিতেছে [কালপেঁচার বঙ্গদর্শন—মুসলমান যুগের বর্দ্ধমান (যুগান্তর। ১০-৪-১৯৫৪)]।

৪৯ 'বামে শবশিবাকুম্ভ দক্ষিণে গোমৃগদ্বিজাঃ—ইত্যাদি'।

৫০ ক্ষিতি মোহন সেন—প্রাচীন ভারতে নারী [বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৪৮]।

৫১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [দি জর্নাল অব দি বিহার এণ্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটি (১৯১৭ খ্রীঃ। ৪র্থ ভাগ। পৃঃ ৫০৮—)]। অনুশাসনের রূপটি হইল 'লাহ (ই) লী-ঝা'। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা লাহিড়ী-ঝা [<ওঝা<উপাধ্যয়]। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থাবান নহেন। দ্রষ্টব্যঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল।]।

৫২ প্রচলিত ছড়াতেও চাটুতি, মুখোটি প্রভৃতির উল্লেখ আছে—'মুখোটি কুটিল অতি বাঁড়ুরি তো সাদা। তার মধ্যে বসে আছে চট্ট মহারাজা॥' পাঠান্তরে এই ছড়াটির দুইছত্রের শেষোক্ত শব্দদ্বয় 'বন্দিঘাটী সাদা' ও 'চট্ট হারামজাদা' পাওয়া যায়। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই পাঠান্তরের টীকা করিয়া একদা বলিয়াছিলেন—'হ্যাঁ, ছন্দ আছে তবে যুক্তি নাই'।

৫৩ S. K. Chatterji—The Court of Raja Krishnachandra of Krishnagar. [Krishnagar College Centenary Commemoration Volume. P. 150.]

৫৪ D. C. Sen—History of Bengali Language and Literature [C. U. 1911. P. 585-88].

৫৫ Varna Ratnakar [Edited by S. K. Chatterji. Published by the Asiatic Society of Bengal. Introduction. P. 24].

৫৬ ক্ষিতি মোহন সেন—বাংলার সাধনা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫২ সাল। পৃঃ (৮)।]।

৫৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [মধ্যলীলা—৩য় পরিচ্ছেদ এবং ১২শ পরিচ্ছেদ। অন্ত্যলীলা—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]।

৫৮ গোপাল হালদার—রসনা ও রসগোল্লা [শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ৪৩]।

বিনয় ঘোষ—নিজই কান্তা খাই পুনর্বত্তা [শারদীয় যুগান্তর। ১৩৬০ সাল। পৃঃ ৯৭—]।

৫৯ মণিপুরে অনুরূপ তামসিক খাদ্য 'পচামাছের চাটনী' পাওয়া যায়।

৬০ অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও 'সুলমাংসভূইট্ঠো আহারঃ'-এর কথা আছে। ইংরেজী ওম্‌লেটের অনুরূপ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-[নিদয়ার সাধভক্ষণ]-এ 'হংস ডিম্বে তোল কিছু বড়া'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

৬১ ভাতের কথা চর্য্যাপদে ['হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশি'], শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ['ভাত না খাইলি তবে' তাহার কারণে'] আছে। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রাক্-আর্য্য যুগে চালের ব্যবহার এদেশে ছিল বলিয়া মনে করেন—

'Probably the original natives of India, some of whom were as civilised as the Aryans against whom the latter had to fight many a hard battle, had been cultivating rice probably derived from more than one variety before the Aryan invaders came. Aryans used to eat 'krisara' composed of barley and 'tila' and from which we have the word 'khichuri' though of rice, pulse and ghee. The staple food for the Rig Veda Aryans was barley. As they proceeded eastward 'Vrihi' became as important as barley. Further east rice replaced barley.'

['দেশ' পত্রিকায় (১৯ বর্ষ। ৩৭ সং। ২৭শে আষাঢ় ১৩৫৯ সাল।) নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর খাদ্যপ্রিয়তার সন্ধান' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত।]।

৬২ কালপেঁচার দু'কলম [বটতলার সাহিত্য (তিন)। যুগান্তর। ৯-৬-১৯৫২)]। কালপেঁচার বঙ্গদর্শন [পঞ্চানন ও পীরসাহেব (যুগান্তর। ২৯-৮-১৯৫৩)]।

সুকুমার সেন—বটতলার বেসাতি [বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন। ১৩৩৫ সাল।]।

॥ ২০ ॥ ভারতচন্দ্রের ভাষা

॥ ভূমিকা ॥

খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই নানা ভাষার অবস্থান ও সংমিশ্রণ বাঙ্গালা দেশে আরম্ভ হইয়াছিল। গৌড়বঙ্গে খ্রীষ্ট জন্মাইবার কিছু পূর্ব্বে আর্য্যভাষা স্থাপিত হইতে সুরু করিয়াছিল। ভারতবর্ষে চারিটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা পাওয়া যায়—(ক) নিষাদ বা অস্ট্রিক (খ) দ্রাবিড় (গ) আর্য্য বা ইন্দো-য়ুরোপীয় এবং (ঘ) কিরাত বা ভোট-চীন। এই ভাষা-চতুষ্টয়ের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক প্রভাবের ফলে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মাগধী অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি। বাঙ্গালা ভাষার ভ্রূণাবস্থা চর্য্যাগীতিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় [১]। গীতগোবিন্দের ভাষা, ছন্দ, রীতি, ভঙ্গী প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার শৈশব সূচনা করে। গীতগোবিন্দ মূলতঃ শৌরসেনী কিংবা প্রাচীনতম বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল, তাহা বিতর্কের বিষয় তথাপি ইহা অনস্বীকার্য্য যে, এই ধারাতেই পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর সৃজন ও স্ফুরণ। অপভ্রষ্ট [> অবহট্‌ঠ] ভাষায় রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' গ্রন্থে কিছু কিছু বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতে, কবি ধর্ম্মদাসের বিদগ্ধমুখমণ্ডন গ্রন্থে উদ্ধৃত দুই-চারিটি কবিতা-ছত্রে, সর্ব্বানন্দের [খ্রীঃ ১২ শতক] 'টীকাসর্ব্বস্ব' গ্রন্থের কোন-কোন শ্লোকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেকশুভোদয়াতে [১৯ অধ্যায়] মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটি প্রেমের কবিতা আছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহা প্রাক্-তুর্কী আমলের রচনা। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতিকাব্যের ধারা মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব-পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্যের ধারার সহিত সংযুক্ত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের সেন-বর্ম্ম পর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের বন্যা আসে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় এই যুগের বৈশিষ্ট্য। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা ভাষার উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাও আড়ষ্ট।

ক্রমশঃ এই আড়ষ্টতা লোপ পাইয়া ভারতচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার প্রত্যুষকে সূচিত করিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবহার অবশ্য কিয়দংশে রচয়িতার অভিরুচির উপর নির্ভর করে। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ সংস্কৃত শব্দ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় শব্দ-প্রাচুর্য্য সাহিত্যকে জনসাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলে নাই।

"The Sanskritising tendency was steadily on the increase, and although the inherent grace and vigour of the language was much encumbered by the gorgeous trappings of Sanskrit, it would not be quite correct to say that the language of Middle Bengali poetry, such as in Kavi-kankana or Kasirama Dasa or Bharatachandra, was or is too learned for the masses. People were steadily becoming familiar with a Sanskritised Bengali ever since the 14th century: but the language was never stilted or artificial [২]."

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বর্ত্তমান। 'অধঃশিখ', 'উর', 'তমঃ', 'তেজঃ', 'ধনুঃশর', 'প্রসীদ', 'পুনঃ', 'সর্পিঃ', 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রভৃতি ব্যতীত 'কেশবায় নমঃ', 'শঙ্করায় নমঃ' ইত্যাদি সংস্কৃত-বিভক্তিযুক্ত পদ ব্যবহার ভারত-চন্দ্র করিয়াছেন। কখনও কখনও কবি সম্বোধন পদে [যথা—'কৃপাময়ি', 'জগন্ময়ি'] সংস্কৃতানুগ হইয়াছেন ; আবার, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শব্দের একত্রা-বস্থানও বিরল নহে, যেমন—'তস্যোপরি দিগম্বরী', 'বিষ্ণুপদ প্রসূতাসি' প্রভৃতি। অন্নদামঙ্গলের কোন কোন সঙ্গীত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে এবং কোন কোন সঙ্গীত ও কাব্যাংশ ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কাব্যের রসকে ব্যাহত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রায় সকল ভাষাতেই দেখা যায় যে, কাব্যের ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন শব্দ এবং রূপ সংরক্ষিত থাকে কারণ, কাব্যের ধারা সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভাষাতে স্থিরীকৃত হইয়া যায়। কথ্য বা লিখিত-গদ্য ভাষাতে অপ্রচলিত বহু পুরাতন শব্দ [অমিয়া, আছিল, তেঁই, দিঠি, হেদে ইত্যাদি] কবিতার ভাষাতে

প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের রচনাতেও এইরূপ বহু শব্দের দর্শন মিলে। অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের পুঁথিগুলিতে বানান সম্বন্ধে বিশেষ অনবধানতা লক্ষিত হয় [দ্রষ্টব্যঃ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি—প্রাচীন পুঁথির বানান]। ইহার জন্য অবশ্য লিপিকরের অজ্ঞতা বহুল পরিমাণে দায়ী কিন্তু ইহাতে তৎকালীন উচ্চারণ ভঙ্গীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলিতে এই জাতীয় শব্দগুলি প্রায়শঃ নজরে পড়ে—অগো [=ওগো, সম্বোধনে], আল [সম্বোধনে কিংবা আলোক অর্থে], তাম্ব [=তাম্র], পায়ো-পায়ে [=পেয়ে], মাজ [=মাঝ], মাল্যানী [=মালিনী], লড়ে [=নড়ে], সাতি-সাতে [=সাথি-সাথে], সাদ [=সাধ], সিন্দু [=সিন্ধু] প্রভৃতি। ছন্দ ও পদ-লালিত্যের জন্য সাধু ভাষার শব্দের সহিত বহু প্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয় যথা—অল্পেয়ে [=অল্পায়্যা, তৎকালীন রূপ], আঁকশলী, আঁটকুড়া, আঁটুপাত [<আঁউঠ<আমৃষ্ট], আল্যা [=উজ্জ্বল>উজালা+আলো>আলা+ইয়া, জোড়কলম শব্দ], ঘুঁটে, ঝুটাঝুটি, টেরফের, ডেকরা [বিকল্পে—ডেগরা, ডেঙ্গরা, ডোকরা], ঢেকা, দাড়িগোঁফ, ধোপা, ফেকো, বিটলা, ভায়া, ভালা, ভেট, মাগী [<মাউগী], লাথিকীল প্রভৃতি। মিশ্রিত শব্দ প্রয়োগও রহিয়াছে যথা—অন্নপানি, খানাপিনা, পানপানি, পানিফোঁটা প্রভৃতি।

(ছন্দের জন্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কারণে শব্দের সঙ্কোচন ইত্যাদি কাব্যের ভাষায় একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে—আইসাশ-মাসাশ, আন্দল [আন্দোলন। 'কন্দল' শব্দের প্রভাব-যুক্ত বলিয়া মনে হয়], আশ [<আশা]) উজলা [<উজ্জ্বলা], ওথায় [<হোথায়], করি-ধরি-স্মরি [-ইয়া>-ই], কৈতে [<কহিতে। আভ্যন্তর 'হ'-লোপ।], কৈস [<কহিস], খায়াই [<খাওয়াই। ব-শ্রুতি লোপ], গর্ম্মি-নর্ম্মি [গ্রীষ্ম-বর্ষা কাল অর্থে], চাতরে [<চাতুরীতে], জীউ [<জীব], জীলে [জীবিত রহিলে], তন [<তনু], দড় [<দৃঢ়], দিও [য়-শ্রুতির অপ্রয়োগ], দিনো-সকলেরো [পরের স্বরবর্ণ পূর্ব্ব পদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে], দুখ [<দুখ্<দুক্খ<দুঃখ], পর [<উপর, প্রহর], ব্যবসাই [<ব্যবসায়ী], বিয়া [<বিবাহ], ভর্সা [<ভরসা, ভরোসা (<ভর+বশ)], ভিন [<ভিন্ন], মুখানি [<মুখখানি], রীত [<রীতি], লঙ্গ [<লবঙ্গ],

সম্মুখ [< সম্মুখ], সরবরা [< সরবরাহ], সাঁই [< গোসাই < গোস্বামী] প্রভৃতি।

নানাভাষাবিদ কবি তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দাবলীর দ্বারা তদীয় কাব্য-সরস্বতীকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর কিয়দংশে ব্রজবুলি ও পশ্চিমা হিন্দী ভাষার যে-প্রয়োগ দেখা যায়, স্থানান্তরে তাহা আলোচিত হইয়াছে। আরবী, ফারসী, তুর্কী শব্দ ব্যতীত ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই কয়টি শব্দ পাওয়া যাইতেছে [পং = পর্তুগীজ, ফং = ফরাসী] —ইঙ্গরাজ [< পং Inglez], এলেমান [< পং Allemand], ওলন্দাজ [< ফং Olandez], দিনেমার [< ফং Danmark], ফরাস [< ফং France = = ফরাঁস]। মনে হয়, চন্দননগরে বাসকালীন কবি এই বিদেশী শব্দগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। কবির রচনাবলীতে ইতস্ততঃ কয়েকটি হিন্দী শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে—আটক [< অটক্], কড়্খা [< প্রাং কড়ক্খ < সং কটাক্ষ], কুজড়া [< কুঁজড়া], কোড়া, ঝুট্মুট্, ঝাড়ু, ডেরা, পয়দল, মোরছল, রামজনী, হুক্ ইত্যাদি। একটি পশ্তু শব্দও পাওয়া যায়—পাঠান [< পষ্-তানা]। অতঃপর ভারতচন্দ্রের বিবিধ রচনাবলী [অং = অন্নদামঙ্গল, বিং = বিদ্যা-সুন্দর, মাং = মানসিংহ, কং = কবিতাবলী, রং = রসমঞ্জরী] হইতে কাব্যাংশ এবং শব্দের উদ্ধৃতি সহকারে ব্যাপক আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ধ্বনিতত্ত্ব ॥

বিপ্রকর্ষ :—কাব্যের ভাষায় বিপ্রকর্ষের সমাদর সুপ্রাচীন কাল হইতেই সুবিদিত। ইহা অর্দ্ধ-তৎসম শব্দের বিশিষ্ট রূপ—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় ও আরবী-ফারসী আদি বিদেশী শব্দ-ব্যবহারে ইহার দর্শন মেলে।

> "In Bengali, intrusive vowels determine their nature from those in their contiguity, as in most languages. Words, *tatsamas* or foreign, cannot end in two consonants in Bengali: either they must have the prop of a final vowel, or *vipra-karsa* [৩]."

ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিপ্রকর্ষজাত শব্দের নমুনা—একত্তর [< একত্র], খেয়াতি [< খ্যাতি], ধৈরয [< ধৈর্য্য], পরকাশা [< প্রকাশা], বজ্জর [< বজ্র],

বিমরিষ [< বিমর্ষ], ভুরু [< ভ্রূ], শত্রুঘন [< শত্রুঘ্ন], স্বতন্তর [< স্বতন্ত্র]।

বিদেশী শব্দ—কুলুপ [< কুল্‌ফ্‌ < কুফ্ল], জখম [< জ.খ.ম্‌], জিকির-জিগির [< জি.ক্র], তুরুক [< তুর্ক], ফিকির [< ফিক্র], বুরুজ [< বুর্জ], শহর [< শহ্‌র্‌], সরম [< শর্ম]।

অপিনিহিতিঃ—চর্য্যাপদে, সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে এবং বিভিন্ন লিপিমালাতে অপিনিহিতির ব্যবহার দেখা যায় না। মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাতে অপিনিহিতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায় নাই। মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষাতে অপিনিহিতির অর্থ ছিল পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্ব্বে উচ্চারিত ই বা উ- ধ্বনি। বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাষায় অভিশ্রুতি ও সঙ্কোচনের ফলে মনে হয় মুখ্য স্বর এবং অপিনিহিতির স্বর একযোগে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় অপিনিহিতির স্বর সংরক্ষিত হয় নাই, উপরন্তু অন্যান্য ভাষাগত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

> "In the case of the New Bengali, dropping of the final vowels, *i, u,* of Old Bengali, the intermediate epenthetic stage is commonly lost sight of: but the phonology of Middle Bengali and of the present-day dialects sufficiently demonstrates the occurrence of the epenthetic, *i, u,* which is quite a characteristic of Bengali [৪]."

ভারতচন্দ্রের ভাষায় অপিনিহিতির ফলে উৎপন্ন স্বরধ্বনি পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্রের ভাষাতেই প্রথম দেখি, অপিনিহিতি অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে [৫]।

অভিশ্রুতিঃ—পূর্ব্ব রাঢ়ভূমিতে কখন অভিশ্রুতির ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয় তাহা বলা কঠিন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ [খ্রীঃ ১৭শঃ] অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর কিন্তু অভিশ্রুতির উদাহরণ একটিও নাই। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, সাহিত্যের ভাষায় অভিশ্রুতির প্রভাব খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধেও দেখা যায় নাই। ভারতচন্দ্রের প্রাচীন সংস্করণগুলিতে 'খাতি', 'আলি' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণগুলিতে ইহাদিগের রূপ দাঁড়াইয়াছে 'খেতে', 'এলি', ইত্যাদি। ডাঃ সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, বানান দেখিয়া মনে হয় ভারতচন্দ্রের শব্দাবলীতে পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান ও নদীয়া অঞ্চলের উপভাষার উচ্চারণপদ্ধতির প্রভাব পড়িয়াছিল। আদি-মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষার—খাইতে, আইলি—হইতে—খাত্যে, খাতি, খাইতি, খেতে এবং আলি, এলি—হইয়াছে। 'খেতে' ও 'এলি' রূপ নব্য-বাঙ্গালা ভাষাতে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের ভাষায় অনুরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত—কয়্যা, কাড়্যা, খায়্যা, চায়্যা, চায়্যো, ছাঁদ্যা, ছাড়্যা, দেখ্যা, ধায়্যাছ, পড়্যা, বন্যায়াছ, বস্যা, বাঁধ্যা, বিনায়্যা, ভাব্যা, সয়্যা, সাধ্যা প্রভৃতি [৬]।

সন্ধিঃ—ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনায় বহুস্থলে সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন, যথা—**অমৃতান্ন** মুখে তুলি' দিলা [অং], **কৃপাবলোকন** কর [অং], **নাগযজ্ঞোপবীতা মুণ্ডাস্থি**মালা গলে [অং]—প্রভৃতি।

ভাষার লালিত্য ও ছন্দের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সন্ধি না করিয়া শব্দগুলিকে কখনও কখনও পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। ইহা অবশ্য বাঙ্গালা বাচনভঙ্গীর সহিত সমঞ্জস, যেমন—কৃষ্ণচন্দ্র **ধরণী ঈশ্বর** [অং], **দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষি**গণ [অং], **নয়ন অমৃত** নদী [রং], **রাজা ইন্দ্র** প্রায় [অং]—প্রভৃতি।

আবার ছন্দের খাতিরে শব্দ সঙ্কোচনের জন্য কখনও কখনও সন্ধি করা হইয়াছে, যথা—অস্থি মধ্যে **অস্ত্যথ** জীবন (অস্তি + অথ) [অং], **তোমারি** এ অধিকার (তোমার + ই) [বিং], **দিকাদিক** ভেদ নাই (দিক + অদিক) [অং], **ব্রহ্মাদিরো** এই ভয় (ব্রহ্মাদির + ও) [অং], বৃন্দাদেবী **দেখসিয়ে** (দেখ + আসিয়ে) [কং]—প্রভৃতি।

॥ রূপতত্ত্ব ॥

প্রত্যয়ঃ—ভারতচন্দ্রের কাব্যে বহু সংস্কৃত কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালা [প্রাকৃত-জ] কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত, বাঙ্গালা তদ্ধিতান্ত এবং বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও সুপ্রচুর প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে দৃষ্ট হয়। এইস্থলে কয়েকটি নিদর্শন প্রদত্ত হইল—

বাঙ্গালা [প্রাকৃত-জ] কৃৎ প্রত্যয়ঃ

-অ [ইহা অনুরূপ প্রত্যয় '-ও' বা '-উ' হইতে অভিন্ন]—আঁকু-পাঁকু, উড়ু-উড়ু।

-অন [বিকারে স্বরবর্ণের পর -ওন]—কান্দন [প্রসারে '-অনা'—কান্দনা] নাচন, মরণ, যাওন, লুকাওন।

-আ—পড়া-শুক।

-আই—রাজাই [রাজত্ব করা অর্থে], ভটাঈ [হিন্দী শব্দ, ভাটত্ব করা অর্থে]।

-আইৎ—ডাকাত [< ডাকাইত], বাইতি [যে বাজায় অর্থে]।

-ই [ভাববাচ্যে]—হারি ['ইহার অধিক আর হারি কারে বলে' [বি০]]।

-উআ [-উয়া] চলিত ভাষায় -ও [আনুষঙ্গিক অভিশ্রুতি সহ]—পড়ুয়া > পড়ো > পোড়ো।

-উক—খেকো [< খাউকা (√খা)]।

-উল+ইয়া, -উলে—ঘুরুলে [< ঘুরুলিয়া]।

-ক—ফাটক, ফটক [√ফাট্]।

-রা বা -এরা—লুঠেরা [লুঠ করে যারা]।

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ

-আ [স্বার্থ, নিন্দা, সম্বন্ধ ইত্যাদি অর্থে] একা, পশ্চিমা, বিটলা, বোঁদেলা, মিঠা, হাতা।

-আই [আদর-অর্থে]—কানাই, গণাই, বিশাই।

-আমি [ভাব-অর্থে]—ঠকামি, ভাঁড়ামি।

-আর [কর্তৃবোধক]—গোঁয়ার [< গাঁওআর < গ্রামকার]।

-আল, প্রসারে -আলী [গুণ, সম্বন্ধ, শীল অর্থে]—দামাল, পাঁকাল, চতুরালী, নাগরালী, বাঙ্গালী [ফা০ বঙ্গাল > বাঙ্গালা (দেশ) + ঈ (সম্বন্ধে)]।

-আল্, -ওয়াল [= হিন্দী -ৱাল], -ওল [বিকৃত বাঙ্গালা রূপ]—কোটাল, ঘড়ীয়াল, ঘোষাল [ঘোষ গ্রামবাসী], সদীয়াল, ঘাটোয়াল [= ঘাটাল > ঘেটেল], আশাওল [আ০ 'অসা + ৱালা]।

-ই, -ঈ [সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল ইত্যাদি অর্থে]—কেরাণী, কোতোয়ালী, জাহাজী, দিশি, দেশী, বাহাদুরী, বিলাতী, বেইমানী, বৈকালী, শাহনশাহী, হাজী।

-ই, -ঈ [বিশেষ্যে প্রযুক্ত বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়]—পুঁথি, পুরী, বুড়ী, মামী।

-ইয়া [স্বার্থে, শীলার্থে]—কুন্দলিয়া, দরবারিয়া [> দরবেরে], বাহাত্তুরিয়া [> বাহাত্তুরে], রঙ্গিয়া, রায়বাঁশিয়া [> রায়বেঁশে], সঙ্গিয়া।

-উয়া, চলিত ভাষায় -ও (অভিশ্রুতি সহ) [সম্বন্ধার্থে]—নাটুয়া, মেসো [< মাউসা < মাউসুয়া (মাউসী < মাসী)]।

-টা [তাচ্ছিল্যে]—কেটা, সেটা।

-ড় বা -আড়, -ড়া, -ড়ী [স্বার্থে]—ঝিউড়ী, ভাঙ্গড়, ঘাসিয়াড়া [>ঘেসেড়া], চেঙ্গড়া, দেহড়ী [> দেহুড়ী]। এই প্রত্যয় 'র' রূপেও পাওয়া যায়—ভায়রা [ভায়রা-ভাই]।

-ত [ভাবদ্যোতকার্থে]—আইহত [অবিধবত্ব]।

-তা [পত্র জাতীয় বস্তু বুঝাইতে]—রাঙ্গতা।

-ন। প্রসারে -না, -আনী, -ইনি (স্ত্রী বাচক প্রত্যয়)—সতিন-সতিনী, বেহাইন-বেয়ান, ঠাকুরাণী, ডাকিনী, ননদিনী ['ননদ' মূলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, কাব্যে '-ইনী' যোগ করা হয়], নাতিনী, প্রেতিনী, বাঘিনী, সোহাগিনী।

-পনা [ভাবার্থে]—কুটিনীপনা, ধূর্ত্তপনা।

-ভরা [পরিমাণার্থে]—গালভরা।

-ল, প্রসারে -লী [সম্বন্ধে, সাদৃশ্যে]—ছাওয়াল [ছাবাল], দীঘল,

-স, -আসিয়া [সম্বন্ধে]—বারাস্যা, বারমাস্যা [< বারমাসিয়া]।

তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দঃ

-জাত [সমূহ অর্থে]—এয়োজাত। ['জাত' শব্দ সমূহ অর্থে প্রযুক্ত। ফারসী 'জাৎ' প্রত্যয় ইহার সহিত সম্পৃক্ত নহে।]।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ

-আনা (-য়ানা) [অভ্যাস বা শীল অর্থে], প্রসারে -আনী (-য়ানী)—নজরানা, হিন্দুয়ানা, হিন্দুয়ানী।

-কশ্ [কর্ম্মী অর্থে]—ঝাড়ুকশ্।

-খানা [স্থান অর্থে]—গড়খানা, বালাখানা।

-গীর [স্বার্থে]—গুণাহ্‌গীর্, দিল্‌গীর।

-চী [কর্ম্মী অর্থে]—খাজাঞ্চী, বাবুর্চ্চি।

-দার [ধারক বা কর্ত্তা অর্থে]—খাসবরদার, চোপদার, জমাদার, দফাদার, দাগাদার, মজুমদার [= মজুন্দার], সমাদ্দার [শুমারদার]।

-বাজ্ [অভ্যস্ত অর্থে]—দাগাবাজ।

-য়ার্ [অস্ত্যর্থে]—হাতিয়ার, হুঁসিয়ার।

উপসর্গ ঃ—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় স্বকীয় অর্থাৎ প্রাকৃতজ উপসর্গ অত্যন্ত কম। ভারতচন্দ্রের রচনায় অগ্রোক্ত বাঙ্গালা ও বিদেশী উপসর্গগুলি পাওয়া যায়—

বাঙ্গালা উপসর্গ ঃ

অনা-[মন্দ অর্থে]—অনাসৃষ্টি।

কু-[নিন্দনীয় অর্থে]—কুকথা [কু কদর্থে], কুকাজ।

নি-[না অর্থে]—নিবারণ, নিলাজ।

সু-[প্রশস্য অর্থে]—সুজন, সুছাঁদ, সুমন।

হা-[অভাবার্থে]—হাঘরিয়া [> হাঘরে], হাভাতিয়া [> হাভাতে]।

বিদেশী উপসর্গ ঃ

গর- [<ফা° গৈ.র্—না অর্থে]—গরহাজির।

বে- [নিন্দনীয় অর্থে]—বেইমান, বেহিসাবী, বেহোঁস।

বদ্- [নিন্দার্থে]—বদকাম, বদনাম।

সমাস ঃ—'গিরিসুতা', 'বিকশিত-পুণ্ডরীক-কর্ণিকা', 'সবিনয়', 'হিমকর-শেখর' প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসের দৃষ্টান্ত ব্যতীত ভারতচন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সমাসের দৃষ্টান্তও মিলে। যথা—

দ্বন্দ্ব—অন্নপানি [সহচর শব্দ], খানাপিনা, দাড়িগোঁফ, দুধথোড়, বড়া-বাড়ি, লাথিকীল, আগেপিছে (অলুক), ঠারেঠোরে (অলুক), দুধেভাতে (অলুক)।

দ্বিগু—চৌদিকে, পঞ্চমস্বর।

অব্যয়ীভাব—হাঘরিয়া, হাভাতিয়া।

তৎপুরুষ—গাঁটকাটা (২য়া), শ্রীযুত-শিকপোড়া (৩য়া), চিনিরস-পানি-ফোঁটা-বিয়াদায় (৬ষ্ঠী), ঘৃতে-ভাজা (অলুক ৭মী), মনোলোভা (উপপদ)।

কর্ম্মধারয়—ভাজাপুলী, বাজেজমা (অলুক), পলান্ন (মধ্যপদলোপী), এঁড়েডাক (উপমান), চাঁদমুখ (রূপক)।

বহুব্রীহি—অল্পেয়ে, কোলজোড়া, দায়ধরা, পাঁতিলেখা, সোনামুখ (ব্যধিকরণ), কানাকানি (ব্যতিহার)।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষার লালিত্য রক্ষার জন্য বিভক্তিযুক্ত পদ পাশাপাশি রাখা হইয়াছে, সমাস করা হয় নাই ; যথা—উদর আকাশ, বিশ্বের জনক, লোকের মঙ্গল, সুত চাঁদ, প্রভৃতি।

শব্দদ্বৈত ঃ—একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ, অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈত ভারতচন্দ্রে প্রচুর পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—ইলিমিলি জপে সদা ছিলি-মিলি মালে [বিং] [ইলিমিলি < সম্ভবতঃ আল্লাহ্ মালিক], কলকল, ছলচ্ছল, টলটল তরঙ্গা, কোটি কোটি রূপ কোটি কোটি নারায়ণ [অং] প্রভৃতি।

এইরূপ উড়ুউড়ু, কিলিকিলি, খানিখানি, পাঁচাপাঁচি, টেলেটুলে, দুড়দাড়, হুপহাপ, রড়ারড়ি, রাঁধুবাড়ু প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালাতে অত্যন্ত পরিচিত এবং ভারতচন্দ্রের রচনাতে তাহাদিগের অপ্রতুল নাই।

লিঙ্গ ঃ—প্রাচীন কাল হইতেই লিঙ্গবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা উদাসীন। ভারত-চন্দ্র বহু স্থলে সংস্কৃতের অনুরূপ লিঙ্গানুশাসন মানিয়া চলিয়াছেন যথা,—অতিবৃদ্ধা বিধবা, পরমা প্রকৃতি, চক্রাহতা নাসিকা, অসারসংসার-সারা তারিণী-তারা—ইত্যাদি। কখনও-কখনও ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয় যেমন,—তাহাতে **অধিষ্ঠিত** মাতা [স্ত্রীলিঙ্গের া-কার নাই] [অং], **কলঙ্কী** হইল ইন্দু [স্ত্রী-লিঙ্গ-চিহ্ন নাই] [অং], **কাঙ্গাল** দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয় [কাঙ্গাল = কাঙ্গালিনী অর্থে] [বিং], চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে [স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্নের অপ্রয়োগ] [অং]—ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, 'মালিনী' শব্দটি 'যে-স্ত্রীলোকের মালা আছে' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'মালী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে-'মালিনী' তাহা হইতেছে—

'মালী+নী'। পুঁথিতে 'মাল্যানী' [মাল্য যাহার আছে] শব্দটি পাওয়া যায়। ইহার অর্থ মালী জাতীয়া স্ত্রীলোক [মালী+আনী]।

বচনঃ—রা, এরা প্রত্যয় যোগে [তোমরা, সখীরা, পুরুষেরা], বিবিধ সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা [চারি ভুজ, বিধি বিষ্ণু তিন জনে], শব্দের দ্বিরুক্তি দ্বারা [সহস্রে সহস্রে, স্থানে স্থানে] বহুবচন জ্ঞাপন বাঙ্গালা ভাষায় তথা ভারতচন্দ্রের রচনায় সুলভ। এতদ্ব্যতীত—আদি, আদি করি, আদি গণ, আদি সবে, আবলী, কত, কুল, গণ, গণন, গ্রাম, গুলি, জাত, জাল, দাম, নানা, প্রভৃতি, বর্গ, যত, রাজি, সকল, সব, সবাকার, সমূহ—ইত্যাদি শব্দাবলীর দ্বারা ভারতচন্দ্র বহুবচন জ্ঞাপিত করিয়াছেন। 'সমূহ' অর্থে প্রযুক্ত 'জাত' শব্দও ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায় —এয়োজাত [তুলনীয়ঃ ফাং 'জাৎ'—মেওয়াজাত]।

প্রাচীন বাঙ্গালায় 'ঘর' শব্দ বহুবচনের বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হইত, যথা—চর্য্যাপদে 'মারিআ শাসু ননন্দ ঘরে শালী'। ভারতচন্দ্রেও 'ঘর' শব্দের প্রয়োগ আছে—বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে [অনুরূপ অর্থে আরবী শব্দ 'মহল' প্রযুক্ত হয় (যথা—স্ত্রীমহল, রাজনৈতিকমহল)]।

পদাশ্রিত নির্দ্দেশকঃ—খান, খানি, গাছ বা গাছা, গোটা, জন, টা—এই পদাশ্রিত নির্দ্দেশকগুলির যেরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রয়োগ সংস্কৃতে, ইংরেজীতে কিংবা বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে অপরিজ্ঞাত। ভারতচন্দ্রের রচনাতে এইগুলি যথারীতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুসর্গঃ—অন্তর, আগে, উপর [> পর], কাছে, ঘরে, ছাড়া, প্রতি, পাছে, পানে, পাশে, পিছে, বাহির, বিনা, বিনি, বিনে, বিহনে, ভিতর, মাঝ, সঙ্গে, সহিত, সাথে, প্রভৃতি অনুসর্গ পদের ব্যবহার ভারতচন্দ্রে প্রচুর। কর্ম্ম-প্রবচনীয় অনুসর্গরূপেও এই পদগুলি ভারতচন্দ্রে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কারকবিভক্তিঃ—ভারতচন্দ্রের রচনায় অত্র-লিখিত কারক ও তৎপ্রযুক্ত বিভক্তিগুলি পাওয়া যায়—

কর্ত্তৃকারকঃ

অবিভক্তিক—রচিল **ভারতচন্দ্র** রায় গুণাকর [অং]।

সবিভক্তিক [-এ, -য়]—যারে **কালে** ধরে, **শৈবগণে** কত মত **করে** উপহাস, **তোমায় আমায়** গলে দিলে [অং]।

কর্ম্ম কারক :

অবিভক্তিক—দর্শন করিলা **বিশ্বেশ্বর ভগবান** [মা°], **নারী জিনা কোন কর্ম্ম** [বি°]।

সবিভক্তিক [-এ, -য়, -রে]—কৃষ্ণচন্দ্র **ভূপে** চাহিবে স্বরূপে [অ°], **বিদ্যায়** সে জিনিবে বিদ্যায় [বি°], পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি **চন্দ্রেরে** দেখিলে [অ°]।

করণকারক :

অবিভক্তিক—**সাঁতার** খেলিব সিন্ধুজলে [মা°]।

সবিভক্তিক [-এ, -য়]—**গীতে** তুমি তোষহ আমারে [অ°], তোমার **কৃপায়** অনায়াসে পায় [অ°]।

সম্প্রদানকারক :

সবিভক্তিক [-এ, -রে] **পুত্রে** রাজ্যভার দিয়া [বি°], অন্নপূর্ণা দেন **শিবেরে** অন্ন [অ°]।

অপাদান কারক :

সবিভক্তি [-এ, -রে]—তোমার **প্রসাদে** আমি দেখিনু অভয়া [মা°], দাড়ি তার তোমার **বেণীরে** নাকি বড় [অপেক্ষার্থে] [বি°], **বাঙ্গালীরে** কত ভাল পশ্চিমার ঘরে [মা°]।

সম্বন্ধ পদ :

সবিভক্তিক [-এ, -য়, -র]—লজ্জা হৈল **কৃত্তিবাসে** [অ°], ক্রোধ হৈল **পাতশায়** [মা°], **বড়র** বাসর [মা°], **বাপার** ভবন [অ°]।

অধিকরণ কারক :

অবিভক্তিক—বসুন্ধর-বসুন্ধরা **বসুন্ধরা** চলে [অ°]।

সবিভক্তিক [-এ, -য়]—**স্বপনে** কহিলা মাতা [অ°], **মেঝায়** দিলেক সিঁধ কোথায় বসিয়া [বি°]।

বিবিধ :

নমস্ শব্দযোগে ৪র্থী বিভক্তি—**গণেশায়** নমো নমঃ [অ°]।

সহিতার্থে '-এরে' বিভক্তি—**শিবেরে** বিবাহ দিলা সতী [অ°]।

নির্দ্ধারণে ৬ষ্ঠী (-এর) ও ৭মী (-এ) বিভক্তি—অমৃতের রাজা [অ°], সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য, সর্ব্বদেবে হরি [অ°]।

নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী (-এ) বিভক্তি—দেখিবারে মিত্র করিয়াছি চিত্র [র°]।

ল্যব্‌লোপে ৭মী (-এ) বিভক্তি—কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে [অ°]।

তুল্যার্থে ৭মী (-এ) বিভক্তি—শ্মশানে স্বরগ সম [অ°]।

বীপ্সার্থে ৭মী (-এ) বিভক্তি—দিনে দিনে নানা মতে বাড়িছে যন্ত্রণা [অ°]।

সম্বোধন পদঃ

অগো-ওগো-গো, অরে-ওরে-রে, আল-ওলো-লো, অহে-ওহে-হে, হ্যাদে ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র যেস্থলে সম্বোধন পদে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেস্থলে সংস্কৃত শব্দরূপের অনুশাসন মানিয়াছেন, যথা—আমারে দয়া ছাড়িয় না ভবানি, উর দেবি সরস্বতি, কৌষিকি কালিকে—প্রভৃতি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দের সম্বোধনে মূল শব্দে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল কতকগুলি বিশেষ অব্যয়-পদ-[অগো, অরে, আল প্রভৃতি]-এর দ্বারা সম্বোধন পদকে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হয়। ভারাতচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন, যথা—আমারে শঙ্কর দয়া কর গো [অ°], ওরে বাছা ব্যাসদেব কি কর বসিয়া [অ°], ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও [বি°], মর লো নির্লজ্জ আই! তুই তো মাসাশ [বি°], হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া [অ°]—প্রভৃতি।

অনেকস্থলে সম্বোধনাত্মক অব্যয়পদ প্রযুক্ত হয় নাই, যথা—শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে [বি°], সুন্দর বলেন মাসি ভাব কেন তবে [বি°]—ইত্যাদি।

বিশেষণঃ—ভারতচন্দ্রের ভাষা যেস্থলে সংস্কৃতানুগ হইয়াছে, সেইস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গ সমান হইয়াছে, যথা—কমলা কমলালয়া, বাগীশ্বরি বাক্যবিনোদিনি, সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা [অ°]—ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বিশেষণ পদ প্রয়োগও দুর্লভ নহে, যেমন—অতিবড় উগ্র, গব্বিত প্রখরা, দসবেরে কাপড়, পড়াশুক, বাহাত্তুরে কায়স্থ, বৈকালী ফুল, মধুর হাসি, মিছা কথা, যাতায়াতে দূত, সিঁচা জল, সুগন্ধ মালা, সুগন্ধি মালা—প্রভৃতি।

ক্রিয়াবিশেষণ ঃ—বাঙ্গালা ভাষাতে সাধারণতঃ ক্রিয়াবিশেষণে তৃতীয়া-সপ্তমীর এ-[<এং]-বিভক্তি হয়। **ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে, ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, ধীরে ধীরে** কহে ধীর [বিং] প্রভৃতি প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অকস্মাৎ, পুরঃসর, সহসা, হঠাৎ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ক্রিয়াবিশেষণ পদ ভারতচন্দ্রে ক্বচিৎ দেখা যায়। ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, [তাথিয়া থিয়া, নাচিয়া নাচিয়া], স্থানবাচক, কালবাচক, প্রকারবাচক, পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দপ্রয়োগে গঠিত সর্ব্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণের [যত-তত, যেখানে-সেখানে, যেথা-সেথা] প্রয়োগ ভারতচন্দ্রে বিরল নহে।

সংখ্যা শব্দ ঃ—ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই সংখ্যাশব্দগুলি পাওয়া যায়—

সাধারণ সংখ্যা শব্দ ঃ এক, দুই, চার [চারি], পাঁচ, ছয়, সাত, আট, ন বা নয়, দশ, একাদশ, বার [< দ্বাদশ], চতুর্দ্দশ [> চৌদ্দ], ষোড়শ [> ষোল], কুড়ি [দেশী শব্দ], বাইশ, তেইশ, চতুর্বিংশতি, আটাইশ, তেত্রিশ, চৌতিশ ['চৌতিশা'-র 'তিশ' শব্দটি লক্ষণীয় ; ইহা 'ত্রিশ' নহে], ছত্রিশ, ঊনপঞ্চাশৎ [> ঊনপঞ্চাশ], একান্ন, বাহান্ন, বাহাত্তর, সাতাশী, শত, সহস্র, হাজার [আগন্তুক ফারসী শব্দ] এবং অযুত।

ভগ্নাংশিক ঃ অৰ্দ্ধ, অৰ্দ্ধেক [অৰ্দ্ধ+এক], আধ, আধই [ব্রজবুলি]।

গুণিতক ঃ দ্বি, দু [দুনা], দো [দোকার], দোঁহ।

সমাসে সংখ্যা শব্দ ঃ ত্রি [ত্রিবলী, ত্রিনয়ন], চতুঃ [চতুর্ম্মুখ], চৌ- [চৌদিকে], পঞ্চম [পঞ্চমস্বর]।

অনির্দ্দেশক ঃ 'গুটি' শব্দ প্রয়োগে, যথা—ভারত কহিছে তার **গুটি** কত শ্লোক।

সর্ব্বনাম ঃ—ভারতচন্দ্রের রচনায় ব্যবহৃত সর্ব্বনামের দৃষ্টান্ত—

ব্যক্তিবাচক ঃ আমা, আমি, মুহি [মুঞি, মুই], মো, মোর, আপনি [গৌরবে], তোমা, তুমি, তুহি [> তুই], তোর ; তারে, তাহাতে, তাহারে, তাহে, সে, সেই, সেহ, তেঁই, তেঞি [< সং তেন হি]।

নির্ণয়সূচক ঃ ইনি, ইহা, এই, এটা [অন্তিকার্থ নির্ণয়] ; উনি, উহা, ওই [পরোক্ষার্থ নির্ণয়]।

সাকল্যবাচক ঃ উভয়, সকল, সব, সভে।

সম্বন্ধবাচক: যারা, যারে, যাহা, যাহারে, যাহাতে, যাহে, যে, যেমন-তেমন [পারস্পরিক সঙ্গতিমূলক]।

প্রশ্নসূচক: কারে, কাহারে, কে, কেটা, কোন।

অনিশ্চয়সূচক: অল্প, কিছু, কেউ, কেহ।

আত্মবাচক: আপনি ['কে বট আপনি'], নিজ।

ধাতুরূপ:—ভারতচন্দ্রের রচনাবলী হইতে নিম্নে কিছু ধাতুরূপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল—

নিত্যবর্ত্তমান: আইনু, কহিনু, নিবেদিনু [উত্তম পুরুষ] ; করে, দেয় (দেই), বঞ্চে [প্রথম পুরুষ] ; কহেন, বঞ্চেন, যাচেন [সম্ভ্রমার্থে]।

ঘটমান বর্ত্তমান: ছাড়িছে, পাড়িছে [প্রথম পুরুষ]। এই '+ছে' বিভক্তি '+ইতেছে' বিভক্তির সংক্ষিপ্ত রূপ নহে। পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় সম্পূর্ণ পৃথক এই '+ছে' বিভক্তিটি রহিয়াছে।

পুরাঘটিত বর্ত্তমান: করিয়াছ, লইয়াছ, হরিয়াছ [বা হরিআছ] প্রভৃতি [মধ্যম পুরুষ]।

অতীত [+ইল]: ছিণ্ডিল, পাশরিল। কাব্যের ভাষায় া-কার [আসিলা, বসিলা] ও তুচ্ছার্থে ি-কার [করিলি, হরিলি] যোগ করিয়া অতীত-কালের রূপদান করা হয়।

ভবিষ্যৎ [+ইব]: হইবে [> হবে], ছাড়িবে, নারিবে।

অনুজ্ঞা: জানহ, যাহ, ঝরুক, হউক [= হোক]।

বিধিলিঙ্ [+ক]: বধিলেক, রাখিলেক, হরিলেক।

অসমাপিকা [+ইয়া, +ইলে, +ইতে]: আরম্ভিয়া, বাঁধিয়া (> বাঁধ্যা), বলিলে, মরিলে, দেখিতে, বলিতে।

ণিজন্ত প্রয়োগ: খায়াই [= খাওয়াই], গাওয়ায়, ভুলাইয়া, ভুঞ্জাইয়া।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে √ভূ ধাতুর সমার্থক রূপে √থাক্ ধাতুর এবং √বট্ ও √রহ্ ধাতুর প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন—আমার সন্তান যেন **থাকে** দুধে ভাতে, একা দেখি কুলবধূ কে **বট** আপনি [অ°], এই দেশে প্রভু আর দিন কত **রহ** [বি°]—প্রভৃতি।

নামধাতুঃ ভারতচন্দ্রের রচনায় নামধাতুর ব্যবহার কিছু আকস্মিক নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বুলিতে—উঁচাইয়া, গুছাইয়া, পিছাইয়া, ভুলিয়া প্রভৃতি—নামধাতুর ব্যবহার সুপ্রচুর এবং সুবিদিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে আরম্ভিল, তেয়াগিয়া, বাঞ্ছে ইত্যাদি পদ-প্রয়োগ দুর্লভ নহে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নামধাতুর প্রয়োগ অত্যন্ত সতর্ক এবং সংযত ['It is not so much a triumph *of* language as a triumph *over* language'] । কবির অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি কাব্যে ব্যবহৃত নামধাতুর নমুনা—উত্তরিলা, খেয়াইলু [খাইয়া ফেলিল অর্থে], খেয়াব, তপাসিতে, দীপয়ে, প্রকাশে, ফুকারে, বিনাইয়া, বিবরিয়া, বিশেষিয়া, বুড়াইলে, মঞ্জরিবে, সামালিব, হিংসয়ে, হুঙ্কারে প্রভৃতি। বিদেশী শব্দাবলী হইতে গৃহীত নামধাতু—কুলপিল, ফরমাহ ['ফরমান্ ফরমাহ তায়' (মাং)] ইত্যাদি।

অব্যয়ঃ—ভারতচন্দ্রে ব্যবহৃত অব্যয় শব্দের নমুনা—

সম্বন্ধে বা সংযোগবাচকঃ আর, ও, কিংবা, তথা [সংযোজক] ; কিন্তু, বরং [প্রতিষেধক] ; নাকি, যদি [অবস্থাত্মক] ; অনন্তর, তাই, তেঁই [ব্যবস্থাত্মক] ; যে কারণে, সেই হেতু [কারণাত্মক] ; বট, বটে, মেনে [বাক্যালঙ্কারাত্মক] ; ন্যায়, যথা, যেমন, তেমন [উপমাদ্যোতক]।

মনোভাববাচকঃ আহা, কিবা, মরি মরি [অনুমোদন জ্ঞাপক] ; আই আই, হরি হরি [বিস্ময়দ্যোতক] ; উহু উহু, মরি মরি, হায় হায় [করুণাদ্যোতক] ; ছি, ছি, ধিক [ঘৃণাব্যঞ্জক] ; অগো, অরে, আল, ওলো, ওহে, গো, রে, হে, হ্যাদে [সম্বোধন জ্ঞাপক] ; ফণাফণ্, মুচকি মুচকি, হিহি হিহি [অনুকারসূচক]।

॥ বাক্যরীতি ॥

ভারতচন্দ্রের বাক্যরীতি সাধারণ নব্যভারতীয় আর্য্যভাষার মতন। কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল—বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। শাব্দিক কবি ভারতচন্দ্রের বিভিন্ন ভাষার শব্দের সার্থক ও রসময় প্রয়োগ কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত এবং সর্ব্বজনস্বীকৃত। বিবিধ ছন্দ ও অলঙ্কার সমাবেশে কবি তাঁহার কাব্যের তরণীকে সুসজ্জিত করিয়া অলোক-তীর্থের পথে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

॥ শব্দভাণ্ডার ॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে তৎসম, তদ্ভব, দেশী শব্দ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে আরবী ফারসী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সহিত ঈরানের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল সিন্ধু-পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া। সংস্কৃত ভাষার সহিত মুসলমান কবিদিগের সহজ যোগাযোগ না থাকাতে তাঁহারা লৌকিক ভাষাতে সাহিত্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মুলতানবাসী 'অদ্দহমান্' [< অব্দর্ রহ্মান্] রচিত 'সংনেহয়রাসয়' [< সংস্নেহক-(সংদেশক)-রাসক] নামক অপভ্রংশে লিখিত কাব্য পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যকারগণ [চন্দ বরদাই, আমীর খুসরৌ প্রভৃতি] এবং সূফী সাধককবিগণও অপভ্রংশে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের সহজ সাধনার ধারার সহিত চতুর্দ্দশ-ষোড়শ শতকের মুসলমান সাহিত্যসাধকদিগের ধারা মিলিত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে-যে প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভূরসুটে একটি মুসলমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠিত হইয়াছিল যাহা উত্তরকালে ভারতচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

> "অপভ্রংশ-রচনার যুগে সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ মিশ্র কবিতার ও ছড়ার প্রচলন ছিল। মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরণের ভাষা-মিশ্র কবিতা নূতন জীবন পেলে ফারসী, তুর্কী ও দেশী লৌকিক ভাষার সংযোগে। বাংলায়ও এই রীতির নূতন করে চল হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের মুসলমান কবিদের রচনায় এবং তদনুসারে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখায় [৭]।"

এতদ্ব্যতীত ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দারাশিকোর প্রিয় কবি চন্দর্ ভান্ [< চন্দ্রভানু ; তখল্লুস্ 'বরহমন'] ফারসীতে উপাদেয় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির এই মিলন বহুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

---

১ অনেকে মনে করেন যে, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রমাণ চীন-পরিব্রাজক ঈ-ৎ সিঙ্ (I-Tsing) প্রণীত সংস্কৃত-চীনাভাষা অভিধানে বাঙ্গালা ভাষা দেখিতে পাওয়া যায় [—জামসেদপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের নবম বার্ষিক

অধিবেশনের মূল সভাপতি ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর অভিভাষণ। (যুগান্তর। ১৭-৩-১৯৫২)]। কিন্তু ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যে, উক্ত অভিধানে প্রাকৃত ও প্রাকৃতজ কতকগুলি শব্দ আছে। এইগুলির মধ্যে কতিপয় শব্দকে অনেকে বাঙ্গালা শব্দ বলেন। সাধারণভাবে ব্যাকরণসম্মত বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব খৃষ্টীয় ৮ম শতকেও হইয়াছিল কিনা জানা যায় না কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা গঠনের দিকে মাগধী অপভ্রংশ যে-অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

[দ্রষ্টব্য: S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language ('Oldest Remains of Bengali.' [C. U. 1926. Vol. I. P. 108-35)].

২-৬ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language [C. U. 1926. Vol. I. P. 220, 375, 387 and 390]. 'In Bharatachandra, we have *Apinihiti* just passing on into *Abhishruti*.'

৭ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমাণ্টিক কাব্যের সূত্রপাত [বিশ্বভারতী পত্রিকা। ৭ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৃঃ ১২৯]।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য ['ভুরশুট মান্দারণের লেখক'। বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত। ১৩৫৮ সাল। পৃঃ ১০৬]।

প্রমথ চৌধুরী—আমাদের ভাষাসংকট [প্রবন্ধসংগ্রহ। ১ম ভাগ। ১৯৫২ খৃঃ। পৃঃ ৩২৮-২৯]।

॥ ২১ ॥ ছন্দ ও অলঙ্কার

॥ ছন্দ ॥

"বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোত্তর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। সে আর্টের ক্ষেত্রেও কোন শাস্ত্রশাসন মানিবে না; প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে মাঠে-বাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে; বীণা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীকে আশ্রয় করিবে [১]।"

আদি ভারতীয় আর্য্যভাষাতে ছন্দ ছিল অক্ষরমাত্রিক। সংস্কৃতে অক্ষরের গুরুলঘুক্রম নির্দ্দিষ্ট। বৈদিক ও সংস্কৃতে অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না, ক্বচিৎ প্রাকৃত অপভ্রংশ ছন্দের প্রভাবে অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে ইহা দেখা যায়। প্রাকৃতে আর্য্যা ছন্দ গাথা [=গাহা] নামে পরিচিত। অপভ্রংশে ছন্দের দৈন্য নাই। গাথা ও দোহা ব্যতীত সমস্ত অপভ্রংশ ছন্দই চতুষ্পদা। জয়দেবের ছন্দও অপভ্রংশের ছন্দ। লৌকিকের বিশিষ্ট ছন্দ চতুষ্পদীর সহিত পাদাকুলক ইত্যাদি ছন্দ সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা পয়ার আসিয়াছে চতুষ্পদী হইতে। চতুষ্পদীর ১৫ মাত্রা যতিতে এক মাত্রা হ্রাস হইয়া বাঙ্গালা পয়ারের ১৪ মাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালায় শক্করী জাতীয় আর একটি ১৪ মাত্রিক [=৮+৬ (প্রথম মাত্রাটি সাধারণতঃ গুরু)] ছন্দ আছে, তাহাই পয়ারের অব্যবহিত পূর্ব্ব রূপ [২]। চর্য্যাপদগুলির ছন্দ অক্ষরমাত্রিক এবং সংস্কৃতের মত হ্রস্ব-দীর্ঘ ক্রমসংযুক্ত। প্রতি ছত্রের মাত্রাসংখ্যা ১৬ [=৮+৮]। ক্রমশঃ প্রতি ছত্রের পর্ব্বগুলি প্রায় সমমাত্রিক চার অক্ষরে পরিণত হওয়াতে স্পন্দচ্ছন্দ একটি গীতিসুরের সৃষ্টি করিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারে ভাষা এবং ছন্দে অনেকটা সামঞ্জস্য ও যতিপাত সুস্পষ্ট হইয়াছে, অক্ষরের হ্রস্বাধিক্য দেখা গেলেও বাঙ্গালা ছন্দ সুরপ্রধান বলিয়া এই হ্রাসবৃদ্ধি শ্রুতিকটু হইয়া উঠে নাই। আদি-মধ্য যুগের বাঙ্গালার কবিগণ ছন্দের জন্য শ্রুতির উপর নির্ভর করিতেন [৩]। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ারের অপর লক্ষণীয় বিষয় হইল, ছন্দের উপর ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে, পদবিভাগের মধ্যে বিভিন্ন আকারের

শব্দ আসিয়াছে এবং কষ্টকর হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের দায় ঘুচিয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, বিবিধ স্তরের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে, স্বরান্তধ্বনিগুলি স্বাভাবিক হইয়া ছন্দের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তৎসহ যুক্তবর্ণের ব্যবহার এবং অনুপ্রাসের ঝঙ্কারও আসিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ারে সাহিত্যের ভাষা মার্জ্জিত ও ছন্দের ঝঙ্কারে প্রাণবন্ত হইয়াছে। শব্দ চয়ন ও বয়ন, বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগ ইত্যাদিতে ভাষা এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাব্যরচনায় পয়ার ছন্দের একই ধারা চলিয়া আসিয়াছে [৪]। ভারতচন্দ্রের পয়ারে ভাষা ও ছন্দের যুগল-মিলন ঘটিয়াছে। ভাব, ভাষা, অর্থ ও ছন্দের এইরূপ সামঞ্জস্য ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। যতিপাত বাক্যের ও ভাবের স্বাভাবিক গতিকে কুত্রাপি ব্যাহত করে নাই। ভারতচন্দ্রের পয়ার কাব্যের কৃত্রিম কাঠাম মাত্র নহে, কিয়দংশে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকবির অমিত্রচ্ছন্দের অগ্রদূত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ছন্দের দৌরাত্ম্যে ভাষার মাধুর্য্য বহুলাংশে মেঘযুক্ত হইয়াছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাষা ও ছন্দের মণি-কাঞ্চনযোগ ঘটিয়াছে। কারণ, ভাষা ও ছন্দের মধ্যে 'ভাশুরক-ভদ্রবধূ' সম্বন্ধ হইলে কাব্য সহজেই দেশান্তরী হয়। ছন্দের প্রয়োজন-যে ভাষারই শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে, ইহা ভারতচন্দ্রের ছন্দে বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে। পয়ার ছন্দের বাঁধি-গতের উপর নির্ভর না করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার ভাষার ধ্বনিধর্ম্মকে ছন্দের তরণীতে চাপাইয়া আনন্দলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যকার প্রথম শিল্পী-কবি হইলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁহার কাব্যের মধ্যে শিল্পীজনোচিত রুচির পরিচয় মিলে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল অন্ত্যাক্ষরের ধ্বনিসাম্য। এই ধ্বনিসাম্যের সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে এবং পরিণতি লাভ করে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতোত্তর যুগে এই ধ্বনি-সমতার উপর কেন্দ্র করিয়া কবি-ওয়ালারা কাব্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উত্তরকালের বিহারীলাল, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথও এই ধ্বনি-সাম্যের প্রতি যথোচিত সজাগ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বাঙ্গালা ছন্দের তুলনায় হিন্দী ছন্দ এখনও ব্রীড়াবনতমুখী। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় বাঙ্গালা ছন্দ নব নব রূপ পরি-

গ্রহ করিতেছে কিন্তু প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অদ্যাপি নব্য হিন্দী কাব্যে সমভাবেই রাজত্ব করিতেছে।

"সংস্কৃত হইতেই যে ছন্দপ্রকৃতি আদি অপরিণত বাংলা ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহার কৌলীন্যও যেমন, তেমনি তাহার কলা-কৌশলও অসামান্য। এই ছন্দই প্রাচীন কাব্যরীতিসম্মত; অর্থাৎ ছন্দ কবিতার একটা বহির্গত অলংকার বা প্রসাধন—বাক্যকে রসাত্মক করিবার একটা অতিরিক্ত উপায় মাত্র। এজন্য, বাক্যকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে, ছন্দের পৃথক মূল্যের দিকেই দৃষ্টি থাকিত, বাক্‌প্রকৃতির দিকে নয়। এই কৃত্রিমতার বিলাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের ছন্দপদ্ধতিতে—তাহার সেই নানা ভঙ্গিমার গণবৃত্ত ছন্দে। বাংলা ভাষা প্রথম হইতেই এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। সে যে তাহার পদ্যের পাদচারণায় ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহা করিতে গিয়া একুল ওকুল—কোন কুল রক্ষা করিতে পারে নাই, বাংলা পয়ার ছন্দের উদ্বর্ত্তনের ইতিহাসে সেই তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে [৫]।"

"ষোল মাত্রা যখন চৌদ্দটি সমান মাত্রার অক্ষরে দাঁড়াইল, তখনই বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে। পয়ারের চরণ-শেষে সুরের টান থাকিলেও তাহা মাত্রালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল এবং চরণের মাত্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তাহা পূরণ করা হইত; তাহাতে সুরের টানের সঙ্গে মাত্রার টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মাত্রাবৃত্তের পরিবর্ত্তে একরূপ বর্ণবৃত্তে পরিণত হইল তখনও সুর অবশ্য রহিয়া গেল কিন্তু তখনকার শেষের পদটি সমান মাত্রার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়; পয়ারের চরণে ঐ চতুর্দ্দশ বর্ণের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। যতদিন তাহাকে ১৬ মাত্রা পূরণ করিতে হইয়াছে, ততদিন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন; ততদিন সে খাঁটি বাংলা পয়ার রূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ৮+৮ শেষে ৮+৬ হইয়াছে—পয়ারের জন্মের ইতিহাস তাহাই বটে [৬]।"

"ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলা বুলির প্রাধান্য নয়, কথ্য-ভাষার বাচনভঙ্গীও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের

অন্বয়রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গীও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্ব্বাবস্থা [৭]।"

শ্রীমধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের প্রাণ হইল অসম-যতি। এই যতিপতনের বন্ধনহীনতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে সূচিত হইয়াছে। অত্রোদ্ধৃত ছত্রদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে যতিপাতটি লক্ষণীয়—

নীল পদ্ম খড়্গ কাতি ¦ সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে, আরো-|-হণ শিবোপর॥

এবং

নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর চারি হাতে শোভে। | আরোহণ শিবোপর॥ —সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

এইভাবে সাজাইলে, ভারতচন্দ্রের পয়ার ছন্দকে অমিত্রছন্দের পূর্ব্বদূত বলিলে সম্ভবতঃ অযুক্তিযুক্ত হইবে না [৮]।

বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে পয়ার ছন্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর এবং মূল্যও যথেষ্ট। একদা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক জে. ডি. এ্যান্ডারসন্ রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে পয়ার ছন্দে ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন [সাধারণ বক্র অক্ষরগুলি এক মাত্রা, স্থূল অক্ষরগুলি দুই মাত্রা]—

This is the mel*o*dious the d*e*licately ch*i*ming
M*e*tre of Beng*a*li, in its pauses and its rh*y*ming.
Tripping to the me*a*sure of the d*a*nce of little f*ee*t;
Perilously s*i*mple, like the jingle of the sw*ee*t
Bells upon the *a*nkles of the dancers as they p*o*se;
Bells upon their *a*nkles, yes, and rings upon their t*oe*s.

বঙ্গেতর ভাষায় পয়ার ছন্দ ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন—

"The Bengali *Payar* is like the French heroic metre, the Alexandrine. It would be very difficult to write such verses in English, Hindi, or in any other language in which frequent word-stresses are the characteristic audible feature of the lan-

guage. Observe that the stresses here are much further apart than they would be in normal English verse or prose, and that I have had to choose many small atonic words to separate them. In French and in Bengali, the poet has no such difficulty, since in prose the accents are further apart than in English or Hindi, being phrase-accents, not word-stresses [৯]."

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বেই শ্বাসাঘাতপ্রধান পয়ার রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই জাতীয় ছন্দকে 'ঢামালী' ছন্দ বলা হয়। পয়ারের ভিত্তির উপরই ত্রিপদী ছন্দের উদ্ভব। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছিলেন ছন্দ-যাদুকর। বিভিন্ন সংস্কৃত [তোটক, তূণক, শিখরিণী, প্রভৃতি] ছন্দ, বিবিধ পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী [> চৌপদী], একাবলী প্রভৃতি ছন্দে শুদ্ধ সংস্কৃতে, বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির বিভিন্ন আকৃতির স্তবক রচনাটিও লক্ষণীয়। কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে তিনি কাব্যরচনা করিয়া স্বস্তি পান নাই—ছন্দকে স্বাধীন গতি দিয়াছিলেন।

সাধারণ কবিতার ছন্দ এবং সঙ্গীতের ছন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। কবিতার ছন্দ সাধারণতঃ একই প্রকারের হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে বৈচিত্র্যের জন্য ছন্দের তারতম্য লক্ষিত হয়। কিন্তু একটি সঙ্গীত সম্পূর্ণ একটি ছন্দে বিরচিত হওয়া দুর্লভ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহা শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলীতে সাধারণতঃ একরূপ ছন্দের প্রয়োগ বর্ত্তমান। ভারতচন্দ্রের সঙ্গীতগুলি প্রায়শঃ বিভিন্ন ছন্দে রচিত। 'অন্তরা', 'সঞ্চারী', 'আভোগ' অংশগুলি ত্রিপদী, চৌপদী কিংবা অন্য ছন্দে এবং 'আস্থায়ী' অংশটি সানুপ্রাস দুই তিন ছত্রে বিরচিত হইয়াছে। কখনও বা একাধিক ছন্দের সমবায়ে 'আস্থায়ী' রচিত হইয়াছে দেখা যায়। অক্ষরের ন্যূনতা কিংবা আধিক্য সঙ্গীতাংশে লক্ষণীয় নহে। ইহাও ভারতচন্দ্রের ঔৎকর্ষ্যের অন্যতম প্রমাণ।

রায়গুণাকরের কাব্যে ছন্দের উপর কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্রোত্তর যুগে সাহিত্যে কথ্যভাষার প্রয়োগের ইহাই সূচনা। শব্দঝঙ্কার এবং বিভিন্ন প্রকারের মিলও ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে সহায়তা করিয়াছে। অন্ত্যানুপ্রাস ['একচক্র রথে আকাশের পথে উদয়গিরি

হইতে। যাহ অন্তাগারি একদিনে ফিরি কে পারে শক্তি কহিতে॥'], মধ্যমিল ['মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে'], সানুনাসিক মিল ['নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি। নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাঁতি॥'], দুই শব্দের মিল যুক্ত অন্ত্যানুপ্রাস ['কি কর নর হরি ভজ রে। ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥'], যমক মিল ['আধপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥'] প্রভৃতি কলাকৌশল ভারতচন্দ্রের কাব্যে সুপ্রচুর। ত্রিপদীতে কখনও কখনও মিল-হীন প্রথম পদদ্বয়ও পাওয়া যায় ['শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ, চতুর সভাসদ সারি।']। নানারূপ পর্ব্ব-সৃষ্টিও কবি গুণাকর করিয়াছিলেন ['কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল', 'নিশান ফর ফর, নিনাদ ধর ধর, কামান গর গর গর্জ্জে' প্রভৃতি]। বিবিধ ছন্দের সংমিশ্রণও ছন্দোরাজ ভারতচন্দ্রের কাব্যে সুপ্রচুর। সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশে বিবিধ ছন্দঃ-প্রয়োগ অতি সাধারণ ব্যাপার। 'পত্রম্' কাব্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ ব্যতীত গীতগোবিন্দের ন্যায় অপভ্রংশ-ছন্দ-['যদবধি তব মুখচন্দ্রবিলোকন—']-ও ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন' অংশে 'হর হর শংকর সংহর পাপম্' গানটির আস্থায়ী এবং অন্তরা পদের ছন্দ দুইটিও এই পর্য্যায়ে লক্ষণীয়। বাঙ্গালা ছন্দের বেলাতেও একই কথা। 'বিদ্যার বিলাপ'-এ ত্রিপদী ও দিগক্ষরা বৃত্তি যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসংস্থাপনই হইল বাঙ্গালা ছন্দের মূল সূত্র। ভারতচন্দ্রের ছন্দ সেই প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ। কবির রচনাবলীতে ব্যবহৃত ছন্দ-স্তবকাদির একটি প্রদর্শনী এইস্থলে উদ্ধৃত হইল [অ° = অন্নদামঙ্গল, বি° = বিদ্যাসুন্দর, মা° = মানসিংহ, র° = রসমঞ্জরী, চ° = চণ্ডীনাটক, ক° = কবিতাবলী, প° = পত্রম্, না° = নাগাষ্টকম্, গ° = গঙ্গাষ্টকম্]—

সংস্কৃত ছন্দ [১৩]—

ভুজঙ্গপ্রয়াতঃ

মহারাজ রাজাধিরাজপ্রতাপ স্ফুরদ্বীর্য্যসূর্য্যোল্লসৎকীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরস্থা, যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥ [প°]

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥ [অ°]

তোটক :

রতিরঙ্গ রণে মজিলা দনুজনে। দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে॥ [বিং]

তামরস :

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥ [অং]

বসন্ততিলক :

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্রশর্ম্মা।

এভির্জ্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা॥

[নাং]

মালিনী :

বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা, প্রবলজলবিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা।

মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসংজ্ঞা, কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা॥ [গং]

তূণক :

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে। যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥

[অং]

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে। চণ্ডমুণ্ড মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে॥ [বিং]

ভূপ! মৈঁ তিঁহারো ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে। ভূপকো সমাঝ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥

হাত জোরি পত্র দীহ্ন ভূমি শীষ লায়কে। রাজপুত্রীকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥ [বিং]

শিখরিণী:

অরে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি ন হি কিং কালিয়হ্রদং

পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।

যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং

সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥ [নাং]

শার্দূলবিক্রীড়িত :

সঙ্গায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি-

র্বক্তৈর্বাদ্যবিশালকৈর্ডমরুকোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি।

যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তাসং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥ [চ০]

স্রগ্ধরা ঃ

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপুরাবরোধঃ,
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাসানিলচলদচলাত্যন্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো,
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥ [চ০]

অনুষ্টুপ ঃ

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে, পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্পদে।
করস্থরত্নদর্ব্বিকাসুপানপাত্রশর্ম্মদে, পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে॥
[মা০]

যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলং সুশীতলং, প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্য-মুচ্চতাম্।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বস্যৈবদায়িনীং, নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্ত-কল্পকারিণীম্॥ [গ০]

বাঙ্গালা ছন্দ—

পয়ার ঃ

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা। অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত-অনুজা॥
[অ০]

কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল। রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥ [বি০]
সুন্দরী ভৈরবী তারা জগতের সারা। উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা,
(গো)॥ [অ০]

মালঝাঁপ পয়ার ঃ

কোতায়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে। ধরি বাণ, খর শাণ, হান হান হাঁকে॥
ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে। কম্পমান, বর্দ্ধমান, বলবান ভারে॥
[বি০]

চামেলী :

আই আই, ওই বুড়া কি, এই গৌরীর বর লো। বিয়ার বেলা, এয়োর মাঝে,
হৈল দিগম্বর লো॥

উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা। তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী,
দেখে আসে জ্বর লো॥ [অ°]

ত্রিপদী : [পদত্রয়ের হ্রস্বাধিক্য লক্ষণীয়]

রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি, কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব, সে নীল রাজীব, রাজী রাজে রে॥ [মা°]
ভাস্করায় নমঃ, হর মোর তমঃ, দয়া কর দিবাকর।
চারিবেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়, তুমি দেব পরাৎপর॥ [অ°]
আনন্দে ত্রিনয়ন, সহিত দেবগণ, পুজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্রমাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ, বিশদ পক্ষ শুভক্ষণে॥ [অ°]
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি।
[বি°]

ভাগেগা দেবদেবী, পাখড় পাখড়, ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋত কো রীত দেনা, যমঘর যমকো, আগকো অগ লাগে॥ [চ°]
গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু, মহীপতিনন্দন সুন্দর, কেঁ্যা নহী আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায়, কহা কিধোঁ নহীঁ তুহ, সমুঝায় শুনায়া॥ [বি°]

চতুষ্পদী :

তরঙ্গভঙ্গিত, ভুজঙ্গরঙ্গিত, কপর্দ্দমর্দ্দিত, জটাধর।
গণেশ-শৈশব, বিভূতি-বৈভব, ভবেশ ভৈরব, দিগম্বর॥ [অ°]
দেখিবারে মিত্র, করিলাম চিত্র, এ বড় বিচিত্র, হইল তায়।
দেখিতে বদন, মাতিল মদন, ছাড়িয়া সদন, চেতন যায়॥ [র°]
মোহন মালার ছাঁদে, রতি কাম পড়ি কাঁদে, বিরহ অনল দেই, জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়, মোহ করে প্রেমমধু, ঢালিয়া রে॥
[বি°]

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠমাস, নিদাঘের পরকাশ, কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।
শরতে অম্বিকাপূজা, রাজঘরে দশভুজা, দেখিনু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা॥ [কং]

তুমি দীন দয়াময়, আমি দীন অতিশয়, তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ, জানি কর কেন রোষ, পামর উপর হে॥ [অং]

কাম লিয়ে, তুঝে ভেজ দিয়া, সুধী ভুল গয়ী, অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো, অব ভণ্ড ভয়া, কবিতাঈ ভটাঈ মে॑, দাগ চঢ়ায়া॥ [বিং]

শ্যাম হি তু প্রাণেশ্বর, বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ রুবর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মরো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চু॑লালা চেহ্‌রেমা, ক্রোধিতপর দেও ক্ষেমা, মিট্টিমে॑ কাহে শোয়কে॥ [কং]

শোন রে গোঁয়ার লোগ, ছোড় দে উপাস রোগ, মানহু॑ আনন্দভোগ, ভৈঁষরাজ যোগমে॑।
আগমে॑ লগাও ঘীউ, কাহে কোঁ জলাও জীউ, য়ক রোজ প্যার পীউ, ভোগ এহী॑ লোগমে॑॥ [চং]

বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট, অট অট অট অট, আ ক্যা হৈ রে॥ [চং]

পঞ্চপদী:

মালিনী কীল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া,
আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিয়া। [বিং]

কামিনী যামিনীমুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে, ধীরে ধীরে কর্দ্দ-ও-রফ্‌ত্‌। [কং]

দিগক্ষরা বৃত্তি: [১১]

কান্দে নলকূবর দুঃখিত। চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ। দয়াময়ি দূর কর রোষ॥ [অং]
প্রভাত হইল বিভাবরী। বিদ্যারে কহিল সহচরী॥ [বিং]

একাবলী :

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন। অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥ [অ°]
শিব নাম বল রে জীব বদনে। যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥ [অ°]
এক সমৈ বৃকভানুকুমারী। মাত পিত সঙ্গ বৈঠ নিহারী॥
হয়ে লগ ঔসর দূতী জো আয়ী। ভেট চল নন্দলাল বোলায়ী॥ [ক°]

সঙ্গীতের ছন্দ—[আস্থায়ী এবং অন্তরার ছন্দ ও হ্রস্বাধিক্য লক্ষণীয়]

আস্থায়ী :

ভবানী বাণী বল একবার। ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবানী ভবের সার [অ°]
ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে। অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥ [বি°]
নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে। তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥ [বি°]
আ লো আমার প্রাণ কেমন লো করে। কি হৈল আমারে॥
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥ [বি°]

আস্থায়ী ও অন্তরা :

শিব নাম বল রে জীব বদনে। যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে॥
শিব নাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুখে, দমন করিব সুখে শমনে॥ [অ°]
জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত, নিশিত পরশু, অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক লক ফণী জটবিরাজ, তক তক তক রজনিরাজ,
ধক ধক ধক দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া॥ [ত°]

স্তবক—

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে। বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমল-পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে॥
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী, অশোকমূলে॥ [অ°]

জয় কৃষ্ণ কেশব রাম রাঘব কংসদানব-ঘাতন। জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জ-
কানন-রঞ্জন ॥

জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাগণ-মোহন। জয় গোপবালক বৎস-
পালক পূতনাবক-নাশন ॥ [অ°]

নগনন্দিনি সুরবন্দিনি, রিপুনিন্দিনি গো। জয়কারিণি ভয়হারিণি
ভবতারিণি গো ॥ [অ°]

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে। করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে ॥
লক লক রসনে, কড়মড় দশনে, রণভুবিখণ্ডিত-সুররিপুমুণ্ডে ॥
অট অট হাসে, কট মট ভাষে, নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে ॥ [বি°]

বড় রসিয়া নাগর হে। গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী, কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী, অবধূত জটাধর হে ॥ [বি°]

প্রভাত হইল বিভাবরী। বিদ্যারে কহিল সহচরী ॥
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
[বি°]

জয়তি জননী অন্নদা। গিরিশ-নয়ন-নর্ম্মদা ॥
অখিলভুবন-ভক্তভক্ত-ভক্তিমুক্তি-শর্ম্মদা।
করবিলসিত-রত্নদর্ব্বী-পানপাত্র সারদা ॥ [মা°]

আনন্দ বড় রে। সব ধামে সব গ্রামে সব যামে ॥
জয় শব্দ পড় রে। শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুলদামে ॥
সব লোক জড় রে। শুভকামে অভিরামে অবিরামে ॥
ভারত দড় রে। পরিণামে হরিনামে পরণামে ॥ [মা°]

বড় ঠাকুরাণি গো। ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো ॥
যুবা সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো। সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো ॥
[মা°]

রমণী রত্ন সহেনা আঁচ, টুটায় অগ্নি পরশে কাঁচ,
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।

কি করে ক্ষোভ সহে রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার,
জ্বলয়ে অগ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥ [র°]

॥ অলঙ্কার ॥

ভাষা সাধারণতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হইল 'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাপন করা; দ্বিতীয়টি হইল 'উদ্বোধন' অর্থাৎ যুক্তিতর্ক ও গৌণতঃ অলঙ্কার প্রয়োগে অপরপক্ষকে স্বমতে আনয়ন করা এবং তৃতীয়টি হইল 'ভাববিনয়' অর্থাৎ যুগপৎ যুক্তি এবং অলঙ্কার প্রয়োগে অপরের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করা। অলঙ্কারশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে ভাষাকে শক্তিশালী এবং মনোরম করা। শব্দার্থবিজ্ঞানের দিক হইতে বলা যায় যে, একই শব্দের মধ্যে একাধিক ভাব বিদ্যমান থাকে বলিয়া বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগে কবি তাঁহার কাব্যকে মনোহারী করিয়া তুলেন।

কাব্য কবিমনের খণ্ডপ্রকাশ—জীবনের প্রতিচ্ছবি। কবিগুরুর কথায় 'কল্পনার কেন্দ্রাপসারী শক্তি ও বাস্তবের কেন্দ্রাভিসারী শক্তি', উভয়ের সমবায়েই কাব্য-সৃষ্টি হয়। অপর দিকে বলা যায়, কাব্য কতকগুলি 'সার্থক' শব্দসমষ্টি মাত্র। কাব্যে 'ব্যর্থ' শব্দের স্থান নাই, বাক্য এবং অর্থ 'তুল্যগুণং বধূবরম্'-এর মত পরস্পর-সম্পৃক্ত। কবির মর্ম্মে যে-চিন্তাধারা উত্থিত হয়, তাহাই বাহিরে 'বাগর্থসম্পৃক্ত' কাব্যের আকারে প্রকাশিত হয়। ব্যাপক অর্থে তাই কাব্য কারুশিল্প, সে কথাতেই হউক কিংবা সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য অথবা চিত্রেই হউক। কাব্যের আত্মা অনুভবগম্য, শব্দ-রীতি-গুণ ইত্যাদির দ্বারা তাহার যাহা বহিঃপ্রকাশ তাহাই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিশ্লেষণযোগ্য এবং তাহার মধ্য দিয়াই কবিচিত্তের মূল উৎসটির দিকে যাওয়া যায়। কাব্যের মূল বীজ হইল রস—এই রসেই কাব্যের উদ্ভব, স্ফূরণ ও পর্য্যবসান। ভরতাচার্য্য তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্র'-[ষষ্ঠ অধ্যায়]-এ বলিয়াছেন—'যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা। তথা মূলং রসাঃ সর্ব্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥'। সাহিত্যের রস শব্দের 'অবিধা' শক্তির দ্বারা প্রকাশ্য নহে; আভাস, ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনাদির দ্বারা এই অন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য রস আস্বাদন করা যায়। স্থায়ীভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির

জন্য কাব্যে বিবিধ ভাব [বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব ইত্যাদি] সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত রসানুভূতি আনন্দস্বরূপ চৈতন্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

কাব্যশরীর বিশ্লেষণ করিলে শব্দ, অর্থ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায় কিন্তু এই বিশ্লেষণে কাব্যের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হয় না। অলঙ্কার বক্রোক্তিরই নামান্তর। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ এইজন্য কাব্যকে 'বক্রোক্তি-জীবিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কর্ত্তৃক ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠার পর হইতে কাব্যের মূলতত্ত্ব হইল রস এবং বিবিধ অলঙ্কারযোজনা সেই মূলতত্ত্ব-প্রকাশনার ঔচিত্যবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ধ্বনিবাদিগণের মতে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব, অলঙ্কারসংযোজন রস-তত্ত্বের ঔচিত্যের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। মূল রসতত্ত্ব অধিকতর লাবণ্যযুক্ত হইলে অলঙ্কার প্রয়োগ সঙ্গত, নতুবা বর্জ্জনীয়। কাব্যকার কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া এই অলঙ্কার প্রয়োগ করেন না। প্রকৃত কাব্যের অলঙ্কার 'অপৃথগ্‌যত্ননিবর্ত্ত্য', স্বয়ংস্ফূর্ত্ত, কাব্যের অন্তরঙ্গ আত্মীয় এবং ইহার বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য। একান্ত বহিরঙ্গ অলঙ্কার বা 'চেষ্টিত' অলঙ্কার কাব্যাংশে হেয়। ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র করিয়া অলঙ্কারকেই 'কাব্যস্য আত্মা' বলিয়াছেন কিন্তু অলঙ্কার যখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধিত হইয়া কাব্যের অনুরণনের দ্বারা চিত্তচমৎকৃত করে, তখনই তাহা কাব্যের আত্মা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রবীণ ও নবীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে প্রভেদ কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর। নবীন আলঙ্কারিকগণের মূল সূত্র প্রাচীনগণের 'বাচ্যার্থ'-র সহিত 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা'-র সংযোগ। প্রকৃত কাব্য হইতেছে 'রসাত্মক বাক্য'।

"রসবীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি, রসাস্বাদেই ইহার পরিসমাপ্তি। বৃহৎ শাখাপল্লববিশোভিত বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র অখণ্ড বীজেরই প্রাণ-শক্তির বিবর্ত্তন মাত্র, সেইরূপ শব্দ, অর্থ, অলঙ্কার—কাব্যের যত কিছু উপাদান সমস্তই কবিচিত্তের নির্ব্বিভাগ, অখণ্ড [illegible]ভূতির বিবর্ত্তন মাত্র, কবির আন্তর পরিস্পন্দেরই বাহ্য আকার মাত্র। কবির কাব্যসৃষ্টি[illegible]হাস শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্ত্তনের ইতিহাস [১২]।"

কাব্যের এই অলঙ্কার বাহুল্য, অর্থডম্বর, অনুপ্রাসপ্রিয়তা এবং রচনার

গাঢ়বন্ধতা ভারতচন্দ্রের কাব্যে আকস্মিক নহে। ভামহ ও দণ্ডীর [খ্রীঃ ৭।৮ শতক] সময় হইতেই এইরূপ 'গৌড়ী রীতি' বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতির পার্শ্বেই গৌড়ী রীতি আপনার আসন করিয়া লইয়াছিল। গৌড়-জনেরা সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত যে-একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহারই পরিণতি দেখি [১৩]।

"In Sanskrit scholarship, Bengal already made its mark, and before the beginning of the 8th century when Bhamaha and Dandin, the famous writers on Sanskrit poetics flourished, the *Gaudiya-riti* or Bengal style of composition obtained an honoured place in Sanskrit rhetoric. There grew up flourishing seats of Brahmanical learning, like Siddhala and Bhuri-srestha in West Bengal. Composition in the vernacular of the land as well as in the literary *Apabhransa* of the West started during *Pala* times, the teachers and preachers of the *Sahajiya* Buddhist cult and the newly-risen Sivaite sect of the *Yogis or Nathas,* and probably also the Vaishnavas, taking the lead in the matter [১৪]."

কবির কাব্যকৌশল ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হইতে পারে—শব্দে, চিত্রে ও ভাবে। শব্দকুশলী কবি 'ভাষার তাজমহল' সৃষ্টি করিয়া থাকেন, চিত্রকুশলী কবি শব্দের বর্ণকে একখানি সম্পূর্ণ চিত্র নয়ন-মনের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন এবং ভাবকুশলী কবি শব্দের দ্বারা ইঙ্গিতীকৃত ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, শব্দ, চিত্র ও ভাব পরস্পর বিযুক্ত নহে—একের প্রাধান্যে অপরগুলি স্তিমিত হয় মাত্র। ভারতচন্দ্র মুখ্যতঃ শব্দকুশলী কবি। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ব্রজবুলি, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন কবি গুণাকরের রচনাবলী শব্দমণির মোহনমালা [১৫]। কবি শব্দবীণার তারে তারে যে-মীড় ও ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দপ্রয়োগে তিনি তাঁহার কাব্যশ্রীকে মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। ধ্বনিবাদিগণ অবশ্য তৎপ্রযুক্ত বাচ্যার্থপ্রধান অলঙ্কারগুলি-[যম[illegible]প্রাস প্রভৃতি]-কে সুনজরে দেখিবেন না, তথাপি ইহা অনস্বীকার্য্য যে, কবি গুণাকর রসকেই কাব্যের মূলতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—'যে হৌক সে হৌক ভাষা, কাব্য রস লয়ে'। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁহার

রচনাশৈলী তথা কাব্যের অবয়বসংস্থান। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলঙ্কার সমাবেশে তিনি 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' যে-রসধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অনবদ্য। কাব্যের দুইটি প্রধান দোষ—অব্যুৎপত্তি ও রসসৃষ্টিশক্তির লাঘবতা—ভারতচন্দ্রের রচনায় বিরল। তাঁহার কাব্য তাই যথার্থ কাব্য—আনন্দবর্দ্ধনোক্ত 'চিত্রকাব্য' নহে।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করিয়া শব্দমন্ত্রের মোহে 'শব্দঃ শ্রুতোঽর্থো ন জ্ঞাতঃ'—এইরূপ বুদ্ধি আমাদিগের কদাচ হয় না। 'মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে' প্রভৃতি পাঠ করিয়া কেবল শব্দ-ঝঙ্কারেরই প্রশংসা করি না, শব্দঝঙ্কৃতির মাধ্যমে যে-রুদ্রমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে, সে-রসও আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হই। বাগর্থের রাখীবন্ধনেই ভারতচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়। কবি শব্দের বর্ণকে বিভিন্ন চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। 'তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া' প্রভৃতিতে শব্দের মধ্য দিয়া যেমন মৃদঙ্গের প্রতিটি ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনি 'ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে' সঙ্গীতটিতে বিনতিকারী কবির সম্মুখে গমনশীল বিনোদ রায়ের মোহন মূর্ত্তিটি মানসপটে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়। বিবিধ অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা কবি তাঁহার কাব্যসৌন্দর্যলক্ষ্মীকে মণ্ডিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কুত্রাপি তাহাকে অযথা ভারাক্রান্ত করেন নাই। বিভিন্ন বর্ণ, ইঙ্গিত, সুর, সঙ্গীতাদির দ্বারা কবি যে-একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহানুভূতিশীল হৃদয়ের চির-আদরের সামগ্রী, ভাবীকালের চিত্ত-চমৎকৃতির উপাদান এবং রসতত্ত্বের অনুপম প্রকাশ। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার প্রয়োগের কিছু নিদর্শন এইস্থলে প্রদত্ত হইল [অং = অন্নদামঙ্গল, বিং = বিদ্যা-সুন্দর, মাং = মানসিংহ, চং = চণ্ডীনাটক]—

অনুকার ঃ

লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥ [অং]

ধো ধো ধো ধো, নাগারা গড় গড় গড় গড়, চৌঘড়ী ঘোরঘর্ষৈঃ, ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ। [চং]

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে। শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় ঝড়, হড়মড় কড়মড় বাজে॥ [মাং]

অনুপ্রাস :

শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে। [অ০]
ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥ [অ০]
অখিলভুবনভক্তভক্তভক্তিমুক্তিশর্ম্মদা। [মা০]

শ্লেষ বা দ্ব্যর্থ :

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥ [অ০]
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি। [অ০]
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব। [বি০]

যমক :

আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি॥ [বি০]

উপমা :

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥ [বি০]
এ কী কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত, দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন॥ [বি০]
বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। [বি০]

প্রতীপ :

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোনার বরণ। অনলে পুড়িছে তায় করি দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥ [বি০]

রূপক :

উদর-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়। কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥ [বি০]
ধরিতে সুন্দর-চাঁদে বিদ্যারূপ ফাঁদ। [বি০]

উৎপ্রেক্ষাঃ

ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয়ে পাছ, ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে। [অ°]

এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়। আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায়॥

সন্ধ্যা কালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে। এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে॥

[মা°

ব্যতিরেকঃ

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

[বি°]

চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

[অ°

তুল্যযোগিতাঃ

যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥

[বি°]

অর্থান্তরন্যাসঃ

একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥

[বি°]

হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়। [অ°]

দৃষ্টান্তঃ

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার। হায় বিধি, চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥

[বি°]

অপ্রস্তুত প্রশংসাঃ

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥ [বি°]

সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। [মা°]

তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে। রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥ [মা°]

অপহ্নুতিঃ

বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে। [বি°]

ঘাম ছলে কুচগিরি কাঁদিবেক ধীরি ধীরি। [বি°]

বিশেষোক্তি :

গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গড়ের নাহি যম। [অং]

যদি করি বিষ পান, তথাপি না যাবে প্রাণ, অনলে সলিলে মৃত্যু নাই। [অং]

অতিশয়োক্তি :

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর। ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর।
[বিং]

তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে। তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
[বিং]

নিদর্শনা :

কত সরু ডমরু কেশরিমধ্যখান। হরগৌরী কর-পদে আছয়ে প্রমাণ॥ [বিং]

বিরোধ :

অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি। [অং]

পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়। [অং]

বিরোধাভাস :

কি এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর, গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা। গাঁথে বিনা গুণে,
শোভে নানা গুণে, কামমধুব্রতপালিকা॥ [বিং]

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
[অং]

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
[অং]

সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়। [অং]

অসঙ্গতি :

একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন। [অং]

পরিবৃত্তি :

মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া। ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
[বিং]

সমাসোক্তিঃ

কহে একজন, লয় মোর মন, এ নব রতন, ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া, হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে॥
আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপাফুলময়, খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি॥ [বি°]

অনুকূলালঙ্কারঃ

অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি চিরি, দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥ [বি°]

সুভাষিত পর্য্যায়োক্তঃ

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে। এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
[বি°]

পল্লবিত বা বাক্যবিস্তরঃ

চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ। নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
[বি°]

বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাধর জাতি, বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম। [বি°]

ভারতচন্দ্রের রচনাতে এইরূপ অলঙ্কার প্রয়োগের বহু নিদর্শন মিলিবে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানে ভারতচন্দ্র বহু স্থলে অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম তুলিকার স্পর্শে প্রচলিত উপমাগুলিও ['দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলি চাপে', 'নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে' ইত্যাদি] অপরূপ হইয়াছে। কৈলাস পর্ব্বতের বর্ণনায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার, বিদ্যার গর্ভাবস্থার বর্ণনায় নিশ্চয়ালঙ্কার ['জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার। অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥'] প্রয়োগ দক্ষ রূপকারের পরিচয় দেয়। কবি কখনও কখনও লুপ্তোপমার সহিত উৎপ্রেক্ষার ['বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল ঈষদ গোঁফের রেখা। বিকচ কমলে যেন কুতুহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা॥'], উৎপ্রেক্ষার সহিত রূপকালঙ্কারের ['অধর বিম্বুর খাইতে মধুর চঞ্চল খঞ্জন আঁখি। মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখী॥'] সংমিশ্রণে তাঁহার কাব্যকে অপূর্ব্ব-ভাবে রসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। ভাষার উপর অনন্যসাধারণ অধিকার থাকাতে

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার যথাযথভাবে পুষ্পিত ও ফলিত হইতে পারিয়াছে [১৬]। (সত্যই 'সিদ্ধ-শিল্পী' ভারতচন্দ্র 'প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকশিত করতঃ কাব্য 'রাজলক্ষ্মীকে অচলা করিয়া' বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।)

---

১ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৮৪]। কবি শ্রীমধুসূদন [পৃঃ ১৮৬]।

২ সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত [৪র্থ সং। ১৯৫০ খৃীঃ। পৃঃ ১৬৬-৬৭]।

৩-৪ আদি-মধ্যযুগের বাঙ্গালা পয়ার ছন্দের নমুনা—আকারণে আল রাধা | নিন্দসি কৃষ্ণ কালা। [১৫ অক্ষর] ; দূরে থাকিঞা | প্রহস্ত ||| কুবেরে নোঙায় | মাথা || [১৬ অক্ষর] ; যথির তরে | তোমার বাপে || করিল কন্যা | দান || [১৭ অক্ষর] ; রাবণ রাজার | সানা টোপর || বাণের তেজে | কাটে || [১৮ অক্ষর]।

দ্রষ্টব্যঃ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language [C. U. 1926. Vol. I. P. 297-300].

৫-৭ মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ [পৃঃ যথাক্রমে ৯৮, ৯৭]। কবি শ্রীমধুসূদন [পৃঃ যথাক্রমে ১৮৯, ১৯৪]।

অন্নদামঙ্গলাদি কাব্য গীত হইত বলিয়া শব্দের ক্ষীণতা ও ছন্দের ফাঁক সুরে ভরিয়া যাইত। প্রাকৃত-বাঙ্গালা কাব্য বলিয়া এই সকল কাব্যে যে-কোন ভাষার শব্দ প্রযুক্ত করা যাইত। ভারতচন্দ্রের ভাষা তাহার প্রমাণ। তবে সংস্কৃত ছন্দে কাব্য-রচনার সময় কবি যথাসম্ভব প্রাকৃত-বাঙ্গালা ও বিদেশী শব্দ বর্জ্জন করিয়াছেন। ত্রিপদী-পয়ারাদি ছন্দে বিভিন্ন ওজনের ধ্বনিপ্রয়োগের কৌশলও অন্নদামঙ্গলে লক্ষণীয়। [দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ (রচনাবলী। ২১ খণ্ড। ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ৩২৩, ৩২৫, ৩৩২, ৩৯৫-৯৬, ৪০১)]।

৮ ভারতচন্দ্রের রচনায় পয়ার ছন্দেও যতিপতনের স্বাধীনতা কোথাও কোথাও দেখা যায়, যথা—'কান্দে মেনকা রাণী | চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে | নারদ মুনি হাসে॥' [—কোন্দল ও শিবনিন্দা]। এইস্থলে সাত অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় ছন্দঃপতনের দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই হয়। দুই-একটি স্থলে সামান্য মাত্রাধিক্য দেখা যায়, যথা—'কেমন করে ওমা উমা **করিবে** বুড়ার ঘর লো'। এইস্থলে 'করিবে'-র বদলে 'কর্‌বে' হইলেই ছন্দের শৈলী বজায় থাকে। অবশ্য এই ভ্রম ভারতচন্দ্রের কিংবা পুঁথি-লেখকের, তাহা বলা শক্ত।

৯ D. C Sen—*Vanga Sahitya Parichaya* [C. U. 1914. Vol. I. Introduction. P. 82-83].

রবীন্দ্রনাথও জে. ডি. এন্ডারসনকে লিখিত একটি পত্রে ইংরেজী ছন্দকে বাঙ্গালা ছন্দের রীতি অনুসারে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন।—[রচনাবলী। 'ছন্দ'। ২১ খণ্ড। ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ৪০৫-০৮]।

১০ **ভুজঙ্গপ্রয়াতং** চতুর্ভির্যকারৈঃ। বদ **তোটকমব্ধিসকারযুতম্**। ইহ বদ **তামরসং** নজজা যঃ। জ্ঞেয়ং **বসন্ততিলকং** তভজা জগৌ গঃ। ননমযযযুতেয়ং **মালিনী** ভোগিলোকৈঃ।

ত্ৰ্যকং সমানিকা পদদ্বয়ং বিনান্তিমম্—গ্নৌ রজৌ সমানিকা তু। রসৈঃ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী। সূর্য্যাশ্বৈর্মসজস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দূলবিক্রীড়িতম্। ম্রভ্নৈর্যানাং ত্রয়েণ ত্রিমুনিযতিযুতা স্রগ্ধরা কীর্ত্তিতেয়ম্। পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ, গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ। (অনুষ্টুপ)।—[বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ গঙ্গাদাস—ছন্দোমঞ্জরী (গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। ৪র্থ সং। ১৯৩৯ খ্রীঃ। সূত্র সংখ্যা ৬৯, ৭০, ৭৭, ১১২, ১৩৪, ১৩৭, ১৬১, ১৯৬, ২১০, ২৫৮)]।

১১ এই ছন্দে অক্ষর ও মাত্রাসংখ্যা দশ। ইহা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। ইহাতে সংযুক্তধ্বনির সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ নাই এবং পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গভেদও সুস্পষ্ট নহে। আধুনিক-মতে ইহা তান-প্রধান ছন্দের অন্তর্গত। [দ্রষ্টব্যঃ লালমোহন বিদ্যানিধি—কাব্যনির্ণয় (কলিকাতা। ১৩১৮ সাল। পৃঃ ৮৮)]।

১২ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য—সাহিত্য-মীমাংসা [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫৫ সাল। পৃঃ ৮৯]।

১৩ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস [পৃঃ ৬৯১]। খাঁটি গৌড়ী রীতির নিদর্শন ভাস্করবর্ম্মার অনুশাসন-[পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত—কামরূপশাসনাবলী (পৃঃ ১৫-১৬)]-এতে পাওয়া যায়।

১৪ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language [C. U. 1926. Vol. I. P. 80-81].

১৫ মদীয় প্রবন্ধ 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' [উলুবেড়িয়া কলেজ পত্রিকা। ২য় সং। ১৯৫০ খ্রীঃ। পৃঃ ৩-১৩]।

১৬ 'লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়—সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্ম্মে'। [রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্যের স্বরূপ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। ১৩৫০ সাল। পৃঃ ৮-৯)]। ভারতচন্দ্রের মধ্যে আছে এই 'গীতধর্ম্ম', আছে জীবনশিল্পীর পরম নৈপুণ্য। তাই তাঁহার সাহিত্যের চিত্রশালায় মৃত্যু কিংবা অপমৃত্যুর প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ।

॥২২॥ ব্রজবুলি ও পশ্চিমা হিন্দীর উপাদান

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সাহিত্যের ভাষা ছিল অপভ্রংশ ও তাহার অর্ব্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ [< অপভ্রষ্ট]। এই ভাষার অধিকার ছিল পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত। এই যুগের অপভ্রষ্ট-অপভ্রংশ সাহিত্যকে বাঙ্গালা প্রমুখ নব্য আর্য্যভাষার সাহিত্যগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশের ছন্দ ছিল প্রাকৃত ছন্দের মত মাত্রামূলক ও অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র উত্তরাপথের সাধুভাষা রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজপন্থী এবং শৈব নাথপন্থীগণ এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশে লৌকিক বিষয়-বস্তু লইয়াও পদরচনা করা হইত। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' [খ্রীঃ ১৪শ শতকে সঙ্কলিত] [১], বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা' [খ্রীঃ ১৫শ শতক] [২] তাহার নিদর্শন। অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের ধারা মৈথিলীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় ব্রজবুলিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রজবুলির মূলে আছে অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন মৈথিল ভাষা এবং তৎসহ বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব প্রচলিত ও বিশিষ্ট প্রয়োগ। 'ব্রজবুলির বীজ লৌকিকের, অঙ্কুরোদ্গম মিথিলায় এবং প্রতিরোপণ বাঙ্গালায়' [৩]। বাঙ্গালা-উড়িষ্যা-আসাম অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে এই ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল [৪]। এই মিশ্র ভাষা বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবপ্রকাশের অন্যতম যোগ্য বাহনরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও কিছু কিছু ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়—

> "Vidyapati's songs on the love of Radha and Krishna are among the fairest flowers in Indian lyric poetry. . . . They spread into Bengal, and were admired and imitated by Bengali poets from the 16th century downwards, and the attempts of the people of Bengal to preserve the Maithili language, without studying it properly, led to the development of a curious poetic jargon, a mixed Maithili and Bengali with

a few Western Hindi forms, which was widely used in Bengal in composing poems on Radha and Krishna. This mixed dialect came to be called *Brajabuli*. . . This *Brajabuli* is of course entirely different from the Western Hindi dialect, called *Braj-Bhakha,* which is current round about Mathura. . . . *Brajabuli* poetry is a standing example of the extent to which an entirely artificial dialect can be utilised by a whole people for poetic exercise ; and its position in Bengal can be compared with that of *Sauraseni Apabhransa* and *Avahattha* outside the Midland in the late Middle Indo-Aryan and early New Indo-Aryan periods [৫]."

ভারতচন্দ্রের কাব্যে কিছু কিছু ব্রজবুলি-লক্ষণাক্রান্ত পদ পাওয়া যায়। পদগুলি পুরাপুরি ব্রজবুলির ব্যাকরণের অনুশাসন মানে নাই। ছন্দ ব্রজবুলির ছন্দের মত মাত্রামূলক এবং পদান্ত অ-কার অলুপ্ত। তৎসম, অর্দ্ধতৎসম এবং ক্বচিৎ বিদেশী শব্দ [যথা, 'কুলুপ'] ভারতচন্দ্রের পদগুলিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দও ব্র কণ্ঠকে আবৃত হইয়াছে— যথা, 'ঝড় দল বাদল ছাড়ে', 'কোকিল কুহরে গলায়ে' [=গলাতে], 'ক্ষণে রহি চেতন পায়' ইত্যাদি। অন্যান্য লক্ষণে এইগুলি পাওয়া যায়—করণ কারকে তৃতীয়ার '-হি' বিভক্ত্যন্ত পদ—'দুহু ভুজপাশহি দুহু জন বন্ধন'। ধাতুরূপের মৌলিক বর্ত্তমানে প্রথম পুরুষের রূপ—'খেলই', 'হেলই', 'দংশই'। স্বার্থক আ-প্রত্যয়ান্ত পদ—'তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া'। শত্রন্ত বর্ত্তমান পদ—'বাজত', 'নাচত', 'গাবত' [প্রথম পুরুষ]। অতীত, অল-অন্তক পদ—'অনল নিভায়ল' [=নভা অল], 'ধরণী ভেল শীতল'। অনুজ্ঞা বাঙ্গালারই মত—'ভারতচন্দ্র কহে শুন সুন্দরি'। নামধাতু প্রয়োগও সুলভ—'কুলাপিল কুলুপ কপাটে'। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে কয়েকটি ব্রজবুলি-লক্ষণাক্রান্ত কাব্যাংশ প্রদর্শনী হিসাবে এইস্থলে উদ্ধৃত হইল—

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে আধ ফণি-ফণা ধরি রে।
দোঁহার আধ আধ আধশশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুটে গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥ —হরগৌরীরূপ

রতি-মদ-পাগর, নাগরী নাগর, নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজঘর, রতি রতিনায়ক, কুলপিল কুলুপ কপাটে॥ —বিহার

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া। রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥
সখী সকল মিলত, মধুমঙ্গল গাবত, ততকার তরঙ্গত সঙ্গত নাচত—
ঘন বিবিধ মধুর রব যন্ত্র বাজাবত, তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া॥
—বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসবেশ

পয়দল কলবল, ভূতল টলমল, সাজল দলবল, অটল সোয়ারা।
দামিনী তকতক, জামকী ধকধক, ঝকমক চকমক, খর তরবারা॥
ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত, মোগল মাহুত, রণ অনিবারা।
ভাঁড় কলাবত, নাচত গায়ত, ভারত অভিমত, গীত সুধারা॥
—মানসিংহের যশোহর যাত্রা

বিদ্যাপতির রচনাবলীর মধ্যে আদি-ব্রজভাষা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়; ক্বচিৎ প্রাকৃতের প্রভাবও নজরে পড়ে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের পর হইতেই শৌরসেনী, অপভ্রংশ ও অবহট্ঠের প্রভাব লুপ্ত হয়। কিন্তু রাজসভাদি কোন-কিছুর বর্ণনায়, অনেকক্ষেত্রে এই জাতীয় ভাষার ব্যবহার বিরল নহে।

"The practice of using the language of Upper India on formal occasions at least seems to have lingered on as a tradition in the courts of Bengal princes, along with the courtly etiquette and ceremonial which was Rajput or Northern Indian; and it was revived in post-Moghal times, with the influx of Rajput and other officials from Northern India. In Bharatachandra's *Annada Mangala* (middle of the 18th century), we have some Hindi verses in which a Bengal prince, the ruler of Burdwan and his *Bhat* or court-bard and emissary talk with one another. The use of Western Hindi or *Brajbhakha* by the Bengali poet is an echo of this revived tradition; which thus goes back to the days when Western *Apabhransa* was cultivated by Bengal poets [৬]."

ভারতচন্দ্রের পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে কাব্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন রহিয়াছে। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে হিন্দী

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে ব্রজভাখা ও অবধীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার সুরু হয়। হিন্দুস্থানী ভাষা প্রতিষ্ঠার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই কবীর [খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী] প্রভৃতির কাব্যে বহুল পরিমাণে ফারসী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। উত্তর ভারতে হিন্দুস্থানী ভাষাতেও ধীরে ধীরে এই জাতীয় শব্দ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। সমগ্র উত্তর ভারতে এই বিদেশী শব্দ মিশ্রিত হিন্দী ভাষা সর্ব্বজন স্বীকৃত ভাষা [='খড়ী বোলী'] রূপে গৃহীত হয় এবং খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সাহিত্যের বাহনরূপে ইহা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে। মুসলমান লেখকগণই এই ভাষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহা ফারসী হরফে লেখা হইত [৭]। ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ভারতচন্দ্র-যে পশ্চিমা হিন্দীতে স্বীয় কাব্যের কিছু অংশ রচনা করিবেন ইহা আর বিচিত্র কি! মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষা হিসাবে এই ভাষা স্বরপ্রধান ছিল। সুতরাং সঙ্গীতের বাণীরূপেও এই ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে হইত। ধ্রুপদ সঙ্গীতের ভাষা প্রাচীন ব্রজভাখা। সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের সমস্ত গান-গুলি পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে বিরচিত [৮]। ভারতচন্দ্রের পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে রচিত পদগুলির কিছু নিদর্শন এইস্থলে প্রদত্ত হইল—

গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু-মহীপতিনন্দন সুন্দর ক্যোঁ নহীঁ আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কিধোঁ নহীঁ তঁহ সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধী ভুল গয়ী অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্টহো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাঈ ভটাঈ মেঁ দাগ চঢ়ায়া॥

—ভাটের প্রতি রাজার উক্তি

ভূপ! মৈঁ তিহাঁরো ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে। ভূপকো [৯] সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন সীস ভূমি লায়কে। রাজপুত্রীকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥—ভাটের উত্তর

এক সমৈ বৃকভানু-কুমারী। মাত-পিত সঙ্গ বৈঠ নিহারী॥
হয়ে লগ্ ঔসর দূতী জো আয়ী। ভেট্ চল নন্দলাল বোলায়ী॥

—হিন্দী ভাষায় কবিতা

বায়োঁকো রোধ করকে, করত বরুণকো, জব তু সো আব মাগে।
ব্রহ্ম সোঁ বাসুকি সোঁ, কভী নহীঁ ঝগড়ো, জ্যোঁ কুবেরা ন ভাগে॥

—চণ্ডীনাটক

---

১ যথা—'সির অংকে তসু সিরপর অংকে। উবরল কোট্টা পুরহ নিসংকে॥' 'আরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব, ছোড়ি ডগমগ কুড়াই ন দেহি। তুহু এখনই সন্তার দেই, জো চাহসি সো লেহি॥' অপভ্রংশের প্রভাব শুভঙ্করের আর্য্যা-['কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে' ইত্যাদি]-তেও লক্ষিত হয়।

২ কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাপতিই ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা। মৈথিল ভাষা ব্যতীত বিদ্যাপতি হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশী ভাষা হইতেও শব্দ চয়ন করিয়াছিলেন। মিথিলার কোন কোন অংশে আজিও বাঙ্গালা মিশ্রিত মৈথিল ভাষা ব্যবহৃত হয়। [খগেন্দ্রনাথ মিত্র—বৈষ্ণব রস সাহিত্য ('বিদ্যাপতির ভাষা')]।

৩ সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত [৪র্থ সং। ১৯৫০ খ্রীঃ। পৃঃ ২০১]।
S. K. Sen—A History of Brajabuli Literature [C. U. 1935. Ch. 1].

৪ কয়েকটি নিদর্শন—'শ্রীযুত হুসেন জগতভূষণ সো ইহ রস জান। পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥' 'বিদ্যাপতি ভানি অশেষ অনুমানি সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী॥' [এই বিদ্যাপতি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, হুসেন শাহের পুত্রের কর্ম্মচারী।]। 'যো তুহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যামজলদরস আশে। সো অব নয়ননীর দেই সীঁচহ কহত হি গোবিন্দ দাসে॥'

৫-৭ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language. [C. U. 1926. P. 103-04, 114-15 and 12-13 respectively].

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা [লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা। ১৩৫১ সাল।]।

৮ তানসেন-রচিত পশ্চিমা হিন্দী পদের নিদর্শন 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঐস্‌লামিক রহস্যবাদ' অংশে দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২৪১)।

৯ ব্রজভাখা সম্বন্ধপদে— -কৌ, -কী > -কো > -কৈ, -কে ; খড়ীবোলী -কা, -কী > -কে। কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে— -কো।

॥ ২৩ ॥ আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দভাণ্ডার

"There is hardly a language that in some sense may not be called a mixed language. No nation or tribe was ever so completely isolated as not to admit a certain number of foreign words [১]".

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাই হইতেছে নির্ভরশীল এবং পরাশ্রয়ী। যে-ভাষার আশ্রয়ে ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলি রহিয়াছে, সেইগুলিকে দুইটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষা—উচ্চ ভাবপ্রকাশের শব্দাবলী এই গোষ্ঠীতে সংস্কৃত ভাষা হইতেই গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনমত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় যেমন বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভাষায়। (খ) আরবী-ফারসী আশ্রিত ভাষা—উর্দু, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষা আরবী ও ফারসী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। বাঙ্গালা ভাষা আদি ভারতীয় আর্য্য ভাষা ব্যতীত যে-সকল ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া আপন শব্দ-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম প্রধান হইতেছে ফারসী ভাষা এবং ফারসীর মাধ্যমে তুর্কী এবং আরবী ভাষা।

খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দে আফগানীস্থানে উপনিবিষ্ট তুর্কী জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং খ্রীষ্টীয় ১৩ শতকের প্রথমার্দ্ধেই প্রায় সমস্ত উত্তরভারত তুর্কীদিগের অধীন হইয়া পড়ে।

"এই তুর্কীরা ছিল ধর্ম্মে মুসলমান, তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে আরবী মন্ত্র পড়িত ; ঘরে ইহারা বলিত তুর্কী ভাষা ; কিন্তু রাজকার্য্যে ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে, ইহাদের সুসভ্য ইরানী প্রজাদের ভাষা ফারসী-ভাষাই ইহারা ব্যবহার করিত। তুর্কীদের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ফারসী-ভাষা ভারতে আনীত হয়, ও ভারতের মুসলমান তুর্কী রাজ্যের রাজকীয় ভাষা-রূপে, ফারসী প্রতিষ্ঠিত হয় [২]।"

সম্রাট আকবরের সময় হইতে ফারসী ভাষা রাজভাষা রূপে পরিগণিত হইল এবং বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্ম্মচারী ইহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাচীন

হিন্দু সভ্যতা এবং আগন্তুক মুসলমান সভ্যতা, এই উভয়ে মিলিয়া 'ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা' নামক এক নবীন সভ্যতার সৃষ্টি করিল এবং এই সভ্যতার বাহন হইল ফারসী ভাষা। ফারসী, সংস্কৃত বাঙ্গালা পালি প্রভৃতির মত আর্য্য-ভাষা, ইহার বর্ণমালা ও বহু শব্দ আরবী হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার, আইন-আদালত, রাজস্ব ও শাসন, মুসলমান ধর্ম্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-কলা, বিবিধ নাম, প্রাকৃতিক ও দৈনন্দিন জীবন-সম্পৃক্ত বহু আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে।

মুসলমান প্রভাব খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে অনুভূত হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে ও ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালার মুসলমান অধিপতিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বহু উর্দু শব্দ বাঙ্গালার শব্দ-ভাণ্ডারে আসিয়া পড়িয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে থাকে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ মুসলমানী প্রভাবে দ্বিজগণের অবনতির চিত্র ইহার উদাহরণ।

> "ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে, বিশেষ করিয়া মোগল-শাসনের সূত্রপাত হইতে, এ-জাতীয় শব্দের প্রাচুর্য্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় ফারসীর প্রভাব সর্ব্বাধিক অনুভূত হইয়াছিল।......বহু শব্দ এমনভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, সেগুলি বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শব্দের অন্তর্গত হইয়াছে [৩]।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে মুসলমানী প্রভাব চূড়ান্তভাবে দেখা যায়। সে-যুগে হিন্দুস্থানী, বিহারী ও বাঙ্গালী জনসাধারণ আপন আপন পুত্রগণকে ফারসী শিক্ষা দিতেন এবং দেশে মক্তাব ও মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল [৪]। এই সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূঁইঞা প্রভৃতি দেশীয় ভূমিপতিগণের আধিপত্যের অবসান হইয়াছিল। জনসাধারণও মুসলমানী প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ফারসী ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপে নূতন নূতন ভাব ও ভাষার আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য বাঙ্গালা ভাষায় বিদেশী-উপাদান বলিতে ফারসী শব্দাবলী ব্যতীত আরবী, তুর্কী ও কতিপয় 'পশ্‌তু' শব্দও বুঝায়।

"Contact with the Moslems certainly brought in a number of Persian words into Bengali during the early period of Mohammedan rule. Many of the practices of the Sultan's *darbar* at Gaur were adopted by the petty chiefs of Bengal, and engrafted on the old Hindu court customs and etiquette which were preserved in the independent States of Orissa (Jajnagar), Vishnupur, Tirahut, Tippera, Sylhet and Kamarupa. This meant an addition of Persian terms to the vocabulary of the Bengali [৫]."

"Towards the end of the 18th century, the Bengali speech of the upper classes, even among Hindus, was highly Persianised. But a turn came from the next century. A great many words which were used by the people in the 18th century continued to be employed till the middle of the 19th century, but they were not able to take root in the language [৬]."

যাহাই হউক, বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষা প্রায় ২,৫০০ হাজার তুর্কী, ফারসী ও আরবী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এ প্রায় ৯,৫০০ পঙ্‌ক্তিতে ৪টি ফারসী শব্দ, বিজয় গুপ্তের 'পদ্মা পুরাণ'-এ প্রায় ১৮,০০০ পঙ্‌ক্তিতে কতকগুলি নাম সমেত ১২৫টি ফারসী শব্দ, কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ ২০,০০০ পঙ্‌ক্তিতে ২০০-১০টি ফারসী শব্দ পাওয়া গিয়াছে [৮]।

কবি রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি রচনাবলীতে যে-সমস্ত তুর্কী [=তু॰], আরবী [=আ॰], ফারসী [=ফা॰] হইতে আনীত কিংবা তৎপ্রভাবান্বিত [ভা॰=ভারতীয়, স॰=সংস্কৃত, হি॰=হিন্দী] শব্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহারই একটি বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক সার্থক তালিকা প্রসঙ্গতঃ প্রদত্ত হইল।

অন্দর < ফা॰ অন্দর্ = ভিতর, অন্তঃপুর।

আইন < ফা॰ আঈন্ = রাজবিধি।

আওয়াজ < ফা॰ আবাজ্ = শব্দ

আখের < আ॰ আখ়ীর্ = পরিণাম।

আজব < আ॰ 'অজব্ = অদ্ভুত, আশ্চর্য্য।

আতর < আ॰ ই'ৎর্ = পুষ্পনির্য্যাস, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

আতসবাজী < ফা° আতশ্‌+ফা° বাজ.ী=উৎসবে ও আমোদে অগ্নিক্রীড়া-বিশেষ।

আদমী < আ° আদম্‌ = প্রথম সৃষ্ট মানব, সাধারণ অর্থে মানব।

আমদানী < ফা° আম্‌দন্‌ (আগমন করা) + ভা° ঈ = বাহির হইতে আসা।

আমল < আ° 'অমল্‌ = রাজত্বকাল, শাসনকাল।

আমারী < আ° আ.মারী = ছাদ-হীন হাওয়া ঘর, হাওদা।

আমীন < আ° আমীন্‌ = তত্ত্বাবধায়ক রাজকর্ম্মচারী, জরিপকারী।

আমীর < আ° আ.মীর্‌ = সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি।

আমেজ < ফা° আমেজ.্‌ =আমিশ্রিত, ঈষৎ প্রকাশ, আভাস।

আয়েব < আ° আইব্‌ = দোষ, ত্রুটি।

আরজ < আ° আরজ্‌ = দরখাস্ত।

আরজবেগী < আ° আরজ্‌+বেগ্‌+ভা° ঈ=দরখাস্তপাঠকারী।

আলম্পনা < আ° আলম্‌+ফা° পনহ্‌ = বিশ্বের আশ্রয়।

আলা < আ° আ.লা=বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত।

আল্লা < আ° আল্লাহ্‌ = পরমেশ্বর।

আশ্‌না < ফা° আ.শ্‌না = বন্ধুত্ব, প্রণয়।

আশরফী, আসরফী < ফা° আশরফ.ী = সুবর্ণমুদ্রা [আশরফ.্‌ খাঁ বাদশাহ্‌ কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত]।

আশা < আ° 'অসা = লাঠি।

আশাওল < আ° 'অসা + ৱালা = দণ্ডধারী ব্যক্তি।

আসল < আ° আসল্‌ = মূল, প্রকৃত।

ইজার < ফা° ইজ.ার্‌ = পাজামা, অধোবস্ত্র।

ইনাম < ফা° ইন্‌ 'আম্‌ = দান, পুরস্কার।

ইয়াদৎ নমুদা জাঁ কোসি < য়াদ্‌-অৎ নমুদাঃ জান্‌ (জাঁ) কুসী = তোমার স্মৃতি চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে।

ইলিমিলি < আ° আল্লাহ্‌ মালিক(?) = মালা জপিবার কালে উচ্চারিত অস্পষ্ট নাম।

ইশাদ < আ° ইশ্‌হাদ্‌, শ্‌হ্‌দ্‌ = সাক্ষী।

ইশারা < আ০ ইশারাহ্ = ইঙ্গিত।

উকীল্ < আ০ ৱকীল্ = প্রতিনিধি।

উজবক < তু০ উজবেক্ = উপজাতির নাম।

উজীর < আ০ ফা০ ৱজ.ীর্ = অমাত্য, মন্ত্রী।

উমরাহ < আ০ উম্‌রা [আ.মীর্ শব্দের বহুবচন] = সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।

উরদুবাজার < তু০ উরদু + ফা০ বাজ.ার্ = সৈন্যদিগের শিবির বা বাজার।

ওয়াক-সর্দ্দি < ওয়াক্ (অনুকারে) + ফা০ সর্‌দ্ = আর্দ্রতা।

ওস্তাদ < ফা০ উস্‌তাদ্ = দক্ষ, সঙ্গীত শিক্ষক, আচার্য্য।

কবর < আ০ কব্‌র্ = মুসলমানের সমাধি।

কবাইবখতর < আ০ ক.বা-ই-বখ.ত্-আরর(?) = রাজানুগ্রহসূচক পরিচ্ছদ।

কবুল < আ০ কবূল্ = স্বীকার।

কম < ফা০ কম্ = অল্প।

কয়েদ < আ০ ক.য়েদ্ = বন্দী।

করদোরফত < কর্দ-ও-রফ্‌ত্ = (রমণ) করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

করিম < আ০ করীম্ = শক্তিশালী।

কর্জ্জ < আ০ করজ.্ = ঋণ।

কলগীতোরা < তু০ লগ.ীতুরা = উষ্ণীষের সম্মুখস্থ পক্ষীবিশেষের পালক।

কলম < আ০ কলম্ = লেখনী।

কলমা < আ০ কল্মা = ঈশ্বরের বচন।

কসবী < আ০ ক.স্‌বী = বেশ্যা।

কসুর < আ০ কসূর্ = দোষ।

কহর < আ০ ক.হর্ = জ্বালা, যন্ত্রণা।

কাওয়াজ < আ০ কৱাইদ্ = যুদ্ধকৌশল শিক্ষা।

কাঙ্গুরা < ফা০ ক.ংগুরা = দুর্গপ্রাচীর।

কাজী < আ০ ক.াজ.ী = মুসলমান বিচারক, কর্ম্মদক্ষ।

কাতার < আ০ কতার্ = পঙ্‌ক্তি।

কানগোই < আ০ ক.ানূন্ + ফা০ গো, গোঈ = আইনব্যাখ্যাকারী।

কানাৎ < তু০ ক.নাৎ = কাণ্ডপট, বস্ত্রাবাস।

কাফের < আ০ কাফ়.র্=ইস্লাম ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, অমুসলমান।

কাবাব < আ০ ক.বাব্=শূলবিদ্ধ ভর্জ্জিত মাংস।

কামান < ফা০ কমান্=ধনুক, বন্দুক।

কামাল < আ০ কমাল্=নৈপুণ্য।

কায়েম < আ০ কায়্ম্=স্থির, দৃঢ়।

কারখানা < ফা০ কারখানা=কর্ম্মশালা।

কারসাজী < ফা০ কার্সাজ.ী=ধূর্ত্তপনা।

কারিগরী < ফা০ কারীগর্+ভা০ ঈ=শিল্পকর্ম্ম।

কারী < আ০ ক.ারী=কোরাণপাঠক।

কিজিলবাশ্ < তু০ কিজি.লবাশ্=উপজাতির নাম।

কুদরত < আ০ কুদ্রৎ=শক্তি, প্রকৃতি।

কুলুপ < আ০ কু.ফ্ল=তালা, চাবিতালা।

কুল্লমাল < আ০ কুল্ল-ই-মাল=সমগ্র রাজস্ব।

কেতাব < আ০ কিতাব্=পুস্তক।

কেরামত < আ০ করামৎ=মহত্ত্ব।

কেল্লা < আ০ কল্লা=দুর্গ।

কোতোয়াল < ভারতীয় ফারসী কোত্বাল। ফা০ কোৎব.াল [হিন্দী 'কোট্বাল', বাঙ্গালা 'কোটাল']=নগররক্ষী।

কোফর < আ০ কুফ্র্=কাফেরোচিত আচরণ।

কোরান < আ০ কু.র্' আন্=মুসলমানদিগের প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ।

কোলাপোশ < ফা০ কুলাহ্+পোশ্=টুপী-পরিহিত।

খঞ্জর < আ০ খঞ্জর্=ছোরা।

খত < আ০ খ.ৎ=রেখা।

খবরদার < আ০ খ.ব.র+ফা০ দার্ [খবর < আ০ খ.ব.র]=যে সংবাদ দেয়।

খবিশ < আ০ খ.বীশ্=ভূত।

খরচ < ফা০ খর্চ্=ব্যয়।

খরিদার < ফা০ খ.রীদার্=ক্রেতা।

খসম < খ.সম্=ভর্ত্তা।

খাক < ফা০ খ.াক্=ভস্ম।

খাজাঞ্চী < আ০ খ.াজ.ানা+তু০ চী=তহবিলরক্ষক।

খানসামা < আ০ খ.ান্-ই-সামান্=রন্ধনাগারের পরিদর্শক।

খানা < ফা০ খ.ানা=খাদ্য, ভোজ।

খানেজাদ < ফা০ খানহ্+জ.াদ্=গৃহজাত।

খালাস < আ০ খ.লাস্=মুক্তি।

খাসবরদার < আ০ খাস্+ফা০ বরদার্=অগ্রগামী সৈনিক।

খুন < ফা০ খ.ূন্=রক্ত, হত্যা।

খুনসী < ফা০ খ.ূন্+সী=কলহপরায়ণতা।

খুশী < ফা০ খুশী=আহ্লাদিত।

খেতাব < আ০ খেতাব্=উপাধি।

খেদমত < আ০ খিদ্মৎ=সেবা।

খেলাত < আ০ খিল্ 'আৎ=পারিতোষিক।

খোজা < ফা০ খ্বাজা=ক্লীব, রাজান্তঃপুররক্ষী নপুংসক।

খোদা < আ০ খুদা=ঈশ্বর।

খোরাক < ফা০ খুরাক্=আহার, আহার্য্য দ্রব্য।

গজব < আ০ গ.জ.ব্.=অন্যায়, সর্ব্বনাশ।

গরজ < আ০ঘ.রজ্.=আবশ্যক, যত্ন।

গরম < ফা০ গর্ম্=গ্রীষ্ম।

গরহাজির < আ০ গয়র্+আ০ হাজি.র্ (হাদ্বির্)=অনুপস্থিত।

গরিব, গরীব < আ০ গ.রীব্=দরিদ্র।

গর্দ্দান < ফা০ গর্দ্দ.ান্=ঘাড়, গলা।

গর্দ্দিস < ফা০ গর্দ্দিশ্=অবস্থা-বৈগুণ্য।

গস্তানী < ফা০ গশ্ৎ (ভ্রমণ)+ভা০ আনী=বেশ্যা।

গায়েব < আ০ গয়ব্=অদৃশ্য, গুপ্ত।

গালিম < আ০ গ.ালিব্=শত্রু।

গুণাগীর < ফা০ গুণাহ্গার্=অপরাধী।

গুণ্ডা < ফা০ গুন্দা < আ০ জুন্দাঃ < প্রাচীন পারসিক বৃন্দ (দল)= দুর্ব্বৃত্ত।

গুমান < ফা০ গুমান্ = গর্ব্ব।

গুলাব < ফা০ গুল্+আব্=গোলাপ নির্য্যাস, গোলাপজল।

গোমস্তা < ফা০ গুমাশ্‌তা=খাজনা আদায়কারী কর্ম্মচারী।

গোলন্দাজ < হিং গোলা+ফা০ অন্দাজ্ =গোলা নিক্ষেপকারী সৈন্য।

গোলাম < আ০ ঘুলাম্=দাস।

চকমকী < তু০ চক্‌মক্+ভা০ ঈ=যাহাতে চকমক্ করিবার মত বস্তু আছে।

চাকরী < ফা০ চাকর্+ভা০ ঈ=দাসত্ব।

চাবুক < ফা০ চাবুক্=দ্রুতগামী, ছিপছিপে।

চীজ < ফা০ চীজ্ =দ্রব্য।

চুঁ লালা চেহ্‌রেমা < চুণ্ লালঃ চেহ্‌র্-এ-মা = মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় আমার আকৃতি।

চেহারা < ফা০ চেহ্‌র্=আকৃতি।

চোপদার < ফা০ চোব্+দার্=দণ্ডধারী।

জনানা < ফা০ জনানা ; জন্ = স্ত্রীলোক।

জনারগীর্ < ফা০ জন্নার্+গীর্=পইতাধারী (?)।

জবাই < আ০ জবহ্, জেবা, জবীহা=কণ্ঠনালীচ্ছেদ পূর্ব্বক হত্যা।

জবান < ফা০ জবান্=কথা।

জব্দ < আ০ জব্‌ত্=পরাভূত।

জমা < আ০ জম্ ‘অ = স্থিত।

জমাদার < আ০ জম্‌’অ+ফা০ দার্ = বক্‌শীর নিম্নস্থ কর্ম্মচারী।

জমীদার < ফা০ জমীন্+দার=ভূস্বামী।

জমীন্ < ফা০ জমীন্=ভূখণ্ড।

জরকশী < ফা০জরক্‌শী = জরীর কারুকার্য্যযুক্ত।

জরী < ফা০ জরী=সুবর্ণ বা রৌপ্য সূত্র।

জল্লাদ < আ০ জল্লাদ্=ঘাতক।

জাঁহাপনা < ফা০ জাহান্+পনাহ = পৃথিবীর আশ্রয়।

জানবাচ্চা < ফা০ জান্+ফা০ বাচ্চা=স্ত্রীপুত্র, সপরিবার।

জামা < ফা০ জামা = অঙ্গরাখা।

জাহাঙ্গীর < ফা॰ জহান্ (পৃথিবী)+গীর্ (ধারক)=পৃথিবীধারক।

জাহাজ < আ॰ জহাজ়্ =জলযান।

জাহির < আ॰ জ়াহির্ (ধ্বাহির)=ব্যক্ত।

জিগির, জিগীর < ফা॰ জিগর্ =উচ্চ চীৎকার, জয়োল্লাস, নির্ভীক।

জিম্মা < আ॰ জিম্ মা=অধিকার, সংরক্ষণ।

জুবান < ফা॰ জবান্ =যুবা।

জুলুম < আ॰ জুল্ম্ (ধ্বুলম্)=উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জের < ফা॰ জে়র্ =পরাভব।

জোর < ফা॰ জে়ার্ =বল, শক্তি।

ঝাড়ুকশ্ < হিং ঝাড়ু+ফা॰ কশ্ (যে টানে)=যে সম্মার্জ্জনী দ্বারা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে।

তকরার < আ॰ তক্ রার্ =বিচার, পুনঃপুনঃ উক্তি।

তক্ত < ফা॰ তখ্ৎ=সিংহাসন।

তপাস < আ॰ তফহ্ হুশ্ [পশ্তুর ভিতর দিয়া]=অনুসন্ধান।

তবকী < তু॰ তুপক্ চী=বন্দুকধারী।

তম্বুরা < আ॰ তম্বুরা=বাদ্যযন্ত্র বিশেষ [দ্রষ্টব্যঃ শব্দার্থচন্দ্রিকা ('সঙ্গীত' শব্দ)]।

তরফদার < আ॰ তর্ ফ্ +ফা॰ দার্ =তরফ-(পরগণার অংশ)-এর রাজস্ব-সংগ্রাহক, তরফের অধিকারী।

তলাস < আ॰ তলাশ্ =অনুসন্ধান।

তসবী < আ॰ তস্ বীহ্ =জপমালা।

তাজ < আ॰ তাজ্ =মুকুট।

তাজী < ফা॰ তাজী=আরবদেশীয় অশ্ব।

তাবিজ < আ॰ তব্ ীজ়্ =মাদুলি।

তাম্বু < ফা॰ তম্বু=শিবির, বস্ত্রাবাস।

তামিল < আ॰ তামিল্ =পালন।

তীরন্দাজ < ফা॰ তীর্ +অন্দাজ়্ =তীরনিক্ষেপকারী সৈন্য।

তুরক < তু॰ তুর্ক্ =জাতিবিশেষ।

তোক < আ০ত.ৱক্=হাতকড়ি।

তোপ < তু০ তোপ্=কামান।

তোরা < আ০ তুব.র্, ফা০ তুর্রা=পুষ্পগুচ্ছ, উষ্ণীষের ভূষণ।

দখল < আ০ দখ.ল্=অধিকার।

দপ্তরী < ফা০ দফ্তরী=কাছারীর কাগজপত্রের রক্ষক কর্ম্মচারী।

দফা < আ০ দফ'=বার, জীবনযাত্রা।

দফাদার < আ০ দফ'+ফা০ দার্= অশ্বারোহী দলের উপরিতন কর্ম্মচারী।

দবা < আ০ দৱা=ঔষধ।

দরজানে মন আয়ৎ খুসী < দর্ জান্-ই-মন্ আয়দ্ খু.শী=আমার চিত্তে আনন্দোদ্রেক হইয়াছে।

দরপীর্ < ফা০ দর্ (অর্দ্ধ)+পীর (?)=অর্দ্ধ পীর।

দরবার < ফা০ দরবার্=রাজসভা।

দর্গা < ফা০ দরগ.াহ্=মুসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির।

দস্তবস্ত < ফা০ দস্ত্বস্তহ্ [=স০ হস্তবদ্ধ]=কৃতাঞ্জলি।

দাখিল < আ০ দাখি.ল্=যথাস্থানে অর্পণ, অধিকৃত।

দাগ < আ০ দাগ্=চিহ্ন।

দাগা < আ০ দাগ্+ক্রিয়ার্থে বাংলায় আ=চিহ্নিত করা।

দাগাদার < আ০ দাগ্+ফা০ দার্= প্রবঞ্চক।

দিলগীর < ফা০ দিল্+গীর্=দুঃখিত, ম্রিয়মাণ।

দুষমন < ফা০ দুষ্মন্=শত্রু।

দেমাগ, দেমাক < আ০ দিমাঘ্=গর্ব্ব, অহঙ্কার।

দেয়ান, দেওয়ান্ < ফা০ দীৱান্=রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী, দরবার।

দোয়া < আ০ দো'আ, দু'আ=ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ।

দোয়াত < আ০ দৱাঅ.াৎ=মস্যাধার।

নকল < আ০ নক্.ল=প্রতিলিপি, কৃত্রিম।

নকীব < আ০ নকীব্=নাম ঘোষণাকারী।

নজরানা < আ০ নজর্ (নধ্.র্)+ফা০ আনা=উপঢৌকন।

নজীর < আ০ নজীর্=দৃষ্টান্ত, প্রমাণ।

নফর < আ০ নফ.র্ = দাস।

নবাব < আ০ নব.াব্ = রাজপ্রতিনিধি, মুসলমান সামন্ত রাজা।

নবী < আ০ নবী = ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ।

নমাজ < ফা০ নমাজ্. [=সং নমঃ] কোরানে নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি।

নরম < ফা০ নর্‌ম্ = কোমল, আর্দ্র।

নাগারা < আ০ নক্. ক.ারা = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

নাজীর < আ০ নাজি.র্ (নাধিব়র্) = আদালতের কর্ম্মচারী।

নাপাক্ < ফা০ না+পাক্ = অপবিত্র।

নায়েব < আ০ না'ইব্ = প্রতিভূ।

নাহক্ < ফা০ না+আ০ হক.্ = অসত্য।

নিকা < আ০ নিকাহ্ = একের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পুনর্ব্বিবাহ, বিধবাবিবাহ।

নিম < ফা০ নীম্ = অর্দ্ধ।

নিমক < ফা০ নমক্ = লবণ।

নিশান < ফা০ নিশান্ = চিহ্ন।

নূর < আ০ নূর্ = জ্যোতি, আলোক।

নেবাজ < ফা০ নেৱাজ.্ = পালক।

নৌবত, নহবৎ < আ০ নওবৎ = বাদ্যবিশেষ।

পরগণা < ভারতীয় ফা০ পরগনহ্ [=সং প্রগণ] = প্রদেশের অংশ, চাক্‌লা।

পরেশান < ফা০ পরেশান্ = দুঃখকষ্ট।

পাঁজা < আ০ পঞ্জহ্ [=সং পণ্ডক] = করতল।

পাজী < ফা০ পাজী = দুষ্ট, অসৎ।

পাতশা < ফা০ পাতিশাহ্, পাদিশাহ্ = বাদশাহ্, সম্রাট, রাজাধিরাজ।

পানা < ফা০ পনাহ. = আশ্রয়।

পীর < ফা০ পীর্ = বৃদ্ধ, স্থবির, মুসলমান সাধু।

পেগম্বর < ফা০ পয়গম্ [=সং প্রতিগম] + বর্ [=সং ভর] = বাণীবাহক।

পেশকস < ফা০ পেশ্‌কশ্ = সেলামী, উপহার।

পেশবাজ < ফা০ পেশ্‌ব.াজ = পরিধেয়।

পেস্কার < ফা০ পেশ্‌কার্ = যে কর্ম্মচারী বিচারকের নিকট কাগজপত্র উপস্থাপন করে।

পোদ্দার < ফা° পোত্‌+দার=অর্থবণিক, মহাজন।

পোল < ফা° পুল্‌=সেতু।

পোষাক < ফা° পোশাক্‌=পরিচ্ছদ।

ফকির, ফকীর < আ° ফ.ক্‌.র্‌=অভাবযুক্ত ব্যক্তি, ফকীর।

ফতে < আ° ফ.তহ্‌=জয়।

ফরমানী < ফা° ফর্‌মান্‌ (=স° প্রমাণ)+ঈ=বাদশাহী হুকুমনামা-প্রাপ্ত।

ফরিয়াদ < ফা° ফর্‌য়াদ্‌=ধর্ম্মাধিকরণে বিচারার্থ অভিযোগ।

ফর্দ্দ < ফা° ফর্দ=তালিকা।

ফিকির < আ° ফিক.র্‌=চিন্তা।

ফিরঙ্গী < ফা° ফিরাঙ্গী < আ° ফারঙ্ক < ফরাসী ফ্রাঙ্ক=পর্তুগীজ, বর্ণ-সঙ্কর জাতিবিশেষ, যুরেসিয়ান।

ফেরেব < ফা° .ফ.রেব্‌=বঞ্চনা।

ফেসাদ < ফা° ফসাদ্‌=ঝঞ্ঝাট।

ফৌজ < আ° ফৌ.জ=সৈন্যদল।

বকরা, বকরী < আ° বক.র্‌ (স্ত্রীলিঙ্গে+ঈ)=গো, ছাগ।

বক্‌সী < ফা° বখ্‌শী=ফৌজের হিসাব রক্ষক।

বক্ত < আ° ব.ক.ৎ=সৌভাগ্য।

বজা < ফা° বজা=ঠিক স্থানে অবস্থিত।

বজায় < ফা° বজায়জ.্‌ < আ° জায়্‌জ.=ঠিক, বলবৎ।

বদকাম, বদনাম < ফা° বদ্‌+ভা° কাম্‌; ফা° বদ্‌+ভা° নাম=কুকাজ, কুনাম।

বন্দগী < ফা° বন্দ্‌গী=বন্দনা।

বন্দা < ফা° বন্দা=ভৃত্য।

বন্দুক < আ° বন্‌দুক্‌=আগ্নেয়াস্ত্র।

বন্দোবস্ত < ফা° বন্দ্‌-উ-বস্ত্‌=ব্যবস্থা।

বরকন্দাজ < আ° বর্ক্‌ (বিদ্যুৎ)+ফা° অন্দাজ. (নিক্ষেপকারী)=বন্দুক-ধারী সৈন্য।

বরাবর < ফা° বরাবর্‌=সমান, তুল্য।

বর্গি < ফা০ ব্যর্‌গীর্‌=ভারগ্রাহী, পরে মারাঠীতে অশ্বারোহী সিপাহী, বাঙ্গালায় বর্গী।

বাঁদী < ফা০ বন্দা+স্ত্রীলিঙ্গে ভা০ \ঈ=দাসী।

বাকী < আ০ বাক়ী=অবশিষ্ট।

বাজার < ফা০ বাজ়ার=হাট।

বাজি < ফা০ বাজ়ী=কৌতুক, ক্রীড়া।

বাজে < ফা০ বাজ্‌=অনাবশ্যক, অপ্রধান।

বাবরুচিখানা < তু০ বরর্‌চী+ফা০ খানা=মুসলমান পাচকের রন্ধনাগার।

বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ রুবরু < বায়দ্‌ কি গোয়দ্‌ রু-বর্‌=হইতে পারে যে বলিয়াছে মুখের উপর।

বার < ফা০ দরবার্‌=রাজসভা।

বালাই < আ০ বলা+ভা০ আই=অমঙ্গল।

বালাখানা < ফা০ বালা+খ়ানা=উপরের গৃহ।

বাহবা < ফা০ ৱাহ্‌ ৱাহ্‌=উৎসাহ বাক্য।

বাহাদুরী < তু০ বাহ্‌দর্‌+ভা০ ঈ=কৃতিত্ব।

বিবি < তু০ বীবী=মহিলা, মুসলমান স্ত্রী।

বিলাতী < আ০ ৱিলায়ৎ=ৱলী বা শাসনকর্ত্তার অধীনে প্রদেশ, বিলাতে উৎপন্ন।

বুজরুক < ফা০ বুজ়্‌র্গ=(মূলার্থে) বয়োবৃদ্ধ ও বিজ্ঞ, (কদর্থে) ভণ্ড।

বুরুজ < আ০ বুর্জ্‌=দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে সুদৃঢ় গোলাকার গৃহ।

বেইমান্‌ < ফা০ বে+আ০ ঈমান্‌=অধার্ম্মিক, বিশ্বাসঘাতক।

বেগার < ফা০ বে+গার্‌=বিনা বেতনে শ্রম।

বেদীন্‌ < ফা০ বে+দীন্‌=অধার্ম্মিক।

বেবাক্‌ < ফা০ বে+বাক়ী=নিঃশেষ, সম্পূর্ণ।

বেসাতি < আ০ বেজ়াত্‌=পণ্য, দ্রব্যজাত।

বেহায়া < ফা০ বে+ফা০ হায়া=নির্লজ্জ।

বেহিসাব < ফা০ বে+আ০ হিসাব্‌=অগণিত।

বেহোঁস < ফা০ বে+ফা০ হোশ্‌=সংজ্ঞাহীন, অচৈতন্য।

মজুন্দার < আ° মজমু'+ফা° দার্=রাজস্বের হিসাবরক্ষক।

মজবুত < আ° মজ্বুত্=দৃঢ়।

মজা < ফা° মজ.হ্ = কৌতুক।

মজুরী < ফা° মজ.দুর্+ঈ=পারিশ্রমিক।

মনসবদার < আ° মনসব্+ফা° দার্=সামন্ত [মনসব=পদ (আইন-ই-আকবরী। ব্লকম্যান। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৩২৭)]।

মনিব < আ° মুনীব্ = প্রভু, স্বামী।

মফঃস্বল < আ° মুফ.স্সল্ = রাজধানী ও নগরের বহির্ভূত শাসনাধীন ভূভাগ।

মর্দ্দ < ফা° মর্দ্দ্ = পুরুষ।

মল্লিক < আ° মালিক্=উপাধি, অধিকারী।

মশলা < আ° মসালা=ব্যঞ্জন সুরস করিবার উপকরণ।

মশালচী < ফা° মশাল্+তু° চী=দীর্ঘবর্ত্তিকাধারী ব্যক্তি।

মস্তানী < ফা° মস্তানী (?)=মদোন্মত্তা।

মহাল < আ° মহাল্=জমীদারী।

মহিম < আ° মুহিম্ = অভিযান।

মাতবর < আ° মআ.তবর্=মান্য, বয়োবৃদ্ধ, বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

মানা < আ° মন'=নিষেধ।

মামুর < আ° মাআ.মূর্=প্রচুর, অধ্যুষিত।

মাল < আ° মাল্ = বাণিজ্যদ্রব্য।

মালিক < আ° মালিক্=অধিকারী, স্বামী, প্রভু।

মালুম < আ° মআ.লুম্, ই.ল্ম্ = বোধ, জ্ঞাত।

মিঞা < ফা° মিআঁ=মধ্যস্থ, মান্যব্যক্তি।

মুদ্দাই < ফা° মুদ্দাই=ফরিয়াদী, বিচারার্থী।

মুনসী < আ° মন্শী=লেখক।

মুনসীব < আ° মুনাসিব্=নির্দ্দিষ্ট, উপযুক্ত।

মুরচা < ফা° মুর্চা=পরিখা, দুর্গপ্রাচীর।

মুসলমান < আ° মুসলিম্+ফা° আন্=ইস্লামধর্ম্মী।

মুসাহেব < ফা০ মুসাহিব্‌=তোষামোদকারী।

মুহুরী < আ০ মুহর্রির্‌=লেখক, কেরাণী।

মেহেরবাণী < ফা০ মিহ্‌র্‌বাণী=কৃপা, অনুগ্রহ।

মোকাম < আ০ মু.কাম্‌=স্থিতি, বাসস্থান।

মোগল < ফা০ মুঘ.ল্‌=জাতিবিশেষ, মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী, সাধারণ অর্থে মুসলমান।

মোরছা < ফা০ < তু০ মুরচঃ=পরিখা, দুর্গপ্রাচীর (?)।

যাদু < ফা০ জাদু=বশীকরণ, ভেল্কী।

রফা < আ০ রফ'=নিষ্পত্তি।

রবাব < আ০ ফা০ রবাব্‌=বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র [দ্রষ্টব্যঃ **শব্দার্থচন্দ্রিকা** ('সঙ্গীত' শব্দ)]।

রায়াঁ < ফা০ রায়ান্‌=উপাধিবিশেষ।

রোজ < ফা০ রোজ্‌ [=সং রোচঃ]=দিন, আলোক।

রোজগার < ফা০ রোজগার্‌=আয়।

রোজা < ফা০ রোজা=মুসলমানদিগের উপবাস-ব্রতদিবস।

রৌশন < ফা০ রৌশন [=সং রোচন]=আলোক।

লস্কর < ফা০ লশ্‌কর্‌=সৈন্যদল।

লাল < ফা০ লাল্‌=রক্তবর্ণ।

লালপোশ < ফা০ লাল্‌পোষ্‌=রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত।

শয়তান < আ০ শৈতান্‌=ভূতপ্রধান, পাপাত্মা, নীচ।

শাহজাদা < ফা০ শাহ্‌+জাদ্‌ [=সং জাত]=শাহের পুত্র।

শাহানশাহ < ফা০ শাহন্‌ শাহ্‌=রাজাধিরাজ।

শির < ফা০ সর্‌=মস্তক।

শিরোপা < ফা০ সর্‌-ও-পা=আপাদমস্তক আবৃত করা যায়, রাজপ্রসাদ-স্বরূপ এইরূপ পরিধেয় উপহার।

শেফাই, সেফাই < ফা০ সিপাহী=সৈনিক।

শোর < ফা০ শোর্‌=চীৎকার।

সক্কা < আ০ সক্কা=ভিস্তি, জলবাহক [সাকী=পান-পরিবেশক (একই ধাতুজ শব্দ)]।

সদাগর < ফা০ সওদাগর=ব্যবসায়ী।

সদীয়াল < আ০ সদী+য়াল্=একশত সৈন্যের অধ্যক্ষ।

সনন্দ < আ০ সনদ্ =বাদশাহী পাঞ্জাযুক্ত

সফর্ < আ০ সফ.র্ =ভ্রমণ।

সবরোজ < ফা০ শব্রোজ্=দিবারাত্র।

সরঞ্জাম < ফা০ সর্+অন্জ.াম্=উপকরণ,

সরপেচ < ফা০ সর্+পেচ্ =উষ্ণীষবেষ্টনী বস্ত্র।

সরবরা < ফা০ সর্বরাহ=যোগান।

সরম < ফা০ শর্ম্=লজ্জা।

সরাই < ফা০ সরাই=পান্থশালা।

সলখ < আ০ শল্খ্ =ত্যাগ করা, এককালীন বহু কামানগর্জ্জন।

সহবতি < আ০ সোহ্বত্+ই=অন্তরঙ্গ।

সহর < ফা০ শহর্ = নগর।

সহরপনা < ফা০ শহর্+ফা০ পনাহ্=নগরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর।

সহল < আ০ সহল্ =সহজ।

সাজোয়াল < আ০ সজাৱল=রাজস্ব আদায়কারী, তহশীলদার।

সাবাস < ফা০ শাদ্বাশ্=ধন্য, প্রশংসাব্যঞ্জক বাক্য।

সালিস < আ০ সালিস্=মধ্যস্থ দ্বারা বিচার্য্য।

সাহেব < আ০ সাহ.ব, সাহিব=প্রভু।

সির্ণি < ফা০ শিরিনী=(শীর্=ক্ষীর, মিষ্ট') সত্যদেবতার পূজার উপকরণ।

সুন্নত < আ০ সুন্নত্=মুসলমানদিগের শিশ্নত্বকচ্ছেদন সংস্কার।

সুবা < আ০ সুবহ্=প্রদেশ।

সুরাখ < তু০ সুরাখ্ =পথ।

সুলতান < আ০ সুল্তান্=অধিপতি।

সুলতানৎ < আ০ সুল্তান্+অৎ=রাজত্ব।

সেখ < আ০ শয়্খ্=প্রধান ব্যক্তি, পুরোহিত।

সেলাম < আ০ সলাম্=শান্তি, কুশল, মুসলমানী অভিবাদনসূচক উক্তি।

সেলামৎ < আ০ সলামৎ=শান্তি, মঙ্গল।

সেলামী < আ০ সলাম্+ভা০ ঈ=উপঢৌকন, উপহার।

সৈয়দ < আ০ সৈয়দ্=মান্য ব্যক্তি [হজরৎ মুহম্মদের দৌহিত্রবংশধরদিগের উপাধি]।

সোয়ার < ফা০ সরার্ [অশ্বভারিন্=প্রাচীন পারসিক অসবারি > প্রাকৃত অসবারি, সুৱার > আসোয়ার, সোয়ার]=অশ্বারোহী।

হক < আ০ হক্=সত্য।

হজরত < আ০ হজ্‌রৎ (হদ্ব্‌রৎ)=প্রভু।

হরকরা < ফা০ হর্‌করা্=সংবাদগ্রাহী।

হলকা < আ০ হল্‌ক়া=দল।

হাওয়া < আ০ হৱা=বাতাস।

হাজারী < ফা০ হজ়ার্+ঈ=সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ।

হাজির < আ০ হাজি়র্ (হাদ্বির্)=উপস্থিত।

হাজী < আ০ হজ্+ভা০ ঈ=মক্কাতীর্থগামী ব্যক্তি।

হানা < আ০ হনক্=কণ্ঠদেশ।

হাবসী < আ০ হবেশ্ (মিশ্র)=মিশ্র, আবিসিনিয়ার অধিবাসী।

হাবাল < আ০ হৱাল্=জিম্মা।

হাবাস < আ০ হাব়াশ্ (?)=অভিলাষ।

হারাম < আ০ হরাম্=শূকর।

হারামজাদী < আ০ হরাম্+জাদ্ [=সং০ জাত]+স্ত্রীং ঈ=শূকরজাতা (নিন্দার্থে)।

হাল < আ০ হাল্=দশা।

হালাক < আ০ হল্লাক্=বধ, ধ্বংস।

হালাল < আ০ হলাল্=বৈধ, সঙ্গত।

হিন্দু < সং০ 'সিন্ধু' শব্দের প্রাচীন-পারসিক বিকারে=জাতিবিশেষ (ভারতীয়)।

হিসাব < আ০ হিসাব=গণনা।

হুঁসার, হুঁসিয়ার < ফা০ হোশ্ য়ার্=সাবধান।

হুকুম < হুক্‌ম্‌=আজ্ঞা।

হুজুর < আ০ হুজ্‌.র্‌ (হু.দ্বুর)=উপস্থিতি।

১ ম্যাক্সমুলারের উক্তি [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২য় সং। ১ম ভাগ। ১৯৩৭ খ্রীঃ। ভূমিকা। পৃঃ ৭) হইতে উৎকলিত।]।

২ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৯ খ্রীঃ। পৃঃ ৪৯৮]।

৩ সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত [৩য় সং। ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ১৩২]।

৪ বাঙ্গালাদেশে প্রথম মক্তাব স্থাপন করেন দারাপ্‌ খাঁ গাজী ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৫-৭ S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language [C. U. 1926. P. 203, 206 and 204 (foot note) respectively].

\

২৪ ॥ শব্দার্থচন্দ্রিকা

[আরবী, ফারসী ইত্যাদি শব্দের অর্থ 'আরবী-ফারসী-তুর্কী শব্দভাণ্ডার'-এ দ্রষ্টব্য।]

অ = বিষ্ণু।

অংস্বরূপা = সূক্ষ্মরূপা, অণু-রূপা।

অংহ = পাপ, ব্যাধি।

অঃস্বরূপা = ব্রহ্মরূপা।

অক্রুর = কৃষ্ণের পিতৃব্য, সকল্ক-গান্দিনী তনয়। ইনি কৃষ্ণ ও বলরামকে কংস যজ্ঞে আনয়ন করিয়াছিলেন।

অজপা = 'হংসঃ' নামক মন্ত্র।

অণিমা = অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য-[অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা]-এর অন্যতম।

অনূপ = [অনু (নিকট)+অপ (জল)] যাহা প্রায় জলের নিকট বর্ত্তমান। সম্ভবতঃ ইহা এস্থলে 'অনুপম' [=অনূপ] অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অপর্ণা = অন্নপূর্ণার নামান্তর। 'স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপত্রবৃত্তিতা পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ। তদাপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥'—কুমারসম্ভব (৫।২৮)।

অবন্তী = স্থানবিশেষ। এইস্থানে কৃষ্ণ ও বলরাম সান্দিপণি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

অভিরোষ = ক্রোধ।

অম্বৃতী = পিকদানী।

অরিষ্ট = কংসচর মহাবৃষরূপী অসুর, অমঙ্গল।

অষ্টমঙ্গলা = অষ্টদিনব্যাপী গীতকথা। কাব্যের উপসংহারে 'অষ্ট-মঙ্গলা'-তে গীতকাহিনী ও ফলশ্রুতির উল্লেখ থাকে। শক্তিদেবতার বিশিষ্ট গুহ্য সংখ্যা 'অষ্ট' হইতেও অষ্টমঙ্গলার উদ্ভব হইতে পারে।

অষ্টাপদ = সুবর্ণ।

আই = জননী বা তৎস্থানীয়া নারী।

আই, আই = ঘৃণার্থ দ্বিরুক্ত শব্দ।

আঁকশলী = ঢেঁকির নেমি [Pivot] ।

আঁদিসাঁদি = [< অন্ধি-সন্ধি] শৃঙ্খলা।

আঁধলা = অন্ধ।

আগম = তন্ত্র। 'আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥'

আগর = [< অগ্র] শ্রেষ্ঠ।

আচাভুয়া = [< প্রাকৃত অচ্চব্ভুঅ < সং অত্যদ্ভুত] মিথ্যা, অদ্ভুত।

আজবোঝ = [সং ঋজু+বুদ্ধ্য] অবুঝ।

আড়কাঠ = দক্ষিণাপথে মাদ্রাজের নিকট আর্কট নামক স্থানে ইংরেজরা যে ট্যাঁকশাল স্থাপন করে, তাহাতে রৌপ্য নির্ম্মিত ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নামে ছাপা মুদ্রার নাম 'আর্কট' [> আড়কাঠ] মুদ্রা। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ঐ মুদ্রার চলন বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া যায় কারণ এই দেশে তখন 'সিক্কা টাকা'-র চল ছিল।

আবরণ = মূল দেবপূজার পর অর্চ্চিত অঙ্গ-দেবতা।

ইটাল = বৃহৎ প্রস্তর বা ইষ্টক খণ্ড।

ইন্দ্রমখভঙ্গ = বৃষ্টি-দেবতা গোপপূজিত ইন্দ্রের পূজা শ্রীকৃষ্ণ রহিত করেন ['ভাগবত' দ্রষ্টব্য]।

ঈপতিজায়া = [ঈ=লক্ষ্মী, দুর্গা+পতি=বিষ্ণু, শিব] এইস্থলে শিবজায়া।

ঈহিনী = [ঈহা=ইচ্ছা] বাঞ্ছিতা।

উচুর = অধিক।

উদূখলবন্ধন = কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য-নিবারণার্থ যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-বন্ধন।

উমা = উ [মহেশ]+মা [লক্ষ্মী]। 'উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।'—কুমারসম্ভব (১।২৬)।

উরঃ = বক্ষঃস্থল।

উরগ-উপবীতা = সর্প-উপবীতা।

উল্বণ = পিত্তাদিবিকারজাত ব্যাধিবিশেষ।

উর = আবির্ভূত হও।

ঋণ = দেব-ঋষি-পিতৃ-মাতৃ-গুরু-দ্বিজ—এই ষড়্‌বিধ ঋণ।

ঋবাসদায়িনী = স্বর্গবাসদাত্রী।

ঋভুরূপা = [ঋ (দেবমাতা)+ভূ (উৎপন্ন হওয়া)] 'ঋভু' অর্থে দেবযোনি-বিশেষ [=Elf] ।

ঋভুক্ষ = [ঋভু (দেবতা)+ক্ষি (বাস করা)+অ] স্বর্গ।

ঋরূপিণী = [ঋ (স্বর্গ, দেবমাতা)] স্বর্গরূপিণী বা দেবমাতারূপিণী।

ঋস্বরূপা = স্বর্গস্বরূপা।

ঌ = বেদ।

ঌ-কার-= বেদমাতা, পরাশক্তি, কুণ্ডলিনী।

ৡ = দৈত্যজননী দিতি।

ৡ-কার স্বরূপা = কালিকা।

ৡ-ভব = দৈত্যজননীজাত।

একচক্ররথ = পুরাণোক্ত সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্য্য-যান।

একাক্ষরকোষ = 'অ' হইতে 'ঃ' পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া অক্ষরের অভিধান।

এড়া = পরিহার করা।

এণরিপুবাহিনী = সিংহ-[এণ (=মৃগ)+রিপু]-বাহিনী।

এয়োজাত = মাঙ্গলিক কার্য্যে সধবাদিগকে একত্রিত করিয়া অভিনন্দন।

ঐরাবতপতি = ইন্দ্র।

ঐশানী = ঈশান-গেহিনী।

ওকস = আশ্রয়।

ওঘ = সমূহ।

ওজস = তেজ, বল।

ওড়পুষ্প = [< ওড্রপুষ্প] জবাফুল।

ওলান = নামান।

ঔৎপাতিক = অশুভসূচক।

ঔরস = পুত্র।

ঔর্দ্ধদাহ = বাড়বাগ্নি।

ঔষধ = প্রতিষেধক।

কংস = আহুক-নন্দন উগ্রসেনের পুত্র। মথুরাধিপ ইনি ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

কক্কোল = 'কাঁকলা' নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কঙ্ক = হাড়গিলা পাখী।

কট = আচার, বিধি।

কটার = কাটারি, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষ।

কট্ট = কটিদেশ।

কড়খা = [< সং কটাক্ষ] এক প্রকার স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক রণসঙ্গীত।

কড়সী = ঘুনসী।

কড়ে = অল্পবয়সী।

কন্দল = পদ্মবীজ।

কপর্দ্দ = জটা।

কপিনাশ = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

করকাণ্ডী = হস্তদ্বারা যাহার মেখলা নির্ম্মিত হইয়াছে। কিংবা 'কাণ্ডী' অর্থে কাস্তে বা কৃপাণ যাহার হস্তে আছে।

করঙ্গ = ভিক্ষাপাত্র।

কর্ণিকা = পদ্মের মধ্যস্থিত বীজকোষ।

কলা = (ক) চন্দ্রের ষোল ভাগ—অমৃতা, মানদা, পূষা, পুষ্টি, তুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা। (খ) শিল্পকর্ম্ম চৌষট্টি প্রকার—নৃত্য, গীত, বাদ্য, উদক-বাদ্য, নাট্য, কৌচুমারযোগ, নেপথ্যযোগ, বিশেষকচ্ছেদ্য, দশনবসনাঙ্গরাগ, শেখরাপীড়যোজন, কেশমার্জ্জনকৌশল, পুষ্পাস্তরণ, মাল্যগুম্ফনবিকল্প, গন্ধযুক্তি, আলেখ্যবর্ণচিত্রকরণ, প্রতিমালা, বৈজয়িকীবিদ্যাজ্ঞান, বৃক্ষায়ু-র্ব্বেদযোগ, পাকক্রিয়া, পানকরসরাগাসবযোজনা, তক্ষণ, তর্কুকর্ম্ম, পট্টিকা-বেত্রবাণবিকল্প, শয়নরচন, সূচীবাপকর্ম্ম, বালকক্রীড়নকরচন, ভূষণযোজন, কর্ণপত্রভঙ্গ, তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার, সম্পাট্য, মণিভূমিকাকর্ম্ম, বাস্তুবিদ্যা, মণিরাগজ্ঞান, রূপ্যরত্নপরীক্ষা, আকরজ্ঞান, ধাতুবাদ, ইন্দ্রজাল, বস্ত্রগোপন,

হস্তলাঘব, চিত্রাযোগ, সূত্রক্রীড়া, মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধবিধি, শুকসারিপ্রলাপন, দ্যূতবিধি, আকর্ষক্রীড়া, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান, বৈনায়িকীবিদ্যা, দেশ-ভাষাজ্ঞান, ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, কাব্যসমস্যাপূরণ, অক্ষরমুষ্টিকাকথন, পুস্তকবাচন, নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, মানসীকাব্যক্রিয়া, প্রহেলিকা, যন্ত্রমাতৃকা, উদকঘাত, উৎসাদন, দুর্ব্বচকযোগ, পুষ্পশকটিকানিমিত্তজ্ঞান, ধারণমাতৃকা, ক্রিয়াবিকল্প, ছলিতকযোগ এবং বৈতালিকীবিদ্যা।

কলি-মৃগ-বাঘথাবা = বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকারভেদ।

কাঁড় = বাণ।

কাঁড়ারী = [কাণ্ডাগার > কাণ্ডার] কাণ্ডারী।

কাকুবাদ = কাকুতিমিনতি।

কাঞ্চীপুর = কর্ণাটস্থ 'কঞ্জীভরম্' নামক দেশ।

কাতি = কাটারি।

কাত্যায়নী ব্রত = কৃষ্ণকে স্বামী-কামনায় কালিন্দীতটে গোপীকৃত কাত্যায়নীপূজা।

কাদম্ব = দুর্গা।

কানকোটারি = পতঙ্গবিশেষ।

কাপ = [(< কল্প) বা কাচ (< কৃত্য)] নাটগীতিতে ভূমিকার উপযোগী সাজ করার নাম। মুখোস পরিলে বলা হয় 'পাতা (< পাত্র) কাচ'।

কাম-কমনী = কাম-কামনাকারী।

কামী = পক্ষীবিশেষ।

কালীয়দমন = কালিন্দীগর্ভস্থ নাগ-মর্দ্দন।

কিয়া = কর্ম্মফল।

কিরা = শপথ, দিব্য।

কুঁড় = [< কুণ্ড] পাত্র।

কুঁড়া = সিদ্ধিপ্রস্তুত করিবার পাত্র।

কুকথা = [কু=আগম, নিগম ইত্যাদি] বেদ-আলোচনা।

কুচশম্ভু = শিবলিঙ্গ।

কুজড়া, কুজড়ানী=পুরুষ ও নারী ফলমূলাদি ব্যবসায়ী।

কুঁজি = চাবি।

কুড়ী = কুষ্ঠী।

কুণপকর্ণিকা = [কুণপ=শব] শব কর্ণভূষণ যাহার।

কুবের = যক্ষরাজ। কুৎসিত দর্শন হেতু কুবের নাম—'কুৎসিতায়াং কুশব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে। কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নাম্না তেনৈব সোঽঙ্কিতঃ॥'।

কুব্জা = কংসের দাসী ত্রিবক্রা।

কুম্ভীপাক = নরকবিশেষ। ['কুম্ভী'=পাত্রবিশেষ, ইহার মধ্যে পাপীগণকে পীড়ন করা হয়।]।

কুরঙ্গিয়া = মৃগচিহ্নযুক্ত। [তুলনীয়ঃ 'পরশুমৃগবরাভীতিহস্তম্—' ইত্যাদি শিবের ধ্যান।]।

কুলীন = 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তি-স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥' 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীতে যিনি 'লীন' অর্থাৎ আছেন।

কুসুম্ভা = অহিফেন হইতে প্রস্তুত পানীয়বিশেষ।

কেয়া কাঁদি = কেতকীপুষ্পের মঞ্জরী।

কেশী = শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত অশ্বরূপী কংসচর।

কোঠ = দুর্গের তুল্য সুদৃঢ় গৃহবিশেষ।

কোড়া = কশা।

কোণ = চাউল হইতে পরিত্যক্ত অংশ, কুঁড়ো।

কোলানী = আশ্বাস।

কোশা = নৌকাবিশেষ, ছিপ্।

ক্ষেমঙ্করী = কল্যাণকারিণী।

খলান্ধকান্তক = অন্ধক নামক দৈত্যের বিনাশকারী শিব।

খুঁয়ে তাঁতি = তিসি গাছের ছাল হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া যে তন্তুবায় [খুঞা] বয়ন করে।

খুদমাগা-কাদাখেঁড়ু = স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের পর প্রথম রজোদর্শনের উৎসব।

খেটক = [খেট (গ্রাসিত করা)+ক] দণ্ড, ঢাল, মুদ্গর।

খেটেল = পরিশ্রমকারী।

খোঁটা = মেকী।

গজর = পেটা ঘড়ির শব্দ।

গন্ধাদিবাস = দেবার্চ্চনার পূর্ব্বে হরিদ্রাচন্দন ইত্যাদির দ্বারা কৃত্যবিশেষ।

গায়েন = নূপুর চামর সহযোগে যে মঙ্গল গান ইত্যাদি করে।

গিরিধারী = ইন্দ্রের বৃষ্টি হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোপকূলকে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আশ্রয় দিয়া সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন।

গেড়ে = ডোবা।

গোঁয়ার = [< গ্রামকার] গ্রামবাসী, বর্ব্বর, নির্ব্বোধ।

গোত্র = [গো=পৃথিবী] পর্ব্বত, কুল। বিবিধ গোত্রের নাম—বশিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, শক্তি, পরাশর, অগস্ত্য, গৌতম, বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন, শাণ্ডিল্য, শুনক, কাত্যায়ন, আঙ্গিরস, কৌশিক, বৃহস্পতি, গর্গ, অনাবৃকাক্ষ, ঘৃতকৌশিক, বৃদ্ধি, কাণ্ব, কাণ্বায়ন, অব্য, কৌণ্ডিল্য, জৈমিনী, আলম্ব্যায়ন, বাসুকি, কাঞ্চন, সৌকালিন, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি এবং বৈয়াঘ্যপদ্য। [দ্রষ্টব্যঃ মহিমাচন্দ্র মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ (২য় সং। ১৯০০ খৃীঃ। পৃঃ ১২-১৬)]।

গ্রাম = সঙ্গীতের বিবিধ স্বর—ষড়্জ (স), গান্ধার (গ) ও মধ্যম (ম)।

ঘটক = 'ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা। দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥' —[শাক্তানন্দতরঙ্গিণী]।

ঘাঘর = বাদ্যবিশেষ।

ঘেটেল = [< ঘাটোয়াল] পাটনী।

ঘোঁড়ারু = দ্রুতগামী বৃহদাকৃতি হরিণ।

ঙ-কার = তন্ত্রে পরমকুণ্ডলী।

চক = চতুষ্কোণ স্থান।

চতুর্ম্মুখ = কবিরাজী ঔষধবিশেষ।

চণ্ডাবিনাশিনী = শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যানুচর-নাশিনী।

চন্দ্রবাণ = আতসবাজী, হাউই।

চবুতরা = [< চত্বর] দালান, দাওয়া, কোতোয়ালের থানা।

চষক-চুম্বিকা = মদ্যপায়িনী।

চানূর = কংসের মল্ল।

চিতগামী = কামদেব।

চীরা = বস্ত্র।

চেলা = শিষ্য, ক্রীতদাস।

চোয়াড় = বর্ব্বর, নিষ্ঠুর।

চৌতিশা = বর্ণানুক্রমিক পদ্যে দেবতাবিশেষের স্তুতি।

ছাবাল = বালক।

ছায়া = সূর্য্যপত্নী, মহামায়া, দুর্গা।

ছিলিমিলি = মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত স্ফটিক প্রভৃতির জপমালা।

জলাপিপী = পক্ষীবিশেষ।

জাঙ্গাল = সেতু।

জাগরণ = যে-সকল মঙ্গলকাব্য রাত্রে গীত হয়, তাহাদিগের নাম 'জাগরণ'।

জিহি = জিহ্বা।

জীবন্যাসমন্ত্র = দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র।

জুজু = শিশুদিগের ভীতিপ্রদর্শনার্থ অনুকারজাত শব্দ।

জোহার = [< জয়কার] নমস্কার।

ঝক = মৎস্যবিশেষ।

ঝিউড়ী-বহুড়ী = পরস্পর সংযুক্ত শব্দদ্বয়—বৌ-ঝি [ঝিউড়ী < ঝিয়ারী (ঝি+আকার+ইক+আ) : বহুড়ী < বধূটিকা (বধূ+ট+ইক+আ) অথবা < বহুআরী (ব্যবহারিকা, ক্রীতদাসী অর্থে)]।

ঞকার = ঘর্ঘর শব্দ, গায়ক, ঘোরনাদ, পরমকুণ্ডলী [তন্ত্রে], অনাসক্ত চিত্ত।

টমক = শব্দ, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

টাকর = মুষ্টি।

টাল = প্রবঞ্চনা করা।

টিটিকার = ধিক্কার।

ঠকঠকে = দায়ে।

ঠেটা = দুর্ব্বৃত্ত।

ডম্ফ = খঞ্জনীর মত একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

ডম্বরু = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ডাগর = বৃহৎ, দীর্ঘ।

ডামরবিদিত = যোগ-শিব-দুর্গা-সারস্বত-ব্রহ্ম-গন্ধর্ব্ব-ডামর নামক তন্ত্র-শাস্ত্রসমূহ।

ডেঙ্গর = বৃহদাকৃতি উৎকুন।

ঢঙ্গনাশা = দুর্ব্বৃত্তনাশকারী।

ঢেঁটা = দুঃশীল।

ঢেকা = ধাক্কা।

ঢেমসা = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেসা = প্রবঞ্চনা।

ণ = চৈতন্য, জ্ঞান।

ণ-কার = শিব, মহাশক্তি।

ণ-ত্ব = ণ-কারের ভাব।

ণ-স্বরূপা = মহাশক্তিরূপা।

তমী = রাত্রি।

তরতম = ভালমন্দ।

তল্প = শয্যা।

তস্য, তচ্ছ = [< তস্য] তাহার।

তারকব্রহ্ম = রামনামযুক্ত ষড়াক্ষর মন্ত্র। 'অনন্তোহগ্ন্যাসনঃ সেন্দুর্ব্বীজং-রামায় হৃন্মনুঃ। ষড়াক্ষরোহয়মাদিষ্টো ভজতাং কামদো মনুঃ॥ সর্ব্বেষাং রামমন্ত্রাণাং মন্ত্ররাজঃ ষড়াক্ষরঃ। তারকব্রহ্ম চেত্যুক্তং তেন পূজা প্রশস্যতে॥'
—রামায়ণচন্দ্রিকা।

তুম্বীফল = অলাবু, লাউ।

তুলসী = মহালক্ষ্মীর অংশে সত্যযুগে ধর্ম্মধ্বজ ও মাধবীর কন্যা। ইনি পূর্ব্বসম্পর্কে দ্রৌপদীর জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী। ইনি শ্রীরাধার সখী বিরজা।

একদা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপগতা হওয়ায় ইনি রুষ্টা রাধিকা কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হন এবং কৃষ্ণকে পতিকামনা করিয়া সুকঠোর তপস্যা করেন। পরে ইনি শঙ্খচূড়ের পত্নী হন। শঙ্খচূড়ের বধার্থ শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর সতীত্বনাশ করিলে অভিশপ্ত হইয়া শীলারূপ ধারণ করেন এবং কৃষ্ণের বরে তুলসীও কৃষ্ণপ্রিয়া বৃক্ষে পরিণতা হন।

তৃণাবর্ত্ত = শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত ঘূর্ণীবাত্যারূপী কংস-চর।

ত্রিকুল = 'পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানং তু ক্ষেমকম্। উচিতন্তু সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥' —[মহিমা মজুমদার—গৌড়ে ব্রাহ্মণ। ২য় সং। ১৯০০ খৃীঃ। পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য]।

ত্রিপুর = তারকাসুরের পুত্রত্রয়াধিকৃত ময়দানব-নির্ম্মিত স্বর্ণরৌপ্যলৌহময় পুরীত্রয়।

থকার = পর্ব্বত, প্রস্তর, স্থির।

থুতি = চিবুক।

দড় = [< দৃঢ়] যৌবনকাল, সমর্থ।

দর = দহ।

দর্ব্বি = হাতা।

দলপিপী = ['পি' 'পি' অনুকরণে] জলচরপক্ষীবিশেষ, যাহারা দল বাঁধিয়া ডাকে।

দাক্ষায়ণী = দক্ষ-কন্যা।

দানী = যে শুল্ক গ্রহণ করে।

দাবানল = দাবাগ্নিতে ব্রজ দগ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবাগ্নি পান করেন।

দায়ধরা = কারারুদ্ধ অধমর্ণ।

দিকপাল = দশদিকপতি—ইন্দ্র (পূর্ব্ব), বরুণ (পশ্চিম), কুবের (উত্তর), যম (দক্ষিণ), অগ্নি (দক্ষিণ-পূর্ব্ব), বায়ু (উত্তর-পূর্ব্ব), ঈশান (উত্তর-পশ্চিম), নৈঋত (দক্ষিণ-পশ্চিম), ব্রহ্মা (ঊর্দ্ধ) এবং অনন্ত (অধঃ)।

দুণ = দ্বিগুণ।

দোপট = পথের উভয় পার্শ্বে।

দোহার = যাহারা গানের ধুয়া ধরে।

দ্রৌপদী = একজন্মে বেদবতী, অপর দুই জন্মে সীতা ও দ্রৌপদী। কুশধ্বজ-জায়া মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বেদবতী। তপোরতা ইঁহাকে রাবণ স্পর্শ করিলে, ইনি রাবণকে বংশনাশের অভিশাপ দিয়া দেহত্যাগ করেন ও পরজন্মে সীতা হন। রাবণ ছায়াসীতা হরণ করিয়া সবংশে নষ্ট হন। এই ছায়াসীতাই লঙ্কাযুদ্ধের পর শিবের নিকট পাঁচবার বরপ্রার্থনা করেন। ইনিই পরে যাজ্ঞসেনী হন।

দ্বারকা = গুর্জ্জরদেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বীপে দ্বাদশ-যোজন পরিমিত গড়।

দ্বারহস্তী = শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত কুবলয়াপীড় নামক হস্তী।

দ্বীপ = সপ্তসংখ্যক—জম্বু, প্লাক্ষা, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।

ধাড়ী = [<ধাট্, ধাড়—আক্রমণ অর্থে] দলপতি।

ধুকধকী = কণ্ঠহারে সংলগ্ন দোলক [= Pendant] ।

ধুতি = (কদর্থে) উৎকোচ, ঘুষ।

ধুম = আড়ম্বর।

ধেড়ে = মৎস্যখাদক ভাম বা ভোঁদড় জাতীয় জীব।

নকুল = সিদ্ধিসেবনের পর ভোক্তব্য রুচিকর খাদ্য।

নটশীল = দুষ্টপ্রকৃতি।

নাফানী = যৌবনগর্ব্বিতা নারী।

নাট = অভিনয়।

নাটক = নর্ত্তক।

নায়ক = যাহার গৃহে মঙ্গলকাব্য গীত হয়।

নারসিংহী = নৃসিংহের শক্তিযুক্তা দেবী।

নারায়ণী = কারণবারিশায়ী নারায়ণের ললাটোদ্ভবা তেজোরূপিণী ভগবতী।

নিছনি = বালাই, অশুভ, বরণের মাঙ্গল্য দ্রব্য।

নিশা = [< নিশানা] লক্ষ্য।

নীক = ক্ষুদ্র উৎকুন।

পঞ্চতপ = কঠোর তপস্যা। গ্রীষ্মে সূর্য্য ও চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে, বর্ষায় বৃষ্টির মধ্যে এবং শীতকালে জলের মধ্যে অবস্থান করিয়া যে-তপস্যা করা হয়।

পঞ্চমবেদ = মহাভারত। বেদে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার না থাকাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের তুল্য ফলশ্রুতিযুক্ত মহাভারত রচনা করেন।

পদ্মাসন = আসন-বন্ধ বিশেষ। 'সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি ন্যসেত্ততঃ। দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টাদ্বিধানবিৎ পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু শাস্যতে।'

পয়দল = পদাতিক সৈন্য।

পর = প্রহর।

পরলোক = ভূ-ভুবঃ-স্বঃ-সত্য-তপঃ-মহঃ-জন—এই সপ্ত উর্দ্ধলোক।

পর্ব্ব = অমাবস্যা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি।

পাঁচালি = [< পঞ্চালিকা] মঙ্গল-গান।

পাঁতার = পাথার, সাগর।

পাকড়ি = পাপড়ি।

পাকসাট = পাখার দ্বারা আঘাত করা।

পাকিমালা = তৈলনিষেকে সুদৃঢ়ীকৃত মালা।

পাকে = কারণে।

পাড়াপাড়ি = কলহ।

পান = আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

পানা = পানকরস, সরবৎ।

পারা = যেন, মনে হয়, তুল্য।

পালা = [< √পালি] নির্দ্দিষ্ট দিনে গেয় মঙ্গলকাব্যের অংশ বিশেষ।

পুঁড়াশুর-ঘাঁটু = [< পৌণ্ড্রাশুর বা পুণ্ডাশুর; 'পৌণ্ড্র' এক জাতীয় ইক্ষু (পুঁড়ি আক)। < ঘণ্টাকর্ণ] ইক্ষুচাষযন্ত্রাধিষ্ঠিত দেবতা এবং চর্ম্মরোগবিনাশক দেবতা।

পুতনা = কংসের চেড়ী, অঘা এবং বকাসুরের ভগিনী।

পুনর্ব্বিয়া = বিবাহের পর কন্যার প্রথম রজদর্শনোৎসব।

পুরশ্চরণ = অভিষ্টসিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত পঞ্চাঙ্গ [জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, ব্রাহ্মণভোজন] পূজা।

পুরাণ = অষ্টাদশ সংখ্যক—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়,

মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ সংখ্যক উপপুরাণ আছে।

পূষণ = সূর্য্য।

পোয়া = ঢেঁকির উভয়পার্শ্বে হাঁড়িকাঠের মত অংশ যাহাতে আঁকশলী [=Pivot] থাকে।

প্রপঞ্চ = ভ্রম, মায়া।

প্রবর = গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

প্রলম্ব = কংসানুচর অসুর।

প্রহার = তাড়না, আক্ষেপ।

ফটকা = বিনিময়।

ফণ্ন = ফণা।

ফাঁফর = কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

ফুলবাণ = কামদেবের পঞ্চসংখ্যক শর—'সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥' 'শোষণো মোহনশ্চৈব মাদনস্তাপনস্তথা। মারণশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ শরাঃ পঞ্চ মনোভুবঃ॥'

ফের = বিপদ।

ফেরফার = ছলনা।

ফেরবে = ফেউ শব্দ।

ফেরু = শৃগাল।

বঙ্খুর = বক্র।

বৎসাসুর = শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত গোবৎসরূপী কংসচর।

বন্দ্য = বন্দনীয়, পূজনীয়, উপাধিবিশেষ।

বর্ণিনী = নারী।

বলি = বিরোচনের পুত্র। বামনরূপী ভগবান ইঁহাকে দমন করেন।

বসুদেব-দেবকী = বসুদেব যদুবংশীয় মীঢ়-মরিষার পুত্র এবং দেবকী মহাভোজবংশীয় কংসের পিতৃব্য-ভগিনী। ইঁহারা প্রথম জন্মে পৃশ্নি-সুতপা, দ্বিতীয়ে কশ্যপ-অদিতি এবং তৃতীয়ে বসুদেব-দেবকী। কংস কর্ত্তৃক ইঁহারা কারাগারে শৃঙ্খলিত হন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

বহিত্র = [>বহিত্র] সমুদ্রগামী বড় নৌকা।

বাইশী = বাইশ জন লইয়া গঠিত।

বাছনি = বৎস, বিচার।

বাণ = তীর, আতসবাজী (চন্দ্রবাণ)।

বায়েন = বাদক।

বারমাস্যা = দুঃখবিধুরা নায়িকার বারমাসের দুঃখবর্ণনাত্মক কাব্য।

বারাহী = বরাহরূপিণী শক্তি।

বারি = [আধার অর্থে] ঘট।

বালা = কুমারী, সুন্দরী।

বাসি = মনে করি।

বিড়া = গুচ্ছ।

বিশাই = বিশ্বকর্ম্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা 'প্রজাপতি ব্রহ্মা'-র আর এক প্রকাশ। 'ত্বশতর' হইলেন বেদে বর্ণিত স্বর্গের কারিগর। ইনি বিশ্বকর্ম্মার বৈদিক প্রতিমূর্ত্তি। পুরাণাদিতে বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী ও কারিগরদিগের পৃষ্ঠপোষক দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপাদোদক = গঙ্গা একদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দর্শাইলে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া বিষ্ণুপদাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সমস্ত লোক জলশূন্য হইলে বিষ্ণুর আদেশে তিনি তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র হইতে নির্গতা হন।

বুড়া = ডুবা।

বেনা-ঝোড় = ছোটগাছের ঝোপ।

বেসাতি = কিনিবার সামগ্রী।

বৈপিত্র = বি-পিতৃজ।

বৈষ্ণবী = বিষ্ণুশক্তি, দুর্গা।

বোঁদেলা = বুন্দেলখণ্ডবাসী পেশাদার সৈন্য।

ব্যাজ = বিলম্ব।

ব্রহ্মাডিম্ব = ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রাহ্মী = ব্রহ্মস্বরূপিণী।

ভব = শিব, বিশ্ব।

ভরা = বোঝা।

ভাগ = সমূহ, বলি, বেদ, দেবতা। \

ভায় = প্রতিভাত হয়।

ভার্গব = শুক্রাচার্য্য।

ভুবন = চতুর্দ্দশ সংখ্যক—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল।

ভুরা = রাঢ় অঞ্চলে শুষ্ক গুড় হইতে প্রস্তুত রক্তবর্ণ চিনি।

ভূঁয়েস = মৃত্তিকাগহ্বরবাসী প্রাণী।

ভুচালা = ভূমিকম্প।

ভূতশুদ্ধি = দেবপূজার অঙ্গবিশেষ।

ভূর = ছলনা।

ভেকো = নির্ব্বোধ।

ভেড়ে = মূর্খ, নির্ব্বোধ।

ভেদ = ইঙ্গিত, বিবরণ।

ভেদা = ন্যাদস মাছ।

ভৈরব = মহাদেবের দেহসম্ভূত অষ্টসংখ্যক [রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ এবং সংহার] মূর্ত্তি।

ভেঃরঙ্গ = তুরী, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মণিকর্ণিকা = কাশীস্থ তীর্থ। বিষ্ণুর তপোদর্শনে বিস্মিত শিবের কর্ণভূষণ-[মণিকর্ণিকা]-এর নাম হইতে এই তীর্থের নাম হইয়াছে। 'মম কর্ণাৎ পপাতয়েৎ যদা চ মণিকর্ণিকা। তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতস্তু মণিকর্ণিকা॥'।

মৎস্যরঙ্ক = মাছরাঙ্গা পাখী।

মনঃশিলা = খনিজ পদার্থবিশেষ।

ময় = নির্ম্মিত, ব্যাপ্ত, পূর্ণ।

মহাবিদ্যা = দশসংখ্যক—কালী, তারা, যোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা।

মানাও = মিটমাট কর, মান্য কর, সমাদর কর।

মাল = [< মল্ল] কুস্তীগীর।

মালীর মালা = কংসের মালাকার সুদাম। ইনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মাল্য-ভূষিত করেন।

মিশাল = মিশ্রিত।

মুণ্ডাবিনাশিনী = 'মুণ্ড' নামক দৈত্য-নাশিনী।

মূর্চ্ছনা = একবিংশ সংখ্যক—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবিরী, খণ্ডমধ্যা, পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, সন্তা, কলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, স্বেদরী, সুরা, নাদাবতী এবং বিশালা।

মৃত্তিকাভক্ষণ = শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় মৃত্তিকাভোজন এবং মুখবিবর প্রদর্শন ছলে যশোদাকে তন্মধ্যে বিশ্ব দর্শায়ন।

মেঘডম্বুর = [< মেঘাড়ম্বর] শাড়ীর নাম।

মেনে = বাক্যালঙ্কার বিশেষ।

মেলানীভার = বরকন্যার বিদায়কালে প্রদত্ত উপহার দ্রব্যজাত।

মোচঙ্গ = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

মোনা = ঢেঁকির মুসলীর অগ্রভাগের লৌহ।

মোরছল, মোরছা = ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী।

যজ্ঞরূপা = ধর্ম্মরূপা।

যজ্ঞিকান্ন = ক্ষুধার্ত্ত গোপগণকে একদা ব্রাহ্মণপত্নীগণ আঙ্গিরস যজ্ঞের চরু ভোজন করাইয়াছিলেন।

যবযুত = বেগযুক্ত।

যম = কৃতান্ত, ঋগ্বেদে প্রোক্ত স্বর্গের দেবতা, যিনি পুণ্যাত্মাদিগকে মৃত্যুর পর পুরস্কৃত করেন। —[R. C. Dutt—*Ancient India*. P. 75].

যমতা = মৃত্যু।

যমধার = উভয়দিকে শাণিত তরবারিবিশেষ।

যমলার্জ্জুন = নারদাভিশপ্ত বৃক্ষীভূত কুবেরনন্দনদ্বয়, নলকূবর ও মণিগ্রীব। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে শাপমুক্ত করেন।

যাদোগণেশ্বর = সমুদ্রপতি।

যুবজানি = যুবতী জানি (স্ত্রী) যাহার।

যোগপট্ট = উত্তরীয়।

যোগিনী = চৌষট্টি সংখ্যক—নারায়ণী, গৌরী, শাকম্ভরী, ভীমা, রক্তদন্তিকা, ভ্রামরী, পার্ব্বতী, দুর্গা, কাত্যায়নী, মহাদেবী, চণ্ডঘটা, মহাবিদ্যা, মহাতপা, সাবিত্রী, ব্রহ্মবাদিনী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, রুদ্রাণী, কৃপাপিঙ্গলা, অগ্নিজবালা, রৌদ্রমুখী, কালরাত্রি, তপস্বিনী, মেঘস্বনা, সহস্রাক্ষী, বিষ্ণুমায়া, জলোদরী, মহোদরী, মুক্তকেশী, ঘোররূপা, মহাবলা, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, বিদ্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, অম্বিকা, যোগিনী, ডাকিনী, শাকিনী, হারিণী, হাকিনী, লাকিনী, ত্রিদশেশ্বরী, মহাষষ্ঠী, সর্ব্বমঙ্গলা, লজ্জা, কৌষিকী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, নারসিংহী, বারাহী, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বিষ্ণুমায়া এবং মাতৃকা।

রক্তবীজ = শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি।

রঙ্গচিঙ্গা = বর্ণাঢ্য, কৌতুকী।

রণ্ডা = বিধবা।

রস = (ক) আস্বাদন রস [লবণাম্লমধুরকটুতিক্তকষায়] (খ) আধ্যাত্মিকরস [শান্তদাস্যসৌখ্যবাৎসল্যমধুর] (গ) কাব্যরস [শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতহাস্য-ভয়ানকবীভৎসরৌদ্রশান্ত]।

রসন = মেখলা, কাঞ্চী।

রসোদ্গার = রাসলীলার পরও মনোবাসনার অপূর্ণতাবিধায় পুনর্মিলনের আবেশ।

রাজবাতি = নেয়াপাতি।

রাজাই = রাজত্ব।

রাড়াবাড়ি = ইতরামি।

রামজনী = বেশ্যা, নর্ত্তকী।

রায় বাঁশ, রায়বেঁশে = বাঁশের সুদীর্ঘ দণ্ড; তদ্বিষয়ে দক্ষ লাঠিয়াল।

রায়বাঘিনী = উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোক। জনশ্রুতি যে, বীরত্বের জন্য ভূরসুটের রাণী ভবশঙ্করী সম্রাট আকবরের নিকট হইতে এই উপাধি পাইয়াছিলেন ['কবিজীবনী' দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৪] কিন্তু এই জনরব সন্দেহাতীত নহে।

রায়বার = স্তুতি।

রাহুত = অশ্বারোহী সৈনিক।

রুক্মিণী = ভীষ্মকদুহিতা ও শ্রীকৃষ্ণপত্নী।

রৌরব = রুরু নামক মহাদৈত্যের প্রাণ লইয়া সৃষ্ট নরক।

লগ্নপত্র = জ্যোতিষ-গণনায় নির্দ্ধারিত বিবাহের শুভ কালজ্ঞাপক পত্র।

লম্বিমালা = জপমালা।

লহু = রক্ত।

লাক্ষা = (দ্যোতনায়) রক্তবর্ণ।

লেজা = বল্লম, যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

শকট = শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত শকটরূপী কংসচর।

শতচ্ছদ = পদ্ম।

শাকম্ভরী = শিবা, দুর্গা।

শালগ্রাম = তুলসী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত বজ্রকীটদষ্ট চক্রযুক্ত গণ্ডকীশিলারূপী নারায়ণ।

শীধুধরাননা = [শীধু=পক্ব ইক্ষুরসজাত মদ্য, তদর্থে অমৃত ; শীধুধর =চন্দ্র] চন্দ্রাননা।

শেজ = শয্যা।

শ্রীরামখানি = শাড়ীর নাম বিশেষ।

শ্রুতি = (ক) বেদ, (খ) তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দ্রা ইত্যাদি সঙ্গীতের স্বর হইতে স্বরান্তর গমনকালীন সূক্ষ্ম স্বর।

ষট্‌পদবরণী = ভ্রমরবর্ণা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা।

ষড়ঋতুবিলাসিনী = ছয় ঋতু-[গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত]-তে যিনি বিলাস করেন।

ষড়রাগ = সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত ছয় মূল রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। (ক) ভৈরব [বঙ্গালী, ভৈরবী, মধ্যম, সিন্ধুরী, মধুমাধবী, বরারি] (খ) মালকোষ [টোড়ী, মাঝ, খম্ভাবতী, গৌরী, গুণকরী, ককুভা] (গ) হিন্দোল [রামকিরি, পঠমঞ্জরী, ললিত, বেহাগড়া, দেশাখ, বেলাবলী] (ঘ) দীপক [দেশকাফী, কেদারা, কানাড়া, নট, কামোদী] (ঙ) শ্রী [বসন্ত, মালবী, দেবগান্ধার, মালশ্রী, আশাবরী, ধানশ্রী] (চ) মেঘ [মল্লারী, গুর্জ্জরী, দেশকাল

ভূপালী, সুরটী, টঙ্কী]। —সঙ্গীতমুক্তাবলী [নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত। ১৮৯৪ খ্রীঃ]।

ষষ্ঠী = আদ্যা প্রকৃতির অংশজাত ষড়াননগৃহিণী সূতিকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সঙ্কেতস্থান = গোপনমিলনের স্থল।

সঙ্গীত = 'গীতং বাদ্যং নর্ত্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে'। ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের চারি পর্য্যায়ঃ (ক) তত [তন্ত্র্যাদিনির্ম্মিত। যথা, বীণা (ব্রহ্ম-রুদ্র-ভরত-বিচিত্র বীণা ইত্যাদি), একতারা, দোতারা, সেতার (আমীর খুসরু কৃত ও তৎকর্ত্তৃক প্রচলিত পারস্যদেশীয় 'ত্রিতার' যন্ত্রের রূপান্তর), তম্বুরা (> তানপুরা। প্রাচীন 'তম্বুরু' বীণার অনুরূপ), রবাব ('রুদ্র বীণা'র অনুরূপ=য়ুরোপীয় 'রেবেক' বাদ্যযন্ত্র। তানসেন কর্ত্তৃক রূপান্তরিত। মতান্তরে বসুদাগ্রামী আবদুল্লা ইহার সৃষ্টি করিয়া 'রুবের' নাম রাখেন।)]। (খ) শুষির [ফুৎকৃত। যথা, বাঁশী, সানাই ইত্যাদি]। (গ) আনদ্ধ [চর্ম্মাচ্ছাদিত। যথা, কাড়া, ডম্বরু, দামামা, দুন্দুভি, নাগারা, মুরজ, মৃদঙ্গ, ভেরী ইত্যাদি]। (ঘ) ঘন [ধাত্বাদিনির্ম্মিত। যথা, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, নূপুর, মন্দিরা ইত্যাদি]। —[শার্ঙ্গদেব—সঙ্গীত-রত্নাকর (বাদ্যাধ্যায়)। যুগান্তর (২৫-১২-১৯৫৩)]।

সমাজ = সভা।

সমাধি = অষ্টাঙ্গ [যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি] যোগের অন্যতম অঙ্গ।

সহেলী = সখী।

সাগর = সপ্তসংখ্যক—'লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ'।

সাট = সঙ্কেত।

সামাই = প্রবেশ করি।

সীতাকোল = শ্রীকাকুলম্ [Chicacole] নামক দেশ।

সুরবরা = সুরশ্রেষ্ঠা।

সুসার = সুব্যবস্থা, সুযোগ।

সৃক্ক = ওষ্ঠপ্রান্ত।

সেঁউতি = নৌকার জলসেচন-পাত্র।

সোঁসর = অবলম্বন, সঙ্গী।

সোমযাজী = সোমযজ্ঞকারী। [সোমরস পানাঙ্গক ত্রিবর্ষব্যাপী যজ্ঞকে সোমযজ্ঞ বলে।]।

স্বস্তি = মঙ্গলকার্য্যের পূর্ব্বে স্বস্তি, ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ—এই শব্দত্রয় উচ্চারিত হয়।

হড়পী = সাপুড়িয়ার ঝুড়ি।

হব্যকব্য = [হব্য = হবনীয় দ্রব্য, কব্য=পিতৃশ্রাদ্ধীয় দ্রব্য] যজ্ঞের উপকরণ।

হাড়ি = হাড়, কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ।

হাড়ি-ঝি = তন্ত্রসিদ্ধা হাড়িজাতীয়া স্ত্রীলোক। [তুলনীয়—প্রেতাপসারণের অর্ব্বাচীন মন্ত্রঃ 'হাড়ি-ঝী চণ্ডীর আজ্ঞা'।]।

হাপা = জন্তুবিশেষ।

হাপু = দুশ্চিন্তা, প্রমাদ।

হায়ন = বৎসর।

হিতাশী = মঙ্গলকামী।

হুল = ধনুকের অগ্রভাগ।

হুলায় = তাড়িত করা।

হেট = নিম্নাঙ্গ।

হেমন্ত = হিমালয়।

হেরম্ব-জননী = গণেশমাতা।

২৫ ॥ খিল ভারতচন্দ্র

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর একাধিক পুঁথি এবং সুপ্রচুর মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়। কোন প্রাচীন কবির রচনা এইরূপ সুলভ হইলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই! কয়েকটি পুঁথি এবং মুদ্রিত রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

য়ুরোপে সংগৃহীত পুঁথিঃ

(ক) নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেড কর্তৃক সংগৃহীত ও ব্রিটিশ মিউজিয়ম্‌-(লণ্ডন)-এ সংরক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথি (নং **'অতিরিক্ত ৫৬৬০এ'** ; লিপিকাল ১১৮৩ বঙ্গাব্দ=১৭৭৬ খ্রীঃ [১])। মিউজিয়মে রক্ষিত অপর কালিকামঙ্গল পুঁথিটি (নং **'অতিরিক্ত ৫৬৬০বি'**) খণ্ডিত।

(খ) অগস্তিন্‌ ওসাঁ (Augustin Ouessaint) কর্তৃক সংগৃহীত ও বিব্লিওথেক্‌ নাসিওনেল-(প্যারিস)-এ সংরক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথি (নং **'ইণ্ডিয়েন ৭১৯'** ; লিপিকাল ১১৯১ বঙ্গাব্দ=১৭৮৪ খ্রীঃ [২])।

(গ) ইণ্ডিয়া অফিস (লণ্ডন) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিদ্যাসুন্দর পুঁথি—নং **'এস্‌ ২৮১১এ'** (স্যার্‌ চার্লস উইল্‌কিন্স্‌ কর্তৃক সংগৃহীত [৩]), নং **'এস্‌ ২৮৯২'** (জন্‌ লেডেন্‌ কর্তৃক সংগৃহীত [৪]), নং **'এস্‌ ২৮৪৭'** (জেন্‌ লেডেন্‌ কর্তৃক সংগৃহীত [৫])। পুঁথি তিনখানির লিপিকাল খ্রীঃ ১৯ শতক।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথিঃ

(ক) বিদ্যাসুন্দর পুঁথি নং **'জি৫৬৬৭-৭-এচ্‌ ৩'** (১১৯৪ বঙ্গাব্দ=১৭৮৭ খ্রীঃ [৬])।

(খ) কালিকামঙ্গল পুঁথি নং **'জি৫৩৬১-৬-সি ১'** (১২১২ বঙ্গাব্দ=১৮০৫ খ্রীঃ [৭])।

(গ) অন্নদামঙ্গল পুঁথি নং **'জি৫৪১৯-৬-সি ৬'** (১৭০৫-০৬ শকাব্দ=১৭৮৩-৮৪ খ্রীঃ [৮])।

শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিঃ

নং ৩৫ [অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)। পৃঃ ১-৪৩ সম্পূর্ণ। ১২০৭ সাল=১৮০০ খ্রীঃ। লেখক মুচিরাম দেব।]; নং ৪৪৮ [বিদ্যাসুন্দর (কবি ভারতচন্দ্র)। পৃঃ ২-৪৯ খণ্ডিত। ১২২২ সাল=১৮১৫ খ্রীঃ। লেখক শিবচরণ দত্ত]। [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা (১ম খণ্ড। ১৩৫২ সাল। পৃঃ ৩, ৩০)]।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিঃ

*নং **৮৮৮** [কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। পৃঃ ১-৪৯। সম্পূর্ণ। ১২০৪ সাল=১৭৯৭ খ্রীঃ। লেখক গঙ্গাপ্রসাদ দেব শর্ম্মা, কয়বাপু, পং খণ্ডঘোষ, বর্দ্ধমান।]; নং **৮৮৯** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ১-৫৯। সম্পূর্ণ। শক ১৭৫১= ১৮০৯ খ্রীঃ। লেখক রামানন্দ দেব শর্ম্মা।]; নং **৮৯০** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ১-৬৪। সম্পূর্ণ। ১২৩৯ সাল=১৮৩২ খ্রীঃ। লেখক যুগলকিশোর ভাতয়ন।]; নং **৮৯১** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ২-১৯, ২২-২৭, ২৯-৪২। খণ্ডিত।]; নং **৮৯২** [অন্নপূর্ণামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। পৃঃ ১-৩৭। খণ্ডিত।]; নং **৮৯৩** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ১-১৪। খণ্ডিত।]; *নং **৯৫৪** [অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর-মানসিংহ। পৃঃ ১-২৬৮, ২৭১-৮২, ২৮৫-৪৯৩। খণ্ডিত। সন ১২২৮ সাল =১৮২১ খ্রীঃ। বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত।]; নং **৯৬১** [কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। পৃঃ ১-৯, ১২-৮৬। খণ্ডিত। ১২৩১ সাল=১৮২৪ খ্রীঃ। লেখক বলরাম মজুমদার, পাঁচড়া, বর্দ্ধমান।]; *নং **১৪০১** [কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর)। পৃঃ ২-৫১। খণ্ডিত। সন ১২০৯ সাল=১৮০২ খ্রীঃ। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত।]; নং **১৪০২** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ১-৩৪, ৩৬-৬১। খণ্ডিত। চক্রধরপুরে প্রাপ্ত।]; নং **১৪০৩** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ৩-৬, ৮-৩৬, ৩৮-৪০, ৪২-৪৫, ৪৭-৭৩। খণ্ডিত। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত।]; নং **২৫৪০** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ১-২৫, ২৯-৩৪, ৪২-৪৪, ৫০-৫১, ৫৬-৬৬, ৮১-৮২, ৯১-১০৫। খণ্ডিত।]; **নং ২৫৮৫** [অন্নদামঙ্গল। পৃঃ ১-৫, ১-৭৪। খণ্ডিত।]; নং **২৬৩৩** [অন্নদামঙ্গল। পৃঃ ৩৩-৩০৪, ৫-৬২, ৬৫-২৬৭, ২৭০-৭৯, ২৯০-৩৬৬। খণ্ডিত।]।

*চিহ্নিত পুঁথিগুলি ও অপর একখানি পুঁথি [অন্নদামঙ্গল। ১১৯২ সাল=১৭৮৫ খ্রীঃ। ১৮শ শতকের কবি গঙ্গারাম দত্তের বংশাবতংস শ্রীযুত

সুকুমার দত্তের নিকট রক্ষিত। দ্রষ্টব্যঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৪৮ ভাগ (২-৩ সং), ৪৯ ভাগ (২ সং)।] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংস্করণ যুগল-[১৩৪৯, ১৩৫৬ সাল]-এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথিঃ

(ক) অন্নদামঙ্গল পুঁথি—নং **১৭২৭** [অন্নপূর্ণামঙ্গল। পৃঃ ১-৬]; নং **২৩০২** [পৃঃ ১-৩৭; ১২৪৭ সাল=১৮৪০ খ্রীঃ]; নং **২৭৪৫** [পৃঃ ২১-৫৩, ৫৯-৬৮; ১১০৬ সাল=১৬৯৯ খ্রীঃ(?)]; নং **৫৩১৩** [পৃঃ ২-৭]; নং **৬০১৩** [পৃঃ ২৫-২৭, ৩৩-৪১, ৫১-৫২]।

(খ) কালিকামঙ্গল পুঁথি—নং **১৩৩৩** [পৃঃ ১-৬, ৮-১৯, ২০-২২; ১২৪০ সাল=১৮৩৩ খ্রীঃ]; নং **১৭৩৪** [পৃঃ ১-৫৩; ১২৪৬ সাল= ১৮৪৯ খ্রীঃ]; নং **১৮২০** [পৃঃ ১-২৩]; নং **১৯২০** [পৃঃ ৩-৪, ৭-৪৬; ১২৬৫ সাল=১৮৫৮ খ্রীঃ]; নং **২৩০৬** [পৃঃ ১-৫৫, ৬২]; নং **২৩১২** [পৃঃ ২-১০, ১২-৫৭; ১২২৮ সাল=১৮২১ খ্রীঃ]; নং **৩২১৭** [পৃঃ ৩-৪৭]; নং **৪৪৭৬** [পৃঃ ১-৪৭]; নং **৪৬০৮** [পৃঃ ১-২৪]; নং **৫৪৪৬** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ৫৬-৫৯]; নং **৫৬৩২** [বিদ্যাসুন্দর। পৃঃ ২, ৪, ৬-৬৫]; নং **৬০৪৫** [পৃঃ ৫-৭৫]; নং **৬১৬৮** [পৃঃ ৫৯]।

বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বিদ্যাভবন-গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুঁথিঃ

কালিকামঙ্গল পুঁথি—নং **১৩৪** [খণ্ডিত। পত্র ১৩]; নং **১৩৫** [খণ্ডিত। পত্র ২১]; নং **১৩৬** [খণ্ডিত। পত্র ১৮]; নং **৫২২** [খণ্ডিত। পত্র ৪২]; নং **৫২৩** ['বিদ্যাসুন্দর'। খণ্ডিত। পত্র ২৩। ১২১৫ সাল=১৮০৮ খ্রীঃ। লিপিকর গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।]: নং **১০০৫** [ত (=তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ নং) ৯৮। খণ্ডিত। পত্র ১৫]: নং **১০০৬** [ত ১০৯। খণ্ডিত। পত্র ৯]; নং **১০০৭** [ত ১১৮। খণ্ডিত। পত্র ২৫]; নং **১০০৮** [ত ২২৩। 'অন্নদামঙ্গল'। খণ্ডিত। পত্র ১]; নং **২২৬৬** [খণ্ডিত। পত্র ৭২]; নং **২২৬৭** ['বিদ্যাসুন্দর'। খণ্ডিত। পত্র ৫৯। ১২৪৬ সাল=১৮৩৯ খ্রীঃ।]; নং **২২৬৮** [খণ্ডিত। পত্র ২]; নং **৩০২৭** [খণ্ডিত। পত্র ৪০]; নং **৩১৪৬** [সম্পূর্ণ। পত্র ৫০। ১২১৭ সাল (১৭ বৈশাখ)=১৮১০ খ্রীঃ। লিপিকর

পাঠক শ্রী ভবানন্দ দত্ত।]; নং ৩১১৬ ['বিদ্যাস‍ুন্দর'। খণ্ডিত। পত্র ৫৯। ১২৪৭ সাল (১৪ জ্যৈষ্ঠ)=১৮৪০ খ‍্রীঃ।]; নং ৩৩৪৯ ['বিদ্যাস‍ুন্দর'। খণ্ডিত। পত্র ৬]; নং ৩৩৮১ ['বিদ্যাস‍ুন্দর'। প‍ুস্তকাকারে গ্রথিত ও মধ্যে মধ্যে কালির দ্বারা অঙ্কিত চিত্রশোভিত। খণ্ডিত। প‍ৃঃ ৯-৬৩]; নং ৪৩৫৩ [খণ্ডিত। পত্র ১১]; নং ৪৪১৬ ['বিদ্যাস‍ুন্দর'। সম্প‍ূর্ণ। পত্র ৪৮। ১২২২ সাল (১৬ চৈত্র)=১৮১৫ খ‍্রীঃ। লিপিকর আশানন্দ অধিকারী।]; নং ৪৫৬৯ [খণ্ডিত। পত্র ৩২]; নং ৪৬৪৫ [খণ্ডিত। পত্র ২]; নং ৪৭০৭ [খণ্ডিত। পত্র ১০]; নং ৪৭০৮ [খণ্ডিত। পত্র ২০]; নং ৪৮৫৮ ['বিদ্যাস‍ুন্দর'। খণ্ডিত। পত্র ৫৬]; নং ৫০৯১ [খণ্ডিত। পত্র ১]; নং ৫১০৬ [খণ্ডিত। পত্র ১]; নং ৫৩৬৯ [খণ্ডিত। পত্র ১]।

সত্যনারায়ণ পাঁচালীর প‍ুঁথিঃ

বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা প‍ুঁথি নং ৫৮৬, ডাঃ স‍ুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত। লিপিকাল ১২৩৬ সাল=১৮২৯ খ‍্রীঃ। সমগ্র প‍ুঁথিটি স্থানান্তরে সঙ্কলিত হইয়াছে।

ম‍ুদ্রিত রচনাবলীঃ

অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাস‍ুন্দরঃ—(ক) 'অন্নদামঙ্গল'। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পদ্মলোচন চ‍ূড়ামণি কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং ফেরিস্ এণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানায় ম‍ুদ্রিত (১৮১৬ খ‍্রীঃ)। গ্রন্থটি রামচাঁদ রায় কৃত ছয়খানি চিত্র য‍ুক্ত [দ্রষ্টব্যঃ টীকা নং ২। 'ভারতচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা'।]। (খ) 'অন্নদামঙ্গল গ্রন্থান্তঃপাতী বিদ্যাস‍ুন্দর'। বিশ্বনাথ দেবের ম‍ুদ্রাযন্ত্রে ম‍ুদ্রিত (১৮১৭-১৮ খ‍্রীঃ)। (গ) 'অন্নদামঙ্গল'। রাধামোহন সেন সম্পাদিত ও টীকা-য‍ুক্ত (১২৩০ সাল=১৮২৩ খ‍্রীঃ)। (ঘ) 'অন্নদামঙ্গল'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক 'কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর ম‍ূল প‍ুস্তক দ‍ৃষ্টে পরিশোধিত' ও কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে ম‍ুদ্রিত। প্রথম ম‍ুদ্রণ ১৭৬৯ শক=১৮৪৭ খ‍্রীঃ, দ্বিতীয় ম‍ুদ্রণ ১৭৭৫ শক=১৮৫৩ খ‍্রীঃ। দ‍ুই খণ্ডে সমাপ্ত। (ঙ) 'অন্নদামঙ্গল'। শিয়ালদহে পীতাম্বর সেনের যন্ত্রে ম‍ুদ্রিত (১৮২৯ খ‍্রীঃ)। (চ) 'অন্নদামঙ্গল'। ম‍ুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় 'সংবাদপ‍ূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(১২৫৮, '৬৪ সাল=১৮৫১, '৫৭ খ্রীঃ)। (ছ) 'বিদ্যাসুন্দর'। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১২৮৭ সাল=১৮৮০ খ্রীঃ)। (জ) 'বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থঃ ও চৌরপঞ্চাশ শ্লোক' (শ্রীজগন্মোহন ঘোষের 'বিঘ্ন-বিনাশক' যন্ত্রে মুদ্রিত। আড়পুলি। ১২৪৩ সাল=১৮৩৬ খ্রীঃ)।

গ্রন্থাবলীঃ—(ক) বঙ্গবাসী সংস্করণ। বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু লিখিত টীকা সম্বলিত (১২৯৩ সাল=১৮৮৬ খ্রীঃ। ৫০ খানির অধিক ছবি)। বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১২৯৬ সাল=১৮৮৯ খ্রীঃ। ৪১ খানি ছবি)। অরুণোদয় রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ (১৩০৯ সাল=১৯০২ খ্রীঃ)। নটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১৩১২ সাল=১৯০৫ খ্রীঃ)। (খ) দ্বারকানাথ বসু সম্পাদিত (১৮৯৫ খ্রীঃ)। (গ) পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯০৪, ১৯০৫ খ্রীঃ)। (ঘ) দে ব্রাদার্স প্রকাশিত (বটতলা। ১২৯৫, ১৩১৮, ১৩৩৫ সাল=১৮৮৮, ১৯১১, ১৯২৮ খ্রীঃ। ৩৮ খানির অধিক ছবি)। (ঙ) সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত (১৩৪১ সাল=১৯৩৪ খ্রীঃ। সচিত্র)। (চ) বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত (১৪ শ সংস্করণ। পরিশিষ্টে গোপাল উড়িয়ার ৫০০ শত টপ্পা গান আছে। অপর একটি সংস্করণ ১৯৫১ খ্রীঃ-এর পরে।)। (ছ) সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (প্রথম সং মাঘ ১৩৪৯ সাল=১৯৪২ খ্রীঃ, দ্বিতীয় সং চৈত্র ১৩৫৬=১৯৪৯ খ্রীঃ)।

এতদ্ব্যতীত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর বহু মুদ্রিত সংস্করণ [কলিকাতা। ১৮৪৩ (২ খণ্ড), ১৮৪৫, ১৮৪৭ (২ খণ্ড), ১৮৫৩ (১ খণ্ড), ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৬০ (৩য় সং), ১৮৬৮, ১৮৬৯ (৩য় সং), ১৮৭৫, ১৮৭৮, ১৮৮০ (২য় সং), ১৮৮৩, ১৮৯৪, ১৯৩৪ (=১৩৪১ সাল। বিদ্যাসুন্দর। সচিত্র) খ্রীঃ প্রভৃতি।] পাওয়া যায় [৯]। বিবিধ সঙ্কলন গ্রন্থ-[মহেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত 'কুসুমাবলী' (২ খণ্ড। ১২৫৮ সাল=১৮৫২ খ্রীঃ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (১৯৫১ খ্রীঃ), রহস্য সন্দর্ভ (১ম পর্ব্ব। ৯ম খণ্ড। সংবৎ ১৯২০। পৃঃ ১৩৯) ইত্যাদি]-তেও ভারতচন্দ্রের রচনার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

মুদ্রিত গ্রন্থাবলী-[১৩০৯ সাল। বঙ্গবাসী সং।]-র তুলনায় পুঁথি-গুলির শ্লোক-স্বল্পাধিক্য এবং শ্লোকসন্নিবেশের তারতম্য প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। কয়েকটি সুপ্রাচীন পুঁথির দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ম-(লণ্ডন)-এর পুঁথি (নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০ এ') সুরু হইয়াছে 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা', 'মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন' ও 'বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ' [পুঁথি ও গ্রন্থাবলী পৃঃ ১-২ক। ২৫৩-৬৩] হইতে। বিব্লিওথেক নাসিওনেল-(প্যারিস)-এর পুঁথি (নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯') সুরু হইয়াছে 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' [পুঁথি ও গ্রন্থাবলী পৃঃ ১ক। ২৬৩] হইতে। এই পুঁথিতেই 'কোটালগণের স্ত্রীবেশ'-এর কিয়দংশ [সোনারায়.........রমণী'। ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুঁথি ও গ্রন্থাবলী পৃঃ ২২খ-২৩ক। ৩৮৬. ১৩-৩৮৭. ২৬] এবং 'বার মাস বর্ণন'-এর বহুলাংশ ['বৈশাখে.........রাজারাণী'। ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুঁথি ও গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩২খ-৩৩ক। ৪৪৭.১-৪৪৯.২৭] লিখিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থাবলী-ধৃত বিদ্যা-সুন্দরের ত্রিশটি সঙ্গীতের মধ্যে দশটি উভয় পুঁথিতে পাওয়া যায় না, অবশিষ্ট কুড়িটির মধ্যে উভয় পুঁথিতে নয়টি এবং পৃথকভাবে লণ্ডনের পুঁথিতে একটি ও প্যারিসের পুঁথিতে দশটি পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে শ্লোকাবলীর তারতম্যও বিদ্যমান [১০]। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির একটি পুঁথি (নং 'জি ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩') শেষ হইয়াছে 'বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান'-এর কিয়দংশ লইয়া —'পরম আনন্দে নবদ্বীপে উত্তরিলা। এই অবধি বিদ্যাসুন্দর পুঁথি সাঙ্গ হইলা' (পুঁথি পৃঃ ৯৬)। এই পুঁথিরই প্রথমাংশে 'বিবিধ দেবদেবী বন্দনা' 'বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বপরিচয়', 'কাঞ্চীপুরে ভাটের গমন', 'বিদ্যার রূপ বর্ণন' ইত্যাদি এবং 'রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ'-অংশে প্রখ্যাত চৌর পঞ্চাশতের বিয়াল্লিশটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই অংশগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও বিব্লিওথেক নাসিওনেলের পুঁথিযুগলে এবং কোনও মুদ্রিত রচনাবলীতে দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত। কারণ ভণিতাতে দুই এক স্থলে 'অভয়াচন্দ্র', 'ভগীরথ' প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়, ইহা লিপিকর-প্রমাদ না যথার্থ, তাহা বিচারযোগ্য এবং শ্লোকানুবাদগুলি কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনার সহিত প্রায়শঃ এক ও অভিন্ন [দ্রষ্টব্যঃ টীকা নং ৪৫]। সহজেই অনুমেয় যে, 'অপাস্য ফল্গু' করিয়া ভারতচন্দ্রের যথার্থ পাঠটুকু গ্রহণ করা সত্যই

সুকঠিন। কিছু-কিছু অংশ সম্ভবতঃ কোন পুঁথিবিশেষে বাদ পড়িতে পারে, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে (১১৯১-৯৪ বঙ্গাব্দ) লিখিত দুইখানি পুঁথিতে এতদূর প্রভেদ কিরূপে হইল বুঝা যায় না। মধ্যে মধ্যে পুনরুক্তিরও অভাব নাই। এশিয়াটিক সোসাইটির অপর একখানি পুঁথি-[নং 'জি ৫৪১৯-৬-সি ৬']-তে 'মজুন্দারের অন্নদাস্তব'-এর পর (পুঁথি পৃঃ ১৩৪) গ্রন্থাবলী-ধৃত (১৩০৯ সাল। পৃঃ ৪২৬) 'মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি' চৌতিশাটি সংযুক্ত হইয়াছে।

পুঁথির পুষ্পিকা এবং পুষ্পিকোত্তর অংশগুলি বিশেষ মূল্যবান্ হইলেও অনেক সময় পাঠ-নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুঁথি নকল শেষ হইলে নকলনবীশের কাব্য-সিসৃক্ষা হয়। এই কাব্যকণ্ডুতির অনিবার্য্য ফলস্বরূপ কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কাব্যই পুঁথির শেষে যুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুঁথির নাম করিতেছি। একটি পুঁথি-[নং 'জি ৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩']-র শেষে রসজ্ঞ লেখকের প্রাণের আকুতি তৃতীয় শ্রেণীর কাব্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে [১১]। অপর পুঁথিটি [নং 'জি ৫৪১৯-৬-সি ৬'] সুবৃহৎ। এই পুঁথির বিদ্যাসুন্দর অংশের শেষে [পৃঃ ১২৪খ] নকলনবীশ রচিত একটি 'ফলশ্রুতি' ['এ পুথির মাহাত্যকথা শুন সর্ব্বলোক। একাক্ষার পড়িলে না হয় তার সোক॥ সকল পুস্তক জে পড়িবে পড়াইবে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অবশ্য পাইবে॥'] যুক্ত হইয়াছে। ইহা-যে ভারতচন্দ্রের নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই পুঁথিরই 'মানসিংহ' অংশের শেষে [পৃঃ ১৫০খ-৫১ক] অত্রোদ্ধৃত কাব্যটি পাওয়া যাইতেছে—

"সভাজনে নিবেদন করি কিছু পুন। অন্নপূর্ণামঙ্গলের ফল কিছু শুন॥ বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কবো কত। জে পারি কিঞ্চিত কহি বুদ্ধি শুদ্ধি মত॥ জে গায় গায়্যায় শুনে জেবা এ মঙ্গল। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল॥ অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন। নির্গুণের গুণ হয় বিমন সুমন॥ দুঃখী হয় দুঃখে মুক্ত ভোগমুক্ত রোগি। বিজোগি সংজোগ জুক্ত জোগযুক্ত জোগি॥ ভ্রষ্টরার্য্য রার্য্য পায় বন্ধন মোচন। যুদ্ধে জয় হয় হরে অকাল মরণ॥ চিরবিরহিণী সতি কোলে পায় পতি।

দুর্ভাগা সুভাগা হয় বন্ধ্যা পুত্রবতী॥ মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা বাতবন্ধ্যা জরা। জীববৎসা বহুপুত্রবতি হয় তারা॥ .... রাজার কন্যা ....। .... বাড়ায়ো সম্মান [১২]॥ নায়কের পূর্ণ কর মনের কামনা। জে মানে এ গীত তার পুরাহ বাসনা॥ গায়নে বায়নে মাগো করহ কল্যাণ। সদানন্দে করি জেন তার গুণগান॥ আসরে বসিয়া জত বুদ্ধি শুদ্ধি জন। অন্নপূর্ণা পূর্ণ কর মনের মানন॥ আসর সহিতে অন্নপূর্ণা দেহ বর। ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ কর ঘর॥ জে বা মাত্রা, জে বা অনুস্বর, জে বিসর্গ। পদ, পদবন্ধ, বর্ণ, লঘু গুরু বর্গ॥ জে বা ভক্তি অভক্তি বা পূর্ব্বাপর ছাড়া। অব্যক্ত বা কিবা ব্যক্ত কিবা ঘাটী বাড়া॥ পঠিত বা অপঠিত হয়্যাছে প্রমাদে। পূর্ণ কর সে সকল অন্নদা প্রসাদে॥ জে অক্ষর পরিভ্রষ্টা জে বা মাত্রাহীন। সে সকল পূর্ণ হউক হরিনামাধীন॥ হরি বলো অন্নদামঙ্গল হইল সায়। ভারত শ্রীহরি স্মরে নমো গণেসায়॥"

ফলশ্রুতিতি সুলিখিত এবং রায়গুণাকরের রচনাশৈলীর দ্বারা নিঃসংশয়ে অনুপ্রাণিত। ইহা আসলে ভারতের 'ভাব বিস্তার' মাত্র, রায়গুণাকরের লেখনীসম্ভূত নহে [১৩]। অংশটির শেষের ছত্রটির পাঠ 'ভারত ভাহবি স্বারে' কিংবা 'ভারত ভাব বিস্তারে' নহে—'ভারত শ্রীহরি স্মরে'।

এই 'গোঁজা বিদ্যা' প্রভাবে ভারতচন্দ্রের রচনার 'হিসাবেও গোঁজা' হইয়াছে। পুঁথির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মুদ্রিত সংস্করণগুলিতেও অনুরূপ সংযোজন ও ব্যাবকলন হইয়াছে। অনেক প্রাচীন সংস্করণে চৌরপঞ্চাশৎ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থান্তর্গত [১৪] হইয়াছে এবং কালক্রমে ভারতচন্দ্রের রচনা বলিয়াই সাধারণ্যে চলিয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচিত পত্র ও নাগাষ্টকের বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ হইতে বাদ পড়িয়াছে। 'গঙ্গাষ্টক' কবিতাটি সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যায় না (যদিও কবিতাটি 'যদ্দৃষ্টং তচ্ছাপিতম্' হইয়াছে বলিয়া ইহার মধ্যে বহু ভ্রম রহিয়াছে যাহা ভারতচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত বলিলে তাঁহার প্রতিভার অসম্মান করা হইবে)। কবিযশঃপ্রার্থী অনেকের নিকৃষ্ট রচনাও ভারতচন্দ্রের নামে চলিয়া গিয়াছে। অত্রোদ্ধৃত কাব্যত্রয় [১৫] এই পর্য্যায়ে লক্ষণীয়—

"বিকশি বক্ষ চপল চক্ষে চরণে নৃত্য রে। করিয়া নিত্য পুলক চিত্ত বিতরে বিত্ত কে॥ নয়নে লাস্য আননে হাস্য উজলে জীবনে রে। সকল

বিশ্ব হবে গো নিঃস্ব কাহার বিহনে রে॥ আঁখির পুলকে অমিয়া ছলকি চপলা চমকি যায়। অলস গমনে লগনে লগনে মরাল পড়িছে পায়॥ পেলব তনুয়া গঠিত কি দিয়া কোমল কুসুমে বুঝি। মরি কি বেদনা নেহারি উরজে উপমা মিলে না খুঁজি॥ চিকুর কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমরা গুঞ্জি যায়। অংসে উরসে হরষে পরশে তনুফুলমধু খায়॥ বক্ষ বিকাশি কক্ষ প্রকাশি দানিছে বেদনা কে। ভুবনে জনম পুরুষ জীবন রমণী ললনা সে॥"

"নিতম্ব ভারে ঢলিয়া পড়ে। কহ দেখি জনা কেমন রে॥ কুন্তল যার দীঘল ফিন্। কথা কহে সে যে বাজায়ে বীণ্॥ গমন তাহার নূপুর তানে। আঁখি হতে সদা তড়িৎ হানে॥ পদনখে চাঁদ গড়ায়ে যায়। ওষ্ঠে অধরে কমল ভায়॥ নয়নে নয়ন রাখিতে গেলে। রোম কূপে কূপে দামিনী খেলে॥ অঙ্গে লাবণি নাহি সে সীমা। বক্ষে দুখানি লহরী ভীমা॥ লহরী সে ভীমা শিহরি কাঁপে। পুরুষ দেখিলে বসন ঝাঁপে॥ কটিদেশ যার মোহন ক্ষীণ। ললনা সে নহে ছলনাহীন॥"

"মলয় সমীরে বিটপি শরীর মুরছি মুরছি যায়। কোকিল কোকিলা কাকলি গগনে পবনে কুহরি গায়। এমন জ্যোছনা হৃদয় গলে না কেমন ললনা সে। পাষাণে গড়িয়া নিল কি হরিয়া, এমনি ছলনা রে॥ এস গো ষোড়শী মোহিনী রূপসী গজহংস গামিনী প্রিয়া। নূপুর রণনা বিকশি ঝণনা থেকো না ছলনা নিয়া॥ নয়নে লাস্য বিকশি হাস্য উজলি মোহন মুখ। এস গো সাধিব কাঁদিব ধরিব চরণ পাতিয়া বুক॥ এমন জ্যোছনা রবে না রবে না জীবন শয়ন সঙ্গী। এমন বিরহে অভাগা কি বহে করিলে কুটিল ভঙ্গী॥"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কবিতাগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইল তাহা কিছু জানা যায় না। সামান্য বিচারেই বুঝা যায় যে, এই কাব্যত্রয় ভারতচন্দ্রের নামে অর্পিত হইলেও এই ভারতচন্দ্র আর যেই হউন না কেন, অন্ততঃ রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় নহেন। ভাষা ও ছন্দের আধুনিকতা ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অন্ত্যানুপ্রাসের দৈন্য [রে—কে ; কে—সে : সে—রে], বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ [ফিন্, লহরী, ভীমা], ব্রজবুলির ব্যর্থ প্রয়োগচেষ্টা [গজহংস গামিনী], বৈষ্ণব কবিতার ছন্দের অক্ষম অনুবর্ত্তন প্রভৃতি কাব্যগুলিকে ভারত-

চন্দ্রের কাব্য বলিতে যাহা বুঝায়, সেই মানদণ্ডকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কোন ভণিতা না থাকাতে এইগুলি বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, কি বিবিধ বিষয়িণী কবিতাবলীর অন্তর্গত কিংবা কোন কিছুরই অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা বুঝা যায় না। ভাব ও ভাষা নিতান্ত আধুনিক, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রী কঞ্চুকে আবৃত হইয়া আসিয়াছে মাত্র।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদ সমস্যার মত, ভারতচন্দ্র এক কিংবা একাধিক ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি 'গুণাকর' কিংবা 'রায়গুণাকর' ছিল, এই সমস্যাও কোন কোন মহলে শুনা যাইতেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় (মুখয্যা) এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির উপাধি কোন-কোন স্থলে 'গুণাকর' [নদীয়া কালেক্টরীর তায়দাদ নং ২০৩৩৭ (দ্রষ্টব্যঃ রসমঞ্জরী ও ভারতচন্দ্র। পৃঃ ১৫৮, টীকা নং ৩)] এবং পুঁথি ও মুদ্রিত রচনাবলীর বহুস্থলে 'রায়গুণাকর' [যথাঃ তারে তুমি রায়গুণাকর নাম দিয়ো, কৃষ্ণচন্দ্র মত রচিলা ভারত কবি রায়গুণাকর, তার সভাসদবর কহে রায়গুণাকর, রায়গুণাকর ভণে, রায়গুণাকর নাম দিবেক তাহারে—ইত্যাদি] পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ 'রায়' [< রাজা] বংশগত এবং 'রায়গুণাকর' কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত উপাধি [দ্রষ্টব্যঃ মদীয় প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (মন্দিরা। ভাদ্র, ১৩৬০ সাল। পৃঃ ২৫১-৫৩)]।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলের যে-কোন একটি অংশ লইয়া বিবিধ পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ মিলাইলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। সাধারণ মুদ্রিত গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্নদামঙ্গলকেই আদর্শ স্বরূপ ধরা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান আলোচনায় বিবিধ পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত রচনা এবং (কোন কোন ক্ষেত্রে) পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহারই একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রদত্ত হইল। [ ]-বন্ধনীর মধ্যে লিখিত পদগুলি স্মারক পঙক্তি হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকার স্মারক পদগুলি অনুরূপ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে [সম্পূর্ণ শ্লোকগুলি (নং ১-৩৯, ৪১, ৪৮, ৫০) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-(বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল=১৯০২ খ্রীঃ)-র অন্তর্গত 'চোরপঞ্চাশৎ'-এ দ্রষ্টব্য]। পুঁথির পাঠগুলি যথাসম্ভব অপরিবর্ত্তিত

(লক্ষণীয় বানান-সহ) রাখা হইয়াছে। অত্রোৎকলিত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে—

ব্রি॰=ব্রিটিশ মিউজিয়ম-[লণ্ডন]-এ সংরক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথি নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০এ' [১১৮৩ সাল=১৭৭৬ খ্রীঃ]।

বি॰=বিব্লিওথেক নাসিওনেল-[প্যারিস]-এ সংরক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথি নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯' [১১৯১ সাল=১৭৮৪ খ্রীঃ]।

এ॰ (ক)=এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত বিদ্যাসুন্দর পুঁথি নং 'জি৫৬৬৭-৭-এচ্৩', [১১৯৪ সাল=১৭৮৭ খ্রীঃ]।

(খ)=কালিকামঙ্গল পুঁথি নং 'জি ৫৩৬১-৬-সি ১' [১২১২ সাল=১৮০৫ খ্রীঃ]।

(গ)=অন্নদামঙ্গল পুঁথি নং 'জি ৫৪১৯-৬-সি ৬' [১৭০৫-০৬ শক =১৭৮৩-৮৪ খ্রীঃ]।

ব॰ (ক)=বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথি নং ৮৮৮ [১২০৪ সাল=১৭৯৭ খ্রীঃ]।

(খ)=অন্নদামঙ্গল পুঁথি নং ৯৫৪ [১২২৮ সাল=১৮২১ খ্রীঃ]।

(গ)=কালিকামঙ্গল পুঁথি নং ১৪০১ [১২০৯ সাল=১৮০২ খ্রীঃ]।

(ঘ)=সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী-[১৩৪৯, ১৩৫৬ সাল]-তে ব্যবহৃত অন্নদামঙ্গল পুঁথি [১১৯২ সাল=১৭৮৫ খ্রীঃ]।

গ্র॰ (ক)=অন্নদামঙ্গল [গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত (১৮১৬ খ্রীঃ)]।

(খ)=অন্নদামঙ্গল [পীতাম্বর সেনের যন্ত্রে মুদ্রিত (১৮২৯ খ্রীঃ)]।

(গ)=গ্রন্থাবলী [বঙ্গবাসী প্রকাশিত (১৩০৯ সাল=১৯০২ খ্রীঃ)]।

(ঘ)=গ্রন্থাবলী [বটতলা (দে ব্রাদার্স) প্রকাশিত (১৩১৮, ১৩৩৫ সাল=১৯১১, ১৯২৮ খ্রীঃ)]।

(ঙ)=গ্রন্থাবলী [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩৪৯, ১৩৫৬ সাল=১৯৪২, ১৯৪৯ খ্রীঃ)]।

বা॰=বাঙ্গালীর গান [দুর্গাদাস লাহিড়ী সঙ্কলিত (১৩১২ সাল)]।

॥ অন্নদামাহাত্ম্য কাব্য ॥

শিববন্দনা ঃ

[ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি ॥] হর হর মোর দুঃখ, হর হর শত্রুপক্ষ, হর ক্লেশ হর বিঘ্ন হর। —গ্রং (খ)

সূর্য্যবন্দনা ঃ

[তুমি দেব পরাৎপর ॥] স্থূল সূক্ষ্ম তুমি, কি বর্ণিব আমি, দিনকর চাহি দীনে। —গ্রং (খ)

লক্ষ্মীবন্দনাঃ

অঙ্গের কাঁচলি, [চমকে বিজুলি, বসন লক্ষ্মীবিলাস।]। —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৪ক)

শিববিবাহের সম্বন্ধ ঃ

[নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।] তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি ॥ —বং (ঘ) পুঁথি

রতির প্রতি দৈববাণীঃ

[শুনি রতি সাত পাঁচ] করিয়া ভাবনা। নিবায় অনলকুণ্ড ছাড়িল কান্দনা ॥ —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ২৩খ)

শিবের মোহন-বেশ ঃ

[জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।] চর্ম্ম দিব্য বস্ত্র দিব্য উপবিত ফণি ॥ —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ২৮ক)

হরগৌরীর কথোপকথন ঃ

[আমারে (দয়া) ছাড়িয় না ভবানি।] আগম নিগম লাড়িয় না ॥ এ ঘোর পাথারে, ফেলিয়া আমারে, দোষ বারে বারে লইয় না ॥ ক্ষণেক স্মরিয়া, ক্ষণে বিসরিয়া, এমন করিয়া বুলিয় না। ছাড়্যা গিয়াছিলে, পুন দেখা দিলে, ভারতে রাখিলে ভুলিয় না ॥ —বং (খ, ঘ) পুঁথি ; গ্রং (ক, খ)

হরগৌরী-রূপ ঃ

[আধই তাম্বুল পুরি রে ॥] কাজলে রঞ্জিত এক নয়ন, ভাঙ্গে ঢুলু ঢুল আর লোচন, আধ ভালে সোভে সিন্দুর চন্দন, আধ হরিতাল পুরি রে ॥ —বং (ঘ); এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৩১ক)

হরগৌরীর কোন্দল :

[উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥] ধনু বাণ হাতে করি সদাই বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ ময়ূরে শিখান॥ —বং (ঘ) পুঁথি

জয়ার উপদেশ :

[কহিবে অষ্টমঙ্গলা॥] কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়, অশেষ গুণ-সাগর। তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত, কবি রায়গুণাকর॥ —বং (খ) পুঁথি ; গ্রং (ক, খ)

শিবের ভিক্ষাযাত্রা :

জয় শিব নাচহি পাঁচহি তালা। বাজত ডমরু পিনাক রসালা [১৬]॥ নাচত ভূত, বাজাওত ভৈরব, গাওত তাল বেতালা॥ নন্দী কহে, তাতা-কার [১৭] মনোহর, ভৃঙ্গী বাজাওত গালা॥ গঙ্গা ঝরে জল, চাঁদ সুধারস, অনল হলাহল জ্বালা। ভারতকে হর, শঙ্কর মূরতি, নাশ কপাল কপালা॥ [ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।]। —গ্রং (ঙ)

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ :

পরিণামে হৈনু গুড়া, [না মিলিল খুদ কুঁড়া, ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া॥] —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৩৬ক)

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা :

তীর্থ সাড়ে তিন কোটী, দেবতা তিরিস কোটি, [সকল দেবের অধিষ্ঠান॥] —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৩৮খ)

অন্নপূর্ণার পুরী-নির্ম্মাণ :

[কি এ শোভা হয়েছে কাশী মাঝে।] দেখরে আনন্দ কানন সোভা। সরোবর মনোহর হর মনলোভা॥ —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৩৯খ)

দেবগণ-নিমন্ত্রণ :

[তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥] বিসম সাধনা তার অতি দূর সাধ্য। কি সাধ্য আমার যে আমার হবে সাধ্য॥ তপস্যায় তার দেখা পাইতে দুর্লভ। কৃপা করে যদি তবে আনন্দে সুলভ॥ কাশীর মঙ্গল হেতু সভে দেহ মন। তবে সে পাইতে পারি তার দরসন॥ [করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।]। —এং (গ) পুঁথি (পৃঃ ৪২খ)

শিবের অন্নদাপূজা ঃ

[সুধন্য চৈত্র মাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ], বিশেষ পক্ষ শুক্লক্ষণে।
—এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৪৫খ)

অন্নদার বরদান ঃ

।টোড়ী ভৈরবী—দ্রুতত্রিতালী। [ভবানী বাণী বল একবার।] ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবনদী করে পার [১৮]॥ ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া, ভব তরে ভবভার। ভবানী যে বলে, এ ভব মণ্ডলে, ভবনে ভবানী তার। ভবানী নন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার॥ —বা০ ; গ্র০ (গ)

শিবপূজা-নিষেধ ঃ

[বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥] ব্যাসদেব চলিলা লইয়া নিজগণ। পথে পথে করি হরি নাম সংকীর্ত্তন॥ —গ্র০ (ঙ)

ব্যাসের ভিক্ষাবারণ ঃ

[গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥] বালক কুকুর নিয়া দেয় তাড়াইয়া। অন্যের বাড়ীতে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া॥ —ব০ (ঘ) পুঁথি

অন্নদার মোহিনীরূপ ঃ

[অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥] অন্নপূর্ণা কহিছেন ব্যাস-দেবে হাসি। আস্যোছি গোসাঞি কাছে শুনে উপবাসী॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৫৩ক)

শিব-ব্যাসে কথোপকথন ঃ

[হরি হর দুই মোরা অভেদ-সরির।] নিগম আগমে ব্যাক্ত বুঝে জেই ধির॥ ......কথায় বুঝিলা ব্যাস ইনি মহেশ্বর। [ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে] থর থর॥ এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৫৪ ক-খ)

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি ঃ

[কামিনী লইয়া বিহরে সেই॥] অদ্য অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী। গিরিবর ধনু শেষ শিঞ্জিনী॥ ক্ষিতি রথ ইন্দ্র সারথি যাঁর। চক্রপাণি বাণ শাণিতধার॥ চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার। ত্রিপুর এক বাণে মৈল যাঁর॥ [সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।]। —গ্র০ (গ)

ব্যাস-কৃত গঙ্গার তিরস্কারঃ

জে করে স্বধন দান, জেবা করে ক্ষীর পান, [পতি কর, কোলে মাত্র পাও।] ...... [ব্যাসদেব এইরূপে], মজি কোপ রঙ্গরূপে, [গঙ্গার করিলা অপমান॥] —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৫৮ক)

গঙ্গা-কৃত ব্যাসের তিরস্কারঃ

[পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥] জন্ম কর্ম্ম কথা সব সমান তোমার। তুমি কলঙ্কের ডালি কলঙ্ক আমার॥ —গ্র০ (ঙ)

[নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥] পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পতিত-পাবনি। পাপ পারাবার পারে পরম তরণী॥ রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কল্যাণ। নায়েকের আশা পূর সভার সম্মান॥ ধন ধান্য পূর্ণ কর ধরণী মণ্ডল। জে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৫৫ক)

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথনঃ

[ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।] ততক্ষণে দরশন দিলা পদ্মাসন॥ ...... [কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ॥] অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিল কবিবর। শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬০ক-খ)

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্যঃ

[অসময়] কি সময়, না বুঝিয়া দুরাশয়, বিরক্ত করিল দুরাচারে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬১খ)

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনাঃ

[এইরূপে] জিজ্ঞাসিলা বার পাঁচ সাত। ...... [বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥] একে বুড়ী তাহে কানা কর্ণে নাহি শুঝে। —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬৩ক)

ব্যাসের প্রতি দৈববাণীঃ

[হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।] বুঝিবে ইহার ভেদ কে এমন ধীর॥ তুমি কি জানিতে পার তত্ত্ব কি তোমার। [আগম নিগম আদি কেবা জানে পার॥] উৎপন্ন না হবে কেন বাড়ায়ো উৎপাত। [খুয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥] ...... [কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।] কহিলা ব্যাসের কথা সদয় হইয়া॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬৩খ-৬৪ক)

বসুন্ধরে অন্নদার শাপঃ

[দেবাসুরে সুধা লাগি, সিন্ধু মথি দুঃখভাগী,] সে সুধা চুম্বনে পিয়ে মুখে [১৯] ॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬৪খ)

বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্মঃ

[আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।] দুঃখেতে স্মরিয়া নাম দিলে হরি হরি॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৬৭ক-খ)

নলকূবরে শাপঃ

এই যে পর্ব্বণি, পুণ্যদাত্রী গণি, [অন্নদার ব্রত তিথি।] —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৭২ক)

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রাঃ

[ভারত কাতর কহে নিরন্তর,] ছাড়হ ছাড় বক্রিমে। ...... [অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।] দাঁড়াইতে ঠাঞি নাই সবচ (?) না জাই [২০] ॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৭৪ ক-খ)

॥ বিদ্যাসুন্দর কাব্য ॥

গ্রন্থারম্ভে দেবদেবী-বন্দনাঃ

। শ্রীশ্রীহরিঃ। বন্দো লম্বোদর, যুড়ি দুই কর, প্রণমহু গজানন। বেদান্তে বাখানে, মহিমা না জানে, পুজে সুরাসুর গণ॥ অঙ্গ অনুপাম, কণ্ঠে মণিদাম, জোগপাটা হৃদয় মাঝে। প্রভাতের রবী, জিনিহ তনু ছবি, অঙ্গদ বলয় ভূজে॥ একদন্ত ছিন্ন, স্থূল তনু চিহ্ন, অঙ্কুশ অম্বুজ করে। তেজী অন্যজ্ঞান, সদা হরি ধ্যান, কটিতটে বাঘাম্বরে॥ চারি বেদ গানে, তোমারে বাখানে, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কয়। স্মরিঞা তোমারে, জে জায় সমরে, তার নাহি পরাজয়॥ শৈলসুতাসুত, ভুবনে পুজিত, ভদ্র.........বিলাসিত। পস্চাতে তোমার, অন্য দেবতার, বন্দনা বেদে বিহীত॥ বন্দো নারায়ণ, গরুড়বাহন, সিন্ধুসুতা বাণী বামে। আনন্ত মহীমা, বেদে নাহি সিমা, বন্দো বৌদ্ধ ভৃগুরামে॥ কল্কি য় বামন, শ্রীজদুনন্দন, বরাহ কমট অহি। সযুতা বদন, অম্বজবাহন (?), পৃষ্টে বিরাজিত মহী॥ বন্দো রঘুনাথ, সিতা সতি সাত, চাপ শরাসন হাথে। তনু দুর্ব্বাদল, স্যাম নিরমল,

কীরিটি মুকুট মাথে॥ ধনুক টঙ্কার, হেরি চমৎকার, সমর বিজয় করি। করিএ বন্দন, অনুজ লক্ষ্মণ, ছত্র নবদণ্ড ধারী॥ বন্দো নারায়ণী, ভৈরবী ভবানী, ধরাধর রাজসুতা। দনুজদলনী, দৈত্যবিনাসিনী, সুরনরমুনি-মাতা॥ কেসরি-বাহনা, কালী বিবসনা, ভক্তি অনন্ত মহিমা। আমী কী বন্দিব, বিধি হরি সিব, বেদে দিতে নারে সিমা॥ গঙ্গার চরণ, করিয়ে বন্দন, পতিতপাপহারিণী। বিষ্ণুপদোদ্ভবা, দেবের দুর্লবা, সন্তুমন-বিহারিণী॥ সেসে ভোগবতী, মাথে ভাগিরথী, স্বর্গে হইলা মন্দাকিনি। বচনে ভারথ, নৃপ মনোরথ, শুনহ অপূর্ব্ব বাণী॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১-২ক)

বিদ্যা ও সুন্দরের পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ

জোগানন্দ জোগবতি আছিল মানবী। সিদ্ধি বলে বরে হৈল ভৈরবা ভৈরবী॥ বড়ই সন্তোস তারে সিব মহেস্বরী। রাখীল সম্মুখ দ্বারে করি তারে দ্বারি॥ পূজার প্রকাশ লাগী উপাএ ভাবিয়া।.. ....॥ বার্ত্তা পাইঞা কন্দর্প আইলা লঘুগতী। জোড়পাণী করিঞা সিবেরে কৈল নতি॥ চাপধারী (?) দেখি সিব করিলা উদ্ধর্বাণ (?)। হাতে ধরি বসাইল করি বহুমান॥ পরম আদর সভে কৈল পঞ্চবাণ। মানব দুর্ম্মতি জোগানন্দ নাহী মানে॥ না কৈল আদর তারে না কৈল প্রণাম। গর্ব্ব দেখী ক্রোধ করি বোলেন সংকর॥ শুন শুন জোগানন্দ শুন জোগবতী। না ছাড় মানবি জ্ঞান আদ্যাপি দুর্ম্মতি॥ লক্ষ্মিপুত্র কামদেব আইলা আপনে। তাহার সম্ভাষণ তুমি না করিলা কেনে॥ শুনিঞা সিবের বাক্য জোগানন্দ বোলে। হেন জন আমরা না বন্দি কোনকালে॥ তিন কুলে জেই জন অবিবাহিতা হরে। কেমতে বোলহ প্রভূ বন্দিতে তাহারে॥ উহার জনক কৃষ্ণ হরিল রুক্মীনী। যার গর্ভে জন্মিলা কন্দর্প পুষ্পপাণী॥ আপনে সদত ফীর পরস্ত্রীর পাছে। ইহার সমান পাপী আর কেবা আছে॥ ইহার তনয় অনিরুদ্ধ নাম ধরে। বাণঘরে অবিবাহিতা উসা কন্যা হরে॥ তিন কুলে জাহার এমত বেবহার। তাহা জোগানন্দ নাহী করে নমস্কার॥ এমত বচন জদি জোগানন্দ বোলে। শুনি ক্রোধে অভয়া আনল হেন জ্বলে॥ ক্রোধ করি ভগবতি জোগানন্দে বোলে।

মনীস্য বেবহার বুদ্ধি কভু নাহী হয়॥ কাকের সরির কর স্বর্ণ বিভূসিত। মণীময় মুকুতা করহ বিসিত॥ সুবর্ণ পঞ্জর মাঝে জদি কাক রয়। তবু নাকী রাজহংস সম সেই হয়॥ মনিস্য দুর্ম্মতি মূঢ় পাপমতি হেও। দেবসভা জোগ্য নও মহীতলে যাও॥ নর হইঞা মহি জাইয়া অবিবাহিতা হর। নিন্দিলে জেমত সেইমত কর্ম্ম কর॥ হেন বাণী কর্ণে শুনি অভয়ার তুণ্ডে। ভাঙ্গী পড়ে মহীধর বেঙ্গ (?) মারে মুণ্ডে॥ ভূমে পড়ী পায়ে ধরি কান্দি করে স্তুতি। লঘু দোসে আবেসে করিলে অধোগতি॥ নিস্চয় জাইবো.........মর্ত্তক ভূবনে। কতদিনে পুনরপি দেখিব চরণে॥ করুণে তুষ্ট হইয়া বোলেন অভয়া। করহ আমার পূজা মহিতলে জাইয়া॥ গুণসিন্ধু নামে রাজা আছে কাঞ্চিপুরে। হবে জোগানন্দ তুমি তাহার কুঁওরে॥ হইবে তোমার নাম কুমার সুন্দর। পূজার প্রকাষ গিঞা করহ সত্বর॥ পরম সুন্দর তুমি হবে গুণবান্। জোগবতী বর্দ্ধমানে হবে তোর ....॥ বিরসিংহ রাজার তনয়া হবে সতি। পণ্ডিত আচার্য্য সম হবে গুণবতি॥ গোপনেতে দুইজনাতে মিলন হইবে। দুহার জননী ....বার্ত্তা না জানিবে॥ প্রকাস হইলে রাজা লইবে মসানে। অবসেসে আমি তুমার ...... জীবনে॥ পুনরপি বিবাহ হইবে দুইজনে। সেই গর্ভে পুত্র হইবে ভূবনমোহন॥ কথোক দিনে করি দোহে রাজ্য অভিলাষ। পুত্রে রাজ্য দিয়া পুন পাইবে কৈলাষ॥ এত বোলি বোলে .... তেজল জীবন। সিরে আজ্ঞা ধরি পিছু লভিল জনম॥ সম্ভব সংযোগ ক্রমে গর্ভ প্রবেসিল। দিবসে দিবসে গর্ভ বিদিত হইলো॥ পূর্ণ হইল দশ মাষ বেলা সুভক্ষণ। সুভক্ষণে জনমিল সুন্দর নন্দন॥ শুনিয়া অভয়া চন্দ্র [২১] দিলে তার সায়। দেখ গীঞা পুত্রমুখ গুণসিন্ধু রায়॥

—এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ২ক-৪ক)

কাঞ্চীপুরে ভাটের গমনঃ

দেখিঞা পুত্রের মুখ, হৃদয়ে বাড়ীল সুখ, দান করে গুণসিন্ধু রায়। কাহাকেও খাসা জোড়া, কাহাকে...দিল ঘোড়া, ভট্ট আদী করিল বিদায়॥ সষ্টি পূজা আদি জত, কৈল বেবহার মত, ছয় মাষে অন্ন দিল তারে। নাম থুইল সুন্দর, রূপে অতি মনোহর, চূড়া আদি করিল বেবহার॥

কুলপুরোহিত আনী, কহিল বিনয় বাণী, অধ্যয়নে কৈল নিয়োজীত।
পানিনি সংক্ষিপ্তসার, পড়ে রাজার কুমার, দিনে দিনে হইলো বিদিত॥
বর্দ্ধমানে জোগবতি, নাম হইল বিদ্যাবতি, অধ্যয়নে হইলো পণ্ডিতা।
তাহার রূপের কথা, তুলনা বিবার (?) কথা, অতুলা তুলনা রহিতা॥
তেজীয়াত অন্য মন, কালী পূজে অনুক্ষণ, জপ তপ নানামত করে।
ভক্তবৎসলাভয়া, ভক্তিভাবে বস হইয়া, উত্তরিলা পূজার আগরে॥
ডাকী কন ভগবতি, বর মাঙ্গ বিদ্যাবতি, বামা কয় কী মাঙ্গিব বর।
বিদ্যাবতি বর মাঙ্গে, ও রাঙ্গা চরণযুগে, ভক্তি মোর রহে নিরন্তর॥
হাসি কালী কন তারে, বিবাহ উত্তম বরে, পুত্রবতি হইবে সকালে।
রাজমহীসি হইয়া, রাজ্য কর পুত্র লইঞা, কৈলাস পাইবে অন্তকালে॥
বিদ্যারে এতেক কইয়া, রাজার নিকটে জাইয়া, স্বপ্ন কহিল ভগবতি।
করিঞা ত গর্জ্জন(?), তারে ভগবতী কন, শুন বিরসিংহ মূঢ়মতি॥
যুবক তনয়া যার, কেমত সাহস তার, বিবাহের না করে যতন।
জদি হয় নষ্ট রীত, দুষ্ট কর্ম্মে করে চিত, তবে নাকী হইবে কেমনে॥
কোলেত কামীনী লইঞা, থাক আনন্দীত হইঞা, বিরহ বেদন নাহী জানো।
লোক লাজ রক্ষা পাই, কন্যার বিবাহ দেই, প্রয়াস করিঞা বর আনো॥
স্বপ্ন দেখী দণ্ড রায়, চীন্তিত অন্তরে যায়, প্রভাতেত সভার ভিতরে।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, ডাকি আনি সচকীত, স্বপ্ন কথা কহিল সত্বরে॥
ভাটেরে ডাকীয়া আনি, কহিলেন নৃপমণি, বিবরিয়া নিজ প্রয়োজন।
আমার তনয়া কীবা. হইল বিবাহ......, এই চীন্তা মোর অনুক্ষণ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই, শুন সভাজন কই, জে বিচারে জিনিবে বিদ্যারে।
কহিল প্রতিজ্ঞা করি, বিনয়ে তাহার রই, বিদ্যাদান করিব তাহারে॥
রাজ আজ্ঞা সিরে ধরি, রাজারে প্রণাম করি, গঙ্গা বিদায় হইঞা জায়।
জত জত রাজা আছে. যাইঞা ভেট তার কাছে, বিবরীঞা বার্ত্তা জানাও॥
জত রাজা জায় রঙ্গে, হারি সাস্ত্র প্রসঙ্গে, পুনরপি নেওটিয়া জায়।
এইমতে ফিরে ভাট, অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট, অবসেষ কাঞ্চিপুরে পায়॥
গুণসিন্ধু রায় নাম, রাজা তথা গুণপাম, কুমার সুন্দর জার সুত।
মল্লে ভিম বৃহন্নল, য়স্বের সিক্ষায় নল, পণ্ডিতে অদ্বিতীয় অদ্ভুত॥

সর্ব্ব দেব দেব তথি, অন্ত নাহী পদাতি, কত কোটী রথ হাথি আছে।
ধুতি ফোতা ভালে ফোটা, সভায়ে পণ্ডিত ঘটা, নর্ত্তকী নাচএ কত নাচে॥
বিদ্যার প্রসঙ্গে আসি, কুমার সুন্দর বসি, সাস্ত্র বিচারে কুতুহলে।
সদর দরজা দিয়া, কত থানা পার হইঞা, গঙ্গাভাট আইল হেন কালে॥
পাড়িয়া কবিত্ব স্তুতি, নৃপেরে করিল নতি, জিজ্ঞাসে নৃপতি দণ্ডরায়।
কোথা হইতে আগমন, করেতে অবিধান (?), কী কারণে আইলা এথায়॥
যুড়িয়া ও দুই হাত, বোলে শুন নরনাথ, নাম মোর গঙ্গাভট্ট রায়।
বর্দ্ধমানে নরপতি, রাজা বিরসিংহ খ্যাতি, নিজ কার্য্যে পাঠাল আমায়॥
তার সুতা বিদ্যা নাম, রূপে গুণে অনুপাম, পণ্ডিত সমান সুরাচার্য্য।
প্রতিজ্ঞা করিলা রায়, জে বিচারে জিনে তায়, বিদ্যা আর দিব অর্দ্ধ রাজ্য॥
এই লাগী তার পাবে, আগমন অভিলাসে, শুনি তব পুত্রের ব্যাখ্যান।
জানিবেক চন্দ্রমুখি, সে যোগ্য সুন্দরে দেখী, নরপতি কর অবধান॥
শুনিয়া ভাটের ভাষা, রায় তারে দিল বাসা, আদেসিল রন্ধন ভোজনে।
দিবসান্ত করি রায়, ভাটের বাসায় জায়, জিজ্ঞাসিল বিসেস বচন॥
কহ দেখি ভট্টরাজ, বিবরিঞা নিজ কাজ, কী লাগি হইলো আগমন।
ভট্ট কয় গুণধাম, শুনিঞা তোমার নাম, পণ্ডিতে প্রসংসা গুণিজন॥
বর্দ্ধমানে রাজকন্যা, রূপেগুণে মহিধন্যা, বিদ্যা নামে গুণে সরস্বতি।
রাজা করিঞাছে পণে, জে বিদ্যারে বিচারে জিনে, তারে দান দিব রূপবতি॥
তোমারে দেখী যেথা, যোগ্য গুণ বর........., কর রায় জে বিচারে হয়।
ভাটের এমন বাণি, শুনিঞা ত মনে গুণি, ভারথ পস্চাতে গুণী কয়॥
—এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৪ক-৬খ)

ভাট-কৃত বিদ্যার রূপ-বর্ণনঃ

নৃপনন্দন মোহনী মোহনী, ভট্টেরে জিজ্ঞাসে বাণী। কহসে সুন্দরি কেমন রাণী॥ বোল কতেক বয়েস রাজার বালা। ভট্টে নিবেদয়ে বুঝি ছলা॥ নৃপনন্দিনী ...... রূপবতি। গুণিনীন্দীত অদ্ভুত সরস্বতি॥ রূপমাধুরি সারদ চন্দ্র জনি। রসমঞ্জরী গঞ্জিত হেম মণি॥ হরি-বৈরি-ঐরি জনি উন্নত নাযা। মধুকোকীল গঞ্জিত মধুর ভাষা॥ মোতি মাতঙ্গ নাসাএ বিরাজে ভাল। রসবিধুর অধর সহজে লাল॥ স্নুতি মুকুতি রঞ্জিত পাইঞা চলি।

হ্রিদয় সোসর সাজই পথ কালি(?)॥ মুখ মধ্যে বিরাজিত দন্ত মণি। হাসি হীল্লোলে ভাসই সোদামিনী॥ ভুজপঙ্কজ জিনী মৃণাল ছটা। বলীহারি নখাঙ্কে মৃগাঙ্ক ঘটা॥ জিনী চাপ সহ ধনু ভুরুর টান। তাহে গঢ়ল রঞ্জিত কটাক্ষ বাণ॥ পঙ্কজ পত্র বিনে লোচন ভাঙ্গি। ইসত দেখি বিমুখি কুরঙ্গী॥ কটি সুন্দর নিন্দিত মৃগপতী। গজগামীনী কামীনী সিংহগতি॥ পদ রুচি পরি মণী নপুর রাজে। ঘন রন নন নন গমনে বাজে॥ অতিলম্বিত চাচর চিকুর বেণী। হ্রিদী মধ্যে রোমাবলি ভুজঙ্গীনী॥ উরু রামকলা ললিত প্রমদা। নিল অম্বর বরচা(?) রহে জলদা॥ শুনি সুন্দর আনন্দে নিবাস জায়। চল বর্দ্ধমানে বোলে ভারথ রায়[২২]॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫খ-৭ক)

গড়-বর্ণন ঃ

[নানা সর্ফারিয়া দ্রব্য আনয়ে জেহাজী॥] গিরিজায় মিছা পাট সুকরের লেজে (?)। জোনির বিচার নাহি মদ মাংস তেজে॥ ... .তুরর্ব্বি আরর্ব্বি পড়ে পারি কোরাণে। মেনকি মললা কাজি মসিদ দেবস্থানে॥ বাম করে করা ছুরি নোমাজ পাঁচকালে। ইলিমিলি জপে সদা ছিলমালি মালে॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ৩খ)

[বেড়ি পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥] দেখএ সুন্দর নগর-সোভা। অপরূপ রস ভূবন লোভা॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১০ক)

[দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥] ছাতি ফাটে ত্রিসাএ নাহি দেয় কেহ পানী। দেখিএা সুন্দর রায় ভাবয়ে ভবানী॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১০খ)

পুরবর্ণন ঃ

[গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন।] কুহো কুহো কোকিল[২৩] ঘন ঘন ডাকে। গুণ গুণ ভ্রমরা ঝঙ্কারে ঝাকে ঝাকে॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১১খ)

[সান বান্ধা ঘাট] সিবালয় সারি সারি। অবধুত সন্ন্যাসি কত জটা ভস্ব ধারি॥ ...... [জলেতে নিভায় জালা সর্ব্বলোকে কয়।] এ জল দেখিয়া জালা অধিক জলয়॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ৪ক)

সুন্দর-দর্শনে নারীগণের খেদঃ

দেখোলো সোই একী দেখি অপরূপ। মদনমোহন রূপ থাকে সব চাঞা। কেহ দেখে নাঞী দেবেত কহে অপরূপ॥ [এঁকি মনোহর পরম সুন্দর নাগর বকুলমূলে।]। —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১২ক)

সুন্দরের মালিনীবাটী-প্রবেশঃ

মাল্যানির জত্নে রায়, [রন্ধন করিয়া খায়] নিদ্রায় পোহায় বিভাবরি। শ্রমেতে নিদ্রিত ছিল, মাল্যানি জাগাইয়া দিল, জসোদা জাগায় জেন হরি —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ৫খ)

মালিনীর বেসাতির হিসাবঃ

[যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥] জে লাজ পাইনু বাপু কহিতে ডরাই। এমন টাকা দায় বাছা মাসি লজ্জা পাই॥ তবে হত প্রত্যয় আনিতেম জদি ফিরে। ভাঙ্গাইলাম পাচটাকা দুইকাহন দরে॥ —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ১২ক)

আনীয়াছী আদিসের রস্করা সন্দেশ। খির তক্তি আনিয়াছি অতি বড় বেস॥ [আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।]। —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১৬খ)

[সুলভ দেখিনু হাটে নাহি জায়ফল॥] আমি বই কার সাধ্য আনিবারে পারে। অন্য কেহ হইলে বাপু ফিরে যাইত ঘরে॥ —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ১২ক)

[নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক্॥] কত কষ্টে ঘৃত পাইলো সারা হাট ফিরা। জেটি কথা সেটী লয় কহিতেছে হিরা॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১৭ক)

[যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥] বিভাহ অনেক ঠাই কর্ণবেদ কারো। এ জর্ন্নে দ্রব্যের দর বাড়িয়াছে আর॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ৬ক)

শুনিয়া সুন্দর রায় বলিছেন হাসি। জে এনেছ সেই ভাল রাখ গিয়া মাসি॥ [শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।]। —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ১২খ)

বিদ্যার রূপবর্ণন ঃ

[নব নাগরী নাগর] মোহনিঞা। রূপ অনুপাম নিরুপমিঞা॥ ধুয়া। সারদপার্ব্বণ, সীধুধরানন, পঙ্কজনয়ন, মদনিঞা। কুঞ্জর-গামিনী, খঞ্জননাসিনী, কুরঙ্গনিন্দনি, লোচনিঞা॥ কোকীলভাসিনী, গীঃপরিবাদিনী, দিপবিবাদিনী, রবনিঞা। ভারথভাসিনী, তড়িতনিন্দনি, রূপের তরুণী, ভাবনীঞা॥ —এ০(ক) পুঁথি (পৃঃ ১৮ক-খ)

[সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥] বাহু ভয়ে করি তার সিন্ধুরের ছলে। কর্ম্মার্থে না ছাড়ে সঙ্গ বাহু কেসমূলে॥ মাণিক রচিত কর্ণ গীধিনি দেখীঞা। লাজে মৃত মাঝে মুখ বেড়ায় লুকাঞা॥ নাসা দেখি নিজ নিন্দা বাচাবার আসে। খগপতি থাকীলা খিরোদসাহী পাসে॥ কেশ বেশ মুকুতায় হেন মোনে লয়। নক্ষত্র করিল বাস দিবসের ভয়॥ মলয় মারুত সদা নাসিকার তলে। দিব্যস্থান দেখি থাকে নিস্বাসের ছলে॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ১৮খ)

মাল্যরচনা ঃ

[গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।] গাঁথে বিনি সুতে, সেবে নানা মতে, কামবধুব্রজপালিকা॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ২০খ)

[কমল কুমুদ মল্লিকা।] আসক কীংসক মধুটগর, গন্ধরাজ নাগেশ্বর [২৪], জাতি যুতি মনহর, বাসক কিংসক সেফালিকা॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ২০খ-২১ক)

[কমল কুমুদ মল্লিকে] কেতকী, বান্ধুলি পীয়ালি মালতি জাতি, কুন্দ কৃষ্ণকলি দোনার পাতি, অতি সোভা করে বন্দকে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৮৫খ)

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা ঃ

·[গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া॥] বোঁটা সহ কেসরে করিল দণ্ডছত্র। বিরহীর করাত গঠিল কেয়াপত্র॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৮৫খ)

[অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥] রতি সহ কাম আগে গড়িল সুন্দর। তার কান্দে রাখে পাত্র হরিস অন্তর॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ২১খ)

[বসিয়া রহিছে বিদ্যা পূজার আসনে।] ভারত কহিছে হিরণ্ময় ক্রোধ হইল মনে॥ —ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ৮ক)

মালিনীকে তিরস্কারঃ

[ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥] এ মোর বাড়িল কঠিন স্রম। স্রম বৃথা হইল ঘুচীল ভ্রম॥ —এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ২২খ)

ভ্রম বাড়ে মনে কহিতে সই। সরস তনু হইল কঠিন ভয়॥......
[শর হেন ফুল শর ফুটিল॥] কল ছুটি গিয়ে লাগীল অঙ্গে। স্লোক পড়ি ধনি পড়ে তরঙ্গে॥ —এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ১৬খ)

বিদ্যার সুন্দর-দর্শনঃ

[কোন মতে দেখাইতে পার নাকি মোরে।] জতনে রাখিবে তারে গোপন করিয়া [২৫]। সত্য কর আই মোর মাথায় হাত দিয়া॥ সাবধান হবে আই জতনে রাখিবে। তুমি আমি তিন বিনে অন্যা না জানিবে [২৬]॥ —বি° পুঁথি (পৃঃ ১২ক)

[কবিতা-কমলে কবি তুমি মহাসয়।] আমার কি সাধ্য উত্তর দিব জে তোমায়॥ —ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ৯খ)

[আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥] তুমি হারিবে তাহার স্থানে করিতে বিচার। আমার সেবক সেই রাজার কুমার॥ বরমালা দিয়া তার কর পুরস্কার। তাহার করিলে মান সন্তোস আমার॥ জাহার তনয় সেই তোর জোগ্য বর। বরিহ তাহারে তুমি না করিহ ডর॥ —এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ২৫খ-২৬ক)

[কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥] চিত্রকাব্য পায়্যা পায়্যা পুষ্পময় রতি। বুঝিলাম কালী মোর কৈল বিদ্যাপতি॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৮৯খ)

সুন্দর-সমাগমের পরামর্শঃ

[একি কথা ছাপা ত না রবে॥] শুনিবে ভূপতি রায়, সখিরে ঠেকিবে দায়, ভাবো দেখি পশ্চাদ কি হবে। ...... [দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।] সকলেরে মজায়িবে, মায়েরে বা কি কহিবে, ভাব দেখি কেমন ঘটিবে॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯০ক-খ)

[নারিকেলে জলের সঞ্চার॥] কীর্ত্তু নিবেদন করি, লঙ্কাজই হইলা হরি, সুগ্রিবেরে করিয়া সহায়। ...... তোরে সে ...... করি, ভারত কহিছে এই হয়॥ —এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ২৮ক)

।ত্রোটক। শুন বলি লো মাল্যানী বলি তোরে। মম কান্ত নিতান্ত মিলাহ মোরে॥ ভয় কী করো না ডর সত্য বোলো। বিধীর নির্ব্বন্ধে গোবিন্দ আনী দিল। জেই পণ্ডিত সত্য গুণি জন। তার রক্ষক সতত ত্রিনয়ন॥ শুন ভারথপুরাণের হাস্য কথা। ছিল অবিবাহীতা নৃপরাজ-সুতা॥ উসা নাম তাহার জানে সকলে। রতি পুত্র বলে এ সেই ক্ষণে॥ বাণনন্দিনী জামিনীতে শুইয়া। আছে ঘুমে ঘোরে সখী সঙ্গে লঞা॥ কামনন্দন কামে বিভোর হইয়া। আসিয়া মীলিল সেই অবিবাহিতা হইয়া॥ জ্বলে উজ্জ্বল জ্যোতি পালঙ্ক পাষে॥ তথি কামিনী মগন অবশে॥ দেখিয়া আলুথালু আছে ঘুম ঘোরে। চড়ে কামকুমার পালঙ্ক উপরে॥ ভাসে বিকচ কমল স্থির নীরে। জেন ধাবএ ভৃঙ্গ খুবধ দূরে॥ সেই প্রায় কুমার কুমারি পাইয়া। ধরে ভেকে ভুজঙ্গ জেমত ধায়্যা॥ তেমতি রমণী দেখি মাতীয়াল। তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল॥ ভুজ জোরে নিতম্বে ধরে বেড়িয়া। উরুযুগ্ম পরি দুহু জঙ্ঘ লয়া॥ কুচকুম্ভ কদম্ব কুসুম সোভা। ভুজভৃঙ্গ তাহাতে কানন সোভা॥ মকরন্দ পানে অলী ফিরে পাকে। অলি পরসনে পঙ্কজিনী পুলকে॥ মুখ নির্ম্মল সারদ চন্দ্র ভাতি। ঘনমুক্ত একা ত চকোর পতি॥ নবকামিনী কান্ত বিহার পাইয়া। রতিরঙ্গে আনন্দে মগনা হইয়া॥ রতি ঘুম ঘোরে মুদিত নঞানে। রস সাগর ভাসে হইয়া মগনে॥ সুখ জাগত অধিক ঘুম ঘোরে। রতি আবেসে কম্পীত কান্ত ধরে॥ জর্জ্জরা জতনে নব পঙ্কজিনী। জলঘনু মাঝে যেন সোদামিনী॥ তনু জর জর মনসিজ সরে। ঝর ঝর ঘাম দুই অঙ্গে ঝরে॥ নবপঙ্কজ পীযুষ পানে অলি। অতিমত্ত বিদগ্ধ প্রকাশে কেলি॥ ভুজ কঙ্কণ ঝনঝন সব্দ করে। তথি নাচএ বেসর নাসা পরে॥ মণীনূপুর মধুর দ্রুত স্বরে। পদঘুঙ্ঘর বাজে পদানিন্দ(?) পরে॥ আলুথালু স্রবণ চিকুর থলে। মকরাকৃত কুণ্ডল কর্ণে দোলে॥ অলকা চপলা স্রম ঘর্ম্ম ধীরে। কটি অর্ম্মর চঞ্চল(?) চায় দূরে॥ মনমন্থ কুমার কঠোর হিয়া।

ভূজ জোরে নিতম্বে ধরে আটীয়া॥ তথি কাতর কামীনী ঘুম ঘোরে। উহু মরি বলে ঘন স্বরে॥ নিসি ভোরে প্রভঞ্জন মন্দগতি। নীর হিল্লোলে পঙ্কোজ দোলে তথি॥ মধুপানে আসে ভ্রমরা বিকল। সেই প্রায় কুমার ফিরে চপল॥ দেখি কাতর কামিনী মত্ত করি। ঘন ঝম্পয়ে কামীনী কোল্যে করি॥ নিজ রাজ বয়ান বিমল অতি। ঘন দংশয়ে দন্তে বিদগ্ধ মতি॥ কুচরক্ত ...... নখময়। ...... তথি কাতরে কান্ত চায়॥ দেখি সুগম সরির হ্রিদয় মাঝে। মুখ অম্বুজ গঞ্জিত দ্বিজরাজে॥ দেখি নাগর সুন্দর হ্রিদ-পরে। বল কে বট হে বলি ভূজ ধরে॥ বিধি নির্দ্দয় রঙ্গ সমাপ্ত নহে। অতি ভীত কুমার কুমারী ভয়ে॥ ছাড়ি কামিনী সঙ্গ পনাঅ ধাইয়া। দ্বিজ ভগিরথ [২৭] বাণী-সুধা জানীঞা॥ বিস্বয় দেখিয়া, সয়ন তেজীয়া, বিরস হইয়া, কামীনী উঠে। বিধাতার কী বাদ, না পুরিল সাধ, একী পরমাদ, কেমনে ঘটে॥ হায় হায় হায়, ধিক বিধাতায়, হেন যুব রায়, দিয়া হরিল। এ নব যৌবনে, বিধির ঘটনে, পুরুষ মিলনে, সুখ নহীল॥ এমত কহিয়া, বিনয়্যা বিনয়্যা, করুণা করিয়া, ভূতলে লোটাইয়া(?)। ক্রন্দন শুনিয়া, চেতন পাইয়া, সয়ন ত্যজীয়া, সঙ্গতে উঠে॥ দেখিয়া ঊসারে, চিত্রলেখা বোলে, কোলে কোরি তারে, জিজ্ঞাসে বাণী। পালঙ্ক ছাড়িয়া, ভূতলে পড়িয়া, কান্দ কী লাগীয়া, কহ লো ধনি॥ সখির বচনে, পাইয়া চেতনে, বির্মারিস মোনে, কহিছে বাণী। একই নাগর, দেব কি কিন্নর, সুর নাগ নর, তারে না জানি॥ নব জলধর, জানি কলেবর, দ্বিভূজ সুন্দর, বদন সসি। তমো ঘুম ঘোরে, বলে ত আমারে, রমণ বিহরে, ... সে আসি॥ কী সুখ বর্ণিব, কী তোরে বলিব, কেমতে পাইব, নাগর মণি। নবিন নাগর, গুণের সাগর, রসে গর গর, শুনলো ধনি॥ ওরূপ মাধুরি, যাইব নিহারি, কামীনী বিহরি, কাম বিভোরে। কী বা ভূরু টান, কামের কামান, জর জর প্রাণ, কটাক্ষ শরে॥ হরসিত মনে, রমণী রমণে, একই পরাণে, রস বিহরে। রতি সহ মনে, মদন চুম্বনে, কুচ পরশনে, তনু বিহরে॥ বাদ বিধি সনে, উন্মিল নঞানে, চাহি কান্ত পানে, হরিস হইআ। জাগ্রত জানীঞা, মনে কী বুঝিঞা, রমণী ছাড়িঞা, পলায় ধাইয়া॥ সেই গুণমণী, জদি দেহ আনী, তবে সে পরাণি, রাখিবো সই। নইলে এখনে, তেজিব জীবনে,

নাগর বিহনে,, আমি না রই॥ শুনি বোলে সখি, শুন সসিমুখি, চিত্রে আমি লিখি, ই তিন লোকে। সুর নাগ নরে, লিখীঞা দিব তোরে, ইহার মধ্যে, জদি সে থাকে॥ মোহিনি করিঞা, তারে ভুলাইআ, প্রকারে আনীয়া, দিব লো তোরে। এমন শুনিঞা, উসা হৃষ্ট হইয়া, বোলে ত লেখিঞা, দেখাও মোরে॥ চিত্রলেখা লেখে, ত্রিজগত লোকে, উসাপতি দেখে, দ্বারকা মাঝে। এই সে আমার, পরাণ নাগর, কে বট কাহার, ইস্বর রাজে॥ তার পরিচয়, চিত্রলেখা কয়, শুনি বিস্বয়, ভূপতি সুতা। আনি দেহ বোলে, চিত্রলেখা চলে, কামসুতে ছলে, দ্বারিকা জথা॥ প্রকার করিয়া, তাহারে হরিয়া, মিলাইল আনিয়া, উসা সহীতে। নৃপতি কুমারে, আনিয়া সত্বরে, মিলাও আমারে, ত্বরিতে ঘরে॥ শুনিঞা মাল্যানী, না কহেন বাণী, নৃপতিনন্দিনী, বোলে তাহারে। ভারতবরণ, রুক্মিণী হরণ, শ্রীযদুনন্দন, জেন প্রকারে॥ পুনঃ বিদ্যা মৃদুস্বরে, কহিছে হিরার তরে, শুনহ আমার নিবেদন। বিদ্যা বোলে নিরক্ষণে, চল তুমি এই ক্ষণে, বিলম্ব না কর অকারণ॥ [কৈও কৈও কবিবরে, কোনরূপে মোর ঘরে, আসিতে পারেন যদি তিনি।] ।—এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ২৮ক-৩১ক)

সন্ধিখনন ঃ

জয় চামুণ্ডে বিনিহত মুণ্ডে। [জয় চামুণ্ডে]। —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৩১খ)

কালি কুল দেগো মা কুলকামিনি। কেমনে জাইবে মোর এই ত জামিনি॥ [সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া]। —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ২২ক)

[স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার [২৮] ॥] বান্ধিল স্ফটীক দিয়া তার চারপাশ। দেখি সুড়ঙ্গের সোভা হইল উল্লাস॥ সুন্দরের চোর নাম তেঁঞি সে হইল। সেই হৈতে সিন্দে চুরি প্রকাস করিল। সুড়ঙ্গ করিলা কবি ভারতে রচিল॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯১খ)

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি ঃ

[কি জানি নারে কি পারে॥] কাটীয়ে ধরণি, করয়ে সরণি, তবে হয় বুঝি পথ [২৯]। কপালে কি আছে, কব কার কাছে, কে পুরাবে মনোরথ॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯২ক)

সুন্দরের পরিচয়ঃ

[বাসা করিয়াছি হিরা্যা মাল্যানির বাসে॥] তোমার ঠাকুরঝির প্রতাপ এমনি। আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন অবনি॥ —বি০ পুঁথি (পৃঃ ১৬ক)

বিদ্যাসুন্দরের বিচারঃ

[ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥] পণ্ডিতে পণ্ডিতে মেলা সাস্ত্রের প্রসঙ্গ। সুন্দরে বিদ্যায় মিলে রসের প্রসঙ্গ॥ —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ২৫খ)

[অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥] মধ্যবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য হইলা মদন। জার সঙ্গে ষড়ঋতু ছয় দরসন॥ (লক্ষণীয়. এইস্থলে 'মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন' [গ্র০ (গ) পৃঃ ৩২৫] পাঠটি সঙ্গত নহে কারণ, কামদেব পঞ্চবক্ত্র নহেন)। —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ১২খ)

[illegible] কৌতুকারম্ভঃ

।ধুয়া। নব নাগর নাগরি বিহরে। সুখের সময়, দুই জনে কয়, আর লাজ ভয় কি বা করে॥ বিভাহ হয় নাই অবিভাহ। মনের আখি ঠারে গন্ধর্ব্ব বিভাহ॥ [কন্যাকর্ত্তা হইলা কন্যা বরকর্ত্তা বর।]। —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ১২খ) .

[গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥] সুগন্ধে আনন্দে সব মাতিল চকোর। চকোরী সহিতে কাম রসে হইল ভোর॥ —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ২৭ক)।

নিজ নিজ রবে করে পক্ষগণ জত। মদনে মাতিয়া সবে রমণিতে রত॥ নগরের মাঝে জতো আছে সরোবর। তাহে সুখে ক্রীড়া করে জত জলচর॥ মধুর সুনাদ করে কামিনী সহিত। সে রস শুনিয়া দুহে মদনে মোহিত॥ বিদ্যার মহলে এক আছে সরোবর। উপলে রচিত ঘাট অতি মনোহর॥ তার চারিপাড়ে নানা কুসুমের বন। মধুর সুনাদ তাহে করে পক্ষিগণ॥ সরোবরে সোভা করে কমল সকল। কোকনদ কুমুদ কহ্লার সতদল॥ বকুলের বৃক্ষ আছে সরোবর তিরে। মধুপান

করিবারে অলিগণ ফিরে॥ অলিকুল আকুল বকুল ফুল পরে। গুণ গুণ রবে পূর্ণ ত্রিভুবন করে॥ রক্তবর্ণ পর্ণ সব বৃক্ষে সুসোভন। দেখিলে সে সব সোভা ভোলে মুনি মন॥ \এই সব সোভা দুহে দেখি সরোবরে। জব্বর জব্বর কলেবর মদনের সরে॥ পালঙ্কে বসিয়া বিদ্যা সুন্দরের সনে। আঁখি ঠারি ইঙ্গিত করিল সখিগণে॥ [বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরিগণ।]। —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯৫ক-খ)

বিহারারম্ভঃ

[পরফুল্ল ফুলে কর পান মধু॥] তরুণী বিনয়ে কবি নাহি রহে। মরি হে মরি হে প্রিয় ছাড়ে অহে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯৬ক)

বিহারঃ

[তর তর থর থর অঙ্গে॥] রতিরসে গরগর সুন্দর সুন্দরী। করে চুম্বই বদন মদন মোহিত নখ কুচ জোরে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯৬খ)

রসময় নাগর, রসের সাগর, সুন্দর সুন্দরী কোরে। বদনে বদন, ঘন ঘন চুম্বন, লোহিত কুচ নখজোরে॥ [রতিমদপাগর,]। —ব০ (ক) পুঁথি

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণাঃ

[আনিতে এথায় তারে কি কৈলা উপায়॥] রাখিয়াছি প্রাণ পায়্যা তোমার আশ্বাস। কতদিনে ওগো আয়ো হইবে মাশায॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯৭ক-খ)

[মর্ত্ত দেখি দুজনে পলায় সখিগণ॥] পুর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন। সুরতান্ত সান্ত হইয়া বসিলা দুজন॥ বিহারে মদন রসে অধিক করিয়া। ধিরে ধিরে কহে ধির অধির হইয়া [৩০]॥ —বি০ পুঁথি (পৃঃ ২১খ)

সারীশুক-বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহঃ

[কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু॥] কি কাজ এখানে আর সেইখানে জায়। মনোমত চাঁদে সুধা ক্ষুধামত খায়॥ —এ০ (গ) পুঁথি পৃঃ ১৩৪খ)

[ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।] উৎকণ্ঠিত তুমি তার প্রজ্ঞা কোন নয়॥ কখন কি করিনু হইল অভিসার। স্বাধীনভর্ত্তৃকা কেবা সমান তোমার॥ পরস্ত্রীগ স্ত্রী হইতে বুঝি সাধ জায়। নহে কেনে মিছা দোষ দেখাও আমায়॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৩৫ক)

[রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে॥] এইরূপে দুইজনে করে বিবিধ কৌসল। রচিল ভারথচন্দ্র অন্নদামঙ্গল॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫২খ)

[এইরূপে কথোকদিন করিলা বিহার॥] বিদ্যার হইল ঋতু সখিরা জানিল। খুদে বৈসে আদি বেবহার সব কৈল॥ বিভাহ মত পুনর্বিহা করিলা সুন্দর। করিলা মঙ্গলকর্ম্ম সখিরা সত্বর॥ কতেক কহিব আর সাধ জত মতে। পুঁথি বাড়্যা জায় বড় খেদ রৈল চিতে॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫২খ)

বিদ্যার গর্ভ ঃ

নাগর মোহিনী নাগরী বর। [আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।]। —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫২খ)

।রাগ ললিতা। কেহ কহে না রে রাধানাথে। ভাবি বিভাবরি, ফকরি ফকরি মরি, তবু মোর প্রাণে সহে নারে। [এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।]। ——ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ১৯খ)

[উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥] বসন পরয়ে জত আটীয়া আটীয়া। সহিতে না পারে নাভি পেলায় ঠেলিয়া॥ —বি০ পুঁথি (পৃঃ ২৯খ)

[পূর্ব্বেতে এসব কথা হীরা কয়েছিল।] চলহ চলহ সখি প্রমাদ পড়িল॥ দোপট্টে এ সব কথা হইল জখন। নিষেধ করিতে ছিল উচিত তখন॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১০৫খ)

বিদ্যার গর্ভশ্রবণে রাণীর তিরস্কার ঃ

বিদ্যা মোর কলঙ্কীনী ঝী॥ শুনিয়া সকল লোকে দাঁতে কাটে জী। কার ঘরে হেন মাইয়া, চক্ষু খাঞা দেখ চাঞা, কুলখোটা কুলটা ছী, ছী॥ ধ্রু। [যত সখীগণ, বিরস বদন, রাণীর নিকটে যায়।]। এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫৩খ)

[করিলি খাইয়া মোরে॥] আল্যো কতো জন, রাজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে। জিনিয়ে বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মেট্যো গেলি চোরে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১০৬ক)

[প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥] আলো লো পাপিনি, আলো লো সাপিনি, কেন না মরিলি হইয়া। বাঁচিয়া কী সুখ, দেখাবি কী মুখ, কী করিলি কুলে রইঞা॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৫৪ক)

কোটালগণের স্ত্রীবেশঃ

[করিল দারুণ ধুম কাঁপিল সহর॥] উদাসিন বিদেসি বেপারি জদি পায়। বেড়ি দিয়া তখনি ফটকে আটকায়॥ সুগন্ধি সুগন্ধ মালা সুগন্ধি চন্দন। জার অঙ্গে দেখে তার তখনি বন্ধন॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ২২খ)

[লুটে লয়ে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥] বিশেষতঃ ধর‍্যা (?) যারে দেখিবারে পায়। অবিলম্বে বেড়ী দিয়া ফাটকে ফেলায়॥......... ফিরে হরকরা ধরি সন্ন্যাসির বেশ। বিভূতি ভূষণ অঙ্গে জটাজুট কেশ॥ কোন হরকরা হইল সন্ন্যাসির বেশ। কপালে তিলক মুখে বেদ উচ্চারণ॥ কেনা জন বিনাঞা ফকির বেশ ধরে। কেহো তো নাপীত হইআ ফীরএ সহরে॥ কেহো তাঁতি কেহো মালী কেহো চর্ম্মকার। নানা ছলে ফীরে কেহো হইআ সুত্রধার॥ কেহো গণক হইয়া বাড়ি বাড়ি গণে। সিপাই মুছদি বেস ধরে কোন জনে॥ স্থানে স্থানে ফিরে চর কোটাল আদেসে। নানা স্থানে চোর চাঞা ধরি নানা বেসে॥ অন্নপুর্ণা...... কবিবর রচিল। শ্রীযুত ভারথচন্দ্র রায়গুণাকর॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৬০ক)

চোর-ধরাঃ

[ভারথের কবিতার] অমৃতের সার। পরিণাম হরিনাম বিনা নাহি আর॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ২৩খ)

সুড়ঙ্গ-দর্শনঃ

[জন সাত ধরি হাত এক সাত যায়॥] আগু জায়, পাছু চায়, কাঁপে বুক ক্ষেণে। স্থির নয়, কিবা হয়, কত ভয় মনে॥ —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ২৪ক)

মালিনী-নিগ্রহ:

মাল্যানি কিল খায়্যা, চেচায় দোহাই দিয়া, বলে নিল সর্ব্বস্ব হরিয়া। নষ্টের আছয়ে গুণ, পিঠেতে মাখয়ে চুন, কেন মোরে মারিষ কোটালিয়া॥ [এ তিন প্রহর রাতি]। —ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ২৪ক)

বিদ্যার আক্ষেপ:

[শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ॥] যুবাতি জনম কালামুখ, পরের অধিক সুখ-দুঃখ [৩১]। পরের মরণে মরে, পরের ঘর করে, পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥ —বি° পুঁথি (পৃঃ ৩৬খ)

[বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া॥] হায় হায় কী করে বিধিরে, সম্পদ ঘটয়ে ধিরে। লুটিল পরসমর্ণি, বুকে সক্তিসেল হানি, বান্ধা লয় সুখের নিধিরে॥ —এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ৬৫ক-খ)

নারীগণের পতিনিন্দা:

[না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবসে আঁধার।] ঘরে পাপ ননদিনি না বুঝে বিচার। বিকাইনু রাঙা পায়ে শ্যাম কৈনু সার॥ —এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৪৮খ)

[না ছোয় তরণি তৈল আমিস্য বর্জিত॥] পান বিনে মুখে গন্ধ নাহি দিবসন। কি কব আমা(র) পতি গোগ্রাসে ভোজন॥ —বি° পুঁথি (পৃঃ ৩৮খ)

[তার ঠাঁই পানিফোঁটা পাইতে জঞ্জাল॥] আয়োত লোহার মত আছি বলিতে আছে। বুঝিয়া নামেতে বিধি ছিকার দিয়াছে। —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ১১৫ক)

[রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।] আপনি যদি নারে তবে অন্যাতে বাজায়॥ আর রামা বলে রাজকবি মোর পতি। সারা রাত্রি ভাব্যা মরে নাহি করে রতি॥ —বি° পুঁথি (পৃঃ ৩৯খ)

[সারা রাতি ভেবে মরে নাহি করে রতি॥] তুলাত হাতেতে কর্যা বিড়বিড়য়ে মুখে। বুজ দেখি সখি সব থাকি কিবা সুখে॥ বারমাস্যা কবিতা ভাব্যা কাটাইল কাল। কত দিনে গেল্যা মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ১১৫ক)

[তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥] এইরূপে আমার বহিয়া গেল কাল। কতো দিন গেলে মোর ঘুচিবে জঞ্জাল॥ —বিং পুঁথি (পৃঃ ৪০ক)

[কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥] হেন বুঝী এই চোর হইতে বা পারে। তেই বুঝী কবি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥ তার বাক্যে আর সবে দুনা ক্রোধে জ্বলে। ধরা ধরি গেলা তিতি নয়ানের জলে [৩২]॥ —এং (ক) পুঁথি (পৃঃ ৬৯খ)

রাজসভায় চোর-আনয়নঃ

[জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব। বসিলা কুতূহল॥ সম্মখে সিপাই খাড়া কাতারে কাতার। জোড় হাথে হেমছড়ি সম্মখে রাজার॥ সম্মখে আরজ-বিগি আরজী লইয়া। ভাট পড়ে রায়বার জষ বর্ণাইয়া॥ .... [রবাব তুম্বুরা বীণা বাজায়ে মৃদঙ্গ।] পাঞ্জাবি গায়েক গান করে নানারঙ্গ॥ —বিং পুঁথি (পৃঃ ৪০ক)

রাজার নিকট চোরের পরিচয়ঃ

[কহে বিরসিংহ রায়] কাটীতে বাসনা জায়। ঠেকেছে মায়াতে চোর দেহ পরিচয়॥ কী নাম তোমার তুমি কাহার তনয়। দেহ সত্য পরিচয় দেহ সত্য পরিচয়॥ —এং (ক) পুঁথি (পৃঃ ৭২খ-৭৩ক)

[কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥] কী দেখায় পরিচয় কী দেখাও ভয়। কালীর কিঙ্করে যম জানে পরিচয়॥ —এং (ক) পুঁথি (পৃঃ ৭৩ক)

কি দেখাও জমভয় কি দেখাও জমভয়। কালির কৃপায় জম জানেন আমায়॥ [আমি রাজার কুমার]। —বিং পুঁথি (পৃঃ ৪২ক)

রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠঃ

[অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীম্—[৩৩]] আজি বিদ্যা রূপে জিনি কমলকলিকা। প্রফুল্ল কমলমুখী গজেন্দ্রসারিকা॥ শয়ন করিঞাছিলো বদনবিহ্বলা। প্রমাদ গুণিঞা উঠে চিন্তয়ে অবলা॥ চোরের বচন শুনি চীন্তে মহারাজ। পাত্র মিত্র চমকীত সকল সমাজ॥ কলঙ্ক রাখীলা আর কহে হেন কথা। ধরিঞা মসানে চোরের কাট লঞা

মাথা॥ কোটালিয়া চোরেরে ধরিয়া লঞা জায়। চোর বলে পুনরপি শুন মহাসয়॥ ১॥

[অদ্যাপি তাং শশিমুখীম্—[৩৪]] আজি বিদ্যা নবিন জৌবন চন্দ্রমুখি। সকল ঘুচিল ...... জদি তার দেখি॥ মদনের বাণে পোড়ে সরীর সকল। জদি তার দেখা পাইয়ে হয় সুশীতল॥ পুনরপি শুনি কোপে বোলে নৃপরায়। অদ্যাপি ফিরায় আঁখি বোলে হায় হায়॥ কোটালিয়া ধরে তারে পাইয়া আরথী। চোর বলে পুনরপী শুনহ ভূপতি॥ ২॥

[অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ—] আজি বিদ্যা প্রণয় কমল বিধুমুখী। না সহে কুচের ভার জদি তারে দেখি॥ বাহু পসারিয়া তারে করি আলীঙ্গন। কমলের অলি প্রায় বদন চুম্বন॥ শুনিয়া অধিক কোপে জ্বলে নৃপমণী। পাত্রমিত্র বোলে হেন কোথাও না শুনী॥ রাজা বোলে শিঘ্র চোর লঞা যাও মসানে। চোর বোলে মহারাজ কর অবধান॥ ৩॥

[অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গীম্—] আজি বিদ্যা নিধুবনে শৃঙ্গার না সহে। তথাপি মৈথুন বাণে তনুবর দহে॥ গোপনে করিল গর্ভ ধরিল উদরে। মোর কণ্ঠে দিল হাথ স্বরণ তাহারে॥ রাজা বোলে কাট চোরে বিলম্ব না কর। শুন শুন মহারাজ কহিল সুন্দর॥ ৪॥

[অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাম্—] আজি বিদ্যা রতি রসে কৈল জাগরণ। তরুণ তারক কিন্তু ঘূর্ণিত নয়ন॥ রাজহংসী বিদ্যা ...... স্থির সরোবরে। লাজে করে হেটমুণ্ড স্বরিয়া তাহারে॥ শুনিয়া কোপিত রাজা বোলে মার মার। চোর বলে বচনেক শুনহ আমার॥ ৫॥

[অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীম্—[৩৫]] আজি বিদ্যা রতি রসে রসিক নাটিকা। পূর্ণ চন্দ্রমুখী মদে বিভোল নায়িকা॥ না সহে কুচের ভার বিশাল জঘনী। চঞ্চলী কুন্তল ধরে তারে স্মরি আমী॥ রাজা বোলে শিঘ্র কাট লয়া এই জনে। চোর বোলে নিবেদন শুন এক মনে॥ ৬॥

[অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীম্—[৩৬]] আজি বিদ্যা শীতল চন্দন লেপে গায়। কুসুম কোস্তুরি গন্ধ দস দিকে ধায়॥ অধর

অধরে দোহে করিল চুম্বন। সয়ন স'ওরি তার নয়ান খঞ্জন॥ রাজা বোলে অদৃষ্ট আছিল কোথায়। মারহ ইহায় আজি রাখিতে না হয়॥ চুলে ধরি কোটালিয়া দিল এক টান। চোর বলে মহারাজ কর অবধান॥ ৭॥

[অদ্যাপি তাং নিধুবনে—] আজি বিদ্যা মধুবনে মত্ত মধুপানে। অধর চুম্বনে দেখি চঞ্চল নয়ানে॥ মৃগমদ ...... কুম লেপিত জত সখি। দেখিতে তাহারে জেন বিম্ব পূর্ণমুখী॥ রাজা বোলে কোটালিয়া লয়া যাও রে মশানে। চোর বোলে নিবেদিবো রাজার চরণে॥ ৮॥

[অদ্যাপি তৎক্রমপতৎ—] আজি বিদ্যা মধুপূর্ণ অধরযুগলে। চুম্বন করিল পান শৃঙ্গারের কালে॥ কম্পিত প্রদিপ আভা বিনোদ রমণী। গ্রহণান্ত চন্দ্র জেন মুখচন্দ্রখানী॥ শুনিঞা চোরের কথা কোপে মহাবল। ঘৃত পাইলে বাড়ে জেন জ্বলন্ত আনল॥ সঘন ফিরায় আঁখি বোলে মার মার। বচনেক বলি রায় কহিছে কুমার॥ ৯॥

[অদ্যাপি তন্মুখশশী—[৩৭]] আখন সে মোর মনে আছএ সর্ব্বথা। একরাত্রি মোর দোসে নাহী কয় কথা॥ বিস্তর জতন তারে কথা কহাইতে। ছলে হাঁচিলাম জিব-বাক্য বোলাইতে॥ আমি জিলে তবে ...... আই সুনিশ্চল। জানাইয়া পরে কানে কনককুণ্ডল॥ দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া। ক্রিয়ায় কহিল জিব কথা না কহীয়া[৩৮]॥ ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে কোটালেরে। বিলম্ব না কর ঝাট বধহ ইহারে॥ ঢেকা মারি লয় চোরে বোলে কোটালিয়া। শুন শুন বোলে চোর কৃতাঞ্জলী হইয়া॥ ১০॥

[অদ্যাপি তৎকনককুণ্ডলঘৃষ্টমাল্যম্—] আজি বিদ্যা বিপরীত শৃঙ্গার মাতিয়া। কনক কুণ্ডল দোলে বদন লুঠিয়া॥ দুলিতে .... মুখেতে বহে ঘর্ম্মজল। কাঞ্চন উপরে জেন নিল মুক্তফল॥ শুনিয়া চোরের কথা লাগে চমৎকার। পাত্রমিত্র সভাজন করে হাহাকার॥ রাজা বলে কোটালিয়া না কর বিলম্ব। চোর বোলে মোর বোলে কর উপালম্ব॥ ১১॥

[অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতম্—] আজি বিদ্যা রতি রসে না সহে পরাণে। মোর পানে চাহে ঘনে করিল নয়ানে॥ ঘুচাইল পয়োধর

বসন অঞ্চল। সুরাগ অধর বট করে ঝলমল॥ রাজা বোলে চোরে লইয়া বধ কোটালীয়া। নষ্ট দুষ্ট কোথা হইতে মিলীল আসিয়া॥ কোটালীয়া বলে চোর চলহ মসানে। চোর বলে কব কিছু রাজার চরণে॥ ১২॥

[অদ্যাপ্যশোকনবপল্লবরক্তহস্তাম্—] আজি বিদ্যা অশোকপল্লব হাতে জানে। মুকুতা ...... হার সোভে চুচুক-চুম্বনে॥ অন্তরে ইসত হাসি বিলোলিত গণ্ড। চিন্তয়ে বল্লভা মোরে রহাস্য ...... রঙ্গ॥ মারহ ই চোরে বোলে নৃপবর রায়। চোর বোলে কিছু কথা কহি তব পায়॥ ১৩॥

[অদ্যাপি তৎকুসুমরেণুসুগন্ধিমিশ্রম্—] আজি বিদ্যা উরুদেশে হাস্যত পরসে। কুচযুগে হাত দিতে নখাঘাত লাগে॥ বসনে ঢাকিয়া তাহা কোপ করি চায়। হাতেত ধরিল যম দিনহিনে চায়॥ হান হান বোলে তারে বিরসিংহ রায়। চোর বলে নিবেদন করি তুয়া পায় ॥ ১৪॥

[অদ্যাপি তাং বিধৃতকজ্জললোলনেত্রাম্] আজি বিদ্যার শোভে চান্দ নয়ান কজ্জল। প্রফুল্ল কুসুম মালে বেণ্টিত কুন্তল॥ সিন্দূর মার্জ্জিত যত দসনের আভা। কটিতটে কিঙ্কিণী করএ অতি শোভা॥ রাজা বোলে অবিলম্বে কাটহ এ চোরে। চোর বলে আর কীছু কহিব তোমারে॥ ১৫॥

[অদ্যাপি তাং ধবলেশ্মনি রত্নদীপ—] আজি বিদ্যা ধবল মন্দিরে দীপ জ্বলে। ঘুমের সময়ে তাকে করিলাম কোলে॥ লজ্জায় কাতর হইয়া মুখরিলে কেনে। কোলে থাকী করে বামা মুদিত নঞানে॥ ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে হায় হায়। এমন পাপিষ্ট চোর আছিল কোথায়॥ রাজা বলে কোটাল চোরেরে কাট লঞা। শুন শুন চোর বলে কৃতাঞ্জলী হয়্যা॥ ১৬॥

[অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাম্—] আজি বিদ্যা শৃঙ্গারে আউলায় কেশপাশ। খসিল গলার হার বদন সহাস॥ কুচেতে মুকুতা হার করএ চুম্বন। সুওরি লীলার কালে চঞ্চল নয়ন॥ মার মার বলে রাজা কহে কোটালেরে। চোর বোলে নিবেদন করিবো তোমারে॥ ১৭॥

[অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনপীড়িতাঙ্গীম্—] আজি বিদ্যার বিরহে দগধে তনুখানী। সুরতির পাত্র মোর কুরঙ্গনয়নী॥ কলেবর ধরে বামা

বিচিত্র মণ্ডল। রাজহংস জিনী গতি দন্ত মুক্তাফল॥ রাজা বোলে লহ দুষ্ট চোরেরে পরাণ। আর যেন আমি না শুনী অপমান॥ কোটালিয়া লয়া জায় দক্ষিণ মসানে। চোর বলে নিবেদিয়ে নৃপতিনন্দনে॥ ১৮॥

[অদ্যাপি তাং বিহসিতাম্—] আজি .... বিরহে না সহে কুচভার। চুম্বন করএ কণ্ঠে মুকুতা .... হার॥ প্রবেস করিল রতিরসের মন্দিরে। দেখি যেন ধূমকেতু সঙরি তাহারে॥ ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়। কোথা হইতে আইল চোর আমার সভায়॥ অবিলম্বে চোরে লেহ দক্ষিণ মসানে। চোর বোলে বলি কিছু তোমার চরণে॥ ১৯॥

[অদ্যাপি চাটুবচন—] আজি বিদ্যা রতি রসে .... বিভোলা। মধুর কথায়ে কথো সাধিল অবলা॥ ঘন ঘন কহে প্রাণ রাখ প্রাণনাথ। বদন মলিন করি সিরে দিল হাত॥ রাজা বোলে মার চোরে বিলম্ব না কর। শুন রায় এক কথা কহীল সুন্দর॥ ২০॥

[অদ্যাপি তাং তু রতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীম্—] আজি বিদ্যা রসাবেশে মিলিল নয়ান। আলাইল কেশপাশ খসিল বসন॥ রাজহংসি জিনি বিদ্যা রতিসরোবরে। জন্মান্তরে রতিরসে সঙরি তাহারে॥ রাজা বোলে কোটালিয়া শীঘ্র ধর গীয়া। শুন শুন বোলে চোর কৃতাঞ্জলী হইয়া॥ ২১॥

[অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীম্—] আজি বিদ্যা প্রণয়িনী কুরঙ্গনয়নী। অমৃতের ভার কুচ বহে নিতম্বিনী॥ তারে জদি পুনঃ দেখি রতি অবসানে। হাতে হাতে স্বর্গ জায় হেন লয় মনে॥ ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের কথায়। চোর বলে পুনরপি শুন নৃপরায়॥ ২২॥

[অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নাম্—] আজি বিদ্যা চাপিয়া ধরিল মোরে কোলে। সকল সরির দহে কামের আনলে॥ আমার স্মরণ বিনে নাহীক সংসারে। প্রাণের অধিক রামা সঙরি তাহারে॥ মার মার বোলে রাজা সকল সমাজ। চোর বোলে বচনেক শুন মহারাজ॥ ২৩॥

[অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে—] আজি বিদ্যা ক্ষিতিতলে জতেক কামিনী। সভার গণনা মাঝে আগে তারে গণি॥ শৃঙ্গার নাটক মাঝে উত্তম রতন। সঙরি সঙরি তারে দগধে মদন॥ ঘন ঘন কোপে রাজা বোলে মার

মার। সংসার যুড়িঞা হইলো কলঙ্ক আমার॥ মার রে পাপীষ্ঠ চোরে লঞা মসানে। চোর বোলে কহি কিছু তোমার চরণে॥ ২৪॥

[অদ্যাপি তাং প্রথমতঃ—] আজি বিদ্যা প্রথমে সুন্দরী কুতূহলী। মমতার পাত্র বালা ননীর পুতলী॥ শুনহ সকল লোক না দেখি আমারে। না সহে বিরহ দুঃখ সঙরি তাহারে॥ রাজা বোলে মার চোরে অবিলম্বে লইয়া। শুন শুন চোর বোলে প্রণাম করিঞা॥ ২৫॥

[অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্—] আজি বিদ্যা মোর মনে করিল বিস্বয়। না জাঞা না জানি তথি কি হবে উপায়॥ শুনহে পণ্ডিত অন্তে আমার বচন। আমার বনিতা রামা হরিলেক মন॥ শুনিঞা তাপিত বড় রাজার অন্তরে। চোর বলে পুনরপি বোলীএ তোমারে॥ ২৬॥

[অদ্যাপি তাং গমনমিত্যাদিতম্—] আজি বিদ্যা শুনি আমি জাব নিজ দেশে। চঞ্চল নঞান করি চাহে অনিমেষে॥ কি বলিতে কিবা বলে সঘনে রোদন। সঙরি বিভোল শোকে লম্বিত বদন॥ শুনিয়া চোরের কথা বিস্বয় বদনে। কি কর কোটাল বোলে অরুণ নয়ানে॥ কোটালিয়া চুলে ধরি দিল এক টান। চোর বোলে মহারাজা কর অবধান॥ ২৭॥

[অদ্যাপি বাসগৃহতঃ—] আজি জদি কোটাল ধরিল মোর তরে। ভয়ে ত সরির মোর ঘন কম্প করে॥ আমারে রাখিতে জত করিল যতন। বলিতে না পারি তাহা দহে মোর মন॥ কি বলে কি বলে বেটা বোলে নৃপরায়। চোর বোলে মহারাজা কহি তব পায়॥ ২৮॥

[অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগ—] আজি বিদ্যা বিয়োগ না সহে একক্ষণ। সংকা করি কবি কয় সোধাইলে বচন॥ আমার জিবনে ধরে মদনের ছাতি। কিবা বিধি হরিহর সঙরে যুবতি॥ অতি কোপে কাঁপে রাজা শুনীয়া শুনিঞা। কোটালিয়া মারো চোরে মসানে লইয়া॥ কেহো ঢেকা মারে কেহো দড়ি ধর্যা টানে। শুন শুন বোলে চোর রাজ সম্বোধনে॥ ২৯॥

[অদ্যাপি তাং চলচকোর—] আজি বিদ্যা চকোরিণী নয়ন চঞ্চলে। শীতাংশুমণ্ডলমুখী কুটিলকুন্তলে॥ করিকুম্ভ জিনি কুচ ভারেত কাতর।

সঙরি বিম্বালি ফল জানিয়া অধর॥ রাজা বোলে কোটালিয়া লহরে মসানে। চোর বোলে নিবেদিব রাজার চরণে॥ ৩০॥

[অদ্যাপি তাং নিশিদিবা—] আজি বিদ্যা বদন সুন্দর মনোহর। না দেখিলে দিবানিসী দহে কলেবর॥ কামের দর্পণ জিনী অপরূপ ধরে। পুনরপি পুন পুন সঙরি তাহারে॥ শুনীঞা অধিক জবলে নৃপতি-শিখর। হেন কথা কহে বেটা সভার ভিতর॥ কাট রে পাপীষ্ট চোরে দুঃখ যায় দূর। কহি কহি তোমার চরণে কহে চোর॥ ৩১॥

[অদ্যাপি তামবহিতাং মনসা—[৩৯]] জন্মান্তরে স্মরি আমি সেই সে জুবতি। ইহকালে পরকালে সেই মোর গতি॥ শুনীয়া অধিক জবলে বিরসিংহ রায়। চোর বোলে পুনরপি কহী তুয়া পায়॥ ৩২॥

[অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজ—] আজি সে দেখিয়ে বিদ্যা কমল বদন। ভ্রমিয়া ভ্রমর গণ্ড করয়ে চুম্বন॥ কেশেতে চঞ্চল করপল্লব কঙ্কণ। বিবরণ জিজ্ঞাসেন শুভ কোন জন॥ রাজা বোলে কাট চোরে একি মোর লাজ। চোর বোলে বচনেক শুন মহারাজ॥ ৩৩॥

[অদ্যাপি তন্নখপদম্—] আজি বিদ্যা কুচকুম্ভে সুখে নিল হাত। মধুপানে মদে তথি লাগে নখাঘাত॥ ব্যাথার পুলকে ...... [৪০] চাহে এই কথা। বিলম্ব না কর চোরে কাট লঞা মাথা॥ আর যেন কখন না শুনি হেন বাণী। চোর বোলে পুনরপি শুন নৃপমণী॥ ৩৪॥

[অদ্যাপি সা শশিমুখী—] আজি বিদ্যা কোপে কিছু না বলিয়া [৪১]। তোমায় নিতান্ত আমি ভজি শুভদিনে॥ সঘনে কোপিত রাজা বোলে মার মার। চোর বোলে বচনেক শুনহ আমার॥ ৩৫॥

[অদ্যাপি ধাবতি মনঃ—] আজি বিদ্যা বাস ঘরে আছে সখিগণে। ধাইয়া তথায় যাই হেন লয় মনে॥ তার সনে .... হাস শুন হে ভূপাল। শৃঙ্গার কালে মোর যোগ্য সর্ব্বকাল॥ শুনি মহাকোপে জবলে নৃপতি-শিখর। বিলম্ব না কর চোরে কাটহ সত্বর॥ কোটালিয়া চুল ধরি দিল এক টান। চোর বলে বচনেক .... অবধান॥ ৩৬॥

[অদ্যাপি তাং ন খলু বেদ্মি—] আজি বিদ্যা রূপগুণে নাহিক অধিক। জগত মোহিতে পারে সভার অধিক॥ পুনরপি দেখিতে বাসনা

করে ধাতা। আমারে মোহিবে সেই গেল বল কথা॥ রাজা বোলে কাট চোরে পাইল বড় লাজ। চোর বোলে বচনেক শুন মহারাজ॥ ৩৭॥

[অদ্যাপি তাং জগতি—] আজি বিদ্যা বর্ণিতে না পারে কোন জনে। পূর্ব্বেতে আছিল রতি হেন লয় মনে॥ তাহার সমান রূপ যদি তারে দেখি। তবে সে বুঝিতে পারি সেই চন্দ্রমুখী॥ ঘন ঘন কোপে রাজা চোরের বচনে। তখনে বিদ্যার সখি গেল সেই খানে [৪২]॥ দেখিয়া তাহার তরে বোলেন সুন্দর। শুন শুন সখি আজি আমার উত্তর॥ ৩৮॥

[অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিম্—] আজি বিদ্যা গৌরী শারদ চন্দ্র জিনি। থাকুক আমার দায় মোহে জত মুনি॥ পুন জদি সুধা পূরিত নবনী ......। অবিরথ আলীঙ্গনে করিএ চুম্বন॥ রাজা বোলে এতো মোরে করএ বিবাদ। চোর বোলে শুন কিছু ভারথ বিষাদ॥ ৩৯॥

[অদ্যাপি তৎকমলরেণুসুগন্ধিগন্ধম্—[৪৩]] আজি বিদ্যা কমল-সুগন্ধি পুষ্প জল। কলেবর দহে তার সরির সকল॥ রাজা বোলে বুঝা জাবে কেমন জামাই। তুমি মৈলে তার কিবা আর বিহা নাই॥ জামাতা কহিলা মোরে আর ভয় নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কাটাবারে আর পার নাই॥ অবস্য পালন করো সুকৃতি জে কহে। সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥ ৪০॥

[অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যম্—[৪৪]] আজি বিদ্যা পূর্ণপদ্ম জিনি কলেবরে। ভালে গোরোচনাবিন্দু অতি শোভা করে॥ মদন অলসে কৈল ঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতে। ছলবশে সেই মুখ ধায় মোর সাথে॥ সেই সব কথায়ে সখি চলিলা লজ্জায়। জামাতা কহিলা মোরে আর নাহি ভয়॥ বীরসিংহ রায় কোপে .... হায় হায়। অবিলম্বে কাট গীএ়া চোরের মাথায়॥ চোর বোলে পুনরপি কব কিছু কথা। ....॥ ৪১॥

[অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ—] এখন কণ্ঠেতে বিষ না ছাড়েন হর। কমঠ ধরণী ধরে পৃষ্ঠের উপর॥ অম্ভোনীধি অদ্যাপি বাড়বাগ্নি বহে। সুকৃতির অঙ্গিকার কভু মিথ্যা নহে॥

[উদয়তি যদি ভানু—] পশ্চিমে .... হয় জদী সুর্য্যের উদয়। সুমেরু পর্ব্বত জদী সচলিত হয়॥ বিকসিত জদী পদ্ম পর্ব্বত সিখায়।

তথাপি সজ্জন বাক্য লঙ্ঘন না হয়॥ ৪২॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৭৪ক-৮৩ক)

[ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥] অকার অবধি পড়ি সমাপ্ত ক্ষকার। পঞ্চাস অক্ষরে স্তুতি করয়ে কুমার॥ —বি০ (পৃঃ ৪৩খ); ব০ (ক) পুঁথি

ভাটের উত্তর ঃ

চামর চন্দন পুত্তময় হারি। [ভূপ, মৈ' তিহাঁরো ভট্ট]। —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৮৮ক)

সুন্দর-প্রসাদন ঃ

[জানিনু তোমার অনুভব॥] করি অতি মন্দ কাজ, পশ্চাতে হইলো লাজ, অপরাধ ক্ষেমহ আমার। পাত্র মিত্র নৃপবর, স্তুতি কৈল বিস্তর, কৃপাযুক্ত হইল কুমার॥ -এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৮৯ক)

সুন্দরের স্বদেশগমন প্রার্থনা ঃ

। পয়ার। বিদ্যারে কহেন রায় জাব নিকেতন। চলহ আমার সঙ্গে জদী লয় মন॥ না কহিয়া বাপমায় এদেসে আইনু। কেমন আছেন তারা কিছু না জানিনু॥ কহিয়া তোমার বাপে [বিদায় করহ]। —ব্রি০ পুঁথি (পৃঃ ৩২ক)

[বিদ্যা বলে] তুমি জদি জাবে নিকাতন। সত্য করি কহ রায় কি তোমার মন॥ —এ০ (খ) পুঁথি (পৃঃ ৬২ক)

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ ঃ

[দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতি কামে॥] সমুখে দর্পণ থুয়ে হাসে মনে মনে। অনিমিখে পরস্পর করে নিরীক্ষণে [৪৬]॥ —ব০ (ক) পুঁথি

বারমাস-বর্ণন ঃ

[রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥] কাঁদিতে লাগিল হীরা সুন্দরের মোহে। বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে॥ তুষিলা তাহারে তবে মহাকবি রায়। নানা ধন পায়া হীরা নিকেতনে যায়॥ [ভারত কহিছে সুখে চলিলা দুজনা।]। —ব০ (গ) পুঁথি

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ-যাত্রা :

[মহোৎসবে মগন হইলা॥] রাজা গুণসিন্ধু রায়, পুলকে পূর্ণিত কায়, সুন্দরেরে রাজ্যভার দিলা। সুন্দর সানন্দ চিত, লয়্যে গুরু পুরোহিত, নানামতে কালিকা পূজিলা॥ —এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৪ক)।

কথদিনে অন্তরে রায় দেসে প্রবেসিল। দেখি কাঞ্চিপুরের লোক আনন্দ হইল॥ পিতামাতা চরণেতে করিল প্রণাম। ভারত বলিছে বিদ্যা-সুন্দর গেল ধাম॥ রাজারে সুন্দর কয়, শুন নৃপ মহাসয়, বর্দ্ধমানে বিরসিংহ রায়। তাহার আইল ভাট, সভায় দেখিল নাট, তথা গিএ জিনিনু বিদ্যায়॥ সকল কহিয়া বাপে, ঘুচাইল মনস্তাপে, পুত্র পুত্রবধু দেখি রাজা। কালিতে হইল মন, করি নানা আয়োজন, দেবির করিল তবে পূজা॥ কালি অধিষ্ঠান হয়া, সভাকারে বর দিয়া, কহিলেন হাস্য জে বদনে। সভে রাজ্য ভোগ কর, কেহ রাজদন্ড ধর, সুন্দর জাইব স্বর্গারোহণে॥ কালি রাজায় বলিয়া, বিদ্যাসুন্দরে লইয়া, চলিলেন কৈলাস ভূবনে। বর দিলা সর্ব্বজনে, স্তুতি কৈল জনে জনে, চাহিয়া দেখিল সভাজনে॥ সর্গপথে আরোহিলা, সব জ্বালা ঘুচাইলা, কালি তারে সব বুঝাইল। দেবি দিল দিব্যজ্ঞান, দোঁহে হৈল জ্ঞানবান, নিজস্বর্গ দেখিতে পাইল॥ বাপমায় বুঝাইয়া, পুত্রে রাজ্যভার দিয়া, দুইজনে সত্বরে চলিল। আনন্দে দেবির সনে, স্বর্গে গেলা দুইজনে, আনন্দেতে হরিধ্বনি কৈল॥ বিদ্যাসুন্দরে লইয়া, কালিকা কৌতুক হৈয়া, কৈলাস সিখরে উত্তরিল। কালিকামঙ্গল সায়, [ভারথ ব্রাহ্মণ গায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র] কহাইল॥ —এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৬৫ ক-খ)

॥ মানসিংহ কাব্য ॥

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান :

[মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।] মজুন্দার কইলেন করিগা গঙ্গাস্নান। [উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে-সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা। কনক আঙ্গুলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥] পরম আনন্দে

নবদ্বিপে উত্তরিলা। এই অবধী বিদ্যাসুন্দর সাঙ্গ হইলা [৪৭]॥ —এ০ (ক) পুঁথি (পৃঃ ৯৫ ক-খ)

আনন্দে নদের ঘাটে করি স্নানদান। শুনিলেন দরসন আগম পুরাণ॥ গঙ্গাপার হইয়া কহিলা মজুন্দারে। [কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥] ...... [ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥] মহানন্দে মজুন্দার গেলা নিজ ঘরে। ঝড় বৃষ্টি হৈল মানসিংহের লস্করে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৫ক)

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টিঃ

প্রলয় সমান হইল সপ্তাহ বাদল। উপবাসী মানসিংহ সহ দলবল॥ [দশ দিক অন্ধার করিলা মেঘগণ।] .... [এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার॥] সেই দেবতার তত্ত্ব বলহ আমারে। এ বিপাকে পার পাই পুজিয়া তাহারে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৫ক-২৬ক)

মানসিংহের যশোহর যাত্রাঃ

[মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥] আগে পাছে দুই পাশে লস্কর দুসার। গজপৃষ্ঠে মানসিংহ ইন্দ্র অবতার [৪৮]॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৬খ)

মানসিংহের ভবানন্দবাটী-আগমনঃ

[প্রতাপ-আদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া।] চলিলেন মানসিংহ সত্যারি হইয়া॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৭খ)

ভবানন্দের দিল্লী যাত্রাঃ

[বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে,] যাত্রা সুমঙ্গল কয়ে, বন্দি গোবিন্দদেবের চরণ। ...... [সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,] গোপাল ভূপাল হবে তার॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১২৮ক-খ)

পাতশাহের দেবনিন্দাঃ

[আর দেখ পাঁঠাপাঁঠী] জবাই না করে। [উভ চোটে কেটে বলে] খাল্যে দেববরে॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৩১ক)

পাতশাহের প্রতি মজুন্দারের উত্তর ঃ

উপাসনা পরে মিছা [কলমা পড়ায়। তবে জানি সেইক্ষেণে সে মন্ত্র ভূলায়॥] —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৩২ক)

অন্নপূর্ণার সৈন্যবর্ণন ঃ

[দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে॥] মোগল কত মত, সেখ সাঞ্জ কত, মির আমির সুসাজে। কত পট লেটা, সির পর ফেটা, ধর ধর গর গর গাজে॥ ......[বরিখত বরকন্দাজে॥] ভূত পিশাচে, উপরে নাচে, নিচে জবন আকাজে। আপন নাটে, আপনি কাটে, হাসে ভূত সমাজে॥ উপরে রহিয়া, ধর ধর কহিয়া, গরজে ভৈরব রাজে। পদনখ হননে, মারিছে জবনে, [খগগণ যেমন বাজে॥] —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৩৫ক-খ)

ভবানন্দের কাশী গমন ঃ

[অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।। প্রবেশিলা বারাণসী কৌতুক অপার॥ ...... [সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।।] অন্তর্দ্ধান কৈলা দেবী এই মত কয়্যা॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪০খ-৪১ক)

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি ঃ

[বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।] দেশে আইলাম হেন হইল পিরিত॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪১ক)

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি ঃ

কহিচে ভারতচন্দ্র [রায় গুণাকর।] সাধী মাধি লয়্যে কিছু শুনহ সমর॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪২ক)

ছোট রাণীর নিকট মাধীর বাক্য ঃ

[আরো যদি রাণী হয় সেই।] রাত্রিদিন রাণী হয়্যা, থাকিবেন পতি লয়্যা, তোমার ভাবনা মোর এই॥ —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪৩ক)

মজুন্দারের রাজ্য ঃ

এইরূপে বিহার করিয়া মজুন্দার। [স্নান পূজা করি বাহিরে দিলা বার॥] —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪৫ক)

অন্নদার এয়োজাত ঃ

[নিমী তেকী ছকী লকী] হেলানি বেজারি। —এ০ (গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪৫খ-৪৬ক)

রন্ধন ঃ

[মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥] .... বেসমের বড়া রান্ধে বেগুনের রাজা। .... সুধারসে রস রস ফুলবড়ি ভাজা॥ .... [অম্বল রাঁন্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।] সাধ্যে সাধ্যে সুধা বলে মোরে কর মিঠা॥ .... পরমান্ন খেচরান্ন করিয়া রন্ধন। [অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥] .... [কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥] রান্ধিয়া শঙ্করজটা মষিলোট পরে। [দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥]......... [রমা লক্ষ্মী আলতা দনার গুড়া রান্ধে।] রান্ধে গন্ধমালতী গন্ধের ভার কান্ধে॥ রান্ধি জলফেপরি গোপালভোগ আর। রান্ধে বেঙ্কিবজান(?) সে অমৃতের তার॥ —এ০(গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪৬খ-৪৭ক)

অন্নদাপূজা ঃ

[করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥] হোমের সমাপনে, মিলিয়া বন্ধুগণে, বেঞ্জন অন্ন আনি দিলা। করিয়া নিবেদন, দক্ষিণা সমাপন, জাগিয়া নিষি পোহাইলা॥ - এ০(গ) পুঁথি (পৃঃ ১৪৭খ)

॥ সত্যপীরের কথা ॥

পুঁথিটি (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা পুঁথি নং ৫৮৬) যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। [ ] বন্ধনীর মধ্যে লুপ্ত শব্দ ও ছেদগুলি এবং { } -বন্ধনীর মধ্যে খিল অংশগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। [* * *]-বন্ধনী লুপ্ত কাব্যাংশগুলিকে নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রী শ্রী দুর্গা ঃ ॥ নম সর্ত্তনারায়ণ ঃ। সুন সভে একচিত [ঃ] সর্ত্তপির গুণান্বিত ঃ ॥ তিনলোকে পাবে প্রিত [ঃ।] সিদ্ধি মনস্কা-[ম]-না ঃ॥ গণেষ আদী দেবগণ ঃ বন্দ সর্ত্তনারায়ণ ঃ সিরণি দেও অনক্ষন ঃ জার জেই ভাবনা ঃ ॥ কলির প্রথমে হরি ঃ ফকিরের বেস ধরি ঃ অবনিতে অবতরি ঃ হরিবারে জন্ত্রণা ঃ। দ্বিতিয়েতে বিষ্ণু নামে ঃ দরিদ্র দ্বিজের ধামে ঃ ধর্ম্ম অর্থ মক্ষ কামে ঃ দানে কৈলে ছলনা ঃ ॥ ব্রাহ্মণ ভিক্ষারে জায় ঃ প্রভু দেখা দিলে তায় ঃ ধরিয়ে ফকির কায় ঃ মখে দির্ঘ্ব দাড়ি রে ঃ ॥ {মাথায় রঙন টোপ ঃ গলে ছিলীমিলী মুখে গোপ [ঃ] হামিস দুলিছে থোপ [ঃ] হাতে আসাবাড়ি রে ঃ। মখেতে সুভিত গোপ ঃ ঝুলিতে ঝুলেছে থোপ ঃ [* * *] [ঃ] হাথে আসাবাড়ি রে ঃ। সেলাম হামেরা

পাড়ে ঃ ধূপ মাএ কাঁহে খাড়ে ঃ প্রিয়াস না দেখি বাড়ে ঃ মেরা বাত ধরত ঃ ॥ সিরণি দেও পিরে বা [ঃ] সক্রাদি খির বা [ঃ] [* * *] [ঃ] সন্ধে-কালে দেহত ঃ ॥ } বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দিজ ঃ আসিয়ে নিবাস নিজ ঃ পূজিল গড়ুরের ধ্বজ ঃ সির্ন্নি কৈল বিহিতে ঃ ॥ বিপ্রের দেখিয়া ধন ঃ ঘরে ঘরে সর্ব্বজন ঃ পূজে সত্তনারায়ণ [ঃ] ক্ষাত হইল ক্ষিতিতে ঃ ॥ { ত্রিতিয়েতে বিষ্ণুলোক ঃ নিস্তারিতে রোগ সোক [ঃ] সর্গে জায় ব্রহ্মলোক ঃ সভে কৈলেন মন্ত্রণা ঃ ॥ চতুর্থে উৎকষ্ট কাষ্ট ঃ কাঠুরে করিলে তুষ্ট ঃ প্রিথিবি করিলে ছেষ্ট ঃ ছিষ্টী কৈলেন পালনা ঃ ॥ পঞ্চমে পাইয়া কন্যা ঃ সদানন্দ নামে ব্যানে ঃ সত্তপিরে সির্ণি মেনে ঃ চন্দ্রকলা নামেতে [ঃ]। কি কব কন্যার ছাদ ঃ বদন পুর্ন্নমের চাদ ঃ [* * *] [ঃ] জিনি রতি কামেতে ঃ ॥ কন্যার বিভাহ দিয়া ঃ জামতারে সঙ্গে লয়ে ঃ সিরণি বিস্বীত হয়ে ঃ পাটনেতে চলিলে ঃ ॥ পির ক্রোধ করে তায় ঃ ধরা পড়ে চোর দায় ঃ গলে তোক বেড়ী পায় ঃ কারাগারে রহিলে ঃ ॥ চন্দ্রকলা নিকেতনে [ঃ] সত্তপিরে সির্নি ম্যানে ঃ সত্তপির ভাবি মনে ঃ সাধু হইল ছোড়বনে ঃ ॥ খুব ফকির নামদার ঃ বরখাস করিয়া তার ঃ [* * *] [ঃ] অবিলম্বে দেয়ায় ঃ ॥ } অষ্টমেতে ঘরে আইল ঃ চন্দ্রকলা বাত্রা পাইল ঃ প্রসাদ খাইতেছিল [ঃ] ফেলে কৈল হেলনা ঃ ॥ জলে ডুবে মরে পতি ঃ উভরায় কান্দে সতি ঃ। কি হবে আমার গতি ঃ প্রভু কোথা গেলে হে ঃ ॥ { জোবন প্রভূর মূল ঃ অলি হইল প্রিতিকূল ঃ কেবল দুখের মূল ঃ কে বলিবে ভাল হে ঃ ॥ } স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা ঃ বাঁচাইলেন তার ভর্ত্তা ঃ সদা-[ন]-ন্দ পাইল বাত্রা ঃ সিরণি কৈল বিহিতে ঃ ॥ [ভাঙ্গা-]-ইয়া কড়ি টাকা ঃ সির্ণি কৈল কাঁচা পাকাঃ জেন সসোধর রেখা ঃ দুই লোক তরিতে [ঃ] ॥ ভরদ্বাজ অবতংস ঃ ভূপতি রায়ের বংস ঃ সদা ভাবে হতকংস ঃ ভূরসুটে বসতি ঃ । দেবের আনন্দধাম ঃ দেবানন্দপুর গ্রাম ঃ তাহাতে অধিকারী রাম ঃ রাম চন্দ্র মুনসিঃ। {গুণামন্ত মহাসয় [ঃ] স্নেহ করি অতিশয় [ঃ]হয়ে মরে কৃপাময় [ঃ] পড়াইলেন পারসি ঃ ॥ সংখেপে করিনু পুথি ঃ জেমতি আমার মতিঃ। করিনু তেমতি স্তুতি ঃ না লইবে দোসনা ঃ ॥ গোত্রের সহিত তায় [ঃ] পির হবে বরদায় ঃ ঈশ্বরের ভাবি পায় ঃ ভনে রুদ্র চৌগুনা ঃ ॥ }

সর্ত্তনারায়নের পুস্তক সমাপ্ত হইল—বেলা আন্দাজ চারি দণ্ড থাকিতে [।] সয়ক্ষর শ্রী বিশ্বনাথ সর্মন সাং পাকুড়তলা [।] এই পুস্তক পঠনার্থং শ্রী রামনাথ মণ্ডলের সাং পাকুড়তলা পরগণে ঘড় [।] সন ১২৩৬ সাল তারিখ ২ জৈইষ্ঠ—রোজ ব্রহষ্পতিবার।

॥ পত্রের অনুবাদ ॥

অবশ্য প্রতিপাল্যস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ। নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদন॥ শুন ওহে মহারাজ, প্রতাপ তপনে আজ, ফুটিল সরসী মাঝে কীর্ত্তিপদ্ম-দল হে। আশীর্ব্বাদ করি আমি, হও পৃথিবীর স্বামী, রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা হউক কুশল হে॥ যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার সে মুখচন্দ্র, না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে। সে অবধি দুঃখাগুনে, জ্বলিতেছি শত গুণে, দুঃখে দিন কাটিতেছি দুঃখই কেবল হে॥ আইল মলয়ানিল, শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিল, কোকিল-কোকিলা ডাকে কুতুহলে দুজনে। মধুকর মধুপানে, কান্ত-সহ নানা গানে, নারীগণ পথপানে দেখিতেছে নয়নে॥ আইল হোলীর কাল, ভগবতী কথা জাল, পুরজন আহ্লাদেতে গাইতেছে গান হে। বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফল্গুনে রত, ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে। ৪৯।॥ —গ্রং (গ)

॥ নাগাষ্টকের অনুবাদ ॥

কিবা রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে সকলি ফুরালো, তোমার দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে রহিছি হে। ওহে মূলাজোড়ে পরম কুশলে কাল হরিছি, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ১॥ বয়স চল্লিশ বৎসর তব নিকটে গেছে নৃপ আমার, কিবা সেবা রাজন্ করেছি তব ওহে অহরহঃ। আমার বাটী গঙ্গা নিকট পরিপাটী দরশনে, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ২॥ বুড়া বাবা ছেলে কচি আমার ভার্য্যা বিরহিণী, হতাশা দাশাদি প্রলয় গণিছে বান্ধবগণে। ধনে প্রাণে মানে হৃদয়-নিহিত শাস্ত্রে ত্যজিনু হে, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৩॥ কিবা শোভা দেবী শুভ দশভুজা ধাতুগঠিতা, শিলা শালগ্রাম হরি-হরিবধূ মূর্ত্তি অতুলা। অহে সেবাকার্য্যে নিয়মিত যত দ্বিজ অতিথিরা, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৪॥ ওহে

রাজন্ পৃথ্বী-তিলক অথবা মণ্ডলমণে, দয়াবান্ ভূপাল দ্বিজ-কুমুদজাল দ্বিজপতে। কৃপাপারাবার প্রচুর গুণসার শ্রুতিধর, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৫॥ ওহে কৃষ্ণস্বামিন্ স্মরণ কর না কালিয়হ্রদে, ছিল নাগগ্রস্ত প্রথম সময়ে সব জনপদে। কবে রাজন্ চেষ্টা করিবে তুমি হে নাগদমনে, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৬॥ অহঙ্কারে গ্রাসে ধনমদবলে শান্তি ত্যজিয়া, দুঃখে হেথা রাজন্ তব আছি হে গঙ্গাম্বু নিকটে। জলেতে গণ্ডুষীকৃত মানুষ মণ্ডুক করিয়া, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৭॥ জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরল বনবাসী নতমুখে, কুবর্ণে হে সর্পে সবিষবদনে বক্রগমনে। মুখে হে তার রাজন্ ফেলিছ নিজ পোষ্য দ্বিজজনে, বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ৮॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃপচন্দ্রসভা-সুকর্ম্মা, নাগাষ্টকে ভণিছে ভারতচন্দ্র শর্ম্মা। এতে জনে যে হইবে মণিমন্ত্রবর্ম্মা, তাকে তারবে সদাই নাগভয়ে সুধর্ম্মা [৫০]॥ ৯॥

--গ্র০ (ঘ)

॥ গঙ্গাষ্টকম্ ॥

'ভারতচন্দ্রের অনুবাদ' অংশ (পৃঃ ৫২১-২৩) দ্রষ্টব্য।

---

১ পুঁথিটি ব্লুমহার্ট কর্ত্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল [দ্রষ্টব্যঃ '*Catalogue of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu and Sindhi Mss. in the Library of the British Museum' by J. F. Blumhardt, London* 1905. *pp.* 14-15]. পুঁথি সম্পূর্ণ, সুপরিচ্ছন্ন এবং প্রতি পত্রের মধ্যস্থলে একটি করিয়া পদ্ম অঙ্কিত। পত্র সংখ্যা ৩৪। মাপ ১৭"×৫১/২"। প্রতি পত্রে ছত্রসংখ্যা গড়ে ১০টি (১৩১/২" দীর্ঘ)। গ্রন্থারম্ভে আছে—"শ্রী শ্রী কৃষ্ণঃ॥ শ্রী শ্রী *কালিকামঙ্গল॥০॥ কে জানিবে মা তোমার মহিমা। সিব দিতে নারে সিমা॥ অন্নপূর্ণা উত্তরিলা—ইত্যাদি।" গ্রন্থশেষে আছে—"ইতি॥০॥ *কালিকামঙ্গল সমাপ্ত॥ শ্বাক্ষর শ্রী আত্মারাম দাষ ঘোষ কায়েস্ত সাং কলিকাতা সুতানুটী বাটী ঠিকানা জোড়াবাগের (=বর্ত্তমান নূতনবাজার জোড়াবাগানের) পূবে ছিল সে বাটী গিয়া এখন নবরত্নের পশ্চিম শ্রী সাফুর্ল্লিরাম ঘোষের বাটীতে॥ অবধান সাধুজনঃ শুন করি নিবেদনঃ কবিতা রচিব অল্প করি। শ্রীযুত গিরিধর বসাখ নামঃ রূপে গুণে অনুপামঃ জার গুণ বর্ণিতে না পারি॥ দানসিল দয়াসিল সর্ব্বলোকে খুসি। জষ কির্ত্তি রাখি তি(নি) হইলা স্বর্গবাসি॥ তার সুত গুণযুত বড় দয়াময়। সদাচারি জপেন হরি পাপে মন নয়॥ নন্দরাম গুণে রাম দাতা অতি ধির। সত্যবাদি জিতিন্দ্রিয় নিষ্পাপ শ্বরির॥ বিদ্যাবন্ত অতি সান্ত সর্ব্বগুণাশ্রয়। গৌরবর্ণ দাতা কর্ণ ধন্য ২ কয়॥ তার আজ্ঞা করি বিজ্ঞা পুস্তক লিখেন আমি। সদা ভাবি কৃষ্ণ সেবি নন্দ সুখে থাক তুমি॥ ইতি সন ১১৮৩ সাল। মাহ জৈষ্ঠী॥০॥"

২ পুঁথিটি ক্যাবাতোঁ কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। [দ্রষ্টব্যঃ *'Catalogue sommire des Manuscrits indiens etc.' par A. Cabat'on. Bibliotheque Nationale, Paris,* 1912, *pp.* 106-07 এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ, 'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল, পৃঃ ১৩৬-৩৭]। পুঁথিটির পরিচয়পত্রে আছে—*"Calikkya Mongol ou Biddya Chounndour Oupoyekhyona Mariage du Biddya et Chounndour Sous la protection de Kalikkya femme de la Divinité Chib, tirede L'histoire de la ditte Divinité. Coppie la 1784. Poeme Bengali modern intitule Vidyá Sundara, ou les amour de Vidyá et Sundara, Ms, Bengaly o' Oussant."* [স্বাক্ষর বুঝা যায় না]। পুঁথি সম্পূর্ণ ও সুপরিচ্ছন্ন। পত্রসংখ্যা ৫০। মাপ ১৩×৩৯ সেণ্টিঃ। প্রতি পত্রে ছত্রসংখ্যা ৯-১০টি। গ্রন্থারম্ভে আছে—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ঃ॥ অথ অন্নপূর্নাঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে॥ কবিসক্তী শ্রী ভারথ চরন রায়॥ আজ্ঞা শ্রীযুত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাসয়॥ঃঃ॥ আল আমার প্রান কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥ জে করে আমার প্রান কহিব কাহারে॥ ঃঃঃঃ॥ ভাট মুখে সুনিয়া বিদ্যার সমাচার।—ইত্যাদি।" গ্রন্থশেষে কালনির্দ্দেশ—"ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত। ঃঃঃ॥ সন ১১৯১ সাল, তারিখ ১৪ কার্ত্তিক॥" লিপিকরের নাম নাই।

৩ পুঁথিগুলি ব্লুমহার্ট কর্তৃক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল [দ্রষ্টব্যঃ *'Catalogue of the Bengali & Assamese Manuscripts in the Library of the India Office' by J. F. Blumhardt, London* 1924. *pp.* 12-13 (No. 18-20)]। পত্র সংখ্যা ২৮৪। মাপ ৯"×৫২/৪"। প্রতি পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় ১২টি করিয়া ছত্র। গ্রন্থারম্ভে আছে—"শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ রামহরি॥ অন্নপুর্ণার পালা লিখ্যতে॥ আগো আমার প্রান কেমন করে না দেখি বিদ্যারে। সে করে আমার প্রান কহিব কাহারে॥ পয়ার॥ ভাটমুখে সুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উর্থলিল সুন্দরের সুখ পারাপার॥ বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যার নাম জপ। বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ তপ॥" গ্রন্থশেষে আছে—"বিদ্যা সুন্দরে লয়্যা কালিকা কৌতুক হয়্যা কৈলাস সিখরে উত্তরিলা॥ ইতিহাস হলা সায় ভারথ ব্রাহ্মনে গায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেসিলা॥"

৪ পত্রসংখ্যা ৪৯। মাপ ৯"×৬১/৪"। প্রতি পত্রে ২০-২৫ ছত্র। রক্তবর্ণ কাগজে পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত। পুঁথি খণ্ডিত, পুষ্পিকা অথবা লিপিকাল দেওয়া নাই। অন্তিম শ্লোকের মধ্যভাগে পুঁথি শেষ হইয়াছে।

৫ পত্র সংখ্যা ৫৩। মাপ ৫"×১৫১/৪"। এক পৃষ্ঠায় লিখিত, ছত্র সংখ্যা ৫-১২। পুঁথি খণ্ডিত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মধ্যভাগে পুঁথি শেষ হইয়াছে। [দ্রষ্টব্যঃ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১২৭৫ সাল=১৮৬৮ খ্রীঃ), পৃঃ ৩২১ (১.৩)—২৭ (১.১০), ৩৪৬ (১.১৯); পুঁথি পৃঃ ৪৩, ৫৩]।

৬ পুঁথি সম্পূর্ণ। পত্র সংখ্যা ৯৫। মাপ ১৫"×৩১/৪"। প্রতি পত্রে ছত্র সংখ্যা ৬। গ্রন্থশেষে কালনির্দ্দেশ—"ইতি বিদ্যাসুন্দর পুস্ত...লো ঃঃ। যথাদিষ্টং তথালিখতং ঃঃ। লিখত কো দোষ নাস্তিক ঃ। ভিম স্বাপি রনে ভঙ্গ মনীনাঞ্চ ঃ মতিভ্রমঃ। তিথি দসমি বার গুরু নক্ষত্র আদ্রা যোগ হর্ষণ রাস মেথুন। পঞ্চঘটি বেলা হইয়াছিল মাচার উপর সমাধান করিলঃ। লিখতং শ্রী রামচরন ঝাঃ। সাকীম রাঙ্গিচোলাঃ। ইতি সন ১১০৯৪ লর্ব্বে সাল ঃ তারিখ ১১ শ্রবন ইতীঃ॥"

৭ পুঁথি সম্পূর্ণ। পত্র সংখ্যা ৬৫। মাপ ১০"×৪"। প্রতি পত্রে ছত্রসংখ্যা ১০। গ্রন্থশেষে কালনির্দ্দেশ—"বিদ্যাসুন্দরের পুথি ঃ সমাপ্ত হইল ইতিঃ॥ জথাদিষ্টং। তথা-লিক্ষিতং।...ইতী সন ১২১২ সাল তারিখ ২৬ মাঘ রোজ ব্রহস্পতিবার রাত্রী তের প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রী রাজির্ধর চঙ্গ। সাং সানিঘাট। মোং কৃষ্ণপুর॥"

৮ সুবৃহৎ পুঁথি কিন্তু খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১৫১। মাপ ১৪"×৫"। প্রতি পত্রে ছত্র সংখ্যা ১০। পুঁথির কাষ্ঠাবরণ সুচিত্রিত। পত্রসংখ্যা ৫-২০, ৪০, ৬৫, ৭৫-৭৭, ৮২-৮৩, ৮৮ ও ১৩৪ পুঁথিতে নাই [=ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী সং। ১৯০২ খৃীঃ) পৃঃ ১৪-৬০, ১২৫-২৮, ২২০-২৪, ২৫৬-৬৩, ২৮০-৮৮, ৪৮৯-৯১]। পত্রসংখ্যা ৮৮ (লুপ্ত) ও ৮৯-এর বিষয়বস্তু অভিন্ন, ১৩৩-৩৪ পত্রে বর্ণিত সুন্দর-কৃত চৌতিশা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। পত্রসংখ্যা নিরূপণও বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ। পত্রসংখ্যা ৬৪-১৫১ (দক্ষিণ-ভাগে মধ্যস্থলে), ৭৮ (বামভাগে উপরে-নিচে) ও ১২৫-৫১ (দক্ষিণভাগে উপরে-নিচে)-তে পুনরায় ১ হইতে পত্রসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ; এই হিসাবে শেষ পত্র-(১৫১)-টির বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইপ্রকার পত্রসংখ্যা (৭৩ঃ১৫১ঃ৭৩ এবং ২৭ঃ৮৬ঃ২৭) পড়িয়াছে। হস্তলিপি একাধিক ব্যক্তির বলিয়া মনে হয়। ৯৬ পত্রের পর এই নামটি আছে—"লিখিতং শ্রী কালী-প্রসাদ শর্ম্মণঃ।" বিদ্যাসুন্দর অংশের পুষ্পিকাতে (পৃঃ ১২৪খ) আছে—"লিখিতং শ্রী কমলাকান্ত শর্ম্মণো সাং সুতারগাছি॥ শুভমস্তু সকাব্দা ১৭০৬ সত্তের সত্ত ছয়ের শ্রাবণ মাষের ১২ সনিবার সমাপ্ত হইল।" পুঁথিটিতে অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর-মানসিংহ তিনটি খণ্ডই আছে। গ্রন্থশেষে কালনির্দ্দেশ—"লিখিতং শ্রী কমলাকান্ত সর্ম্মণা সাকিম পরগণে পাজনেরের সুতারগাছি সকাব্দা ১৭০৫ সতর সত্ত পাঁচ সকের মাহ ফাল্গুনে আরম্ভ ১৭০৬ অগ্রহায়ণে সমাপ্ত হইল॥"

৯ India Office Library Catalogue [Vol. II, Part II. London, 1905] National Library Catalogue [Author's Catalogue of Printed Books in Bengali Language].

১০ উভয় পুঁথিতে অবিদ্যমান দশটি সঙ্গীত—'নবনাগরীনাগর মোহিনী', 'চল সবে চোর ধরি গিয়া', 'কারে কব লো যে দুঃখ আমার', 'কি শোভা কংসের সভায়', 'লোকে মোরে বলে মিছা চোর', 'মোর পরাণ পুতলী রাধা', 'মা কালিকে', 'ওহে পরাণ বন্ধু যাই গীত গায়ো না', 'নব নাগরী নাগর মোহনিয়া', 'কি লাগি যাই যাই কহ হে' [গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ২৮৯, ৩৮৪, ৪০১, ৪১০, ৪১৪, ৪২০, ৪২৬, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬]।

উভয় পুঁথিতে বিদ্যমান নয়টি সঙ্গীত—'গুণ সাগর নাগর রায়', 'ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে', 'একি মনোহর দেখিতে সুন্দর', 'ভাল মালা গাঁথে', 'কি বলিলি মালিনী', 'নব নাগরী নাগর বিহরে', 'খেলে রে সুন্দর', 'নাগরি কেন নাগরে হেলিলে', 'তোমারে ভাল জানি হে নাগর' [লণ্ডন ও প্যারিসের পুঁথি ও গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ যথাক্রমে ৩ক|২খ|২৬৯, ৩খ|৩ক|২৭১, ৭ক|৯ক|২৯৪, ৭খ|৯খ|২৯৫, ৯ক|১২ক|৩০৫, ১২ক|১৮ক|৩২৭, ১৩খ|১৯খ|৩৩৩, ১৬খ|২৫খ|৩৫২, ১৮খ|২৮ক|৩৬১]।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুঁথির একটি পৃথক সঙ্গীত—'আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি' [(মাত্র প্রথম দুই ছত্র পুঁথিতে পাওয়া যায়)। পুঁথি ও গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ২৩ক|৩৮৭]।

বিব্লিওথেক নাসিওনেলের পঁুথির দশটি পৃথক সঙ্গীত—'আলো আমার প্রাণ কেমন', 'একি মনোহর পরম সুন্দর', 'একি অপরূপ রূপ তরুতলে', 'নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে', 'জয় চামুণ্ডে', 'একি দেখি অপরূপ', 'শুন সুনাগর রায়', 'বড় রসিয়া নাগর হে', 'আল আমার প্রাণ', 'এ বড় চতুর চোর' [পুঁথি ও গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ১ক|২৬৩, ৪ক|২৭৫, ৪খ|২৭৮, ৬খ|২৮৫, ১৪খ|৩১৩, ১৫খ|৩১৯, ২০ক|৩৩৫, ২৩খ|৩৪৭, ২৯খ|৩৬৬, ৩২খ|৩৮০]।

উভয় পুঁথিতে অবিদ্যমান শ্লোকচতুষ্টয়—'গজপৃষ্ঠে......সুড়ঙ্গ হইল', 'কৃষ্ণচন্দ্র...... হইল সায়', 'কখন সন্ন্যাসী......ব্রহ্মচারী', 'ভাঙ্গা গেল......অমনি' [গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ২৬১.৮, ৩৪৬.১৮, ৩৪৮.৬, ৩৮৭-৮৮]।

ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুঁথির পৃথক শ্লোকাবলী—'পালঙ্কে বসিয়া.....মান ভাঙ্গিবারে', 'সুন্দর বলেন......হিতাশী', 'হীরা নীল......ভুলে কি সুন্দর' [পুঁথি ও গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ২৩ক|৩৮৮.৪-৭, ২৪ক|৩৯৭.১৯, ৩২খ|৪৪৫.১৩-৪৪৬.২১]।

বিব্লিওথেক নাসিওনেলের পুঁথির পৃথক শ্লোকাবলী—'নিয়মিত ফুল......যাই', 'কেবা করে......কালকূটক্রম', 'দেবাসুরে......লুকাইয়া', 'সীতা বিয়া......ভ্রম', 'বুঝিতে তোমার...... বেলা', 'রসিক রসিকা......প্রসঙ্গে', 'দেয় গালি .....তোর', 'শেষ রাত্রে......কাতরে' [পুঁথি ও গ্রন্থাবলী (১৩০৯ সাল) পৃঃ ৫ক|২৮০.২০, ৮ক|২৯০.৫, ৮ক|২৯০.৭, ৮খ|২৯২.২৪-২৫, ১১ক|৩২০.১০, ২০ক-খ|৩৩৬.১-৩, ৩৫খ|৩৯৪.১০, ৩৯খ|৪০৭.৫৯]।

১১ 'আহা মরি মরী সহিতে নারী। অপরূপ দেখি তার তনুখানী॥ কাঁচা কমলানী রৌদ্র মিলায়। হংসগতি জিনীঞা গতী গঙ্গাসিনানে জায়—ইত্যাদি'। কৌতূহলী ব্যক্তি পুঁথিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিদ্যাসুন্দরের 'রস ভাষায় বশ করিতে' না পারিলে কতদূর নিকৃষ্ট হইতে পারে। অবশ্য এই অংশ কাহার কীর্ত্তি সেই বিষয়ে সন্দেহ হয়। নসিরাম দাষ নামেরও উল্লেখ আছে। শেষে একটি খণ্ডিত ভণিতাযুক্ত গানও [প্রেমধনী ভাসে। এ সময়ে প্রাণনাথ রহীলে বিদেসে—ইত্যাদি'] 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। [দ্রষ্টব্যঃ মদীয় প্রবন্ধ 'বাঙলা পুঁথির কথা' (উলুবেড়িয়া কলেজ পত্রিকা। ৪র্থ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৬০ সাল। পৃঃ ২২-২৭)]।

১২ পুঁথিটি জীর্ণ বলিয়া এই অংশটি পাওয়া যায় নাই।

১৩ এই পুঁথি-['জি ৫৪১৯-৬-সি ৬']-র শেষে [পৃঃ ১৫১] একটি গানও যুক্ত করা হইয়াছে—'নাস্যোহে কলঙ্ক রাখি। সকার্জ সাধিতে কিবল মুখে মধুর মধুর হাষি॥ এই জে তোমার বাষি, খায়্যাছে অন্তরে পষি, ঔষুধ তোমার হাসী, বিতারো এইখানে বষি। ভণে দিজ দুর্গারাম, অন্তরে বাহিরে শ্যাম, ভজন রাধার নাম দিবে, নিষি অভিলাষি॥ ছিছি এ কোন হোরি হে হাষে সখিগণ কি কর। ছিড়িল মতির মাল, সিষ ফুল টীকা ভাল, গলিত কবরিজাল, কাঁচলির ডুরি হে'॥

১৪ "ভারতচন্দ্র রায় চোরপঞ্চাশিকের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া, আমরা সেই পঞ্চাশৎ শ্লোক অত্র গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশ করিলাম।" [ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। দে ব্রাদার্স প্রকাশিত। ১৩১৮ সাল। পৃঃ ৪৯১। দ্রষ্টব্যঃ 'বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য'। পৃঃ ১২৬-২৮]।

১৫ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (পণ্ডিচেরী)—নানা প্রেম [বসুমতী। ২৯ বর্ষ। ২য় খণ্ড। ৫ম সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩৫৭ সাল। পৃঃ ৬৫৬-৫৭]।

১৬ 'শিঙ্গা ডম্বরু হাড়ের মালা' [বং (ঘ) পুঁথি]।

১৭ 'তাড়াকার' [বং (খ) পুঁথি ; গ্রং (ক)]। 'তৎকার' শব্দটির অর্থ হইল ঘুঙ্গুরের নানারূপ কারুকর্ম্ম, যাহা নৃত্যের সময় বাদ্যের ছন্দে প্রদর্শিত হয়।

১৮ 'ভবানী ভবের সার' [গ্রং (গ)]। মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে এই গানটির প্রথম দুই পঙক্তি 'অন্নদার বরদান'-এর এবং সমগ্র গানটি 'হরিহোড়ে অন্নদার দয়া'-র পূর্ব্বে পাওয়া যাইতেছে। একই গানের এইরূপ আংশিক পুনরাবৃত্তি ভারতচন্দ্রের রচনায় দুর্লভ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অন্নদামঙ্গলের প্রথমাংশে 'রাধানাথ' ভণিতাযুক্ত সঙ্গীতযুগল ['কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো—'। 'উমা দয়া কর গো—'], ভারতচন্দ্রেরই রচিত [দ্রষ্টব্যঃ কবি চরিত (হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ১৮৬৯ খৃীঃ)। কবি-জীবনী (পৃঃ ২১)]।

১৯ 'সে সুধা সঘনে পেও মুখে' [গ্রং (ঙ)] 'সে সুধা চুম্বনে প্রিয়া মুখে' [বং (ঘ) পুঁথি], 'সে মুখ চুম্বনে প্রিয়া মুখে' [বং (খ) পুঁথি ; গ্রং (ক, খ)]।

২০ এই অংশের ভণিতা—'অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর। শ্রীযুত ভারথচন্দ্র রায় গুণাকর॥' [ব্রিং পুঁথি (পৃঃ ১খ)]।

২১ অভয়াচন্দ্র না ভারতচন্দ্র?

২২ ইহার পর এং (ক) পুঁথিতে 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' (পৃঃ ৭ক) আরম্ভ হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর 'গ্রন্থাবলী সিরিজ'-এ প্রকাশিত 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' [প্রকাশকাল দেওয়া নাই। কিন্তু ইহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী'-(প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত। ১৯৫১ খৃীঃ। প্রকাশকাল যদিচ দেওয়া নাই)-র পরে প্রকাশিত।] পুস্তকখানিতে সর্ব্বপ্রথমে 'বিদ্যাসুন্দর' এবং পরে 'অন্নদ'মাহাত্ম্য' ও 'মানসিংহ' কাব্য প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ প্রমাণপঞ্জী ও নির্দেশিকা-বিবর্জ্জিত অথচ সটীক 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী'-কে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থাবলীর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য আরম্ভ হইয়াছে 'এং (ক)' পুঁথির অত্র-লিখিত চারিটি খিল-অংশ ['গ্রন্থারম্ভে দেবদেবী বন্দনা', 'বিদ্যা ও সুন্দরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত', 'কাঞ্চীপুরে ভাটের গমন', 'ভাট-কৃত বিদ্যার রূপ-বর্ণন'] হইতে। পরে যথারীতি অপরাপর মুদ্রিত সংস্করণের বিষয়-সূচীর ['রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন' ইত্যাদি] অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলের পাদটীকাগুলিতেও [যথা 'রাজার নিকট চোরের শ্লোকপাঠ' ('এং ক' পুঁথি হইতে গৃহীত)] কোনরূপ সঠিক নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। বাঙ্গালা 'চোরপঞ্চাশৎ' কাব্যটিও উক্ত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে প্রদত্ত 'কবির জীবনী'-তে গুপ্ত-কবি প্রণীত জীবনীর প্রতিধ্বনি ব্যতীত অপর কিছুই নাই। এই জাতীয় যুক্তি-বিচার-নির্ব্বাসিত ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ সম্পাদনা যে-কোনও গবেষকের পক্ষে শুধু পরম হতাশাব্যঞ্জক নহে, চরম বিভ্রান্তিজনক।

২৩ 'কুহু কুহু শবদে' [বং (গ) পুঁথি]।

২৪ 'চম্পক পলাশ নাগেশ্বর' [বং (ক) পুঁথি]।

২৫ 'অবস্য রাখিবে তারে জতন করিয়া' [এং (খ) পুঁথি (পৃঃ ১৮খ)]।

২৬ 'সাবধান হবে আই এমতি রাখিবে। তুমি আমি বিনা আর অন্যে না জানিবে॥' [ব্রিং পুঁথি (পৃঃ ৯ক)]।

২৭ ভগিরথ = ভারত ?

২৮ ইহার পর ব্রি° পুঁথি-(পৃঃ ১১ক)-তে আছে—'সুন্দরের চোর নাম তোঁঞি সে হইল। তদবধী সিদে চুরি ভারথ রচিল॥'

২৯ 'কাটিয়া ধরণী, আইসে অমনি, করি যাতায়াত পথ' [গ্র° (খ)]।

৩০ 'পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাধান। সুরতিতে মর্ত্ত হইয়া বসিল দুজন॥ মাতিয়া মদনরসে অধির হইয়া। ধিরে ধিরে কহে ধির সুধির হইয়া॥' [ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ১৪খ-১৫ক)] 'পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাধান। আবেশে বালীসে হেলী বসিলা দুজন॥ ধীরারে মদনরসে—ইত্যাদি' [এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ৪২ক)]। 'পূর্ব্বমত কামহোম করি সমাপন। সুরতান্ত শান্ত হয়্যা বসিল দুজন॥ আলিসে বালিষে হেলি কোলে শুয়ে প্রিয়ে। ধরিয়ে দুখানি কুচ মুখানি চুম্বিয়ে॥ ধরারে মদনরসে—ইত্যাদি' [এ° (গ) পুঁথি (পৃঃ ৯৮ক)]।

৩১ 'দুষ্ট জনের কালামুখ, পরের অধিক সুখ' [এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৪৮খ)]।

৩২ 'তাহার বাক্য শুনি রামাগণ ক্রোধে জলে। ঘরাঘরি গেল সবে তিতিয়া চক্ষুর জলে॥' [ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ২৭ক)]।

৩৩ 'আজি বিদ্যা কনকচম্পকদাম-আভা। কনককমলমুখ তনুলোমসোভা॥ মদন অলসে বিদ্যা ছিল অচেতনে। প্রমাদ গণএ কিবা পাইয়া চেতনে॥ এই দুঃখ মোর চিত্তে কর অবধান। শুনিঞা কোপিত রাজা বলে হান হান॥ দ্বিগুণ কোপিত রাজা বলে মার মার। চোর বলে এক বোল শুনহ আমার॥' —[এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৫৫খ)]।

৩৪ 'খঞ্জননয়ানি বিদ্যা লহুনি জোবানি। পিন পয়ধর দুই গোউর বরণী॥ মদনের সরানলে দহে তার অঙ্গ। সিতল করিতে তনু তোঁঞি কৈনু সঙ্গ॥ জদি কৃপামই বিদ্যা কৃপা করে মোরে। কি করিতে পার তুমি নৃপতিসিখরে॥' —[এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৫৫খ)]।

৩৫-৩৬ এ° (ক) পুঁথিতে (পৃঃ ৭৫) মূল সংস্কৃত শ্লোক দুইটি লিখিত হয় নাই।

৩৭ এই অনুবাদটি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থোদ্ধৃত অনুবাদের সহিত প্রায়শঃ সদৃশ [গ্র° (গ) পৃঃ ৪২১]।

৩৮ 'কলঙ্ক বেকত মোর হইল জখন। জীবৌতি মঙ্গল বিদ্যা না বলে তখন॥ ক্ষিতিরাজকন্যা বিদ্যা কোপিত বদনে। কনকরচিত পত্র পরিল শ্রবণে॥ আমি জিলে রহে তার আয়তি বিস্তর। জানিয়া পরিল বিদ্যা কনককুণ্ডল॥ দগ্ধ হয় তনু তার দ্বিগুণে ভাবিয়া। ইসারায় কহেন জিব কথা না কহিয়া॥' —[এ° (খ) পুঁথি (পৃঃ ৫৬ক)

৩৯ মনে হয়, প্রথম দুইটি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ পুঁথিতে লেখা হয় নাই।

৪০ এইস্থানেও অনুবাদের অনেকখানি বাদ পড়িয়াছে।

৪১ অনুবাদ-অংশ খণ্ডিত।

৪২ রাজার সভায় বিদ্যার সখীর আগমন ভারতচন্দ্রের রচনাতে কোথাও দেখা যায় না।

৪২ এই শ্লোকটির অনুবাদ কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। তদ্ব্যতীত অনুবাদটি সম্পূর্ণ নহে। তৃতীয় ছত্র হইতে বুঝা যায় যে, 'অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি' ['চোরপঞ্চাশৎ' শ্লোক নং ৫০] শ্লোকাংশের সহিত ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

ইহার পর (পৃঃ ৮২খ) অগ্রলিখিত ৪২নং অনুবাদের শেষাংশ ['পশ্চিমে জদী হয়—'] প্রযুক্ত হইয়াছে।

৪৪ অনুবাদ খণ্ডিত। মূল পুঁথিতে (পৃঃ ৮২ক) এই শ্লোকের অনুবাদ অগ্রলিখিত ৩৮ সংখ্যক শ্লোকের পর যুক্ত হইয়াছে। ঐস্থলে চতুর্থ পঙক্তিতে আছে—'চুম্বন সে-সুখ জায় মোর সাথে'।

৪৫ এই অনূদিত-অংশটির শেষের চারিটি ছত্র পঞ্চতন্ত্রের সুবিখ্যাত শ্লোক-['উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে, প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ। বিকশতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে, ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং তথাপি॥']-এর অনুবাদ। অবশ্য কোন-কোন মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোকটিকে ভুল করিয়া চৌরপঞ্চাশতের অন্যতম শ্লোক বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান অনুবাদের প্রথম চারি ছত্র ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ-ধৃত অনুবাদের সহিত প্রায়শঃ অভিন্ন [দ্রষ্টব্যঃ গ্রং (গ), পৃঃ ৪২২]। এং (খ) পুঁথিতে (পৃঃ ৫৬ক-খ) এই শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ—'অঙ্গিকার করিলে সুনেহ নরপতি। অদ্যাপি না করে ত্যাগ বিষ পশুপতি॥ দেখ কুর্ম্ম পৃষ্ঠে ধরে অবনীমণ্ডল। কমনেতে(?) বহে দেখ বড়বা অনল॥ জেই জন সুকৃতি করএ অঙ্গিকার। অঙ্গিকার করি লঙ্ঘিআছে পুনর্ব্বার॥ জামাতা বলিয়া মোরে কৈলে অঙ্গিকার। অকারণে বধভাগি হইবে আমার॥ জামাতা বিষ্টুর সম কহে ধর্ম্মসাস্ত্রে। কি কারণে কোটালে কাটীতে বল অস্ত্রে॥ যদি দুষ্ট বটি আমি তথাপি ভাজন। সভামধ্যা অঙ্গিকার করিলা রাজন॥'

কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মুদ্রিত কালিকামঙ্গলে [বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং। ১৯৫১ খ্রীঃ। পৃঃ ২৭-৩২)] এবং আলোচ্য এং (ক) পুঁথিতে (পৃঃ ৭৪ক-৮৩ক) সর্ব্ব-সমেত ৪২টি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া যায়। কবীন্দ্রের মুদ্রিত গ্রন্থে অগ্রলিখিত ৪০ সংখ্যক শ্লোকটি ['অদ্যাপি তৎকমলরেণু—'] নাই এবং আলোচ্য এং (ক) পুঁথিতে কবীন্দ্রের গ্রন্থোদ্ধৃত 'অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগাম্—' ['চোরপঞ্চাশৎ' নং ৪৭] শ্লোকের অনুবাদটি ['আজি যত নববধূ আছএ জগতে—' (বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী। পৃঃ ৩১)] নাই। বিশেষ লক্ষণীয়, আলোচ্য পুঁথির এবং কবীন্দ্রের মুদ্রিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রায়শঃ এক ও অভিন্ন—কেবল দুই-এক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও বিব্লিওথেক নাসিওনেল-এ রক্ষিত পুঁথি দুইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু কোনটিতেই এই শ্লোক-গুলির অনুবাদ পাওয়া যায় না। যতদূর সম্ভব মনে হয়, এই অনুবাদগুলি রায়গুণাকর-কৃত নহে। কৃষ্ণনগরে রক্ষিত পুঁথিটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। অনুমান করি, উক্ত পুঁথিতেও এই অনুবাদগুলি ছিল না, কারণ, থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পাদিত রচনাবলীতে নিশ্চয়ই এইগুলি পাওয়া যাইত।

পুনশ্চ, এং (ক) পুঁথির খিল অংশগুলির অপর কিছু লক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এই পুঁথির প্রথমাংশে দেখা যায়, রাজা বীরসিংহ স্বয়ং বিচার-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ['প্রতিজ্ঞা আমার এই, শুন সভাজন কই, জে বিচারে জিনিবে বিদ্যারে ...... বিদ্যাদান করিব তাহারে' (পৃঃ ৫ক)। 'প্রতিজ্ঞা করিলা রায়, জে বিচারে জিনে তায়, বিদ্যা আর দিব অর্দ্ধ রাজ্য' (পৃঃ ৬ক)] কিন্তু পরে প্রতিজ্ঞা করার দায়িত্ব বিদ্যার উপর অর্পিত হইয়াছে ['বিপত্তি ঘটাইল মোর তোর প্রতিজ্ঞায়' (পৃঃ ৪৬খ)]। বিভিন্ন কবির কাহিনীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সামান্য পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নহে [দ্রষ্টব্যঃ ত্রিদিব নাথ রায়—বাংলা ভাষায়

বিদ্যাসুন্দর কাব্য (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ১৩৬০ সাল। ৬০ ভাগ। ২য় সং। পৃঃ ৬১-৭৬)—], কিন্তু একই পুঁথির কাহিনীর দুইস্থলে এইরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি স্বাভাবিক নহে। চৌরপঞ্চাশতের অপর বঙ্গানুবাদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য হইল, এ° (ক) পুঁথিতেও (পৃঃ ৭৪ক) অনুবাদগুলির পূর্ব্বে লিখিত আছে—'শুনী চমকীত লোক, শুনী চমকীত লোক। কহিছে ভারথ তাহে শুন কথোক শ্লোক॥' এ° খ পুঁথিতে (পৃঃ ৫৫ক) মাত্র চারিটি অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে 'অদ্যাপি তাং শশিমুখীম্—' (পৃঃ ৭৪খ) শ্লোকটি ব্রি° ও বি° পুঁথিযুগলে এবং মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে নাই। এ° (গ) পুঁথিটি বি° পুঁথির সমবয়সী, ইহাতেও মাত্র তিনটি শ্লোক (পৃঃ ১১৭খ) গৃহীত হইয়াছে। ব্রি° ও বি° পুঁথি দুইটিতে এবং সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে [বসুমতী প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' এবং 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' ব্যতীত (দ্রষ্টব্যঃ টীকা নং ২২)] মাত্র তিনটি শ্লোকানুবাদই পাওয়া যায়।

৪৬ 'সমখে আরসি থুইয়া হাসি মনে মনে। অনিমিখে নিরখে দুজনে দুইজনে॥' [ব্রি° পুঁথি (পৃঃ ৩২খ)]।

৪৭ এ° (ক) পুঁথি (পৃঃ ৯৫) এইস্থানে শেষ হইয়াছে।

৪৮ 'আগে পিছে দুই পাশে লস্কর সুসার। গজপিঠে মানসিংহ ইন্দ্র অবতার॥' [ব° (খ) পুঁথি; গ্র° (ক)]।

৪৯-৫০ পত্রের ও নাগাষ্টকের বঙ্গানুবাদ ঈশ্বরগুপ্ত প্রণীত ভারতচন্দ্রের জীবনীতে নাই এবং অনেক মুদ্রিত সংস্করণে একত্র গৃহীত হয় নাই। দ্বারকানাথ বসু সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে (১৮৯৫ খৃীঃ) দুইটি অনুবাদই বর্ত্তমান। দে ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত [বটতলা। ১৩১৮ সাল = ১৯১১ খৃীঃ। পৃঃ ৩৪] ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-ধৃত নাগাষ্টকের বঙ্গানুবাদের পাদটীকাটি কৌতূহলজনক—'এই সংস্কৃত ছন্দের নাম শিখরিণী, মূলের অবিকল অনুবাদের নিমিত্ত ছন্দেরও অবিকলতা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ছয় অক্ষর ও সপ্তদশ অক্ষরান্তরে যতি বুঝিয়া ও গুরুলঘু বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে।' অনুবাদকারক কে তাহাই সন্দেহ হয়! পুনশ্চ, 'ভাড়ামি করিছে ভাঁড়—' ছত্রে কি কবি কোন ভণ্ডবিশেষ- [= গোপাল ভাঁড়]-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন!

নাগাষ্টকের নায়ক বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর অমাত্য রামদেব নাগ অম্বিকা-কালনার সিদ্ধেশ্বরীবাড়ীতে ১৭৪৭ খৃীষ্টাব্দে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। সেকালে ভূমিপতিগণের বদান্যতারও যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল ['দিনাজপুরের নগদ দান, রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, বর্দ্ধমানের বৃত্তি॥'], তদীয় সাঙ্গো-পাঙ্গগণের প্রভুপদাঙ্কানুসারী উৎপীড়ন ও কোন-কোন ক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম্মকরণ [যথা, রামদেব নাগের ভারতচন্দ্র-পীড়ন এবং মন্দির সংস্থাপন] তেমনি প্রখ্যাত ছিল।—[কালপেঁচার বঙ্গ-দর্শন—অম্বিকা-কালনা (দুই) (যুগান্তর। ১৫-৫-১৯৫৪ খৃীঃ)]।

কবির 'পত্রম্'-এ বর্ণিত 'হোলীয়ং সমুপাগতা—' ['আইল হোলীর কাল—'] ইত্যাদি কি আসন্ন নব বর্ষের উপক্রমণিকা? যে-রুদ্র 'বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবন্ধে' [আলাওল], তার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্ব্বশেষ গান'-ই 'ফাগু-দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত' [কবিকঙ্কণ] নয় কি?

॥ ২৬ ॥ ভারতচন্দ্রের অনুবাদ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-[তিন খণ্ড]-এ সংস্কৃত ও পশ্চিমা হিন্দী ভাষাতে রচিত একাধিক পদ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত, 'বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী'-র দুই-একটি কবিতাতে, 'সত্যপীরের কথা'-র অংশবিশেষে আরবী, ফারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা হইল, প্রতিবর্ণীকৃত হইয়া হিন্দী বিশেষতঃ বিদেশী শব্দগুলি বহুক্ষেত্রে এমন রূপ-গ্রহণ করিয়াছে যে, তাহাদিগের আদি-মূর্ত্তি কি ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা যথার্থই সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অথচ, প্রকৃত শব্দগুলি ব্যতীত কবিতাগুলির কোনও অর্থবোধ হওয়া সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত পদগুলিরও অনেকক্ষেত্রে অনুরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে পুঁথির পাঠগুলি অধিকতর ভ্রমাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'বিব্লিওথেক্ নাসিওনেল'-এ রক্ষিত কালিকামঙ্গল পুঁথিটি সত্যই সুপরিচ্ছন্ন। কিন্তু লিপিকরের সংস্কৃতভাষার জ্ঞান না থাকাতে যে-স্থলেই সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই-স্থলেই বিকৃতি অনিবার্য্য হইয়াছে। চৌরপঞ্চাশিকার সুবিখ্যাত 'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীম্—ইত্যাদি' শ্লোকটি পুঁথির লেখাতে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—'বিদ্যাপতি কনকচম্পকদাম গৌরিফুর্ল্বারবিন্দু বদনং চনুলোমাবাজিতং॥ এক-সুপ্তীতিথাং মদনাব্যাকুলালালসঙ্কিং॥ বিদ্যার প্রমদগণ তির্থিমিচিন্তয়ামি [১]॥' অন্য পুঁথিগুলির বেলাতেও ভারতচন্দ্রের উক্তি মনে পড়ে—'এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার'। এই বিষয়ে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির পাঠের উপর কথঞ্চিৎ নির্ভর করা যাইতে পারে। 'গঙ্গাষ্টকম্' নামে কবিতাটি 'রহস্যসন্দর্ভ' [২] হইতে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী-[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]-তে গৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বহু ভুল কবিতাটিতে রহিয়াছে। ভারতচন্দ্র অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা লিখিবেন, ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। সম্ভবতঃ, লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ এই অবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু উক্ত সংস্করণে ভ্রম-যুক্ত কাব্যটিই স্থান পাইয়াছে, কুত্রাপি কোন সংশোধনী-টীকা সংযুক্ত করা হয় নাই।

'বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী'-র ও 'চণ্ডীনাটক'-এর কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু ইহাতে ফল বিশেষ হয় না কারণ, দেখা যায় যে, একটি গ্রন্থ অপরটিকে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। 'সত্যপীরের কথা'-র একটি পুঁথি [বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা পুঁথি নং ৫৮৬] পাওয়া গেলেও মূল পাঠ এবং অর্থনির্দ্ধারণে উহা বিশেষ সাহায্য করে না। অনেকক্ষেত্রে [বিশেষতঃ বিদেশী শব্দগুলির বেলায়] ধ্বনির প্রবাহ ধরিয়া শব্দের উৎস-সন্ধানে ছুটিতে হয় কারণ, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বন্ধনী-[ ]-র মধ্যে মূল পাঠগুলিকে যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ করিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। 'চণ্ডীনাটক'-এর বিশুদ্ধীকৃত অংশ অল্প থাকাতে টীকাতে সেইগুলি লিখিত হইয়াছে। যে-সকল স্থলে মূল শব্দ নির্ণয়ের জন্য অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও টীকাতে পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গানুবাদ মৎকৃত। ভারতচন্দ্রের ভাষা যথাসম্ভব অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কাব্যানুবাদ করার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে [যথা, প্রথম কবিতাটিতে] বিভক্তিচিহ্নগুলিকে লুপ্ত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ ভারতচন্দ্রীয় ভাষাতেই অনুবাদ করা হইয়াছে। বঙ্গভাষায় অনূদিত এই কবিতাগুলি ভারতচন্দ্রের মূল রচনানিচয়ের রসমাধুর্য্য-আস্বাদনে কিছু সহায়তা করিলে অনুবাদ-কার্য্য চরিতার্থ হইবে। ** তারকা-চিহ্নের পর সাধারণতঃ অনুবাদগুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

॥ অন্নদামাহাত্ম্য কাব্য ॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন ঃ

[হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্। জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গতরঙ্গিত-গাঙ্গজটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষবিষাণরবেণ নিবারয় মম রিপুশমনলুলাপম্॥
কনক-কুসুম-পরিশোভিত-কর্ণে কর্ণয় ভক্তবিলাপম্।
নিগদতি ভারতচন্দ্র উমাধব দেহি পদং দুরবাপম্॥ ধ্রু]

* *

হর হর শঙ্কর সংহর পাপ। জয় করুণাময় নাশ হে তাপ॥
রঙ্গতরঙ্গিত গাঙ্গজটাবলী অর্প গো সর্পকলাপ।

মহিষবিষাণ রবেতে নিবার হে মম রিপু শমনসুলাপ॥
কনককুসুম-পরিশোভিত-কর্ণে শুন হে ভক্তবিলাপ।
কহে কবি ভারতচন্দ্র উমাধব দান চরণ-দুরবাপ॥

॥ [illegible] কাব্য ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তিঃ

[গঙ্গ কহো গুণসিন্ধু মহীপতিনন্দন সুন্দর ক্যোঁ নহীঁ আয়া।
জো সব ভেদ বুঝায় কহা কিধোঁ নহীঁ তঁহ সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধী ভুল গয়ী অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাঈ ভটাঈ মেঁ দাগ্ চঢ়ায়া॥
য়ার কহা বহু প্যার কিয়া গজবাজী দিয়া শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া সব কাব্য পঢ়ায়া॥
গ্রাম ইনাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম বড়াঈ বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সব অরু ভারতীরে নহীঁ ভেদ জনায়া॥]

গঙ্গারে ডাকিয়া কহে নৃপতি তখন। সিন্ধু-সুত সুন্দর না এল কি কারণ॥
যে-সব রহস্য কথা দিয়াছিনু বুলি। সে-সব কি সেথা তুমি বল নাই খুলি॥
রাজকার্য্য লাগি তথা প্রেরিত হইলে। কাজ ভুলে গেলে সুধি মোরে ভাণ্ডাইলে॥
ভণ্ড হইয়াছ এবে, পূর্ব্বে ভাট ছিলে। কবিত্বে ভাটত্বে তুমি কলঙ্ক লেপিলে॥
মিত্রপদে বরি তোমা স্নেহ করিয়াছি। গজবাজী আর শিরে মুকুট দিয়াছি॥
ঢাল তলবার আর জরপোষ দামী। দিয়াছি তোমারে, কাব্য পড়ায়েছি আমি॥
পুরস্কার দিনু গ্রাম, মহাকবি নাম। বড়াই বাড়ায়ে দেছি মহামণিদাম॥
কার্য্য গেল বরবাদে সবি হল মিছে। ভারত কহিছে রহি রহস্যের পিছে॥

ভাটের উত্তরঃ

[ভূপ! মৈঁ তিহাঁরো ভট্ট কাঞ্চীপুর জায়কে। ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে॥
হাত জোরি পত্র দীহ্ন সীস্ ভূমি লায়কে। রাজপুত্রীকী কথা বিশেষ মৈঁ শুনায়কে॥

রাজপুত্র পত্র বাঁচি পুছো ভেদ ভায়কে। একমে' হজার লাখ মৈ' কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে। আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য়হী মে' কহা ভয়া ক'হা গয়া ভুলায়কে। বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে॥
সোচি সোচি পাঁচ মাহ মৈ' ত'হ গমায়কে। আগুহী কহা হু' বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়াদ নহী' হৈ' মহীপ মৈ' গয়া জনায়কে। পুছহু' দিবানজীসোঁ বখ্সিকে মঙ্গায়কে॥
বুঝকে কহা মহীপ ভট্টকো মনায়কে। চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ জায়কে॥
ভুপকো নিদেশ পায় গঙ্গ জায় ধায়কে। চোরকো বিলোকি চিহ্ন সীস্ ভূমি লায়কে॥
বেগমে' কহা মহীপ-পাস ভট্ট আয়কে। সোহি য়হী হৈ কুমার কাঞ্চীরাজ-রায়কে॥
ভাগ্ হৈ তিহাঁরো ভুপ আপ য়হী আয়কে। বাসমে' রহা তিহাঁরী পুত্রীকো বিহায়কে॥
চোরকো মশানমে' কহাঁ দিও পঠায়কে। ভাগ মানি আপ জায় লাবহু' মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্ত মোদ লায়কে। লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥]

*   *

আমি-যে তোমার ভাট, গিয়াছিনু কাঞ্চীপাট, রাজার সমাজমাঝে রাজপুত্রে পানু।
জোড় করে পত্র দিয়া, ভূমে শীর্ষ নামাইয়া, রাজ-ললনার কথা বিশেষে শোনানু॥
পত্র পড়ি রাজসুতে, রহস্যবারতা পুছে, একেতে হাজার কথা আমি কহি রচিয়া।
মনে বুঝি রাজপুত্র, মনোমত সৎপাত্র, মহাবিরহিতচিত্ত চলে বেগে ধাইয়া॥

হেথা আসিবার কথা, ভুলাইয়া গেল কোথা, বিরহিত পিতামাতা না পেয়ে দর্শনে॥
চিন্তা করি পঞ্চমাস, তথি করিলাম বাস, নহিলে ত আসিতাম আগে বর্দ্ধমানে॥
মনে নাহি মহীপতি, করিয়াছি অবগতি, দেওয়ান বকসীরে ডাকি জিজ্ঞাস আপন।
নৃপ মনে মনে বাসি, ভট্টরাজে পরিতোষি, কহে—দেখ গিয়ে চোরে চিন কি না চিন॥
ভুপের নিদেশ পায়্যে, গঙ্গাভাট চলে ধায়্যে, তস্করের চিহ্ন দেখি মাথা নত করে।
সবেগে রাজার পাশে, ভট্ট ফিরা চলি আসে, বলে—সেই এ কুমার কাঞ্চী-নরবরে॥
বহুভাগ্য মহারাজ, আপনি আসিছে আজ, কন্যারে বিবাহ করি রহে তব ঘরে।
মশানেতে বার্ত্তা দেহ, ভাগ্য মানি নিজে যাহ, পরিতুষ্ট করি এবে আন সেই চোরে॥
শুনি বার্ত্তা ভাটমুখে, মহীপতি মনোসুখে, ভট্টরাজ প্রতি তবে আনন্দেতে বলে।
ভারত ভারতী রচে, যথা চোর বান্ধা আছে, ধাইয়া মশান পানে দুজনাতে চলে॥

॥ মানসিংহ কাব্য ॥

মজুন্দারের অন্নদাস্তব:

[প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে। পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসম্ম-সম্পদে॥
করস্থরত্নদার্ব্বিকাসুপানপাত্রশর্ম্মদে। পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভুনর্ত্তনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদন্তকচ্ছদে। স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশুমুক্তি-কারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে। প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্রভক্তি-সম্পদে॥]

সুপ্রসন্না হও মাতঃ ধনবিধায়িনি। অন্নদাত্রী তুমি অয়ি ধরাপ্রদায়িনি॥
সম্পদস্বরূপা তুমি বিধিবিষ্ণুশিবে। করে তব পান-পাত্র রত্নহাতা শোভে॥
ভোজনেতে পরিতৃপ্ত তব সম্মুখেতে। নাচেন শঙ্কর তুমি হের কটাক্ষেতে॥
সুধান্বিত প্রাতঃসূর্য্যকিরণের জ্যোতি। হইয়াছে তব দন্ত-আচ্ছাদন-দ্যুতি॥
বিজলীর ছটা তব হাসিতে প্রকাশে। মুক্তাফল সম তাহা সতত বিকাশে॥
বিলোলাক্ষি লোলাঞ্চলে লহ ভক্তে পারে। সুপ্রসন্না হও কৃষ্ণভক্ত ভারতেরে॥

॥ সত্যপীরের কথা ॥

[সেলাম হমারা পাঁড়ে, ধূপ্মেঁ তুম্ কাহে খড়ে, পরেশান দেখে বড়ে,
মেরি বাত ধর্ তো।
সির্ণি বদে পীর বা, সভি হম্কো মির বা, মুকামে[৩] জাহির বা,
দর্-বহস্ত[৪] তব্ তো॥]

* *

আমার প্রণাম লহ, খররৌদ্রে কেন রহ, তব দুঃখ সুদুঃসহ, শুন মোর বাণী।
সত্যপীরে সির্ণি দিবে, আমা হতে সব পাবে, মোকামে জাহির তবে, ভিক্ষু
হবে ধনী॥

॥ বিবিধবিষয়িণী কবিতাবলী ॥

হাওয়াঃ

[ধূম বড়া ধূম কিয়া, খানে শোনে নহীঁ দিয়া, চঁহুয়ার ঘের লিয়া, ফৌজ
কিসী কৌরা।
বালাখানা কোট্ কিয়া, কণাৎসে ঘের লিয়া, তপুয়ান্[৫] দগা দিয়া,
আগ কিসী তারা॥
দেখনেমেঁ হুয়া চূর, ছোড় দিয়া মেরি পূর্, তোঁহারি বালাই দূর, আও
মেরে বারা।
তুঝ্ লিয়া নরম সট্টি[৬](?), উজ্লিয়া গরম সট্টি, চিরঞ্জীউ ধরম্ সট্টি,
বাহ্বা রে হবা॥]

* *

গরমের ধূম ভারি, খেতে শুতে নাহি পারি, চারিদিক আছে ঘিরি, সেনা-সম
কাকেতে।

বালাখানা গড় করে, কানাতে রেখেছে ঘিরে, কামান দাগিয়া ফিরে, আগুনের তাপেতে॥
দেখে আমি হই চুর, ছেড়ে দেছি মোর পুর, তোমার বালাই দূর, এস মোর বাওয়া।
নর্ম্মি নিয়েছে কেড়ে, গর্ম্মি গিয়েছে বেড়ে, চিরজীবী হও তুমি, বাহবা রে হাওয়া॥

হিন্দী ভাষায় কবিতাঃ

[এক সমৈ বৃকভানু কুমারী। মাত-পিত সঙ্গ বৈঠ নিহারী॥
হয়ে লগ ঔসর দূতী জো আয়ী। ভেট চল নন্দলাল বোলায়ী॥
দেখ নহীঁ আঁখ শুন নহীঁ কান। কা কুছ আয়ী হো আও লখায়ী॥
কঁহাকে কাহ্নাইয়া লাল কঁহা সো পহ্‌ছান্‌ জান্‌।
কঁহা সো তু আয়ী হৈ, খাক পড়্‌ তেরে ব্রজকি বসনে॥
পানিমেঁ আগ্‌ লগানে আয়ী।
কুছ বাত এতোৎকো কুছ বাত ওতোৎকো,
বাতোঁ ন শুন্‌ বাত হমারি সাথ্‌ লগায়ী হৈ॥]

* *

বৃকভানু রাজবালা কোন এক দিন। জনকজননী সনে ছিলেন আসীন্‌॥
এহেন সময় এক দূতী-যে আইল। বলে—চল নন্দলাল তোমারে ডাকিল॥
চোখে দেখ নাই কভু কানে শুন নাই। কি আজ এনেছি চল তোমারে দেখাই॥
বালা কহে—কে বা কানু কে তাহারে জানে। কোথা হতে এলি তুই আমা বিদ্যমানে॥
ব্রজবাসে আল তোর পড়ি যাক ছাই। পানিতে আগুন দিতে আসিলি কি তাই॥
এদিকের কথা কিছু ওদিকের কিছু। কথা নাহি শুনে কেন লেগেছিস্‌ পিছু॥

মিশ্র ভাষায় কবিতাঃ

[শ্যাম হি তু প্রাণেশ্বর, বায়দ্‌ কি গোয়দ্‌ রু-বর, কাতর দেখে আদর কর, কাহে মরো রোয়কে।

বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চুণ্ লালঃ চেহ.র্-এ-মা, ক্রোধিতপর দেও ক্ষেমা,
মিট্টিমে' কাহে শোয়কে॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দর্ জান্-ই- আয়দ্ খু.শী, আমার হৃদয়ে বসি,
প্রেম কর খোস্ হোয় কে।
ভূয় ভূয় রোরুদসি, য়াদ্-অং নমুদাঃ হুসী, আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত
ফকীরি খোয়কে॥]

* *

শ্যাম তব প্রাণেশ্বর, বলেছে মুখের পর, কাতরে আদর কর, বৃথা কাঁদ
কেন গো।
ইন্দুনিভ মুখখানি, কায়া ফুল্ল মল্লি জিনি, ক্রোধিতেরে ক্ষমা মানি, ভূমিশায়ী
কেন গো॥
যদি কিছু কহ আসি, হৃদয় হইবে খুশী, আমার হিয়াতে বসি, সুখে প্রেম
কর গো।
পুনঃ পুনঃ কাঁদ কেনে, তব স্মৃতি প্রাণ টানে, আজ্ঞা কর বসি মেনে, ফকীরি
তেয়াগি গো॥

॥ চণ্ডী নাটক ॥

সূত্রধারের উক্তি :

অনন্তকৌতুক কথা গাহিতে গাহিতে। পঞ্চমুখে পঞ্চানন লাগিলা নাচিতে॥
বাজাইতে সুমহান্ ডম্বরু তুলিলা। তাহে যিনি দশভুজে তাল সংযোজিলা॥
সেই দশভুজা দুর্গা করুন মঙ্গল। দশদিশি ব্যাপি যারা আছয়ে সকল॥

নটীর উক্তি :

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্যবিশারদ, চতুর সভাসদ সারি।
নূতন নাটক, নূতন কবি-কৃত, আমি তব নূতন নারী [৭]॥
কি করিয়া বলি [৮], ভবানীর ভাব, ভীতি হয় মোর ভারি।
দানব দলনে, ধরণীমণ্ডলে, তারিণী সে অবতারী॥
গুরু সম ধীর, বীর সম শুনহ, সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ, রাজশিরোমণি, ভারতচন্দ্র বিচারি॥

সূত্রধারের উক্তিঃ

রাঘব-তনুজ নরপতি রুদ্র রায়। রাজার প্রপিতামহ তাহার তনয়॥
শ্রীরামজীবন নামে খ্যাত অবনীতে। তদাত্মজ রঘু শ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যগোত্রীতে॥
তাহার তনয় কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ। অশেষগুণতিলক ভূপতি-সমাজ॥
সে রাজার সভাসদ্ প্রতিভা-উজ্জ্বল। ভারত ব্রাহ্মণ—যার জনক আছিল॥
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে রাজা সম পুরন্দরে। রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে হেথা আগমন করে॥
নৃপতি আশ্রয় দিল আপনার পাশে। গঙ্গাতটে মূলাজোড়ে দিল বসবাসে॥
কাব্যসিন্ধুইন্দু-নিভ ভারতেরে যেই। তাঁহারি বর্ণিত ভাষাশ্লোকগীতি এই॥

মহিষাসুরের প্রবেশঃ

খট্মট্ খট্মট্, ধ্বনি খুর-উত্থিত, ভুবন-শ্রবণ করে রুদ্ধ।
প্রচণ্ড নাসানিল, পর্ব্বত-চালক, ত্রিভুবন করিল বিক্ষুব্ধ॥
সপ্সপ্ পুচ্ছাঘাতে, উচ্ছল বারিনিধি, ক্ষিতিতল অম্বর পূর্ণ।
ঘর্ঘর ঘোর নাদে, কামরূপী সুবিকট, প্রবেশিছে মহিষ তূর্ণ॥
ধো ধো ধো ধো, নাগারা গড় গড়, চৌপর ধরি ঘোর গাজে।
ভোরঙ্গ ভমভম, ঘন ঘন ঘন রোলে, মন্দীর ঘন ঘন বাজে॥
তূরী ভেরী দামামা, দগড় দড়মসা, শবদে তবধ দেববর্গে।
দৈত্য ঘোর সহ, মহিষ প্রবেশিয়া. অধিকার করি লয় স্বর্গে॥

মহিষাসুরের উক্তিঃ

দেবদেবী ভেগে যায়, ধর ধর ধর তায় [৯], ইন্দ্রকে বাঁধ আগে।
শিক্ষা দেহ নৈর্ঋতেরে, যমে দাও যমঘরে, হুতাশনে যেন অগ্নি লাগে [১০]॥
পবনেরে রুদ্ধ কর, বরুণেরে তারপর [১১], সে যখন নীরদেরে মাগে [১২]।
ব্রহ্মা ও বাসুকী সাথ, কভু না করিহ বাদ [১৩], দেখ যেন কুবের না ভাগে [১৪]॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তিঃ

শোনরে গোঁয়ার লোক, ছেড়ে দে উপাস রোগ, মান রে আনন্দ ভোগ, মহিষ-রাজ যোগেতে।

আগুনেতে ঘৃত ঢাল, কিবা লাগি প্রাণ জ্বাল [১৫], দুদিনের বাস
ভাল [১৬], ভোগ এই লোকেতে॥

নিজের লাগাও ভোগ [১৭], কামের জাগাও যোগ, ছেড়ে দাও যাগ যোগ,
মোক্ষ এই লোকেতে।

এদিক ওদিক কেন, নারী অর্থ এই জান, এই ধ্যান এই জ্ঞান, আর সর্ব্ব
রোগেতে॥

ভগবতীর ক্রোধ ঃ

কমঠ করাটিছে, ফণি-ফণা লপাটিছে, দিগ্‌গজ উলটিছে, ঝপটট হয় রে [১৮]।
বসুমতী কাঁপিতেছে, গিরিগণ নামিতেছে, জলনিধি ঝাঁপিতেছে, বাড়ব-
ময় রে॥

ত্রিভুবন ঘুটিতেছে, রবিরথ টুটিতেছে, ঘন ঘন ছুটিতেছে, যেন [১৯]
পরলয় রে।

বিজলীর চটচট, ঘরঘর ঘটঘট, অট অট অট অট, আঃ কি বা হয় রে [২০]॥

॥ গঙ্গাষ্টকম্ (সংশোধিত)॥

[যদম্বু নাশিতুং মলং মহামলং [২১] সুশীতলং,
প্রযাতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাম্।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বস্যৈব [২২] দায়িনীং,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্॥ ১॥

নিনেতুমেব [২৩] গোলোকং [২৪] রথো ভগীরথাহৃতা,
ধ্বজস্তরঙ্গরঙ্গকো যদেব নাম চক্রকঃ।
স্বয়ং হি যত্র সারথী রথী যদাপি পাতকী,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্॥ ২॥

যদম্বু বহ্নিপ্রোজ্জ্বলং [২৫] সুশীতলং নৃপাপহং,
সুশীকরং [২৬] স্ফুলিঙ্গকন্তু ধূম এব ব্যোমগঃ।
যদম্বুনঃ প্রবাহ এব চাশ্রয়াশদাহকো,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্॥ ৩॥

বিষং যদম্বুভক্ষকে নিহন্তি মন্দিরাসতাং,
দহত্যশেষপাপিনাং শরীরমেব দেহিনী।
যদম্বু নঃ প্রভঞ্জনঃ প্রপাদদেহভঞ্জনো,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৪ ॥

সুধা যদম্বুশীতলং দদাত্যমৃত্যুতাং দিবি,
সপাপদাহদাহিনো [২৭] বিগাহনায় স্নিগ্ধদাম্।
বিগাহিতস্য [২৮] দর্শিতস্য কর্ষিতস্য চিন্তয়া,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৫ ॥

নিহন্তি [২৯] সংঘমুন্মদং [৩০] সসৈন্যকং [৩১] পরন্তপং [৩২],
যদম্বুপত্তিসংকুলং জলধ্বনির্নিনাদনম্।
রথেভবাজিকাদীনাং [৩৩] মতিঃ স্তুতির্নতিস্তথা,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৬ ॥

হরিস্তথা ত্রিলোচনস্ত্রিলোচনী হরীশ্বরৌ,
বিধায়িতুং নিমুক্তিতাং যদম্বুনা শুভাকলাম্।
ত্রিলোকলোকপাবিকাং ত্রিদেবতাবিধায়িকাং,
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকল্পকারিণীম্ ॥ ৭ ॥

বিমলধবললীলা শম্ভুমৌলৌ বিলোলা, প্রবলজলবিশালা স্বর্জনে স্বর্ণমালা।
মদনদহনকাঙ্গা স্বর্গসোপানসংজ্ঞা [৩৪], কলুষহরতরঙ্গা ভারতং পাতু গঙ্গা ॥ ৮ ॥]

* *

মহাপাপ-মল-নাশী, সুশীতল জলরাশি, নীচগতি তব সদা, ঊর্দ্ধগতি-দায়িনী।
হরিপাদপদ্মজাতা, হরিত্বদায়িনীমাতা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-বারিণী ॥ ১ ॥

ভগীরথ-সমাহৃত, তুমি গোলকের রথ, তরঙ্গ তাহার ধ্বজ, সে রথ আপনি।
তুমিই সারথী সেথা, পাতকী আরোহী যেথা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-বারিণী ॥ ২ ॥

পাপনাশী সুশীতলা, সুশীকরা বহুজ্জ্বলা, স্ফুলিঙ্গ ধূমের মত, নিত্য-
ব্যোমচারিণী।
যাহার প্রবাহ রাশি, হুতাশন-দাহনাশী, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-
বারিণী॥ ৩॥

পাপ-বিষ ভক্তিহীনে, খণ্ডে যে-বারি সেবনে, প্রবাহ-স্বরূপা বহুপাপদেহ-
দাহিনী।
নহে তব জলরাশি, ঝঞ্ঝাসম তনু-নাশী, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-
বারিণী॥ ৪॥

যে-বারি সুধা শীতল, স্বরগ-অমৃত ফল, কলুষ-দহন-দগ্ধে, স্নানে স্নিগ্ধ-
কারিণী।
চিন্তাক্লিষ্ট দেখি যায়, স্নানে সেহ পার পায়, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-
বারিণী॥ ৫॥

প্রমত্ত অরাতি দল, বিবিধ সেনাসম্বল, জলধ্বনি-নিনাদনে, তুমি গো নাশিনী।
রথ-গজ-বাজি-পতি, তেঁই করে স্তুতি নতি, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-
বারিণী॥ ৬॥

পাপহারী শিব শিবা, বিধি বিষ্ণু আর কিবা, মুকতি বিধানে তব, নীরে
শুভকারিণী।
ত্রিলোকলোকপাবিকা, ত্রিদেবতাবিধায়িকা, প্রণমি জহ্নুজা হিতা, যমভয়-
বারিণী॥ ৭॥

বিমললীলাধবলা, শিবশিরে সুবিলোলা, প্রবাহবারিবিশালা, স্বর্গে হেম-
মালিকা।
মদনদহনকাঙ্গা, ত্রিদিবসোপানসংজ্ঞা, কলুষহরতরঙ্গা, ভারতের পালিকা॥ ৮॥

---

১ বিদ্যাসুন্দর পুঁথি [বিব্লিওথেক নাসিওনেল (প্যারিস)। নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯'। পৃঃ ৪২খ]।

২ রহস্যসন্দর্ভ [১ম পর্ব্ব। ৯ম খণ্ড। সং ১৯২০। পৃঃ ১৩৯]।

৩ অনেকে এই শব্দটিকে 'মোকামে" বলেন অর্থাৎ যাহার অর্থ দাঁড়ায় 'ঠিক সময়-মত'। কিন্তু মনে হয় শব্দটি বাঙ্গালীর সত্যনারায়ণ পূজার অন্যতম উপকরণ 'মোকাম' [=পান, সুপারী, কলা, ইত্যাদি] হইবে।

৪ মুদ্রিত গ্রন্থের শব্দটি 'দরবহস্ত'। কিন্তু এইরূপ কোন শব্দ পাওয়া যায় না। অনুমান করি শব্দটি 'দ্রব্যহস্ত' হইতে বিপ্রকর্ষ করিয়া [> দরব্ + হস্ত] পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে একটি সঙ্গত অর্থ করা যাইতে পারে। অর্থটি হইল সত্যপীরকে পূজা করিলে 'দ্রব্য-হস্ত' অর্থাৎ ধনী হওয়া যায়। অথবা শব্দটি 'দর্-বেহেশ্‌ৎ' হইতে পারে। ইহার অর্থ হয় সত্যপীরের পূজা করিলে অন্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ফারসী 'দর-ও-বস্ত' শব্দের অর্থ হইল সম্পূর্ণ, মোট। এই অর্থেও এইস্থলে শব্দটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫-৬ সমগ্র কবিতাটির মূল পাঠ উদ্ধার করা সুকঠিন। বহু স্থলে ধ্বনি অনুসরণ করিয়া মূল শব্দ অনুমান করিতে হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে 'ত'হুয়ান' শব্দটি রহিয়াছে কিন্তু এই শব্দ অজ্ঞাতপরিচয়। সম্ভব কথাটি 'তপুয়ান্' [=তোপ্+বান্] হইবে। এইরূপ করিলে একটি সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। 'সট্টি' শব্দের অর্থ কি 'বাজার'?

৭-২০ সংশোধিত অংশগুলি হইতেছে যথাক্রমে এই— 'হম তোঁহি নূতন নারী'। 'কৈসে বাতাওব'। 'পাখড় পাখড়'। 'আগকো আগ লগে'। 'করত বরুণকো'। 'জব তু সো আব মাগে'। 'কভি নহী' ঝগড়ো'। 'জ্যো কুবেরা ন ভাগে'। 'কাহে কো জলাও জীউ'। 'য়ক্ রোজ প্যার পিউ'। 'আপকো লগাও ভোগ'। 'ঝপটট ভৈ'রে'। 'জ্যো পরলয় রে'। 'আঃ ক্যা হৈ রে'। —[দ্রষ্টব্যঃ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৭৪২-৪৬)]।

২১-৩৪ রহস্যসন্দর্ভ-[১ম পর্ব্ব। ৯ম খণ্ড। সং ১৯২০। পৃঃ ১৩৯]-এর পাঠ-গুলি হইতেছে যথাক্রমে এই—'মহামলঃ'। 'হরিত্বমেব'। 'নূনেতুমেব'। 'গোলকং'। 'বহ্নি-রুজ্জ্বলঃ'। 'সুশীকরঃ'। 'সপাপদাহদাহিনাং'। 'বিগাহিতশ্চ'। 'নিহন্তু'। 'সঙ্ঘ উন্মদং'। 'সসৈন্যকঃ'। 'পরন্তপো'। 'রথেভবাজিকাদয়ো'। 'স্বর্গসোপানসঙ্গা'। এতদ্ব্যতীত, 'কৃতান্ত-কল্পকারিণীম্' শব্দটি সর্ব্বত্র 'কৃতান্তকল্পকারিণীং' রূপে লিখিত হইয়াছে। পদান্তের ম্-ভাগান্ত শব্দগুলিও ['নিত্যমুচ্চতাম্', 'স্নিগ্ধদাম্', 'নিনাদনম্', 'শুভাকলাম্'] ং-সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। —[দ্রষ্টব্যঃ ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ২য় সং। পৃঃ ৪৫৬-৫৭)]।

॥ ২৭ ॥ চিত্র পরিচয়

সংখ্যানুক্রমিক চিত্রমালা পরিচ্ছেদের শেষে দ্রষ্টব্য।

॥ ১ ॥ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিত কবি ভারতচন্দ্রের পত্র [১]।

॥ ২ ॥ 'বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানম্' পুঁথির আক্ষরিক বৈশিষ্ট্য [২]।

॥ ৩ ॥ বিব্লিওথেক নাসিওনেল-(প্যারিস)-এ সংরক্ষিত বিদ্যাসুন্দর-পুঁথি-(নং 'ইণ্ডিয়েন ৭১৯')-র প্রথম পত্র (১ক|নং ১|১৭৮৪ খ্রীঃ) [৩]।

॥ ৪ ॥ ব্রিটিশ মিউজিয়ম-(লণ্ডন)-এ সংরক্ষিত বিদ্যাসুন্দর-পুঁথি-(নং 'অতিরিক্ত ৫৬৬০এ')-র শেষ পত্র (৩৪খ) [৪]।

॥ ৫ ॥ 'বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানম্' পুঁথির শেষ পত্র (২৩খ) [৫]।

॥ ৬-৮ ॥ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথিত্রয়ের [নং 'জি৫৩৬১-৬-সি ১' (কালিকামঙ্গল)। 'জি৫৬৬৭-৭-এচ্ ৩' (বিদ্যাসুন্দর)। 'জি৫৪১৯-৬-সি ৬' (অন্নদমঙ্গল)] তিনটি পত্র (৬৫খ, ৯৫খ, ১৫০ক) [৬]।

॥ ৯ ॥ ভারতচন্দ্রের জন্মভিটা, পেঁড়ো [৭]।

॥ ১০ ॥ মণিনাথের মন্দির, গড়ভবানীপুর [৮]।

॥ ১১ ॥ গোপীনাথ জীউর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, গড়ভবানীপুর [৯]।

॥ ১২ ॥ 'রাজার ঘাট'-এর ধ্বংসাবশেষ, গড়ভবানীপুর [১০]।

॥ ১৩ ॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তুভিটার অধুনালুপ্ত প্রাচীর, মুলাজোড় (শ্যামনগর) [১১]।

॥ ১৪ ॥ দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ, গোন্দলপাড়া। কবি ভারতচন্দ্র এই বাটীতে বাস করিতেন [১২]।

॥ ১৫ ॥ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর ভগ্নাবশেষ ও তাঁহার স্বাক্ষর, চন্দননগর [১৩]।

॥ ১৬ ॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তুভিটার একটি গৃহ, মুলাজোড়।

॥ ১৭ ॥ ভারতচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ, দেবানন্দপুর বকুলতলা (ব্যাণ্ডেল) [১৪]।

॥ ১৮ ॥ কৃষ্ণনগর রাজবাটীর প্রখ্যাত 'বিষ্ণুমহল', কৃষ্ণনগর [১৫]।

॥ ১৯ ॥ ভারতচন্দ্রের বাস্তুভিটা-সংলগ্ন পুষ্করিণী, মুলাজোড়।

॥ ২০ ॥ কুষ্টিকেন্দ্রের স্থানান্তর [১৬]।

॥ ২১ ॥ 'বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি' [১৭]।

॥ ২২ ॥ 'লৌহপিঞ্জর' [১৮]।

॥ ২৩ ॥ আলমগীর্-[= আওরঙ্গজেব্]-এর নামে মুদ্রিত সিক্কা মুবারক (১৬৬৫ খ্রীঃ) [১৯]।

---

১ 'ভারতচন্দ্রের নামে প্রচলিত রচনাবলী', পৃঃ ১০। পত্রটি মুদ্রিত গ্রন্থাবলীতে (যথা, বঙ্গবাসী সং। ১৩০৯ সাল। পৃঃ ৭৪৬-৪৭) দেখা যাইতে পারে।

২ 'বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য', পৃঃ ১১২-১৮ এবং চিত্র নং ৫।

৩ 'খিল ভারতচন্দ্র' পৃঃ ৪৫৭। পাঠ ঃ—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥ অথ অন্নপূর্ণাঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে ॥ কবিসক্তী শ্রী ভারথ চরন রায় ॥ আজ্ঞা শ্রীযুত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাসয় ॥ । × ॥ ঃঃ ॥ আল আমার প্রান কেমন লো করে না দেখি তাহারে ॥ জে করে আমার প্রান কহিব কাহারে ॥ ঃঃ ঃঃ ॥ ভাট মখে সুনিয়া বিদ্যার সমাচার। উথলিল সুন্দরের সুখ পারাপার ॥ বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ। বিদ্যালাভ ২ বিদ্যালাভ তপ ॥ হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বর্দ্ধমান জাব ॥ কিবা রূপ কিবা গুন কহিলেক ভাট। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ প্রানধন বিদ্যালাভ বেপারের তরে। খেয়ার তরুর তরি প্রভাস সাগরে ॥ জদি কালি কুল দেয় কুলে আগমন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা সরির পতন ॥ একা জাব বর্দ্ধমান করিয়া জতন। জতন নহিলে নকী মিলয়ে রতন ॥ জে প্রভাবে রামের সাগরে হইল সেতু। মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥ হইল আকাসবানি বুঝি অনুভাবে। চল বাছা বর্দ্ধমান বিদ্যালাভ হবে ॥ আকাসবানিতে হাথে পাইয়া আকাস। মনরথ অস্ব আনে গমনে বাতাস ॥ আপনি সাজান ঘোড়া মনহর সাজে ॥ আপনার সুসাজ করয়ে যুবারাজে ॥ বিলাতি খিলাত জরকসি চিরা ॥ মানিক কলগা তোরা চকমকী হিরা ॥ গলে দোলে ধুকধুকি তার ধকধকী। মনিময় অভরন তার চকমকী ॥ খড়্গ চর্ম্ম লেজা তির কামান খঞ্জর। পড়া সুক হাথে লইল"। পুঁথিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহীত।

৪ 'খিল ভারতচন্দ্র' পৃঃ ৪৫৭। পাঠ ঃ—"রাজারানি তুষ্ট হয়্যা ঃ পুত্রবধু পৌত্র লয়্যা ঃ মহোৎসবে মগন হইলা ॥ রাজা গুনসিন্ধু রায় ঃ পুলকে পুর্নিত কায় ঃ সুন্দরেরে রার্য্য ভার দিলা। সুন্দর সানন্দ চিত ঃ লইয়া গুরু পুরোহিত ঃ নানামতে কালিরে পুজিলা ॥ সুন্দরের পুজা লয়্যা ঃ কালি মর্ত্তিমই হয়্যা ঃ দম্পাতিরে কহিতে লাগিলা। তোরা মোর দাসদাসি ঃ সাঁপেতে মরতে আসি ঃ আমার মঙ্গল প্রকাসিলা ॥ ব্রত হইল পরকাস ঃ ইবে চল স্বর্গবাস ঃ নানা মতে আমারে তুসিলা। এত বলি জ্ঞান দিলা ঃ মায়া জাল ঘুচাইলা ঃ অষ্টমঙ্গলা বুঝাইলা ॥ দেবি দিলা দিব্য জ্ঞান ঃ দুহে হইল জ্ঞানবান ঃ নিজ স্বর্গ দেখিতে পাইলা। দেবির চরণ ধরি ঃ বিস্তর বিনয় করি ঃ দুইজনে অনেক কান্দিলা ॥ বাপ মায়ে বুঝাইয়া ঃ পুত্রে রার্য্য ভার দিয়া ঃ দুইজনে সর্ত্তরে চলিলা। আনন্দে দেবির সঙ্গে ঃ কৈলাসে চলিলা রঙ্গে ঃ রাজারানি সোকেতে মোহিলা ॥ বিদ্যা সুন্দরেরে লয়্যা ঃ কালিকা কৌতুকি হয়্যা ঃ কৈলাষ সিখরে উত্তরিলা। কালিকামঙ্গল সায় ঃ ভারথ ব্রাহ্মনে গায় ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেসিলা ॥ চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ঃ মহারাজা কেসরিরাজও। তার সভাসতবর ঃ রচে

রায়গুনাকর ঃ অন্নপূর্ণা পদছায়া দেও॥ ইতি ॥০॥" ...... [পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য ঃ 'খিল ভারতচন্দ্র', টীকা নং ১, পৃঃ ৫০৪]। পুঁথিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

৫ 'বিদ্যাসুন্দর এবং চৌরপঞ্চাশৎ কাব্য', পৃঃ ৬১২-১৮। পাঠঃ—"নৃপানাঞ্চ পুরোবিচারং। তৎসর্ব্বমস্মৈ নৃপপুঙ্গবায় কর্ণে রহস্যং সকলং জগাদ॥ ৫৩৬॥ শ্রুত্বা হৃষ্টমনাবাচং মাধবস্য মুখাত্ততঃ। বিমুচ্য সুন্দরং শীঘ্রং স্বপুরং প্রাবিশৎ সুখী॥ ৫৩৭॥ প্রাতঃ সমুত্থায় ততঃ স্ববন্ধুন্ দ্বিজেন্দ্রমুখ্যান্নৃপতেঃ সভায়াং। পপ্রচ্ছ সর্ব্বং নৃপনন্দস্য কুলঞ্চ শীলঞ্চ গুণানশেষান্॥ ৫৩৮॥ পৃষ্টস্ততো মাধবভট্ট নামা সমস্তবিদ্যাবিদুরপ্রগল্ভঃ। জ্ঞাত্বা চরিত্রং গুণসারসুনোঃ প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ॥ ৫৩৯॥ অসৌ কুমারঃ শশিবংশজাতঃ শূরঃ কুলীনো দ্বিজদেবভক্তঃ। মহাকবিঃ কল্পতরুঃ প্রদানে দ্বিঃসপ্তবিদ্যাবিদুরো দয়ালু॥ ৫৪০॥ জ্ঞাত্বা রাজা নিখিলচরিতং সত্যবর্গৈরমাত্যৈর্হৃষ্টো ভূত্বা বিদিতসকলং প্রেষয়ামাস ভট্টং। রত্নাবত্যাং নৃপতিককুদং সুন্দরস্যাস্য তাতং গত্বা শীঘ্রং জবনতুরগৈরানয়েতি প্রবীণৈঃ॥ ৫৪১॥ তৎশ্রুত্বা গুণসারভূপতি ন কো মগ্নঃ সুধাসাগরে সংপ্রাপ্তশ্চতুরঙ্গসৈন্য সহিতো বাদ্যৈর্দিশো নাদয়ন্। জ্ঞাত্বৈবং নৃপতিস্তদা নৃপসুতোদ্বাহক্রিয়া কৌতুকী সংভাবনখিলশ্চকার নিপুণৈরাপ্তৈর্বিবাহোচিতং॥ ৫৪২॥ নক্ষত্রে শশিদৈবতে সিতদিনে বৈশাখমাসে রবৌ লগ্নে বাক্‌পতিরীক্ষিতে শশধরে শুদ্ধে তথা তারকে। শুক্রে পুষ্টবলে বিলগ্নসহিতে নন্দে তিথৌ সাদরং রত্নাদ্যৈঃ সহ সুন্দরায় রুচিরাং বিদ্যামদাৎ ভূপতি॥ ৫৪৩॥ ক্ষণং তৎপদবীং নাহমনুজাতোঽস্মি পামরঃ। ত্বঞ্চ মে বৎস ন জহাসি দিবানিশং॥ ৫৪৪॥ বিক্রমাদিত্যভূপালঃ শ্রুত্বা তচ্চরিতং পুনঃ। স চৌরো ধন্য ইত্যুচে শংকটে প্রতিভান্বিতঃ॥ ৫৪৫॥ সোঽথ সুন্দরকবির্মণিম্লুচো হৃচ্চরোদিত মনোভবক্রমঃ। বিদ্যয়া সদন বিদ্যয়া পুনঃ কামকেলিনদমধ্যগাহিতা॥ ৫৪৬॥ ইতি সমস্তমহীমণ্ডলাধিপমহারাজবিক্রমাদিত্যনিদেশলব্ধশ্রীমন্মহাপণ্ডিতবররুচিবিরচিতং বিদ্যাসুন্দরপ্রসঙ্গকাব্যং সমাপ্তং॥" পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৬ 'খিল ভারতচন্দ্র', পৃঃ ৪৫৭। পাঠগুলি যথাক্রমে লিপিবদ্ধ হইল—"দোঁহে হৈল জ্ঞানবান ঃ নিজসর্গ দেখিতে পাইল ঃ॥ বাপমায় বুঝাইয়া ঃ পুত্রে রাজ্য ভার দিয়া ঃ দুইজনে সর্গ্যেরে চলিল ঃ। আনন্দে দেবির সনে ঃ সর্গে গেলা দুইজনে ঃ আনন্দেতে হরিধ্বনি কৈল ঃ॥ বিদ্যাসুন্দরে লইয়া ঃ কালিকা কোতুক হৈয়া ঃ কৈলাস সিখরে উত্তরিল ঃ। কালিকামঙ্গ... সায় ঃ ভারথ ব্রাহ্মন গায় ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহাইল ঃ॥ ... বিদ্যাসুন্দরের পুথি ঃ সমাপ্ত হইল ইতি ঃ॥ জথাদিষ্টং। তথা লিক্ষিতং। লিখিতং দোসনাস্তিকং ভিমেরসাপি রনেভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্যাম ঃ॥ ইতী" ...... [কালনির্দেশ দ্রষ্টব্য ঃ 'খিল ভারতচন্দ্র'। টীকা নং ৭, পৃঃ ৫০৬]।

"সন্নিধান ঃ।ঃ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈল ঃ। কনক আঞ্জুলি দিয়া গঙ্গা পার হইলা ঃ। প... নবর্দ্বিপে উত্তরিলা ঃ। এই অবধী বিদ্যাসুন্দর সঙ্গে হৈলা ঃ। ইতি" ...... [পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য ঃ 'খিল ভারতচন্দ্র'। টীকা নং ৬, পৃঃ ৫০৫]।

"অমাত্য অপত্যগন ঃ সভে সোকে অচেতন ঃ ক্রন্দনে উটীল কোলাহল ॥ঃ॥ চন্দ্রমুখি পদ্যমুখি ঃ স্বর্গে জাইবারে সুখি ঃ সহমৃতা হইলা হাসিয়া॥ চড়িয়া পুষ্পক রথে ঃ চলিলা অলকা পথে ঃ জক্ষগণে বেষ্টীত হইয়া ॥ঃ॥ অন্নপুর্ন্না আগে আগে ঃ সখিগণ চারি ভাগে ঃ নলকুবেবের চলিলা॥ কুবের জক্ষের পতি ঃ সোকেতে পড়িল অতি ঃ পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা ॥ঃ॥ পুত্রপুত্রবধু লয়্যা ঃ কুবের সানন্দ হয়্যা ঃ পুজা কৈলা অন্নদাচরণ॥ কুবেরের

পূজা লয়্যা ঃ দেবি গেল্যা তুষ্ট হয়্যা ঃ কৈলাষেতে জেথা পঞ্চানন ॥ঃ॥ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি ঃ করিলেন অনুমতি ঃ সেইমত রচিয়া বিধানে॥ ভারত জাচয়ে বর ঃ অন্নপূর্ণা দয়া কর ঃ পরিজর্ম্মক্ষতি ভগবানে ॥ঃ॥ঃ॥ পয়ার ছন্দ ॥ঃ॥ঃ॥" ......[ফলশ্রুতি ('সভাজনে নিবেদন...... জে মানে এ গিত) দ্রষ্টব্যঃ 'খিল ভারতচন্দ্র', পৃঃ ৪৬৩-৬৪]। উক্ত পুঁথি তিনখানির চিত্র বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত (গ্রন্থকারকে লিখিত পত্র নং ২৭১৫ তাঃ ১৯-৯-১৯৫১ খৃঃ)।

৭ উপবিষ্ট বামে বন্ধুবর শ্রী গোপালচন্দ্র রায়, দক্ষিণে ভারতচন্দ্রের জনৈক জ্ঞাতি বংশধর। এই ভিটার সম্মুখে সম্প্রতি কবির স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে [যুগান্তর। ১৩-১-১৯৫৪ খৃঃ]। স্থানসংক্রান্ত সমস্ত আলোকচিত্রগুলি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

৮-১০ 'কবি-জীবনী', পৃঃ ২২-২৩। চিত্রে বামে শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়, দক্ষিণে গ্রন্থকার এবং কতিপয় স্থানীয় কিশোরকে দেখা যাইতেছে।

১১ চিত্রটি মুলাজোড়ের শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে স্থানীয় শ্রীযুক্ত বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে যদিচ ইহা ১৬নং চিত্রের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে হয়।

১২-১৩ 'কবি-জীবনী', পৃঃ ২০, ২৬ (টীকা নং ২৪)। ১৪নং চিত্রটি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত (গ্রন্থকারকে লিখিত পত্র তাঃ ৩০-৭-১৯৫১ খৃঃ, চন্দননগর)।

১৪ 'কবি-জীবনী', পৃঃ ১৯, ২৩, ২৬ (টীকা নং ২১)। চিত্রে রামচন্দ্র দত্ত মুনসীর বংশধর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুনসী মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

১৫ শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা এই গৃহে বসিত। চিত্রটি বর্ত্তমান মহারাজকুমার শ্রীযুত সৌরীশচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে গৃহীত হইয়াছে (গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত পত্র তাঃ ২-১০-১৯৫২ খৃঃ)।

১৬ 'যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র', পৃঃ ৩৬৭। চিত্রটি বার্ত্তা সম্পাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে (গ্রন্থকারকে লিখিত পত্র তাঃ ৩১-১২-১৯৫২ খৃঃ) যুগান্তর পত্রিকা (৯-৬-১৯৫২) হইতে গৃহীত।

১৭ চিত্রটি 'অন্নদামঙ্গল' (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫৭ খৃঃ) গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এই জাতীয় চিত্র পরবর্ত্তী বহু সংস্করণে দেখা যায়।

১৮ 'কৃষ্ণচন্দ্র-ভবানন্দের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা', পৃঃ ২৯২ (টীকা নং ১৯)। চিত্রটি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (২য় খণ্ড। ১৮০৬ শক) হইতে গৃহীত। জনশ্রুতি, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া এই পিঞ্জরে বন্দী করিয়াছিলেন।

১৯ আর্কট (>'আড়কাঠ') মুদ্রা। 'যুগচিত্রশিল্পী ভারতচন্দ্র', পৃঃ ৩৬৯ (টীকা নং ৩৬৯) এবং 'শব্দার্থচন্দ্রিকা' ('আড়কাঠ' শব্দ)।

॥ 'সত্যপীরের কথা'-র পুঁথি ॥

পুঁথি-পরিচয়ঃ পৃঃ ১৷৵০, ৪৬০, ৫০১-০৩ দ্রষ্টব্য ।

ক্=ক্, ক=ক্ক, ক্ষ্য=ক্ষ্য, ম=ম, জ্=জ্জ, ক্তু=ক্তু, ট্ট=ট্ট,
ত্ত=ত্তু, থ=ত্য, ত্ব=ত্ব, র্ক=র্ক, ভু=ভু, স্বা=স্বা, দ্র=ত্র।

৯
১০
১১
১২
১৩

১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥